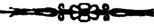
ওঁ

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।



মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।



পঞ্চমবর্ষ

১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

কলিকাতা।

প্রতিভা প্রেসে

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।



বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

Reg. No D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[পঞ্চম বর্ষ—প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ।৶০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১।০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১॥৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এইপ্রকার একখানি গ্রন্থ ১॥৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক প্রতি লাইন ⁄১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে কয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১॥৹ যাঁহারা মণিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ⁄৹ মোট ১॥⁄ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজ ব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ⁄৹ ও অপরের জন্য ৶৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।
সম্পাদক ও প্রকাশক।

ফরিদপুর
হিতৈষী প্রেসে
শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৯।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩১৯।

নববর্ষ।

সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর, পরমকারুণিক শ্রীহরির কৃপায় আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। বিগত ১৩১৫ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকাখানি ত্রৈমাসিক ক্ষুদ্র (Demy octavo) ৩২ পৃষ্ঠা আকারে কায়স্থ-প্রতিভা জননী হইতে প্রসূত হইয়াছিল। বাল্য হইতে ইহার ক্ষুদ্র জীবনটুকু বিরাট বঙ্গীয় কায়স্থজাতির সেবায় উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ১৩১৬ সনের প্রারম্ভে "প্রতিভা" উক্ত আকারেই মাসিক বেশ ধারণ করতঃ সমাজের সেবা-কার্য্যে নিরত হইল। তৎকালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, কায়স্থজাতির সার্ব্বজনীন প্রতিভার কণিকামাত্র আমরা গ্রহণ করিয়া যে মহাব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীভগবান্ আমাদের সহায়, সমাজ আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র, এবং ক্ষত্রোচিত ধর্ম্ম ও বল আমাদের একমাত্র সম্বল। সমাজ শব্দে কেবল কায়স্থ-সমাজ নহে, সমগ্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ। এই বিরাট বিশাল হিন্দুসমাজকে গুণকর্ম্ম বিভাগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে পুনর্গঠিত করা এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদানুমোদিত আর্য্যঋষিগণের উপদেশ শিরে ধারণ করতঃ এই সমাজ-সংস্কার ব্রত পালন করিতে আমরা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি। আমরা হিন্দু, হিন্দুই থাকিব, তবে পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে দেশ-কাল পাত্রানুসারে যে সকল সংস্কার আবশ্যক তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

২। অনেকেই পত্রিকাখ্যার প্রতি প্রণি-ধান করিয়া মনে করেন যে আমরা সাম্প্রদায়িক ভাবে অর্থাৎ কেবল কায়স্থসমাজের উন্নতি-

কল্পে পত্রিকা পরিচালিত করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা যদি ইহার আভ্যন্তরিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন তবে দেখিতে পাইবেন আমরা সকল সমাজের মঙ্গলার্থে বদ্ধপরিকর। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের প্রথমে "প্রতিভা" মাসিক ৩২ পৃষ্ঠায় পরিবর্দ্ধিতাকারে (Royal Octavo) প্রচারিত হইল। উক্ত বর্ষের অগ্রসরের সহিত পত্রিকার আকারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং বর্ষ শেষে প্রতিভা ৪৮ পৃষ্ঠায় পরিণতা হইয়া পাঠকগণের হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত আকার রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের মনের বাসনা ছিল যে, যদি গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদের বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ দেড়টী টাকা মাত্র সকলে প্রদান করেন, তবে বর্ত্তমান বর্ষ হইতে উক্ত মূল্যেই ৫৬ পৃষ্ঠায় প্রতিভা বাহির করিব। কিন্তু তাহা হইল না, গ্রাহকগণ এতাধিক সংখ্যক ভিঃ পিঃ বর্ষান্তে ফেরত দিয়াছেন যে, প্রতিভার তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলেও আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়। এইরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ে আমরা কায়স্থসমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ রংপুর কায়স্থভ্রাতৃগণের ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনীর আহ্বানে রংপুর বিরাট কায়স্থ মহাসভায় যোগদান করি। সভার আদ্যন্ত বিবরণ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। আমরা জানি না পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে রংপুরের ন্যায় কায়স্থপ্রধান নগর আছে কিনা। রংপুরবাসী কায়স্থগণের সমাজ একপ্রাণতা আমরা আর কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। কায়স্থসমাজের হিতার্থে তাঁহারা প্রত্যেকে যেন তাঁহাদিগের পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কায়স্থজাতির এই পরম পবিত্র তীর্থ স্থানে গমন করিয়া আমাদের মন আশ্বস্ত হইল। প্রায় ৪০ জন নূতন গ্রাহক আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হইলাম। এই অপ্রত্যাসিত সৌভাগ্যে আমরা শ্রীভগবান্ ও নূতন গ্রাহকগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। কায়স্থমহোদয়গণ যদি প্রতিভার অর্থাভাব পূরণ না করেন, তবে আমার ন্যায় দরিদ্র সমাজসেবক দ্বারা এই কার্য্য অসম্ভব। কায়স্থকার্য্যে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া জীবন পাত করিতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

কায়স্থভ্রাতৃগণ! আজ একবার উন্মীলিত নয়নে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের অধঃপতিত অবস্থা নিরীক্ষণ করুন। আমরা কি ছিলেম আর কি হইয়াছি! দেখিবেন পূর্ব্বকালে সমগ্র ভারত-কায়স্থমহামণ্ডল কায়স্থজাতির বিদ্যা বুদ্ধি গৌরব ও বীরত্বে একসময়ে পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় তিন সহস্র বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশে কায়স্থ রাজন্যগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। কাশ্মীর, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যও তাঁহাদিগের করতলগত ছিল। বৌদ্ধ শাসনের পরবর্ত্তীকাল হইতে এই মহতীজাতির ক্রম অবনতি আমরা দেখিতে পাই। ইতিহাসপাঠে আমরা জানিতে পারি যে কায়স্থ রাজন্যগণ, জমীদারগণ ও প্রধান প্রধান নেতাগণ এই জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে ভালবাসিতেন। কেহই কোনও দিন খণ্ডিত অংশগুলিকে মিলিত করিয়া একটী অখণ্ড বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাই আমাদিগের পতনের প্রধান কারণ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, তরঙ্গবিক্ষোভিত নদনদী ও গহন বনরাজি

এই জাতিকে শত শত বিভিন্নজাতিতে পরিণত করিয়া, আচার ব্যবহার ও ভাষা ভিন্ন২ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল। চৈত্রগুপ্ত, চান্দ্রসেনী, ও প্রভুকায়স্থগণ তাঁহাদিগের একত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। আমরা বঙ্গদেশে আসিয়া ভিন্নভাব ধারণ করিলাম। আমাদিগের দায়াদগণ কে কোথায় কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন তাহার কোনও সংবাদ আমরা গ্রহণ করিলাম না। শূদ্রজাতির আচার গ্রহণ করিয়া আমরা বর্ণপ্রভাব হারাইলাম। হিন্দুর সর্ব্বস্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভারত হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল, সময় পাইয়া বঙ্গদেশ হইতে একেবারে অপসারিত হইল। চতুর্ব্বর্ণস্থলে বর্ণদ্বয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বঙ্গাধিকার করিল। আশ্রমধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিল। বর্ণধর্ম্ম পৃথিবীর সকল স্থানেই অধিকার বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর বিশেষত্ব। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর স্থলে একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম তাহার প্রভাববিস্তার করিল। যে দিন হিন্দু তাহার পরমধন ব্রহ্মচর্য্য হারাইল, সেই দিন হইতে তাহাদের বল বীরত্ব ও স্বাধীনতা অতলজলে ডুবিতে আরম্ভ করিল। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থসমাজে বর্ণপ্রভাব ও আশ্রমপ্রভাব কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদিগের বর্ত্তমান আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য উক্ত প্রভাবদ্বয়ের পুনরনুশীলন। ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণপ্রভাব কায়স্থসমাজে প্রবিষ্ট না হইলে ইহার প্রকৃত উন্নতি সুদূরপরাহত। আসুন কায়স্থভ্রাতৃগণ! আমাদিগের বংশধরগণ মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আধিপত্য বিস্তার করি।

গত বর্ষে যদিও উপনয়ন বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, তথাপি কয়েকটী নিদ্রিত সমাজ জাগরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গজ ও উত্তররাঢ়ীয়-সমাজদ্বয় যজ্ঞসূত্রবন্ধনে তাঁহাদিগের প্রীতিমিলন সম্ভবপর হইবে। কলিকাতা মহানগরী মধ্যে একটী অপূর্ব্ব আন্দোলনতরঙ্গ উত্থিত হইবেক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কায়স্থভ্রাতৃগণের সহিত আমাদিগের আত্মীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু পরিতাপের বিষয় বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণবিদ্বেষ হ্রাস হইবে না। কায়স্থেরপক্ষসমর্থনকারী ব্রাহ্মণসম্প্রদায় পরিপুষ্ট হইবেন ও কায়স্থজাতির উন্নতি চারিদিক হইতে পরিদৃষ্ট হইবেক। কায়স্থভ্রাতৃগণ! এই নববর্ষ সমাগমে আপনাদের সামাজিক দায়িত্ব একবার অনুভব করুন। অতিশয় গুরুতর কঠিন কার্য্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে সমাজ মধ্যে যে পরশ্রীকাতরতা আত্মকলহ ও আভিজাত্যের অভিমান বিরাজ করিতেছে তাহার স্থলে একতা একপ্রাণতা ও ভালবাসার বিধান করিতে হইবেক। বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যে আপনারা যদি সকলে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন, তবে আশা করি সকল বিষয়ে আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়াচারগ্রহণে শ্রেণীগত বৈষম্যের বিলোপসাধন ও বরপণপ্রথার সংযম ও অন্তর্গণিকবিবাহ প্রচলিত হইবে। সমাজে ধর্ম্মের আলোক নিপতিত হইলে উন্নতির পথ সুন্দররূপে নয়নগোচর হইবেক। ভ্রাতৃগণ! শূদ্রের নিকৃষ্ট আচার পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় উত্থিত হউন। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" শ্রীভগবানের

আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করুন। কায়স্থসমাজ নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করিতেছে দেখিয়া আপনাদের বন্ধুগণ মর্ম্মাহত; কিন্তু অহিতাকাঙ্ক্ষীগণ অনেক অকথা বলিয়া আপনাদের সামর্থ্যের নিন্দা করিতেছে। ইহাপেক্ষা অধিক কষ্টকর বিষয় আর কি হইতে পারে। আসুন ভ্রাতৃগণ! আমরা সমবেত শক্তি দ্বারা একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত হই।

আজ নববর্ষ সমাগমে সেই অনন্ত সুন্দরের কৃপায় প্রকৃতি হাস্যময়ী। নব নব পল্লবে লতাগুল্ম ক্রমদল পরিশোভিত, সুরভিত নিকুঞ্জকাননে পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, মন্দ গন্ধ সমীরণ প্রকৃতি দেবীর আলুলায়িত কেশদাম লইয়া মনের সুখে ক্রীড়া করিতেছে; নবীন-মেঘ নিঃসৃত জলধারায় সদ্যোস্নাত প্রকৃতি সুন্দরীর দেহ, চন্দ্রমার রজতকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া একটী মনভুলানরূপে আজ কায়স্থ-প্রতিভাকে নবজীবনে জাগরিত করিতেছে। এই প্রকার মনোহর সময়ে, মিলনের সাম্যপ্রভাতে নবোজ্জ্বল রবির কিরণে আজ আবার নববর্ষারম্ভে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব-বঙ্গ, পশ্চিম, বরেন্দ্রভূমিনবাসী কায়স্থক্ষত্রিয়-গণ সমস্বরে মুখ ও প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাচীন সামগান গাহিতেছেন। আমরা শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি যে, আর্য্যঋষিগণের এই প্রাচীন মিলন-সঙ্গীত সমগ্র কায়স্থসমাজ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেন প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥১॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃসহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মংত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা-জুহোমি ॥২॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ।
সমান মস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৩॥

শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন সরকার দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক অনূদিত ॥

তোমরা একত্র হও বল এক কথা।
একমন কর সবে ভজহ একতা ॥১॥
প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হ'য়ে।
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ ল'য়ে ॥২॥
এক হ'ক মন্ত্র আর একই সমিতি।
এক হ'ক মন আর একরূপ চিত্তি ॥৩॥
আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত।
করিতেছি কর যজ্ঞ হবিতে সাধিত ॥৪॥
এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায়।
এক হ'ক মন আর একই হৃদয় ॥৫॥
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ একতা।
লাভ কর তোমরা সেই পরম মিত্রতা ॥৬॥

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

সম্পাদক।

শিক্ষাষ্টকম্‌।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৭)।

আমারও কোনও আপত্তি নাই তজ্জন্য বলিতেছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা।
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা॥
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮॥

আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমাকে তুমি অশেষ যন্ত্রণা প্রদান কর অথবা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অনন্ত সুখসমুদ্রে মগ্নকর এই উভয় পক্ষেই "মৎ প্রাণনাথস্ত্বমেব" অর্থাৎ আমার প্রাণনাথই তুমি। "প্রাণনাথ" শব্দের অর্থ এই যে বাঞ্ছা না করিলেও আপনি যাচাইয়া যিনি সুখ প্রদান করেন। আমার প্রাণ তোমাকে বল্লভ পাইয়া পরম সুখে অবস্থান করিতেছে।

আমার এত যন্ত্রণা দর্শন করিয়াও আমার প্রাণ আমার সহায় হয় না। যদি সহায় হইত তাহা হইলে আমার প্রাণ এখনই এত দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই সে দেহ ত্যাগ করিয়া আমায় সুখ প্রদান করিত। আমার প্রাণটী পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ ইহাতে আমার মন তোমাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেছে না। ইহাতেই জানিতেছি যে প্রাণ ও মন ইহারা আমার হইয়াও তোমার অনুগত হইয়া আছে। এই স্থলে প্রাণ ও মন উপলক্ষ মাত্র, এখানে আমার সর্ব্বাঙ্গই তোমার বশীভূত হইয়া পরম সুখে আছে। আমি যখনই বুঝিতে পারিতেছি যে তোমারই সমুদয়, তুমি যাহা করিবে বা করিতেছ তাহাই হইবে বা হইতেছে এই ভাবিয়া সেই কালে তোমার সংযোগানন্দের ন্যায় পরম সুখ লাভ করি। এই স্থানে সাধকের সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণগত সকল ইন্দ্রিয়ই নিত্যকাল কৃষ্ণের সহিত নিত্য ক্রীড়াতে পরম সুখ লাভ করিতেছে ইহাই প্রকাশিত হইল। "লম্পট" অর্থে যিনি পরের দুঃখ দর্শন করিয়াও সুখ বোধ করেন। অতএব আমাকে দুঃখ দিয়া তিনি সুখ পাইতেছেন ইহাই বুঝিয়া আমার প্রাণ ও মন সুখে অবস্থান করিতেছে। ইহাই প্রকৃত ভালবাসা। যে ভালবাসায় স্বার্থ আছে তাহা ভালবাসা নহে। বলিতে গেলে ভালবাসা একটী যজ্ঞস্বরূপ, স্বার্থ তাহার আহুতি। আমি যাহাকে ভালবাসি তিনি আমাকে ভালবাসিতেছেন কিনা তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই; তিনি যদি আমায় ভাল না বসিয়াও সুখে থাকেন তাহাতেই আমার সুখী হওয়া উচিত কারণ তাঁহাকে সুখী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ গোপললনাগণ নিজের সুখকে গণনা করিতেন না। কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁহারা চেষ্টিত থাকেন—

আত্মসুখ দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ সুখহেতু করে সঙ্কেত বিহার॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৪ পরিচ্ছেদে।

এ জ্ঞান না থাকিলে কখনই তাঁহারা বলিতেন না যে—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু।
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু॥
তেনাটবী মটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৯।

অবশেষে গোপাঙ্গনাগণ প্রেমধর্ষিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন যে হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা আমাদের কঠিন স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা এক্ষণ রাত্রিতে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমার সেই চরণকমল সূক্ষ্ম পাষাণাদি (কাঁকর) দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে; কারণ তুমিই আমাদের জীবন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল প্রেম। নরলোকে যাহা কাম, গোপাঙ্গনাগণের তাহাই প্রেম নামে কথিত হইয়া থাকে—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎপ্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে।

গোপাঙ্গনাগণের শুদ্ধপ্রেমকেই কাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ ঐ কাম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। প্রেমের লক্ষণ যথা—

সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনং যূনোঃ সপ্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ স্থায়ীভাব প্রকরণে ৪৬ অঙ্কে।

সম্যক্ প্রকারে ধ্বংশের কারণ থাকিতেও যাহা ধ্বংস হয় না, যুবক যুবতির যে পরস্পর বন্ধনের ভাব তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে——

সম্যঙ্মসৃণতাস্বান্তঃ মমত্বাতি শয়াঙ্কিতঃ।
ভাব সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ৪র্থ লহরী।

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মল হয় ও যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন এরূপ ভাব গাঢ় হইলেই প্রেম কহা গিয়া থাকে।—

সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৯ পরিচ্ছেদে।

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে।

অন্যের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে মমতা তাহাকে প্রেম কহে, এই প্রেমকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ ভক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তজ্জন্যই বলিয়াছেন—

অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপম্।

নারদসূত্রে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

পুষ্পাঞ্জলি।

কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধি র্ন বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপিযদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ ॥১

ভাবার্থ—বুদ্ধির ব্যাঘাত কর্ম্ম দ্বারাতেই হয়,
কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য নাহি বদ্ধ রয়।
বুদ্ধি দোষে, স্বর্ণ-মৃগে রাম ধাবমান,
হ'য়েছিল—কর্ম্মফেরে, হ'য়ে বুদ্ধিমান্ ॥

অতথ্যান্যপি তথ্যানি দর্শয়ন্ত্যতিপেশলাঃ।
সমে নিম্নোন্নতানীব চিত্রকর্ম্ম বিদোজনাঃ ॥২

ভাবার্থ—চিত্রকর সমতল স্থানকে যেমন,
উচ্চ নীচ ভাবে চিত্রে করে প্রদর্শন,—
মিথ্যাকেও সত্য ভাবে যত খল জন,
প্রতিপন্ন করে সদা সংসারে তেমন।

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥৩

ভাবার্থ—নীরযুক্ত ক্ষীর হ'তে মরাল যেমন,
জল ভাগ ত্যজি' ক্ষীর করয়ে গ্রহণ,
শুভাশুভ বাক্য শুনি' তন্মধ্যে তেমন
গুণযুক্ত বাক্য শুধু লয় সাধু জন।

ন মান মান্যো মুদমাদদীত, ন সন্তাপং প্রাপ্নু-
য়াচ্চাবমানাৎ।
সন্তঃ সতঃ পূজয়ন্তীহ লোকে, না সাধবঃ সাধু-
বুদ্ধিং লভন্তে ॥৪

ভাবার্থ—হ'লেও সম্মানাস্পদ ভবে নরগণ,
অতিশয় আনন্দিত না হ'বে কখন,
হইলেও কোনক্রমে অপমান যুত,
কভু না হইবে তাহে অতি সন্তাপিত;
যেহেতু এই বিশ্ব মাঝে মাত্র সাধুরাই,
সাধু সজ্জনের পূজা করেন সদাই;—
অসাধু অজ্ঞেরা এই জগৎ সংসারে,
সাধু বুদ্ধি লাভ কভু করিতে না পারে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

ত্রিরত্ন।

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্নদেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ ॥১

ভাবার্থ—সন্তানেরে শাপ কভু না দেন জননী।
দোষ পরিগ্রহ কভু না করে ধরণী ॥
জীব হিংসা নাহি কভু করে সাধু জন।
দেবতারা সৃষ্টি নাশ করে না কখন ॥১

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ ॥২

ভাবার্থ—এ সংসার বিষবৃক্ষে আছে সুধাময়
দু'টী ফল।
কাব্যসুধা রসাস্বাদ, আর সাধুসঙ্গই কেবল ॥২

বিস্ময়ঃ সর্ব্বথা হেয়ঃ প্রত্যূহঃ সর্ব্ব কর্ম্মণাম্ ॥
তস্মাদ্বিস্ময় মুৎসৃজ্য সাধ্যে সিদ্ধির্বিধীয়তাম্ ॥

ভাবার্থ—দেখা যায় পূর্ব্বাপর,—মনের বিস্ময়,
নিখিল কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ নিশ্চয়।
বিস্ময়ে সর্ব্বথা ত্যাগ করি জ্ঞানবান্,
করিবেক সাধ্য কর্ম্মে সিদ্ধির বিধান।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

নববর্ষ উপলক্ষে কায়স্থভ্রাতাগণকে

তাম্বূলোপহার।

১। যাহার আহার স্বভাবতঃ অতি পবিত্র বস্তু, যে নিজ নীড় নির্ম্মাণার্থ কিছুমাত্রও ব্যস্ত হয় না, আত্মীয় ও বন্ধুবর্গে যে মমতা পরিশূন্য, বনবাসেও যে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ও সুরসিক, সুখদ বসন্ত কালে যে পরম মিষ্টভাষী, তাদৃশ অশেষ গুণসম্পন্ন পিকবরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকে কীট কৃমিভোজী খঞ্জনের বন্দনা করে। সুতরাং দেখা যায় কর্ম্মের গতি অতি বিচিত্র।

২। পরম পবিত্র সূর্য্যবংশে যাঁহার জন্ম, নরপতিদিগের শিরোমণি দশরথ যাঁহার জনক, সত্যপরায়ণা ও লক্ষ্মীস্বরূপা সীতা যাঁহার প্রণয়িনী, মহাবীর লক্ষ্মণ যাঁহার অনুজ, এবং ত্রিভুবন মধ্যে যাঁহার দোর্দ্দণ্ডের সমকক্ষ আর কেহই নাই, তাদৃশ রামচন্দ্রও যখন বিধাতা-কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তখন অন্যের কথা আর কি কহিব? অতএব দৈবের গতি অতীব বিচিত্র।

৩। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ও মহৎ, যে ব্যক্তি পুণ্যবান,—কুসুমস্তবকের সদৃশ তাঁহার বৃত্তি দ্বিবিধ। অর্থাৎ—হয় তিনি (কুসুমের ন্যায়) সকলের মস্তকে অবস্থিতি করেন, নচেৎ বনের মধ্যেই বিশীর্ণ হন, কেহই জানিতে পারে না।

৪। সেবাধর্ম্ম অতীব গহন; তাহা বুঝিয়া উঠা যোগিগণেরও কঠিন। মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে লোকে মূক বলে; বাক্‌পটু হইলে সকলে বাতুল বা বাচাল বলিয়া দোষারোপ করে;—ক্ষমাগুণ থাকিলে ভীরু বলে; অসহনশীল হইলে প্রায় অনভিজাত বলিয়া নিন্দা করে; পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে ধৃষ্ট বলে; আবার দূরে অবস্থিতি করিলেও প্রগল্‌ভ বলিয়া উপেক্ষা করে। তাই বলি সেবাধর্ম্ম রক্ষা করা বড়ই দুষ্কর।

৫। সাধু মহাত্মাগণের চরিত্র অতি আশ্চর্য্য। তাঁহারা বিশ্বমণ্ডলে কাহার অভ্যর্থনীয় না হন? অর্থাৎ তাঁহারা সকলেরই অভ্যর্থনীয় হন। তাঁহারা নম্রতা প্রকাশপূর্ব্বক উন্নত হন। পরগুণের প্রশংসা করিয়া নিজগুণখ্যাপন করেন। বিনীত ও নম্র হইয়া পরার্থ আরম্ভ করতঃ আপনাদের স্বার্থ-সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগের ক্ষমাদ্বারাই আক্ষেপ রক্ষাকর দুর্ম্মুখ মুখর লোকেরা দূষিত হয়।

৬। যদি লোভ থাকে, তাহা হইলে গুণ থাকিলেই বা তাহাতে কি উপকার হয়? যদি পিশুনতা থাকে তবে অন্যপাতকেই বা কি আবশ্যক? যদি সত্য থাকে তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? মন সুপবিত্র থাকিলে তীর্থযাত্রায় কি ফল? নিজের মহিমা থাকিলে বিভূষণে কি লাভ? সাধুতা থাকিলে ধন রত্নেই বা কি আবশ্যক? অপযশ হইলে মৃত্যুরই বা আর কি অবশিষ্ট থাকে?

৭। আকৃতি দ্বারা কোন ফল হয় না। কারণ অসৎ ব্যক্তিরও সুন্দর আকৃতি দেখা যায়। কুল, শীল, বিদ্যা ও যত্নকৃত সেবাতেও

কোন সুফল দর্শে না। মানবের জন্মান্তরীণ তপঃসঞ্চিত ভাগ্যই উপযুক্ত কালে, বৃক্ষের ন্যায়, ফলিত হইয়া থাকে।

৮। ঐশ্বর্য্যের ভূষণ সৌজন্য; শৌর্য্যের শোভা বাক্‌সংযম; অজ্ঞানের অলঙ্কার উপনয়ন; শমের অলঙ্কার বিনয়; ধনের শোভা সৎপাত্রে দান; তপস্যার ভূষণ অক্রোধ; প্রভুত্বের অলঙ্কার ক্ষমা; ধর্ম্মের অলঙ্কার অকাপট্য; এই প্রকার এক একটী বস্তুর এক একটী ভূষণ আছে, কিন্তু সুশীলতা সকল বস্তুরই পরম অলঙ্কার।

৯। যে সকল ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের হিত সম্পাদন করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ বলিয়া গণ্য হন। যাঁহারা আপন হিতের অনুরোধে অপরের হিতসাধন করেন, তাঁহারা মধ্যম। আর যে সকল ব্যক্তি আপনার হিতসংসাধনার্থ পরহিতের অনিষ্ট সাধন করে, তাহারা নররাক্ষসনামে অভিহিত হয়। পরন্তু যাহারা বিনা কারণে অর্থাৎ বিনা স্বার্থে পরহিতের হন্তা হয়, তাহারা যে কোন্ শ্রেণীর জীব তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

১০। সাধুসঙ্গ দ্বারা মানবের যে কি উপকার না হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। সাধুসঙ্গ দ্বারা মানবের বুদ্ধির জড়তা নিদূরীত হয়, বাক্যের সত্যত্ব জন্মে, সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পাপরাশি দূরীভূত হয়, অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় এবং কীর্ত্তি বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গের গুণের কথা আর কি বলিব!

১১। নারীজাতির হৃদয় ও বদন দর্পণ অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ-সদৃশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দর্পণান্তর্গত পদার্থ গ্রহণীয় নহে। নারীদিগের ভাব, পার্ব্বতীয় সূক্ষ্মবর্ত্মের তুল্য অতীব বিষম, সুতরাং দুর্জ্জ্ঞেয়। তাহাদিগের চিত্ত পদ্মপত্রগত বারিবৎ নিয়ত চঞ্চল। এই জন্যই মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, 'নারী'নাম্নী বিচিত্র লতিকা বিষাঙ্কুরবৎ দোষের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

১২। তৃষ্ণাচ্ছেদন, ক্ষমা অবলম্বন, মত্ততা পরিত্যাগ, পাপে বিরতি, সত্য কথন, সাধুজনের পদবীর অনুসরণ, বিদ্বজ্জনের সেবা, মান্য জনে মান দান, শত্রুরও অনুনয় করণ, আত্মগুণ গোপন, কীর্ত্তি পালন এবং দুঃখীর প্রতি দয়া, এই গুলিই সাধুজনের প্রধান অবলম্বনের যোগ্য বিষয়।

১৩। গুণবৎই হউক্ আর অগুণবৎই হউক্, কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিণামে কি হইবে, তাহা অবধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কেন না, যাবৎ বিপদ উপস্থিত না হয়, তাবৎ অতিশয় উৎসাহসহকারে কর্ম্ম করিলেও, পরিশেষে কথন কথন তাহার এমন বিপদ ঘটে যে, সে বিপদ শল্যতুল্য হৃদয়দাহক হইয়া থাকে।

১৪। মহারণ্যে, সংগ্রামে, মহাশত্রুর মধ্যে, জল-গর্ভে, অগ্নি মধ্যে, মহা সমুদ্রে, পর্ব্বতশিখরে,—সুপ্ত, প্রমত্ত এবং বিষমস্থ ব্যক্তিকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যই যত্নে রক্ষা করিয়া থাকে।

১৫। যে ব্যক্তির পূর্ব্ব সঞ্চিত বিপুল পুণ্য থাকে, তাঁহার সেই পুণ্য প্রভাবে ভয়ানক অরণ্যও সুখময়ী পুরী স্বরূপ হয়; এবং সকল লোকই সেই পুণ্যবান্ পুরুষের নিকট সৌজন্য প্রকাশ করিয়া থাকে; আর সমগ্র পৃথিবী তাঁহার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট নিধিরত্নে পরিপূর্ণা হয়।

১৬। জলেই মগ্ন হউক, সুমেরু শিখরেই যাউক, সংগ্রামে শত্রু জয়ই করুক; বাণিজ্য, কৃষি, সেবা, ইত্যাদি সর্ব্ববিদ্যাই শিক্ষা করুক; অথবা বিহঙ্গমের ন্যায় বিপুল যত্নে শূণ্যমার্গেই উঠুক, যাহা হইবার নহে, তাহা কদাচ হইবে না এবং কর্ম্ম ফলে যাহা ভবিতব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারও কদাচ বিনাশ নাই।

১৭। যদিও পুরুষের শুভাশুভ ফল কর্ম্মের আয়ত্ত, অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, কর্ম্মফলও সেই মতই পাওয়া যায়, এবং মানবের বুদ্ধি যদিও কর্ম্মানুসারিণী, অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম করে, বুদ্ধিও তাদৃশী হয়, তথাপি সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করা সুধীজনের একান্ত কর্ত্তব্য।

১৮। আলস্যই মানব দেহস্থ মহান্ শত্রু, এবং উদ্যমই অদ্বিতীয় বন্ধু। কারণ, উদ্যমশীল ব্যক্তিকে কদাচ অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় না।

১৯। বনচর পশ্বাদির সহিত গহনবনে ভ্রমণ করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি মহামূর্খের সহিত ত্রিদিবভবনে বাস করাও সুখকর নহে। মূর্খ সঙ্গ বড়ই কষ্টদায়ক।

২০। যেমন—বেদ শ্রবণেই কর্ণশোভা পায়, কুণ্ডলধারণে কর্ণের তদ্রূপ শোভা হয় না, সেই রূপ—করুণাপরায়ণ লোকদিগের শরীর পরোপকার দ্বারাই পরম শোভাপায়, চন্দন বিলেপনে তাহার তেমন শোভা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

ত্রিশ হাজার উপবীতী কায়স্থ। ১।

হে ত্রিংশ সহস্র কায়স্থ-সন্তান! (১)
সাবিত্রীর তেজে হ'য়ে তেজীয়ান,
সমাজ-সমরে কর অভিযান;
বিশুদ্ধ শাস্ত্রের কৃপাণ ধর।
কায়স্থের গৃহে ব্রত দেবার্চ্চন,
কায়স্থের গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন,
কায়স্থ-মরণে অন্ত্যেষ্টি-সাধন,
সুসম্পন্ন কিনা পরীক্ষা কর॥ ১

(১) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় সাক্ষ্য দিতে কালে বলিয়াছেন "এ যাবৎ ত্রিশ হাজার কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।" আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা, আশ্বিন সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠা। আমার মনে আছে ১৮৯১ সনের সেন্‌সাসে বৈদ্যসংখ্যা ৮৪০০০ ছিল; গত ২০ বৎসরে এই সংখ্যা ১০০০০ এর বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এই ৯৪০০০ বৈদ্য মধ্যে ৪৫০০০ এর বেশী পুরুষসংখ্যা নহে। ইহার মধ্যে উপবীতগ্রহণ যোগ্য সংখ্যা কোন মতেই ৪০০০০ অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু বৈদ্যদিগের মধ্যে অনুমান করা যায় যে এক্ষণ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকের বড়

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ (২) হয়ত উচিত ?
পাক যজ্ঞগুলি (৩) যেমন বিহিত ?
হয়ত বিবাহ যথা ক্ষত্রোচিত ?
একে একে সব কর দর্শন।
লয়েছ পবিত্র, হয়েছ পবিত্র,
আপনাকে নাহি ভাব অপবিত্র;
ভিতরে যদ্যপি নাহি হও ক্ষত্র,
ব্যর্থ হবে এই জাতীয় পণ ॥ ২
নহেত কেবল তেলী, চর্ম্মকার,
শুঁড়ি, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত, ছুঁতার;
আচমন-বাহে অন্য জাতি আর;
অপবিত্র, স্পর্শে দোষ প্রথায়।
কায়স্থ ও বৈদ্য, নব শাখ যত,
তারাও এ সব শূদ্রজাতি মত,
দেবতাস্পর্শনে নিষিদ্ধ, বিরত ;
ধর্ম্মকর্ম্মে তারা শূদ্রের প্রায় ॥ ৩
বৃথা কেন নিন্দ রঘুনন্দনেরে;
বাঁধিয়াছ গ্রীবা শূদ্রত্বের ডোরে,
ক্ষত্রত্বে যদ্যপি ইহা নাহি ছিঁড়ে,
এ ক্ষত্রত্বে তবে হবে কি ফল ?
জাতীয় স্বত্বেতে বঞ্চিত থাকিয়া,
কি ফল জাতীয় পবিত্র লইয়া,
হেয়ত্ব যদ্যপি নাহি বুঝে হিয়া ;
শূদ্রের স্থলেতে শূদ্র কেবল ॥ ৪
রাজা শ্রুতবর্ব্বন্, ঋষি গোপবন,
একত্রে যজ্ঞেতে গৃহিলা আসন, (৪)

অধিক সংখ্যা উপবীত গ্রহণ করে নাই। অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২০০০০ বৈদ্যের উপনয়ন হইতে ১৫০ শত বর্ষের বেশী সময় লাগিয়াছে। কায়স্থের মধ্যে যদি ৩০০০০ কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন, কায়স্থের সংখ্যা অধিক হইলেও, আমাদের এই কার্য্য ক্ষত্রোচিত ক্ষিপ্রতা সহকারেই সম্পন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপনয়ন গ্রহণপ্রণালী যাহা আমরা কায়স্থান্দোলনের প্রথম ভাগেই আনন্দবাজারে সমর্থন করিয়া আসিতেছি তাহারই ফলে এই শুভকার্য্য এত দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণ কেবল ইহাই প্রার্থয়িতব্য যে, এক দিনে এক একটী জেলায় ১০। ১৫টী উপনয়ন কেন্দ্র খুলিয়া, বৈদিক সময়ের মত, যজ্ঞানলে আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল ও দিঙ্মণ্ডল বেদধ্বনিতে মুখরিত করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের প্রসার করা হয় এবং অন্য সর্ব্ববিধ সমাজসংস্কারে উপবীতী কায়স্থেরা এতাদৃশ ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হন। ১০ জন উপবীতী কায়স্থ প্রত্যেক জেলায় এরূপ উদ্যোগ করিলেই এতাদৃশ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

(২) পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ।

(৩) পাকযজ্ঞ—অষ্টকা, পার্ব্বণ ইত্যাদির নাম পাকযজ্ঞ।

(৪) ঋক্ষ পুত্র শ্রুতবর্ব্বন্ রাজার নিমিত্ত,
হতেছেন যিনি বৃহজ্জ্বালায় বর্দ্ধিত,
যিনি বৃত্র-হন্তা, জেধব, নরহিতকারী,
আসিবে সে অগ্নি কাছে পূজার্থ তাঁহারি।
সামবেদ, ১ম প্রপাঠক, ২য় অর্দ্ধ, ৪র্থ দশতি। ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা এই—

"একদা গোপবনঋষি শ্রুতবর্ব্বন্ রাজার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা যজ্ঞে উপবিষ্ট আছেন। অগ্নিদেব মহান্ জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। তখন

ইহাই ক্ষত্রত্ব, বেদের বচন,
ইহাই ক্ষত্রের জাতীয় স্বত্ব।
দেব স্পর্শ-দোষ লয়ে শিরোপরে,
শূদ্রজাতি সম নরক ভিতরে,
কি ফল শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জ্জন করে;
ইহাতে নাহিক কোন মহত্ব॥ ৫
জাত্যোন্নতি দ্বারে পাষাণ হইয়া,
কায়স্থের জাতি আছে দাঁড়াইয়া,
তাঁহারা যদ্যপি শূদ্রত্ব ছাড়িয়া,
দেবত্বের দিকে উঠে এখন।
অসংখ্য অসংখ্য হিন্দুজাতি সব,
স্পর্শ-দোষ-প্রথা করি পরাভব,
হিন্দুত্বের মূর্ত্তি করি অভিনব,
করিবে হিন্দুর মোক্ষ সাধন॥ ৬
এই মহাব্রতে তোমরা দীক্ষিত,
একজু তোমরা গৃহীতোপবীত,
দেবস্পর্শ-দোষে না থাক দূষিত,
অপবিত্র ভাব হয়েছে দূর।
হিন্দুর মুখের কালিমা ধুইয়া,
পবিত্রের যোগে পবিত্র করিয়া,
বিশুদ্ধ হিন্দুত্বে একত্র হইয়া,
লয়ে চল সবে স্বর্গেরপুর॥ ৭

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

তিনি অতি ভক্তি সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—এই সেই মন্ত্র।"

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যজ্ঞ শ্রুতবর্ম্মন রাজা স্বয়ং করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞেই গোপবন উপবিষ্ট হইয়া অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন। সুতরাং যজ্ঞে ক্ষত্রজাতির সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। সেই ক্ষত্রজাতির সন্তানেরা দেবস্পর্শ দোষপ্রথা দ্বারা দেবস্পর্শনে বারিত হইতে পারেন না।

আবাহন ও বিসর্জ্জন। ২।

একটী বৎসর হায় মরণের কোলে
দেখিতে দেখিতে অই পড়িল ঢলিয়া!
নবীন বরষ সাজি নব ফুল-ফলে,
অতীতের সিংহাসনে বসিল আসিয়া। ১।
অতীতের "হা-হুতাশ" গভীর নিশ্বাস
"শোঁ শোঁ" রবে অই শুন প্রকাশে পবন;
নবীনের নবজাত সুখের উল্লাস
ঘোষিছে প্রকৃতি হ'য়ে হরষে মগন। ২।
অতীতের কক্ষে যত দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
স্মরিয়ে সে চিত্র হায় ভয়ে কাঁপে প্রাণ!
কত রাজ্য কত দেশ কতই নগর,
অতীতের অত্যাচারে হ'য়েছে শ্মশান! ৩।
বিকচ কুসুম সম কত বালিকারে,
সীমন্ত সিন্দুর মুছি কাল নিরদয়,
করিয়াছে অনাথিনী জনমের তরে!
হায়রে কালের কিবা পাষাণ হৃদয়! ৪।
কাঁদিয়াছে কত কান্ত সংসার বিপিনে,
প্রিয়তমা পত্নী হায় গিয়াছে চলিয়া!
বিলাপিলা রাম যথা পঞ্চবটী বনে,
নিশাচর নিলা যবে সীতারে হরিয়া। ৫।

প্রফুল্লকুসুম সম কত শিশু হায় !
জনক-জননী স্নেহে হইয়ে বঞ্চিত,
কাঁদিছে নিয়ত আহা লুটিয়ে ধরায় !
সে করুণ দৃশ্যে হয় হৃদয় ব্যথিত। ৬।
অই দেখ কত শত দুঃখিনী জননী
হারা'য়ে অকালে আহা প্রাণের কুমারে,
মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে পূরিছে অবনী !
ধিক্‌রে নিঠুর কাল শত ধিক্ তোরে ! ৭।
কত সাধ্বী অবলার অমূল্য রতন
বিলায়ে দিয়েছ কাল ! পাপ-দস্যু করে !
উহাদের নিদারুণ মরম বেদন,
ভাবিলে পাষাণ বক্ষে করুণা সঞ্চারে ! ৮
রাজা সহ কত রাজ্য হ'য়েছে বিলয়,
স্তূপীকৃত ধূলিরাশি সুরম্য ভবন ;
স্মরিলে সে দৃশ্য আহা বিদরে হৃদয়।
হায় কিবা অতীতের ভীষণ শাসন ! ৯।
অতীত ভীষণ দৃশ্য ! ভবিষ্য অজ্ঞেয় !
কে বলিতে পারে হায় কি হইবে পরে ?
ভবিষ্যের লীলা কভু করিতে নির্ণয় ?
পারিবে না, সংসারের স্থূলদর্শী নরে। ১১।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা

সে কিগো বুঝিবে মোর মরম বেদনা ? ৩।

সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-বেদনা
যাহারি নীলিমাকাশে,
রবি শশী তারা হাসে ,
যাহারি কুসুম-কলি ছোটায় সুষমা ;
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-বেদনা ? ১।
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-যাতনা ?
যাহারি আদেশে আসে,
কলকণ্ঠ মধুমাসে ;
নাহি জানে শোকতাপ দুঃখ প্রবঞ্চনা,
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-বেদনা ? ২।
সে কিগো বুঝিবে মোর অন্তর-যাতনা
যার চির মনোনীতা ;
প্রেম-সুখে পুলকিতা,
ভূতলে চন্দ্রমা হেন রূপসী ললনা,
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-বেদনা ? ৩।
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম-বেদনা,
যাহারি জলধি-জলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে ;
আনন্দ-লহরী ছোটে নাহিক তুলনা
সে সুধা পশেনা প্রাণে, শুধুই যাতনা। ৪
চির সুখী সে কি বুঝে দুঃখীর বেদনা
ধন-ধান্য-পুষ্পভরা
যার সৃষ্টি বসুন্ধরা ;
সে যে সুখময়, তার আছে কি ভাবনা
সে কিগো বুঝিবে মোর মরম বেদনা ?৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

কায়স্থ। ৪।

এত নয় মেকী মুদ্রা, এ নহে অচল,
এত নহে নীচ শূদ্র, অধম দুর্ব্বল।
এ যে গো রতন সম, জগত উজল,
আর্য্যের পরশমণি পরম সম্বল।
চিত্রগুপ্ত-সুত এ যে ক্ষত্রিয়-তনয়,
আচার বিনয় বিদ্যা গুণে শোভাময়।
দান ধ্যান পূজা যজ্ঞ দেব আরাধনা,
ইঁহাদের বংশগত পরম সাধনা।
শৌর্য্য-বীর্য্যে রাজ-কার্য্যে সর্ব্বত্র সমান,
যোগ্য বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বলি এ জাতির মান।
ব্রহ্মা-কায় জাত এঁরা দ্বিজের কুমার,
বিপ্র-ভক্ত, নহে ভীত ভ্রুভঙ্গে কাহার।
কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতি জগতে অতুল,
ঈর্ষাবশে হীন বলি কেন কর ভুল?
ভারতের নানাস্থানে কোটী পরিমাণ,
স্ব-গৌরবে—এঁরা সব আছে বিদ্যমান।
আছে শিখা, আছে সূত্র আর্য্য-আচরণ,
হের অই কত শত কায়স্থ সুজন।
বঙ্গদেশী বঙ্গভাষী শুধু এ ধরায়,
কর্ম্মবশে শিখা-সূত্র বর্জ্জিত হেলায়!
গৌড়-বিপ্লবেতে এঁরা যে অমূল্য ধন,
রক্ষিতে ব্রাহ্মণ মান দিলা বিসর্জ্জন,
অভাবে বুঝিয়া এবে সে রতন মূল,
পুনঃ তাই খুঁজি নিছে, ভাঙ্গিয়াছে ভুল।
হারান রতন কণ্ঠে করিলে ধারণ,
হয় কিহে ধনী সদা নিন্দার ভাজন?
হিংসকের স্বার্থ-পদে রজত-কাঞ্চন,
শিখা-সূত্র তরে এঁরা না দিবে কখন।
বৃথা দর্প, রক্ত আঁখি তাণ্ডব নর্ত্তন,
এ সবে কি ভীত কভু ক্ষত্রিয়-নন্দন?
মসীজীবী ক্ষত্র এঁরা জগত বিখ্যাত,
অসি বল সদা নহে কায়স্থবাঞ্ছিত।
ধন্য যত্ন, নিদ্রা অন্তে নব জাগরণ,
স্ব-গৌরবে শিখা সূত্র করিছে ধারণ!
সাধিও কর্ত্তব্য সবে করি দৃঢ় পণ,
নিন্দা শ্লেষে ভুলিও না কর্ত্তব্য আপন।
বিজ্ঞ-বিপ্র, শাস্ত্র আর রাজ দরবার,
কায়স্থে ক্ষত্রিয় বলি করিছে প্রচার।
এস হে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়-সন্তান!
কর্ত্তব্য সাধিতে ত্বরা হও আগুয়ান।
জয় জগদীশ দেব! পুরাও বাসনা,
সিদ্ধ হ'ক্ কায়স্থের সংস্কার-সাধনা।

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা।

মৃত্যু। ৫।

কেনরে মানবগণ কেনরে এমন।
মৃত্যুনামে হও তুমি সশঙ্কিত মন॥
মৃত্যুনামে কাঁপে কেন মানব হৃদয়।
মৃত্যু নামে কেন লোকে এত ভয় পায়॥
দেখ যদি মনে মনে ভাবি একবার।
ইহার মতন সুখ নাহি আছে আর॥
মানব সুহৃদ মৃত্যু সংসার মাঝারে।
মৃত্যুর পরশে সব জ্বালা যায় দূরে॥
সংসার দহনে হয় অবসন্ন চিত।
শোকে দুঃখে হয় প্রাণ যবে জর্জ্জরিত।
সান্ত্বনা করিতে কেহ পারে না যখন।
হায়রে অসহ্য হয় মনের বেদন॥
মৃত্যু বিনে সে সময় কেহ নাহি আর।
সে জ্বালা হইতে রক্ষা করিবারে তার॥
পতি পুত্র হারাইয়া রমণী দুঃখিনী।
সহে সদা শোকভার দিবস রজনী।
অশ্রুজলে সদা তার বুক ভেসে যায়।
সে সময় মৃত্যু শুধু তাহার সহায়॥
শোকচ্ছ্বাসে হয় যবে বিকল অন্তর।
হৃদয়ে অসহ্য জ্বালা সহে নিরন্তর॥
সে সময় বল দেখি মৃত্যু বিনে আর।
বিনাশে কে সেই জ্বালা ভীম দুর্নিবার॥
মৃত্যুর নিকট কভু নাহি ভেদ জ্ঞান।
রাজা প্রজা দীন দুঃখী সকলি সমান॥
সকলেই স্থান পায় শমনের কোলে।
শান্তি পায় চির তরে দুঃখ যায় ভুলে॥
কেন তবে মৃত্যু নামে আতঙ্ক অন্তর।
কেনই বা মৃত্যু স্মরি কাঁপে থর থর॥

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

প্রভাত। ৬।

তিমির রজনী ওই ধীরে চলে গেল,
নব জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা আসি দেখা দিল,
নিদ্রা ত্যজি উঠ সবে স্মরিয়া ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যের পথে সবে হও অগ্রসর,
আলস্যে সময় কেহ কাটাও না আর
যে দিন চলিয়া যাবে আসিবে না আর।
মোহের বন্ধনে বাঁধা মানব-জীবন,
ছিড়িতে পারেনা কেহ সে দৃঢ় বন্ধন,
যখন চলিয়া যাবে এ সুখের ঊষা,
আসিবে অদৃষ্টে তব ঘোর তমঃ নিশা,
সুখ দুঃখ আবর্ত্তনে মানব-জীবন,
অনন্তের পথে সদা করে বিচরণ।
এইরূপে কত বর্ষ কত যুগান্তর,
চলিয়া গিয়াছে তাহা আসিবেনা আর।
নবীন আলোকে জাগ কায়স্থ-সন্তান,
সাধনা করহ সবে সমাজ-কল্যাণ,
পবিত্র যজ্ঞের সূত্র করিয়া গ্রহণ,
শূদ্রত্ব কালিমা রেখা কর বিমোচন,
জীবনের একদিন আজ চলে যাবে,
আর কিন্তু কভু তাহা ফিরে না আসিবে॥

শ্রীসুহাসিনী সরকার।

গুরুতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

সূক্ষ্মদর্শী ভগবান্ মনু যে দশটীকে ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে উহা মানবের সাধারণ গুণ নহে, এ গুলি মনুষ্যের বিশেষ গুণ। যাঁহারা ঐ দশ লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মনিরত বলা যায়। যাঁহারা স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সহজেই পরতত্ত্বলাভের অধিকারী। যাহারা এই দশ লক্ষণের কোন একটী লক্ষণ হইতে পরিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত বলা যায়। স্বধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ লাভ করা অসম্ভব। সুতরাং পরম পদপ্রাপ্তি লাভের বাসনা থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রথমে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে অথবা পূর্ণরূপে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে আদর্শ করিয়া তদনুরূপ স্বীয় জীবন গঠন করিতে, চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক গুরুর চরণে শরণাপন্ন হওয়া উচিত। স্বধর্ম্মনিরত আত্মার গতি, পরমাত্মার প্রতি স্বভাবানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গৃ ধাতু উ প্রত্যয় করিয়া গুরুপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গৃ শব্দে" কবিকল্পদ্রুমঃ। শব্দ ইহ ব্যক্তবাক্যম্।" কবিকল্পদ্রুম 'গৃ' ধাতুর অর্থ 'শব্দ' বলিয়াছেন। এ স্থলে ব্যক্ত বাক্যকে শব্দ বুঝায়। সুতরাং যিনি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রকৃত পথ নির্দ্দেশ করিয়া শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন, বা লোকের নিকট প্রকাশ করেন তিনিই প্রকৃত গুরু। অথবা 'গৄ নিগরণে। নিগরণং ভক্ষণং যথা—গিরত্যন্নং লোকঃ। দুর্গাদাসঃ। অথবা গৄ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা। টীকাকার দুর্গাদাস দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—লোকে অন্ন ভক্ষণ করিতেছে। একটী জিনিষ ভক্ষণ করিলে সেই জিনিষের তিরোধান, বা নষ্ট করা বুঝায়। অতএব যিনি জ্ঞানরূপ আলো দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট বা তিরোহিত করিয়া থাকেন তিনিই গুরু। 'গু' ও 'রু' এই দুইটী শব্দ যোগে গুরু শব্দ হইয়াছে, শাস্ত্রকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—

"গু শব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারো নিরোধিত্বাৎ গুরুরীত্যভিধীয়তে॥"
তন্ত্রসারম্।

গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ নিরোধক, সুতরাং যিনি মনের অন্ধকার নিরোধ করিতে সমর্থ তিনিই গুরু। গ্+উ+র্+উ এই চারিটী অক্ষর যোগে গুরু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ভবানীপতি বলিয়াছেন—"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য হারকঃ। উকারো বিষ্ণুর ব্যক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥" তন্ত্রসারম্। গকার সিদ্ধি প্রদান করেন, রেফ (রকার) পাপ হরণ করে, উকার অব্যক্ত বিষ্ণু। সুতরাং যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন—যিনি পাপ হরণ করেন—যিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ তিনিই

গুরু। সেই নিমিত্ত কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"গুরুরূপী কৃষ্ণ হ'ন স্বয়ং ভগবান্।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গুরু দুই প্রকার। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষা-গুরু। এতদ্ভিন্ন দ্বিজজাতীর পক্ষে আচার্য্য-গুরুর বিধান আছে। যিনি অপূর্ব্ব স্বরসংযোগ-সহকারে সাবিত্রী মন্ত্র প্রদান করেন, তিনিই আচার্য্যগুরু। যিনি বীজমন্ত্রসহকারে তান্ত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন, তিনি দীক্ষাগুরু। যিনি উপদেশ দ্বারা বিপথগামীদিগকে সৎপথে আনয়ন করেন, কিম্বা যিনি সম্প্রদায়ের স্থূলরহস্যবেত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধ মহাত্মা-গণের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক, নিম্নাধিকারিগণকে সাধন-ভজনের প্রকৃতপথ প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দেন তিনিই শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু তিন প্রকার। শ্রবণগুরু, ভক্তগুরু ও চৈত্তগুরু। (১) যাঁহার অমৃতোপম উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাঁহাকে শ্রবণগুরু কহে। যাঁহারা সাধনসিদ্ধ অথবা সাম্প্রদায়ীক সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আচরিত মার্গ যথাযথ অনুসরণ করিয়া, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম জনসমাজে প্রচার করেন, সেই আদর্শ মহাপুরুষগণকে ভক্তগুরু কহে। আর যিনি লোকের চিত্তে অবস্থান-পূর্ব্বক সদসৎ বিচারবুদ্ধি প্রেরণ করিয়া বিক্ষিপ্তচিত্তব্যক্তিগণকে সৎপথে আনয়ন করেন তাঁহাকে চৈত্ত্যগুরু কহে। চৈত্ত্যগুরু আত্মান্তর্য্যামী স্বয়ং শ্রীভগবান্। (১) ইহা ভিন্ন অনেকে স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা আরাধনা করতঃ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। পণ্ডিতগণ ইহাকে মানসগুরুর কার্য্য বলিয়া থাকেন।

গুরুকরণ মানবের চির-প্রচলিত স্বভাব। এ সংসারে কোন ব্যক্তির গুরু না করিয়া চলে নাই—চলে না, কদাপি চলিবেও না। মানব যাঁহার ঔরসে বা যাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, বিনা উপদেশে তাঁহাদিগকেই কে পিতা—কে মাতা তাহা চিনিতে পারে না। সংসারক্ষেত্রে দেখিতে পাই বিনা গুরোপদেশে আমরা খাইতে, পরিতে, বেড়াইতে, এমন কি ব্যবহারিক কোন বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ নহি। কি শাস্ত্র—কি কৃষি-বাণিজ্য—কি শিল্পকার্য্যাদি,—যে কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে যাই না কেন, সকল বিষয়েই তত্তৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন হয়। জগতের দুইটী অবস্থা। একটী পরিস্ফুটাবস্থা—অপরটী অপরিস্ফুটাবস্থা। দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রথমটীকে বাহ্যজগৎ ও দ্বিতীয়টীকে অন্তর্জ্জগৎ বলিয়া থাকেন। বাহ্যজগতে বালকের আধ আধ

(১) ... গুরু অন্ধকার হইতে আলোতে লইয়া যান। লিঙ্গায়িত সম্প্রদায়িগণ গুরুকে 'জঙ্গম' বলে কেননা জঙ্গম স্থাবর হইতে পৃথক হওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস-যুক্ত আত্মাবানকে কহে। সুতরাং আত্মাই যে প্রকৃত গুরু এতদ্দারা তাহাই বোধ হয়। লেখক।

(১) অনেক স্থলে দেখা যায়, এক ব্যক্তি অত্যন্ত মদ্যপায়ী। কতজনে কতরূপ উপদেশ দিতেছে, অভিভাবকগণ কতরূপ শাস্তি প্রদান করিতেছেন, অনেক সময় নিজেও বুঝিতেছে কাজটী ভাল নহে, কিন্তু কিছুতেই তাহার মতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। হঠাৎ একদিন তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল,—সে দিন সে বিনা শাসনে, বিনা গুরোপদেশে বুঝিতে পারিল মদ খাওয়া অতি কুকর্ম্ম। তৎক্ষণাৎ সে ঐ কুঅভ্যাস চির-দিনের জন্য, পরিত্যাগ করিল। এই শিক্ষা স্বয়ং শ্রীভগবান্ জীবহৃদয়ে প্রেরণ করেন। ইহাই চৈত্ত্যগুরুর শিক্ষা। পাশ্চাত্যগণ ইহাকে conscience বা বিবেক বুদ্ধি বলিয়া থাকেন। লেখক।

কথা—যুবক-যুবতীর বিরহজনিত হৃদয়ব্যথা—প্রণয়ের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ, ভালবাসায় আনন্দ—এ সব দেখিয়া লোকে বিমুগ্ধ হয় কেন, জান কি ভাই? ইহাতে জড় ও আনন্দময়ের অপূর্ব্ব সংযোগ। জড় স্বভাব মানব, জড় ও জড়-চৈতন্যের সংস্রব যত ভালবাসে, কেবল চৈতন্যশক্তিকে তাহার শতাংশের একাংশও নহে। কেন না নিরবচ্ছিন্ন শক্তি তাহাদের ধারণাতীত। বল দেখি ভাই! যদি সামান্য বাহ্যজগতের বিষয় বুঝিতে—যাহার সহিত মানব সর্ব্বদা মিশামিশি করিতেছে তাহার ধারণা করিতে—যাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে—যাহা দেখিয়া হাঁসিতেছে, কাঁদিতেছে, আনন্দে অধীর হইতেছে, তাহার সম্যক জ্ঞানলাভ করিতেই যখন উপদেষ্টার প্রয়োজন—তাহাই যখন নিজে নিজে কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তখন, যাহা কঠিন হইতে কঠিনতম সেই ধারণাতীত অন্তর্জগতের কথা—নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের কথা—সূক্ষ্মজগতের অপ্রাকৃত মনোরম চিত্রগুলি বিচক্ষণ উপদেষ্টা দ্বারা প্রদর্শিত না হইলে তাহারা বুঝিবে কিরূপে? ভাই কোন্ সাহসে জিজ্ঞাসা কর যে গুরুর প্রয়োজন কি? যখন ব্যবহারিক প্রত্যেক বিষয়ে গুরু স্বীকার করিতেছে—যখন কি কর্ম্মরাজ্যে—কি জ্ঞানরাজ্যে, গুরুর সহায়তা ভিন্ন প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছ না তখন ইহকালের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে জানিতে উপদেষ্টার প্রয়োজন হইতেছে—যখন ইহলোকে আনন্দদায়িনী প্রণয়িনী লাভ করিতে অন্যের সহায়তা আবশ্যক বোধ করিতেছে—তখন পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে—আধ্যাত্মজগতে প্রবেশ লাভ করিতে—শান্ত মনে অনন্তের খেলা বুঝিতে—সচ্চিদানন্দের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে উপদেষ্টার প্রয়োজন বোধ করিবেনা কেন? ভাই! একবার আত্মহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি প্রতিমুহূর্ত্তে গুরোপদেশের জন্য ব্যগ্র কি না? যে গুরোপদেশ ভিন্ন তোমার এক মুহূর্ত্তও চলিবার উপায় নাই—যে গুরূপদেশ লাভ করিবার জন্য তোমার হৃদয় ব্যগ্র—যাঁহার আদেশ মনে মনে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছে—বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া, মুখে তাঁহার প্রয়োজনাভাব বলা কি অর্ব্বাচীনের কার্য্য নহে?

হিন্দুশাস্ত্র অনুসন্ধান কর—হিন্দুমনস্বীগণের বাক্য শ্রবণ কর, দেখিবে প্রত্যেকেই গুরুর প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানিগুরু শঙ্করাচার্য্য মণ্ডুকোপনিষদের ২য় খণ্ডের মন্ত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাৎ।" যাঁহারা শাস্ত্রে পারদর্শী তাঁহারাও স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ বিনা গুরূপদেশে ব্রহ্মজ্ঞানানুসন্ধান করিবেন না। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৮ম প্রপাঠকে ৩য় মন্ত্রে আছে,—

"তৌহদ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্য মুষতুস্তৌ।"

ইহার ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তৌ ইন্দ্র বিরোচনৌ (গুরু-সমীপে) গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষাপরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্য মুষতুরুষিতবন্তৌ।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই গুরুসমীপে গমনপূর্ব্বক বত্রিশ বৎসর গুরুশুশ্রূষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বেদান্তসার, শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ।" পর ব্রহ্মজ্ঞানের

নিমিত্ত শিষ্য গুরুর নিকট গমন করিবে। বৈদান্তিকগণের আদরের গ্রন্থ পঞ্চদশীতে দেখিতে পাই,—"উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ পঞ্চকোষ বিবেকেন লভন্তে নিবৃত্তিং পরাম্॥" শিষ্য তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া পঞ্চকোষময় ভূত বিবেকের দ্বারা আত্যন্তিক সুখ লাভ করিয়া থাকে। বিচক্ষণ গুরুর কৃপা ও উপদেশ ভিন্ন কেহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্রযোনি বেদ স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ আচার্য্যাদেববিদ্যাবিদিতা তরতি শোকমাত্মবিৎ॥" যে ব্যক্তির গুরু আছেন কেবল তিনিই গুরুমুখ-পদ্মবাক্য দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। গুরু যে ভবার্ণবের কর্ণধার—গুরুরূপ সেতু অবলম্বন না করিলে যে ভবসাগর সুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, স্মৃতিতেও তাহার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দিতে বলিয়াছেন,—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং।
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎস আত্মহা॥"
১৭শঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শঃ স্কন্ধে।

হে উদ্ধব! সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ অথচ সুলভ, পটুতর শ্রীগুরুরূপ কর্ণধার বিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ু চালিত মানব শরীররূপ তরণী পাইয়া, যে ব্যক্তি ভবসিন্ধু পার না হয়, সে আত্মঘাতী ফলতঃ হিন্দুর শ্রুতি—হিন্দুর স্মৃতি—হিন্দুর তন্ত্র যাহাই অনুসন্ধান কর না কেন, সর্ব্বত্রই গুরুর প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাইবে। যদি হিন্দু হইয়া হিন্দুর বিজয়কেতন বেদোপনিষদ পদদলিত করিতে ইচ্ছা না কর—যদি হিন্দু হইয়া হিন্দুর পুরাণগুলিকে গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া ধারণা না থাকে—যদি হিন্দুর তন্ত্রগুলি সে দিনের গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ কর—যদি হিন্দু নামের প্রকৃত স্বার্থকতা করিতে ইচ্ছা থাকে—যদি হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্রাদির উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া ভবসাগর পারের পথ সুগম করিতে চাও, তবে বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া—দ্বিধাশূন্য হইয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর। দেখিবে তোমার হৃদয়ের অন্ধকার ক্রমশই দূর হইতে থাকিবে।

অন্যান্য ধর্ম্মযাজী ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মালম্বিগণ একেশ্বরবাদী। তাঁহাদের উপাস্য ও তৎপ্রাপ্তির পথ এক ভিন্ন দুই নাই। হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত—উপাস্য দেবতা অনন্ত। এবং সেই পরমপদ প্রাপ্তির পথও অনন্ত—অগণ্য। বিধর্ম্মভাবাপন্ন তুমি মনে করিতে পার হিন্দুর এই অগণ্য পথ তাঁহাদের অজ্ঞতের পরিচায়ক।—তুমি মনে করিতে পার, হিন্দু ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় নাই, তাই সাগরসঙ্গমে ধাবিতা, শতধারায় প্রবাহিতা গঙ্গার ন্যায় অসংখ্য পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন—তুমি মনে করিতে পার হিন্দুগণ কুসংস্কারাপন্ন ও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাই এক অখণ্ড ব্রহ্মকে, কোটী কোটী—অনন্ত কোটী ভাগে বিভক্ত

করিয়া তৎ তৎ প্রাপ্তির অনন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচ্ছা! তুমি শান্তিপুরের নাম শুনিয়াছ কি? বল দেখি ভাই, শান্তিপুরে যাইবার পথ কয়টী? প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে দেখিবে পথ বহু—এমন কি অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমার সুবিধা হইলে গোয়ালন্দ মেলে যাইতে পার—সুবিধা হইলে যশোহর লাইনে যাইতে পার—সুবিধা হইলে সুন্দর বন ঘুরিয়া যাইতে পার—আবার কাটি-হার লাইন দিয়াও যাইতে পার। গন্তব্য স্থল এক হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির পথ বিভিন্ন। সুতরাং শান্তিপুরে যাইবার পথও অসংখ্য। এই শান্তিপুরে যাইতে যখন তোমার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ পথ—এই শান্তিপুরে যাইতে যখন লক্ষ লক্ষ পথের মধ্যে তোমার সুবিধানুযায়ী পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইতেছে, তখন যে পুরে চিরশান্তি বিরাজিত—যে পুর সচ্চিদানন্দের বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, যে পুরে আনন্দময়ের নিত্যানন্দ বিরাজিত, সেই পুরে উপস্থিত হইতে একটী মাত্র পথ থাকিলে চলিবে কেন?—সেই একটী মাত্র পথে সকলের সমভাবে সুবিধাই বা হইবে কেন? তাই বলি ভাই! হিন্দুর এই অনন্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির অনন্ত পথ দেখিয়া উপহাস করিও না। ইহা দূরদর্শী হিন্দুগণের সূক্ষ্ম নির্ব্বাচনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। হিন্দুর শাস্ত্র—হিন্দুর উপদেশ—হিন্দুর ব্যবস্থা একজনের জন্য নহে। হিন্দু এমন অনুদার বা সঙ্কীর্ণচেতা নহেন, যে একজনের সুখলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। হিন্দু কি জ্ঞানী—কি অজ্ঞানী, কি পণ্ডিত—কি মূর্খ, কি স্বজাতীয়—কি বিজাতীয়, কি দেশীয়—কি বিদেশীয় সকলের প্রতি সমভাবে পথ দেখাইয়াছেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণই গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। একেশ্বর বাদিগণের পৃথক পৃথক দেবতা নাই—পৃথক পৃথক মন্ত্রোপাসনারূপ শরণী নাই। একেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনই তাঁহাদের মন্ত্র—সেই বিশ্বাস স্থাপন সম্বন্ধে একজন আচার্য্য ও বহু লোকের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করাই দীক্ষা। হিন্দুর গুরুকরণে—হিন্দুর দীক্ষাগ্রহণে তাদৃশ ভাব নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেবতায় বিশ্বাস—হিন্দুর মন্ত্রে বিশ্বাস স্বাভাবিক। সেজন্য তাহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে হয় না—সেজন্য তাহাকে বহু লোকের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে হয় না। হিন্দুর দেবতা অনন্ত—তৎপ্রাপ্তির পথও অনন্ত। গুরু নির্দ্দিষ্ট সেই সাধনের নির্দ্দেশই হিন্দুর মন্ত্র। গুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া গুরুকৃপাদত্ত সেই মন্ত্রগ্রহণের নাম দীক্ষা। অনন্তরূপ গুণশালী ঈশ্বরের কোনরূপে কাহার চিত্তে আকৃষ্ট হইবে—কোন পথ কাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে—কোন পথে চলিলে কোন সাধক অতি শীঘ্র সেই চিরশান্তিময়ী পুরীতে উপস্থিত হইয়া বিমলানন্দ অনুভব করিতে পারিবে, গুরু কৃপাপূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আচ্ছা ভাই বলতো তোমার নাম কয়টী? আমিতো তোমার বহু নাম শুনিতে পাই। আফিসের কর্ম্মচারিগণ তোমাকে রাসেন্দ্রবাবু বলিয়া ডাকিতেছে তোমার পিতা তোমাকে সাধুরাম বলিয়া ডাকিতেছেন—তোমার মাতা তোমাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেছেন—তোমার পত্নী তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতেছে—তোমার পুত্র-

কন্যা তোমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেছে—বাড়ীর চাকরে তোমাকে 'বড় কর্ত্তা' বলিয়া ডাকিতেছে। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে তোমাকে ডাকিতেছে; অথচ তুমি সকলের আহ্বান সমান সন্তোষ সহকারে উত্তর প্রদান করিয়া, তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ। কে তোমাকে কি ভাবে ডাকিবে তাহারও উপদেশ প্রয়োজন। সামান্য তোমার আমার যখন বহু নাম—সামান্য তোমাকে আমাকে যখন এক একজনে এক নামে ডাকিয়া অভাব অভিযোগের কথা জানাইতেছে—তখন অনন্তরূপ গুণশালী মহাপুরুষের—অনন্ত নাম থাকা বিচিত্র কি? সেই বিশ্বজননী মহীয়সী শক্তিময়ীকে সামর্থ্য রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে এক একজনে এক নামে ডাকিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধা কি? হিন্দুর বীজমন্ত্র শ্রীভগবানের সাঙ্কেতিক নাম। তুমি তাঁহাকে একাক্ষরে দেখিতেছ বটে, কিন্তু উহার বিশ্লেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে দেখিতে পাইবে উহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণিত। যখন উহা গুরুকর্ত্তৃক সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হয়, তখন অনুকূল সাধন দ্বারা ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের বীজের ন্যায়, পরিশেষে মহান্ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভেদপূর্ব্বক নিত্যধাম পর্য্যন্ত পহুঁছিয়া থাকে! ভাই একাক্ষর বিশিষ্ট বীজমন্ত্র দেখিয়া কেমন করিয়া তুমি সামান্য জ্ঞানে উপহাস কর? এক যে বিশ্বের মূলাধার? স্বল্পাক্ষর বিশিষ্ট ওঁ যে শব্দ ব্রহ্ম, উহা হইতেই যে চার বেদের উৎপত্তি? ভাই! "যত স্থূল তত অসার, যত সূক্ষ্ম তত সার", এ সামান্য তত্ত্বটা কি ভুলিয়া গেলে? হিন্দুধর্ম্মে কাহারও স্বয়ং মন্ত্রগ্রহণের অধিকার নাই—কেননা মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক উপাসনায় অগ্রসর না হইলে সে ধর্ম্মরাজ্যে বালক মাত্র। এই জন্যই উপযুক্ত গুরুর প্রয়োজন। কোন্ দেবতাকে কোন্ নামে ডাকা—কোন দেবতার কোন রূপ বা গুণ চিন্তা করা, শিষ্যের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল হইবে, শ্রীগুরু কৃপা করিয়া তাহা শিষ্যকে উপদেশ দেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ইহাকে দীক্ষা বলে।

এক এক দেবতার উপাসকবর্গ কিম্বা এক এক মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গকে এক এক সম্প্রদায়ী বলে। বেদপুরাণাদির অনুবর্ত্তী হিন্দুগণ প্রধানতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সৌর, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও বৈষ্ণব্য। যাঁহারা সূর্য্যের উপাসক তাঁহারা সৌর,—যাঁহারা শিবের উপাসক তাঁহারা শৈব—যাঁহারা শক্তির উপাসক তাঁহারা শাক্ত,—যাঁহারা গণেশের উপাসক তাঁহারা গাণপত্য, এবং যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক তাঁহারা বৈষ্ণবনামে অভিহিত। উপরোক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় আবার চারিভাগে বিভক্ত। শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও সনকসম্প্রদায়। রামানুজ স্বামীর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে শ্রীরামানুজি সম্প্রদায় বলে—মাধবাচার্য্য হইতে ব্রহ্মসম্প্রদায়—বিষ্ণুস্বামী হইতে রুদ্রসম্প্রদায়। পরবর্ত্তী রুদ্রসম্প্রদায়ী বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেন, সেই নিমিত্ত কেহ কেহ রুদ্রসম্প্রদায়কে বল্লভীসম্প্রদায় বলেন। নিম্বাদিত্য হইতে সনকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন। ইহা ভিন্ন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। অনেকে ইহাকে 'মাধবাচার্য্যসম্প্রদায় অন্তর্গত গৌড়িয় বৈষ্ণবসমাজ' বলিয়া থাকেন।

ইহারা বৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণু ইহাদের সর্ব্বেশ্বর নহেন। ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। অথচ ইহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণসম্প্রদায় বলা হয় না। সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইঁহাদিগকে শ্রীগৌরাঙ্গসম্প্রদায়ী বলাই বিধেয়। (১)

প্রত্যেক সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ব স্ব সম্প্রদায়ী বিচক্ষণ গুরুর নিকট হইতে সম্প্রদায়োপযোগী মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে,—"সম্প্রদায় বিহিনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতা।" অর্থাৎ ভিন্ন সম্প্রদায়ীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সে মন্ত্র নিষ্ফল হয়। প্রকৃত পক্ষেও যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহার নিকট অন্য সম্প্রদায় অপ্রীতিকর—তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ীর-ই সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এমতস্থলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশ দিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়। এক সম্প্রদায়ের উপাসনা-দিতে সিদ্ধ হইলে সে সকল সম্প্রদায়েই সিদ্ধত্ব লাভ করিবেন এমন কোন বিধান নাই। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ী গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন :—"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ।" পাঠক! পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রণালীতেও দেখিবে, যে প্রফেসর সংস্কৃতে M. A. তিনি কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাই শিক্ষাপ্রণালীর সাধারণ নিয়ম। ফলতঃ যিনি যে বিষয় সিদ্ধ—যিনি যে বিদ্যায় পারদর্শী সেই বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেমন তাঁহার পক্ষে সহজ—সেই বিষয় শিক্ষা দিয়া তিনি যত সুফল লাভ করিতে পারেন, অন্য বিষয়ে তাঁহার পক্ষে তাদৃশ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। অতএব স্বীয় সম্প্রদায়ের সূক্ষ্ম রহস্যবেত্তা, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত গুরুর নিকট হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে গুরুগণ গুরুতা ব্যবসায়ী। ব্যবসা মাত্রেই সত্যমিথ্যার সংস্রব আছে—আসল নকলের সংমিশ্রণ আছে। বাজারে একবার নকল জিনিষ চলিতে আরম্ভ হইলে, শেষে আসল জিনিষ অন্বেষণ করিয়া পাওয়া ভার—পাইলেও লোকে তাহাকে সহসা আসল বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না—বিশ্বাস করিলেও তত মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে কষ্টকর বিবেচনা করে। অধুনা সমাজে প্রচলিত নকল গুরুর দল, এমন ভাবে আসর গরম করিয়া বসিয়াছেন যে, তাহাদের এক চেটিয়া ব্যবসায়ে, প্রকৃত গুরুর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। সমুদয় সমাজ অন্বেষণ কর গুরুর মত কয়টী গুরু মিলিবে? আজ-কাল্‌কার গুরুগণের পড়াশুনা নাই—সাধন-ভজন দীক্ষাশিক্ষা নাই—আচারনিষ্ঠা নাই—শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই, অথচ অবাধে শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র ফুঁকিয়া, এক টাকা আয়ের সম্পত্তি করিলাম মনে করিতেছেন। ব্যবসায়ী গুরু শিষ্যের বাড়ী উপস্থিত হইয়া কন্যার বিবাহে কত টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন, তাহার ফর্দ্দ দেন—শিষ্যও সাংসারিক অনাটনের কথা বলিয়া প্রথমেই গুরুর হৃদয়ে নিরাশার স্রোতে প্রবাহিত করিয়া থাকেন। যথাকালে গুরুদেব

(১) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ বলিতে গেলে এক একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ হয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গুহ্যরহস্য উদ্ঘাটন করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা এ রহস্য বিশেষরূপে অবগত হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তত্তৎ সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিবেন। লেখক।

চোষাচোষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া বার্ষিকী প্রণামী এক কিস্তিতে আদায় করিয়া গৃহান্তর বা গ্রামান্তর গমন করেন। শিষ্য তাহার গুরুর নিকট হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপদেশ পাওয়া দূরে থাকুক এমন অবসর পান না, যে আচমনের মন্ত্রটী শুনিয়া লইবে। আবার অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিবার সময়, সুবিধা থাকা স্বত্বেও, পাছে গুরুদেব উত্তর করিতে না পারেন—পাছে গুরুদেবের অপ্রস্তুত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়, এতাদৃশ আশঙ্কা করিয়াও অনেক শিষ্য কোন শাস্ত্রীয়তত্ত্ব গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হয় না। তাহারা আপন মনাগুনে আপনিই পুড়িয়া মরে—তাহাদের মনের সন্দেহ মনেই থাকিয়া যায়। (১)

নানা কারণে গুরুসম্প্রদায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। শাস্ত্রে আছে—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।" তন্ত্রে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা বিধেয়। সেই জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে সমাজে ব্রাহ্মণকে উপদেষ্টা—ব্রাহ্মণকে দীক্ষাগুরুরূপে দেখা যায়। সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণের ক্ষমতা অসীম ছিল। কিন্তু হায়! কালের করাল-স্রোতে ব্রাহ্মণসমাজের সে প্রাধান্য ক্রমশই লোপ পাইতেছে। আজ কালকার ব্রাহ্মণগণ সকলেই পাশ্চাত্য-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্ববৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্বাবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন। ব্রহ্মাচার্য্যানুষ্ঠান যে সকল বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য সে প্রথা সমাজে আর দেখা যায় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণের আর সে দিন নাই—আজ তাঁহারা ঘোর বিলাসী ও ভোগ-বাসনা শৃঙ্খলে বিজড়িত। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা নাই—জপ-তপ নাই—আচার নিষ্ঠা নাই, আছে শুধু ত্রিদণ্ডী। এমন অনাচারী স্বার্থান্ধ বিলাসী ব্রাহ্মণ যে সমাজের কর্ণধার, সে সমাজ কালের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইবে না কেন? সুতরাং ব্রাহ্মণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উপদেষ্টার অবনতি—পুরোহিতের অবনতি—গুরুর অবনতি—এমন কি হিন্দুসমাজের অবনতি ঘটিয়াছে। যদি গুরুর অবনতি না ঘটিত—যদি ব্রাহ্মণের অবনতি না ঘটিত, তবে কদাপিও হিন্দুর অবনতি ঘটিত না।

সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর পুরাণ অনুসন্ধান কর, দেখিবে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতে গিয়া, কত শিষ্য কত লোমহর্ষণ—কত অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চার্য্য ঘটনার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত তোমরা গল্পগুলিকে রূপক উপখ্যান বা উপকথা বলিতে পার—কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবে, উহা গূঢ় রহস্য ও চমৎকার উপদেশে পরিপূর্ণ। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করাও মহা নরকের পথে অগ্রসর হওয়া এক-ই কথা। সেই জন্য তন্ত্রে দেখিতে পাই—'উপাস্য দেবতায়-মন্ত্রে ও গুরুতে কোনরূপ ভেদ করিবে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়া-

(১) এ প্রবন্ধে শুধু গুরু সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। শিষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা, উপযুক্তানুপযুক্ত, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিধি নিষেধ বা লক্ষণাদির বিষয় কিছুই বলা হইল না। প্রয়োজন হইলেও প্রতিভার পাঠকগণের তৃপ্তিপ্রদ হইলে প্রবন্ধান্তরে বলিবার বাসনা রহিল। লেখক।

ছেন,—'আচার্য্যো মাং বিজানীয়াৎ।' অর্থাৎ আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে। সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—'গুরুরেব পরং ব্রহ্মঃ।' অর্থাৎ গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবদের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই,—'গুরুরূপী কৃষ্ণ হ'ন স্বয়ং ভগবান্! পাছে মনুষ্যরূপী, শিষ্যসদৃশ উপাসক, গুরুকে দেখিয়া শিষ্যের মনে গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধির উদয় হয়, সেই জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার সূক্ষ্মদর্শী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিবে মুঞি তাঁহাতে প্রকাশ॥" (১)
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যে গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম—যে গুরু স্বীয়াভীষ্ট দেবতাস্বরূপ—যে গুরু ও শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রভেদ নাই, তাঁহার আদেশ—তাঁহার উপদেশ, শিষ্যের পক্ষে অক্ষরে ২ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কেন না গুরুর প্রতি অবহেলা করিলে—গুরুবাক্য প্রতিপালন না করিলে স্বীয় উপাস্য দেবতাকে অবহেলা করা হয়। তাই এক জন বিচক্ষণ ভক্ত বলিয়াছেন :—"গুরু মুখ-পদ্ম-বাক্য, হৃদয়ে করিবে ঐক্য, আর না করিবে কিছু আশা।"

শ্রীগুরুর বাক্যে ও শাস্ত্রে যাহার বিশ্বাস নাই তাহার পক্ষে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। গুরুরূপ প্রদীপে যিনি পরব্রহ্মকে দেখিতে না পারেন, তাহার পক্ষে ভগবানের চরণারবৃন্দ লাভ করা অসম্ভব। "শ্রদ্ধানামগুরুবেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ।" আত্মানাত্মবিবেকঃ। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। "শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং। সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তুপি লভ্যতে।" বিবেকচূড়ামনৌ। সাধুগণ শাস্ত্র ও গুরুবাক্য সত্য বলিয়া জ্ঞান করাকে নামকে শ্রদ্ধা বলেন। শ্রদ্ধা দ্বারা পরম পদার্থ লাভ করা যায়। যাহার শ্রদ্ধা নাই—তাহার পক্ষে ধর্ম্মকার্য্য করা নিষ্ফল। বৈধ কর্ম্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা—নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণাভক্তি, শ্রদ্ধা দ্বারা শ্রীভগবদুপাসনা, উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা মুক্তি বা ভগবদ্ সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎ হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইলে পরাভক্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দলাভের প্রথম সোপান জন্যই সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন 'আদৌ শ্রদ্ধা।' অতএব যিনি ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যধামে চিরশান্তি ভোগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বিনা বাক্যব্যয়ে শ্রীগুরুর আদেশ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কেননা যাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই যাহার হৃদয় শ্রদ্ধাশূন্য, তাহার হৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে না (১)

(১) বুদ্ধিমান্ পাঠক! শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকে 'ভাবাগ্রন্থ বা বৈরাগীর পুথি' বলিয়া উপহাস করিও না। সদ্গুরুর নিকট নিকৃষ্টচিত্তে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিলে দেখিবে উহাতে কত রত্নরাজি লুক্কাইত আছে। লেখক।

(১) গুরুবাক্যে বিশ্বাসের নাম যেমন শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসের নামও তেমনি শ্রদ্ধা। প্রথমটী মুক্তির কারণ—তাহাই দেখান হইল। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাসও যে মুক্তির কারণ তাহা বাহুল্য ভয়ে দেখান হইল না। যিনি

গুরুকে অনেকে বৈদ্যের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা বলেন বৈদ্য যেমন জ্বর প্লীহাদি ব্যাধির উপসম করিয়া রোগীকে শান্তি প্রদান করেন, গুরুদেবও তদ্রূপ জীবকে তাপত্রয় হইতে মুক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন বৈদ্য যেমন নানাজাতীয়, গুরুও তদ্রূপ। এক জাতীয় বৈদ্য আছেন, তাঁহারা রোগী-বাড়ী আসিয়া রোগীর ঔষধ ব্যবস্থা করেন, ভিজিটের টাকা লইয়া চলিয়া যান। রোগী নিয়মিতরূপে ঔষধ খাইল কিনা, সে বিষয় দৃষ্টি নাই। আর এক জাতীয় বৈদ্য রোগীর নিকট আসিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন, ঔষধ, অনুপান, পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করেন—রোগী বিশেষ আপত্তি না করিলে, রোগীর শিয়রে বসিয়া ২।১ বার ঔষধ খাওয়াই প্রস্থান করেন। আর এক জাতীয় বৈদ্য নিজেই ঔষধ, অনুপান পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া, রোগী ঔষধ খাইতে না চাহিলেও বলপূর্ব্বক ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে আরোগ্য করেন। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। যিনি উপযুক্ত গুরু তাঁহারাও এইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। (২) হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সর্ব্বাংশে এ কথা অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন—'না কশ্চিৎ পৃচ্ছতো ব্রূয়াৎ।' অর্থাৎ কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবে না। এ কথা শুনিয়া অনেকে বলিবেন,—'এবার কিরূপ কথা হইল। শিষ্য গুরুর নিকট চিরদিনই অজ্ঞ। শিষ্য কিছু জিজ্ঞাসা করুক বা নাই করুক, সদ্বৈদ্যের ন্যায় নিজেই উপদেশ দিয়া তাহার শিক্ষা দেওয়া সদগুরুর কর্ত্তব্য। শিষ্য কবে কোন্ কথা গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিবে, গুরু তাহাই শুনিয়া ব্যবস্থা করিবেন, ইহা সৎ বৈদ্যের লক্ষণ নহে।' একথা সর্ব্বথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। একজনের বাক্য শ্রবণ করিলে অনেক সময় তাহার মনগত ভাব বুঝিতে পারা যায়। কৃষকেরা পৃথক পৃথকরূপে কর্ষিত ভূমির জন্য পৃথক পৃথকরূপ বীজবপনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কেননা ক্ষেত্রের উপযুক্ততা দেখিয়া তাহাতে নির্ব্বাচিত বীজ বপন করিলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা। যে জমি ধান্য আবাদের জন্য কর্ষিত, তাহাতে পাটের বীজ বপন করিলে সুফল হয় না। পাটের বীজ রোপন করিতে হইলে ক্ষেত্রকে তদনুরূপ কর্ষণ করা আবশ্যক। তাই যে পর্য্যন্ত না গুরুদেব বুঝিতে পারিবেন, যে তুমি এই পরিমাণ উপদেশ লাভ করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছ, সে পর্য্যন্ত তোমাকে তদতিরিক্ত উপদেশ প্রদান করিলে তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে কেন? তুমি যেরূপ কর্ম্মের অধিকারী হইয়াছ, তোমাকে তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করাই সদগুরুর কর্ত্তব্য। অজ্ঞ ব্যক্তিকে তড়িৎশক্তির উপদেশ দিলে, সে তাহা ধারণা করিতে পারিবে কেন? প্রবর্ত্তকের নিকট সিদ্ধের প্রণালী বলিলে সে তাহা বুঝিবে কেন? তাদৃশ্য উপদেশপ্রদানে গুরুর বৃথা পরিশ্রম ভিন্ন শিষ্যের কোন সুফল হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে বলিবে না। এক ব্যক্তি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারা

এ বিষয় বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদান্ত-দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় সূত্র—'শাস্ত্র যোনিত্বাৎ।' সূত্রটীর শঙ্কর, রামানুজ ও গোবিন্দভাষ্য কিম্বা পুরাণাদি অনুসন্ধান করিবেন। লেখক।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দেখ।

যায় যে ইহার মানসিক গতি এইরূপ—এ ব্যক্তিকে এই পরিমাণ উপদেশ দিলে ভাল বুঝিতে পারিবে—ইহার অতিরিক্ত বুঝিবার ক্ষমতা ইহার নাই—অথবা ইহাপেক্ষা—অল্প উপদেশও ইহার মনঃপুত হইবে না। তাই শিষ্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, গুরুদেব অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাই আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—"ন কশ্চিৎ পৃচ্ছতো ব্রুয়াৎ।"

হিন্দুর আরাধ্য দেবতা বলিয়াছেন—'একোহহং বহুশ্যাম' তাই হিন্দুর কোটি কোটি দেবতা—অনন্ত দেবতা। সেই অনন্ত কোটি দেবতার প্রসাদ লাভ করিতে—সেই অনন্ত কোটি দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া অনন্তের পথে ধাবিত হইতে, হিন্দু অনন্ত পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একের পক্ষপাতী হইয়াও বহুর উপাসক ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব। হিন্দু বই হিন্দুর এ বিশেষত্ব কাহারও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। মানবগণের গুরুকরণ স্বাভাবিক। যখন দৃশ্যমান ব্যবহারিক কোন বিষয়ের জন্য গুরুকরণ না করিলে, সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায় না—তখন আধ্যাত্ম জগতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন মানব, বিনা গুরূপদেশে কেমন করিয়া, সেই চিরশান্তিপূর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইবে। অতএব জ্ঞানহীন মানবের পক্ষে সেই অনন্তধামে উপস্থিত হইবার অনন্ত পথমধ্যে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ নির্ব্বাচন করিতে গুরু ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে কাহারও গুরু না করিয়া চলে নাই, চলে না—কদাপি চলিবেও না। তবে আইস ভাই! বৃথা তর্ক বিতর্কে প্রয়োজন কি? যে গুরুকরণ স্বীকার না করিলে, সংসারে কোনরূপ জ্ঞানলাভের উপায় নাই, যে গুরুদত্ত সাধনপ্রণালী অবলম্বন না করিলে তোমার উন্নতির পথরুদ্ধ—যে গুরু ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—যে গুরুর আদেশ, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়া স্বীয় ইষ্টানিষ্ট বুঝিতেছ—কেমন করিয়া সেই গুরুর প্রয়োজন কি বলিয়া অসার তর্কের উত্থাপন কর? কেমন করিয়া বল গুরুর প্রয়োজন নাই, গুরুমন্ত্র অসার? যদি হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতে চাও—যদি আধ্যাত্মতত্ত্বের সূক্ষ্মরহস্য অবগত হইয়া আপনাকে প্রকৃত হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়া গৌরব বোধ কর—যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় স্বীয় ঐহিক পারত্রিকের হিতাকাঙ্ক্ষা কর, তবে বৃথা বাক্বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর—তবে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া গললগ্নী কৃতবাসে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বল—

"আনন্দমানন্দ করং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগ বৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥" (১)

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী,
উথলী, ঢাকা।

---

(১) শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন আজ কয়েক মাস নানাস্থানে ঘুরিয়াছি। সুতরাং বহুদিন প্রতিভার পাঠক-মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। তজ্জন্য অনেকেই স্বভাব-সুলভ সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া আমার নিকট পত্র দিয়াছেন। স্থানান্তরে থাকায় যথাসময়ে তাঁহাদের প্রত্যুত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত আছি। আশা করি, মহোদয়গণ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে এই ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। লেখক।

আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীল গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের পরম উপাদেয় শিক্ষাপ্রদ শ্রীগুরুতত্ত্ব প্রবন্ধটী সাদরে পত্রস্থ করিলাম। সম্পাদক।

কবীন্দ্র রামানন্দ রায়।

আরব্ধ প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে মহাপুরুষের পবিত্র নাম চিত্রিত হইল, ইনি রাজমহীন্দ্রির অধিপতি (১) এবং কায়স্থকুলের অন্যতম একটী সমুজ্জ্বল রত্ন। বিদ্যাপুর (২) বা বিদ্যানগর (বর্ত্তমান নাম বিজাপুর) ইহাঁর রাজধানী। অপিচ যিনি সমস্ত বিদ্যারূপ স্রোতস্বতীর বিলাসস্থল সদৃশ ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মর্য্যাদা ও প্রসাদাদি গুণে রত্নাকর অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায়; যাহার সুরগুরুবৃহস্পতি প্রোক্তনীতি কদম্ব করম্বিত মন্ত্রণা প্রভাবে উৎকলাধিপ ক্ষত্রিয়রাজ গজপতি প্রতাপ রুদ্র বশীভূত হইয়াছিলেন, সেই মহাত্মা ভবানন্দ রায় ইহার জনক (৩) ইহারা পাঁচ সহোদর (৪) তন্মধ্যে এই অগ্রজ রামানন্দ (৫) এবং বাণী-নাথ পট্টনায়ক (৬) ও গোপীনাথ পট্টনায়কের (৭) নাম ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

প্রথিত আছে, পিতার ন্যায় রামানন্দও গঙ্গাবংশীয় মহারাজ গজপতি প্রতাপ রুদ্রের একজন মন্ত্রণাসচীব। (৮) এবং অশেষ বিদ্যার আকর ছিলেন। যাঁহারা জাতিতত্ত্ববারিধি-প্রণেতা পণ্ডিতম্মন্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের মুখে "যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র ও ভৃত্যদত্তগণ ইংরাজের আমলের পূর্ব্বে মা সরস্বতীর শ্রীচরণে একটী পুষ্পাঞ্জলি দান করেন নাই, যে ভৃত্য সন্তানেরা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কাব্যাদিতেও একটী আঁচড় পাড়িতে অদ্যাপি অসমর্থ রহিয়াছেন" এই কথা শুনিয়া প্রাচীন কায়স্থজাতিকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই কবিকুলতিলক মহামতি রামানন্দ রায় কর্ত্তৃক রচিত রামানন্দসঙ্গীতাপর পর্য্যায় জগন্নাথ বল্লভনামক সংস্কৃত নাটকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

(১) "রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈমুরাম রায়।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ৯ম পরিঃ)।

(২) "বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।"
(মধ্য, ৮ম, পরিঃ)।

"পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর।"
(মধ্য, ৯ম, পরিঃ)।

(৩) "প্রিয়ে! সর্ব্ববিদ্যা নদী বিলাস গাম্ভীর্য্য মর্য্যাদা, ধৈর্য্য প্রসাদাদি গুণ রত্নাকরস্য সুরগুরু প্রণীত নীতি কদম্ব করম্বিত মন্ত্রাপ্রবীকৃত প্রগুণ পৃথ্বীশ্বরস্য শ্রীভবানন্দ রায়স্য তনুজেন শ্রীহরিচরণালঙ্কৃত মানসেন শ্রীরামানন্দ রায়েন তত্তৎগুণলঙ্কৃতং শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাম গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রিয়ং রামানন্দ-সঙ্গীত নাটকং নির্ম্মায় সমর্পিত মভিনেষ্যামীতি।
(জগন্নাথবল্লভ নাটকম্)।

(৪) "সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি।"
(মধ্য, ১০ম, পরিঃ)।

(৫) "সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ।"

(৬) "তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পঠাইলা।
বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিলা।"
(মধ্য, ১০ম, পরিঃ)।

(৭) "গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই।"
(অন্ত্য, ৯ম পরিঃ)।

(৮) রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।"
(মধ্য, ১২শ পরিঃ)।

বলাবাহুল্য যিনি পুনঃ পুনঃ স্বরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ" এই কথা বলিয়াছেন; সেই "গোবিন্দলীলামৃত" প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা বৈদ্যকুলতিলক ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যাঁহাকে "বিদগ্ধমাধব" প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকপ্রণেতা বৈষ্ণবকবি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী অপেক্ষাও কবিত্বে উচ্চাসনে বসিবার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (৯), তাঁহার পবিত্র লেখনীনিসৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকখানি যে, কিরূপ উপাদেয় গ্রন্থ তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে? যাহা হউক আমরা কৌতূহলাক্রান্ত সাধারণ পাঠকের বিদিতার্থে নিম্নে উহা হইতে কয়েকটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদ্য কয়েকটী এই,—

"উদ্দামদ্যুতি,পল্লবাবলিচলৎ পাণি স্পৃশোহমীস্ফুরৎ।
ভৃঙ্গালিঞ্জিত পুষ্পসাঞ্জন দৃশো মাদ্যৎ পিকানাং রবৈঃ॥
অরন্ধোৎকলিকা লতাশ্চতরবশ্চালোলমৌলি শ্রিয়ঃ।
প্রত্যাশং মধুসম্মদাদিব রসালাপং মিথঃ কুর্ব্বতে॥ (ক)" (১মঃ অঙ্কঃ)

"অমুষ্যাঃ প্রোন্মীলৎ কমলমধুধারা ইব গিরো।
নিপীয় ক্ষিবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকম্॥
উদঞ্চৎ কামোঽপি সহৃদয়কলা গোপনপরো।
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমূচে কথমিদম্॥(খ)" (২য়ঃ অঙ্কঃ)

"মাশঙ্কিষ্ঠাঃ সুমুখি! বিমুখীভাবমেতস্য নস্যা
দানন্দায় প্রথম মুকুলা পদ্মিনী কস্য কামম্।
আঘ্রাতৈব প্রশিথিলধৃতি র্গন্ধমস্যা মনোজ্ঞং
নালম্বেত ক্ষণমপি যুবা কিং নু মধ্যস্থ ভাবন্॥(গ)" (৩য়ঃ অঙ্কঃ)

---

(৯) "রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র যেন খদ্যোৎ প্রকাশ।"
(অন্ত্য, ১ম পরিঃ)।
"এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।"
(মধ্য, ৮ম পরিঃ)।

(ক) বসন্তাগমে উদ্দাম দ্যুতিশালী পল্লবাবলিরূপ চঞ্চল-কর সঞ্চালনে বৃক্ষরাজি যেন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছে; ভৃঙ্গরূপ অঞ্জনাঙ্কিত, পুষ্পরূপ চঞ্চলনেত্রে যেন পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে এবং তরুরাজি শিরঃ কম্পন করিয়াও লতাবলী কোরকোদ্গচ্ছলে রোমাঞ্চিত হইয়াই যেন চারিদিকে পিকধ্বনি ব্যপদেশে পরস্পর রসালাপ করিতেছে। সম্পাদক।

(খ) প্রস্ফুটিত কমলের মধুধারা সদৃশ শশিমুখীর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় মস্তক কম্পন করিয়া কামাশক্ত হইলেও স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে ধীরে ধীরে বলিলেন এ কেমন। সম্পাদক।

(গ) হে সুমুখি! আমার বিমুখীভাব দেখিয়া হৃদয়ে কোনরূপ আশঙ্কা করিও না। প্রথম বিকশিতা নলিনী কাহার চিত্তে না আনন্দ বিস্তার করে? যদিও ঐ নববিকশিতা পদ্মিনীর মনোহর গন্ধে যুবজনের ধৈর্য্য শিথিল হয় সত্য; কিন্তু তথাপিও সে ক্ষণকালের জন্যও কি তটস্থভাব অবলম্বন করে না?

সম্পাদক।

মালব শ্রীরাগেণ—

চিকুরতরঙ্গক ফেন পটলমিব কুসুমং দধতী
কামম্।
নটদপসব দৃশা দিশতীব চ নর্ত্তিতুমতনুমকামম্॥
রাধামাধব বিহারা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর পদগতি লঘু লঘু তরলিত
হারা॥ধ্রু॥
শঙ্কিত লজ্জিত রসভরচঞ্চল মধুরদৃগন্ত লবেন।
মধুমথনং প্রতি সমুপহরন্তী কুবলয়দাম রসেন॥
গজপতি রুদ্র নরাধিপ মধুনাতন মধুরেণ।
রামানন্দ রায় কবিভণিতং সুখয়তু রসনিসরেণ॥
॥ (ঘ)"
(৪র্থ অঙ্কঃ)

"উদ্দাম স্মর-চাতুরী পরিচয়াদন্যোন্যরাগাদিমাং
রাত্রিং জাগরিতানি সঘনি যুবদ্বন্দ্বানি যচ্ছেরতে।
তত্তেষাং শ্বসিতানিলেন তুলনামাসাদয়িষ্যান্নিব
প্রোন্মীলৎ কমলাবলীষু বলতে শ্রীখণ্ড বীথী-
মরুৎ॥ (ঙ."
(৫ম অঙ্কঃ)

ফলতঃ অস্মদ্দেশে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক তার্কিক কুলচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্তকুলগৌরব মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং তান্ত্রিকাগ্রণী পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ মহাত্মাগণ যাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া এই মরজগতে অমর পদবী লাভ করিয়া গিয়াছেন, সেই ষড়্দর্শনবেত্তা (১০) মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকারান্তরে যাঁহার পাণ্ডিত্যের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন (১১); সেই কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা রামানন্দ রায় যে, আর্য্যশাস্ত্রে কতদূর অধিকারী ছিলেন, তাহা পাঠক মহোদয়গণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। অথবা পূজ্যপাদ

(ঘ) শ্রীরাধিকা স্বীয় কুঞ্চিত চিকুরে যমুনাতরঙ্গে-রঙ্গায়মান ফেনপুঞ্জের ন্যায় শুভ্রবর্ণ কুসুমদাম ধারণপূর্ব্বক, নর্ত্তনশীল দক্ষিণ নেত্রে যেন কন্দর্পকে নৃত্য করিবার জন্য আদেশ করিতে করিতে মধুরবেশে হরিসমীপে উপনীত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহার মন্থর পদনিক্ষেপে হৃদয়োপরি হারাবলী মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে। শঙ্কা ও লজ্জা বশতঃ রসভরে চঞ্চল ও মধুর নয়নযুগলের কটাক্ষে যেন সকৌতুকে মধুমথনকে কুবলয় দাম উপহার প্রদান করিতেছে। কবিবর রামানন্দ রায় ভনিত এই সঙ্গীত মধুররস বিস্তারপূর্ব্বক দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ গজপতি প্রতাপ রুদ্রকে নিরতিশয় আনন্দিত করুক। সম্পাদক।

(ঙ) অয়ে! উদ্দীপ্ত স্মরচাতুর্য্যের পরিচয়হেতু পরস্পর অনুরক্ত যুবক যুবতিগণ রজনী জাগরণপূর্ব্বক যে গৃহে নিদ্রা যাইতেছে। মলয়ানিল যেন তাহাদের নিশ্বাসপবনের মন্থর গতি শিক্ষার্থই সেই গৃহের পার্শ্বদেশ দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত কমল কাননে গমন করিতেছে। সম্পাদক।

(১০) "ষড়্দর্শন বেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
সর্ব্বশাস্ত্রে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম॥"
(অন্ত্য ৭ম পরি)

(১১) "সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোহার হৈল শিশু প্রায়॥
মহাপ্রভু দুহাকার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথ আচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় যাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিরসে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন (১২) সেই মহাত্মা রামানন্দ রায়ের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কাজেই আমরা অতঃপর আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কথাটী এই,—

সত্য বটে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাত্মা রামানন্দ রায় শূদ্র (১৩) বলিয়া কার্ত্তিত না হইয়াছেন এমত নহে। কিন্তু বৈদ্যকুলাবতংস মহাত্মা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যখন তাঁহাকে অম্লান বদনে "নমস্কার" (১৪) করিয়াছেন, অথবা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র যখন মহাত্মা ভবানন্দ রায়কে (১৫) "পূজ্য" বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন্ নাই। অধিক কি ব্রাহ্মণকুলাবতংস প্রদ্যুম্ন মিশ্র যাঁহাকে "পোষ্টা" বলিয়া (১৬) অঙ্গিকার করিয়াছেন; সেই রামানন্দ রায় যে, তাক্ত শূদ্র ভিন্ন এক জাতি বা চতুর্থ বর্ণ নহেন, তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। ফলতঃ এই সময়ে ব্রাহ্মণেতর অন্য সমস্ত জাতিই যে, শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্যথা অশেষ শাস্ত্রপারদৃশ্বা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠ কন্যা গর্ভে সঞ্জাত আভীর জাতিকে শূদ্র বলিয়া (১৭) উল্লেখ করিবেন কেন? অথবা স্মার্ত্তকুলগৌরব পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় যখন "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়ানামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ। শনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে নচ। অতএব বিষ্ণুপুরাণং মহানন্দী সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতি-

---

পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥
(মধ্য ১৪ পরি)

(১২) "তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে।
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহ বিদ্যানগরে।
... ...
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম।
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহসীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাহার মহিমা।"
(মধ্য ৭ম পরি)

(১৩) "তথাপি পুছিল 'তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহ কহে' সেই শূদ্রদাস শূদ্র মন্দ।'
(মধ্য ৮ম পরি)

(১৪) রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।"
(অন্ত্য ৯ম পরিঃ)

(১৫) "রাজা কহে তার লাগি কৌড়ি ছাড়ি
ইহা না কহিবা।
... ...
ভবানন্দ রায় মোর পূজ্য গর্ব্বিত।"
(অন্ত্য ৯ম পরি)

(১৬) 'আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা'
(অন্ত্য ৫ম পরি)

(১৭) 'আভীরাঃ শূদ্রজাতীয়া গোমহিষ্যাদি
বৃত্তয়ঃ।
ঘোষাদি শব্দপর্য্যায়াঃ পূর্ব্বতো ন্যূনতাং
গতাঃ।"
(শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী)

লুব্ধঃ মহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবা পরোহখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা! ততঃ প্রভৃতি শূদ্র ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দী পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি। তথা এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতি প্রসঙ্গাযুক্তং" এই কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন; তখন কায়স্থকুলতিলক মহাত্মা রামানন্দরায় একতর ক্ষত্রিয় হইয়াও যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

উপসংহার কালে বলা আবশ্যক কেবল রায় রামানন্দই যে, সংস্কৃত কাব্য লিখিয়া বিদ্বৎ সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাহা নহে; "সূক্তিসংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা হরিকৃষ্ণ দাস ও কাব্যপ্রকাশের অন্যতম টীকাকার সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ বিদ্যারত্ন রামদাস বিশ্বাস প্রভৃতি পুরাকালে আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার বঙ্গীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে তাঁহাদিগকে পাঠকমহোদয়গণের নিকট পরিচিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইব। ইতি।

শ্রীমধুসূদন রায়।

স্বর্গদ্বার।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে কবির ও নানকপন্থীর মন্দির ও সমাধিবেষ্টিত বালুকাময় উচ্চপ্রদেশে স্বর্গদ্বার অবস্থিত। এক সহস্র গাভী যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিতে পারে, সেই পরিমাণ দৈর্ঘ্য স্বর্গদ্বারের শাস্ত্রোক্ত সীমা। কিন্তু এইক্ষণ এই প্রকার কোন নির্দ্ধারিত সীমা দ্বারা যাত্রীরা আবদ্ধ হন না। তাঁহারা জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে যে পথ উত্তর হইতে দক্ষিণমুখে সমুদ্রে মিশিয়াছে সেই পথ ধরিয়া আসিয়া সুবিধা মত সমুদ্রে স্নান করেন। গত বৎসরও রথযাত্রার সময় অনুমান এক লক্ষ যাত্রী উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্রের পূতসলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন। "এ ছবি মোহন বটে, দিগন্তের কোলে, চুমিছে আকাশনীল, নীলসিন্ধু জলে।" এখানে আসিলে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। শত শত বর্ষের, চিতাভস্মে এই স্থান পবিত্রীকৃত। কত শত মহাত্মার পদরজে এইস্থান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের জন্য শত সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের তৎকালীন হৃদয়ের ভাব অবগত হইলে মনে হয় সত্যই তাঁহারা "ভূমৈব সুখং" অনুভব করিতেছেন। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদা একদল যাত্রী সুদূর পশ্চিম হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে বহির্গত

হন। তাঁহারা বাষ্পীয় শকটে প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থান পরিদর্শন করেন। তদনন্তর পদব্রজে নীলাচল দর্শনে তাঁহাদের ঐকান্তিক বাসনা হয়। কিন্তু প্রায় তিন মাসে, দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে না করিতেই, তন্মধ্যস্থ এক ষষ্ঠাংশ মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হইলে, তাঁহারা অবশিষ্ট পথ গোযানে গমন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি প্রাচীন মহিলা কিছুতেই গোশকটে আরোহণ করিতে স্বীকৃতা হন না। যাহাতে মৃত্যুর পূর্ব্বে নগ্নপদে পুরুষোত্তম দর্শন লাভ হয়, তজ্জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ সঙ্গীদিগকে অনুরোধ করেন, এবং ভগবান্ সমীপে কাতর প্রাণে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। দীন-শরণ, ভকত-বৎসল, দয়াময় পুরুষোত্তম সর্ব্বদাই ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট। তাই যে তাঁহার নিকট প্রাণে প্রাণে প্রার্থনা করে, তাহার প্রার্থনা অবশ্যই পূর্ণ হয়। ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে সেই প্রাচীন মহিলা "ধূলিপায়েই" শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার প্রাণের প্রাণ, পরম-পুরুষ দারুব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া মানব জনম সফল করিলেন। এবং সেই দিনেই জরাক্রান্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ স্বর্গ-দ্বারে ভস্মীভূত করিয়া স্বর্গদ্বার নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিল।

গত বৎসরও এবম্বিধ একটী ঘটনা আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। উত্তরপাড়া-নিবাসী এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী তাঁহার একটি অল্প বয়স্ক পুত্র সঙ্গে করিয়া "রথে বামন দর্শন" করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেব দর্শনান্তর বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন, এবং দাতব্য ঔষধালয়ে প্রেরিত হইলে আমরা তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করি, এবং জীবনান্ত সময়ে একবার কাতরকণ্ঠে দীনবন্ধু তারকব্রহ্মকে স্মরণ লইতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি। তিনি ভক্তি-গদ্গদ্কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে ও সাশ্রুলোচনে "জগবন্ধু" স্মরণ করিতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহার ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ হয়, এবং স্বর্গদ্বারে তাঁহার দেহের সৎকার হয়। বাস্তবিক ভক্তহৃদয়ে এই "স্বর্গদ্বার," প্রকৃতই স্বর্গের দ্বার।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা।

সকল কায়স্থই ক্ষত্রধর্ম্মা।

কায়স্থের বংশগুলিসম্বন্ধে আমাদের কোন আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এতাদৃশ আলোচনায় সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনা অধিক। তবে কায়স্থসভার দ্বিতীয় প্রস্তাব যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে এবম্বিধ আলোচনা অনিবার্য্য। কুলমর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক বৈবাহিক মিলনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কৌলিন্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই পর্য্যাপ্ত সমালোচনার প্রয়োজন। কৌলিন্য রক্ষায় অনেকের স্বার্থ আছে সত্য, কিন্তু ইহা উঠাইয়া দেওয়া তদপেক্ষা বহুতর লোকের স্বার্থ। সুতরাং এ বিষয়ের একটি বিশদ আলোচনা কেবল কুলীনপক্ষ হইতে আসিলে যথেষ্ট হইবে না। মৌলিকেরাও কি বলেন তাহাও ধীরতার সহিত শুনিতে হইবে। ১ম প্রস্তাব অনুসারে অদ্য ৩০,০০০ কায়স্থ গৃহীতোপবীত বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু ২য় প্রস্তাব ত এই দশ বৎসরকাল নিদ্রা যাইতেছে, তদনুসারে ৩০টী আন্তর্গণিক বিবাহও নিষ্পন্ন হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সমস্ত কায়স্থজাতির মত এইক্ষণ পর্য্যন্ত যথোচিত আলোচিত হয় নাই। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবের সফলতা, দ্বিতীয় প্রস্তাবকে কঠোর-স্পর্শে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে; সুতরাং এ বিষয়ে এক্ষণ আর দীর্ঘকাল নীরব থাকিলে চলিবে না। কুলীন অকুলীন সকলকেই নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

কায়স্থপত্রিকা এই কার্য্যের এক সুবিধা সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। গত ভাদ্র মাস হইতে ইহাতে

"অসামাজিক কায়স্থ (বাঙ্গাল)
এবং
কায়স্থ দাস বা দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)"

নামে একটি প্রবন্ধ ক্রমশঃ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রবন্ধে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে,—

"যদি বঙ্গদেশে সৌম্য ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আদিশূর বা বল্লাল সেনের সময় সে সমস্ত কায়স্থ কোথায় গিয়াছিল? তাহাদের অস্তিত্ব কি বঙ্গদেশ হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল? অবশ্যই তাহারা এই বঙ্গদেশে বা বাঙ্গলাতেই ছিল। বোধ হয় উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থেরা কালক্রমে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের শাসনবিভাগ ও বিচার-বিভাগের কর্ত্তব্যপালনে বিরত হইয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল এবং ক্রমশঃ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াতে ম্লেচ্ছাচার বা হীনাচার প্রাপ্ত হইয়া অসামাজিক কায়স্থশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। হয়তঃ এই জন্যই বর্ত্তমান অসমাজিক কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে, এমন কি, ইহাদের পিতৃ-পিতামহদিগকে কৃষিকর্ম্মে ও লবণ তৈল ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ পণ্য বিক্রয়ে নিযুক্ত দৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের বিধবাপত্নীদিগকে ব্রহ্মচর্য্যহীনা দেখা গিয়াছে। আজকাল

আবার তাহাদের বংশধরগণ অনেকেই লাঙ্গল ছাড়িয়া লেখনী ধারণ করিয়াছে, কাস্তে ছাড়িয়া দোকান খুলিয়াছে, পাঁচন ছাড়িয়া পাঁচনের পুঁথি আওড়াইতেছে। ম্লেচ্ছাচার ছাড়িয়া চৈতন্য দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্যেও ক্রমশঃ ব্রহ্মচর্য্যপালনের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে এখন অনেকেই আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।”

যে সংখ্যা কায়স্থপত্রিকায় (নব পর্য্যায় ২য় খণ্ড, ৮ম সংখ্যা) এই অতি রমণীয় প্রবন্ধটী মুদ্রিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাতেই অপর একজন লেখক, “হিন্দুবিবাহে পণপ্রথা” সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিতেছেন,—

“যদি কৌলিন্যপ্রথা রহিত করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা বংশজ শ্রোত্রিয়ে আর কুলীন কায়স্থের বড় পুত্র ও মৌলিকগণ মৌলিকের কন্যাবিবাহ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন তাহা হইলে সমাজের প্রকৃত উপকার করা হয়।” ঐ কায়স্থপত্রিকা ৮ম সংখ্যা ২৫৪ পৃ।

এই শেষোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় নোট করিয়াছেন। “প্রবন্ধের সহিত আমাদের মতামত প্রকাশ হয় নাই।” কিন্তু প্রথম প্রবন্ধ সম্বন্ধে এরূপ কোন নোট প্রকাশ করেন নাই।

আমাদের এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে প্রথমোক্ত প্রবন্ধে নিম্নরেখ কায়স্থ-নিন্দাবাদের সহিত কি তবে সম্পাদক মহাশয়ের সহানুভূতি রহিয়াছে? যদি তাহা না থাকে, তবে তিনি উহার নিম্নে দ্বিতীয় প্রবন্ধের ন্যায় নোট দিলেন না কেন? কায়স্থপত্রিকা কি কুলীন কায়স্থের পত্রিকা কিম্বা সেন্‌সাস-গণিত সমগ্র কায়স্থ জাতির পত্রিকা? যদি উহা সমগ্র কায়স্থজাতির পত্রিকা না হয়, তবে আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। কেননা, তাহা হইলে কুলীন ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থগণ কায়স্থপত্রিকা সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারেন।

আমরা এই প্রবন্ধের আলোচনাই করিতাম না। কিন্তু যদিও ইহার ভাষা অভদ্রোচিত তথাচ ইহার অন্তর্নিহিত বিষয়টী উপেক্ষণীয় নহে। ইহাতে আদিশূরের পূর্ব্বসময়ের বঙ্গবাসী কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দেহ করা হইয়াছে। এই সন্দেহ কেবল এই লেখকের নয়, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ্যসভায়ও প্রচারিত হইতেছে তাহাও আমরা অবগত আছি। গত দুর্গাপূজার পরে গাভায় যখন শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু, পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থসভার প্রচারক, বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বাঙ্গাল কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ত্বের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা কেবল গাভা বানরীপাড়া প্রভৃতি কয়েকখানি কুলীন কায়স্থগ্রামের মনোগত ভাবকে পুষ্টি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল; তাঁহার নিজের অভিপ্রায় ঠিক তেমন নয়।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণও বলিতেছি কায়স্থ একটী মিশ্রজাতি—ব্যবসায়ী জাতি। লেখা ব্যবসায়কে ভিত্তি করিয়া এই জাতির গঠন হইয়াছে এবং হইতেছে। লেখা ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার আরও অধিক প্রসার অনিবার্য্য। ইহাতে আদিম ক্ষত্রিয়ত্বের চতুঃপার্শ্বে ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্যত্ব ও

শূদ্রত্ব আসিয়া জড়িয়া পড়িয়াছে এবং এই বিশাল মহীরুহ অপরিসীম উন্নতি আশায় চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। যাঁহারা বহিষ্করণ নীতিদ্বারা ইহাকে খর্ব্ব করিতে চান, তাঁহারা কায়স্থের জাতীয়ধর্ম্মের বিরোধী এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কায়স্থজাতি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

কায়স্থের জাতীয় দেহের কতটুক অংশ ক্ষত্রিয়, কতটুক অংশ ব্রাহ্মণ, কতটুক বৈশ্য ও কতটুক শূদ্র তাহা স্থির করিতে যাওয়া এক্ষণ বিড়ম্বনা মাত্র। তবে কৌলিন্য যদি ক্ষত্রিয়ত্বমূলে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে চাহে, ইহা অতি কঠিন পরীক্ষার অন্তর্গত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এই জন্য এই পরীক্ষা কিরূপ ভাবে আরম্ভ হইবে তাহার একটুক আভাস দিতেছি।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধের আরম্ভেই কুলদীপিকা হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কৌলিন্য যে কায়স্থের নহে, শূদ্রের তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈ র্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা
তেষাং নির্ণয়মাচক্ষে কুলঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

কাঃ পঃ নবপর্য্যায়, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা।

ইহাতে শূদ্র হইতে কায়স্থের পার্থক্য-নির্ণয়ের কি কথা হইতেছে? আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ত বোধ হয়, অধুনা যে সকল শূদ্র বঙ্গে আসিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের নির্ণয় ও কুল বলিব বলিয়া গ্রন্থকার ভূমিকা করিতেছেন। এ ত শূদ্রের কথা হইতেছে; ইহাতে কায়স্থের কি? শূদ্রেরা কুল প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গে বাস করিতেছে, তাহাদেরই কথা বলা হইবে, ইহাই ইহার অর্থ।

ফলে কুল ত কায়স্থেরা পান নাই, কুলত শূদ্রেরই রাজদত্ত সম্পত্তি।

শূদ্রেরা পাইল কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব-বলে করে অনুচিত॥

যদুনন্দনকৃত ঢাকুর।

ইহাদ্বারা ত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বল্লাল সেন শূদ্রকে কুল দিয়া কায়স্থকে নিন্দাভাজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ কুলপ্রাপ্ত শূদ্রগণের নিম্নে স্থান দিয়াছিলেন।

ঐ গ্রন্থের আর একটী স্থানেও এই কথার সমর্থন আছে।

যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চোরানব্বই শকে না ছিল একদা॥

ইহার অর্থ এই যে, ৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে ২০ জন লোকের একদা মর্য্যাদা ছিল না, তাঁহারা বল্লালী মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল এই মর্য্যাদা বিতরণ করেন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয়দিগের কুলগ্রন্থে শুনিয়াছি। এমন একটী কথা আছে;—

বয়মপি ভূপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।

তাঁহাদের বিশ্বাস আদিশূর সভাগত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের সহচরেরা আপনাদিকে এতাদৃশভাবে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

উত্তর রাঢ়ীয় কুলপ্রবাদ এই কথা সমর্থন করিতেছে।

বিপ্রপঞ্চ, করণপঞ্চ, ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চেতে সমাগত আদিশূরের ভবন॥

এই শ্রেণীর কায়স্থের মতে তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ পাঁচ জন করণের নাম হইতেছে;—

১। সোমেশ্বর ঘোষ। ২। অনাদিবর সিংহ। ৩। পুরুষোত্তম দাস। ৪। সুদর্শন মিত্র। ৫। ধৌ দত্ত।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয়েরা যে পাঁচ ব্যক্তিকে আদিশূর সভাগত বলিয়া ঘোষণা করেন, ইঁহারা তাঁহারা নহেন। তাঁহারা হইয়াছেন ;—

১। মকরন্দ ঘোষ। ২। দশরথ বসু। ৩। পুরুষোত্তম দত্ত। ৪। বিরাট গুহ ৫। কালিদাস মিত্র।

অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ীর কুলগ্রন্থের ইঙ্গিত শেষোক্ত পাঁচ ব্যক্তি করণ বা কায়স্থ নহে, ভৃত্য।

কুলগ্রন্থ মহাসমুদ্র হইতে যাঁহারা নিয়ত রত্ন উত্তোলন করিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষে এই রত্নগুলি পড়িতেছে না কেন? এই জন্য আমি বলিয়াছি আদিশূরের গল্প (myth) মধ্যে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই।

তারপর বল্লাল কৃত কুলধর্ম্মের মূল সূত্রমধ্যেও ক্ষত্রিয়ত্বের গন্ধটুক পর্য্যন্ত নাই।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

ইহার মধ্যে জন্মসত্ত্বের কথা নাই। (Birth right) কৌলিন্যের ভিত্তি নহে। সুতরাং শূদ্রকে যে কুল দেওয়া হয় নাই, তাহা এই লক্ষণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। বরঞ্চ ডোম-কন্যার পাণিপীড়ক (১) বল্লাল সেন যে শূদ্রকে কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়ের ঘাড়ের উপর তুলিয়া দিবেন তাহার নৈতিককারণ সুস্পষ্ট। এজন্য আমরা দেব মজুমদার মহাশয়কে বলিতেছি তিনি যাঁহাদের ওকালতী করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের দলিল পত্রগুলি একটুক ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ-কুল-গ্রন্থ, বৈদ্যকুল গ্রন্থ আছে তাহারা ত এই পঞ্চব্রাহ্মণের সহচরগণকে এক বাক্যে শূদ্র বলিতেছে।

তবে অবশ্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের একটা কথা "সমাগতা দ্বিজাদশঃ" কুলীনদিগের ম্যাগ্না কার্টা। কিন্তু কায়স্থজাতির মধ্যে ত বিচার-আদালতের অনেক উচ্চ বিচরক আছেন। কত জজ, মাজিষ্ট্রেট, ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতি বিচারক্ষম ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন। তাঁহারা কি ইহা ভাবেন না যে, তিন শ্রেণী কায়স্থের কুলগ্রন্থ, ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থ এবং বৈদ্যাদি বৈশ্যজাতির কুলগ্রন্থগুলি যখন আদিশূর সভায় আগত

---

(১) According to the Barendra Kulgrantha, Bhrigu Nandi who was the minister of Ballal Sena, could not agree with Ballala Sena as regards the rules of Kulinism passed by him, and being dissatisfied with his marriage with a low born girl went away from his palace with MuraharDeva and Naradasa Thukur, resigning the high service which he held; and took his refuge under Jatadhar Nag king of Barendra and formed the Barendra Sreni which did not accept the rules of Kulinism passed by Ballal.

Appendix D to the memorial of the Kayastha Sava submitted to the Bengal Govt. page 42.

পঞ্চব্রাহ্মণের অনুচরদিগকে এক বাক্যে শূদ্র বলিয়েছে, তখন এক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কথায় কি ডিক্রী দেওয়া সঙ্গত হইবে? ডিক্রী দিলেও হিন্দুজাতীয় বিশ্বাসমন্দিরে অতি পবিত্র অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এক বিচারক আছেন National conscience. এই বিচারকের নিকটে ইহা টিকিবে না। এই জন্য আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি কৌলিন্যই বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়-কায়স্থজাতির শূদ্রত্বের মূলীভূত কারণ। এই কৌলিন্যের নিকট নত মস্তক হইয়া আদিশূরের গল্পে বিশ্বাস করিয়া, বঙ্গবিজেতৃ কায়স্থজাতি, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়জাতি, আগ্রীব শূদ্রত্বে ডুবিয়া রহিয়াছে। পাঠানরাজত্বকালে তাঁহাদের নিষ্প্রভাতেই ইহার অন্যতম কারণ। পাঠানরাজত্বের অবসানে কতকগুলি স্তাবক বা কুলজিলেখক বা ভাট উদ্ভূত হইয়া এই অনৈতিহাসিক গ্রন্থগুলির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদিগকে আর ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইঁহাদের হস্তেই এবং বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় কায়স্থের অপমানের একশেষ হইয়াছে।

ইহাদ্বারা কেহ মনে করিবেন না আমি ঘোষ বসু প্রভৃতি কয়েকটী ঘর কুলীন কায়স্থকে ঠিক শূদ্রই বলিতেছি। আদিশূরের সভাগমন যদি ঐতিহাসিক ঘটনা হয় তবে প্রমাণাধিক্য বশতঃ শূদ্রত্ব ও কৌলিন্য অবিচ্ছিন্ন পদার্থ এবং ইহাই কায়স্থের জাতীয়দেহে বিষবৎ সঞ্চারিত হইয়া কায়স্থের শূদ্রত্বকে দুরারোগ্য রোগে পরিণত করিয়াছে—ইহাই আমি বলিতেছি। কিন্তু আদিশূর সভাগমনের কথা আজ পর্য্যন্ত Myth, কোন সমসাময়িক সাহিত্য কিম্বা অন্যবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ এই ঘটনা সমর্থন করে না। সুতরাং ইঁহারা মূলতঃ শূদ্র এমন কথাও বলা চলে না।

কায়স্থপত্রিকায় "সারস্বত চিত্র ও গাঙ্গেয়নি চিত্র" প্রবন্ধে (আষাঢ়, ১৩১৮) আমি বলিয়াছি যে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কারিকাতেই দেখা যায় "সারস্বত কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও উৎকল এই পাঁচটী স্থানের নিবাসিদিগকে পঞ্চগৌড় বলিত, ইঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। চিত্রগুপ্তের বংশে যে যে কায়স্থশ্রেণী হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে দেশান্তরে গিয়াছিল। কালিঞ্জর, গুজরাট, নন্দীগ্রাম, দ্রাবিড়, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, ক্রমে মথুরা, রাঢ়, বঙ্গ, দক্ষিণরাঢ়, ওড্র (উৎকল) কামরূপ, গৌড়, বারেন্দ্র দেশে গিয়াছিল। ইহাদের সন্তানগণ যাহারা এ দেশে বাস করিয়াছিল, তাহারা সেই দেশের কায়স্থ বলিয়া খ্যাত।"

ইহার দ্বারা কি বোধ হয় না যে গৌড়ের বিস্তৃতি সারস্বত প্রদেশ হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গলার শেষ সীমা পর্য্যন্ত। কেননা চিত্রগুপ্তসন্তানেরা গৌড়ে আসিয়াছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁহার সন্তানগণদ্বারা যে সকল জনপদ অধ্যুষিত হইয়াছিল, বঙ্গ তন্মধ্যে বাদ পড়ে নাই। সুতরাং গৌড়ীয় কায়স্থ বলিলে বঙ্গজ বা বাঙ্গাল কায়স্থ বুঝায় না। এমন সিদ্ধান্ত ত উদ্ধৃতাংশ হইতে হয় না। উপনিবেশিত স্থানের মধ্যে আমরা গৌড়, রাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ, বারেন্দ্র পাঁচটী শব্দের নীচে রেখা টানিয়াছি। উদ্দেশ্য—বাঙ্গাল বা বঙ্গজ কায়স্থ বলিলে যদি গৌড়ীয় কায়স্থ না বুঝায় তবে রাঢ়ীয় (উত্তর-রাঢ়ীয়), দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থ বলিলেও গৌড়ীয় কায়স্থ অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের সন্তান

বুঝায় না। কেননা, গৌড় শব্দটী ইহার প্রত্যেক শব্দ হইতে পৃথক্‌কৃত করিয়া কারিকায় উল্লিখিত দেখা যায়।

তারপর দেব মজুমদার মহাশয়কে আমার নিবেদন এই যে, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব খুঁজিতে হইলে কেবল বাঙ্গালীর লিখিত কুলগ্রন্থ খুঁজিলে যথেষ্ট হয় না; উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গ্রন্থগুলিও অনুসন্ধান করিতে হয়।

"But a careful research into the matter will throw a flood of light on the subject which at first sight appears to be ninvolved in utter darkness. The title of Deva, Thakur, Rudra, Bardhan, Singha, Datta, Naga, Dasa, Sena, Mitra, Gupta, Pala, Bishnu, Adhya are still to be found in the North Eastern Provinces."

Appendix D to the Memorial of the Bengal Kayastha Sava to the honourable J. A. Bourdillion V, D. 1. C. S, C. S. 1. Lieutenant-Governor of Bengal.

কায়স্থসভা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে ঘোষ, বসু, গুহ, নামধেয় কোন কায়স্থবংশ উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে নাই। তথা হইতে বঙ্গে আসিয়া তাঁহারা আদিশূর-সভায় লম্বা চওড়া আত্মপরিচয় দিলেন কি প্রকারে? পক্ষান্তরে যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ দ্বিসপ্ততি ঘর, রাজা নিত্যানন্দসন্তান বা 'অচলা' বলিয়া কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং যাহাদিগকে দেব মজুমদার মহাশয় অসামাজিক অর্থাৎ সমাজের বহির্ভূত বলিয়া বাক্যবান নিক্ষেপ করিতেছেন কায়স্থ-সভা বিশিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণও পশ্চিমপ্রদেশে বাস করিতেছেন। মজুমদার মহাশয় কি অবগত নহেন যে এই সমস্ত কায়স্থের মধ্যে এমন কায়স্থ এক সময় ছিলেন যাঁহারা সেই কুলবিধাতা বল্লাল সেনের সহিত পানাহার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না?

আলোচ্য প্রবন্ধের একটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে লেখক মহাশয় নাকি দেখাইয়াছেন যে অসমাজিক বা বাঙ্গাল কায়স্থ-দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ কৃষিকর্ম্মে ও লবণ, তৈল বিক্রয়ে নিযুক্ত ছিল ও আছে। কৃষিকর্ম্ম যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ শ্রম ইহা তাঁহাকে কে বলিল? লবণ তৈল বিক্রয় করিতে যদি তিনি কোন কায়স্থকে দেখিয়া থাকেন, তাহা কি কেবল দেব, গুহ, দত্ত, মিত্র, সিংহ প্রভৃতি বাঙ্গাল কায়স্থেরাই করেন? ঘোষ বসুর মধ্যে কি কেহ এইরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করেন নাই। এই বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ইহা নরওয়ে ও সুইডেন রাজ্যের একত্রিত জনসংখ্যার সোয়াগুণ এবং পারস্য-রাজ্যের জনসংখ্যারও সোয়াগুণ! এই জাতি এইক্ষণও একটি স্বাধীন রাজ্য শাসন করিতে পারে। এই সংখ্যা বহুল জাতির মধ্যে সকলেই এক ব্যবসায়ী হইবে ইহা কি প্রত্যাশা করা যায়? উচ্চ, নীচ, সম্মানিত, অসম্মানিত ব্যবসায়ী কি ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে নাই? সৎ শ্রমের উপর ঘৃণা সঞ্চিত করা এ দেশের একটী

রোগ বিশেষ। অবস্থার হেয়তা কিম্বা ব্যবসায়ের হেয়তাদ্বারা জাতিনির্ণয় দুষ্কর।

তারপর তিনি কোন কোন বাঙ্গাল কায়স্থের বিধবাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যবিহীনা দেখিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বশূন্য মনে করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তও সমীচীন হয় নাই। ১৯০১ সনের সেন্‌সাস অনুসারে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৪,৪০,০০,০০০ তন্মধ্যে বিধবার সংখ্যা প্রায় ২,৬০,০০,০০০ দুই কোটি ষাট লক্ষ। অর্থাৎ জার্ম্মানসাম্রাজ্যের অর্দ্ধ জন সংখ্যার তুল্য। ছয় জন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন বিধবা। তন্মধ্যে আবার ৩,৯১, ১৪৭ জন বিধবার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসরের নীচে, ১,১৫,২৮৫ জন বিধবার বয়স ১০ বৎসরের নীচে; ১৯,৪৮৭ জন বিধবার বয়স ৫ বৎসরের নীচে। দুগ্ধপুষ্য বিধবা, অর্থাৎ যাহাদের বয়ঃক্রম এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তাহাদের সংখ্যা ১,০৬৪। বঙ্গদেশে ৫ বৎসর বয়সের কম বয়স্ক বিধবার সংখ্যা ৯, ৫৬৭ এবং এক বৎসরের কম বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৫২৮। এই সকল বিধবার মধ্যে কায়স্থবিধবার সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষে ২০০, ০০০ দুই লক্ষের বড় কম হইবে না। ইহার কেহ যদি ভ্রষ্টাচার কিম্বা পানাহার দোষে দুষিত হয় এবং যদি কেহ আমিষ ভোজন করে, তাহা তাহার শূদ্রত্বের নিদর্শন নহে। তাহা কেবল ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর বেদ-বিগর্হিত পথে চলার নিদর্শন। তারপর এই প্রবন্ধলেখক উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র অনেক কায়স্থগৃহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত আছেন। তাহাতে তাঁহার মনে কখন একথা উদয় হয় নাই যে বিধবার মধ্যে আমিষ ভোজন, যদি কোথা থাকে, তাহা কেবল বাঙ্গাল কায়স্থগৃহেই আছে, অন্য কায়স্থ গৃহে নাই। অবস্থা বৈগুণ্যে এরূপ অবস্থা ভদ্রাভদ্র সকল কায়স্থ মধ্যেই আছে। তারপর বাঙ্গাল কায়স্থ বলিলে পর্য্যায়ের বাহিরের ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রকেও যে বুঝায় তাহা কি মজুমদার মহাশয় অবগত নাই? যদি থাকেন তাহা হইলে, তাঁহার বাক্যে বঙ্গজ কায়স্থের শতকরা কতজন কায়স্থ আপ্যায়িত হইয়াছেন, তাঁহার কি একটা ধারণা তাঁহার আছে? ফলে বঙ্গে এমন উচ্চ পদ ছিল না বা নাই যাহা বাঙ্গাল কায়স্থদ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, মোহন-লাল, সুরেশ বিশ্বাস ইঁহারা সকলেই আদিশূর-পূর্ব্ব বঙ্গবাসী কায়স্থের বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে অনেক জননেতা ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এই শ্রেণীর কায়স্থ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গাল কায়স্থ সকলেই কাস্তে ছাড়িয়া লেখনী ধরেন নাই; তাঁহারা তরবারি হস্তে বঙ্গদেশ জয় করিয়া এ দেশে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। যাঁহারা এক্ষণে শূদ্রত্বের ডালি মাথায় করিয়া আদিশূরগল্পে আপনাদের মোক্ষ-পদ অবলোকন করিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদেরও অনেকে এক সময়ে এই বাঙ্গাল কায়স্থের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় এ দেশে ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের কুক্ষি হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ বয়সে বল্লাল সেন সম্পূর্ণরূপেই ব্রাহ্মণের পদানত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ব্যাস সিংহ, ভৃগু-নন্দী প্রভৃতি যে সকল তেজস্বী কায়স্থ তাঁহার দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করেন নাই, তাঁহারা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন; আর যাঁহারা শূদ্রতা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট নত-

মস্তক হইয়াছিলেন সেই ঘোষদাস, বসুদাস মহাশয়দের মধ্য হইতেই কয়েক ব্যক্তি রাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। দাস কায়স্থ খুঁজিতে মজুমদার মহাশয় চাঁদপুরে বিচরণ করেন কেন? তাহা ত কায়স্থের ঘরে ঘরেই আছে। শ্রাদ্ধাদি কালে কি তিনি দেখেন নাই বঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থ কি বঙ্গজ কি দক্ষিণরাঢ়ীয় কি উত্তর রাঢ়ীয়, কি বারেন্দ্র প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক কায়স্থ আপনাকে দাস বলিয়া তিল, তুলসী, গঙ্গাজল সহিত দেব ও পৈত্র কার্য্য করেন। এই সকল ব্যক্তির মুখে "দাস কায়স্থ (ডেঙ্গর)" ইত্যাদি কথা শুনিলে হাসিও আইসে, দুঃখও হয়। ইহার ঔষধ কেন্দ্রে কেন্দ্রে হাজার হাজার কায়স্থের যজ্ঞসূত্র গ্রহণ।

বল্লালরাজত্বসময়ে বঙ্গের সম্পূর্ণ অধঃপতনের প্রাক্কালে গৃহবিবাদ করিয়া কতিপয় ঘোষ বসু উপাধিধারী কায়স্থ গিয়া রাজানুগ্রহ লাভার্থ আপনাদিগকে শূদ্র বলিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। সেই বিবাদের পুনরাভিনয় করিয়া কায়স্থসভা কি লাভ করিবেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

এজন্য আমরা অনুরোধ করি কোন উপযুক্ত কায়স্থ, আগামী বার্ষিক অধিবেশনে ২য় প্রস্তাবের অঙ্গ হইতে কুল-মর্য্যাদা রক্ষা-পূর্ব্বক ইত্যাকার বিশেষণ শব্দগুলি স্খলিত করিবার জন্য ঐ প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন অনুরোধ করুন। যাঁহার যে অর্জ্জিত মর্য্যাদা আছে তাহা তিনি রক্ষা করিতে চাহিলে, ইহাতে তাহা নষ্ট হইবে না। বরঞ্চ গৃহবিবাদে ইহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

দুর্য্যোধনের মহত্ত্ব।

মহাভারতের অন্যতম নায়ক দুর্য্যোধনের চরিত্র-চিত্র গাঢ় কলঙ্ক-কালিমায় সমাবৃত। মানবসমাজের সহানুভূতি হইতে তিনি চির-বঞ্চিত। তাঁহার নামের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন পাপের একটা বিকটমূর্ত্তি নরহৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার ন্যায় অত্যাচারপরায়ণ ও ক্রূর প্রকৃতি জগতে আর কয়জন আছে? যখন বিষপ্রয়োগে ভীমের বিনাশ চেষ্টা দেখি—যখন যতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া পঞ্চ-পাণ্ডবকে ভস্মীভূত করিবার প্রয়াস আমাদের নয়নগোচর হয়; তখন যুগপৎ রোষে এবং ঘৃণায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। যখন কপট অক্ষ-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্বান্ত করার কথা ভাবি—কুলনারী দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও কেশাকর্ষণ অভিনয় আমাদের চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়; তখন তীব্রজ্বালায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। যখন পাণ্ডবের ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য এমন কি পঞ্চখানা গ্রামপর্য্যন্ত প্রত্যর্পণে কুণ্ঠিত রাজা দুর্য্যোধনের গর্ব্বিত বাণী শ্রবণ করি; তখন তাঁহার স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা ও অবিমৃষ্য-

-কারিতা অদূরদর্শিতা চিন্তা করতঃ অন্যায়ের জীবন্ত আলেখ্য বলিয়াই মনে হয়। যখন সমরপ্রাঙ্গণে পাণ্ডব-গৌরব অভিমন্যুকে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহশাবকের ন্যায় সপ্তরথীবেষ্টিত অবলোকন করি, তখন দুর্য্যোধনের কাপুরুষত্ব ও নির্দ্দয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাস্তবপক্ষেই লজ্জানুভব হইয়া থাকে। মহাভারতের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল কালরংএ অঙ্কিত কুরুরাজের ছবি, তাঁহার জন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিন্দুমাত্রেও সঞ্চিত রাখে নাই। দুর্য্যোধন জগতে অতুল প্রতাপশালী হইয়াও যশের মন্দিরে স্থান লাভ করিতে পারেন নাই। অপকীর্ত্তির তমসাচ্ছন্ন কুটীরে তাঁহার আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; মহাবংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—উচ্চ সংসর্গ তিনি লাভ করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে বিপথগামী করিয়া দুরাত্মার দলে নামাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এ শোচনীয় পতনের জন্য প্রকৃতই অশ্রুপাত করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার জীবন-নাটকের অঙ্কগুলি এরূপ মসীমণ্ডিত হইলেও, সুখের বিষয় তাঁহার কুত্রাপি যে এক আধটুকু উজ্জ্বল স্থল লক্ষিত হয় না এমন নহে; সেই দীপ্তিপূর্ণ মহত্ত্বের স্থান প্রদর্শনার্থ-ই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমরা বিশ্বাস করি—মানব যতই পাপে কলুষিতচিত্ত হউক না কেন, তাহাতে একেবারেই মহত্ত্বের অস্তিত্বাভাব সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে যিনি যতই পুণ্যাত্মা হউন না কেন—দৌর্ব্বল্যের অস্তিত্ব তাহাতেও বিলক্ষণ সম্ভব।

দুর্য্যোধনের অপকীর্ত্তির গান অনেকেই গাহিয়াছেন; আজ আমরা তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি নরহৃদয়ের অশ্রদ্ধার পার্শ্বে শ্রদ্ধার আসন স্থাপন করিব। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই,—আচার্য্য দ্রোণ সন্নিধানে কুরুবালকগণ যখন রণবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন; তখন দ্রোণাচার্য্য একদা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মিলিত সভায় বালকগণের রণকৌশল দর্শন জন্য এক প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে এক বিস্তীর্ণ সুদৃশ্য রণপ্রাঙ্গণ গঠিত হইল। নানা দিগ্দেশ হইতে যুদ্ধবিশারদ ক্ষত্রিয়গণ, কুরুবালকবৃন্দের অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা-নৈপুণ্য সন্দর্শনার্থ সমবেত হইলেন। স্ত্রীপুরুষে রণপ্রদর্শনস্থল পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একে একে সকলের-ই রণকৌশল দর্শিত হইল—প্রত্যেকেই প্রশংসিত হইলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা দর্শনে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কুরুকুলে তিনিই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিলেন। তৎপর দুর্য্যোধন ও ভীমের গদা-যুদ্ধে উভয়েই সমভাব লাভ করিলেন। জয়ধ্বনিতে রণপ্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠিল। কর্ণ দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন। আর আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"অর্জ্জুন যতরকম বিদ্যা প্রদর্শন করিলেন; আমি তাহা হইতে অধিক সংখ্যক বিদ্যা প্রদর্শন করিতে পারি।" অর্জ্জুন এ বাক্য শ্রবণে বিষণ্ণ হইলেন। দ্রোণ, কর্ণকে অনুমতি করিলেন—"তুমি কি কি বিদ্যা জান, প্রকাশ কর।" তখন কর্ণ,—

"প্রকাশিল নানা অস্ত্র লোকে অগোচর।
করিয়া ছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

দেখিয়া সবার মনে জন্মিল বিস্ময়।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হৃদয়।

গুণগ্রাহী দুর্য্যোধন উঠিয়া আসিয়া গুণবান্ কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌজন্য স্পষ্ট হইল। কর্ণ দুর্য্যোধন সমীপে অর্জ্জুনের সঙ্গে রণাভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কর্ণের বচন শুনিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইলেন—তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তখন—"অর্জ্জুন বলিল, তোরে কে ডাকিল হেথা। কেবা বলে তোমারে সভাতে কহ কথা। রবাহুত আসি দ্বন্দ্ব করিস্ সভায়। ইহার উচিৎ ফল পাবিরে ত্বরায়॥" কর্ণ ধনঞ্জয়ের গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বৃথা গর্ব্ব পরিহার করিতে বলিলেন। ইতরের ন্যায় গালাগালি দিতেছেন বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর বলিলেন—"অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী। মম সঙ্গে রণে জিন তবে জানি বীর।—দ্রোণ গুরু অগ্রেতে কাটিব তোর শির॥" কর্ণের এই তেজগর্ভ বাক্য শুনিয়া দ্রোণাচার্য্যেরও ক্রোধোদ্রেক হইল, তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এক দিকে অর্জ্জুন—তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন, চারি সহোদর ও কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অন্যদিকে কর্ণ—একাকী অসহায়। কর্ণকে একাকী অসহায় দর্শনে, দুর্য্যোধনের হৃদয় তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইল; শত ভাই কর্ণের পৃষ্ঠবল হইলেন। তুমুল সংগ্রামের উপক্রম হইল। তখন কৃপাচার্য্য আভিজাত্যাভিমানে বিহ্বল হইয়া কর্ণের প্রতি চাহিয়া সর্ব্বলোককে শুনাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"পার্থবীর হয় পৃথার-নন্দন। কুরুমহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥ তোমার সহিত আজ করিবেক রণ। তুমি কহ কোন্ বংশ কাহার নন্দন॥ জ্ঞাত হলে দোঁহাকার করাইব রণ। সমবংশ হলে হয় যুদ্ধ সুশোভন॥ নাহি অভিমান সমজয় পরাজয়। রাজপুত্র ইতর জনেতে যুদ্ধ নয়॥ কেবা তব মাতাপিতা কহ বীরবর। বল শুনি কোন্ রাজ্যে তুমি অধীশ্বর॥" কৃপের এ বচন শ্রবণে কর্ণ হেটমুণ্ড ও বিরস বদন হইলেন। কোন উত্তর দিলেন না; কি উত্তরই বা দিবেন? তিনি ত রাজাও নহে, রাজপুত্রও নহেন; সূত পুত্র নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। আভিজাত্যের স্রোতের মুখে তাঁহার বীরহৃদয়ের সবলতাও পরাস্ত হইল। তিনি লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন নীরব থাকিতে পারিলেন না। আভিজাত্যের দোহাই দিয়া প্রকৃত গুণীর গুণ প্রকাশের অন্তরায় হওয়ায় কৃপের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন। কৃপকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বিবিধ প্রকারে রাজা শাস্ত্রের বচন॥ সহজ বংশজ আর লোকে যাঁরে পূজে। সভা মধ্যে যেই জন বীর্য্যবন্ত তেজে॥ যেই জন জানে সৈন্য চালন সন্ধান। তার সনে রণ সাজে এ আছে বিধান॥ রাজা হবে পার্থ যদি করিবেন রণ। আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন॥" রাজা দুর্য্যোধন অতঃপর কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করতঃ গুণীর গুণ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দিলেন। এখন কি বলিবে, রাজা দুর্য্যোধন উদার হৃদয় নহে? আভিজাত্যাভিমান যেখানে মনুষ্যত্ব বিকাশের বাঁধারূপে দণ্ডায়মান; সেখানে অভিজাতবর্গেরই এক জন, অজ্ঞাতকুলশীল জনৈক রণবীরের গুণ প্রকাশের

প্রতিবন্ধকতা নিরসন করিয়া দিলেন। ইহা কি মহত্ত্ব নহে? এত বড় হৃদয় খানা কি যেখানে সেখানে পাওয়া যায়? মানবের মনুষ্যত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র যাহারা শ্রেণী বিশেষের জন্য প্রাচীর বেষ্টিত রাখে; তাহাদের সহিত দুর্য্যোধনের তুলনা করিলে কি, তাঁহার অবমাননা করা হয় না? ভীষ্মপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, ভীষ্মের সপ্ত দিনের যুদ্ধাবসানে রাজা দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মসন্নিকটে উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয় কহিলেন—"তোমার সমান বীর নাহিকো সংসারে। দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥ নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারী রাম মহাশয়। তোমার নিকট হল তাঁর পরাজয়॥ হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে। মুহূর্ত্তেকে তিনলোক পার জিনিবারে॥ পাণ্ডবের সহ কর সাত দিন রণ। নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥ যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে। অপযশ হবে তবে জগতে জানিবে॥" দুর্য্যোধনের উত্তেজনাপূর্ণ কাতরোক্তি শুনিয়া ভীষ্ম গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ভীষ্মদেব—তূণ হতে পঞ্চবাণ করিলা বাহির॥ মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন। সুরপতি বজ্রসম নহে নিবারণ॥ বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবীনন্দন। কোন চিন্তা নাই তব শুন দুর্য্যোধন॥ পাণ্ডবে সমরে কল্য নাশিব এ শরে। দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥ কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে। তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥" দুর্য্যোধন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় পরম পুলকিত হইলেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা পাণ্ডব শিবিরেও পৌঁছিল। যুধিষ্ঠির ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন—জীবনাশায় সন্দিহান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাসিত করিলেন। ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক ছলে পঞ্চবাণ হরণের মন্ত্রণা স্থির করিয়া অভিলাষ সিদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন,—"শুন ধর্ম্মেরনন্দন। কাম্যবনে যবে তোমা ছিলা পঞ্চ জন॥ দূত মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার। দুষ্ট মন্ত্রিগণ করিল বিচার॥ ঐশ্বর্য্য দেখাতে তথা করে আগমন। সর্ব্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্মদ্রোণ॥ করিতে প্রভাস স্নান দিলেন ঘোষণা। সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥ তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল। চিত্ররথ পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥ গন্ধর্ব্ব শুনিয়া ক্রোধে আসে বীরবর। দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর॥ কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল। স্ত্রীগণ সহিতে দুর্য্যোধনেরে বাঁধিল॥ প্রেষণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন॥ তুষ্ট হয়ে ধনঞ্জয়ে বলে দুর্য্যোধন। মমস্থানে তাহা লহ যাহে তব মন॥" তখন পার্থ কিছু প্রার্থনা করেন নাই—সময়ান্তরে প্রয়োজনানুসারে করিবেন বলিয়াছিলেন। আজ সেই সত্য হেতু দুর্য্যোধন সমীপে গেলেই ছলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।" যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কথা কহিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহ-বহির্গত হইলেন। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারবান্ অর্জ্জুনের আগমনবার্ত্তা রাজা দুর্য্যোধনকে জ্ঞাপন করিলেন। তিনি শ্রবণমাত্রেই অর্জ্জুনকে অন্তঃপুরে ডাকাইলেন এবং দিব্যাসনে আদরপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। অতঃপর মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি জন্য আগমন করিয়াছ বল? তোমার যে বাঞ্ছা থাকে আমি তাহা পূরণ করিব।" অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের পূর্ব্ব

অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই দুর্য্যোধনের মাথার মুকুটটী চাহিলেন। শ্রবণ মাত্রেই দুর্য্যোধন দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বিধাশূন্য ও প্রসন্নমনে শিরোশোভন মুকুটটী অর্জ্জুনকে দিলেন। তিনি অঙ্গীকার পালন করিয়া সত্যে পার হইলেন। শত্রুর প্রতি এরূপ সৌজন্য ও প্রতিজ্ঞাপালনে এরূপ তৎপরতা কি উচ্চ হৃদয়ের পরিচায়ক নহে? লোকে যাহাকে ক্রূর প্রকৃতি বলিয়াই জানে; সেই দুর্য্যোধনের পক্ষে শত্রুর প্রতি এবম্প্রকার ব্যবহার কি আরও বিস্ময়কর নহে? নীচাত্মার প্রতিজ্ঞা পালনে এত আগ্রহ কেন? ক্রূর প্রকৃতির এত সারল্য কি অবিশ্বাসযোগ্য নহে? সৌপ্তিক পর্ব্বে জানা যায়—ভীমকর্তৃক উরু-ভঙ্গ হওয়ায় দুর্য্যোধন যখন ধরাশায়ী হয়েন; শত বৃশ্চিকদংশনসম দারুণ মর্ম্মবেদনা যখন তাঁহাকে নিয়ত জ্বালাতন করিতে থাকে; তখন অশ্বত্থামা সেনাপতিপদে বৃত হইতে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। অশ্বত্থামার ইচ্ছা-পূর্ণ হয়। তিনি সেনাপতি হইয়া প্রতিশ্রুত হন, পঞ্চপাণ্ডবকে আত্মবন্ধুসহ নিধন করি-বেন। দুর্য্যোধন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। অশ্বত্থামা গভীর নিশীথে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্রকে বিনাশ করেন। তাহা-দের মুণ্ড লইয়া সানন্দে দুর্য্যোধনকে প্রদান করিয়া বলিলেন—"অবধানে শুন কথা রাজা দুর্য্যোধন। মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥ যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার। আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥ পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড দেখাই সাক্ষাতে। একজন না রাখিনু পাণ্ডব সৈন্যেতে॥

দুর্য্যোধন ইহা শুনিয়া হরষিত হইলেন—অশ্ব-ত্থামা প্রভৃতিকে সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ভূমির উপর পড়িয়া ছিলেন, শত্রু-নিপাতবার্ত্তা শ্রবণে প্রাণে আনন্দলহরী প্রবা-হিত হওয়ায় বাহুযুগে ভরদিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড দেখিতে চাহি-লেন—গুরুপুত্রকে এই শত্রুনিধনরূপ হিতকর কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। পঞ্চমুণ্ড দুর্য্যো-ধনকে প্রদান করা হইলে তিনি একে একে পঞ্চমুণ্ডই চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যখন তিনি দেখিলেন—"তিলবৎ মুণ্ডগোটা গুড়া হয়ে গেল" বুঝিলেন, ঐ মুণ্ডপঞ্চক অমিতবিক্রম পঞ্চপাণ্ডবের নহে—দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চ-কুমারের। তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কুরুনাথ দ্রোণের নন্দনকে কহিলেন—"শিশুগণে সংহা-রিয়া কি কার্য্য সাধিলে। কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলে॥ নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে। কুরুকুল বংশহীন হল এত দিনে॥ এই শোচনীয় ঘটনায় তিনি এত অনুতপ্ত ও ব্যথিত হইলেন যে, তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। দুর্য্যোধন স্নেহমমতা পরিবর্জ্জিত ছিলেন না। করুণার মন্দাকিনী তাঁহার হৃদয় প্রবাহমান ছিল। তিনি ন্যায়ান্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তিনি দুরাশয় হইলে পঞ্চপাণ্ডবকে নির্ব্বংশ করার জন্য তাঁহার শোকোদ্রেক হইত না। শত্রু শিশু বধের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত না—অবশেষে পুত্রবিয়োগাতুর জনের ন্যায় জ্ঞাতিশিশুর অবৈধভাবে মৃত্যুজনিত বিষাদে তাঁহার দেহত্যাগ হইত না। মহাভারত হইতে দুর্য্যোধনের জীবনের যে তিনটী মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম; এতদ্ব্যতীতও তাঁহার জীবনের অন্য বিস্তর আরও

মহত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি যে ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন; ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতৃগণও তাঁহার প্রতি তদ্রূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ যেরূপ অকাতরে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিয়াছিলেন; তাহা মনে করিলে দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃস্নেহ যে অপার ছিল, তাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। অনুজীবীগণের প্রতিও তাঁহার অপরিসীম অনুকম্পা ছিল—তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল—শুধু তাহাই নহে, অনুজীবীবৃন্দকে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি শক্তিধর আশ্রিতগণ কোন সময়ই তাঁহার আশ্রয়কে বিরক্তিকর মনে করেন নাই। তাঁহার সসম্মান সদয় ব্যবহারে তাঁহারা এতদূর মোহিত ছিলেন যে, দুর্য্যোধনের হিতচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাই তাঁহাদের ছিল না। সামন্ত নৃপতিরাও তৎকর্ত্তৃক অত্যাচারিত ছিলেন না। সদয় মিত্রবৎ ব্যবহারে সমধিক বাধ্য ছিলেন। দুর্য্যোধনের বাহুবল ও ধনবলপ্রভাবে উপদ্রুত হইয়া সামন্ত ভূপালগণ যে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; এমন বলা যায় না। তাহা যদি হইত, তবে শেষ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের পথাবলম্বন করিয়া তাহারা প্রাণপাত করিতে পারিতেন না। প্রথমতঃ ভয়ে অনুগত থাকিলেও পরে যখন পাণ্ডবপক্ষ প্রতি যুদ্ধেই জয়ী হইতেছিলেন; তখন ত তাঁহারা পাণ্ডব-পক্ষে যোগদান করিয়া সহজে অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা কি দেখি, একজন সামন্ত ভূপতিও পাণ্ডবদলভুক্ত হন নাই। যুদ্ধে জীবননাশ অনিবার্য্য জানিয়াও কেবলমাত্র কুরুরাজের সৌহার্দ্দ স্মরণ করিয়া উত্তরোত্তর হীনবল অবস্থায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। রাজা দুর্য্যোধনে উচ্চ গুণগ্রামের অসদ্ভাব ছিল না, তিনি আতিথ্য প্রিয় ছিলেন—দৈনিক লক্ষাধিক অতিথি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিত। তিনি প্রজা-পীড়ক ছিলেন, এমন কিম্বদন্তি শুনা যায় না। জনপদের শোভাবর্দ্ধনেরদিকেও তাহার আগ্রহ ছিল। অন্যের সৎকীর্ত্তিদর্শনে তাঁহার হৃদয় তদ্রূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্বেলিত হইত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য তাহার অখ্যাতি শ্রুত হয় না। এক দ্রৌপদী ভিন্ন কোন কুলাঙ্গনার অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এমন সাক্ষ্য মিলে না। দ্রৌপদীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের হেতু ছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তিনি উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর রূপসাগরে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তীর হইতে লাঞ্ছিত প্রাণে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারই পিপাসার জল, আকাঙ্ক্ষার ধন—দ্রৌপদী তাঁহারই চির অরি পঞ্চপাণ্ডবের চিত্ততোষিণী হইয়াছেন; এ সব কারণে দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের দুর্দ্দমনীয় রোষ থাকা অসম্ভব নহে। দুর্য্যোধনের শরীরও রক্ত মাংসের গঠিত—অদম্য ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দ্রৌপদীর প্রতি যে অবৈধ আচরণ করিয়াছেন; তাহা অমার্জ্জনীয় ও জগতের ইতিহাসে দুর্লভ এবং একমাত্র তজ্জন্যই দুর্য্যোধন মানবলোচনে অধিকতর হীনরূপে প্রতিফলিত। আমরা যদি ক্ষণকালের জন্য দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধনের ঘৃণ্যব্যবহার বিস্মৃত হইয়া যাই—

দুর্য্যোধনের বাল্যাপরাধ বিষপ্রয়োগে ভীমনাশের চেষ্টা ও পাপ বুদ্ধি সঞ্জাত কুটিল ষড়যন্ত্রের ফল জতু গৃহদগ্ধকাহিনী হৃদয়ের এক কোণে ঢাকিয়া রাখি—সপ্তরথীকর্ত্তৃক অভিমন্যুর সংহার ক্রিয়ায় দুর্য্যোধনের অধিনায়কত্ব জনিত কাপুরুষত্ব যদি আমরা ভুলিতে পারি; তবে তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহাকে আর নরাধম বলিয়া ঘৃণা করা চলে না। তিনি যে উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন—অশেষ গুণের আধার ছিলেন; তাহা একমাত্র বলরামের দুর্য্যোধন-প্রীতি হইতেই সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়। বলরামের ন্যায় পবিত্রচেতার আদর্শ তৎকালে দ্বিতীয় ছিল না বলিলেই হয়। সেই বলরাম দুর্য্যোধনকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। দুর্য্যোধন দুশ্চরিত্র হইলে নির্ম্মল চরিত্র বলরামের স্নেহলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। দুর্য্যোধন সম্বন্ধে বলরামের উচ্চ ধারণা না থাকিলে তাঁহাকে সুভদ্রার পাণিপীড়নের যোগ্য বলিয়া তিনি কখনই নির্দ্ধারণ করিতেন না। বস্তুতঃ দুর্য্যোধন আত্মকলহে লিপ্ত না হইলে তাঁহার চিত্র মসীমণ্ডিত না হইয়া সুবর্ণ রঞ্জিত হইত। তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব বিস্তার বাসনা তাঁহাকে সময় সময় উন্মাদ করিয়া তুলিত। যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার প্রেমপ্রবণ হইলেও ভীমার্জ্জুনের ব্যবহার দুর্য্যোধনের প্রীতিকর ছিল না—বাল্যকাল হইতেই ভীমার্জ্জুনের শক্তিসামর্থ্য ও তজ্জনিত উপেক্ষার ভাব দুর্য্যোধনের মনে তাঁহাদিগকে তাঁহার সর্ব্বময় প্রভুত্ব বিস্তারের পথের কণ্টক তরু বলিয়া স্থির ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই সেই কণ্টক তরু নির্ম্মূল করিয়া নিরাপদে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পাপবুদ্ধি মন্ত্রিগণও তাঁহার লালসার প্রবলতা উৎপাদনে সহায়তা করিয়াছিল। সকলেই জানেন, কোন মানসিকবৃত্তি অবাধ স্থূলতা লাভে সমর্থ হইলে; অন্যান্য বৃত্তিকে প্রভাবাধীন রাখিয়া স্বভাবানুরূপ ক্রিয়াসম্পাদন করে—কোন বৃত্তিই তাহার অন্তরায় হইতে পারে না। দুর্য্যোধনের রাজচক্রবর্ত্তিত্বের তীব্র লালসাই তাঁহাকে গৃহ বিবাদে অপকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া দুর্ম্মোচ্য কলঙ্কভাজন করিয়াছে। জটিল রাজনীতি কয়জনের ভাগ্যেই বা যশ চিহ্ন আঁকিয়া দিতে পারে? রাজনীতি সাধুজন সমাজে সর্ব্বথা অকলঙ্ক হইতে পারে না। নিরপেক্ষভাবে দুর্য্যোধনের সারাজীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে—দুর্য্যোধন শুধু দুরাত্মা নহেন, তিনি মহাত্মাও বটেন। তাঁহাতে যেমন দোষ ছিল, তেমন গুণও ছিল। দোষগুলি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত—গুণনিচয় ক্ষুদ্রাক্ষরে—অদৃশ্য প্রায় কালিতে লিখিত। দোষের নিমিত্ত তিনি মানবের অবজ্ঞা সতত গ্রহণ করিতেছেন—গুণের জন্য শ্রদ্ধা ভক্তি কেন তাঁহার উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছে না? মানব একদেশ-দর্শী। কেহ হয়—প্রশংসা করে—পূজা করে; না হয় নিন্দা করে—ঘৃণা করে। এই একদেশ দর্শন দোষ পরিহার অবশ্য কর্ত্তব্য। একাধারে দোষগুণ উভয়ই থাকিতে পারে। দোষের জন্য ঘৃণা কর—কর; গুণের জন্য পূজা না করিবে কেন? ঘৃণা বা পূজা আধারের প্রাপ্য নহে—আধেয়ের প্রাপ্য। একাধারে স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র ত্রিবিধ ধাতু থাকিলে পৃথক গুণানুরূপ ব্যবহারই লোকে করিয়া থাকে—

তামার দরে সোণা রূপা বিকায় না। সোণা রূপার দরেও তামা বিক্রিত হয় না। মানুষের বেলা সে নিয়ম খাটিবে না কেন? এক মানুষ গুণ ও দোষের জন্য শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা লাভ করুক—ন্যায়বিচার জগতে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহা কি হইবে? তাহা কি সম্ভব? তাহা যদি সম্ভব হয়; তবে চির অবজ্ঞাত রাজা দুর্য্যোধন মানবমনের শ্রদ্ধা পাইবারও অধিকারী। এস ভাই মানবসন্তান, আমরা চিরকাল রাজা দুর্য্যোধনকে দ্বেষ করিয়াছি—ঘৃণা দিয়াছি—আজ তাঁহাকে শ্রদ্ধায় আলিঙ্গন করি; তাঁহার মহত্ত্বের উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমদর্শনের পরিচয় দেই। এক দেশ-দর্শিতা অন্ধকারে ডুবিয়া যাউক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

গতবর্ষ।

(১৩১৮ বঙ্গাব্দ)।

দেখিতে দেখিতে এক সম্বৎসরকাল অতীতের অনন্তগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। একটি নূতন বর্ষ আসিয়া তাহার স্থানাধিকার করিল। পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম, একটি মহতী শক্তি। এই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, যাঁহারা সমাজকে, মানুষকে সত্যেরপথে, ধর্ম্মের পথে লইতে পারেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা একটি সংরক্ষণশীলজাতি, পরিবর্ত্তনকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, আমরা দেখি না এই জগৎ, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নিরন্তর পরিবর্ত্তন উপাদানে গঠিত। রাত্রিদিবা, মাস তিথি, ঋতু বর্ষ, পৃথিবী, আকাশ-পাতাল নিরন্তর পরিবর্ত্তন পথে প্রধাবিত। কিছুই স্থাণুর ন্যায় স্থির ভাবে থাকে না, হয় সংস্কার, না হয় সংহার, অবনতি না হয় উন্নতি। আমরা দেখিয়াছি গত বর্ষে হিন্দুসমাজ উন্নতি ও অবনতির উভয় পথে প্রধাবিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে একদল আছেন যাঁহারা স্রোতোজলের ন্যায় প্রবাহমান সমাজকে শাসনবলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান, আর একদল আছেন যাঁহারা দ্রুতবেগে (rush with precipitation) গমন করিতে চাহিয়া সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হন ও অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত করেন। স্রোতোহীন আবদ্ধ জল অল্পকাল মধ্যেই পূতিগন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হয়, পক্ষান্তরে অতিশয় দ্রুতগামী জলরাশি অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই বিস্তীর্ণ জলপ্রান্তর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; তাঁহারা মন্থরগামিনী স্রোতস্বিনীর (Gentle Stream) ন্যায়, নগর, গ্রাম, প্রান্তর ও মনুষ্যনিবাসের মধ্য দিয়া ধীরভাবে প্রবাহিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে নরনারিগণের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন।

সামাজিকসংস্কার আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিকসংস্কার ব্যতীত, আর সর্ব্বপ্রকার সংস্কারই সামাজিকসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা আর্য ধর্ম্মোপদেশ অমান্য করিয়া, বেদ ও স্মৃতিবিরোধী সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে চান তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ, আর যাঁহারা অন্যায় দেশাচারকে শাস্ত্রজ্ঞানে জাতীয় উন্নতির বিরোধী করিতেছেন, তাঁহারা কেবল মূর্খ নহে, তাঁহারা সমাজদ্রোহী। এই সকল লোক সমাজের যে প্রভূত অকল্যাণ সংসাধন করিতেছে তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না।

গত বর্ষে বিধবাবিবাহ লইয়া একটী তুমুল আন্দোলন চলিয়া গিয়াছে। যে সকল সভ্য-জগতে অবাধ বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সুখাপেক্ষা দুঃখের অংশই তাঁহাদিগকে অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। তবে কি বালবিধবাদিগের দুঃখের অবসান হইবে না; সমাজ যে ভয়ঙ্কর হত্যাদিপাপে কলুষিত হইতেছে তাহা নিবারণের উপায় কি? শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে, এই সকল পাপসমাজ হইতে প্রস্থান করিবে। হিন্দুর বিবাহের ন্যায় তাহার আশ্রমধর্ম্ম হিন্দু-সমাজের বিশেষত্ব। হিন্দুর আশ্রমধর্ম্মের সহিত বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমাদের সমাজে বিবাহ চুক্তি-মূলক নহে, নিত্য না হইলেও চিরদিনের সম্বন্ধ। একের অভাব ভিন্ন এই অমৃতময় ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইবার নহে। ব্রহ্মচর্য্য উভয় স্ত্রী পুরুষে পালন করিতে হইবে। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করতঃ যুবা যদি ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে বিবাহ করেন তবে বালবিধবার সংখ্যা যৎসামান্য হইবে তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিয়া তদনন্তর নিবৃত্তি গ্রহণ করিলে সমাজের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। সকল সমাজেই বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর নিতান্ত প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ নানাবিধ শোক রোগ ও জাতীয় অধঃপতনের প্রধান কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবেক।

গত বর্ষে ফরিদপুর ও চট্টগ্রামে রাজ-নৈতিক সংস্কারকগণ সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহাদের আন্দোলন কেবল বক্তৃতায় পর্য্যবসিত, কখনও কার্য্যে পরিণত হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে সমাজে যাঁহারা প্রকৃত নেতা, যাঁহাদের কথায় ও ব্যবহারে কার্য্য হইতে পারে এ প্রকার ব্যক্তি উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। গত বর্ষের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় কায়স্থসভার অধিবেশন। এই অধিবেশন কলিকাতায় হয়। আমাদিগের কায়স্থসভার একটী প্রধান দোষ যে উহাতে উদ্দীপনা (animation) নাই। সকলেই যেন প্রাণহীন, ও মামুলী (routine), সভা করিতে হয় করিলাম, বক্তৃতা করিতে হয় করিলাম, দশ জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে, আমোদাদি হইলে, সভান্তে বাটী চলিয়া গেলাম। এই প্রাণহীনতা মধ্যে যদি কোন কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী মহাত্মা নবজীবন আনয়নের চেষ্টা করেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থসভার প্রধান কর্ত্তব্য উপনয়ন বিস্তৃতি, নানা স্থানে উপনয়ন-কেন্দ্র

সংস্থাপন করা, যে স্থানে বিনা ব্যয়ে কায়স্থ-সন্তান উপনীত হইতে পারেন ও প্রচার। ব্রাহ্মণ পুরোহিত অভাবে অনেক স্থানে উপনয়নকার্য্য বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সেই স্থানে বিনা ব্যয়ে কি অল্প ব্যয়ে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করা ও দরিদ্র কায়স্থবালকের বিনা ব্যয়ে সুশিক্ষা প্রদান ও কায়স্থ বালকগণকে ব্যাকরণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদিতে শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা কি অন্য কোন স্থানে কায়স্থপাঠশালা সংস্থাপন ইত্যাদি। কায়স্থ-সমাজের ধনশালী মহাত্মাগণ এই সমস্ত কার্য্যে মনোযোগ না করিলে সমাজের অভাব দূরীভূত হইবে না। আমরা জাতীয় ভাবে আজিও অনুপ্রাণিত হই নাই, স্বজাতির প্রতি সমবেদনা, স্বজাতির কষ্টে কষ্টানুভব করিতে আমরা আজিও শিখি নাই, আমরা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া সকলেই ব্যস্ত। গতবর্ষে নিম্ন শ্রেণীর জাতিগুলির মধ্যে যে একতা, কার্য্য-প্রবণতা আমরা দেখিয়াছি তাহা কায়স্থ-সমাজের অনুকরণীয়, তাহাদিগের ন্যায় কায়স্থগণ যদি কার্য্য করিতে পারিতেন, তবে কায়স্থসমাজের উন্নতি এতাদৃশ ধীরপদে অগ্রসর হইত না। আমাদিগের মধ্যে শিক্ষা ও দীক্ষার বিভিন্নতা বশতঃ জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, সমবেত শক্তিকে পরিপুষ্ট করিতে পারিতেছে না। বিশেষ কায়স্থসমাজে এখন নেতা নাই, যাঁহার আদেশ সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ব্রাহ্মণদিগের এতাধিক অত্যাচার সত্ত্বেও যৎকালে আমাদিগের মধ্যে একতা সঞ্চারিত হইতেছে না, তখন কায়স্থজাতির ভবিষ্যৎ যে গভীর তিমিরে সমাচ্ছন্ন তাহা কে অস্বীকার করিবে? যজ্ঞসূত্র গ্রহণের পথ এত সুগম হইয়াছে তথাপি কায়স্থের চৈতন্য হইতেছে না। আমাদের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম জাগরিত হইতেছে না। কুমারিলভট্ট প্রবর্ত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গে শঙ্করাচার্য্য যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতে পুনঃ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন শত শত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাদিগের ব্রাত্যতা ক্ষালন করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছিল। কায়স্থসমাজে সেই অপূর্ব্বদৃশ্য নয়নগোচর হয় না, তাহার প্রধান কারণ শিক্ষার দোষ; আমাদের শত শত বিদ্যালয়ে যে সকল বালকগণ অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহে। নিরীশ্বর বিদ্যাশিক্ষা প্রভাবে স্বধর্ম্মের পবিত্র ভাব তাহাদিগের মনে উদয় হয় না, তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে পারে না। যজ্ঞসূত্র দ্বারা ক্ষত্রিয়ের শক্তি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের ঈশ্বরভাব সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইবে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানী ও বিদ্বান, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যজ্ঞসূত্র দ্বারা আপনারা সমাজের কি উপকার করিবেন। বীজ বপন মাত্রেই বৃক্ষ হইবে ও তাহাতে ফল প্রসব করিবে ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাপ্রভাবে আপনাকে দেখাইতে পারি বটে, কিন্তু সামাজিক ভাবে দেখাইতে হইলে সময় সাপেক্ষ।

যজ্ঞসূত্র গ্রহণ মাত্রেই আপনার মিথ্যাচার তিরোহিত হইল। আপনি ও সত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কায়স্থ দ্বিজাতি, এক জাতি নহে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে দ্বিজত্ব হইবে কি প্রকারে? এই সংসারে

সকলেই সুখ অন্বেষণ করেন, সুখ সংযমাত্মক। কামচারী কি স্বেচ্ছাচারী কখনও প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে না। ভগবদুপাসনা ভিন্ন মানুষ কি কখনও শান্তি লাভ করিয়াছে। সংসার-দহনে দেহ ও মনঃ জর্জ্জরিত হইলে শ্রীভগবান্ তোমার মনে ও দেহে যে বল ও শক্তি দিবেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। যজ্ঞসূত্র সেই পথ প্রদর্শক।

হে কায়স্থভ্রাতৃগণ! যদি যজ্ঞসূত্রের প্রকৃষ্ট অর্থ ধারণা করিতে পারেন, তবে সেই সূত্রই আপনাদিগকে সংসারের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবে। পৃথিবীতে বিচরণ করুন, শঙ্করাংশ দুর্ব্বাসার ন্যায় যদি পৃথিবী বিচরণ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন কায়স্থসমাজে কি ভয়ঙ্কর পাপ প্রবেশ করিয়াছে। ধন-জন সম্পদের কি অপব্যয় হইতেছে, তামসিক সুখ, যাহা প্রথমে ও পরিণামে আত্মমোহকর এবং যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমোদ (বিলাস ও কাম) হইতে সঞ্জাত, তাহাতে ধনবন্ত কায়স্থ-সমাজ যেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ধনশালী-গণের এই প্রকার অবস্থা, তাঁহাদিগের ধন, প্রমোদে, বিলাসে অপব্যয়িত হইতেছে, দরিদ্র স্বজাতির মঙ্গলার্থে, সমাজের মঙ্গলার্থে প্রদত্ত হয় না। উদাহরণ দিলাম না, কারণ তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের মনকষ্ট হইবে, কিন্তু পাঠক এই প্রকার শত শত নিদর্শন তাঁহার সম্মুখে তাণ্ডব-নৃত্যে বিরাজিত দেখিবেন। হায়! হায়! কায়স্থসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গতবর্ষে কায়স্থ-সমাজে দরিদ্রের মঙ্গলার্থে, কোন্ হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে? ভারতেশ্বর প্রথমে ভারতে পদার্পণ করিলেন, তাঁহার অভিষেক-স্মৃতি কায়স্থসমাজের পাষাণ প্রাচীরগাত্রে চির খোদিত করিতে কোন্ শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কি হইয়াছে? মুন্সী কালীপ্রসাদের এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার অনুকরণে একটী কায়স্থপাঠশালা আজিও কলিকাতায় সংস্থাপিত হইল না। কলিকাতানগরে কায়স্থোপনয়ন একটী কেন্দ্র, কায়স্থসভার জন্য একটী গৃহ অদ্যাপি আমাদের কল্পনার বিষয়, কার্য্যে পরিণত হইল না। কায়স্থসমাজে ধনশালী মহাত্মাগণের অভাব নাই, কায়স্থের কণ্ঠে বাগীশা এবং বক্ষে লক্ষ্মী সর্ব্বদাই বিরাজিত। কায়স্থ রাজন্যগণ, জমিদারগণ, ও ধনশালী মহাত্মাগণ যাঁহাদিগের বদান্যতা চিরপ্রসিদ্ধ, যাঁহারা ব্রাহ্মণসমাজের বৃত্তিবিধান মঙ্গলার্থে স্বর্ণ, গাভী ও ভূমি অকাতরে দান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা এই বিপত্তিকালে স্বজাতির সাহায্যার্থে অগ্রসর হউন। কায়স্থকে একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত করুন, কায়স্থকে ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করুন। এই কায়স্থান্দোলন যুগে পুণ্যশ্লোক দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের বদান্যতা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দান সহস্রধারায় বঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। এক সময়ে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বাহাদুর কায়স্থোপনয়ন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ধনী উদারচেতা মহাত্মা কলিকাতা নগরে একটী কায়স্থোপনয়ন গৃহ সংস্থাপিত করিবেন। পাইকপাড়ার রাজবংশ একটী কায়স্থপাঠশালা উক্ত স্থানে সংস্থাপিত করিয়া-তাঁহাদের স্বজাতি হিতৈষণার জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! বর্ষের

প্রারম্ভে আমাদের উক্ত আবেদন কি অরণ্যে-রোদনমাত্র হইবে, অথবা ভগবদ্‌কৃপায় আমাদিগের ক্রন্দনে মহাপ্রাণ উক্ত কায়স্থমহোদয়গণের কোমলহৃদয় স্বজাতিপ্রেমে আর্দ্র হইবেক। এই সংসার রঙ্গগৃহে প্রত্যেক অভিনেতার পর্য্যায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অর্থহীন লোকদিগের রোদন ভিন্ন আর কোনও সামর্থ্য নাই। কবি বলিয়াছেন "দরিদ্র কি রত্ন মিলে ক্রন্দন করিলে সিন্ধুতীরে" কিন্তু আমরা যে কায়স্থ-সিন্ধুতীরে বসিয়া আজ রোদন করিতেছি, উহা যে কেবল সর্ব্ববিধ রত্নের আকর এমত নহে, উহার অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ সজীব ও প্রেমপ্রবণ।

গতবর্ষে প্রতিভায় আমরা ২৯৪টী কায়স্থোপনয়ন মুদ্রিত করিয়াছি, কায়স্থ পত্রিকা ও আনন্দবাজারেও কায়স্থোপনয়ন মুদ্রিত হইয়াছে। অনেক সভাসমিতির বিবরণ আমরা লিখিয়াছি। কিন্তু আশানুরূপ ফল আমরা কোনও স্থানে পাইতেছি না। সকলেই যেন জাগরিত নিবোধিত কিন্তু শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের বর গ্রহণ করিতেছেন না। সুদূর-পল্লীতে কায়স্থালোক অদ্যাপি কুসংস্কার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সেই স্থানে প্রচার আবশ্যক। প্রচারের জন্য কায়স্থ সভার সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সকল কায়স্থের এই কার্য্যে যোগদান বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; প্রচার ভিন্ন সমাজের অভিষ্টলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

গত বর্ষলক্ষণ মধ্যে নিম্নশ্রেণীর জাগরণ একতা ও কার্য্যপ্রবণতা একটী প্রধান লক্ষণ। তিলি, কর্ম্মকার, সাহা, মাহিষ্য, রাজবংশী, দীবর এবং নমঃশূদ্রজাতি, তাহাদিগের যুগান্তরের নিদ্রা ও আলস্য পরিহার পূর্ব্বক স্বাধিকার গ্রহণ জন্য উদ্বেলিত হইয়াছে। অপবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়বৃত্তি গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ যাঁহারা বঙ্গীয়সমাজের মস্তক ও মেরুদণ্ড তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছি না। জাগরিত জাতিগুলিকে পদদলিত ও লাঞ্ছিত করিতে তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে যে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে তাহাতে ব্রহ্মণ্যদেব উত্তাপিত হইয়াছেন। জগৎহিতার্থে যে ব্রহ্মণ্যদেবকে আমরা নমস্কার করিতাম আজ তিনি জগতের অহিতে নিযুক্ত। আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা যে উপদেশলাভ করিয়াছিলাম—

"ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ"—রামায়ণ

"না ব্রহ্মক্ষত্র মৃধ্নোতি, না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে॥"

মনু

আজ তাহার সমস্ত বিপরীত। বঙ্গে ক্ষত্রিয়সমাজ গঠিত না হয় তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রাণপনে কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। সময় থাকিতে ব্রাহ্মণসমাজ সাবধান হউন, নচেৎ সামাজিক মহৎ অমঙ্গলের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির উন্নতিতে তাঁহদের ক্ষতি কি, বরং ভবিয়া দেখিলে বিশেষ লাভ আছে। বঙ্গের অপর জাতিগুলিকে শূদ্রত্বে, অধমত্বে পরিণত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ যে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যোপসনা, সদাচার, সংযম, সত্যব্যবহার যাহা তিরোহিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় জাতিগুলির উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণসমাজ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

গত বর্ষ মিলনের মহাযুগ বলিয়া চির স্মরণীয় থাকিবে। ভারতসম্রাটের সহিত প্রজার প্রথম মিলন একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের পুনর্ম্মিলন। বর্ষের শেষ ভাগে বিরাট কায়স্থজাতির মধ্যে মহামিলনের একটী আশা জাগরিত হইয়াছে, ইহাতে কায়স্থজাতির শুভাশুভ যে নিহিত রহিয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিগত বর্ষে আমরা কতিপয় স্বনামধন্য কায়স্থ মহাত্মাকে হারাইয়াছি। তাঁহাদিগের নাম ও বিবরণ প্রতিভায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তাঁহাদিগের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা অসাধ্য বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবান্ এই সমস্ত শোককে—

'আগমাপায়ি নোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত!'

বলিয়াছেন, অর্থাৎ উৎপত্তি ধ্বংস ধর্ম্মবিশিষ্ট ও অল্পকাল স্থায়ী। এই মৃত মহাত্মাগণের শিক্ষা ও দীক্ষা ও কার্য্য আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব। নববর্ষারম্ভে আদি কায়স্থাচার্য্য বামাপদ পাল রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহোদয়ের স্বর্গারোহণে কায়স্থসমাজ মধ্যে যে বিষম বিষাদ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তাহার বর্ণনা করিতেও অক্ষম। টাইটানিক নামক প্রকাণ্ড অর্ণবযান যাহা লণ্ডন হইতে আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে গমন করিতেছিল, নিউফাউণ্ডলাণ্ডের নিকটবর্ত্তী অর্ণব মধ্যে তুষার-স্তূপসংঘর্ষে প্রায় সার্দ্ধসহস্র যাত্রী সহিত জলমগ্ন হইয়া যে হৃদয়বিদারক মহাশোকের অনলানলে ইউরোপ ও আমেরিকা বিদগ্ধ করিয়াছে তাহা কীর্ত্তন করা অসাধ্য। উইলিয়ম ষ্টেড্ যাঁহার নাম প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে তিনিও এই সময়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। এই প্রকার শোকে রোগে হর্ষবিষাদে গত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে। নববর্ষের প্রারম্ভে, নবীন উদ্যমে নব কার্য্যক্ষেত্রে আমরা প্রবেশ করিতেছি। শ্রীভগবান্ আমাদের আশা পূর্ণ করুন। ইতি।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভার ৬৮০ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "ঐতিহাসিক ভাবে লিখিত আধ্যাত্মিক ভাবে নহে॥"—এ কথাটি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কারণ সম্পাদক মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের উপাসক।" যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হন তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন জন্য শ্রীবৃন্দাবন গমন ও বন পরিক্রম করিয়া থাকেন; এ কার্য্যে তাঁহার ভক্তিরসই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভক্ত যে ঐতিহাসিক গবেষণা চরিতার্থতার জন্য গমন করেন তাহা কিরূপ

সম্ভব বুঝিলাম না। ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া থাকেন তাহাই জানি—সে সময় তাহার ঐতিহাসিকগবেষণাবৃত্তি কোথায় উড়িয়া যায়। ৪১৯ পৃষ্ঠায় ১ স্তম্ভে—'সিদ্রূপ' স্থানে 'চিদ্রূপ' হইবে।

৪২০ পৃষ্ঠায় সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনী—

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে শাস্ত্রী মহাশয় মৎপ্রযুক্ত 'ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ' পদের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমি ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করি নাই। যোগী যে পরমানন্দ ঈশ্বর প্রণিধানাদি ক্রিয়াদ্বারা লাভ করেন ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীভগবানের মুর্ত্তিদর্শনে তাহা প্রাপ্ত হন।" সম্পাদক মহাশয় ভক্তের আনন্দ ও যোগীর আনন্দ সমান করিয়া তুলনা করিয়াছেন। ইহাতে কি ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই? কিন্তু ভক্তের আনন্দ ও যোগীর আনন্দ তুলনাই হইতে পারে না—

ব্রহ্মানন্দোভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি সুধাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধোপূর্ব্বভাগে ১ লহরী।

অর্থাৎ যদি ব্রহ্মানন্দ সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায় তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দসুখ ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুর তুল্যও হইতে পারে না।

অন্যত্র—

ভক্ত প্রহ্লাদ নৃসিংহ দেবকে স্তবকালীন কহিয়াছিলেন—

ত্বৎসাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥
হরিভক্তি সুধোদয়ে।

হে জগদ্গুরো! আমি আপনাকে সাক্ষাৎ করিয়া এ রূপ বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি যেএক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ সুখও গোষ্পদ তুল্য জ্ঞান হইতেছে।

ত্বৎ কথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকের
টীকায় স্বামীপাদেনোক্তং।

হে ভগবন্! আপনার কথারূপ অমৃতসাগরে বিহার করিতে করিতে মহানন্দ অনুভব করিয়া কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকটীতে ব্রহ্মজ্ঞান দূর হইবার কোনও কথা নাই।"

স্বামীপদ শ্রীভাগবতে কোন শ্লোকই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা ভাবার্থ। তিনি লিখিয়াছেন—"স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ।" স্বরূপ আনন্দ হইতেও তাঁহাদের ভজনানন্দ যে অধিক হইয়াছিল তাহাই বলিতেছেন।" মন দুই বিষয়ে কখন আসক্ত হইতে পারে না। যখন তাঁহাদের ভজনানন্দ অধিক হইয়াছিল তখন কি তাঁহাদের মনে স্বরূপানন্দ ছিল? যদি স্বামীপদের অর্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান না হয়, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা দেখুন। তিনি বলিয়াছেন—'কিঞ্চতানি ভগবদঙ্গমাধুর্য্যাণি তান্ ব্রহ্মানন্দতোপি পরম চমৎকারং প্রাপয়িত্বা স্বেষু মজ্জয়ামাসুরিতি কিং বক্তব্যং তদেকাঙ্গ সম্বন্ধি বস্তু সম্বন্ধী মারুতোপি তান্ স্বনিষ্ঠাং ব্যাবয়িত্বা ক্ষোভয়ন্ বিজিগ্যে ইত্যাহ।"

পুনরায় বলিয়াছেন "ব্রহ্মানন্দ জুষাং তেষাং চিত্তং ব্রহ্মানন্দময়মেব। কথং ভগবদানন্দস্তৎ স্বময়ং করোতু।" ভগবদানন্দ যখন তাঁহাদের চিত্তকে স্বময় করিয়াছিল তখন কি তাঁহাদের ব্রহ্মানন্দ দূরীভূত হয় নাই? ইহার উপমা তিনি বাহ্যিক লোকদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যথা—

"লোকেহন্যোপি পরকীয় দেশেষবিকারং চিকীর্ষুঃ প্রথমং তদ্দেশাধ্যাক্ষং নিবধ্য বিলুঠ্য ক্ষোভয়তি ততস্তদ্দেশমপি স্বসৈন্য সম্মর্দ্দিতং করোতি।" ইহাতেও কি ব্রহ্মানন্দ ছিল?

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

(ক) আমি এই সকল বিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত তর্কযুদ্ধে পুনঃ প্রবর্দ্ধিত হইলে প্রতিভার পাঠকগণ নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। বিশেষতঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ অতীব নিরস ও পরিণামে মনোমালিন্য প্রদায়ক। ইহাকে বিতণ্ডা অর্থাৎ পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর কহে। ঐতিহাসিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা শ্রীবৃন্দাবনধামে শেষ হয়, কংশবধ হইতে ভগবানের মধ্যলীলা ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে তাঁহার অন্ত্যলীলা আরম্ভ হয়। মৎপ্রণীত কৃষ্ণলীলা অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এই ভাবেই লিখিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের লীলা নিত্য কিন্তু আমি ঐতিহাসিকভাবে তাঁহার নিত্যলীলা তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলাম। ইহাতে দোষ হইল কি? ইহাতে ঐতিহাসিক গবেষণা চরিতার্থ করিবার জন্য আমি শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলাম, তথায় গমন করিয়া আমার ভক্তিরসের উদ্দীপনা হয় নাই, এই প্রকার ক্লেশদায়ক বাগাড়ম্বরে তিনি ভক্তের মনে কষ্টদেন কেন? বড়ই দুখের বিষয়। ইতি

সম্পাদক।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

বিগত ৩০শে ও ৩১শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ রঙ্গপুরে উক্ত সভার দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশন পূর্ণপ্রভাবে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা ও তত্রস্থ কায়স্থমহাত্মাগণের বিপুল যত্নে এই বিরাট ব্যাপার সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় ২০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ৩১শে চৈত্র ও ১লা বৈশাখ তামাদী নালিশের আর্জ্জী দাখিলের দিন ছিল বলিয়া মফঃস্বল হইতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

রঙ্গপুর প্রাচীন গৌড় পালরাজগণের বিলাসভবন ছিল বলিয়া উহার নাম রঙ্গপুর। ইহা যে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাস্থান তাহা অদ্যাপি ইহার ললাটদেশে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাচীন প্রমোদভবন ও রঙ্গমঞ্চের কোন

ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান না থাকিলেও ইহার বিচিত্র উপবন, রম্যকানন ও বিস্তীর্ণ নব তৃণদল সমাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমি দর্শকের প্রাণে ইহার প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়। নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিচিত্র নামকরণ যথা ধাপ্, নবাবগঞ্জ, শালবন, রাধাবল্লভ ইত্যাদির সহিত ইহার প্রাচীন ইতিহাসের কোন সংশ্রব আছে কি না কে বলিতে পারে। অন্য স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা, বাসস্থান, আহার, জলযোগ গমনাগমনের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত—যেসমস্ত করা হইয়াছিল, তাহা প্রতিনিধিগণের অতীব সুখকর ও আরামপ্রদ হইয়াছিল। কতিপয় মধুরভাষী কায়স্থভ্রাতৃগণ আমাদিগের সমস্ত অভাব মোচন ও অভ্যর্থনার কোনও প্রকার ত্রুটি না হয় পরিদর্শন জন্য সর্ব্বদা প্রতিনিধিগণের আবাসস্থলে বিচরণ করিতেন। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, "পূর্ণমাত্রায়" সমস্ত বিষয়ের আয়োজন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিনিধিগণকে একটি অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। যে মহাযজ্ঞের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, যাহার হোতা, কাকিনাধিপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী বাহাদুর, যাহার উদ্গাতা, প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় ও যাহার অধ্বর্য্যু জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার এবং সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তমোহন বসু রায় ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়গণ তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? রঙ্গপুর নগরের সমগ্র কায়স্থমহাত্মাগণের যত্ন ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া আমাদের মনে হইল, যে মহতীজাতির মধ্যে এই প্রকার সমবেদনা ও স্বজাতি-বাৎসল্য আজিও অক্ষুন্ন রহিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ যে পূর্ণগৌরবময় তৎপ্রতি সন্দেহ কি? ৩০শে চৈত্র ১৩১৮।—রঙ্গপুরের কায়স্থসভার বিশেষত্ব পণ্ডিতদিগের বিচার। ৩০শে চৈত্র টাউনহলে অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় এই বিচার আরম্ভ হয়। সভায় বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত দিনাজপুরাধিপ ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও অন্যান্য অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মধ্যস্থ মনোনীত হন। রঙ্গপুরের নর্ম্মালবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ তর্করত্ন মহাশয় মধ্যস্থের দক্ষিণ দিকে তাঁহার লিখিত মন্তব্য হস্তে ধারণ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে শূদ্র ও অনার্য্য প্রমাণ করিতে উপবিষ্ট ছিলেন। অপরদিকে কায়স্থকে আর্য্য-ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ প্রমাণ করিতে কাশিমবাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, কলসকাটীর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ এবং কুরিগ্রামের মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ মহোদয়ত্রয় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উজিরপুরের শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ, গরাণহাটার শ্রীযুক্ত কালীকমল স্মৃতিরত্ন, কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন, নলডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ডিমলার দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্য-

বিনোদ, বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বগুড়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্য-পুরাণ ব্যাকরণতীর্থ এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। কায়স্থের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় ভবিষ্যপুরাণীয় ভীষ্ম-পুলস্ত্য সংবাদ পাঠ করিলেন, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টির পরে কায়স্থজাতির আদি-পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হন, এবং ব্রহ্মার আদেশে তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা ও জাতিপ্রবর্ত্তক হন। তর্কালঙ্কার মহাশয় পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও স্কন্দপুরাণের প্রমাণগুলিও কতকাংশ পাঠ করেন। বিপক্ষ পক্ষ সমর্থনকারী তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থ যে শূদ্র তাহার ২টী প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রথম আচার নির্ণয়তন্ত্রের "ব্রহ্মপাদংশতঃ শূদ্রমসীশৌ দ্বৌ বভূবতুঃ" এবং দ্বিতীয় অগ্নিপুরাণের—

"আদৌ প্রজাপতের্জ্জাতা মুখাদ্বিপ্রাঃ সদারকাঃ।

তিনি বলেন যে এই প্রমাণদ্বয় ব্যতীত তাঁহার আর কোনও প্রমাণ নাই। প্রথমতঃ আচার নির্ণয়তন্ত্রে কায়স্থকে কি প্রমাণ করিতেছে তাহারই বিচার হয়। উক্ত তন্ত্রমতে "ব্রহ্মার পাদাংশ হইতে বৃহস্পতির দৃষ্টিতে, শুক্রের এক পাদাংশে, দেবত্ব সম্পন্ন ক্ষত্রিয় মসীশবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার কায়ে বিরাজিত বলিয়া উক্ত মসীশ কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ও বৈশ্যাচারী। তাঁহারা শূদ্রের পূজিত। তাঁহারা স্বভাবতঃ যজ্ঞোপবীতধারী ও বেদাধিকারী ইত্যাদি" ব্রহ্মার পাদাংশসম্ভূত বলিয়া শূদ্র হইতে পারে না। কারণ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মশরীরের স্থানানুসারে চারিবর্ণের জাতি নিরূপণ হয়। এই চারিবর্ণ ব্যতীত আর আর যাহারা সময়ে সময়ে ব্রহ্ম শরীরে লব্ধোদয় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। দক্ষপ্রজাপতি ব্রহ্মার কনিষ্ঠ পাদাঙ্গুলি হইতে উৎপত্তি হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ তর্কের পরে মধ্যস্থ মহাশয় মীমাংসা করিলেন যে আমার মতে তন্ত্রের উক্ত শ্লোকগুলি কায়স্থের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ হইতে পারে না। বরং সমস্ত শ্লোকগুলি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে মসীশকায়স্থ যে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তাহাই প্রমাণ হয়।

তদনন্তর অগ্নিপুরাণের শ্লোক সম্বন্ধে বিচার হয়। "মুখাদ্বিপ্রা সদারকাঃ" বেদ বিরুদ্ধ। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে যে ঋকদ্বয় আছে তাহাতে ঈশ্বর পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মুখ কি হইল? উত্তর "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ" মুখ ব্রাহ্মণ হইলেন, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হয় নাই। বিশেষতঃ "সদারকাঃ" শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে কোনও শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই শ্লোকগুলি অগ্নিপুরাণে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যদি পত্নীগণ সহ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন, তবে পত্নীগণ তাঁহাদিগের স্বামীর ন্যায় অধিকার সম্পন্ন হইতেন। কিন্তু ভাগবতে আছে—"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরাঃ" ইহা অসার প্রলাপে পরিণত হয়। এই শ্লোক বিচারকালে মহামহোপাধ্যায় সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বলেন যে, "কায়স্থস্তস্য পুত্রোঽভূৎ" শ্লোকাংশে তস্য শব্দ প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মণঃ) শব্দের সহিত অন্বয়

হইলে বিরুদ্ধবাদিদিগের মত খণ্ডন হয়। কিন্তু এই প্রকার অন্বয় ব্যাকরণ বিরুদ্ধ কি না জানি না কারণ তস্য শব্দ নিকটবর্ত্তী বিশেষ্যকে বুঝাইবে। সে যাহাই হউক এই শ্লোকে শূদ্র, কায়স্থ, হীন ও প্রদীপ শব্দগুলি ব্যক্তিবাচক, তাহারা কখনও জাতিবাচক হইতে পারে না। এই সময়ে মধ্যস্থ মহাশয় বলিলেন "প্রত্যক্ষ প্রমাণে কায়স্থগণ শূদ্রের ন্যায় স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া থাকেন" উত্তরে বলা হইল কখনই নহে। পণ্ডিতরাজ তখন বলিলেন যে কায়স্থ ভৃগুনন্দী স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া সমাজচ্যুত হন। এই সময়ে সভ্যগণ মধ্যে একটু কোলাহল শ্রুত হইল, তৎকালে প্রদোষ সাময়িক অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল গৃহ মধ্যে কোন আলোক ছিল না। কেহ কেহ বলিলেন কায়স্থের যদি স্বগোত্রে বিবাহ থাকিত, কিংবা এই জাতি শূদ্র হইত তবে ভৃগুনন্দী সমাজচ্যুত হইতেন না, তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়াই স্ববর্ণ বাহভূর্ত কার্য্য করায় সমাজচ্যুত হন। এই উত্তরে চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল হইতে লাগিল তখন সভাপতির আদেশে সভা ভঙ্গ হয়।

সভা ভঙ্গের পর সকলেই নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রিতে যে ঘটনা হয় তাহা কায়স্থ সভার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহোদয় আমাদের নিকট এই প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"অতঃপর রাত্রে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী ও পণ্ডিতরাজ পুস্তক লইয়া ধর্ম্মসভায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশের নিকট যাইয়া বলেন যে আপনি ব্রাহ্মণপ্রধান কলসকাঠিতে বাস করিয়া কেন কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা দিলেন? উত্তরে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যাহা ন্যায়, যাহা ধর্ম্ম, যাহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহার বিরুদ্ধে কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কথা বলিতে পারে কি? আমরা যাহা শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারেই ব্যবস্থা দিয়াছি। এই কথার পর উভয় পক্ষে তর্কযুদ্ধ হয়, বহুক্ষণ তর্কের পর পণ্ডিতরাজ নিরস্ত হন, তখন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন যে আপনি কায়স্থজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচন যে ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা সৎ বলিয়াই আমাদের ধারণা হইল বাস্তবিক ইতিপূর্ব্বে আমরা এইরূপ বুঝিবার সুযোগ পাই নাই। পণ্ডিতরাজ বলিলেন যে, তর্কবাগীশ মহাশয় যে ভাবে আপস্তম্ব ও পারস্কর বচন ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উপনয়ন গ্রহণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য তাহা আমরা এক বাক্যে স্বীকার করি। এই স্থলে বিচার শেষ হয়।"

পণ্ডিতরাজের শেষ মীমাংসা ১লা বৈশাখ সভা ভঙ্গের অনতিকাল পূর্ব্বে সভা মধ্যে বিঘোষিত হয়।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত উপনয়নার্হ এবং তাঁহাদিগের দ্বাদশ দিন অশৌচপালন করা কর্ত্তব্য।

বিপক্ষ পণ্ডিতগণও এই মত স্বীকার করিয়া সকলেই কায়স্থসভার বিদায়াদি গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রকারে ১৩১৮ ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দের সন্ধিস্থলে রঙ্গপুরে বঙ্গের প্রধান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের বিচারে কায়স্থগণ যে বঙ্গীয় চিত্রগুপ্তবংশীয় বিশুদ্ধ

ক্ষত্রিয়জাতি ও উপনয়নার্হ তাহা অভ্রান্তরূপে ধার্য্য হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিন, ৩১শে চৈত্র, ১৩১৮ শনিবার।

বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। প্রায় সহস্রাধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভামঞ্চে সভাপতি মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ ও অন্যান্য কতিপয় কায়স্থ মহোদয় উপবিষ্ট ছিলেন। তন্নিম্নে বিস্তৃত গৃহপ্রাঙ্গণে সর্ব্বাগ্রে দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় দেববর্ম্মা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কায়স্থগণ উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া সুমধুর স্বরে একটী ভাবময়ী সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। ওজস্বিনী ভাষায় তিনি বলিলেন—এক সময় যে গৌড়বঙ্গে আমাদিগের পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগকে আনয়ন করিতে আদিশূর, রায়কতরাজ, নীলধ্বজ প্রভৃতি কত যত্ন করিয়াও সহজে আনিতে পারেন নাই, আজ তাঁহাদেরই পূর্ব্বনিবাসস্থ জ্ঞাতিবৃন্দ উৎফুল্লহৃদয় আবেগভরে এই সভায় যোগদান করিয়াছেন ... ... আপনাদের অদম্য উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টায় কায়স্থসমাজে এক মহতী জীবনীশক্তি সংক্রামিত হইতেছে ... ... পূর্ব্বে স্থির করিতে পারি নাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কোন্ স্থানে আমরা অবস্থান করিতেছি। এইক্ষণ আপনাদের আন্দোলনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলাম আমরা ক্ষত্রিয়বর্ণ, আমরাই আর্ত্তের ত্রাতা ও বিপন্নের আশ্রয়। ব্রাহ্মণ প্রতিপালনের ভার আমাদের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। উপনয়ন, আন্তর্গণিক বিবাহ ও ব্যয় সংক্ষেপ ইহা দ্বারা আমরা অনতিকাল মধ্যে আসমুদ্র হিমাচলের অন্তর্বর্ত্তী এক কোটী কায়স্থ এক মহাজাতিতে পরিণত হইব। আজ সর্ব্বাগ্রে কায়স্থশক্তি জাগরিত হইয়াছে তৎপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত আপন আপন স্থানে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম গ্রহণ করিবে। যিনি এই বিরাট আন্দোলনে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় গৃহলক্ষ্মীকে চিরতরে অতল জলধিজলে বিসর্জ্জন দিবেন। এই সময়ে সঙ্গীতের মনোমুগ্ধকরধ্বনিতে সভাস্থলে একটী নবীনভাবের উদ্দীপনা হইল। কয়েকটী গানের মধ্যে তৃতীয় দিনের প্রথম সঙ্গীতটী নিম্নে দিলাম।

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিবা নব আশাপুষ্প প্রস্ফুটিত গরবে।
বিমোহিত মন প্রাণ সুবিমল সৌরভে॥
বরষের পরে হরষ অন্তরে,
প্রীতিপূত-হারে বান্ধিপরস্পরে
সমাজের হিত সাধনের তরে,
এ মহা মিলনে মিলিত সবে।
এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত সবায়
সবে রত এক মহাসাধনায়
প্রীতি একতার পুণ্য বাসনায়
সকল হৃদয় প্রদীপ্ত ভবে,
বঙ্গ কি কলিঙ্গ বারেন্দ্র বা রাঢ়
গোন্দে, বারাণসী, অযোধ্যা, বেহার
যে যথা রয়েছে সবে একতার
একতারে হৃদি বান্ধিছে যবে,

কায়স্থ-গৌরব চন্দ্রমা-তপন,
হাসিতে গগনে করি উন্মোচন;
শূদ্রত্ব-কালিমা-মেঘ আবরণ
বিলম্ব কি তার বলনা তবে?
বিশাল বিরাট যে কায়স্থ জাতি,
জগত যুড়িয়ে প্রথিত সুকীর্ত্তি
যাঁদের, তাঁহারা এহেন দুর্গতি
বল কতদিন কেমনে স'বে?

এই সুন্দর মিলন সঙ্গীতের সুমহান্ প্রতিধ্বনি বায়ুহিল্লোলে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই পরম পূজ্যপাদ ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় আশীর্ব্বচন সভ্যগণের কর্ণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে লাগিল। তদনন্তর সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। ইহার মূলমন্ত্র মিলন, নানা দেশ, ও শ্রেণীগত ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া একটী অখণ্ড বিরাট জাতিতে পরিণত হও। তিনি বলিলেন আমারা মিলনেরপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি। কয়েক দিবস অতীত হইল যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদনগরে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থজাতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একত্রে পান ভোজন করিয়াছেন। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। কায়স্থগণ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান, সকলেরই উপনয়নগ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। বৈদিক দীক্ষার উপকারিতা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা জ্ঞানালোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আর্য্যঋষিগণ সমস্বরে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত আমাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল এই বিষয় আলোচনা হইতেছে। আন্দুলাধিপতি রাজা রাজনারায়ণ বসু এবং জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞসূত্র গ্রহণে আমাদের যে কেবল পারত্রিক মঙ্গল এমত নহে, ঐহিক অনেক বিষয়ে সাবিত্রী আমাদের পরম শুভদায়িনী। তাঁহার প্রভাবে অন্যান্য প্রদেশের ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় আমরা দ্বাদশ দিবস মাত্র অশৌচগ্রহণ করিতে পারিব। যজ্ঞসূত্রের প্রভাবে ভারতীয় সমস্ত কায়স্থজাতি একটী অখণ্ড বিরাটকায়স্থজাতিতে পরিণত হইতে পারিবে, এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আমাদের শ্রেষ্ঠাসন হইবে। কায়স্থসমাজ মধ্যে এই সকল উন্নতি যখন যজ্ঞোপবীত দ্বারা অনায়াসলভ্য তখন ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ বর্ত্তমানে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য।

সভাপতিমহাশয় বলিলেন যে বরিশালে অনেক বৈশ্য বৈশ্যোচিত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এমত অবস্থায় আমরা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তিনি শূদ্রাচারী হইয়া আর কত কাল সমাজে থাকিতে চান? চন্দ্রদ্বীপসমাজের গাভা বানরীপাড়া ইত্যাদি সংস্কৃত কায়স্থসমাজের বাহিরে আর কত দিন থাকিবেন? আন্তর্গণিকবিবাহ ও বরপণ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা অনেক সময়ে দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকি যে প্রয়াগের কায়স্থপাঠশালার ন্যায় কোন পাঠশালা কলিকাতায় নাই। এই অভাব পূর্ণ করিতে সভাপতি মহাশয় তাঁহার নিজের

যে আর্য্যাইনিষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয় আছে তাহা তিনি কায়স্থসভায় দান করিয়াছেন। এইক্ষণ কায়স্থসভার সম্পাদকগণ এই বিদ্যালয়ে কেবল কায়স্থবালকবালিকা বিনা বেতনে কি অল্প বেতনে পাঠ করিতে পারে এই প্রকার নিয়ম করিলে তাঁহারা কায়স্থসমাজ হইতে প্রভূত সাহায্য পাইবেন।

অভিভাষণ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় ২টী প্রস্তাব নিজেই উপস্থাপিত করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শুভাগমনে আনন্দ প্রকাশ এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে যুক্তবঙ্গের প্রথম শাসন-কর্ত্তা লর্ডকারমাইকেলকে অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব আমাদের আন্দোলনের মূল মন্ত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ। কুমার শরদিন্দু-নারায়ণ রায় দেববর্ম্মা প্রস্তাবক, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা অনুমোদক এবং শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী সমর্থক। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। এই দিবস শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের আমন্ত্রণে প্রতিনিধিগণ তাঁহার কুঠীর উদ্যানে সম্মিলিত হন। এই সান্ধ্য সম্মিলন একটী মনোহর দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল। কায়স্থ মহোদয়গণ দেব মহাশয়ের সুমিষ্ট ব্যবহার ও সৌজন্যে এবং সর্ব্বশেষ মিষ্টান্ন ভোজনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

শেষ দিন ১লা বৈশাখ রবিবার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সভার কার্য্যানুকরণে অনেকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল।

চতুর্থ প্রস্তাব আন্তর্বর্ণিক বিবাহ সম্বন্ধে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুহ শাসনবীশ।

অনুমোদক— „ রাধাকান্ত সরকার কবি-রাজ কবিরত্ন।

সমর্থক— „ নরেশচন্দ্র সিংহ।

„ — „ চণ্ডীচরণ মিত্র।

পঞ্চম প্রস্তাব—এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় রজনীকান্ত মজুমদার বাহাদুর।

অনুমোদক—„ অতুলকৃষ্ণ রায় বিএ, বিএল

সমর্থক— „ বসন্তকুমার মিত্র।

আমরা আশাকরি এই পরম উপাদেয় প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে সকল কায়স্থই প্রাণপণে যত্ন করিবেন। ফলতঃ মিলন আমাদের মূল মন্ত্র। যে শুভ দিনে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ-জাতি এক কোটী একটী অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে সেই দিন আমরা সদর্পে বলিতে পারিব—

সর্ব্বধর্ম্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্।
শাশ্বদক্ষরপর্য্যান্তমক্ষরং সর্ব্বতোমুখম্॥

কবে এই শুভদিনের সুপ্রভাত আমাদের নয়ন-গোচর হইবে?

ষষ্ঠ প্রস্তাব—বিবাহাদির ব্যয় সঙ্কোচ এবং বরপণপ্রথার উচ্ছেদন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ।

অনুমোদক— „ রাধারমন মজুমদার।

সমর্থক— „ বসন্তকুমার মিত্র।

ঐ „ চন্দ্রমোহন ঘোষ।

সপ্তম প্রস্তাব—দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ

বিধবার সাহায্য সম্বন্ধে চিত্রগুপ্তভাণ্ডার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় বি-এ কবিরত্ন দেববর্ম্মা।

অনুমোদক— ,, প্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা।

সমর্থক— ,, প্রসন্নকুমার রায়।

ঐ ,, রাইচরণ রায়।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এই সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ধন সঞ্চয় জন্য আমাদের এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি এ দোষ কাহার? কায়স্থসভার না সাধারণের। আমরা যতদূর জানি কায়স্থমহাত্মাগণ অদ্যাবধি বিস্তর টাকা এই ভাণ্ডারে দিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত টাকা হিসাবে লেখা আছে মাত্র। আদায় করিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। এই টাকা আদায় করিবার জন্য কোনও অবসর প্রাপ্ত কায়স্থকে ১৩১৭ সনের সাধারণ অধিবেশনে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। তিনি মফঃস্বলবাসী, কথা হইয়াছিল কলিকাতায় তাঁহার বাসোপযোগী বাটীর সংস্থান করা হইবে কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি তাহাতে কর্ণপাত না করায় তিনি এ বিষয় কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। ফলতঃ কায়স্থসভা বর্ত্তমানে এইরূপ ভাবে চালিত হইতেছে যে কলিকাতায় কতিপয় কায়স্থ মহাত্মা, যাঁহারা ইহার আভ্যন্তরিক রহস্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়াছেন তাহাতে চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের সামান্য উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু এই ধনভাণ্ডারের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহার কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। আমরা জানিতে চাই এই ভাণ্ডারের স্বাক্ষরিত ও প্রতিশ্রুত মূলধন কত, তাহার মধ্যে কত টাকা আদায় হইয়াছে, কাহার কাহার নিকট কত টাকা বাকী আছে। কি জন্য বাকী আছে। বিগত ৩১শে চৈত্র তারিখে কত টাকা এই ভাণ্ডারের স্থাপিত ধন ছিল। এই টাকা কাহার নিকট কি ভাবে আছে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"এই ভাণ্ডারে এবার সবেমাত্র ২৪৭৷৷০ টাকা বাড়িয়াছে।" তাহার পর কতকগুলি আকাশ কুসুম গাঁথিয়া একটী মালাদাম সভ্যগণকে উপহার দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা টাকার প্রকৃত হিসাব চান। আর একটী কথা এই ভাণ্ডারের মুখ্য উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—প্রথম দরিদ্র কায়স্থ বালকবালিকার শিক্ষা, আমরা জিজ্ঞাসা করি এযাবৎ উক্ত ধন দিয়া কত জন দরিদ্র কায়স্থ বালকবালিকার শিক্ষার সাহায্য করা হইয়াছে। আমরা ত একটীও দেখি না। এই ভাণ্ডারের টাকা গত বর্ষে কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার কোন কথা সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণীতে নাই। আশ্চার্য্য!! দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—কায়স্থবিধবার সাহায্য। জিজ্ঞাসা করি গত বর্ষে অথবা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে এই সদুদ্দেশ্য সংসাধনজন্য কত টাকা কোন্ বিধবার সাহায্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ের যথাযথ উত্তরের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

অষ্টম প্রস্তাব—শিক্ষাসম্বন্ধে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা।

অনুমোদক—,, অখিলচন্দ্র পালিত।

সমর্থক— „ রাধাকৃষ্ণ রায়।

ঐ „ নরেশচন্দ্র সিংহ।

এই বিষয়ে উভয় প্রস্তাবক ও অনুমোদক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সমাজে নরনারীগণ মধ্যে শিক্ষার অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি। কায়স্থ রমণীগণ মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে শতকরা দশ জন শিক্ষিতা আছেন কি না সন্দেহ। সামাজিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে শিক্ষা—সুশিক্ষা। আমাদের কুলললনাগণ যে প্রকার শিক্ষা পাইতেছেন তাহা অতিশয় হেয় অতিশয় জঘন্য। যে সময় হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য জলে স্থলে, পর্ব্বতশিখরে, তরুলতার পত্রে পত্রে; মহাসাগরের তরঙ্গোপরি প্রতিভাসিত হইয়া গৌরবের সুবর্ণ মেখলায় ভারতমাতাকে বেষ্টিত করিয়াছিল, তখন অনেক ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন যাঁহারা পুরুষের ন্যায় অষ্টম বর্ষে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন, তদনন্তর পঞ্চবিংশতি বয়স্ক ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ হইত। অহো! আজ সেই ব্রহ্মচর্য্য কোথায়? যাহার অমিতবিক্রম বলে হিন্দুজাতি সভ্যতার ও জ্ঞানের ও ধর্ম্মের চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সেই ব্রহ্মচর্য্য আজ কোথায়? সেই ক্ষত্রিয়-সয়ম্বর প্রথা আর নয়নগোচর হয় না, তৎকালে বাল্যবিধবা শশবিষাণে পরিণতা হইয়াছিল।

নবম প্রস্তাব।—প্রচার বিস্তৃতি। সভাপতি মহাশয় নিজেই প্রস্তাব করিলেন, আমরা যতদূর জানি কেহই অনুমোদন কি সমর্থন করে নাই। এই প্রস্তাটীর দশা কি হইল আমরা জানিতে পারি নাই! সম্ভবতঃ পরিগৃহীত হইয়াছিল।

দশম প্রস্তাব।—কুলপরিচায়ক গ্রন্থ সঙ্কলন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায়।

সমর্থক— „ বসন্তকুমার মিত্র।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রায় বিংশতি বর্ষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দ্বাবিংশ খণ্ডে বিশাল বিশ্বকোষাবিধান সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার এই অভ্রংলিহ কীর্ত্তিস্তম্ভ "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" তদীয় অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বর্ত্তমানে তিনি কায়স্থসমাজের একখানি সুবিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস প্রচার করিতে বাসনা করিয়াছেন। এই বিশাল গ্রন্থখানি দশখণ্ডে বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক খণ্ডে সহস্র পৃষ্ঠা থাকিবে ও মূল্য ২৲ টাকা হিসাবে ২০৲ টাকা হইবেক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই প্রকার কুলগ্রন্থে আভিজাত্যের বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইয়া সমাজের প্রভূত অপকার সংসাধিত হইবেক। এই ধারণার অপনোদন জন্য বিদ্যার্ণব মহাশয় একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন। পিতৃ পিতামহদিগের কীর্ত্তি ও বংশমর্য্যাদা চিরস্থায়ীরূপে রক্ষা করা আমাদিগের নিকট জাতীয় উন্নতি বলিয়া বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ যে মহাত্মার হস্তে আমরা এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিতেছি, কোনও প্রকার সামাজিক অপকার না হয় তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা প্রত্যেক কায়স্থকে এই কার্য্যের সাহায্য করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

তদনন্তর আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি সম্পাদক ও কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইল। মহারাজ দিনাজপুরাধিপ সভাপতি হইলেন। ইঁহার সভাপতিত্বে সভা যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয় "প্রচার" সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিলেন "অনেকের বক্তৃতা কণ্ডূয়ন স্বভাব আছে তাহা চরিতার্থ করিবার সময় নাই।" সভাপতি মহাশয়ের এই প্রকার কর্কশ উক্তিতে উপস্থিত সভ্যগণ ব্যথিত হইয়াছিলেন, একজন প্রস্তাব করিলেন যে কবিরাজ মহাশয়কে অন্ততঃ ৫ মিনিট সময় দেওয়া হউক, কিন্তু সভাপতি মহাশয় বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন "আমি আর পারি না আমাকে আপনারা অবসর দিউন "এই প্রকার ঘটনাতে ভাবসাগর মহাশয় নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ বহুদূর দেশ হইতে নিজ নিজ অর্থব্যয়ে এবং নানাবিধ কষ্টস্বীকার করিয়া কেবল সমাজের মঙ্গলার্থে সভায় যোগদান করেন যদি তাঁহাদিগের অভিমত প্রকাশের সময় ও সুযোগ না দেওয়া হয়, তবে সেই সভাদ্বারা সমাজের কতদূর উন্নতি সম্ভবে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। সভার কার্য্যে দোষারোপ অথবা কোন নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিলে, প্রায় কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কলিকাতা নগরে একটী উপনয়ন কেন্দ্র, যেখানে বিনা ব্যয়ে কি স্বল্প ব্যায়ে কায়স্থগণ উপবীত হইতে পারিবেন, সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাবটী বারংবার উপস্থিত করিয়াও কোন ফল পাওয়া গেল না, এই প্রকারে রঙ্গপুরে কায়স্থসভা ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাকালে ভঙ্গ হয়, প্রতিনিধিগণ বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রি ৮টার গাড়ীতে রঙ্গপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। বিগত ৩০শে চৈত্র হইতে ১৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কায়স্থসমাজহিতৈষী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী দেববর্ম্মা, জমিদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচাত্তর জন কায়স্থ রঙ্গপুর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয়ের যত্নে, যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে ভূষিত হইয়াছেন। ইতি।

সম্পাদক।

মিশ্রকারিকা।

মূলম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪, ১৩১৮ সনের ৪৫৯ পৃষ্ঠা হইতে)

পঞ্চমোঽধ্যায়।

অথ ব্রাহ্মণানাং পরিচয়ঃ।

অভুবন্দ্য বংশোদ্ভবো ভট্টনারায়ণো,
অয়ঞ্চ শাণ্ডিল্য গোত্রে গরীয়ান্।
তপস্বান্ যশস্বান্ দয়াবান্ সুবিদ্বান্,
বিবস্বানিবাস্বাং সভায়াং বিভাতি ॥১॥

শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ বিচারকোঽবনিপালকঃ
কাশ্যপগোত্রবরঃ।
ক্রতু দক্ষ সমঃ কিল দক্ষো মহাশয়ানাং
ইতি ভুবি ভাতি যতিঃ ॥২॥

সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিতস্তথাগত প্রখণ্ডিতঃ,
প্রচণ্ড সর্ব্ববৈরীদর্পগর্ব্বকারকঃ।
সাবর্ণগোত্র সম্ভবোঽত্র ভাতি বেদগর্ভকঃ,
ছান্দড় প্রভাতি ভূপ। বাৎস্য গোত্র সম্ভবঃ ॥৩॥

যশঃ সুধাকরোত্তপৎ সপত্নি সঙ্গ যোষিদা,
নাম্নাম্বুজে মহাতপস্তপো বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥
অয়ং শ্রীল হর্ষোঽনিশং দানহর্ষো মহর্ষি
যথাস্বাং তপোভিঃ প্রভাতি।
ক্ষিতীন্দ্র ক্ষিতৌ যো ভরদ্বাজ গোত্রেশ্বরো
বিপ্র বর্য্যঃ প্রতাপারি শৌর্য্যঃ ॥৪॥

অথ প্রধানানাঞ্চ পরিচয়ঃ।

সুকৃতালি কৃতাম্বর এষকৃতী
ক্ষিতিদেব-পদাম্বুজ-চারু রতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি
দ্বিজবন্দ্য কুলোদ্ভব—ভট্টগতিঃ ॥১॥

সচ ঘোষ কুলাম্বুজ ভাস্বরবং
প্রথিতেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দু পয়োঽম্বুধি কুন্দযশাঃ ॥২॥

স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈবএব
তদ্গোত্রে দেবতা কালিকা দেব পূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য-শিষ্যো মহা তান্ত্রিকাগ্র্য
সূর্য্যধ্বজ ধরোঽপি শূরাগ্রগণ্যঃ ॥৩॥ (ক)

বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো বসুতুল্য বসোঃ
কুলোদ্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতাগুণৈর্ন বৈঃ নিয়তং জয়িনো
ভবন্তুনঃ ॥৪॥

দশরথ বিদিতো জগতীতলে
দশরথ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী
বিজয়তে, বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥৫॥

স চ চৈত্র কুলাম্বুজ সূর্য্য সমঃ
গৌতমো গোত্রতো দক্ষ শিষ্যো মহাত্মা।
সুধীরো ধার্ম্মিকো মতি নির্ম্মলা চ
মহা তান্ত্রিকো বীরাগ্রগণ্যাভিমানী ॥৬॥

অয়মপি কুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ।

(ক) ৩। এই শ্লোকটী শব্দকল্পদ্রুমে নাই অথচ মকরন্দ ঘোষের পরিচয়ে ১।২ শ্লোক আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? তৃতীয় শ্লোকে মকরন্দ ঘোষকে সূর্য্যধ্বজ বলা হইয়াছে। সূর্য্যধ্বজ চৈত্রগুপ্ত বিভাসুর বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়।

বিরাট পুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্
সুতাপস মহাবাহুঃ কাশ্যপ গোত্রসম্ভূতকঃ॥৭॥
শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
বিদ্বৎসু বিপ্রেষু সদাচানুরক্তঃ।
সদাচারযুক্তঃ সুহৃদাং শরেণ্যঃ
দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ॥৮॥
নিসমা ভট্টেন গুহ প্রভাষিতং
নৃপালসভৈরতিহাস্যমাশ্রিতং॥৯॥
যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্ব সাদরঃ
প্রমত্ত গন্ধ মত্তহঃ শরৎ সুধাংশু বদ্ যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপ দ্বিষালী যোষিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ॥১০॥
দ্বিজালি পালনার্থ কোহপ্যসৌচ মন্ত্র কোবিদ
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকারদীপকঃ
স বৈষ্ণব প্রধানকো রথি বরোহয়ং রথে
স ছান্দড়স্য শিষ্যকো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রজ॥১১
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্ত কুলোদ্ভবঃ
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।

মহাকৃতি মহামানী কুলভূদগ্রগণ্যকঃ
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥১২॥
স চ শৈখ প্রজাপালঃ(ক) শৈখ বর
রথিনাঞ্চ রথী মৌদ্গল্য গোত্রঃ
শস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞো ভাস্বরাস্ত্রবলী
পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ॥১৩॥
শ্রুত্বৈতচ্চ বঙ্গাধিপো মনসাহর্ষ মাগতঃ।
যথা শাস্ত্রবিধানেন নির্ব্বৃত্য যজ্ঞমীপ্সিতং॥১৪॥
গ্রামং সুবর্ণং গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ।
দক্ষিণার্থে দ্বিজাতিভ্যঃ প্রদদৌ স মহাযসাঃ॥১৫॥
বঙ্গে দ্বিজাঃ প্রধানাশ্চ বর্ষমেকং কৃতাশ্রয়াঃ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধাস্তে কান্যকুব্জাৎ গতাস্ততঃ॥১৬॥
কতিবর্ষান্তরাতীতে বিপ্রাকায়স্থজাস্তথা।
বাসার্থং বঙ্গদেশে চ সঙ্কল্পং চক্রুরুত্তমম্॥১৭॥
জ্ঞাতাভাবং তদা তেষাং বীরসিংহো মহাবলঃ।
অনুজ্ঞাতং দদৌ তেভ্যঃ কুক্টৈবং যথাগতি॥১৮॥
নৃপাজ্ঞয়া দ্বিজাঃ সর্ব্বে প্রাধানা পঞ্চকাস্তথা।
নাগো নাথশ্চ দাষশ্চ দারাদিভিঃ সম্ভূতাকঃ॥১৯॥
অত্রদেশে কৃতাবাসাঃ কান্যকুব্জাৎ সমাগতা।
বহবশ্চ প্রজাজাতাঃ নানাগোত্র সমান্বিতাঃ॥২০॥

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

---

(১১) পাঠান্তরং—স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোহয়ম।

ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্র গোত্র।
শাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরস্য প্রাজ্ঞঃ।
আদ্যা প্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য॥

(ক) পাঠান্তরং—সৈখসেনাধর।

মিশ্রকারিকা।

বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চমোহধ্যায়।

অথ ব্রাহ্মণদিগের পরিচয়।

এই শ্রীভট্টনারায়ণ বন্দ্য বংশোদ্ভব, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রে শ্রেষ্ঠ, তপস্বী, যশস্বী, দয়াবান্ সুবিদ্বান্, এই সভা মধ্যে ইনি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।১। উপস্থিত মহানুভব শ্রীদক্ষ কাশ্যপ গোত্রবর, বেদতত্ত্বজ্ঞ ও মীমাংসক, ইনি অবনিপালক ইনি দক্ষপ্রজাপতির ন্যায় যাজ্ঞিক এবং পৃথিবীতে সংযমীর ন্যায় দীপ্তি-সম্পন্ন।২। এই শ্রীবেদগর্ভ সাবর্ণ গোত্রীয় ইনি সমস্তশাস্ত্রে পণ্ডিত, ইনি বৌদ্ধশাস্ত্র খণ্ডন করিয়া প্রচণ্ড শত্রুর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। হে মহারাজ! এই বাৎস্য গোত্রসম্ভূত শ্রীছান্দড়সভা মধ্যে প্রভা বিস্তার করিতেছেন।৩। সপত্নী দর্শনে যেমন রমণী মলিন হয় তদ্রূপ এই ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষের যশ সুধাকর আকাশের চন্দ্রমাকে মলিন করিয়া দেয়। কমলযোনির ন্যায় ইনি নিজ ইন্দ্রিয়গণকে তপস্যা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। ইনি দানকার্য্যে সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করেন। ইনি মহর্ষি, ক্ষিতীন্দ্র, বিপ্রশ্রেষ্ঠ এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন।৪।

অথ প্রধানদিগের পরিচয় (ক)

সুকৃতিরূপ ভৃঙ্গ এই পুণ্যবান্ মহাত্মার বদন, ভূদেব ব্রাহ্মণগণের মনোরম পাদপদ্মে ইহার মতি, ইনিই প্রভাবসম্পন্ন মকরন্দ। বন্দ্যো-কুলোদ্ভব জিতেন্দ্রিয় শ্রীভট্টনারায়ণ ইহার গুরুদেব।১। ইনি ঘোষবংশারবিন্দের সূর্য্য-স্বরূপ, যে চন্দ্রবংশের যশে দেবলোক বশীভূত, তাহার ন্যায় ইহার যশ। ইনি সর্ব্বদা সুখী, সুমতিবিশিষ্ট ও বিদ্বান্। ইহার যশ শরৎ-কালের চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, সাগরের ন্যায়

(ক) কায়স্থদিগের পরিচয় সম্বন্ধে যে শ্লোক কএকটী মিশ্রকারিকায় দেখা যায়, উহা আচার্য্যচূড়ামণিকর্ত্তৃক কুলদীপিকা গ্রন্থে ও ধ্রুবানন্দমিশ্রকর্ত্তৃক কায়স্থ মহাবংশাবলী গ্রন্থে পাওয়া যায়। কেহ ২ মনে করেন যে ধ্রুবানন্দ মিশ্র এই শ্লোক রচয়িতা। আজকাল বিরুদ্ধ-বাদিদিগের প্রধান গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। কারণ উক্ত অভিধানে কায়স্থকে শূদ্র শূদ্র বলা হইয়াছে। অথচ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব এই শ্লোকগুলি দ্বারা বিশদরূপে প্রমাণিত হইতেছে। যেসকল পণ্ডিতগণ এই অভিধান সংকলন করিয়াছিলেন তাঁহারা কি উদ্দেশে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব পরিচায়ক এই শ্লোকগুলি শব্দকল্প-দ্রুমে সন্নিবিষ্ট করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এই শ্লোকগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিপক্ষের স্বীকৃত প্রমাণ আমাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

বিস্তৃত ও পূর্ণ ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র।২। ইনি সৌকালীন গোত্রীয়, শৈব ইহার গোত্রাধিষ্ঠিত দেবী পূজনীয়া কালিকাদেবী. ইনি শ্রীভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিক, সূর্য্যধ্বজের বংশধর এবং বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৩। ইন্দ্রাদি অষ্টবসুর সদৃশ যে বসু বংশ সমগ্র পৃথিবীর সার্ব্বভৌম অধীশ্বর ছিলেন, সেই বংশের এই দশরথ বসু যাঁহার গুণ এবং নীতি জগৎবিখ্যাত, যিনি সর্ব্বদা জয়যুক্ত ছিলেন।৪। এই বংশের প্রথম কুল (জ্যেষ্ঠের ধারা) জগদ্বিখ্যাত দশরথ যাহা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যিনি যশের দ্বারা দশদিক জয় করিয়াছেন, এবং যিনি নিজ বৈভবদ্বারা কুল-সাগরে জয় করিয়াছেন।৫। যিনি চেদীকুল পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ (৬) গৌতমগোত্রীয়, শ্রীদক্ষের শিষ্য মহাত্মা, সুধীর, ধার্ম্মিক, নির্ম্মলাবুদ্ধিসম্পন্ন, মহাতান্ত্রিক ও বীরদিগের শ্রেষ্ঠ।৬। ইনি অগ্নি-কুলোদ্ভব মহান্ গুহবংশের বংশধর এবং গুহাখ্য কুলকমলের মধুকর (৭) ইনি বহু পুণ্যরাশি সমন্বিত, ইনি বিরাট আখ্যাধারী বিরাট পুরুষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, ইতি অত্যন্ত তাপস-মহাবাহু। কাশ্যপগোত্র সম্ভূত, শ্রীহর্ষের শিষ্য কালিকাভক্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সদানুরক্ত, সদাচারযুক্ত, অনুগতজনের আশ্রয়স্থল, বিপ্র-পালক এবং ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।৮। ভট্টকে গুহ শব্দ উচ্চারণ করিতে শ্রবণ করিয়া নৃপতির সভা সকল উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন। ৯। মিত্রবংশ সিন্দুর কালিদাসচন্দ্র এই সভায়

(২) এই শ্লোকে মকরন্দ ঘোষের যশের সহিত তিনটী বস্তুর তুলনা করা হইয়াছে।

(১) শারদীয়চন্দ্রমাদীপিতি, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল।

(২) কুন্দফুল, শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক, যদি চন্দ্র নিষ্কলঙ্ক হইত তবে কুন্দ ফুলের উপমা আবশ্যক হইত না এবং (৩) সাগর পূর্ণ ও বিস্তৃত।

(৩) গুণৈর্নয়ৈঃ—গুণ এবং নয়, অর্থাৎ নীতি। গুণার্ণবৈঃ পাঠান্তর দৃষ্টি হয়।

(৬) পাঠান্তর—স চ চৈদ্যকুলাম্বুজ সোম সমঃ তাহা হইলে অর্থ অন্য প্রকার হইবে। কেন না চৈদ্যকুল পদ্মের চন্দ্রমা তিনি বলিলে অর্থ হয় না। চন্দ্র দর্শনে কমল মুদিত হয়। সোম শব্দ রাখিলে অর্থ হয় তিনি চেদীকুলের পদ্ম এবং তিনি চন্দ্রসদৃশ।

(৭) মধুব্রত শব্দের মধু যজ্ঞে নিরত অর্থ কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

(৮) সকলেই জানেন যে পঞ্চ কায়স্থ মধ্যে বিরাট গুহ অন্যতম, তাঁহার বর্ণনা এই শ্লোকে হইতেছে, শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত হইয়াছে যথা—

অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ॥

কিন্তু বসুবংশের পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে—

দশরথ বিদিতো জগতী তলে ইত্যাদি

এই প্রকার গ্রন্থকে প্রমাণ বলিয়া কতকগুলি শূদ্র-ব্রাহ্মণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থিত করেন। এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ গ্রন্থ কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

৯। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ঘোষ বসু ইত্যাদি উপাধি লইয়া কায়স্থগণ কনোজ হইতে আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন।

শোভা পাইতেছেন, ইনি যশস্বিদিগের মধ্যেও যশস্বী, সকলকালে সকলের সমাদরের পাত্র, তিনি প্রমত্তপ্রাণীর মত্ততাহারক, (১০) শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় যাঁহার যশ নির্ম্মল, বৈরিবণিতাগণও ইহার প্রতাপরূপ সূর্য্য দ্বারা উত্তপ্ত (অনুরক্ত) হইয়াছিলেন।১০। তিনি দ্বিজগণের পালক, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ, দীপশিখা যেমন অন্ধকারকে বিনাশ করে, তদ্রূপ তিনি তাঁহার কুলগৌরব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণবপ্রধান রথীশ্রেষ্ঠ, তিনি বিশ্বামিত্র গোত্রজ ও শ্রীছান্দড়ের শিষ্য।১১। ইনি অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব সুদত্ত বংশাবতংশ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ পুরুষোত্তম। ইনি অঙ্কশাস্ত্রে বিচক্ষণ (১২) ও অতীব সম্ভ্রান্ত এবং ইহার কুল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে রক্ষার্থে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন।১২। ইনি শৈখ প্রজাপালক (১৩), শৈব শ্রেষ্ঠ, রথীদিগের মধ্যে প্রধান ইনি মৌদ্গল্য গোত্রীয় শস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ, ভাস্বরনামা (১৪) সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী, ত্রিশূলধারীশম্ভু ইহার কুলদেবতা। ১৩। বঙ্গাধিপ সন্তুষ্টচিত্তে এই সকল পরিচয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া যথাশাস্ত্র বাঞ্ছিতযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।১৪। তদনন্তর মহাযশা আদিশূর দ্বিজাতিগণের (ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে) গ্রাম, সুবর্ণ, গো এবং বিবিধরত্ন দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান করিলেন।১৫। দ্বিজ ও প্রধানগণ এক বর্ষকাল অবস্থান করিয়া প্রাপ্তশিষ্টান্তে কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলেন।১৬। কতিপয় বর্ষ পরে

(১০) প্রমত্তসত্ত্বমত্তহঃ—এই অতি সুন্দর অনুপ্রাস অলঙ্কারে সজ্জিত শ্লোকাংশের অর্থ কি ? বেদজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় প্রণীত পরম উপাদেয় কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বাচন গ্রন্থ হইতে কায়স্থপরিচয়াত্মক শ্লোকগুলির মূল ও ব্যাখ্যার অনেক সাহায্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শ্লোকাংশের অর্থ তিনি এই প্রকার করিতেছেন—তিনি এমন বীর ছিলেন স্বীয় বলে প্রমত্ত দন্তীর মত্ততাও হনন করিতে পারিতেন। এই শ্লোকাংশে আমরা হস্তীর কোনও চিহ্ন দেখি না, তবে সত্ত্ব শব্দে প্রাণী বা জন্তু বুঝায়, আমরা প্রাণী শব্দ গ্রহণ করিলাম। বিশ্লেষণে অন্যার্থও হয় যথা—তিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন, তামসিক বাসনাদিকে তিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

(১২) মহাকৃতি—দীর্ঘ ঈকারান্ত হইলে কৃতীবান্, কার্য্যক্ষম ইত্যাদি অর্থ সঙ্গত হইত, কিন্তু কৃতি শব্দে অঙ্কবিদ্যারপারদর্শী বুঝায় আমরা উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলাম।

(১৩) শৈখপ্রজাপালঃ—শাস্ত্রী মহাশয় ইহার অর্থ করিতেছেন শৈখনামা ব্রাত্য ব্রাহ্মণ প্রজার অধীশ্বর ছিলেন। এই প্রকার অর্থ তিনি কোথায় পাইলেন। আমরা শৈখ প্রজাপালক গ্রহণ করিলাম। পাঠান্তরে সৈখসেনাধর, দত্তবংশ চৈত্রগুপ্তজ মতিমানের সখসেনাবংশ সম্ভব অতঃপর সৈখসেনাধর পাঠ যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।

(১৪) ভাস্বরাস্ত্রবলী পাঠান্তর ভাস্বরশ্চবলী। ভাস্বর শব্দেও বীর তজ্জন্য ভাস্বরাস্ত্রবলী আমরা গ্রহণ করিলাম।

(১৫) এই শ্লোক দ্বিজাতিভ্যঃ শব্দে উভয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে বুঝাইতেছে। যদি কেবল ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করা হইত তবে কায়স্থদিগকে রাজা কি দিয়াছিলেন

বিপ্র ও কায়স্থগণ, বঙ্গদেশে বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন।১৭। কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ তাঁহাদিগের মনের ভাব অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। ১৮। তদনুসারে দ্বিজ ও পঞ্চকায়স্থগণ ও নাগ, নাথ ও দাষপরিবারও ভৃত্যগণসহ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিলেন। ১৯। এবং নানাগোত্র সমন্বিত বহু সন্তান সৃষ্টি করিলেন।২০। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

তাহা লিখিত হইত। কায়স্থগণ যে গ্রাম আদি আদিশূরের নিকট পাইয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব। মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৮ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিবরণটী দ্রষ্টব্য—"উপনিবেশী কায়স্থগণ আদিশূরের সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সমাগত হইলে আদিশূর তাঁহাদিগকে রাজাপুর, রাজঘাট, সপ্তপুর ইত্যাদি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।" কায়স্থ দক্ষিণাস্বরূপ ভূম্যাদি পাইয়াছিলেন তাহাও ঐতিহাসিকতত্ত্ব। উক্ত কায়স্থতত্ত্বের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। পরিচয়ান্তে আদিশূর সন্তুষ্টচিত্তে এই দশজন দ্বিজকে যজ্ঞে বরণ করিলেন, যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণ পঞ্চক আচার্য্য, হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও সদস্যের পদবী গ্রহণ করিলেন। পঞ্চ কায়স্থ যজ্ঞ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র, বসু, মিত্র, কার্ত্তিকেয় ও দৈবত দেবতাগণের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। দশ জন দ্বিজ বরণপ্রাপ্তে দশটী বেদীতে উপবিষ্ট হইলেন ও হোমাদি কার্য্যও করিলেন। প্রাচীন কালে এই প্রকার নিয়ম ছিল। যখন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখনও কায়স্থগণ বরণপ্রাপ্তে যজ্ঞ রক্ষার ভার পাইয়াছিলেন।

কায়স্থাচার্য্য রামাপদ পাল চৌধুরী।

অবতারবাদের মূলে, কালে-নিহিত ভগবৎ সত্তা আমরা দেখিতে পাই। কোনও সময়ে এই সত্তা কেন্দ্রীভূতা (Concentrated) হইয়া একটী অসাধারণ দিব্যশক্তিসম্পন্ন মানবমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়; আবার অন্য সময়ে বিস্তৃতা (Diffused) ভাবে একের অধিক ব্যক্তিব্যূহে প্রকাশিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। শ্রীভগবান্ "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" বলিয়া যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ কালপ্রবাহে ধর্ম্মের বিকাশ। কালই অবতার, কখনও একটী, কখনও বা দশটী মূর্ত্তিতে প্রকাশ। যেস্থলে একটী তথায় আমরা ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ দেখি, যেখানে একাধিক সেখানে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখি না বটে কিন্তু সময়বারে অলৌকিক কার্য্য দেখিতে পাই। ভগবান্ বিশ্বরূপে এই ভাবটী আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকক্ষয়মূর্ত্তি তুমি কে? উত্তর হইল "কালোহস্মি" আমি কাল। অবতারকে আমরা

বিবিধ ভাবে প্রাপ্ত হই, তিনি কোন সময়ে পূর্ণ, আর কোনও সময়ে আংশিক।

যে কায়স্থমহাত্মার পবিত্রনাম এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে মধুরালোক প্রদান করিতেছে, তিনি কায়স্থসমাজকে শূদ্রধর্ম্ম হইতে উদ্ধার করিতে আংশিক অবতাররূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-কায়স্থসমাজ যৎকালে আকণ্ঠ শূদ্রত্বপাপে নিমজ্জিত, সনাতনধর্ম্মের ক্ষীণালোক যখন সমাজে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল মাত্র, লোক কোন্ পথে চলিবে তাহার স্থিরতাই ছিল না, সেই গভীর তমসাচ্ছন্ন সময়ে পুণ্যাত্মা বামাপদের আবির্ভাব। তিনি সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসী কায়স্থসমাজ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম, স্বদেশ স্ব-সমাজের মঙ্গলার্থে তিনিসর্ব্বস্বত্যাগী। এই মহাত্মা বিগত ৭ই বৈশাখ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা নগরীতে দীনহীনের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র জলসিক্ত প্রকোষ্ঠে তদীয় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বন্ধুবর প্রবোধগোপাল বসু দেববর্ম্মা আনন্দবাজার পত্রিকার স্তম্ভে সত্যই বলিয়াছেন "কায়স্থগণের প্রদীপ্ত সূর্য্য অস্তমিত হইল" সূর্য্য অস্তে গমন করিলে পুনরায় তাহার উদয় হয় কিন্তু বামাপদ আর উদয় হইবে না। বামাপদের ন্যায় লোক ক্ষণজন্মা, সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এক যুগে একবার মাত্র হয়।

আজ একাদশ বর্ষ অতীত হইল যখন স্বর্গীত রামনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থসভার প্রথমাধিবেশন হয়, তখন বামাপদের সৌম্যমূর্ত্তি আমার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীর বেশে, পায়জামা চাপকান পরিহিত, মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া তিনি সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগের শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মন্দিরের অবৈতনিক পুরোহিত বলিয়া পরিচয় দিলেন। কায়স্থসমাজের মঙ্গলার্থে স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের অন্বেষণে নিরত আমার চিত্ত, সেই দিবসেই বামাপদ তাঁহার নিজ সম্পত্তি করিয়া লইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার পরলোক গমন পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশবর্ষকাল বামাপদের জীবনী আমার জীবনের সহিত এক পথে বিচরণ করিয়াছে। আমি বয়সে প্রাচীন বলিয়া তিনি কৃপা করিয়া আমাকে "দাদা" বলিতেন। তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না সেই আদর্শ আচার্য্যের স্বার্থশূন্য মহাজীবনের সহিত আমার ক্ষুদ্র জীবন টুকু এক তুলাদণ্ডে তুলিত হইতে পারে। কায়স্থজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সহিত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আমাদের জীবনের তুলনা কি প্রকারে হইতে পারে?

বামাপদ পাল চৌধুরী ১২৫৬ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। এই ৬৩ বৎসরের প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ তিনি স্বজাতির মঙ্গলার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষকাল উত্তরপশ্চিম অঞ্চলেও ত্রয়োদশবর্ষকাল বঙ্গদেশে তদীয় কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবনের ইতিহাস আমরা সামান্য মাত্র অবগত আছি। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় পালচৌধুরীদিগের ইতিহাসবিশ্রুতবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যে বংশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য দয়ারাম পাল রায় চৌধুরী জন্মধারণ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগকে "একজাই" করিয়াছিলেন। তৎকালে উক্ত বংশের অবস্থা ধনে, জনে ও মানে অতিশয় গৌরবান্বিত

ছিল। কিন্তু বামাপদের সময়ে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রতার অঙ্কে লালিত, এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ধনাভাব ও দারিদ্র্য তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। তিনি বাল্যকালে যথারীতি বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজী ও বাঙ্গালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু পরজীবনে সামান্য উর্দ্দু ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইহার শ্বশুর কমিস্যারিট, অর্থাৎ সৈন্যদিগকে রসদযোগানবিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার-ই সাহায্যে তিনি উক্ত বিভাগে একটি পদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় বিংশতিবর্ষকাল তিনি এই বিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে নাগাহিল ও কাবুলযুদ্ধে সুবর্ণপদকদ্বয় পুরস্কার দেন। চিত্রলযুদ্ধেও তিনি একখানি তরবারি পুরস্কার পান। তিনি যৎসামান্য পেন্‌সন পাইয়া উক্ত বিভাগ পরিত্যাগ করেন।

যিনি যে পরিমাণে জ্ঞানের অবিনাশী রত্নালোকে জগৎ বিভাসিত করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে লোকসমাজে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যান। কায়স্থাচার্য্য বামাপদ পাল চৌধুরী কায়স্থসমাজে যে ধর্ম্মালোক আনিয়াছেন, তজ্জন্য লোকে তাঁহাকে চিরদিন মনে রাখিবেন। আমরা মনে করি ইহা একটি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। স্বার্থান্ধ সমাজে এই প্রকার স্বার্থত্যাগ একটি অনুপম দৃশ্য। তিনি স্ত্রী-পুত্র সংসার দূরে রাখিয়া নিরাসক্ত ভাবে প্রায় পঞ্চবিংশতিকাল সমাজের মঙ্গলার্থে অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। আজ ৭ বৎসর অতীত হইল আমি তাঁহার সহিত কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বঙ্গের নানা স্থানে প্রচার করিতে ফরিদপুর হইতে বহির্গত হই। এক মাসের ঊর্দ্ধকাল নৌকাযোগে আমরা ফরিদপুর ও বরিশালের নানা স্থানে ভ্রমণ করি। কায়স্থতত্ত্বে তাঁহার এতদূর অভিজ্ঞতা ছিল যে তিনি সভাসমিতিতে প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণকেও তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। এই সময়ে তাঁহার সাহায্যে আমি কায়স্থতত্ত্ব গ্রন্থখানি সঙ্কলন করি। প্রথম সংস্করণের আদ্যোপান্ত তাঁহার হস্তলিপি। তিনি মুক্তাফলের ন্যায় স্পষ্টাক্ষরে মাতৃভাষা লিখিতে পারিতেন। ইহার পর বর্ষে আমরা মুরশিদাবাদ জেলায় প্রচার করি। এই সময় তিনি বহুমূত্র রোগের যন্ত্রণায় নিরন্তর পীড়িত থাকিতেন। কায়স্থসভাতে তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাগণ নিবিষ্ট মনে ও উৎকর্ণে শ্রবণ করিতেন। সভাতে তাঁহার ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ও অমায়িকতা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া সভ্যগণের মন মুগ্ধ করিত। উপদেশ অপেক্ষা কর্ম্মই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থল ছিল। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। সভাস্থে উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া যজ্ঞোপবীতে কায়স্থকে বিভূষিত করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এই প্রকারে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও বঙ্গে তিনি শত সহস্র কায়স্থকে উপনীত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রথমে তিনি উপনয়নসংস্কার আনায়ন করেন, সেই হইতেই তিনি আচার্য্য আখ্যায় সংপূজিত হইয়াছিলেন। কায়স্থকে উপবীতি করিবার একটী নূতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবসে প্রয়াগের শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মন্দিরে এক সহস্র যজ্ঞোপবীত তাৎকালিক

হোম যজ্ঞের সময় গ্রন্থীযুক্ত করিয়া রাখিতেন। আদিদেবের নামেই উহা গ্রন্থীযুক্ত হইত। উক্ত মন্দিরে সমাগত কায়স্থমাণবকদিগকে উক্ত উৎসৃষ্ট উপবীত ও ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করিতেন। যাহারা এই প্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন তাঁহাদিগকে অন্য কোনও প্রকার ব্যয়বাহুল্য করিয়া হোম যজ্ঞাদি করিতে হইত না। কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন যে এবম্বিধ কার্য্য উক্ত মন্দিরের মাহাত্ম্য পরিচায়ক। এমন কি সময় সময় যে স্থানে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষবশতঃ আচার্য্যের অভাব হইত, তথায় তিনি ডাকযোগে উক্ত সূত্র পাঠাইয়া দিয়া উপনয়ন কার্য্য সম্পাদিত করিতেন। আমার মনে হয় আমি এই প্রকার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"দাদা ব্রাত্য-ব্রাহ্মণগণ যৎকালে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে একটী মাত্র প্রণাম করিয়া উপবীতী হইয়াছিল তখন ব্রাত্যকায়স্থগণ আদিদেবের সম্মুখে উৎসর্গীকৃত উপবীত দ্বারা দ্বিজত্ব উদ্ধার করিতে পারিবেন না কেন, আপনি কোন আপত্তি করিবেন না।" তাঁহার প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমি আর কোনও আপত্তি করি নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "যে উপনয়নবিস্তৃতি দ্বারা ক্ষত্রিয়সমাজ বঙ্গে সৃষ্টি করিতে না পারিলে আন্তর্বর্ণিক বিবাহ অথবা বিবাহের বরপণের সংকোচ, কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না।" কায়স্থসভার নেতাগণ প্রথমতঃ তাঁহার এই কথায় উপেক্ষা করিলেও এইক্ষণে উহার সারবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রচার ও উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। কোন কোন সময়ে আপৎকালে অর্থাৎ আচার্য্য ও পুরোহিতের অভাব হইলে তিনি নিজে হোমযজ্ঞ করিয়া কায়স্থকে উপনীত করিতেন। তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন কর্ম্মবীর ছিলেন। বিদ্রূপ তাড়না অনন্ত মস্তকে গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতেন। এই প্রকার বলিষ্ঠ কর্ম্মী ও উন্নতব্রতধ্বক্ কায়স্থ আচার্য্য জগতে আর কেহ কখনও দেখেন নাই। দারিদ্র্য ও রোগ তদীয় অঙ্গের ভূষণ করিয়া অদম্য উৎসাহে তিনি যেভাবে তাঁহার কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উপমা জগতে বিরল। অনাহারে অনিদ্রায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, আজ এক বৎসরের অধিক হইল তিনি আংশিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াও সাধ্যানুসারে তাঁহার প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোনও বাসস্থান ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রনারায়ণ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে চিকিৎসকের ব্যবসায় করিতেন। বামাপদ, কায়স্থসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের কলিকাতারবাটীর নিম্নতলে একটি জলসিক্ত অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে কায়ক্লেশে অবস্থান করিতেন। বিগত ১৩১৩ সনে কায়স্থসভাকে মৃতকল্প দেখিয়া তিনি একটি পৃথক্ সভা সংস্থাপন করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছিলাম না। সেই সময় আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সাহায্যে তিনি এক সংখ্যক রাজাবাগান জংসন রোডস্থিত

তাঁহার সুরম্যভবনে একটি আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার বিশেষত্ব হোমাগ্নির চিররক্ষণ ও কায়স্থোপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপন। উক্ত অগ্নিহোত্রী মহোদয়ের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা এই কার্য্যে বিশেষ উদ্যমের সহিত যোগদান করেন। আমরাও এই আনুষ্ঠানিকসভায় যোগদান করি। আচার্য্যের সাহায্যে এবং আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিক কায়স্থ-সভা দিন দিন উন্নতিরপথে অগ্রসর হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নানা স্থানে ইহার শাখা সংস্থাপিত হইয়াছিল। অনেক কায়স্থ-সন্তান এই চির রক্ষিত হোমাগ্নির সম্মুখে ক্ষত্রিয়াচারে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অহো! কালনেমীর বিপর্য্যস্ত আবর্ত্তনে আজ সেই মহাযোগীর তাপসাশ্রম কোথায়? এই সময়ে আচার্য্য নিজ অর্থ ব্যয়ে মৃত কায়স্থ-পত্রিকা সঞ্জীবিত করেন। অতঃপর আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে আচার্য্য "কায়স্থ-সংহিতা"নামে একখানি উপাদেয় মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার ভগ্নদেহে রোগের যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ক্রমে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইল, অজীর্ণ, শোথ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার হস্তপদাদি স্ফীত হইয়াছিল। কায়স্থসমাজের পরম হিতৈষী কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর মহাশয় আচার্য্যকে বিশেষ যত্নসহকারে চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসার নিমিত্ত ভাবসাগর মহাশয় কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে বিগত ৮ই বৈশাখ শনিবারে আচার্য্য বামাপদ তদীয় জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীনদেহে স্বর্গরাজ্যে পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তের নিকট প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রনারায়ণ দ্বাদশ দিনে, তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের তপোবলের প্রভাবে সৌগতধর্ম্মের অপগমে যখন শত সহস্র ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন তখন ক্ষত্রিয়জাতির উদ্ধার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কালপ্রবাহে ক্ষত্রিয়জাতির উদ্ধারকর্ত্তা উত্তরপুরুষের মধ্যে উত্থিত হইবেন। বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উদ্ধারকর্ত্তা যে বামাপদ পাল তাহা কায়স্থসমাজ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। আচার্য্যের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপসংহারকালে, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল বসু দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে যে একটি মর্ম্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বামাপদবাবু এক মাত্র অপরিণত বয়স্ক অষ্টাদশবর্ষীয় বালক পুত্র ইন্দ্রনারয়ণকে রাখিয়া গিয়াছেন। একটি বিবাহিতা কন্যা এবং আর একটি দ্বাদশবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা আছে। আজ সেই শোকসন্তপ্তা নিতান্ত নিরাশ্রিতা বালিকার বিবাহের কথা কি স্বজাতিগণ একবার ভাবিবেন না? সমাজে হৃদয়বান্ ব্যক্তি কি কেহ নাই? অনেকেই বামাপদবাবুকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, অনেকেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন,

অনেক কায়স্থমহারথী তাঁহার গুণ-গরিমা বুঝিতেন। বিশ্বপ্রেমিক বামাপদের পুত্র-কন্যাকে অচার্য্যের প্রিয় স্বজাতীয় ব্যক্তি-বৃন্দ আশ্রয় দিবেন না কি? যাঁহাদের জন্য আচার্য্য জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তদীয় গুণের পুরস্কার দিবেন। এই হৃদয়ভেদী চিত্রে বঙ্গীয় কায়স্থসভার মনোযোগ আমরা আকর্ষণ করিতেছি। আমরা আশা করি, আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বামাপদ পাল মহাশয়ের পুত্র-কন্যার সাহায্যার্থে কায়স্থ-সমাজের বদান্য নেতৃগণের নিকট অর্থভিক্ষা করিবেন। বামাপদ পাল মহাশয়ের অসংখ্য বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার নিরাশ্রয় পুত্র-কন্যাগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বামাপদের স্মৃতি চির রক্ষিত করিতেও আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এই বিষয়ে অনতিবিলম্বে একটী সভা কলিকাতায় আহুত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

যে কায়স্থ চরিত্রের অপূর্ব্ব নিদর্শন বীজ মহাত্মা বামাপদ পাল চৌধুরী কালপ্রবাহে নিহিত করিয়া গেলেন, তাহা হইতে যেসকল স্বার্থত্যাগী কায়স্থমহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গ ও জ্ঞান গরিমা বিরাট কায়স্থজাতিকে একটি অখণ্ড গৌরবপূর্ণ সমাজে পরিণত করিবে। বামাপদ পাল নিজ গরিষ্ঠ কর্ম্মফলে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা করিতে হইবে না, তবে যে কায়স্থসমাজের জন্য তাঁহার আত্মোৎসর্গ ও জীবনব্যাপী সংগ্রাম তাহার মঙ্গলার্থে আমরা বিশ্বেশ্বরের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতেছি। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং॥

সম্পাদক।

একটী প্রস্তাব।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়!

১। আপনি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায় আমাকে মাঝে মাঝে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আপনার এই অনুরোধ আমি আমার পক্ষে গৌরবজনক মনে করিয়াছি। কায়স্থসমাজ সম্বন্ধে লিখিবার কথা অনেক আছে; কিন্তু লিখিতে আমার উৎসাহ হয় না। যে বৎসর যে দিনে কলিকাতায় বহুবাজারে ৺অক্রুরদত্ত মহাশয়ের ভবনে চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে "আন্তর্গণিক" বিবাহের প্রস্তাব হইয়া মুষ্টিমেয় বঙ্গজ কায়স্থ ও তদপেক্ষা অন্ততঃ পঞ্চগুণাধিক দক্ষিণরাঢ়ীয়-গণের মধ্যে অধিকাংশেরমতে বিবাহের প্রস্তাবটী গৃহীত হইল, সেই দিন হইতে আমি আর বঙ্গীয়-কায়স্থসভা হইতে কোন প্রকার সুফললাভের আশা করি নাই। যে দিন শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় অযোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন

এবং সেই প্রস্তাবের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে এই কথাটা রহিয়া গেল যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণ বঙ্গজ কায়স্থকন্যার সহিত তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন না অর্থাৎ বঙ্গজ কুলীনগণের সহিত সমভাবে মিশিবেন না, মোটকথা তাঁহাদিগকে মৌলিক (বাঙ্গাল) করিয়া লইবেন, সেই দিন হইতে আমি আর কায়স্থসমাজের মিলনের আশা করি নাই। যখন সেই প্রস্তাবে সভার অধিকাংশ (দুই একজন ভিন্ন সমস্ত) সম্ভ্রান্ত কুলীন বঙ্গজ-কায়স্থ আমাদারা আপত্তি উত্থাপিত করিলেও সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কৌশলক্রমে উহার প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই দিন হইতে আমি আর এইপ্রকার সভার উপর প্রাণের সহানুভূতি রাখিতে পারি নাই। বস্তুতঃ সেই দিন হইতে চন্দ্রদ্বীপ, ফরিদপুর, ও বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত দূরদর্শী কায়স্থগণ কায়স্থসভার সম্পর্ক হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

২। "মিলন" বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তুমি যদি আমার মাথাটা টানিয়া নিয়া তোমার চরণ-কমলে সংলগ্ন করিতে চাও, আমি কি সেরূপ মিলন বাঞ্ছা করিতে পারি? কলিকাতার কায়স্থসভায় যেরূপ মিলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে উহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবে কি কুলীন কি মৌলিক সর্ব্বশ্রেণীর বঙ্গজ কায়স্থকে অচিরে অত্যন্ত হীন অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইবে। অথচ তাহাতে দেশের কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল হইবে না। "মিলন" বাঞ্ছনীয়; কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি একজনার যক্ষ্মারোগ হয় তবে তাঁহাদেরও মিলন বাঞ্ছনীয় হয় না, অন্যের কথা কি? সংপ্রতি একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি, সু-কুলীন দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশজ কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে নন্দীবংশীয় একটী যুবকের বিবাহ হইবে, বরপণ দিতে হইবে চারিহাজার টাকা। এরূপ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত সমাজের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থগণ মিলিতে প্রস্তুত আছেন কি? দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ ধনে বড় বলিয়া আপনাদিগকে "বড়" মনে করেন, কাজেই তাঁহারা আমাদিগের অনুকরণ করিতে চাহিবেন না, আমাদিগকে তাঁহাদিগের পেছনে টানিবেন। এ ভাব যত দিন থাকিবে ততদিন মিলনে কিছুমাত্র লাভের সম্ভাবনা নাই। আমার বিবেচনায় বঙ্গজ কায়স্থসমাজকে প্রথমে আপনার মধ্যে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে, সে যখন আপনাদিগকে মানুষের মতন করিয়া সম্মুখীন হইবে, তখন আর দক্ষিণ রাঢ়ীয়গণ তাঁহাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। তখন মিলন হইতে পারিবে এবং সেরূপ মিলনে উভয় সমাজের কল্যাণসাধিত হইবে।

৩। সম্পাদক মহাশয়! আপনি এই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত কায়স্থসমাজের কল্যাণার্থ প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছেন, আপনার চেষ্টা নিঃস্বার্থ ও অকপট, আমি অনুরোধ করি আপনি আরও একটু পরিশ্রম করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থসমাজকে একটা মূর্ত্তিদানের চেষ্টা করুন। আমার প্রস্তাব এই:—

(১) ঢাকায় একটী কায়স্থসভা প্রতিষ্ঠিত হইবে উহার নাম হইবে "পূর্ব্ববঙ্গীয় বঙ্গজ-কায়স্থসভা।"

(২) বরিশালে, ফরিদপুরে এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য প্রধান নগরসমূহে উহার "শাখা-সভা" থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক জেলার মহকুমায় এবং প্রধান প্রধান গ্রামসমূহে শাখা-সভার অন্তর্গত "প্রশাখা-সভা" থাকিবে।

(৪) প্রত্যেক জেলা হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি ঢাকা-সভায় প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক জেলার কায়স্থসংখ্যার হিসাবে প্রতিনিধি সংখ্যা স্থির করা হইবে।

(৫) কলিকাতার "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা"র অধিবেশনে পূর্ব্ববঙ্গীয় বঙ্গজকায়স্থ-সভা" প্রত্যেক জেলা হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবেন। প্রত্যেক জেলার শাখা-সভা তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া ঢাকার মূল সভার নিকট পাঠাইবেন, মূল-সভা উহা বঙ্গীয়-কায়স্থ সভার নিকট পাঠাইবেন।

(৬) প্রেরিত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অধিকাংশের যে মত হইবে, তাহাই বঙ্গীয় কায়স্থসভায়, পূর্ব্ববঙ্গীয়-বঙ্গজ-কায়স্থ সভার মত বলিয়া গৃহীত হইবে। এই সভা আত্মোন্নতির জন্য অন্যান্য যে সকল কার্য্য করিবেন তাহা এ স্থানে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে পূর্ব্ববঙ্গীয় বঙ্গজ-কায়স্থ-সভাতে নিজ সমাজের মধ্যে এমন সকল সংস্কার করিতে হইবে, যাহার সহিত অন্য সমাজের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, যথা পর্য্যায়সম্বন্ধীয় গোলযোগ মীমাংসা করা, অথবা পর্য্যায়বন্ধন ছিন্ন করা, সৎক্রিয়ান্বিত কায়স্থদিগকে উচ্চ সম্মান উপাধি ও উচ্চ অধিকার দেওয়া, দরিদ্র কায়স্থ বালকদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি। আমার শরীর কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে নতুবা আমিও কাঠবিড়ালের মতন আপনাদের সেতুবন্ধের কাজে যোগ দিতে পারিতাম। ইতি (ক)।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

(ক) শ্রদ্ধেয় স্বদেশবন্ধু গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পত্রখানি আমরা সাদরে পত্রস্থ করিলাম। আমার বিশ্বাস শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র মহাশয় প্রমুখ দক্ষিণরাঢ়ীয় আত্মাভিমানী কুলীন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীন মহাত্মাগণের অনেকের ইচ্ছা কৌলিন্য মর্য্যাদার সমতা রক্ষা করিয়া (on equal terms) সমাজের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ কার্য্যে পরিণত হয়। এই প্রকার মিলন বাঞ্ছনীয় এবং ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। বঙ্গীয় কায়স্থসভার বর্ত্তমান নেতাগণের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে সভা ক্রমে ক্রমে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে। ঠাকুরতা মহাশয় এইক্ষণ সভায় যোগদান করিলে কোনও মর্ম্মবেদনা অনুভব করিবেন না। তথাপি উক্ত মূলসভার কোনও প্রকার অঙ্গহানী না করিয়া "পূর্ব্ববঙ্গীয় কায়স্থ-সভা" ঢাকা নগরীতে সংস্থাপিত করা উচিত। যশোহর, টাকী, চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর, ও বিক্রমপুরের বঙ্গজ কুলীন ও মৌলিক কায়স্থ মহাত্মাগণ বরিশাল, ঢাকা, গাভা, বানরীপাড়া, পূঁড়া, যশোহর যিনি যেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে, ঢাকা নগরীতে গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রস্তাবিত সভাটীর সত্বর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। মহাপ্রাণ বঙ্গজ কায়স্থদিগের আত্মোন্নতি জন্য উক্ত সভার যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। সম্পাদক।

প্রতিবাদ।

বিগত ১৩১৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়বিশারদ মহাশয় "শ্যাম ও শ্যামা" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, আমরা শ্যাম ও শ্যামা শব্দ লইয়া "অযথা শুষ্ক কলহে" প্রবৃত্ত হইয়াছি। অহো! কি পরিতাপের বিষয় যে ধ্যেয় বস্তুর সমীচীন অর্থ মীমাংসাকে তিনি "শুষ্ক কলহ" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন! ভগবান্ চিত্রগুপ্ত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ কিম্বা গৌরবর্ণ তাহা স্থিরতর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া আমি "শুষ্ক কলহ" করিয়াছি তাঁহার ধারণা হইল! ভগবান্ চিত্রগুপ্ত কোন্‌রূপে ধ্যেয় হইবেন তাহা কি নিশ্চয় হওয়া উচিত নহে? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে প্রথমে ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে কহিয়াছেন যথা,—

যদাসনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।
কাষ্ঠাং ভগবতোধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ॥
প্রসন্ন বদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
নীলোৎপল দলশ্যামং শঙ্খ চক্র গদাধরম্॥
... ...

তৃতীয় স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ১২—১৩।

এইরূপ ধ্যান করিতে গেলেই রূপ আবশ্যক। সাধারণ প্রাকৃতপ্রেমে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নায়িকা প্রথমে নায়কের রূপানুসন্ধান করিয়া থাকেন, সে রূপ দর্শনে অভ্যাস হইয়া গেলে, তাঁহার গুণানুসন্ধান করিয়া থাকেন; সে গুণ অভ্যাস হইয়া গেলে তিনি রূপও চাহেন না ও গুণও চাহেন না। তখন বিনা রূপ গুণে তিনি নায়ককে ভালবাসেন। সেইরূপ অপ্রাকৃত প্রেমেও ভক্ত ভগবানের রূপানুসন্ধান করিয়া থাকেন; ক্রমে রূপাস্বাদনে বিতৃষ্ণা হইলে তিনি গুণানুসন্ধান করিয়া থাকেন; ক্রমে গুণাস্বাদনে বিতৃষ্ণা হইলে তিনি বিনারূপ ও গুণে ভগবানকে ভালবাসেন। ইহাকে অহৈতুকী প্রেম কহা গিয়া থাকে; কিন্তু কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত উভয় প্রেমের আরম্ভে রূপ আবশ্যক হইয়া থাকে। গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর 'পূর্ব্বরাগ" বর্ণনের প্রথমেই তাঁহারা রূপবর্ণন করিয়াছেন। অশ্বালয়ন গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে ভগবান্ চিত্রগুপ্তের আবাহনে

উদীচ্যা বেষধরং সৌম্যদর্শনং লেখনীপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতু প্রত্যধি দেবতাং চিত্রগুপ্তমাবাহয়ামি। ২০ অধ্যায়ে ৬।

তখন তাঁহার কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা স্থির করা উচিত নহে কি?

আমি একজন "খ্যাতনামা বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে লেখনী" ধারণ করিয়াছি বলিয়া বিশারদ মহাশয় আমায় কটাক্ষ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই যে তিনি যথেচ্ছাচার হইবেন এবং কেহ কোন কথা বলিতে পারিবেন না ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার প্রতি তাঁহার কটাক্ষের কারণ যে সরকার মহাশয় তাঁহার "প্রিয়তম সুহৃৎ।" রমেশচন্দ্র

দত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অর্থের অনেক স্থানে হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়, দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইলে রমেশ বাবুর কোন বন্ধুর নিকট তিনি অপরাধী! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেক নভেল লিখিয়াছেন (যদিও সে রসের আস্বাদন আমি জ্ঞাত নহি)। তিনি "কৃষ্ণচরিত্র"ও লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকখানি একদিন আমার বেদ-দর্শনাদির অধ্যাপক দ্রাবিড়দেশনিবাসী পূজ্যপাদ গোলোকবাসী ব্যাঙ্কট বরদাচার্য্য মহাশয় (পুস্তকের নাম দেখিয়া) আমায় পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ পুস্তকের নবম পরিচ্ছেদ আমার চক্ষে পতিত হইয়াছিল। আমি তাহাই পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহাতে বঙ্কিমবাবু ধারণা করিয়াছেন যে, 'অনুগীতা' প্রক্ষিপ্ত, যেহেতু পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ে উহার উল্লেখ নাই। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্র আর পাঠ করা হয় নাই। এক্ষণ বঙ্কিম বাবুর মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত তাহা দেখাইতেছি। বোম্বাই মুদ্রিত মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

ততোঽশ্বমেধিকং পর্ব্ব সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
অনুগীতা ততঃ পর্ব্বজ্ঞেয় মধ্যাত্ম বাচকম্॥

তদ্ভিন্ন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"তথা চ স্মরণ মনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য।"

১ অধ্যায়ে ৪ ব্রাহ্মণে ১০।

এক্ষণ পাঠক মহোদয় এ প্রমাণ মান্য করিবেন? না নভেললেখক বঙ্কিমবাবুর মত মান্য করিবেন? তাহা হইলে "সাহিত্য-সম্রাট্" বঙ্কিমবাবুকে কেহ কোন কথা বলিতে পারিবেন না। তিনি যাহা বলিবেন তাহাই অভ্রান্ত!! আমি হিন্দুপত্রিকায় কতকদূর সামবেদ সংহিতার অনুবাদ করিয়াছিলাম। তাহা হইলে আমার মতও অভ্রান্ত! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, বেদাধ্যয়ন কি বোম্বায়ের তুকারাম তাতিয়ার কিম্বা কলিকাতার প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্নের কিম্বা আজমীরের আর্য্য-সম্প্রদায়ের কিম্বা লিপজিগ প্রকাশিত পুস্তকে হইয়া থাকে? যে নিয়মে বেদাধ্যয়ন করিতে হয় সে নিয়ম অধুনাতন সময়ে অস্মদ্দেশে কৈ? সে ব্রহ্মচর্য্য কৈ? সে গুরুগৃহে বাস কৈ? স্মৃতিশক্তির অভাবে অধুনাতন সময়ের বেদ ত কাগজে মুদ্রিত! যে নিয়মে গুরুমুখের উচ্চারিত বেদ অভ্যাস করিতে হয়, সে নিয়মে অভ্যাস না করিলে বেদের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। অলাবুপাত্রে বীণার মধুর ধ্বনি হইয়া থাকে কিন্তু কাষ্ঠপাত্রে সে ধ্বনি সম্ভবে না। সান্দীপণি মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তাহাতে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

"প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ।"
... ...
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সংজগৃহতুর্নৃপ॥

শ্রীভাগবতে ১০। ৪৫ অধ্যায়ে।

এই জন্যই বেদের নাম "শ্রুতি।" এই নিয়ম থাকাতেই তৈত্তিরীয় শাখার সৃষ্টি শুনিতে পাওয়া যায় যে যাজ্ঞবল্ক্য, গুরুবাক্যে শিক্ষিত বেদ বমন করিয়াছিলেন, পরে তৈত্তিরী পক্ষী রূপে তাহা গ্রাস করিয়াছিলেন। এক্ষণকার লোকের বেদপাঠ কেবল শব্দ বোধমাত্র;

তাহাও সকলস্থানে সুস্পষ্ট হয় না। কোথাও প্রোফেশর মোক্ষমুলের মতানুলম্বনে, কোথাও অমুক প্রোফেশরের মতানুলম্বনে শব্দবোধ হইয়া থাকে। শব্দের অর্থ তিন প্রকার—

অর্থোবাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধামতঃ।

সাহিত্যদর্পণে ১ পরিচ্ছেদে।

আমরা বেদের শব্দ "বাচ্যার্থেই" বুঝিতে পারি না, লক্ষ্য ত দূরের কথা। বেদের অর্থ দূরে থাক্ আমরা বেদ উচ্চারণও করিতে পারি না। আমাদের কথা দূরে থাক্ অতি প্রাচীনকালে এক উদাত্তস্বর উচ্চারণ দোষে "ইন্দ্রশত্রু" শব্দ হইতে বৃত্রাসুর উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার উৎপত্তির কারণ এই—

হত পুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।১১
ইন্দ্র শত্রো বিবর্দ্ধস্ব মাচিরং জহি বিদ্বিষম্॥
অথান্বাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোর দর্শনঃ॥১২

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে।

ইহার টীকায় স্বামিপাদ কহিয়াছেন—

"অত্র চেন্দ্রশত্রু পদস্যাদ্যুদাত্তত্বাৎ বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদমিতি স্মৃতে র্বহুব্রীহি লক্ষনোৎপত্ত্যা ইন্দ্র এব তস্য শত্রুরভূৎ।"

এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় কথিত হইয়াছে—

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্র শত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ॥

ইহার উচ্চারণ দোষের জন্য সায়নাচার্য্য কহেন—"ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্দ্ধস্বেত্যস্মিন্মন্ত্রে ইন্দ্রস্য শত্রুর্ঘাতক ইত্যস্মিন্ বিবক্ষিতেহর্থে তৎপুরুষ সমাসে সমাসস্যেতি সূত্রেণ তৎপুরুষত্বাৎ অন্তোদাত্তেন ভবিতব্যং আদ্যুদাত্তস্তু প্রযুক্তঃ তথা সতি পূর্ব্বপদ প্রকৃতি স্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাৎ ইন্দ্রো ঘাতকো যস্যেত্যর্থঃ সম্পন্নঃ।"

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে।

এহেন বেদকে আমরা একটী ক্রীড়াকন্দুকস্থায় ব্যবহার করি ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে? ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে যেরূপ ঋতুমতীস্ত্রী সম্ভোগ কামনা করিয়া আপন ইচ্ছায় আপন দেহ তাঁহার পতিকে অর্পণ করেন তদ্রূপ বেদসংহিতা ইচ্ছা করিয়া যাঁহাকে ধরা দেন তিনিই বেদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন—

উতত্বঃ পশ্যন্নদদর্শবাচ
যুতত্ব শৃণ্বন্ শৃণোত্যেনাম্।
উতোত্বস্মৈ তন্বঃ বিসস্রে
জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

ঋগ্বেদ সংহিতায়ং ৮ অষ্টকে ২ অধ্যায়ে ২৩ বর্গে।৪।

যদি তাহা না হইবে তাহা হইলে নারদাদি ঋষিগণ হৃদয়ে বেদ ধারণা করিয়া কি রূপে জাতিস্মর হইয়াছিলেন? অধুনাতন সময়ে কত লোকে ত বেদ পাঠ করিতেছেন কিন্তু জাতিস্মর কে হইয়াছেন? রমেশ বাবু যে ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কি জাতিস্মর হইয়াছিলেন? বরং তাঁহার বেদ পাঠের ফল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি ঋগ্বেদ সংহিতা ভাগ অনুবাদ করিয়া "বেদচাসার গান" ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন! কেহ বা বলিয়াছেন যে "বেদ অসংস্কৃত বাক্যের সমষ্টিমাত্র"। সরকার মহাশয়ের ও বেদানুবাদের ফল এই দেখিতেছি যে তিনি মহৎ ব্যক্তিগণকেও তৃণজ্ঞান করিতেছেন। তিনি মহামহোপাধ্যায় টীকাকার মল্লিনাথ

সুরিকেও অবজ্ঞা করিয়াছেন! বৃক্ষ ফলভরে নত হইয়া থাকেন—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈঃ

শকুন্তলে ২ অঙ্কে। নীতিশতকে চ।

কিন্তু তাঁহার নম্রতা কৈ? মল্লিনাথের মস্তিষ্কে ও সরকার মহাশয়ের মস্তিষ্কে কত প্রভেদ 'খ্যাতনামা বেদজ্ঞ পণ্ডিত' বলিয়া সরকার মহাশয়ের মস্তিষ্কে সে তুলনা শক্তি না থাকিতে পারে কিন্তু পাঠকমহোদয়গণ তাঁহার বিচার করুন; কারণ বিশুদ্ধ ও মলিন স্বর্ণের পরীক্ষা অগ্নিতেই হইয়া থাকে,—

হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকা পিবা।

রঘৌ ১ সর্গে ১০।

উদারচরিত দেবোপম মহর্ষিগণ এই জন্যই বেদপাঠাধিকারীর সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন! যে ভগবান্ সায়নাচার্য্য আবির্ভূত না হইলে বেদের স্থূলার্থও কেহ বুঝিতে পারিতেন না সেই সায়নাচার্য্যই ঋগোপদ্ঘাত প্রকরণে বলিয়াছেন যে, বেদ অতি গম্ভীর—

'অতি গম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতু-মিত্যাদি

সেই বেদকে আমরা প্রোফেশর দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি। অথচ বিষ্ণুসংহিতায় বলেন,—

নগচ্ছেন্ ম্লেচ্ছ বিষয়ং।

৮৪ অধ্যায়ে।

ভট্টির পঞ্চম স্বর্গের ১৮ শ্লোকে (যোষিদ্বৃন্দারিকেত্যাদি) ভরত মল্লিক অর্থ করেন যে, 'দুর্ব্বাকাণ্ডমিব তৎতুল্যা কৃশাঙ্গীত্যর্থঃ।' তাহাতে বিশারদ মহাশয় "কৃশাঙ্গী" শব্দে "ক্ষীণমধ্যা" অর্থ কোথা হইতে পাইলেন বুঝিলাম না। ইহা কোন আভিধানিক অর্থ নহে। কাব্যশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের "কৃশাঙ্গী" একটা গুণ, যথা—

অপ্রভূত মতনীয়সিতন্বী

কাঞ্চিধাম্নি পিহিতৈকতরোরু।

মাঘঃ ১০।৮৩।

যানেন তন্ব্যা জিতদন্তি নাথৌ

পাদাব্জরাজৌ পরিশুদ্ধ পার্ষ্ণী।

নৈষধচরিতে ৭।১০১।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপিতন্বী

শকুন্তলে ১ অঙ্কে।

লিকামং ক্ষামাঙ্গী সরস কদলীগর্ভ সুভগা

কলাশেষা মূর্ত্তিঃ শশিনইব নেত্রোৎ সবকরী।

মালতীমাধবে ২ অঙ্কে।

তন্বী শরৎ ত্রিপথগা পুলিনে কপোলৌ

লোলেদৃশৌ রুচির চঞ্চল খঞ্জরীটৌ।

অমরুশতকে।

তন্বীং বিশাল জঘনাং স্তনভার খিন্নাং

চৌরপঞ্চাশিকা।

তন্বী নূতন পল্লবৈর্বিরচিতা শয্যাতলে শায়িনী

উদ্ভট।

তাম্বূলং তপনস্তৈলং তূলা তন্বী তনূনপাৎ।

হেমন্তে যে ন সেবন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥

উদ্ভট।

ইত্যাদি অনেক স্থানে তন্বী বা কৃশাঙ্গী শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু তন্বী অথবা কৃশাঙ্গী শব্দে "ক্ষীণমধ্যা" নহে। যদি 'কৃশাঙ্গী' শব্দে 'ক্ষীণমধ্যা' হয় তাহা হইলে মেঘদূতের—

তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

মধ্যেক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্লোকে 'মধ্যেক্ষামা' শব্দের অর্থ কি হইবে? আরও দুর্ব্বাকাণ্ড, ক্ষীণমধ্যা নহে, ইহা সকলের প্রত্যক্ষীভূত।

"মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং" ও "অঞ্জনাদ্রি নিভাং শ্যামাং" এই দুই শ্লোকে "শ্যামা" শব্দ

"কৃষ্ণবর্ণা" অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই কেন? মহামেঘের বর্ণ ও অঞ্জনের বর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ নহে? "মহামেঘ প্রভা" ও "অঞ্জনাদ্রি নিভা" এই দুইটী বাক্য "শ্যামা" শব্দের বিশেষণ। শ্যামাং কিম্ভূতাং? অঞ্জনাদ্রি নিভাং অথবা মহা মেঘ প্রভাং। শ্যামা শব্দে "অপ্রসূতেতি কেচিৎ" ইহা ভরতমল্লিকও বলিয়াছেন; কিন্তু এখানে সে অর্থ সম্ভবপর নহে, কারণ এই দুই স্থানে কালীর রূপ-ই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি যে 'অপ্রসূতা' তাহা সে সময়ে বলিবার আবশ্যক হয় নাই। ভট্টিতে সে অর্থ হইতে পারে, কারণ সূর্পনখা রাবণের নিকট সীতাদেবীর রূপের প্রশংসা করিয়াছেন ও 'অপ্রসূতা' বলিয়া রাবণের লোভ দেখাইবার উদ্দেশ্য। কিন্তু কালীর ধ্যানে কালী যে 'অপ্রসূতা, তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন-ই নাই। শব্দের নানা অর্থ, কিন্তু কোন্ অর্থ কোথায় সুস্পষ্ট হয়, তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে? "সৈন্ধব" শব্দে 'ঘোটকবিশেষ' ও 'লবণ বিশেষ' উভয়-ই বোধ করাইয়া থাকে, কিন্তু ভোজনকালে 'সৈন্ধব মানয়' বলিলে কি কেহ ঘোড়া আনিয়া দেয়? ও গমন-কালে 'সৈন্ধব মানয়' বলিলে কিহে লবণ আনিয়া দেয়? সুতরাং শ্যামা মার ধ্যানে যে 'শ্যামা' শব্দ আছে, উহার অর্থ কৃষ্ণবর্ণ-ই হইবে। সীতাদেবীকে ভট্টিতে যে "দূর্ব্বাকাণ্ড মিব শ্যামা" বলিয়াছেন তাহার অর্থ সীতাদেবী দূর্ব্বাকাণ্ডের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বলা উদ্দেশ্য নহে। এ অর্থ সরকার মহাশয়-ই মহামান্য টীকাকারগণকে অবজ্ঞা করিয়া করিয়াছেন। টীকাকারগণ কহিয়াছেন যে, 'দূর্ব্বাকাণ্ড মিব তম্বুল্লা কৃশাঙ্গী' ও 'শ্যামা' কি না 'শ্যামাঙ্গী।' এ 'শ্যামাঙ্গী' যদি 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা' অর্থ হয় তাহা হইলে রামায়ণ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে সীতাদেবীকে যে "তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা" বলা হইয়াছে তাহার সহিত কোন বিরোধার্থ হয় না।

বিশারদ মহাশয় "শ্যামা" বলিলে কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রীকে বুঝায় না কেন বলিলেন বুঝিলাম না। তাঁহাকে "প্রকৃতি বিবেক" "প্রকৃতিবাদ" "শব্দসার" প্রভৃতি অভিধান দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। "শ্যামা" শব্দ পারিভাষিক বলিলে চলিবে না। যে বেদব্যাস—

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালেচ শীতলং॥

শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ বেদ ব্যাসের পদানুসরণ করিয়াই—

শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখ শীতলা।
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা॥

এই শ্লোক রচিত হইয়াছিল ইহা একটু মনোনিবেশ করিলেই বেশ বুঝা যায় কারণ শ্যামা গুণ না থাকিলে উপরোক্ত দুইগুণ অর্থাৎ শীতে সুখোষ্ণাঙ্গ ও গ্রীষ্মে শীতলাঙ্গ সম্ভবে না। সুতরাং এই মস্তিষ্ক লইয়াই মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ সূরি প্রভৃতি টীকাকারগণ এই লক্ষণপ্রয়োগ করিয়াছেন কারণ তপ্তকাঞ্চণের বর্ণই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বিশারদ মহাশয় যে অমরকোষের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন উহাতে "সেবকাঃ" স্থানে "মেচকা" হইবে কারণ "সেবকাঃ" হইলে নীলাদি গত বর্ণ পর্য্যায়ে ঐ শব্দটি আইসে না।

দাস গোস্বামী মহাশয় শ্রীমতীকে "কণক-চম্পক সন্নিভ উজ্জ্বল গৌরবর্ণা" না বলিয়া কেন "শ্যামা" বলিয়াছেন—এ দোষ আমার

নহে। তিনি পরমভক্ত ছিলেন—তিনি শ্রীমতীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইতেন। আমি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক দিয়া আমার মত পুষ্ট করি নাই—মহাজনদিগের পথ দিয়াই আপন মত পুষ্ট করিয়াছি। অন্যান্য উত্তর সরকার মহাশয়ের প্রতিবাদে দিব। ৩৫২ পৃষ্ঠায় সম্পাদক মহাশয়ের ফুটনোটের মন্তব্য সমীচীন হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়কে সাহিত্য দর্পণের দশম পরিচ্ছেদের অলঙ্কারের "উপমা"টি দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি।*

(এতদিন প্রবাসে থাকাবশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইল)। শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

* বিজ্ঞলেখক আমাদিগকে সাহিত্য দর্পণ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য অলঙ্কারশাস্ত্রে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান না থাকা যতদূর আশ্চর্য্যের বিষয় না হউক, পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩১৮ সনের প্রতিভার বৈশাখী সংখ্যায় ২০ পৃষ্ঠায় অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের সুপবিত্র লেখনীমুখে—"আরও ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনা "শ্যামঃ কমললোচনঃ"; তাহাতে যিনি কমললোচন তাহার বর্ণ যে খসখসে কাল বা দগ্ধ মৃণ্ময়পাত্রের নিম্নদেশের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ তাহাও সম্ভাপর নহে" এই কথা কয়েকটী নির্গত হওয়া ততোঽধিক আশ্চর্য্যজনক কি না তাহা বিবেচ্য ইতি। সম্পাদক।

বিজয়সেন প্রশস্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৬, ১৩১৭ সনের ৩২৯ পৃষ্ঠা হইতে)।

প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বা নিরুদ্ধোমুধা
জাতাপি কৃতোস্তি দক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অস্তামুচ্ছ পথোয়মুচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।

(হে রাজন্!) অমুনা তব প্রাসাদেন এব (ত্বয়া নির্ম্মিতেন প্রাসাদেন) হরিতাং (দিশাং) অধ্বা (পন্থাঃ) নিরুদ্ধঃ। অদ্যাপি তাসা (সূর্য্যেণ) মুনিঃ (অগস্ত্যঃ) দক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী কৃতঃ অস্তি (দক্ষিণদিক্‌বাসী কৃতঃ অস্তি) মুধা (বৃথা এব) (প্রাসাদেনৈব দিশামাবরণাৎ ইদানীং বিন্ধ্য-নিগ্রহো বিফল ইতি ভাবঃ) (তর্হি কিমিদানীং করণীয়-মিত্যাশয়েনাহ) অয়ং (অগস্ত্যমুনিঃ) উচ্ছ পথঃ (ত্যক্ত প্রতিজ্ঞঃসন্) (দিবাকর সমীপে কৃতাং প্রতিজ্ঞাং অপহায়) অস্যাং দিশং গচ্ছতু (গচ্ছতু) অসৌবিন্ধ্যোপি যাবৎ শক্তি (যথা-সাধ্যং) বর্দ্ধতাম্, তথাপি অস্য সৌধস্য পদবীং (পন্থাং) ন গাহিষ্যতে (ন প্রাপ্স্যতি) (তত্তুল্যমৌন্নত্যং ন লপ্স্যতে) (সর্ব্বথা অনেনৈব পূর্ব্বপদবী নিরোধাৎ ইদানীং বিন্ধ্যস্য

উচ্ছ্রায়ে ন কাপি হানিরিতি ভাবঃ ॥২৭॥ (২৯)

বঙ্গার্থ।

হে রাজন্! আপনার নির্ম্মিত এই প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির দ্বারাই সূর্য্যের গমনাগমনের পথ নিরুদ্ধ হইতে পারে। সূর্য্যদেবের গমনপথের প্রতিরোধক বিন্ধ্যপর্ব্বত হইয়াছিল বলিয়া যে অগস্ত্যমুনিকে দক্ষিণদেশে চির নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে তদ্‌গুরু অগস্ত্যমুনির প্রণামচ্ছলে নিম্নশৃঙ্গ করা হইয়াছিল, তাহা কবিকল্পনা মাত্র। আর বাস্তবিক যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে তাহা বৃথা হইয়াছে; কারণ আপনার মন্দির এত উচ্চ হইয়াছে যে তাহাতেই সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারে। এইক্ষণে অগস্ত্যমুনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ অন্য পথ দিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতও যথাশক্তি উন্নত হউক, তথাপি আপনার মন্দিরের ন্যায় উন্নত হইতে পারিবে না ॥২৭॥

(২৯) এই শ্লোকে কবি প্রদ্যুম্নেশ্বরের চূড়া গগন ভেদ করিয়া অতি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল, তাহাই একটী অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত রূপক দ্বারা দেখাইতেছেন। বামনপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ১৮ অধ্যায়ে বিন্ধ্যনিগ্রহ নামক একটী প্রসঙ্গ আছে। অতিশয় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া অন্যের পীড়াজনক হইলে তাহার পতন যে অনিবার্য্য ইহাই উক্ত প্রসঙ্গের নৈতিক ভিত্তি। কোনও সময়ে অগস্ত্যদেবের শিষ্য বিন্ধ্যপর্ব্বত গগণ ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার গমনের পথ অবরোধ হইবার আশঙ্কায় সূর্য্য দেবতাদিগের নিকট আবেদন করিলেন। দেবতাদিগের অনুরোধে অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্যপ্রণাম করিতে তদীয় মস্তক অবনত করিলেন। মুনিবর বলিলেন বৎস! আমি যে পর্য্যন্ত তীর্থাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন না করি তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিও না। মুনি বলিলেন—

যাবন্নভূয়ো নিজমাশ্রমামি মহাশ্রমং ধৌত বপুঃ সুতীর্থাৎ।

ত্বয়া ন তাবৎ ত্বিহ বর্দ্ধিতব্যং নচেন্ন্যথোহহমবজ্ঞয়া তে ॥

এই বলিয়া তিনি সাগরের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে প্রস্থান করিলেন। তিনি আর প্রত্যাগমন না করায় বিন্ধ্যপর্ব্বতকে অবনত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। এই উপায়ে সূর্য্যের গতিরোধের আশঙ্কা নিবারিত হয়। এই নারদ-পুলস্ত্য সংবাদ উপলক্ষ করিয়া কবি বলিতেছেন ইদানীং বিন্ধ্যনিগ্রহ বিফল হইল, কারণ আপনার মন্দিরের চূড়া দ্বারাই সূর্য্যের পথ অবরোধ হইতে পারে, আর কোণাস্তবাসী অগস্ত্য মুনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন। তিনি চির-নির্ব্বাসিত না হইয়া প্রত্যাগমন করিলেও ক্ষতি নাই। বিন্ধ্যও যতদূর পারে তাহার মস্তক উন্নত করিতে পারে। হরিতাং—হরিৎ শব্দের ষষ্ঠির বহুবচন দিক্ সকলের। অধ্বা—পথ, অধ্বন্ শব্দের প্রথমার এক বচন। অস্তামুচ্ছপথোয়মুচ্ছতু—অস্তাং উচ্ছপথঃ অয়ং খাচ্ছতু (উৎ শপথঃ—উচ্ছপথঃ, ত্যক্ত প্রতিজ্ঞ) গাহিষ্যতে—গাহ ধাতু—লৃট্ প্রাপ্ত হইতে পারে। ছন্দ—শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

স্রষ্টা যদি প্রকাতি ভূমিচক্রে
সুমেরু মৃৎপিণ্ড বিবর্ত্তনাভিঃ।
তদাঘটঃ স্যাদুপমান মস্মিন্
সুবর্ণ কুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥২৮॥

অন্বয়ঃ।

স্রষ্টা (বিধাতা) যদি ভূমিচক্রে (পৃথিবীরূপ চক্রে) (কুম্ভকারইব) সুমেরুঃ এব মৃৎপিণ্ডং তস্য বিবর্ত্তনাভিঃ (নিরন্তর ভ্রামণেন) (ঘটং) প্রকাতি তদা অসৌ ঘটঃ অস্মিন্ জগতি, তদর্পিতস্য (তত্র সৌধস্য দ্বারাদৌ নিহিতস্য) (দ্বারাদৌ কুম্ভস্থাপনস্য মাঙ্গলিকত্বাদিতি ভাবঃ) সুবর্ণ কুম্ভস্য উপমানং স্যাৎ ॥২৮॥ (৩০)

বঙ্গার্থ।

সৃষ্টিকর্ত্তা যদি স্বয়ং কুম্ভকার হইয়া পৃথিবীরূপ চক্রে সুমেরুকে মৃৎপিণ্ড করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করতঃ ঘট সৃষ্টি করেন, তবে সেই ঘটের সহিত মহারাজের দ্বারস্থিত মাঙ্গলিক ঘটের উপমা দেওয়া যাইতে পারে, নতুবা এই ঘটের উপমাস্থল অন্যত্র কুত্রাপি হইতে পারে না ॥২৮॥

বিশেশয় বিলাসিনী মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎ কিরণমঞ্জরীচ্ছুরিত বারি পূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্ন পৌরাঙ্গনা
স্তনৈণমদ সৌরভোচ্ছলিত চঞ্চরীকং সরঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

(স রাজা) বিশেশয় বিলাসিন্যাঃ (সর্পিণ্যাঃ) ভূ ধারণার্থ মধঃ স্থিতায়াঃ ইত্যর্থঃ, মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুরেষু, মুকুটাগ্রস্থিত রত্ন পরোহেষু স্ফুরন্ত্যঃ যা কিরণমঞ্জর্য্যঃ, মঞ্জরীবৎ প্রতীয়মানা কিরণাঃ, তাভিঃ অনুরঞ্জিত বারি প্রবাহং। তথা পুরবৈরিণঃ জলমগ্না. জলক্রীড়নার্থং কৃত নিমজ্জনাঃ যাঃ পৌরাঙ্গনাঃ তাসাং স্তনেষু যঃ এণমদঃ (মৃগমদঃ) মৃগনাভিরিত্যর্থঃ তস্য সৌরভেন উচ্চলিতাঃ, উদ্‌ভ্রান্তাঃ চঞ্চরীকা, ভৃঙ্গাঃ যত্রসরসি। এবং সরোবরং চখান। ক্রীড়নাদীনাং নিশ্চন্ত চিত্ততা মূলকত্বাৎ সতোব বলবতী রিপৌ চিন্তাকুল হৃদয়তয়া, ক্রীড়নাদ্যসম্ভবাঃ। অতস্তদানং তস্য রাজ্ঞঃ বলবৎ শত্রুলেশোপি নাসীদিতি ভাবঃ ॥ ২৯॥ (৩১)

বঙ্গার্থ।

সেই রাজধানিতে মহারাজ এ প্রকার একটি সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, যাহার সুনির্ম্মল জলরাশি সর্পমণিস্থিত উজ্জ্বল বর্ণসদৃশ আভা ধারণ করিত। সেই শত্রুবিহীন রাজার পুরবাসী তথা শত্রুপক্ষীয় রমণীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সেই স্ফটীকনিভ নীরে যথেচ্ছা ক্রীড়া করিত। তৎকালে সেই সুন্দরীগণের স্তনস্থিত মৃগনাভির গন্ধে ভ্রমরগণ, সৌরভের প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিয়া, ব্যাকুলচিত্তে সেই সরোবর মধ্যে চঞ্চল ভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত ॥২৯॥

---

(৩০) এই শ্লোকে কবি মন্দির দ্বারস্থিত বৃহদাকার সুবর্ণকুম্ভের বর্ণনা করিতেছেন। কবির বর্ণনাগুলি অতিশয়োক্তি দোষে নিরন্তর দুষিত। বর্ণনা প্রাঞ্জল, ছন্দ ইন্দ্রবজ্র।

(৩১) কবি এই শ্লোকে বিজয়সেন তদীয় রাজধানীতে যে সরোবর খনন করিয়াছিলেন তাহার একটী অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। শ্লোকটী প্রাঞ্জল, ও কবিত্বভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার চিত্র স্বভাব কবির ন্যায় অতি মনোহর। তিনি ২টী বিষয় চিত্রিত করিতেছেন। সরোবর অতি বিস্তীর্ণ

ও তাহার জল অতিশয় নির্ম্মল এবং রাজার পৌরাঙ্গনাগণ ও তদীয় বাহুবলে অপহৃত শত্রু অঙ্গনাগণ নিঃশঙ্কচিত্তে সকলে মিলিয়া সেই জলে জলক্রীড়া করিতেন। জলনিমগ্না সুন্দরীগণের মৃগনাভি চর্চ্চিত পয়োধরের গন্ধে অন্ধ হইয়া ভ্রমরগণ চঞ্চল ভাবে দীর্ঘিকার জলের উপর বিচরণ করিত। বিলেশয় বিলাসিনী—বিলেশয়, মূষিক ইত্যাদি বিলাসিনী অর্থাৎ সর্পিণীর মুকুটস্থিত রত্নকিরণে প্রভাসিত সচ্ছ জলে। পৃথিবী ধারণক্ষম অনন্তের মস্তক স্থিত রত্নরাজির বিমল কিরণের ন্যায় সেই জল অতিশয় নির্ম্মল ছিল। কিরণমঞ্জরী রশ্মিরাজি। অনন্তের মুকুটের রত্নমুকুলের দীপ্তিসমূহ স্তনৈণমদ—স্তন+এনমদ, মৃগনাভি। পৃথ্বীচন্দ্র। (ক্রমশঃ)

সম্পাদকস্য।

সমালোচনা।

সন্দেহ নিরসন।—পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক সংকলিত ও কলিকাতাস্থ ৮৩।১ গ্রেষ্ট্রীট সমাজ প্রেসে মুদ্রিত। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিতে দেখিয়া কায়স্থ সাহিত্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাবিধ অসার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন ও জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

(ক) কায়স্থেরা বলেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বে উপনয়ন ছিল, তান্ত্রিকতার (বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায়) প্রভাবে তাহা ত্যাগ করেন, ইহার প্রমাণ কি? অনেক ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন ও আছেন, কিন্তু তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই কেন?

(খ) কায়স্থগণ কতদিন হইল ও কোন্ পুরুষে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন?

(গ) অশৌচপালন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও বিবাহ সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এই সকল আপত্তির নিরসন করা এই পুস্তিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রকার আপত্তি ও তর্ক বিশদরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকায় আমরা পাঠ করি—

গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা।
তত্যাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততো কালে গতেচাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ—অধ্যাত্মিক জ্ঞান (বৌদ্ধ ধর্ম্ম) গ্রহণ করিয়া কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের সম্মানরক্ষা-করিতে যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু জাতীয় দ্বিজত্ব রক্ষা করিতে কিছু দিন পরে তাঁহারা (আগম) তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কুলদীপিকায় আছে,—

কায়স্থাজহৎ সূত্রং বৌদ্ধেতু বিপ্রহীনতঃ।
ততঃ কালে গতে সর্ব্বে বগলামন্ত্র-দীক্ষিতাঃ॥
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থ সত্তমাঃ।

অর্থাৎ—বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে দেশে বিপ্র না থাকায় কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করেন। তদনন্তর

কিছুদিন পরে তাঁহাদিগের বিজত্ব রক্ষা করিতে বগলা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রমাণত্রয় অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করিতেছে—(ক) কায়স্থ দ্বিজ, তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল। (খ) বৌদ্ধ উৎপাতে যজ্ঞসূত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী পরিত্যাগ করেন, (গ) কিছুকাল পরে বগলামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্য কুলোদ্ভূত শ্রীধ্রুবানন্দ মিশ্র মহোদয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণ বসু রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা প্রেমনারায়ণ বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র বসুর অতি-বৃদ্ধপ্রপৌত্র। প্রায় ২৫০ শত বৎসর হইল রাজা প্রেমনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীহরিনাথ আচার্য্য চূড়ামণি কুলদীপিকার রচয়িতা। কুলদীপিকা বৃহৎ গ্রন্থ, ২ ভাগে বিভক্ত প্রথমভাগে কায়স্থদিগের বিবরণ ও দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুরাতত্ত্বাংৎ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন— "কুলদীপিকার রচক স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপক আচার্য্য চূড়ামণি। রংপুর সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহায় লিখিয়াছেন যে উক্ত আচার্য্যের প্রকৃতনাম হরিনাথ আচার্য্য চূড়ামণি। এই মহাগ্রন্থে আচার্য্য কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনাকরিয়া স্মৃতির বিষয়ও অনেক উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ঐ সকল প্রমাণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বীয় অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে অনেকস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে খণ্ডে কায়স্থজাতির বিবরণ আছে, উহাতে রামানন্দ মিশ্র একটী টীকা, ও সমীকরণ প্রকরণে একটী বৃত্তি লিখিয়াছেন।" এই কুলদীপিকার বচন "যুগে জঘন্যে দ্বৈজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ" স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন—এবং কুলদীপিকার এই অশাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রণোদিত হইয়া স্মার্ত্ত ভারতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ২টী মাত্র জাতি দেখিয়াছিলেন। ইহাই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের অধঃপতনের মূল কারণ। এই একবিংশতি পৃষ্ঠার লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে অনেক প্রমাণাদি সংকলিত হইয়াছে আমরা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহোদয়গণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২। কায়স্থকুলনির্ণয়।—বিগত ১৩০৬ সনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বর্ত্তমান তীব্র কায়স্থান্দোলনের পূর্ব্বে ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ, কিন্তু পঞ্চমবর্ণ যে আকাশকুসুম তাহা তাঁহার মনে রাখা কর্ত্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থ যে দ্বিজ এবং উপনয়ন গ্রহণ না করিলে কেহই শাস্ত্রানুসারে কায়স্থাখ্যা ধারণ করিতে পারেন না এই মহাসত্য গ্রন্থকার উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহাই গ্রন্থকারের প্রকাণ্ড ভুল (huge blunder) এবং এই মহাদোষে গ্রন্থখানি কায়স্থের পক্ষে সুখপাঠ্য হয় নাই। এই গ্রন্থখানিতে চারি শ্রেণীর কায়স্থসমাজের বিবরণ যশোহর, ইদলপুর ও বিক্রমপুর সমাজের বিবরণ বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

৩। কায়স্থপ্রদীপ।—খুলনা জিলান্তর্গত কাড়াপাড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেববর্ম্মা বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই সুন্দর গ্রন্থখানি পাঠে আমরা নিরতিশয়

আনন্দানুভব করিলাম। যৎসামান্য চারি আনা মূল্যে কায়স্থতত্ত্বের সার কথাগুলি কায়স্থগণ জানিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি দশটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে জাতিভেদ ও শঙ্করবর্ণের সৃষ্টি, কায়স্থবিদ্বেষ্টাগণ অনন্তরজ করণ ও একতর ক্ষত্রিয়-কায়স্থকে এক জাতি মনে করিয়া মূর্খতার পরিচয় প্রদান করিয়া-থাকেন। এই ভ্রম নিরসন জন্য অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন ন্যায় বিশারদ মহাশয় "কায়স্থ ও করণ" শীর্ষক একটি উপা-দেয় প্রবন্ধ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় ১৩১৫ সনের ৬৫ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩১৬ সনের জ্যৈষ্ঠ ও চৈত্র সংখ্যায় এবং ১৩১৭ সনের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলে প্রকৃত কায়স্থতত্ত্বে অন্ধব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ হইবেন। এই অত্যুপাদেয় প্রবন্ধ হইতে আমরা কয়েকটী সার কথা নিয়ে দিলাম। মহামনা শূলপাণি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত "পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলি-য়াছেন,—"কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-নৃপতিদিগের সহিত সম্বন্ধ থাকায় কায়স্থজাতি প্রভাবশালী। উক্ত মূল শ্লোকের টীকায় মিতাক্ষরাকার লিখিয়াছেন,—

"কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ
বিশেষতো রক্ষেৎ।"

অর্থাৎ কায়স্থগণ গণক ও লেখকবৃত্তিসম্পন্ন, তাঁহাদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা উচিত। উক্ত মিতাক্ষরাকার ব্যবহার অধ্যায়ে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিতুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতি,
তৎ সাহচর্য্যা লেখকোহপি দ্বিজাতিঃ।

এই সকল ঋষিবাক্য দ্বারা ভারতীয় কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়, দ্বিজ তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইতেছে কি না?

বিশেষ বৃহদ্ব্রহ্মখণ্ডের বচন দ্বারা কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহাই প্রমাণীত হইতেছে,—

অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মন্ত্রাদি স্থাপনায় চ
উভৌ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ চ ইত্যাদি

গরুড়পুরাণেও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় সিদ্ধ করি-তেছে—চিত্রগুপ্তপুত্র কায়স্থগণ সকলের পাপ ও পুণ্যের বিচার করেন। দেখা যাইতেছে যে, এই বিচার পরিদর্শনের অধিকারী শূদ্র-মাতৃক করণজাতি কখনও হইতে পারে না। কেন না যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে দেখিতে পাই,—

শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীন সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌমিত্রেচ সমাঃ॥

অর্থাৎ—বেদাধ্যয়নসম্পন্ন কুলীন অর্থাৎ শঙ্করাদি দোষপরিশূন্য, সত্যবাদী ও শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী ব্যক্তিকেই রাজা সভাসদ্ নিযুক্ত করিবেন। এই সকল কারণে বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি যে, একতর ক্ষত্রিয় ও শূদ্রমাতৃক, অনন্তরজ বর্ণশঙ্কর করণজাতি হইতে পৃথক্ তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কায়স্থোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"অনেকেরই বিশ্বাসছিল যে, চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া কায়স্থনামে খ্যাত হন, কিন্তু এইক্ষণ প্রভাস-খণ্ডের প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তদেবের পিতার নাম মিত্র, তিনি কায়স্থ ছিলেন। অতএব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূর্ব্বেও কায়স্থোৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে।" স্কন্দপুরাণের মত যে, মিত্র চিত্রগুপ্তদেবের পিতা ইহা একটি রূপক মাত্র। গরুড়পুরাণে

আমরা যম ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত যে সূর্য্যের যমজ পুত্র তাহার প্রমাণ পাই। ঋগ্বেদে মিত্র অলোকদেব বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। এই মিত্র অথবা সূর্য্য জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি, ফলতঃ অসিধারীগণ যেমন বাহুবলের—তদ্রূপ মসীধারীগণ জ্ঞানের পরিচায়ক। ঐতিহাসিক ভাবে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব-ই আমাদের আদিপুরুষ ও কায়স্থজাতি প্রবর্ত্তক তৎপ্রতি সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক স্থানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তবে এ কথাও যথার্থ পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় জাতি নির্ব্বংশ হওয়ায় তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ ব্রাহ্মণের বীর্য্যাধান আবশ্যক হইয়াছিল ইত্যাদি।" বর্ত্তমান সময় পরশুরামকর্ত্তৃক পৃথিবী ত্রিশপ্তবার নিঃক্ষত্রিয় করা একটী কাল্পনিক বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কারণ ব্যাসপুরাণে ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক এক বিংশতিবার পৃথিবীকে অব্রাহ্মণ করায় প্রমাণও পাওয়া যায়। যেমন জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কর্ত্তৃক ধরিত্রী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শূন্য হওয়ার প্রসঙ্গ স্কন্দপুরাণে আছে, তদ্রূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুননন্দন সুভৌমকর্ত্তৃক বসুন্ধরা মুখজ ব্রাহ্মণ শূন্য হইবার প্রসঙ্গও ব্যাস পুরাণে আছে। শ্লোক কএকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

জামদগ্ন্যাত্তদা রামাৎ বাহুজান্ ক্ষত্রিয়ান্ মৃতঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য মহিষী পলায়িত সুদারুণাৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্তর্ব্বত্নী তু সা দেবী সুষুবে কৌশিকাশ্রমে।
পুত্রং সুভৌম নামানম্ বালার্কমিবসুন্দরম্ ॥৩৭

স মাত্রা বর্দ্ধিত কালে পুত্র সরসিজাননঃ।
কৌশিকাৎ প্রতিজগ্রাহ ধনুর্ব্বেদং মহাভুজঃ ॥৩৮

ব্রাহ্মণং পিতৃহন্তারং শ্রুত্বা মাতৃমুখাৎ যুবা।
জগাম ব্রাহ্মণান্ হন্তুং দিক্ষুক্রোধারুণেক্ষণঃ ॥ ৩৯

একবিংশতি বারান্ স মহী মব্রাহ্মণামিমাম্।
চকারা তো ন বিপ্রস্তে ব্রাহ্মণা মুখজাঃ কলৌ ॥৪০

শবরান্ কটু কৈবর্ত্তান্ বিলোক্য ভার্গবস্ততঃ।
অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে তেষাং সূত্রমকল্পয়ৎ ॥ ৪১

জামদগ্ন্যং ততো যুদ্ধে জঘানার্জ্জুন নন্দনঃ।
এবং স ব্রাহ্মণান্ জিত্বা সুভৌমস্ত্বভূজ্জয়ধ্বজঃ ॥৪৩

ততো বিপ্রাঃ সুতার্থিন্যাঃ ক্ষত্রিয়ানুপতস্থিরে।
জাতয়ো জজ্ঞিরেতাসু কদম্ব পল্লবাদয়ঃ ॥৪৪

অর্থাৎ—জমদগ্নির পুত্র রাম কর্ত্তৃক বাহুজ ক্ষত্রিয় নিহত হইলে, কার্ত্তবীর্য্যের গর্ভবতী মহিষী কৌষিকাশ্রমে গমন করতঃ নবোদিত সূর্য্য সদৃশ সুন্দর পদ্মানন এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার নাম সুভৌম। মাতা দ্বারা পালিত হইয়া কৌশিক ঋষির নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। অনন্তর যুবক মাতার মুখে ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতার হন্তা জানিতে পারিয়া ক্রোধারুণ নেত্রে ব্রাহ্মণ উচ্ছেদ মানসে একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করেন। সেই জন্য কলিতে মুখজ ব্রাহ্মণ নাই। ভার্গব ধরাকে ব্রাহ্মণ শূন্য দর্শন করিয়া শবর, কটু, ও কৈবর্ত্ত দিগের পৈতা কল্পনা করিলেন। অর্জ্জুননন্দন সুভৌম পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিলে, তদীয় পুত্র জয়ধ্বজ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিলেন। তৎপরে বিপ্রপত্নীগণ পুত্রার্থিনী হইয়া ক্ষত্রিয়দিগের নিকট গমন করিলে তাঁহাদিগের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমরা উপরোক্ত বিবরণটী শাস্ত্রীমহাশয়ের কায়স্থতত্ত্ব নির্ব্বচন হইতে উদ্ধৃত করিলাম। এইক্ষণ পাঠক দেখিবেন যে পৃথিবী একুশবার নিঃক্ষত্রিয় ও অব্রাহ্মণ হওয়া কাল্পনিক ঘটনা ভিন্ন সত্যমূলক নহে। তবে এ কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের

মধ্যে একটী বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নিহত হন। অন্যান্য অধ্যায়ের সমালোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

৪। উপাসনা।—আজ কয়েক দিন হইল বিগত ১৩১৮ সনের পৌষ মাসের উপাসনা আমাদের হস্তগত হইল। বিগত পৌষ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ৪৩০ পৃষ্ঠায় আমরা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত একটী অপূর্ব্ব প্রবন্ধের সমালোচনার উপসংহারে বলিয়াছিলাম বিদ্যারত্নের ন্যায় পণ্ডিতগণ আর্যধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া কেবল ঘোলই খাইতেছেন। পৌষ মাসের উপাসনায় "দেবশর্ম্মা ও দেববর্ম্মা" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্র মন্থন করিয়া আকণ্ঠ-তক্র পান করিয়াছেন। এ প্রকার অপূর্ব্ব শাস্ত্রের গবেষণা আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই। বঙ্গীয় স্বনামধন্য কায়স্থ-ক্ষত্রিয়জাতির ঘোরবিদ্বেষ্টা এই বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন,—"যখন কোন কায়স্থের-ই লড়াই ফতে করার সংবাদ পাওয়া যায় না, এবং শাস্ত্রকারগণও যখন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন না, তখন তাঁহাদের পক্ষে দেববর্ম্মা শব্দের ব্যবহার সঙ্গত কি না ইহা অবশ্যই বিচার্য্য" ... ... "প্রকৃত পক্ষে বৈশ্য-শূদ্রা প্রভব করণই কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা প্রভব গৌণব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা-বৃত্তিনিবন্ধন বৈদ্য নামধেয়।" ... ... "তবে কি বৈদ্যেরা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ? অবশ্যই বটেন নতুবা ঋষিরা তাহা বলিতেন না" আর অধিকঅংশ উদ্ধৃতকরা নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গেউদীয়মান কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়ের আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়া এই প্রবন্ধ লেখকের,—শূদ্রোচিত পরশ্রীকাতরতা-বৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় উত্তেজিত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় কি প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, চাঁদরায়, কেদার রায় ইত্যাদি কায়স্থ-যোদ্ধা বীরপুরুষদিগের নাম কখনও শ্রবণ করেন নাই, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-মেখলায় বঙ্গমাতা চিরকাল অলঙ্কৃতা থাকিবেন। বর্ত্তমান বঙ্গদেশ যাহার কতকাংশ পূর্ব্বে গৌড়দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, প্রায় ১ সহস্র বৎসর কায়স্থনরপতিগণের শাসনাধীন ছিল। আবুলফজল লিখিত আইনি আকবরীতে লিখিত আছে যে, কায়স্থ ভোজবংশ-জাত ৯ জন নৃপতি ৫১০ বৎসরকাল বঙ্গে রাজত্ব করার পর কায়স্থকুলাবতংশ জয়ন্তশূর যাঁহাকে আদিশূর বলিত তাঁহার বংশীয় ১১ জন নৃপতি ৭১৪ বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করেন। তদনন্তর পালবংশীয় কায়স্থরাজন্যগণ ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করার পর কায়স্থরাজা বিজয়সেন হইতে সেনবংশীয়গণ বঙ্গে বহুকাল রাজত্ব করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসনকালে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে ছয় জন স্বাধীন কায়স্থরাজা ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপে—কন্দর্পনারায়ণ, যশোহরে—প্রতাপ-আদিত্য, ভূষণায়—মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরে—চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ায়—লক্ষণ-মাণিক্য, এবং দিনাজপুরে গণেশ রায়। বর্ত্তমান সময়ে সুদূর ব্রাজিলরাজ্যে কায়স্থ-মুখোজ্জ্বলকারী সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। কায়স্থ-যোদ্ধা মোহনলাল, শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী বঙ্গের কে না জানে, গত ১৩১৮ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় আমরা কায়স্থবীর কিঙ্করসেনের বীরত্বের বৃত্তান্ত, এবং চৈত্র মাসের

প্রতিভায় জেনারেল কালীচরণ ঘোষের কীর্ত্তিকথা প্রকাশ করিয়াছি। সমগ্র ভারতব্যাপী ৯৫ লক্ষ কায়স্থজাতির বীরত্ব কাহিনী ভারতমাতার ললাটদেশে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এমত অবস্থায় গুপ্ত মহাশয়ের বাক্য "যখন কোনও কায়স্থের লড়াই ফতে করার সংবাদ পাওয়া যায় না" উন্মত্তের প্রলাপবাক্য বলিয়া প্রতিভার পাঠকগণ উপেক্ষা করিতে পারেন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা বহুদিন হইতে অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় বিরাট কায়স্থজাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর। এই সংবাদ বিদ্যারত্নের ন্যায় জাতিতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি না জানিতে পারেন, সেই জন্য আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ সাহিত্যে তাঁহার মনোনিবেশ করা উচিত। মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্ব দ্বিতীয় সংস্করণ ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাঁহার পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ আমাদের সম্বন্ধে কি বলেন তাহা তিনি জানিতে পারিবেন। আমরা দেববর্ম্মা শব্দ কেন ব্যবহার করি (ক) শূদ্রমাতৃক অনন্তরাজ বর্ণশঙ্কর জাতি যে মৌলিক একতর ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সেই জ্ঞানও তিনি লাভ করিতে পারিবেন। কিম্বদন্তী আছে যে কোন বলবান্ পশু লোহিতবর্ণের বস্ত্র অবলোকন মাত্রে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, কায়স্থের গলদেশে যজ্ঞোপবীত দর্শন করিলে বিদ্যারত্নের উক্ত প্রসিদ্ধ পশুভাব উপস্থিত হয়, তাহার এক মাত্র ঔষধী কায়স্থতত্ত্ব অধ্যয়ন। স্বজাতীয় বৈদ্য মহাশয়গণ "গৌণব্রাহ্মণত্ব" লাভ করিতে চান। যে সমাজে "মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব" শশবিষাণে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাতে 'গৌণ ব্রাহ্মণত্ব' স্থান পাইতে বিলম্ব আছে। ব্রাহ্মণত্ব অতিশয় দুর্ল্লভ বস্তু, তাহাতে শম, দম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, তপস্যাদির গুণের প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গে বৈদ্যসমাজ বর্ত্তমান সময় উন্নতিশীল জাতি, তাঁহাদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা দোষে অনেকেই দূষিত নহে। (খ) বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নাই। আজ প্রায় ৬।৭ বৎসর অতীত হইল তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে আমি যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ান্তর্গত প্রমাণ করিতে পারি, তিনি এক লক্ষ টাকা আমাকে পুরস্কার দিবেন। লক্ষ টাকা কোন দিন চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ করিয়া আমরা তাঁহাকে উক্ত

(ক) ততশ্চনামকুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদি সংযুতম্॥
বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে যে ক্ষত্রিয়গণ দেববর্ম্মা উপাধি ব্যবহার করিবেন। বিশেষতঃ "স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ। সমস্ত ক্ষত্রিয়স্ত্রীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন, তৎকালে পুরুষগণ "দেব" শব্দ ব্যবহার করিবেন না কেন?
সম্পাদক।

(খ) বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থজাতিসম্বন্ধে অনেক গ্রামিকর কথা লিখিয়াছেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই প্রকার হলাহলোদগীরণ করতঃ কায়স্থ বৈদ্য মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা মূর্খের কার্য্য আমরা তাহা করিব না। সম্পাদক।

টাকা কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট আমানত করিতে লিখি সেই পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। যে ব্যক্তি তাহার জাতিতত্ত্ববারিধিতে "দাশশর্ম্মা" শব্দের আবিষ্কার করিতে পারে, তাহার সহিত কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের "দেববর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার সঙ্গত কি না তর্ক করা কেবল মূর্খতার পরিচায়ক। চরকের টীকাকার শিবদাস সেনের দোহাই দিয়া শঙ্খ ও হারীতের নামে যে ২টী শ্লোক বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া বৈদ্যজাতিকে ক্ষত্রিয়ের উপরে উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই। শঙ্খ ও হারীতসংহিতায় এই শ্লোকদ্বয়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না, ফলতঃ কোন সংহিতার মূল শ্লোকে বৈদ্যনামধেয় জাতির কোনও প্রকার উল্লেখ নাই। মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় সিদ্ধহস্ত। যাহা হউক এই অসার প্রবন্ধের সমালোচনায় আর অধিক সময় নষ্ট করিতে পারি না। আমরা আশা করি বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার শেষ জীবনে সত্যের পথে বিচরণ করিবেন।

৫। রুক্মিণীহরণ কাব্য।—কায়স্থকবি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম-এ, মহাশয় প্রণীত এই অতি উপাদেয় কাব্যখানি আমরা বিগত ১৩১৮ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় সমালোচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে আমরা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমরা এইক্ষণে কাব্যখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিলাম। কাব্যখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রভাব সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত হইয়াছে। এই কাব্যের নায়ক স্বয়ং পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী। কাব্যে এই দুই মহাচরিত্রের পূর্ণপ্রভাব রক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে শ্রীভগবানের পূর্ণ-বিকাশ সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু বর্ত্তমান কাব্যে তাহা রক্ষিত হইয়াছে। মধুর ভাষায় কবি লোক-শিক্ষার চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যকাননের প্রস্ফুটিত প্রসূনরাজি সংগ্রহ করিয়া, কবি যে অপূর্ব্ব মাল্যদাম রচনা করিয়াছেন তাহার ত্রিবিধ রস, অর্থাৎ শৃঙ্গার, বীর ও করুণ, সকলেরই আস্বাদন করা উচিত। এই কাব্যে পাঠক মাঘ, ভট্টি, ভারবি শ্রীমদ্ভাগবত, কুমারসম্ভব, মেঘদূতের ভাব নবীন পরিচ্ছদে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইবেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা দুই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। আমরা আশা করি, সকলেই এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যখানি পাঠ করিয়া এই উদীয়মান কায়স্থকবিকে উৎসাহ প্রদান করি-বেন। আমি মনে করি, দেবনাগর অক্ষরে না হইয়া যদি বাঙ্গালা অক্ষরে এই কাব্যখানি মুদ্রিত হইত, ইহার প্রচার সমধিক হইত সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। পল্লীচিত্র।—বিগত ১৩১৮ সনের ফাল্গুন ও চৈত্রের সংখ্যা একত্রে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যায় ভ্রাতৃস্নেহের একটি অতি সুন্দর চিত্র আছে। রাজপুত-কুলাবতংশ মহারাণা প্রতাপসিংহের প্রসিদ্ধ রণঘোটক চৈতকের পতন হইলে, শক্তসিংহ

নিজ অশ্ব জ্যেষ্ঠকে প্রদান করিয়া—তাঁহার গতজীবনের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীহিরণ্ময় মিত্র মহাশয়ের পল্লীচিত্র উপাদেয় প্রবন্ধ, ইহাতে অনেক মূল্যবান্ কথা নিহিত আছে। সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন—"আগামী বৎসর পল্লীচিত্র বৃহদাকারে প্রকাশিত হইবে আশা করিতেছি। সাধারণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, আমাদের এই সাধ পূর্ণ হইবে। যাঁহার কৃপায় পল্লীচিত্র মরণ-শয্যায় পতিত হইয়াও সঞ্জীবীত হইয়াছে, তাঁহার কৃপায় ইহার শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" পল্লীচিত্রের দীর্ঘজীবন, শ্বাপদসংকুল ও শনৈঃ শনৈঃ অরণ্যে পরিণত পল্লীক্ষেত্রে নরনারীগণের সমৃদ্ধি আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের পদপ্রান্তে প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সকল সমাজের ঈশ্বর সার্ব্বভৌম প্রজাপালক ক্ষত্রিয় সম্রাট্ যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া শ্রীভগবানকে নমস্কার করিয়াছিলেন, আজি সাম্য মহামিলনের মধুর উষায় আমরাও সেই ভাবে "নববর্ষের" মঙ্গলাচরণ করিতেছি—

যং শৈবাঃ সমুপাসতেশিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্য-নাথো হরিঃ॥

সেই সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বর শ্রীহরি আমাদের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করুন। নব বর্ষারম্ভে আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক মহাত্মাগণকে ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়দিগকে আমাদিগের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি। আশা করি নববর্ষ সকলের মধ্যে সমভাবে তদীয় কল্যাণরাশি বিতরণ করিবেন।

কায়স্থোপনয়ন। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত রায়ণার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয় মেদিনীপুর হইতে লিখিতেছেন—"জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাদিগের রায়ণা থানার অধীন কাইতি, শ্রীরামপুর, মীরপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের প্রায় তিনশত কায়স্থ মহাত্মাগণ বিগত শ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজার সময় একত্রে কাইতি গ্রামের গ্রাম্যদেবতা ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার নাটমন্দিরে সমবেত হইয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ডিপুটী ম্যাজিষ্টেট এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিগণও আছেন। আমি যখন আমার রায়ণার বাটীতে থাকিয়া উপনীত হই, তখন

তখন উক্ত দেবেন্দ্রবাবু ও জমিদার শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় মহাশয়দ্বয়কে উপনীত গ্রহণের অনুরোধ পত্র লিখি, তাঁহারা বিশেষ আনন্দ সহকারে আমাকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং পরে উপবীতী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এইক্ষণে তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন জানিয়া আমি নিতান্ত প্রফুল্লান্তরে মহাশয়কে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রতিভায় মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণে নিতান্ত পশ্চাদপদ। আমি পীড়িত অবস্থায় মেদিনীপুর সহরে বাস করিয়া যথাসাধ্য শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাত্মাদিগকে উপবীত গ্রহণে উৎসাহিত করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কোন ফল হয় নাই। এখানকার শূদ্রাচারী কায়স্থগণ আমার কন্যার বিবাহে বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন, পরে তাহা জানাইব ইতি।” আমরা এই সংবাদের শেষাংশ পত্রস্থ করিতে বিশেষ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিলাম। প্রায় দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, আমি রাজকর্ম্মোপলক্ষে যখন মেদিনীপুরে ছিলাম, তৎকালে তথাকার ভদ্রমহোদয়গণ মধ্যে ধর্ম্মান্দোলনস্পৃহা বলবতী ছিল। আমি ও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাত্মাগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, যৎকালে কায়স্থ প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রিয়জাতি তখন অন্যের অপকৃষ্ট ধর্ম্মে অবস্থান করিয়া তাঁহারা যে মিথ্যাচারী হইতেছেন তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে। শূদ্রধর্ম্ম হইতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা আশা করি এই জাগরণের মহাযুগে মেদিনীপুরস্থ শূদ্রাচারী কায়স্থগণ অনতিবিলম্বে স্বধর্ম্ম পালন করিবেন।

৩। ফরিদপুর জেলান্তর্গত যেড়াদিনিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—“আমার বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে যশোহর জিলান্তর্গত আমগ্রামে একটী কায়স্থ সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। বিগত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে ও ব্যয়ে এবং বালিয়াপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং চাঁদড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ দেববর্ম্মা।
„ কেদারনাথ দেববর্ম্মা।
„ অমৃতলাল বসু দেববর্ম্মা।
„ কেশবলাল ঘোষ দেববর্ম্মা।
„ রসিকলাল সরকার দেববর্ম্মা।
„ লালবিহারী সিকদার দেববর্ম্মা।
„ রাজেন্দ্রকুমার নন্দী দেববর্ম্মা।
„ গঙ্গাচরণ সিকদার দেববর্ম্মা।

৪। বিগত ২৪শে বৈশাখ কলিকাতানগরীতে পাবনা জিলান্তর্গত সাগরকান্দীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মার সহিত কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত করুণাদাস বসু রায়বাহাদুরের পঞ্চমা কন্যার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। তদনন্তর বিগত ২৬শে বৈশাখ উক্ত জমিদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত দেববর্ম্মার সহিত সন্তোষনিবাসী শ্রীযুক্ত

রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ-পরিণয়কার্য্য উক্ত কলিকাতা নগরীতে সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। এই উভয় পরিণয়কার্য্য কায়স্থসমাজের তিনটী প্রতিভা-মণ্ডিত ধনজনসমন্বিত বংশে মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত দেববর্ম্মা প্রভৃত ত্যাগস্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ ও ক্ষত্রিয়শক্তি সমরক্ষণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণপত্রে দত্তজ মহাশয়ের পারিবারিক ক্ষত্রোচিত উপাধির কোনও উল্লেখ না দেখিয়া আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, এই দুইটী শুভোদ্বাহ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ আমরা যতদূর জানি উক্ত বসু রায়বাহাদুরের ও সন্তোষের রাজাবাহাদুরের পরিবার মধ্যে আজিও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে নাই। এই সকল প্রধান২ বংশ মধ্যে ক্ষত্রিয়ের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এতদূর অনাদৃত দেখিয়া আমাদের মনে হয় বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে, নিরীশ্বর শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে হিন্দুর বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাগরিত হইতেছে না। আর দত্ত মহাশয়ের পরিবার মধ্যে এই প্রকার প্রধান সংস্কার এই ভাবে পরিণত হইবে ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর।

৫। যশোহর জিলান্তর্গত পাঁচড়িয়া হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেন দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন "বহুদিন পরে আজ আপনাকে পত্র লিখিতেছি—বৃহৎ সংসারের ব্যয়ভারবহন করিতে আমার সময় অতি অল্প, তাহার পর বর্ত্তমানে একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যার, ও চতুর্দ্দশ বয়স্কা ভগিনীর বিবাহ-চিন্তায় ও চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। চেষ্টা করিয়া মৌলিকের ছেলেও পাইতেছি না। যাহা হউক এই সমস্ত অভাবের বিষয় লিখিয়া আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে চাহি না কিন্তু আজ দেড়বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণগণের সামাজিক নির্য্যাতনে বড়ই বিপন্ন হইয়াছি। আপনার উপদেশে যে শুভক্ষণে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছি, সেই সময় হইতেই সমাজের ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগের বিষনয়নে পতিত হইয়াছি, বলিতে কি কুলপুরোহিত মহাশয়ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার বাল্যবন্ধু উন্নতচেতা বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে নিতান্তই নিরুপায় হইতে হইত। মহাশয়! আমার সেই এক দিন ও আজ এক দিন। কায়স্থকুলাবতংশ বঙ্গের বীর রাজা সীতারাম রায়ের রাজসমাজের অন্তর্ভুক্ত চান্দড়া, পাঁচুড়িয়া, যোগিনরহাট, আমগ্রাম, কেওয়াগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থমহোদয়গণ বর্ত্তমানে সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দুঃখেরবিষয় এই যে উক্ত রাজসমাজের অন্তর্ভুক্ত দিনাজপুর, বাগুয়ান, গুয়াবাড়ীয়া এই তিনটী গ্রামের কায়স্থ মহোদয়গণ আজকাল বলিয়া এখনও উপবীতী হন নাই। আর বলিতে লজ্জা হয়, সমাজের শ্রেষ্ঠ চন্দনীর ।/০ আনি পাড়ার মিত্র মহাশয়গণ এখনও পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মপালনে উদাসীন রহিয়াছেন। আজ নিম্নলিখিত সুসংবাদটী দিবার জন্য সংক্ষেপে উক্ত অবস্থা জানাইলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইব। সংবাদ—

আমগ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয় ৮১। ৮২ বৎসর বয়স

অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা ২। ৪ দিন তাঁহার নিকট উপনয়ন প্রসঙ্গ উপস্থিত করায় তিনি স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিজের ৫ম পুত্র শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা ও তাঁহার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ বিজয়কুমার সরকার দেববর্ম্মা ও শ্রীমান্ রসিকলাল বসু দেববর্ম্মার উপনয়ন গত ২৬শে অগ্রহায়ণ সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরু ছিলেন। পরে বিগত ২৫শে বৈশাখ উক্ত আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথারীতি উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	দেববর্ম্মা	আমগ্রাম
,,	কেদারনাথ দাস	ঐ	ঐ
,,	লালবিহারী সিকদার	ঐ	বর্ণি
,,	গঙ্গাচরণ সিকদার	ঐ	ঐ
,,	রাজেন্দ্রনাথ নন্দী	ঐ	ঐ
,,	অমৃতলাল বসু	ঐ	কেয়াগ্রাম
শ্রীযুক্ত	কেশবলাল ঘোষ	ঐ	ঐ
,,	রসিকলাল সরকার	ঐ	ঐ

এই উপনয়নযজ্ঞে শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য, উক্ত ঘোষ মহাশয়ের গুরুদেব খুলনা জিলান্তর্গত মূলঘরনিবাসী ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদস্য ও আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারক ছিলেন। পরে গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	যজ্ঞেশ্বর সরকার	দেববর্ম্মা	কেয়াগ্রাম
,,	বঙ্কবিহারী কর	ঐ	ঐ
,,	পূর্ণচন্দ্র সরকার	ঐ	ঐ
,,	পঞ্চানন কর	ঐ	ঐ
,,	শরচ্চন্দ্র কর	ঐ	ঐ

শেষোক্ত উপনয়নে শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারক ছিলেন। ইতি।

সম্পাদক।

উঠ, জাগো!

ভাঙ্গ, ভাঙ্গ ঘুমঘোর, দেখ জেগে উঠে!
দুখময়-অমানিশা, গেল ওই কেটে!!
সূচীভেদ্য অন্ধকার, গেল অপসারি'—
অতীতের দিকে!
পূর্ব্বাশার-দ্বারে হের জন-মনোহারী
ভবিষ্য আলোকে!!
শুন ওই আহ্বান, শুন দৈবী শুভাশীষবাণী।
উঠ, উঠ, জাগো জাগো, রে অলস অবশ
পরাণী॥১॥

একে একে যায় বর্ষ, মাস, দিন, ক্ষণ,
তুমি মূঢ়, আজো কিন্তু সেই অচেতন!!

জগৎ এসেছে ফিরে, ধন-রত্ন সাথে
কত যুগ ধরি'—
তুমি সেই আজো দেখি, দাঁড়াইয়া পথে
ঘৃণিত ভিখারী।
ব্রাহ্মণ দাসত্বে মত্ত, তারপদ করিছ লেহন,
মর্ম্মে মর্ম্মে জাগে ঘৃণা, তোর কথা করিতে
স্মরণ !!২॥
শতেক ধিক্কার আসে এক এক করি
হৃদয়ে জমাট বাঁধে শ্বাস নিতে নারি !
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্যথা এই অভাগারে
কত যে জ্বালায়,
ক্ষোভে, দুখে, অপমানে মরি জ্বলে পুড়ে
প্রাণ যায় যায় !
শতধিক্, শতধিক্, ওরে জড় রে অস্পৃশ্য শব—
জলন্ত চিতায় কেন তোর স্মৃতি হয়নি'
বিলোপ ? ॥৩॥
শতধিক্কারেও তোরে শত কশাঘাত
ছিল না চেতনা ?—ছি, ছি, একি
অভাগপাত !
কাল-সর্প শিরে বসি' করিছে প্রক্ষেপ
বিষাক্ত ফুৎকার !
অঙ্গভূষা বলি' তায় করিছ প্রলেপ
অতি চমৎকার !!

অথবা এ বৃথা নিন্দা, আত্মশক্তি
কোথায় তোমার ?
অঙ্গ জর জর তোর, করিয়াছে বিষের বিকার ॥
আজি এ নবীন যুগে সত্যের আলোকে,
শূদ্রত্ব ক্ষুদ্রত্ব লয়ে রয়েছ কি সুখে ?
ভেঙ্গে ফেল মায়া-ঘুম দেখ আঁখি মেলে,
যায় যায় বেলা।
অস্পৃশ্য ভাবিয়া তোরে দলি পদতলে—
করে কেসে ছলা ?
পিতৃগণ শক্রপদে জাতিকুল গেছেন কি বেচে ?
ছলরূপী কাল তোর, শিরে বসি' আজো আছে
বেঁচে ? !! ৫
হিত নয় ! যাদুমন্ত্রে অহিতের ছলা।
বন্ধুভ্রমে কালসর্প খায় দুধ কলা !!
গাও সঞ্জীবনী-মন্ত্র ! ত্রাসে যাক্ মরি'
নীচ ক্রুর খল !
আবার নির্জ্জীব প্রাণে জীবন সঞ্চার করি'
আন' নব বল !! ৬
'নব জাগরণ' শুনি' নাচে প্রাণ, নাচে বিশ্ব
ব্যোম!
পবিত্র ক্ষত্রিয়-মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে বল ওম্ শান্তি
ওম্ !! ৭

শ্রীভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।

Reg. No. D. 69.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

[পঞ্চম বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র মাস।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এইপ্রকার একখানি গ্রন্থ ১৷৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক প্রতি লাইন ⁄১৹ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৷৹ যাঁহারা মণিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ⁄১৹ মোট ১৸⁄ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজ ব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ⁄১৹ ও অপরের জন্য ⁄১৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ ও ১৩১৯ সনের চাঁদা যাঁহারা অদ্যাপি দেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট আগামী ভাদ্র মাসের প্রতিভা আমরা ভিঃ পিঃ করিব। ভিঃ পিঃ করিলে যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তিনি দয়া করিয়া সত্বর আমাদিগকে নিষেধ করিবেন। ভাদ্র মাসের শেষে ভিঃ পিঃ হইবে, আশ্বিনের প্রারম্ভে তিনি ভিঃ পিঃ পাইবেন। আশা করি, কেহই ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না। কলিকাতায় প্রতিভা মুদ্রণের বন্দোবস্ত করা হইতেছে, এখানকার সমস্ত ধার আমাদের পরিশোধ করিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।
সম্পাদক ও প্রকাশক।

ফরিদপুর
হিতৈষী প্রেসে
শ্রীজানকীনাথ দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৯।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ভাদ্র মাস, ১৩১৯।

স্বাভাবিক যোগ।*

সাধনে প্রাণ ও প্রেম—প্রাণের সহিত প্রেমের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা স্থাপন হইলে গুপ্ততত্ত্ব সকল পরিস্ফুট হইয়া মানবের স্বভাবকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল করে। এবং অন্তর্মুখিনী চিন্তা শক্তি এমন একটী অমানুষী মহজ্জ্যোতি সম্পন্ন মনোমুগ্ধকরী মহোচ্চ স্থানে চলিয়া যায় যে, বহির্জগতের ছায়া মাত্রও ঐ চিন্তাশক্তির ভিতরে প্রবিষ্ট হয় না। সেই মনোমোহিনী মধুর চিন্তালব্ধ সারতত্ত্ব "প্রেম" প্রাণের পবিত্র প্রকৃতি মধ্যে দেখাইয়া দেয় যে, আত্মার অসীম সত্তা হইতে একটী অব্যক্ত জ্যোতিঃ বিকাশিত হইতেছে! তখন প্রেম প্রাণের সহচর হইয়া সাধনের অনুকূল পান্থ দ্বারটী প্রশস্ত করিবার জন্য নিজের পবিত্র মূর্ত্তিটী ক্রমে ক্রমে যোগীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া উচ্ছ্বাস-তরঙ্গের বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। যোগী সেই সময় আত্মার স্বরূপ মহা প্রেম সাধনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার বহির্মুখী প্রাণ আর সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ প্রেমে সন্তুষ্ট না হইয়া অনাবৃত মধুর প্রেমের প্রতি-বিম্বিত ছবি গুলি স্থায়ীরূপে চিত্রিত করিতে থাকে। চৈতন্যের অভেদ প্রেমের সত্তা,

---

* এই পরম উপাদেয় প্রবন্ধটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। লেখক কাঞ্চনতলানিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে উক্ত ডাক্তার মহাশয় বলিতেছেন,—"ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ একপ্রাণতা জাগতিক জীবের সাধনার মূল ইহাই যোগ, এই প্রবন্ধে তাহারই মূলতত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। এই প্রকার সাধনায় অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে কায়স্থ মহোদয়গণ জাতীয় মহাসাধনায় উপনীত হইতে পারিবেন। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সার্ব্বভৌমিক উদার ভাবে জগজ্জীবের মঙ্গল সামঞ্জস্যের প্রয়াসী। শ্রীভগবান্ সমীপে এ দীনের কায়মনোবাক্য প্রার্থনা যে বঙ্গীয় পতিত কায়স্থজাতি তদ্রূপ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া শূদ্রত্ব প্রেতত্ব বিমোচনে সচেষ্ট হউন।" বন্ধুবরের এই প্রকার প্রার্থনা সত্বরে ফলবতী হউক ইহাই আমাদিগের হৃদয়োত্থিত উচ্ছ্বাস। কায়স্থ কুলীন মহাত্মাদের আভিজাত্যের অহঙ্কার অতি উচ্চ সামগ্রী। কিন্তু এই অহমিকা স্বাভাবিক যোগের অন্তর্ভুক্ত প্রাণের সহিত প্রেমের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা যদি স্থাপিত করিয়া না দেয়, এই অহমিকায় নব গুণের পূর্ণতা যদি পরিস্ফুট না করে, পক্ষান্তরে এই অহমিকার আবেগে স্বজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি ও সমষ্টি ভাব স্থলে ব্যষ্টি ভাবের সৃষ্টি করে তবে এই আভিজাত্যের অহঙ্কার কায়স্থজাতির অমঙ্গলের নিদান স্বরূপ হইবেক। সম্পাদক।

হরিদাসের দৈনিক তিনলক্ষ হরিনামে অশ্রুপতন, যীশুর শিষ্যগণের পদ ধৌত দ্বারা অকৃত্রিম সেবা ভাব—এই সকল দেবপ্রকৃতির মহচ্চরিত্র দর্শনে কেনইবা বিহ্বল করিবে না? তখন যোগী জগতের অস্থায়ী চিত্রে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপযুক্ত স্বর্গীয় ছবির প্রতিচ্ছায়া রূপ বর্ণে মনকে সজ্জিত করিয়া শাশ্বত প্রেমের পবিত্র ভাবে মুগ্ধ হন, এবং ঐ প্রেমের সহিত প্রণয় সংঘটনের জন্য অত্যন্ত আকুল হইতে থাকেন।

প্রেম তখন প্রাণ মন উভয়ের সঙ্গে সখ্য বন্ধনে নিবদ্ধ থাকিয়া ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিনয়, নম্রতা শান্ত-শীলতা ও দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে মনকে সুসজ্জিত করিতে ক্রটি করে না। বস্তুতঃই প্রেমপ্রদত্ত সাধনোচিত ঐ সকল বেশ-ভূষণে ভূষিত হইলে, সাধন-মগ্ন মানবের শরীর হইতে যোগজ্যোতিঃ দেখা দেয়। আহা! সেই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে পাষাণবৎ কঠিন হৃদয়ও গলিয়া যায়। তাঁহার নিকট যে প্রেম সতত প্রহরী হইয়া রহিয়াছে কেমন করিয়া অভিমান, অহঙ্কার, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা সাধনব্যাহন্তা শত্রুগণ মস্তক তুলিবে? তাহারা যে কিঞ্চিলুকের ন্যায় কোথায় চলিয়া যায়। বাস্তবিক প্রেমের স্বভাব যে নবনিত হইতেও কোমল—তাহার যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই যেন অমৃত বৃষ্টি হয়। বলিতে কি বিস্তৃত ফণা বিশিষ্ট বিষধরও প্রেমের অমিয় দৃষ্টিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রেমিক ভক্তগণের সহিত কেলিনিরত হয়। প্রেম, ভেদের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া দিয়া কুটিল হৃদয়কেও সরল করে। ইহাতে কেনইবা চিন্তাশক্তির গতি অন্য দিকে টলিয়া পড়িবে? সুতরাং মন, প্রাণ, প্রেম সাধন চিন্তার অব্যাহত শক্তিতে এমনই বদ্ধ হয় যে, আর কোন দিকেই যাইবার পথ পায় না। তখন ঐ তত্ত্বত্রয়ও সুযোগ পাইয়া সেই অব্যক্ত জ্যোতির মূল অন্বেষণের নিমিত্ত চিন্তাশক্তির গতি অত্যন্ত প্রবল করিয়া তুলে এবং তিলার্দ্ধকালও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। সেই সময় সাধনাকাঙ্ক্ষী যোগীর অবস্থার একবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আর পার্থিব জগতের আপাত মুগ্ধকরী বস্তুর প্রতি কণামাত্রও ইচ্ছা থাকে না। মেরুশৃঙ্গের ন্যায় স্থির ভাবে থাকিয়া উপরি উক্ত অব্যক্ত জ্যোতির অনুসন্ধানে ব্যগ্র হয় এবং অতি দীন ভাবে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন ক্রন্দন করিতে দেখা যায়। কিন্তু এমন অনুকূল অবস্থায় ও সাধন সুলভ সময়েও একটী ভীষণ আশঙ্কা আছে। সাধনে যদি মন, প্রাণ, প্রেম ইহাদের রুচির একটু ব্যত্যয় ঘটে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাধনচিন্তার গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যোগীকে পতনের পথে উপস্থিত করিবেই করিবে। কেন না চিন্তাশক্তির সঙ্গে ঐ তত্ত্বত্রয়ের আনুগত্যের অভাব হইলেই বিপদ! অতঃপর প্রাণ, মন, প্রেম ইহাদের পরস্পর সকলেরই গতি শক্তির টান শুভাশুভ উভয় দিকেই আছে, বিষয় বাসনার ভোগ সুখেও অনুরক্ত হয়। আবার ভগবদ্‌ভাবেও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চকিৎ মধ্যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নহে। মহর্ষি পরাশর তিনিও কলুষিত রুচি বিকারে বিমুগ্ধ হন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও যোগভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইন্দ্রাদি দেবগণের ত কথাই নাই। তবেই বলিতে পারা যায় যে ঐ রুচিশক্তিকে এমনই ঐশী শক্তির সহিত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে হইবে যে

কিছুতেই সাধন চিন্তার গতি বিরুদ্ধ পথে না যায়। আধ্যাত্মিক তাপজনিত যে কোন প্রলোভনই আসুক না কেন; ঐ অব্যক্ত জ্যোতির্মুখিনী চিন্তা যেন বিচলিত না হয়। সাধন চিন্তা স্ববশে থাকিলে মন, প্রাণ, প্রেম এবং অন্যান্য শুভ তত্ত্ব সকলি অনুকূলে থাকিবে এবং শান্ত স্নিগ্ধ মধুর আলিঙ্গন দ্বারা উল্লাস তরঙ্গে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু সাধনের পথটী ঠিক ক্ষুরধার স্বরূপ! বড় সতর্ক ভাবে চলিতে হয়, নতুবা স্বতঃই বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। একটু ব্যতিক্রম ঘটিলেই যে সম্মুখে বিষয়াসক্তি বিবিধ প্রলোভন লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, সুযোগ পাইলেই অমনি নরকের প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে ফেলিয়া দিতে চক্ষের নিমেষ কালের নিমিত্তও অপেক্ষা করিবে না। যাহা হউক, সকল প্রকার বিঘ্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণের অব্যর্থ মহৌষধ সেই শাশ্বত প্রেম। উহা যতই অন্তরের গভীরতম প্রদেশ অধিকার করিবে, ততই সাধনচিন্তা সেই অব্যক্ত জ্যোতির সমীপবর্ত্তী হইবে। মলিন ভাবের সংশয় সমূহ ঘুচিয়া গিয়া আশার স্নিগ্ধ নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ করিবে এবং হৃদয়ে শান্তিরসের অমৃত তরঙ্গ ছুটিতে থাকিবে। সাধনের পবিত্র ক্ষেত্র উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইলে, যোগীর অন্তর বাহির কোনও স্থানে সন্দেহ বা ভ্রান্তির ছায়া প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না, প্রেমের মহাস্রোত বহিয়া যাইবে।

এইরূপ শাশ্বত প্রেমের সাধন সিদ্ধ হইলে, রুচি-শক্তি প্রবলা হইয়া প্রাণের গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে। কারণ প্রাণের স্বরূপ ও স্বভাবের সঙ্গে চিন্তা-শক্তির পরিচয় না হইলে, সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তন্নিবন্ধন সংক্ষেপে একটু আলোচনা প্রয়োজন। প্রাণ আত্মার অনন্ত প্রবাহরূপে অভিহিত। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যেই থাকিয়া কোটি কোটি জগতকে আলোকিত করে, তেমনই প্রাণও আত্মার তরঙ্গরূপে আত্মাতেই নিত্য জড়িত। সুতরাং প্রাণের গতিও চিৎ-শক্তি হইতেই প্রবাহিত হয়। প্রাণ কোনরূপ ভৌতিক পদার্থ সঞ্জাত নহে—চিন্ময় সত্তাতেই উহা প্রকটিত। এখানে প্রসঙ্গাধীনে আবার শূন্য তত্ত্বের কথা আসিয়া পড়িল। শূন্য জগতের স্থিতির আধার হইলেও স্থূলের কারণী ভূত নহে! ঋষিরা আকাশকে বিশ্বপদার্থের একটী পরিমিত তত্ত্বে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া উহার অভ্যন্তরে প্রাণের স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির অনুসন্ধানে চিন্তা-শক্তিকে লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু শূন্য তত্ত্বের সহিত পরিমিত স্থূল তত্ত্বের বিশেষত্ব এই যে, আকাশ আত্মার সম্যক্ স্থিতির একটী অখণ্ড স্থান বিশেষ। কিন্তু উহা চিৎ শক্তির অঙ্গীভূত নহে। সুতরাং আকাশ আত্মাতে রহিয়াছে সত্য, ফলতঃ উহার এমন শক্তি নাই যে, চিন্ময় মহাপ্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে। আত্মা যে ভূত তত্ত্বের অতীত, অথচ বিশ্ব সমূহ তাঁহারই অস্পর্শ শক্তিতে স্থিতি করিতেছে। নিত্য চৈতন্যের সত্তাশ্রিত যে কিছু আমরা দেখিতে পাই, সকলি তাঁহারই অসীম ইচ্ছার অন্তর্ভূত। আর একটী কথা, কল্পান্তর ভাবে স্থিতি অস্থিতি কিছু ছিল না, তমঃ দ্বারা আচ্ছন্ন একমাত্র শূন্যই দর্শনীয় বস্তুরূপে ছিল। ইহা চিন্তা করিতে গেলে, বিষম অজ্ঞেয়বাদের বিভীষিকায় পড়িতে হয়। কেন না অবিনশ্বর চৈতন্যকে কল্পান্তর বা কাল কিম্বা সময়ে আবদ্ধ

রাখিতে পারে না। আত্মা নিত্য ও স্বপ্রকাশ! অন্ধকার আলো ইহাও বিশ্বপদার্থে বিজড়িত। আর যদি বিশ্বাস করা যায়, একমাত্র শূন্যাশ্রিত আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না, তাহা হইলে চৈতন্যের পূর্ণ শক্তির প্রতি বিঘ্ন সংঘটিত হয়, কেন না তিনি স্থূল অস্থূল সকল লইয়াই পূর্ণ। আত্মাতে যদি বিশ্ব পরমাণুর অভাব থাকে, তবে ঐ সমূহ পরমাণুর অস্তিত্ব কোথা হইতে আইসে? মোটামুটি ভাবিয়া লওয়া উচিত যে, আত্মা যখন অবিধ্বংস নিত্য তখন এই প্রকাশমান জগৎ প্রপঞ্চেরও বিনাশ নাই সুতরাং কল্পান্তরে তমঃ আবৃত কিছু ছিল না, এ কথায় কিছুতেই মনকে আশ্বস্ত করা যায় না। বস্তুতঃই প্রাণেরও স্বরূপ শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে জানা যায়, চিৎ স্বরূপের অনন্তত্ব ও শক্তির পূর্ণত্ব বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

অনন্তর অখণ্ড প্রাণ প্রবাহ* প্রাণী পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ভিতর দিয়া ভূচর, খেচর, জলচর যাবতীয় জন্তু এবং অসীমাকাশে স্বীয় অনন্ত শক্তির চিন্ময় বক্ষে গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছে। এমন কি, ঐ ক্ষুদ্র মাছিটীও প্রাণের অমিয় তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া উড়িতেছে। জন্তু সমূহের ক্ষুদ্র বৃহৎ শরীর সত্বেও প্রাণের স্বরূপ ও শক্তি সমভাবেই চলিতেছে। অথচ আমরা দেখিলাম, উটি ক্ষুদ্র প্রাণী, এটি প্রকাণ্ড ভীষণাকার জন্তু, কিন্তু ভিতরে প্রাণ প্রবাহের গতির বিন্দুমাত্রও তারতম্য নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি এক প্রাণ সর্ব্বাধারে প্রকাশ পাইতেছে, পশু, পক্ষী, মানবাদির কার্য্যসমূহ বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে বলিতে কি, অন্যান্য জন্তুর কথা ত অতিদূরে—মানবগণের মধ্যেও পরস্পর প্রচুর পরিমাণ বিভিন্নতা রহিয়াছে। নির্ভিকান্তঃকরণে বলিতে পারা যায় যে, পশু পক্ষ্যাদি ইহারা নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের বহির্ভূত কোন কার্য্য করে না, তজ্জন্য তাহারা অনুতাপগ্রস্ত নহে। কিন্তু মানবগণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াও পাশবীয় শক্তির আকর্ষণে নিকৃষ্ট পথে পরিচালিত হয়। আবার সাধু ভাবের আশ্রয় লাভ করিলেও "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" বিবিধ প্রকার বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া ভেদ ভাব দ্বারা সমপ্রাণতার মধুর তরঙ্গকে বাধা দেয়। সুতরাং মানবীয় শক্তি প্রভাবে ভেদসঙ্কুল বিপজ্জালে বদ্ধ হইয়া পড়ে। এই কারণে প্রাণের সর্ব্বগত অভেদ মহা তরঙ্গটী বিস্মৃত হইয়া যায়। সকল প্রকার শরীর স্থিত ক্ষুদ্র ভাবের আতিশয্য বশতঃ প্রাণের আধ্যাত্মিক স্বরূপ দর্শনে সক্ষম হয় না। অবশ্যই বলিব যে, জন্তু বিশেষে কার্য্যের বৈচিত্র্যাভাব ও প্রাণীর শ্রেণী বিভাগে প্রকৃতির বৈষম্য উহা মহা প্রাণের ইচ্ছাশক্তির ভিতরে যথোপযুক্ত বিধানে অনন্তকালই চলিতেছে। সকলে সরল ভাবে যদি বুঝিয়া লন যে, মানব প্রকৃতিতেই উন্নতি অবনতির কার্য্যসমূহ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এ কথার সংশয় থাকে না। মানুষ শুভাশুভ উভয় দিক দর্শী ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বিভাগ বিষয়ে সুনিপুণ। তন্নিমিত্তই সংসার-পাশ বন্ধনের

* ইহাকেই এক প্রাণতা কহে। সকলের ভিতরে প্রাণের রূপ এক—উহাই মহাপ্রাণের দর্শন। লেখক।

দায়িত্ব লইতে বাধা। এবং ঐ পাশ মুক্তিরও শক্তি প্রয়োগের শক্তি আছে, কেন না বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পরিচালনে ক্ষমতা আছে বলিয়া প্রাণের সর্ব্বগত সমস্থিতির কারণ উপলব্ধি করিতে মানবেরই সম্যকপ্রকারে অধিকার দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্বাদি জন্তু সকল বরং নিকটে আসিয়া অনুগত হয়, কিন্তু আমরা কিছুতেই সরল সাধু স্বভাবে পরস্পর অভিন্ন হৃদয়ে এক প্রাণতার মধুর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। ইহার মূল কারণই অভেদ প্রেমের অভাব! প্রাণের শক্তি প্রবাহকে প্রাণী বা জন্তু বিশেষে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিলে অনাবৃত মহাজ্ঞানের সহিত প্রেমের ঘনিষ্ঠতা দৃঢ় হয়। তাহা হইলে জ্ঞান ও প্রেম উভয়ের মিলন-সামঞ্জস্যজনিত সাধন-চিন্তার গতি অধিকতর মধুর বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আনন্দময় কোষের ভিতরে উপস্থিত করে। প্রেমেরই পীযূষ ক্ষরিত অশ্রু-মগ্ন স্বভাব হইতে সাধনের গূঢ় তত্ত্বসমূহ অনবরত বিকাশ পাইতে থাকে। সাধনা-কাঙ্ক্ষীর হৃদয় প্রেমের অমৃত হিল্লোলে ভাসিয়া ভাসিয়া তাঁহার শরীর কদম্ব কুসুমের ন্যায় কণ্টকিত ও প্রেমোন্মত্ত প্রাণ উচ্ছ্বাসতরঙ্গে নিমগ্ন হয়। হায়! প্রেমের কি এতই বিমোহিনী শক্তি! একবার প্রাণে জাগিয়া উঠিলে, আর কি তাহার অভিন্ন আনুগত্য ভুলা যায়! বস্তুতঃ প্রেম ভিন্ন সাধনক্ষেত্র হৃদয় যে শ্মশানে পরিণত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? মনঃশক্তি তীব্র বৈরাগ্যের সাহায্যে যে কোন শক্তি প্রয়োগ করুক না, সমস্ত প্রাণীর সহিত মানবীয় শক্তি যতই কেন জড়িত হউক না, ইন্দ্রিয়গণ যতই কেন সংযম-ব্রত ধরুক না যদি ইহারা প্রেমের অমিয় অঙ্গ স্পর্শ না করে, তবে সকলেরই ঐ আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রেম, সকল প্রকার শুভ প্রবৃত্তির ভিতরে জীবনী শক্তিরূপে প্রবাহিত হইলে কোনরূপ বিপদ আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং প্রেম সমস্ত প্রাণিগত প্রাণকে এক করিয়া দেয়। অভেদ প্রেমের স্নিগ্ধ শাসনে স্বার্থপরতা দম্ভ দ্বেষাদি কুটিল প্রবৃত্তি প্রভৃতি দূরে অবস্থিতি করে। প্রেমের পবিত্র প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী আলোকে অপ্রীতিকর বৃত্তি সকল স্থান পায় না এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধন স্পৃহা ও উদার নৈতিক চরিত্র বলে, ভেদ বৈচিত্র্য সমুদয় যুগপৎ চলিয়া যায়। শাশ্বত প্রেমের সর্বোচ্চ ভাবে সাধনক্ষেত্রে তত্ত্বকুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অধীর করে, কোনরূপ অশান্তির রেখা মাত্রও দেখা যায় না। ঐ বিমলানন্দের ঘন আবর্ত্ত মধ্যে শান্তির বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাস অনবরত প্রবলতর বেগে বহিয়া যায়, কিছুতেই বাধা মানে না। প্রেম শত্রু-মিত্র, সুরূপ-কুরূপ, রোগী-ভোগী বুঝে না, সকলকে আলিঙ্গন করতঃ উদারতার মহাস্রোতে ডুবাইয়া দেয়। এবং মানবের মর্ম্মস্থিত ভেদগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সরলতার অভেদ শক্তির অব্যাহত গতি বৃদ্ধি করে। তখন আর সাধনে প্রাণ ও প্রেমের সখ্য বন্ধন শিথিল হইবার উপায় থাকে না। বস্তুতঃ সাধনোদ্যমশীল যোগী প্রেমের মধুর আপ্যায়নে আকৃষ্ট না হইলে, প্রাণের "একত্ব" সংসাধনে শক্তি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন কিরূপে? প্রাণ কি প্রেম শূন্য হইয়া সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কখনই না। সাধনাকাঙ্ক্ষী যোগী প্রেমের আশ্রয় গ্রহণে

অসমর্থ হইলে, তাহার চিন্তাশক্তির মূল শুকাইয়া যায়। কেন না সাধনক্ষেত্র হৃদয় প্রেম-পীযূষ-রস-সিক্ত না হইলে সরস ও উর্ব্বরা শক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। নিশ্চয়ই সেই পীযূষ-রসে এমন কি, অশান্তিদগ্ধ মরুময় হৃদয়ক্ষেত্রেও স্বর্গীয় তত্ত্ববীজ অঙ্কুরিত হয়। অত্যল্পকাল মধ্যে মহা তেজে আশাবৃক্ষ উল্লাস আনন্দ ও শান্তিরূপ পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। যোগী ঐ আশাবৃক্ষপ্রসূত শান্তি ফলাস্বাদনে এতই বিহ্বল হন যে, একমাত্র সাধনের গভীর উৎকণ্ঠা ব্যতীত আর কোনই ইচ্ছা থাকে না। সে সময় তাঁহার অন্তকরণে কোনরূপ বাহ্য বাসনা তিলার্দ্ধকালের জন্যও তিষ্ঠিতে সক্ষম নহে। তখনই সাধনচিন্তা আত্মার অনন্ত শক্তির ভিতরে মিশিবার নিমিত্ত অতি দ্রুত গতি চলিতে থাকে। প্রেমোন্মত্ত যোগীরও তখন জ্যোতিশ্চক্ষু ফুটিয়া উঠে ও সাম্য শান্ত দৃষ্টিতে বহির্ভাবের ঘোর অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ভাবটী সাধনচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রাণের মহাতরঙ্গের অতল তলে প্রবেশ করতঃ শাশ্বত প্রেমের পবিত্র আলোকে অভিনব স্বভাবে পরিণত হয়। তখন কোনরূপ জাগতিক স্থূল তত্ত্বের বিকার বাসনা আর বল প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় না। নির্ব্বিকল্প মগ্ন ভাবের মধ্যে সকলই মধুময় হইয়া যায়। তাই বলিতে পারা যায় যে, সাধনে প্রাণ ও প্রেমের মিলন বিষয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত চিন্তা শক্তিকে স্থির ভাবে পরিচালিত করিলে কখনই নিষ্ফল প্রযত্ন হইবে না। বরং সাধন বল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সাধন-সিদ্ধ যোগী দেব-শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইবেন। ইতি।

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

কাঞ্চনতলা।

দেবীবর ঘটক।

যখন সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়—উপযুক্ত সামাজিক শাসনের অভাবে সমাজ দোষদুষ্ট, বিশৃঙ্খল হইয়া দিন দিন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই সমাজ-সংস্কারক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয় আর তাঁহাদের চেষ্টায় অসামান্যসাধারণ প্রতিভাবলে আবার সেই সমাজের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। মহাত্মা দেবীবর ঘটকও সেই-রূপ একজন সমাজ-সংস্কারক মহাপুরুষ। দেবীবরের পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে আরও কয়েক জন সমাজ-সংস্কারক প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং সমাজ বিশেষের উশৃঙ্খলতা নিবারণ ও উন্নতি সাধন দ্বারা হিন্দুজাতির কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরে; বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সেরূপ আর একজনও সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং দেবীবরকে

বঙ্গের শেষ সমাজ-সংস্কারক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়-কুল-তিলক মহারাজা বল্লাল সেনই বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান সমাজ-সংস্কারক। কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের অধস্তন পুরুষগণ কালক্রমে বংশবৃদ্ধি সহকারে বহু বিস্তৃত ও বহু সমাজে বিভক্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, বল্লাল সেন কৌলিণ্য প্রথার সংস্থাপন দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত ও তাহাদিগের সমাজকে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বল্লালের পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, রাজা কংস নারায়ণ, দনুজমর্দ্দন দেব, রাজা পরমানন্দ রায় এবং পুরন্দর বসু খাঁ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক মনীষিগণ আবির্ভূত হন। তাঁহারা সমাজ-সংস্কারক নামে পরিচিত হইলেও মহারাজা বল্লালের ন্যায়, সমগ্র হিন্দু সমাজের সংস্কার কামী ছিলেন না—ব্রাহ্মণ কায়স্থের মাত্র তিনটী সমাজ ব্যতীত, তাঁহারা অপরাপর সমাজের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও—তাঁহারা সকল সমাজের সংস্কার ভার গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দুজাতির তথা বঙ্গভূমির বড় কম উপকার সংসাধিত হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার সাধনে যত্নবান ছিলেন না। এজন্য বল্লালের সময় হইতে পুরন্দর বসুর সময় পর্য্যন্ত—এই দীর্ঘকালের, পাঁচশতাধিক বর্ষের অসংস্কারে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছিলেন—উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে সমাজ মধ্যে নানা অনাচার ও দোষ প্রবেশ করিতেছিল। কুলীনগণ কুল-গর্ব্বে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য ও মহা অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন—স্বকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া নবধা কুললক্ষণে জলাঞ্জলি দিয়া, বিবাহের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সমাজ হইতে সদাচার, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতি গুণগ্রাম একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না আর তদ্দ্বারা সমগ্র হিন্দুজাতি দ্রুতবেগে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, বিরাট সমাজদেহের এক অঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অপরাপর অঙ্গসমূহ কখনই সুস্থ বা সুব্যবস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-জাতির এই অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণ-সমাজও তৎসহ ব্রাহ্মণেতর হিন্দু সমাজ সমূহের অধঃপতনের পথও যে প্রশস্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি? যাহা হউক সেই ঘোর দুর্দ্দিনে হিন্দু জাতিকে বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারেন এমন লোক একজনও হিন্দু-সমাজে বিদ্যমান ছিলেন না। অথচ হিন্দু-জাতি তখন একজন সুযোগ্য পরিচালক বা সমাজ-সংস্কারকের অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। অভাব হইলেই উপায় হয়—প্রকৃত অভাব বা আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে ভগবান নিজেই তাহার পূরণ করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের ও তৎসহ সমগ্র হিন্দু-জাতির মঙ্গলের জন্য, মঙ্গলময় ভগবান দেবীবর ঘটককে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। দেবীবর প্রকৃতই একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ। তাঁহার অসাধারণ লোকহিতৈষণা, অমানুষী ত্যাগ স্বীকার ও অতুলনীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ স্থল। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের সহিত বলিতে হয় যে, এ হেন

মহাপুরুষের জীবনচরিত নাই—ইঁহার জীবনের কোনও বিবরণই প্রায় কোনও গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অনেক পুস্তক ও পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু কোন স্থলেই আমাদের আশা ফলবতী হয় নাই। তবে দুই চারি খানি কুল-গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু তাঁহার জীবনের যে সামান্য বিবরণ সমূহ সংকলন করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই আজ আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

দেবীবর কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের বাসভূমিই বা কোথায় ছিল, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই তবে তিনি যে আদিশূর সমানীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চের অন্যতম শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যবংশীয় ভট্ট নারায়ণের বংশধর তাহাতে কোনও সন্দেহ বা মতদ্বৈধ নাই। ভট্ট নারায়ণের অধঃস্তন ষোড়শ পুরুষের নাম ছিল সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্ব্বানন্দ ঘটকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঘটকালিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি দেশব্যাপী হইয়াছিল আর তজ্জন্য তিনি বংশগত পদটী 'বন্দ্যো-পাধ্যায়' অপেক্ষা 'ঘটক' নামেই অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই ঘটক চূড়ামণি সর্ব্বানন্দের ঔরসে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-শতাব্দীর শেষভাগে দেবীবরের জন্ম হয়। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং স্বনামধন্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা মহাত্মা রঘুনন্দন তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেব যখন প্রেমভক্তির প্রবল বন্যায় বঙ্গভূমি পরিপ্লাবিত করিতেছিলেন আর তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে প্রেম-সুধা বিলাইতে ছিলেন তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাহার বুদ্ধি বিদ্যা ও শাস্ত্র জ্ঞানের তুলনা ছিল না। তাহাতে আবার পৈতৃক মর্য্যাদার অধিকারী হইয়া—তাঁহার পিতা ঘটকের কার্য্য করিয়া সমাজে যে অবিসংবাদিত আধিপত্য ও উচ্চসম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকার-সূত্রে সেই সকল করায়ত্ত করিয়া, তিনি হিন্দু-জাতির বরণীয় শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল সমাজের সকল লোকই তাঁহাকে ভক্তি করিত, তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইত এবং তাঁহার সমস্ত বিধান নত মস্তকে মানিয়া লইত। কিন্তু হইলে কি হয়—ঈদৃশ জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠাশালী হইলেও দেবীবরের কৌলিন্য মর্য্যাদার অভাব ছিল। তিনি কুলীন হইতে বহুলাংশেই হীন অর্থাৎ 'বংশজ' ছিলেন। সেই কুলগত হীনতা বশতঃ প্রধান প্রধান কুলীনেরা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন না, বরঞ্চ তাঁহার ন্যায় অকুলীনের সেরূপ সামাজিক প্রতিপত্তি তাঁহাদিগের একরূপ অসহ্য হইয়াই উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ শক্তি-মত্ত্বা ও জ্ঞানবত্তা দর্শনে কেহই তাঁহার বিরুদ্ধা-চারী হইতে কি তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতে সমর্থ বা সাহসী হইতেন না।

দেবীবরের সমকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে দুইজন শ্রেষ্ঠ কুলীন বিদ্যমান ছিলেন, একজন তাঁহার ইষ্টদেব চট্টবংশীয় কাশ্যপগোত্রজ পণ্ডিত শোভাকর আর অপর ব্যক্তি তাঁহার

মাতৃষস্পুত্র মুখটীবংশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় যোগেশ্বর পণ্ডিত। যোগেশ্বর, আত্মীয় হইলেও, তাঁহার উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না বরং মনে মনে তাঁহার বিরুদ্ধে বিষম বিদ্বেষভাবই পোষণ করিতেন আর কিসে তাঁহাকে অপদস্থ করিবেন, কিসে তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে সাধারণের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে নিরত থাকিতেন। কিন্তু দেবীর দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা ও অলৌকিকী প্রতিভার নিকটে তাঁহার কোনও উপায়, কোনও চেষ্টাই কার্য্যকর হইত না। তিনি বার বার বিফলমনোরথ ও বিড়ম্বিত হইতেন কিন্তু তবুও পশ্চাৎপদ হইতেন না—দেবীকে অপমানিত, নিগৃহীত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ঘটনাক্রমে এক দিন সেই সুযোগ উপস্থিত হইল—যোগেশ্বর দেবীকে তিরস্কার করিবার অবসর পাইলেন। অবসর অনুরূপ কার্য্যও তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল কিন্তু তাহার পরিণাম যোগেশ্বরের পক্ষে শুভকর হইল না। মহতের অবমাননা বা অপকার করিতে গেলে যাহা হয়, যেরূপ নিন্দা ও নিগ্রহ ভোগ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, যোগেশ্বরের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিল। যে বৃথা কুলমর্য্যাদার অহঙ্কারে তিনি "ধরাখানা" "সরাখানা"দেখিতেন সাধারণ লোকের সহিত বাক্যালাপেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, চিরদিনের মত সেই মর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গেলেন আর দেবীবরের যশোপ্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত হইল। যে সমাজ—সমীকরণ-রূপ মহৎ কার্য্যের জন্য দেবীর নাম রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে—যাহার জন্য তিনি বঙ্গীয় হিন্দুসাধারণের নিকটে দেবপদবাচ্য, পূজনীয় হইয়াছেন, যোগেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারই পথ সুগম হইয়া উঠিল।

একদা যোগেশ্বর গ্রামান্তর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন মধ্যাহ্নকাল সমাগত হইয়াছিল, প্রখর রবিকিরণে সমস্ত পৃথিবী যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। যোগেশ্বর পথ পর্য্যটনে ও রৌদ্রে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিশ্রাম ব্যতীত আর এক পদমাত্র চলিবারও তাঁহার সামর্থ ছিল না। কাজেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে পথি-পার্শ্বস্থ দেবীবরের বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। দেবী তখন গৃহে ছিলেন না, কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, যোগেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক মাতৃষসার চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহার সহিত বিশ্রান্তালাপ ও শ্রমাপনোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে যোগেশ্বরের শরীর সুস্থ হইল। তিনি গৃহগমনে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী মাতৃষসা সেরূপ অসময়ে, বিনা আনাহারে তাঁহাকে বিদায় দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। বরাবর তাঁহাকে আহার করিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন। যোগেশ্বর এতদিন যাহার—দেবীবরকে অপদস্থ করিবার যে সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, অদ্য তাহা প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার হৃদয় যে দেবী-বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে ছিল উপযুক্ত ইন্ধন পাইয়া অধুনা তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মাতৃষসার তথাবিধ স্নেহসূচক আদর আপ্যায়নে ও আহার

গ্রহণের অনুরোধে যোগেশ্বর তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং ধীর-কর্কশকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"মাতঃ, আপনি আহারের কথা বলিতেছেন বটে কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? দেবী কুলহীন বংশজ মাত্র সুতরাং কুলীন হইয়া আমি কিপ্রকারে তাঁহার অন্নগ্রহণ করিতে পারি? ক্ষমা করিবেন, আমি-না হয় আর একদিন আসিয়া আপনার প্রসাদ ভোজন করিয়া যাইব।" যোগেশ্বরের কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী-জননী মর্ম্মাহত হইলেন। ক্ষোভে অভিমানে তাঁহার স্নেহময় করুণহৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। যোগেশ্বর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া, গর্ব্বিতভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

দেবীবর যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জননীর নিকটে যোগেশ্বরের ধৃষ্টতার কথা শ্রবণ করিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মহান্ উচ্চহৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি নীরবে কুলীনদিগের দুরবস্থার, তথাবিধ নৈতিক অবনতির কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। পুত্রকে নিশ্চল, নির্ব্বাক দেখিয়া তাঁহার জননী ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন,—"দেখ দেখি, এবার আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। তোমার প্রশ্রয়েই ত তাহার এতদূর অহঙ্কার বাড়িয়াছে, এখন তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল দিয়া আমার তৃপ্তিবিধান কর।"

"আপনি কি আমাকে যোগেশ্বরের পথাবলম্বন করিতে বলেন?"

"না বৎস, আমি তোমাকে কোনও অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি না। তুমি সাধুতার আশ্রয় লইয়াই তাহার দুষ্কৃতির প্রতিশোধ দিবে।"

প্রতিফল দানের কথায় দেবীর সাধুহৃদয়ে কিঞ্চিৎ বিষাদ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এখন সাধুতার কথা শুনিয়া সে ভাব অপনীত হইল, তিনি প্রফুল্লমুখে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতঃ, কিরূপে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইবে।"

"তুমি সাধনার দ্বারা আদ্যাশক্তির প্রসাদ লাভ করিয়া স্বকর্ত্তব্য অবধারণ করিবে—যোগেশ্বরকে প্রতিফল দেওয়ার জন্য দেবী তোমাকে যে কায করিতে বলিলেন তুমি তাহাই করিবে। তাহা হইলে তোমাকে পাপ ভাগী হইতে হইবে না অথচ যোগেশ্বরের দর্প চূর্ণ হইবে এবং আমারও হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি পাইবে।"

দেবীবর 'তথাস্তু' বলিয়া মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং যোগেশ্বরের ধৃষ্টতা নিবারণ ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বিশুদ্ধিসাধন এই উভয় সংকল্প হৃদয়ে লইয়া, তৎক্ষণাৎ কামরূপ অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দেবীবর যথাসময়ে কামরূপ পঁহুছিলেন এবং তত্রত্য কামরূপেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিয়া, ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীর কঠোর তপে মহাদেবী প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"বৎস! আমি তোমার আরাধনায় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তুমি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন করিবে। সেই সভায়,

দশদণ্ডকাল আমি তোমার দেহে আবির্ভূত থাকিব। সুতরাং তখন তোমার মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইবে তাহা আমারই কথা বলিয়া জানিবে, সে কথার অন্যথাচরণ করা কাহারও সাধ্য হইবে না। তাহাতেই যোগেশ্বরের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-জাতি সর্ব্বাঙ্গীন কুশল লাভ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমুন্নত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।" এইরূপ ভাবে প্রত্যাদেশ করিয়া কামরূপেশ্বরী অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবীও সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহোল্লাসে স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন। শুনা যায়, এই সময় হইতে—দেবীর নিকটে এই বর প্রাপ্তির দিন হইতেই দেবীবরের মাতাপিতৃদত্ত নাম রহিত হইয়া যায় আর তিনি এই দেশপ্রসিদ্ধ নামেই সাধারণে পরিচিত হইয়া উঠেন, একথা যথার্থ কিনা তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই তবে দেবীর বরপ্রাপ্তি হইতে দেবীবর নামের উৎপত্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

দেবী গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই জননীর নিকটে আপনার মন্ত্রসিদ্ধির কথা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া অভিমত সংসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবীবরের সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। কুলীনেরা কুলের অভিমানে আত্মবিস্মৃত ও স্ফীতবক্ষ হইয়া সমাজ মধ্যে নানা অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন অথচ তাঁহাদের মর্য্যাদার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল না আর যাঁহারা বাস্তবিকই কুলীন—কুলীনের বংশধর না হইয়াও নবধা কুল লক্ষণ সম্পন্ন তাঁহারা দিন দিন সম্ভ্রমহীন ও সমাজ মধ্যে হেয় হইয়া পড়িতেছিলেন, যদিও সেরূপ লোকের সংখ্যা তখন যৎপরোনাস্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া সেরূপ লোক যে ছিলেন না তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। বরঞ্চ দুই চারি জন সেইরূপ সদাচারসম্পন্ন সাধুপুরুষ ছিলেন বলিয়াই সমাজের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন সম্ভবপর হয় নাই। যাহা হউক সমাজের সেই অবিচার, অনাচার ও বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি দেবীবরের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং বঙ্গের সমস্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কুলীন অকুলীন নির্ব্বাচন করিতে লাগিলেন। দেবীর কালীসাধনার সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি সকল স্থানেই সসম্মানে পরিগৃহীত হইলেন, সকলেই অকপটচিত্তে তাঁহার নিকটে সমাজের সমস্ত দোষ গুণের কথা প্রকাশ করিল। বঙ্গের প্রধান প্রধান কুলাচার্য্য, ঘটক ও সামাজিকগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দেবীবর তাঁহাদিগের সহযোগীতায় বঙ্গের সমস্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সমাজ-সংস্কারের সার্থকতা ও তজ্জন্য এক বিরাট সভাধিবেশনের আবশ্যকতা বিশেষরূপ বুঝাইয়া দিলেন। কামরূপেশ্বরীর অনুগৃহীত জানিয়া সকলেই তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে সভায় যোগদান করিতে আগ্রহ সহকারে স্বীকার পাইল। দেবীর অভীষ্ট সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া আসিল।

যথাসময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর এক মহতী সভার অধিবেশন হইল, সমাজের যত প্রধান প্রধান লোক, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাশালী, কুলীন, কুলাচার্য্য প্রভৃতি

সকলেই সেই সভায় সমবেত হইলেন। ক্রমে সভারম্ভকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। সকলেই দেবীবরের দর্শনকামনায় উৎগ্রীব হইলেন। সহসা গুরু গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হইল,—"দেবী সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া, দশদণ্ড সময়ের মধ্যে যাহা কিছু বলিবে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য, তাহার ব্যতিক্রম বা অন্যথাচরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। দেবীর মুখে স্বয়ং কামরূপেশ্বরীই কথা কহিবেন।" "দেবীর প্রত্যাদেশের কথা শুনিয়া দেবীবরের প্রতি যাঁহাদিগের সন্দেহ ছিল এই দৈববাণীর দ্বারা তাঁহাদিগের সেই সন্দেহ অপনীত হইল আর সকলেই তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে দেবীবর ধীরে ধীরে সেই সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বিরাট সজনসভ্য দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণ করিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল, দেবী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত যোগেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। দেবী তখন দেবীভাবে বিভাবিত, মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত এবং মানবসুলভ হিংসাদ্বেষাদি পরিশূন্য সুতরাং যোগেশ্বরকৃত অপমানের ও তাহার প্রতিফল দানের কথাও তখন আর তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল না। তিনি দেবী প্রণোদিত হইয়া যোগেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"শশে যদি বিষাণঃ স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তথা যোগেশ্বরে কুলম্॥"

অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গোৎপত্তি, আকাশে কুসুম সমাবেশ এবং বন্ধ্যার পুত্রমুখদর্শন যেমন সম্ভবপর নহে, যোগেশ্বরের কুলমর্য্যাদাও সেইরূপ অসম্ভব। দেবীর আদেশে যোগেশ্বরের কুল নষ্ট হইয়া গেল। * অতঃপর দেবীবরের দৃষ্টি তাঁহার ইষ্টদেব পণ্ডিত শোভাকরের উপরে নিপতিত হইল। শোভাকর শিষ্যের দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানলাভের প্রত্যাশায় সভা মধ্যস্থ সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন কিন্তু দেবীবর তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না অপিতু সকলের অনভিমতে সেরূপ অসংস্কৃত ভাবে উচ্চাসন অধিকার করায় তাঁহার মনে বিষম বিরক্তি ও ক্ষোভেরই সঞ্চার হইল। শোভাকর তাঁহার আকার ইঙ্গিতে সে ভাব লক্ষ্য করিয়া কুণ্ঠিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সন্তোষবিধান ও তদ্দ্বারা অভিমত ফল লাভের আশায় বিনীত ভাবে বলিলেন,—"দেবী, তুমি দেবীর অনুগৃহীত ও বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও আমার শিষ্য সুতরাং তোমার সমক্ষে উচ্চাসন গ্রহণ আমার পক্ষে কখনই দোষাবহ নহে আর তাহাতে তোমার ক্ষোভ প্রকাশ করাও অসমীচীন, বরঞ্চ এই সুযোগে আমাকে

* দেবীবর যে কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, বিনা দোষে যোগেশ্বরের কুলমর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছিলেন তাহা নহে। যোগেশ্বর সামাজিক দোষে দোষী ছিলেন, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামা জনৈক অকুলীনের সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কুলগৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবীবর, দেবীর নির্দেশক্রমে এখন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াদিলেন মাত্র। যোগেশ্বরের সেই কুলহীনতার কথা কুলগ্রন্থে এইরূপ ভাবে লিখিত আছে, যথা—

"যোগেশ্বরের যোগ ভঙ্গ মধুচট্ট পেয়ে।"

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা দানে পরিতুষ্ট করাই তোমার কর্ত্তব্য।" দেবী দৃঢ়তাসূচক গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন;—"প্রভো, ক্ষমা করিবেন, এখন আমি আর আমার স্ববশে নাই— এই দশ দণ্ড কালের মধ্যে ইচ্ছানুসারে কোনও কার্য্য করা আমার শক্তি বহির্ভূত। এখন দেবী আমাকে যাহা বলাইবেন তাহাই আমাকে বলিতে হইবে।"

দেবীর কথা শুনিয়া শোভাকরের মুখ শুকাইয়া গেল, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভীতচিত্তে ম্লানমুখে শিষ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেবীবর তাহা লক্ষ্য করিলেন না, সহসা শোভাকরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"ডাক্ দে বলে দেবীবর—
নিষ্কুল শোভাকর।"

দেবীর আজ্ঞায় যোগেশ্বরের ন্যায়, শোভাকর ও নিষ্কুল হইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যোগেশ্বরের মত সংযম দেখাইলেন না— নীরবে দেবীর বিধান মান্য করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার মনে নিদারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই সভা মধ্যেই শিষ্যকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। শোভাকর দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন,—

ডাক্‌দে বলে শোভাকর—
নির্ব্বংশ দেবীবর।"

দেবীবর তখন দেবীভাবাপন্ন—দেবী তাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে যাহা বলাইতেন তিনি তাহাই বলিতেছেন এজন্য শোভাকরের তথাবিধ কঠোর অপ্রিয় বাক্যেও তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল না। তিনি রুষ্ট হইলেন না, তাঁহার মনে কোনও মন্দভাবের সঞ্চারও হইল না। তিনি অবিচলিত ভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দেবীবর সেই সভাস্থলে, নির্দ্দিষ্ট দশদণ্ড কাল মধ্যেই যাহার যে গুণ বা দোষ তাহা প্রকাশ করিলেন এবং যিনি যে কৌলীন্য সম্মানের উপযুক্ত তাঁহাকে তাহা দান ও যিনি যাহার উপযুক্ত নহেন, তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন, সমাগত সভ্যগণ বিনা বাক্য ব্যয়, দেবী কামরূপেশ্বরীর প্রত্যক্ষ আদেশ বোধে; তাঁহার সমস্ত বিধান শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। প্রতিবাদ দূরে থাকুক, মনে মনেও কেহ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে দেবীবর, দোষ গুণ অনুসারে, সমস্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে ষড়্‌ত্রিংশ বিভিন্ন বিভাগ বা মেলে বিভক্ত ও তাঁহাদের কৌলিকনিয়মাবলীর সংগঠন ও সমাজসংস্কার সমাধা করিলেন, দেবীর সেই সংস্কার ও মেল বন্ধন ফলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ, বল্লালের সময়ের ন্যায় আবার সবল ও সংশুদ্ধ হইয়া উঠিল, সমাজের সমস্ত ত্রুটি বা বিশৃঙ্খলা নিরাকৃত হইল আর সার্ব্বত্রিক বিবাহ প্রথা তিরোহিত হওয়ায় কৌলীন্য মর্য্যাদা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ও নির্ম্মল হইয়া উঠিল।

চারিশতাধিক বর্ষ অতীত হইল দেবীবর ইহসংসার হইতে অপসৃত হইয়াছেন কিন্তু এখনও তাঁহার সেই সর্ব্বজনবন্দিত সুব্যবস্থা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজকে ব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন হিন্দুজাতি, হিন্দুসমাজের মুকুট-মণি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন কেহই তাঁহার কথা ভুলিতে পারিবে না অপিতু চিরদিনই তাঁহার পবিত্র নাম ও তৎসহ সেই মেল বন্ধন ও সমাজসমীকরণকাহিনী ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

কবিতাগুচ্ছ।

বরের দর।* (১)

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি সামাজিক দস্যুর উক্তি।

(The song of the social Pirate)

(ভাই হে।)
"কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ,
তাই বুঝে, সংক্ষেপে কচ্ছি ফর্দ্দ সমাপন।

নগদে চাই তিনটী হাজার
তাতেই আবার গিন্নী বেজার
বলেন এবার বরের বাজার কসা কি রকম।
(কিন্তু)
তোমার কাছে চক্ষু লজ্জা লাগে যে বিষম॥

(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ
হয় না কমে বলে গিরীশ†
কাজেই সেটা হাঁ হাঁ, বেশী বলা অকারণ।

সোণার চেন ঘড়ি আইভরি ছড়ি
ডায়মণ্ড কাটা সোণার বোতাম
দিও এক সেট, কতই বা দাম
বিলাতি বুট ভাল শ্লিপার, বরের প্রয়োজন।
ফুল ষ্টকিং রেশমী রুমাল দিও জুড়জন।

ছাতি-ক্রস আয়না চিরুণ
ফুল কাটা সার্ট কোর্ট পেণ্টেলুন
দু জোড়া শাল, সার্জ্জের চাদর গরদ সুচিক্কণ
অমৃকাল র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার
খাশপনের দেশী ধুতি, রেশমী না হয় দিও সুতি

হ্যা দ্যাখো ধরিনি চসমা কেমন ভুলো মন
ছেলে ঠুসি পেলে খুসি, একটু খাটো দরশন।

খাট, চৌকি, মশারি, গদি এর মধ্যে নেই
"পারি যদি"§
তাকিয়া তোষক বালিশাদি দস্তুর মতন
হবে দু' প্রস্ত শয্যা প্রশস্ত
(আর) টেবিল চেয়ার আয়না ডেস্ক
হাতীর দাঁতের হাত বাক্স
ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুব বড় দুটো যা দেশের চলন।
আর) তারি সঙ্গে পুরা একসেট রূপারি বাসন।

গিন্নী বলেন বাউটী সুটে রূপলাবণ্য উঠে ফুটে,
একুশ ভরি হলেই হবে একটী সেট উত্তম
যেন অলঙ্কার দেখে, নিন্দা করে না লোকে
দিও বারানসী বোম্বাই, ফর্দ্দ কিছু হল লম্বাই,

* স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের রচিত। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক মহাশয় কর্ত্তৃক বিগত ১লা বৈশাখ রংপুর কায়স্থ-সভায় গীত। সম্পাদক।

† বরের নাম গিরীশ, ইনি যে প্রকার সাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিকভাবাপন্ন তাহাতে পড়ার খরচ আর বেশী দিন দিতে হইবে না। সম্পাদক।

§ অর্থাৎ অবশ্য দেয়, ইহার মধ্যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে পারি যদি এ কথা বলিও না। সম্পাদক।

তা তোমার মেয়ে, তোমার জামাই,
তোমার আকিঞ্চন
আমার কি ভাই! আজ বাদে কাল মুদ্‌ব
দুনয়ন।*

আর দিও যাতায়াতের খরচ
না হয় কিছু হবে করজ †
তা মেয়ের বিয়ে তোমার গরজ, তোমার
প্রয়োজন
আর আসবে কুলীনদল, তাদের চাই
বিলাতী জল
ডজন বিশেক হুইস্কি রেখো
নইলে বড় প্রমাদ দেখো

কি কর্‌ব ভাই! দেশের আজকাল
এমনি চাল্ চলন।
কেবল চক্ষু লজ্জায় বাধ বাধ ঠেক্‌ছে যে
কেমন।

ছেলেটী মোর নব কার্ত্তিক
ভাবটী আবার খাটি সাত্ত্বিক
এই বয়সে ভার ভাত্তিক, কর্ত্তাদের মতন।
যদি দিতেন একটী পাশ, তবে লাগিয়ে
দিতাম ত্রাস
ফেল্ ছেলে তাই এত কম পণ
এতেই তোমার উঠ্‌লো কম্পন?
কেবল তোমার বাজার যাচাই—বকালে
অকারণ।
দেশের দশা হেরে কান্ত করে অশ্রু বরিষণ॥ §

একটী প্রার্থনা। (২)

আসিয়াছি আজি প্রভু
তোমার চরণ তলে।
হৃদয়ের প্রেম ভক্তি
উপহার দিব বলে॥ ১
যাহা কিছু ছিল নাথ!
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মাঝে।
সাজাইয়া অর্ঘ্য ডালা
আনিয়াছি তব কাছে॥২

নাহি এতে শিব শক্তি
শৈব শাক্ত মনোলোভা।
অথবা সে বৈষ্ণবের
হরিনাম পূর্ণ প্রভা॥৩
কি দিয়ে পূজিব তবে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি।
শিব শক্তি হরিনাম
সকলি আমার তুমি॥ ৪

* এই প্রকার সামাজিক ডাকাইতের, পণ আদায় করিবার আগে মৃত্যু হইলে দেশের কলঙ্ক ঘুচিয়া যায়। সম্পাদক।

† ঋণগ্রস্ত হইয়া কন্যার বিবাহ না দেওয়াই কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

§ যজ্ঞোপবীত দ্বারা ৪ শ্রেণীর মিলন না হইলে এই ভয়ানক দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধারের অন্যোপায় নাই। সম্পাদক।

এঁকেছি শ্যাম সুন্দর!
লিখেছি তোমার নাম।
হৃদিপদ্মে পত্রে পত্রে
পূরাইতে মনস্কাম॥ ৫
তোমারি কৃপায় দেব
পেয়ে তব নাম ভিক্ষা।
তোমারি প্রসাদে সদা
লভিয়া তোমারি শিক্ষা॥৬
অতীব যতনে নাথ!
আঁকিয়াছি মনোমত।
অনন্ত সুন্দর মূর্ত্তি
গোপীজন সুখ-ব্রত॥ ৭
ঢালিয়া দিলাম আজি
তোমারি চরণ তলে।
সুখ দুঃখ ধন জন
যা ছিল আমার বলে॥৮
রতন বলিয়া যাহা
দিলাম চরণ তলে।
হইলে উপলখণ্ড
দিও তুমি তাহা ফেলে॥ ৯
নাহি তাতে কোন ক্ষোভ
ওগো হৃদয়ের স্বামী।
জানি আমি হে সুন্দর!
নিতান্ত তোমারি আমি॥ ১০

শ্রীমতী সুভাষিনী দেবী।

বনগ্রাম

অর্থ। (৩)

ধন্য অর্থ ধন্য তোমার মহিমা,
বিদ্যার গৌরব সৌন্দর্য্য-গরিমা,
তেজবীর্য্য খ্যাতি সাহস ভঙ্গিমা,
তোমা বিনা ভবে কিছু নাহি হয়। ১
তোমার সাধক বিশ্ব চরাচর,
মূর্খ কি পণ্ডিত নারী কিম্বা নর,
প্রীতির বন্ধন হয় দৃঢ়তর,
উৎসাহ উন্নতি তোমাতে রয়। ২
ধর্ম্মের শাসন স্নেহের বন্ধন,
মাতৃ স্নেহ কিম্বা প্রেম আলাপন,
স্বার্থ বিমুখে করিয়া বোধন,
তোমার মহত্ব প্রকাশিছ ভবে। ৩
পৃথিবী বিজয়ী পাশ্চাত্য সন্তান,
ভূতলে তুলিছে বিজয় নিশান,
তেজ গর্ব্ব যশ যাহে মূর্ত্তিমান
তোমারই কৃপায় এরূপ সবে। ৪
তব অনুগ্রহে উঠিছে ধরায়,
সৌধ কিরীটিনী উজ্জ্বল প্রভায়,
সৌদামিনী শোভে ভূতলের গায়,
নীর লৌহ-নলে রহে বিদ্যমান। ৫
চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি কত অত্যাচার,
তোমার নিগ্রহে ছাড়ে হুহুঙ্কার,
দুর্ভিক্ষে মানব করে হাহাকার,
সুখ শান্তি ধর্ম্ম হয় অন্তমান। ৬

কোন্ কুসুমের এ যে পরিমল,
নিরাশার আশা দুর্ব্বলের বল,
আকাশের তারা শিশিরের জল;
কোন্ জন তোমা সৃজিল ধরায় ? ৭
অসহ্য যদ্যপি তোমার শাসন,
তথাপিও দুখে করি সম্ভাষণ,
তথাপিও দেখি তোমার স্বপন,
তোমা বিনা ডোবে চিত্ত নিরাশায়। ৮

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

সুখে দুঃখ। (৪)

মিছে মান মিছে আশা মিছে ভালবাসা
বৃথা ভবে আকিঞ্চন বৃথা সুখ-আশা।
চেয়ে দেখি যতবার এই লীলা বিধাতার
একে বাঁচে মরে আর কুসুমে কণ্টক-হার।
দিবা নিশা আসে, আসে, আলো অন্ধকার
দেখায় ভবের খেলা রীতি দুর্নিবার।
অই যে শুধাংশু দীপ্তি ভাতিছে গগণে,
জগৎ শীতল যার বিমল কিরণে,
ক্রমে সেও প্রভাতের ছায়া সনে মেশে,
তরুণ অরুণ-ছটা তাই ছুটে আসে।
আসে সুখ আসে দুঃখ আমি তাহা চাই
দুঃখ বিনা সুখ নাই তাই দুঃখ পাই।
পাশা ছলে অভিমানী রাজা দুর্যোধন,
পাণ্ডবগণের করি সর্ব্বস্ব হরণ—
লভিলা যে রাজ্য-সুখ দুঃখ রূপে পরে,
বাজিল দারুণ শেল তাঁহার অন্তরে।
কুরুকুল হ'ল ধ্বংস সমর অনলে
সুখ রবি চিরতরে গেল অস্তাচলে।
বাঁধিয়া সাগরে বীর রঘুকুলপতি,
উদ্ধারিল, বিনাশিয়া রাবণ দুর্ম্মতি,
যে সীতায়, হায় সেই অপার্থিবধন,
বিনা দোষে হীন বেশে ত্যজিল জীবন।
সে বিষম দুঃখ-শেল পশিয়া মরমে,
নিবাইল প্রাণ দীপ মহামতি রামে।
নীরব নিশুতি দূর আঁধার কুটীরে,
ভগ্ন মনোরথ তাই দুঃখার্ত্ত অন্তরে,—
বীর শ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট মুদিলা নয়ন
ভেঙ্গে গেল চিরতরে সুখের স্বপন।
যদি বিদলিত আশা হয় কুসুমিত,
ছড়াইয়া পরিমল, জনমের মত,
হয় বৃন্তচ্যুত তাহা ক্ষণকাল পরে,
রাখে শুধু দুঃখ স্মৃতি হৃদয় মন্দিরে।
এইরূপে সুখ দুঃখ আসে অনিবার,
বৃথা মান বৃথা আশা বৃথা অহঙ্কার।
সুখের জিনিস যত সকলি হেলায়
এইরূপে কলঙ্কিত দুঃখ কালিমায়,
সুবর্ণ প্রতিমা যদি পাও কোন দিন,
সেওরে পরশ দোষ হইবে মলিন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

চিত্রকর টার্ণার।

চিত্র ও চিত্রকর প্রবন্ধে বিদেশীয় চিত্রকরদিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। আজ টার্ণারের জীবনালেখ্য পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল।

ইয়ুরোপের আধুনিক চিত্রযুগে টার্ণার একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য (landscape) চিত্রণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চিত্রসমালোচকগণ তাঁহাকে লইয়া বিষম বাক্‌যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। টার্ণার নাই, তাঁহার কীর্ত্তি আছে—আর আছে সমালোচক। প্রতিভামৃগেন্দ্র আসিয়াছিল, স্বাধীন ভাবে বীরলীলা উদ্‌যাপন করিয়া তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার পদাঙ্ক লইয়া ফেরুপাল চিরকাল বিবাদ করিতে থাকুক। কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া স্বর্গে তুলিয়া দিতেছে, কেহ বা তাঁহার দোষ ধরিয়া নরকের ব্যবস্থা করিতেছে। টার্ণারের অমরাত্মা অমরলোক হইতে হাসিতেছে।

টার্ণারের ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ লেখক রাস্কিন (Ruskin) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি লিখিয়াছেন টার্ণারের কায এত মিহি যে কাহার সাধ্য অনুকরণ করে? (his finish is so delicate as to be nearly uncopiable)? তিনি টার্ণারকে ক্লড (Larrain Claude), ডি উইন্ট (De Wint) ও কনষ্টেবলের (Constable) অনেক উপরে আসন দিয়াছেন। (১) এসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও টার্ণারের মৌলিক প্রতিভা সম্বন্ধে শত্রুমিত্র সকলেরই এক মত।

প্রতিভা কোন দেশ, কাল, সমাজ বা জাতির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। মহাপুরুষেরা সকল দেশে, সকল জাতিতে, উচ্চ-নীচ সকল সমাজে আবির্ভূত হইয়াছেন। ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভা অবতীর্ণ হইয়াছে। (২) দাঁতের ন্যায় কবি, গালিলিওর ন্যায় জ্যোতিষী, বেকনের ন্যায় পণ্ডিত, দেকার্ত্তের ন্যায় দার্শনিক, মিরাবোর ন্যায় রাজনৈতিক, লিটনের ন্যায় লেখক, ওয়েলিংটনের ন্যায় বীর, আভিজাত্য গর্ব্বিত হইয়াও প্রতিভাবলে জগতে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কবিকুল-গৌরব সেক্‌সপিয়র, মিল্টন ও গেটে, গণিতবিদ্ নিউটন, জ্যোতিষী কেপ্‌লার, পণ্ডিত কার্লাইল, লেখক জার্মিটেলর, বীর নেপোলিয়ন ও ক্রমওয়েল, নাবিক ড্রেক, নৌসেনাপতি নেল্‌সন, স্বদেশপ্রেমিক ওয়াসিংটন প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আর দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে জীবনসংগ্রাম করিতে করিতে যে সকল অপূর্ব্ব প্রতিভা মানব-

(১) "The Pre-Raphaelite school with Ruskin as their spokesman, have raised Turner on a pinnacle, from whence he looks down on Claude Larraine, De Wint and Constable" J, b's Art Treasures Exhibition.

(২) Life and Labour, Smiles.

সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়া স্ববংশীয়-দিগকে এবং সমগ্র জগতকে কর্ম্মজীবনের আভিজাত্যে অধিকারী করিয়াগিয়াছেন, তাঁহাদের আসন সকলের উপর। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ না করিলেও জগতের মানবজাতির হৃদয়ে বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বোপার্জ্জিত অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সাধারণের সম্ভোগের জন্য রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক লুথার, জ্যোতির্বিদ্ কোপার্নিকাস্, বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে ও ফ্রাঙ্কলিন্, নাবিক কলম্বাস্, কবি বার্ণস্, সাধু বুনিয়ান, আবিষ্কারক ষ্টীফেন্সন, নাবিক কুক, ভ্রমণকারী লিভিংষ্টোন্, লেখক পেন্‌জন্‌সন্, বীর মার্শেলনে ওয়ুন্ট্ এবং চিত্রকর টার্ণার শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভা—দারিদ্র্যের অনলে পরীক্ষিত অকৃতিম অষ্টাপদ।

মহাপ্রতিভাশালী প্রকৃতিপুত্র ইংরাজ চিত্রকর জোসেফ্ ম্যালর্ড উইলিয়াম টার্ণার ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র লণ্ডন সহরের অন্তর্গত মেডেন্‌লেনে(১) কভেণ্ট গার্ডেনের এক ক্ষুদ্র গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার দরিদ্র পিতা ক্ষৌরকারের ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন। টার্ণারের বাল্যজীবন কুজ্ঝটিকাময়। শুনা যায় একদা টার্ণারের পিতা কোন ধনীর গৃহে ক্ষৌরকার্য্য করিতে গিয়াছিলেন। বালক টার্ণার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্রকে স্বীয় ব্যবসায় শিক্ষাদান করেন। কিন্তু টার্ণারের প্রতিভা তাঁহাকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়াছিল। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আভিজাত্য-চিহ্নযুক্ত সৈনিকের পরিচ্ছদ(২) মেজের উপর ছিল। পিতা ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত হইলে কর্ম্মান্তরহীন বালক টার্ণার পোষাকে অঙ্কিত সিংহ মূর্ত্তি অবিকল অনুকরণ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিলেন। অসাধারণ চিত্রকর টার্ণারের অঙ্কন প্রতিভার এই প্রথম পরিচয়।

উপস্থিত সকলেই বালকের অঙ্কনশক্তির প্রশংসা করিলেন। প্রথম উদ্যমেই প্রশংসা পাইয়া টার্ণারের চিত্ত ঐ বিষয়ে ধাবিত হইল। জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন ছাড়িয়া ক্রমে তিনি প্রাকৃতিক পদার্থের চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় সুন্দর দৃশ্যের অনুসন্ধানে তাঁহাকে মাঠে মাঠে বেড়াইতে হইত। টার্ণারের পিতা হীনজীবী হইলেও সুবিবেচক ছিলেন। তিনি পুত্রের স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশে কিছুমাত্র বাধা প্রদান করেন নাই।

টার্ণারের চিত্রাঙ্কনের পারদর্শিতা দেখিয়া জনৈক খোদাইকার (engraver) তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর টার্ণার পাঠ প্রতি ৫ শিলিং বেতনে স্কুলের ড্রইং মাষ্টারী করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে বেতনের হার বৃদ্ধি হইয়া পাঠ প্রতি ১০ শিলিং এবং পরে ঘণ্টা প্রতি ১ গিনিতে পরিণত হইল। এই সময় পুস্তক প্রকাশকদিগের সচিত্র সংস্করণের জন্য চিত্র আঁকিয়া দিয়াও তাঁহার কিছু কিছু আয় হইত। অক্সফোর্ড আলম্যানাকের (Oxford Almanack) জন্য তিনি এমন সুন্দর ছবি আঁকিয়া দিয়াছিলেন যে তাহাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল।

(১) Maiden Lane.

(২) Emblazoned coat of arms.

১৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি রয়াল একাডেমিতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন(১) এবং ১৫ বৎসর বয়সে "ভিউ অব দি আর্চ বিশপ্স প্যালেস্ এট্ ল্যাম্বেথ (View of the Arch bishop's palace at Lambeth) নামক একখানি অতিসুন্দর জলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। উহা প্রদর্শনীর জন্য পরিগৃহীত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া তিনি আরও পাঁচ বৎসর তথায় শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ৫ বৎসরে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫৯ খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

ইং ১৮০০ সনে(২) টার্ণার বিদ্যালয়ের সহযোগী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমালোচক রাস্কিনের মতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা টার্ণারের পক্ষে লাভজনক না হইয়া বরং সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহাকে তৈলচিত্র শিক্ষা দেওয়া হয় নাই এবং কৃত্রিম শিক্ষাদ্বারা তাঁহার স্বাভাবিক অনুমানশক্তি, সত্যানুভূতি ও উদ্ভাবনীবৃত্তির বিকাশ রোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বলেন এই কুশিক্ষার ফল মুক্ত হইয়া স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ হইতে টার্ণারের জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল (৩)।

(১) 1789. The New Popular Encyclopedia.

(২) 1799. The New. P. Encyclopedia.

(৩) Turner having suffered under the instruction of the Royal Academy, had to pass nearly thirty years of his life in recovering from its consequences. Ruskin.

১৮০২ খৃষ্টাব্দে টার্ণার একাডেমিসিয়ান নামক সম্মানজনক পদে সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। প্রতিভা গৌরব প্রার্থী না হইলেও গৌরব প্রতিভাকে আপনা হইতে বরণ করে। এতকাল টার্ণার কেবল জলচিত্র অঙ্কিত করিতেন। এই সময় হইতে তিনি তৈলচিত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্য অমর করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শতাব্দীতে টার্ণার অন্যূন ২০০ চিত্র প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টার্ণার রয়াল একাডেমিক পার্স্পেক্টিভ্ ড্রইংএর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পর বৎসর তিনি বুক অব্ ষ্টাডিস্ (Liber Studiorum) খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বায়রণ (Byron) স্কট্ (Scott) প্রভৃতির কবিতার সচিত্র সংস্করণের জন্য যে ছবি খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল।

টার্ণার স্বভাবতঃ অনলস ও পরিশ্রমী ছিলেন এবং অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রতিভা ও যশ সত্ত্বেও তাঁহার বন্ধুভাগ্য ছিল না। তিনি আদৌ মিশুক ও আলাপী ছিলেন না। কিসে তাঁহার চিত্র এত চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর হইত, এ রহস্য তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। তিনি কাহাকেও তাঁহার চিত্রগৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না। কথিত আছে একবার পেটোয়ার্থ নামক স্থানে তিনি চিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি সর্ব্বদাই দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। লর্ড ইগ্রিমণ্ট (Lord Egrement) ভিন্ন আর কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিতেন না। প্রসিদ্ধ ভাস্কর

চণ্ট্রি (Chantry) কিছু পারিতোষিক দিয়া টার্ণারের ভৃত্যের নিকট হইতে লর্ড ইগ্রিমণ্টের সঙ্কেত (টোকা) শিখিয়া লইয়াছিলেন এবং চতুরতাপূর্ব্বক দরজায় ঐরূপ আঘাত করিয়া ভিতরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। টার্ণার এই ঘটনায় এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত চণ্ট্রির (Chantry) সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই।

টার্ণার তাঁহার জন্মদিন, বয়স এবং পারিবারিক বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই নীরব থাকিতেন, এবং কাহাকেও তাঁহার চিত্র বা প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতে দিতেন না। তিনি জীবনে কেবল একবারমাত্র রয়াল একাডেমির মেম্বরদিগের সহিত চিত্র তোলাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। তখন তিনি যুবক।

টার্ণারের বাহ্যদৃশ্য সুন্দর ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে তাঁহার ভিতরে এত গুণরাশি ও প্রতিভা প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অতিশয় ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়াছেন। দীর্ঘজীবনে কঠিন পরিশ্রম দ্বারা টার্ণার প্রায় দশ লক্ষাধিক রজত মুদ্রা একত্র করিয়াছিলেন। ইং ১৮৫১ সনের ২৩শে ডিসেম্বর চেলসি (Chelsea) নামক স্থানে এক সামান্য গৃহে টার্ণারের মানবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল। এই স্থানে তিনি শেষ জীবনে দীর্ঘকাল অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর প্রায় এক সপ্তাহ পরে সেণ্টপল গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে সার জোশুয়া রেণল্ডের পার্শ্বে টার্ণারের মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল। এই দুই অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা চিত্রজগতে উভয়ে উভয়ের অনুপূরক। তাই তাঁহারা যুগপৎ মৃত্তিতে ধর্ম্মমন্দিরে অনন্ত শয্যায় বিশ্রামলাভ করিতেছেন।

টার্ণার উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি গুণশালী দরিদ্র চিত্রকরদিগের নিমিত্ত অন্নছত্র বা সদাব্রতশালা (Alms house) নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াগিয়াছিলেন। উহা হইতে কেবল ১০,০০০ সহস্র মুদ্রা ভিক্ষালয় সংশ্রবে তাঁহার একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল (১)।

চিত্রকর হিসাবে টার্ণার একজন অতি অদ্বিতীয়। তাঁহার মৌলিকতা, তাঁহার প্রতিভা তাঁহার সূক্ষ্ম পরিষ্কার কায তাঁহারই নিজস্ব। তিনি কাহারও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই ওলন্দাজ ও ইটালীর চিত্রকরদিগের দোষগুলি বর্জ্জন করিয়া গুণভাগ একত্র করিলে যাহা হয়, টার্ণারের চিত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্কিন বলিয়াছেন প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ চিত্রের প্রধান সৌন্দর্য্য।

"He who is closest to nature is best. All rules are useless, all genius useless, all labour is useless, if you do not give facts." টার্ণার 'facts' পূর্ণ মাত্রায় দিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বভাব ও সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কল্পনার মাধুরী মাখাইয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। সে সৌন্দর্য্য লৌকিক হইয়াও অলৌকিক, পার্থিব হইলেও স্বর্গীয়। জড়-প্রকৃতি টার্ণারের কল্পনাচক্ষে সজীব হইয়া তাঁহার হাসিতে হাসিত, তাঁহার কান্নায় কান্দিত, তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া নীরব সঙ্গীত গাহিত।

(১) মতভেদে আইনের কূটতর্কে এই উইল কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

রাস্কিন, র্যাফেলের পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকরগণের পক্ষপাতী ছিলেন। টার্ণার রাস্কিনের উপাস্যদেবতাদিগের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না। তথাপি রাস্কিন তাঁহার গুণে মুগ্ধ। রাস্কিনের এই মত-বৈষম্য তিনি স্বয়ং এই ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

Thus, then, all I have said is absolutely consistent, tending to one simple end, Turner is praised for his truth and finish. Pre-Raphaelitism is praised for its truth and finish; and the whole duty calculated upon the artist is that of being in all respects as like nature as possible.

অতএব আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, সে সকলেরই উদ্দেশ্য এক। প্রকৃতিকে সুন্দর ও যথাযথভাবে চিত্রিত করিতে পারেন বলিয়া টার্ণারের প্রশংসা। প্রকৃতিকে সুন্দর ও যথাযথ ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন বলিয়া র্যাফেলের পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রকরদিগেরও প্রশংসা। চিত্রকরের একমাত্র কর্ত্তব্য তিনি সকল বিষয়েই যথাসম্ভব স্বভাবের অনুকরণ করিবেন।

রাস্কিন টার্ণারের গোঁড়া ভক্ত, কিন্তু টার্ণারের গুণ গরিমা সম্বন্ধে রাস্কিনের সহিত একমত হইতে বোধ হয় কাহারও দ্বিধা নাই। টার্ণারের প্রশংসা রাস্কিনের মুখে ধরে না। একস্থলে তিনি তাঁহাকে দাঁতে(১) ও স্কট্ এবং তিনতোরেতের(২) সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার অসাধারণ সুক্ষ্ম অনুভূতি ও ধারণা শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন(৩) হ্যামারটন্ (Hamerton) টার্ণারকে চিত্রকবি (Poet-painter) বলিয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি সেলির সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে টার্ণারের চিত্রে প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় নাই। কেবল চিত্রকরের প্রাণ ও কবিত্বই দর্শককে মুগ্ধ করে।

Not with standing all the knowledge and all the observation they reveal, the interest of Turner's 20 thousand sketches is neither Topographic nor sceintific, but entirely psychological. It is the soul of Turner that fascinates the student, and not the material earth. (৪)

হোল্ডারনেস্ (Holderness) টার্ণারকে টেনিসনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,— টার্ণারের চিত্র জীবন্ত ভাষায় যেন কথা কহে (আর কাহারও চিত্রে তেমন পারে না) এবং প্রকৃতির অন্তর্হিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

"It (Turner's work) seems to speak with a living voice as the

---

(১) Dante.

(২) Tintoret

(৩) This was the case with Dante, Scott, Turner and Tintorat. Their imagination consisting not in a voluntary production of new images, but an involuntary rememberance, just at the right moment. of something they had actually seen. &c. &c.

(৪) Vide the life of Turner, by C. J. Hamerton, 1879.

work of mother landscape-painter does, and to unlock the innermost secrets of nature. (১)

টার্ণারের চিত্রে খুটিনাটি, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, পর্য্যবেক্ষণ, ভাবুকতা, কল্পনা ও কবিত্বের একত্র সমাবেশ। এমন আর কোন চিত্রকর কখনও দেখাইতে পারেন নাই। রাস্কিন বলিয়াছেন,—ক্লড, ক্রোম, কন্‌ষ্টেবল্ প্রভৃতি অন্যান্য চিত্রকরগণ প্রকৃতির সাধারণ ও সুপরিচিত বিষয় গুলির অধিকতর যথাযথ এবং বিশদভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কল্পনায়, মহিমায় এবং বহুমুখীন বিষয়গুরুত্বে কেহই টার্ণারের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

Other artists like Claude, Crome, and Constable have painted certain familiar aspects of nature with more fidelity and completeness, but no lanbscape-painter has equalled Turner in range, in imagination, or sublimity. (২)

টার্ণারের রঙ্গের অদ্ভুত প্রণালী এবং চিত্রের অস্পষ্ট অবয়ব তাঁহার শেষ জীবনের চিত্রগুলিতে কেবল রং সমষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। এজন্য অনেকে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ ২০ বৎসরের চিত্র দোষশূন্য নাও হইতে পারে। সাধারণ চিত্রকরের চক্ষে তাহার গুণ ধরা পড়ে না। (৩) কিন্তু মোটের উপর টার্ণারের চিত্রসকল তাঁহাকে ইংরাজী প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রকরদিগের শিরোভাগে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে। (৪)

টার্ণারের চিত্রকরজীবন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

১ম ভাগ	১৮০০ খৃষ্টাব্দ		পর্য্যন্ত।
২য় ভাগ	১৮০০	,,	১৮২০।
৩য় ভাগ	১৮২০	,,	৩৫।
৪র্থ ভাগ	১৮৩৫	,,	৪৫।
৫ম ভাগ	অবশিষ্ট জীবন।		

প্রথমভাগে চিত্রশিক্ষার ক্রমবিকাশ তৎপর প্রাচীন চিত্রকরদিগের অনুকরণচেষ্টা। তৃতীয় বিভাগে প্রতিভা বাধা বিঘ্ন পূর্ব্বসংস্কার ও অপরের দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হইয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ৪র্থ ভাগ তাঁহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। শেষ জীবন অবনতির জীবন। কখনও কখনও প্রতিভার লুপ্ত তেজ গৌরবচ্ছটা বিকাশিত হইলেও তাহা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী(৫)।

---

(১) T. W. Holderness, in the Calcutta Reveiw Vol, LXIX. 1879, p. 381.

(২) The Modern Painters.

(৩) The eccentrictiy of his colouring and indefiniteness of his figures rendering many of his later pictures to ordinary observer nothing more than a splash or unmeaning medley, have been frequently animadverted on &c.

(৪) They (paintings) have established him as the greatest of English landscape painters, and earned for him the appellation of the English Claude to whom indeed many of his admirers pronounce him superior,

P. 171, Vol XIV New Popular Encyclopedia,

(৫) Vide Annandalis New Popular Encyclopedia, Vol. VIV.

নিয়ে টার্ণারের কয়েকখানি চিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

১। কাস্কেড্ অব টের্ণি (The Cascade of Terni) ইটালীয় পাহাড়ের গায় সলিলপাত। সলিলরাশির বর্দ্ধমানবেগ, প্রতিফলিত রামধনু, পার্ব্বত্যস্রোতস্বিনীর খরগতি এমন জীবন্তভাবে আর কোন চিত্রকরের তুলিকা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।

২। আর্গাস্ ও আডোনিস্ (Argus and Adonis) ক্লড লোরেনের অনুকরণে অঙ্কিত। আকাশের চাঁদ, চাঁদিমা মাখা বনসলিল, গাছ পরপাছা, দুর্গ, প্রাচীর প্রাণ মনমুগ্ধকর।

৩। কার্কষ্টল আবি (Kirkstall Abbey) তরল সূর্য্যবৎ রবিকিরণমাখা মেঘমালা, গাভীদল, বৃক্ষরাজি, ভগ্ন মন্দির সবই অপূর্ব্ব সুন্দর। তরঙ্গায়িত সলিলে মন্দিরের ছায়া আরো সুন্দর। টার্ণার উজ্জ্বল সৌরকরের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এচিত্রে প্রিয় সৌরকরভাতি রং ফলাইয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

৪। হাম্বার নদীমুখ (The Mouth of the Humber) সলিলে উন্মত্ত তরঙ্গ নৃত্য, গগনে ঝটিকাশংসী ঘোর ঘনঘটা, দোলায়মান পোত, অস্তগমনোন্মুখ মৃদু সৌরকর, দূরবর্ত্তী তীরে দুর্গ ও নগরী সমস্তই যেন টার্ণার চক্ষের সমক্ষে দেখিয়া তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন।

৫। ঝটিকায় ধীবর তরণী (The Fishing boat in a storm) ভ্যান্ডার ভেলডের (vandervelde) অনুকরণে চিত্রিত। ওলন্দাজদিগের চিত্রপথায় টার্ণার নিজের কারিগরি মিলাইয়া নূতন ধরণে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার ইকো (Echo), সন্ধ্যা (Evening), ইটনে টেমস্ (The Thames at Eton), উইণ্ডসরে টেমস্ (The Thames at windsor), পেটওয়ার্থ পার্ক (Petworth Park), ব্রাইটন্ পিয়ার (Brighton Pier), সাগরবাত্যা (The Gale at sea), তৃতীয় উইলিয়মের ইংলণ্ডে পদার্পণ William III landing at Torbay) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত চিত্র বর্ত্তমান আছে। ইং ১৮৫৭ সনে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রদর্শনীতে টার্ণারের অসংখ্য চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম ও বর্ণনা প্রদত্ত হইল না। (১)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে টার্ণারের বাল্যজীবন প্রহেলিকাময়। নরলোকে তাঁহার কোন বিশ্বস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তিনি স্বয়ং যে সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। (২) কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় চিত্র সকল ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহার যে প্রতীভাময় জীবন প্রচার করিতেছে,

---

(১) Vide John Cassells' Art Treasures Exhibition, 1858, pp. 91—99.

(২) We posses but few details of his early history, for the habits of the man were so reserved and uncommunicative, that his biographer has to trust rather to hearsay and probabilities than to any authentic sources for his information, J, c's Art Treasures Exhibition.

তাহা অকাট্য ও অবিসংবাদী। জগতে আমরা রূপ, কুল, জাতি, বেশ, ভূষা, দেশ, কাল, ভাষা, কিছুই দেখি না। ইহাদের কিছুই স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না। থাকে কেবল কর্ম্ম, ও কর্ম্মের অন্তরালে প্রাণ। যে ভাব ও শক্তি লইয়া সেই প্রাণ গঠিত, তাহাতে প্রতিভার পরিচয়। প্রতিভা যাহাকে স্পর্শ করে, স্পর্শমণির ন্যায় তাহাকে কাঞ্চনে পরিণত করে। তাই দরিদ্র নরসুন্দর কুমার টার্ণার প্রতিভার কৃপাকটাক্ষে অসাধারণ মহাপুরুষরূপে নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরসিকলাল রায়।

বিজ্ঞানেশ্বরের কায়স্থ।

অনেক দিন হইতে যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের "কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ" এই অন্তচরণের বচনটীর ব্যাখ্যা কর্ত্তৃবৃন্দের প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। সেই সকল অন্বয়ের মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' শূলপাণির 'দীপকলিকা' বালভট্টের 'লক্ষ্মী' এবং মিত্রমিশ্রের বীর মিত্রোদয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহর্ষির ঐ বচনটীর ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন 'কায়স্থ হইতেও প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, 'যেহেতু মায়াবী কায়স্থগণ' লেখকও আয়ব্যয় পরিমাপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায়, রাজার প্রিয়তানিবন্ধন অনিবার্য্য অত্যাচারী হইয়া পড়ে।' কথা কয়েকটী আমরা সরলভাবে বুঝিলাম এই যে মায়াবী কায়স্থগণ রাজার প্রিয় অত্যাচারী। শূলপাণি এই বচনটীর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "কায়স্থগণ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী হয়, এই জন্য তাহাদের প্রভাব খর্ব্ব করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।" মহামহোপাধ্যায় বালাভট্ট লিখিয়াছেন যে সংহিতার ঐ বচনের অভিপ্রায় তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই, ঐ জন্য তোমরা প্রত্যেকেই পৃথক্‌রূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছ, রাজার সন্তুষ্টকারী জন যদি অত্যাচারী হয়, তাহা হইলেও যেমন রাজা তাহার প্রতিকার করিতে যত্নবান হ'ন না তেমনি রাজপ্রভাবসম্পন্ন আত্মীয় জনের ক্ষমতা সঙ্কোচ ক'রতেও পরাঙ্মুখ হয়েন। সুতরাং সেরূপ স্থলে প্রভাবশালী কায়স্থের রাজশাসনের জন্য অনুরোধ করা অর্ব্বাচীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে বিবেচনা করা উচিত মহর্ষির অভিপ্রায় কি? 'রাজা আপনার স্বগণ কায়স্থাখ্য অমাত্য দ্বারাই প্রজাপীড়ক চাটাদির শাসন ক'রবেন।' একথায় কিন্তু নিবন্ধকারগণ বালাভট্টকে উপহাস করিয়া

বলিয়াছেন, রাজা শাসন করিবেন ইহাই যথেষ্ট, অমুকের দ্বারা শাসন করিবেন এরূপ বলার তাৎপার্য্য কি?

নিবন্ধকারগণের 'এরূপ বলার তাৎপর্য্য কি?' এই প্রশ্নের উত্তর কেহ করিয়াছেন কি না তাহা জানি না; তবে তত্তাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যায় আমাদের শ্রদ্ধা অন্তর্হিত হওয়ায় 'বিশেষতশ্চ' পদটী 'মহাসাহসিকাদিভিঃ' এই পদের পূর্ব্বে সংযোগ করিয়া, গরাণহাটার স্মৃতিভূষণ ও বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে বলি, তাঁহারা উভয়েই বলেন দুই রকমই হয় তবে মিতাক্ষরা আর্ষবাক্যের ন্যায় আদৃত, আপনার একথা কে শুনিবে? অতঃপর কিয়দ্দিবস অন্তে বাগবাজারের তর্কতীর্থের নিকট উপস্থিত হই, তিনি আমার কথায় বলেন ওরূপ করার প্রয়োজন কি? মিতাক্ষরাকার ত কায়স্থ-জাতিকে কিছু বলেন নাই, লিখন ব্যবসায়ীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া চাটাদির সমান পর্য্যায় করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? বুঝিলাম ইহার মনোভাব অন্যরূপ বিশেষতঃ তার্কিক এমতাবস্থায় সরিয়া পড়াই সুযুক্তি স্থির করিয়া চলিয়া আসিলাম। তৎপর ধীরেসুস্থে মহর্ষির বচনের একটী অন্বয় করিলাম।

অন্বয়টী এই—"(রাজা) যৈঃ কৈরপি বিশেষতশ্চ চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানাঃ প্রজা কায়স্থৈঃ (প্রধান রাজপুরুষৈঃ) রক্ষেৎ, তথাহি চাটাদীনামতি-দুর্বৃত্ত তয়া তৈ র্বাধিতানাং প্রজানাং সাধারণ জনৈঃ রক্ষণাসম্ভবাৎ তেষাং রক্ষণে রাজা সুবিচক্ষণান্ শক্তিশালিনঃ কায়স্থান্ বিশেষেণ নিয়োজয়তীতি ভাবঃ।"

বঙ্গার্থ—"রাজা যে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিশেষতঃ চাট প্রভৃতি অতি দুর্বৃত্তকর্ত্তৃক উৎপীড়িত প্রজাকে সাধারণ লোক দ্বারা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে, বিবেচনায় মান্যমান কায়স্থ দ্বারা রক্ষা করিবেন, শক্তিমান কায়স্থগণ রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আর কেহ প্রজা-পীড়ন করিতে পারে না।"

এই ব্যাখ্যায় বিশেষতশ্চ' মহাসাহসিকের সম্মুখ হইতে 'চাট' শব্দের পূর্ব্বে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। এইরূপ অন্বয় করিয়া মহর্ষির বচন ও বিজ্ঞানেশ্বরের টীকা এই তিন এক সঙ্গে কলসকাঠীর তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেই। এ সম্বন্ধে তর্কবাগীশ মহাশয়কে প্রেরণ করিয়া পত্রও লিখি আপনি একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যার প্রতিকূলে আমার এ ব্যাখ্যাটী উপস্থিত করা যায় কি না? উত্তরে তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিলেন,—"আপনার ব্যাখ্যাটী ভালই হইয়াছে, তবে যেন একটু প্রয়োজনানুরোধের ব্যাখ্যা হইয়া পড়িয়াছে।" এই উত্তরে কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইলাম এবং বুঝিতে পারিলাম চকারের স্থলে "যৈঃ কৈরপি" প্রয়োগ করায় তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাখ্যায় প্রয়োজনানুরোধ বুঝিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের দোষসমূহের কোনই উল্লেখ করিলেন না? এই জন্য মনে একটু আক্ষেপও হইল। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যায় দোষ কোথায় যে তর্কবাগীশ মহাশয় তৎসম্বন্ধে কিছু না বলায় খেদের কারণ হইয়াছে। তাহা হইলে মহর্ষির বচন ও বিজ্ঞানেশ্বরের টীকা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

"চাটতস্করদুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৬।

এতৎ ব্যাখ্যাতা বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা নাম্নী টীকা—

"চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি। প্রচ্ছন্নাপহারিণস্তস্করাঃ। দুর্বৃত্তা ইন্দ্রজালিককিতব-বাদয়ঃ। সহো বলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং মহচ্চ তৎ সাহসং চ মহাসাহসিকং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ। আদিশব্দা মৌলিক কুহকবৃর্ত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানাঃ বাধ্যমানাঃ "প্রজা রক্ষেৎ।" কায়স্থলেখকা গণকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো "রক্ষেৎ"। তেষাং রাজবল্লভ তয়াতি মায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।"

সুধী পাঠকবৃন্দ, আপনারাই ঐ ব্যাখ্যার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, বিজ্ঞানেশ্বর ভট্টাচার্য্য কায়স্থকে কি মধুর সম্ভাষণ করিয়াছেন, চিন্তা করিয়া দেখুন অপনাদের স্থান কাহাদের সহিত একত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন! অপরাদিত্য প্রভৃতি সংগ্রহকারগণও এতাদৃশ অাপষ্ট ভাষায়, (বর্ণাশ্রমসমাজে মান্যমান কায়স্থকে) সম্ভাষণ করিতে সাহসী হয়েন নাই। তবে বলিতে পারেন নিবন্ধকারগণ শিষ্টতা রক্ষা করিতে গিয়াই কায়স্থের প্রতি অপ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; কিন্তু তাহা নহে আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা ন্যায়ানুগত অর্থ করিয়াছেন জন্যই অপশব্দ প্রয়োগে নিরস্ত ছিলেন। আপনারাই বিবেচনা করুন না কেন—বিজ্ঞানেশ্বর 'কায়স্থৈঃ' এই তৃতীয়ান্ত পদটীর সহিত যে 'পীড্যমানাঃ' পদের অন্বয় করিয়াছেন সেই অন্বয়ে যোগ্যতা আছে কি না? একটু ধীরতার সহিত অনুধাবন করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে মিতাক্ষরাকার পূর্ব্বোক্তরূপ অন্বয় করিতে গিয়া কত দোষ উদরস্থ করিয়া বসিয়াছেন।

প্রথম দোষ অনুবাদ। অনুবাদ কাহাকে বলে তাহাও আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—"অনিতান্বয় পদার্থস্য পুনরন্বয়ার্থমনুসন্ধানমনুবাদ।" অর্থাৎ কোন পদের একবার অন্য পদের সহিত অন্বয় হইয়া অর্থ প্রতীতি হইলে পুনরায় অপর পদের সহিত অন্বয় করিবার জন্য যে অনুসন্ধান তাহাকে অনুবাদ কহে। অতএব বুঝিয়া দেখুন প্রস্তাবিত স্থলে কি তাহাই হয় নাই? বিজ্ঞানেশ্বর 'মহাসাহসিকাদিভিঃ' এই পদের সহিত 'পীড্যমানা' পদের অন্বয় সমাপ্তি করিয়া পুনঃ 'কায়স্থৈঃ' পদের সহিত অন্বয় করিয়াছেন। সুতরাং এই অন্বয়টী প্রথম দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি।

দ্বিতীয় দোষ অন্যথা পৌনরুক্তি। এই দোষটীও একটী দৃষ্টান্ত সহ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি "চক্ষুরাদিভির্গ্রাহ্যা বিষয়াঃ কর্ণৈশ্চ" এইরূপ প্রয়োগে যেমন কর্ণৈশ্চ পদটী অনর্থক হইয়া পড়ে, সেইরূপ মিতাক্ষরাকারের পূর্ব্বোক্ত 'কায়স্থৈঃ' পদটী নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে এইরূপে একটী ব্যর্থপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা যদি কেহ মনে করেন তবে তাঁহাকে বালভট্টের ভাষায় অর্ব্বাচীন ব্যতীত আর কি বলা যায়! কথাটা আরও একটু স্পষ্টতর করা যাইতেছে—অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতিই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থসমূহকে বিষয় কহে, এবং কর্ণ গ্রাহ্য পদার্থসমূহকেও বিষয় কহে।" এস্থলে যেমন

পূর্ব্ব বাক্যটী দ্বারাই অর্থ প্রতীতি হয়, পর বাক্যটী একেবারে নিরর্থক থাকে যেহেতু 'চক্ষুরাদি' এই আদি পদ দ্বারাই কর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব পুনঃ কর্ণোপাদান দিবালোকে দীপালোকে সদৃশ বৃথাবস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেইরূপ চাট তস্কর দুর্বৃত্ত এবং মহাসাহসিক প্রভৃতি কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজা রক্ষাই রাজার কর্ত্তব্য। এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ মহর্ষি, মহাসাহসিক পদের পর আদি পদ প্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় প্রজাপীড়ককেই গ্রহণ করিয়াছেন। পুনরায় প্রজাপীড়কস্বরূপে কায়স্থ পদের উপাদান অযথা প্রয়োগ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এবং এই জন্য দ্বিতীয় দোষ "অথ যথা পৌনরুক্তি নির্দ্দেশ করা হইল।"

তৃতীয় দোষ অসামঞ্জস্য। মিতাক্ষরাকার স্বকীয় ব্যাখ্যার সমর্থন কল্পে কায়স্থসম্বন্ধে এক অভিনব দোষ দর্শাইয়াছেন —কি? না— "রাজবল্লভতয়াতি মায়াবিত্বাচ্চ" এতৎসম্বন্ধে কথা এই যদি সত্যসত্যই পুরাকালে কায়স্থগণ প্রকৃতিপুঞ্জের পীড়ক ছিলেন, আর সেই পীড়নের হেতু রাজপ্রিয়ত্বই হয় তবে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে (শ্রুতির ভাষায় বলিতে হইলে) ধর্ম্ম ব্যতীত অপরের সাধ্য কোথায়? রাজা তাহাদের দোষ দর্শন করিতে প্রিয়ত্ব হেতু অন্ধ এদিকে যেমন এই দোষ হয় অপরদিকে প্রজা পীড়ক কায়স্থগণ রাজার প্রিয়পাত্র এই কথা বলাতে রাজার প্রতিও আংশিক ভাবে বা পরম্পরা সম্বন্ধে প্রজাপীড়কত্ব দোষের আরোপ করা হয়। এখন সুধী পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন বিজ্ঞানেশ্বর স্বমত বলবত্ত রাখিবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কায়স্থজাতির প্রতি অযথা আক্রমণ করিয়াছেন কি না? ফলতঃ আমরা বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ অপরিহার্য্য বোধে কথিত বচনের আর একটী নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতেছি।

"পূর্ব্ব শ্লোকাদ্ ব্রাহ্মণেষু ক্ষমীত্যতো রাজেত্যস্যানুৎকর্ষঃ। তেন রাজা প্রজারঞ্জকো নৃপতিঃ কায়স্থৈঃ স্বজনৈঃ সহ (তৃতীয়া সহ যোগে সহার্থে চ) চ কারাৎ অন্যৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ সহ বিশেষতঃ বিশেষেণ মিলিত্বা ব্যবহার শাস্ত্রাদীনাং যথাযোগ্য প্রয়োগেন অপরাধানাং গুরুলঘু তথাহি দণ্ডাদি প্রয়োগবিধানং সম্যক্ বিবেচ্যচাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানাঃ বাধ্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকের ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমি রাজা, সেই প্রজারঞ্জক রাজা আপনার নিকটসম্বন্ধযুক্ত প্রধানামাত্য এবং মন্ত্রিদিগের সহিত বিশেষভাবে এক মত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে অপরাধের গুরুলঘু তথা দণ্ডাদি বিধান সম্যক্‌রূপ বিবেচনা করিয়া চাটাদি দ্বারা উৎপীড়িত প্রজা রক্ষা করিবেন।

এই স্থলেই বিজ্ঞানেশ্বরের ব্যাখ্যা সমালোচনার উপসংহার করিতেছি; তবে আত্মগৌরবসম্পন্ন কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ ভাবিয়া দেখুন মহর্ষির ধর্ম্মশাস্ত্রে আপনাদের স্থান কত উচ্চে এবং মিতাক্ষরাকার আপনাদিগকে ব্যাখ্যার বলে কোন্ অতল-জলধি-জল তলে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। মহর্ষি কায়স্থ শব্দ রাজজ্ঞাতিত্ব প্রতিপাদকরূপে বচন সন্নিবেশ করিয়াছেন বিজ্ঞানেশ্বর তাহার পদদলিত করিয়া চাটাদির সহিত সমন্বয় করিয়াছেন। এই জন্যই আমার প্রতিবাদের কারণ।

ওঁ শান্তি ওঁ

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

স্বপ্নদর্শন।

(যোগবিষয়ক পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।)

স্বপ্নাবস্থায় অবলোকন করিলাম যেন জনৈক জটাজুটধারী শুভ্রকায়, দীর্ঘাকার মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে মদীয় সন্নিধানে উপনীত হইলেন। এই অলৌকিক ঘটনায়, আশঙ্কা প্রযুক্ত আমার হৃদয় বিচলিত হওয়া দূরে থাক, বরং সেই লব্ধমোক্ষ অমর পুরুষকে সন্নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনঃ প্রাণ আনন্দ-রসে আপ্লুত হইল। আমার সাহস সহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল। ধর্ম্মভাব পূর্ণ ভক্তি হৃদয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। আগন্তুক মহাপুরুষ আমাকে শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সস্নেহে ও হাস্য-বিকসিত-আস্যে মধুর বচনে কহিলেন বৎস! শান্তিলাভ কর। তুমি সস্ত্রীক যে একমাত্র পরব্রহ্মের সেবায় নিরত আছ তজ্জন্য আমরা বড়ই তুষ্ট আছি। বিভুর কৃপায় তোমরা উভয়েই শ্রেয়ঃ লাভে সমর্থ হইবে।

কথা প্রসঙ্গে অবগত হইলাম মহাপুরুষের বর্ত্তমান নাম যোগানন্দ নির্ব্বাণী; তিনি সদা সর্ব্বত্র অবস্থিতি করেন। তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। দেবলোকে বিহার করেন। ইনি মুক্তাত্মা। কোন লোকেই যাতায়াতের বাধা নাই। দেব সভা মাত্রেরই ইনি বিশিষ্ট সভ্য। নন্দনও ইঁহার প্রিয় স্থান নহে। এই আগন্তুক যোগানন্দ নির্ব্বাণী বা স্বামী মহোদয় সূক্ষ্ম-দেহে অবস্থিতি করিতেছেন। এক্ষণে যোগ বা ইচ্ছা শক্তি বলে মানবরূপ পরিধারণ পূর্ব্বক এ সেবককে কহিলেন—বৎস! কৃষ্ণপ্রসাদ! এক্ষণে যোগসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিদিত হইবার বাসনায় তদীয় হৃদয় উদ্বেল হইয়াছে। অদ্য অত্যল্পক্ষণ অন্তেই আমাকে শুক্রগ্রহস্থিত, শিবলোকমধ্যবর্ত্তী, সর্ব্বভূতেশ্বরের রত্ন-মন্দিরে, যোগসভায় গমন করিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবগুরু, ভৃগু, কপিল, পাতঞ্জলি প্রভৃতি মহা মহা যোগিগনের আত্মা অদ্য তথায় উপস্থিত থাকিয়া, শিবলোক হইতে ছায়াপথ পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে যোগের ক্রিয়া প্রদর্শন করিবেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে আমাকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। সুতরাং অদ্য অধিকক্ষণ অত্র অবস্থিতি করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইব না। যোগ যে কি অপূর্ব্ব ও পরম পদার্থ তাহা যোগী ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। যোগ অতীব দুর্লভ পদার্থ যোগ-সিদ্ধি অমরনিকরের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্ঘট। সেই দুর্লভ পরম পদার্থ "যোগ" সম্বন্ধে অদ্য তোমাকে কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিতেছি, মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে শ্রবণ কর। আমি বিনয় নম্রতা সহকারে,

আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, সেই পরম তত্ত্ব জ্ঞানী মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মধুরাতিমধুর বচনে কহিলেন :—

বৎস! মানবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, অজ্ঞানের সহিত যে বিয়োগ ঘটে, যোগিগণের সম্বন্ধে সেই অবস্থাকেই মুক্তি কহে। কিন্তু স্বাভাবিক গুণ নিবহের সহিত কোন প্রকার একতা সংস্থাপন না করাকেই পরব্রহ্মের সহিত একতা অর্থাৎ যোগ বলিয়া জানিবে। ১।

যোগের সিদ্ধিলাভ হইলেই, সংসার বন্ধন ছেদন ও মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞানের আধিক্য বশতঃই যোগের উদ্ভব হয়। জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। যতক্ষণ চিত্ত মায়াতে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ দুঃখের অবসান হয় না। ২।

বিষয়াদিতে একান্ত অনাসক্ত হইলেই "আমি" বা "আমার" এই ভ্রমেরও পরিহার হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত মুক্তকামী মনুষ্য নিরতিশয় যত্নের সহিত বিষয়াসক্তি পরিহার করিবে। ৩।

সম্পূর্ণরূপে মায়া বিহীন হইলেই প্রকৃত সুখের উৎপত্তি হয়। বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হইলেই, এই সংসার যে মিথ্যা ইহা বিবেচিত হয়। তত্ত্বজ্ঞানই বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপত্তির একমাত্র কারণ। জ্ঞান ব্যতিরেকে বিবেকোৎপত্তি সম্ভবপর নহে। ৪।

যাহাতে বাস করা যায়, তাহাকেই গৃহ বলা যায়। যাহা দ্বারা জীবনধারণ হয় তাহাকেই ভোজ্য কহে। তদ্রূপ—যাহা দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হয়, তাহাকেই জ্ঞান কহে। জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান। ৫

কাম্যকর্ম্মের দ্বারাই পাপ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। কামনা রহিত হইয়া, বেদ-বিহিত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কদাচ বন্ধন দশায় পতিত হইতে হয় না। ৬।

পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলেরনাশ হইলে এবং আর নূতন কর্ম্মের সঞ্চার না হইলে, পুনঃ পুনঃ বন্ধন হয় না। অর্থাৎ পুনর্ব্বার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। জন্মগ্রহণ করিলেই বন্ধন-দশায় পড়িতে হয়। ৭।

হে ধর্ম্মচারিন! জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলনকে যোগ কহে। যোগাবলম্বী হইলে, যোগী নিত্য স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কাহাকেও আশ্রয় করে না। ৮।

আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জয় করিতে হয়। আত্মাকে জয় করা অতীব কঠিন; বহুল আয়াস সাধ্য। সেই হেতু পরম যত্ন সহকারে আত্মজয়ের চেষ্টা করিবে। আত্মা জয় করিবার উপকরণ কি তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। ৯।

হে ক্রিয়াশীল! প্রাণায়াম দ্বারা চাঞ্চল্য দোষাদি দূর করিবে; ধারণা দ্বারা পাপ-রাশি, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সমূহ এবং ধ্যান দ্বার অনীশ্বর গুণনিচয়কে দূরীভূত বা দগ্ধ করিবে। ১০।

স্বাভাবিক অবস্থায় সকল ধাতুই যেমন মলিন ও দোষপূর্ণ থাকে, এবং তাহাদিগকে গলাইলে পর যেমন তাহারা দোষ শূন্য ও বিমল হয়, সেইরূপ দেহ স্থিত প্রাণ বায়ুকে সাধনা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলে, ইন্দ্রিয়জ দোষসমূহ আপনিই ভস্মীভূত হইয়া যায়। ১১।

যোগপরায়ণ মানব, সর্ব্ব প্রযত্নে, সর্ব্বাগ্রে প্রণায়ামের সাধন করিবে। প্রাণ এবং

অপান বায়ুর নিরোধকেই প্রাণায়াম কহে। ১২।

লঘু, মধ্য ও উত্তরীয়সংজ্ঞক, এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; ইহার প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩।

লঘু প্রাণায়াম দ্বাদশ মাত্রা যুক্ত; মধ্যম প্রাণায়াম লঘু প্রাণায়ামের দ্বিগুণ; এবং উত্তরীয় প্রাণায়াম লঘু প্রাণায়ামের ত্রিগুণ মাত্রা বিশিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রমাণ যথা:—

"লঘুর্দ্বাদশ মাত্রাস্তু দ্বিগুণঃ সতু
মধ্যমঃ।
ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ॥

যোগাধ্যায়ঃ ১৪শ শ্লোকঃ। ১৪।

চক্ষুরুন্মীলন ও নিমীলনে যে অত্যল্প সময় অতিবাহিত হয়, সেই সামান্য সময়টুকুই এক মাত্রার কাল বলিয়া জানিবে। কিন্তু প্রাণায়ামের সংখ্যার নিমিত্ত দ্বাদশ মাত্রিক কাল নিরূপিত হইয়াছে। ১৫।

প্রথম প্রাণায়াম দ্বারা স্বেদ, দ্বিতীয় প্রাণায়াম দ্বারা কম্প এবং তৃতীয় প্রাণায়াম দ্বারা বিষাদ জয় হইয়া থাকে। ১৬।

সিংহ, শার্দ্দূল, হস্তী, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ যে প্রকার সেবা দ্বারা বশীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণও পরিচর্য্যা দ্বারা যোগিগণের বশীভূত হইয়া থাকে। ১৭।

হস্তীর পরিচালক মাহুত যেরূপ বশীভূত মত্ত হস্তীকেও অনায়াসে (মাহুতের) ইচ্ছানুরূপ পথে পরিচালিত করিতে পারে; সেইরূপ যোগিগণও প্রাণকে বশীভূত করিলে, তদ্দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সাধন করাইতে পারে। ১৮।

সুশাসিত মৃগেন্দ্র যেরূপ মৃগকেই হনন করে, এবং মনুষ্যকে হনন করে না, তদ্রূপ (যোগিগণের) বায়ু স্নিগ্ধ হইলে, কেবল মাত্র পাপকেই বিনষ্ট করে, মানবের শরীরের কোনরূপ ক্ষতি করে না। ১৯।

এই ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোগিগণ সকল কালেই প্রাণায়ামে রত রহিবে। প্রাণায়ামের মুক্তিদ অবস্থা চতুষ্টয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ২০।

ধ্বস্তি, প্রাপ্তি, সম্বিৎ এবং প্রসাদ, এই প্রাণায়ামের অবস্থা চতুষ্টয়। ইহাদিগের স্বরূপ যথাক্রমে কহিতেছি; নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। ২১।

যে কালে শুভাশুভ কর্ম্মফলের ক্ষয় হয়, এবং চিত্তের উৎকর্ষসাধন হয়, সেই কালকেই ধ্বস্তি বলা যায়। ২২।

যে কালে যোগিগণ মোহাদি সমুত্থিত ইহ কালের এবং মৃত্যুর পর পরকালেরও কামনা-সমূহকে দূর করিতে সমর্থবান হয়, সেই কালকেই প্রাপ্তি কহে। ২৩।

যে কালে জ্ঞানাধিক্যবশতঃ যোগীপুরুষ অতীত ও অনাগত (অনুপস্থিত ও ভাবী) অর্থাদিতে নিস্পৃহ হইয়া, চন্দ্রসূর্য্যাদি তুল্য প্রভাব লাভ করে, সেই কালকেই সম্বিৎ বলে। ২৪।

যে কারণ পরম্পরা দ্বারা যোগীর মনঃ, পঞ্চ বায়ু, একাদশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে শুদ্ধিলাভ করে, তাহাকেই প্রসাদ কহা যায়। ২৫।

প্রাণায়ামের লক্ষণ ও যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির যেরূপ আসনাদি বিহিত হইয়াছে, আমার নিকট তৎসমুদায় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ কর। ২৬।

আসন বহু প্রকার; তন্মধ্যে পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন এবং স্বস্তিকাসন,—এই আসন ত্রয়ের মধ্যে যে কোন একটী আসন আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে প্রণব মন্ত্র জপ করতঃ মানব যোগাবলম্বী হইবে। ২৭।

তুল্যভাবে, তুল্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া, চরণদ্বয় সংহৃত, বদন সংবৃত, উরুদ্বয় সম্যক্‌রূপে শিরোভাগে প্রতিবদ্ধ করিবে। ২৮।

এইরূপ অবস্থায় সংযত চিত্তে অবস্থিতি করিবে, যাহাতে হস্তদ্বয় দ্বারা লিঙ্গ ও বৃষণ (মুষ্ক—অণ্ডকোষ) পুষ্ট না হয়; তৎকালে মস্তক কিঞ্চিৎ নত করিবে এবং দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিবে না। ২৯।

সেইকালে স্বকীয় নাসিকার অগ্রভাগ মাত্র অবলোকন করিবে এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। সেই সময় রজোগুণ দ্বারা তামসিক বৃত্তির এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা রাজসিক বৃত্তির নিরোধ করিবে। ৩০।

যোগবিৎ পুরুষ নির্ম্মল তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে যোগ পরায়ণ হইবেন এবং সমবায়ের দ্বারা অর্থাৎ মিলন দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়দিগকে স্ব স্ব বিষয় হইতে মনঃ ও প্রাণের সহিত নিগৃহীত করিয়া প্রত্যাহারে যত্ন করিবেন; অর্থাৎ কূর্ম্মের ন্যায় আপন অঙ্গকে প্রত্যাহার অর্থাৎ সঙ্কোচ করিয়া সর্ব্বদা একমাত্র আত্মাতে আসক্তি রাখিয়া, আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করিবেন। তিনি (সেই যোগীপুরুষ) কণ্ঠ হইতে নাভী পর্য্যন্ত বাহ্য ও অভ্যান্তরের শুদ্ধি সমাধান করিয়া দেহ পূরণপূর্ব্বক, প্রত্যাহারের অভ্যাস বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিবেন। কেননা আত্মসংযত হইয়া যোগাভ্যাসে রত থাকিলে, যোগীর সমস্ত দোষ বিদূরিত হয়, এবং পরমাশক্তি লাভ করেন, ও প্রাকৃতিক গুণ এবং পরমব্রহ্মকে পৃথকরূপে দর্শন করেন। ৩১।

এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী, আকাশ ও পরমাণু হইতে, বিশুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত দর্শনে সমর্থবান হন। ৩২।

অল্পে অল্পে যোগ ভূমি জয় করিয়া, আপন বাস ভবনের ন্যায় তাহাতে অধিবাস করিবে। এবম্প্রকারে যোগ ভূমি জিত না হইলে, কাম, ক্রোধ, ব্যাধি, প্রভৃতি সকলেই দুর্দ্দম্য হইবে। ৩৩।

ভূমি জয় না করিয়া তাহাতে আরোহণ করিবে না। পঞ্চ প্রাণের সংযত অবস্থাকেই প্রাণায়াম কহে। ৩৪।

যাহা দ্বারা মনকে স্বপদে অধিষ্ঠিত রাখিয়া, আত্মাকে দর্শন করা যায়, তাহারই নাম ধারণা। যতাত্মা যোগী, সকল বস্তু কর্ত্তৃক শব্দাদি হইতে ইন্দ্রিয় পর্য্যন্তকে আপন আপন বিষয় হইতে যে প্রত্যাহার করে তাহাকেই প্রত্যাহার বলে।৩৫।

যোগাত্মা যোগিগণ যোগ বিষয়ে যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা আচরিত হইলে যোগিগণের দেহে ব্যাধি প্রভৃতি কোন দোষই অবস্থিতি করিতে পারে না। ৩৬।

পিপাসিত ব্যক্তি, যন্ত্রনালা দ্বারা যেরূপ অল্পে অল্পে জলপান করে তদ্রূপ যোগী পুরুষ শ্রম জয় করিয়া অল্পে অল্পে বায়ু সেবন করিবে।৩৭।

সর্ব্ব প্রথমে নাভিদেশে, তদনন্তর হৃদয়ে, তৎপর বক্ষে, তাহার পর যথাক্রমে কণ্ঠে, মুখে;

নাসিকার অগ্রভাগে, নেত্রে, ভ্রূমধ্যে, মস্তকে এবং সর্ব্বশেষে পরাৎপর ব্রহ্মে উৎকৃষ্টা ধারণা কথিত হইয়াছে। এই দশবিধ ধারণাকে প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়। ৩৮।

এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে, যোগীর মৃত্যু হয় না; জরাপ্রাপ্তিও হয় না। শ্রম, ক্লম এবং অবসাদ দূর হইয়া যায়। সেই সময়ে যোগীপুরুষ তুরীয়পদে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবস্থিতি করে। ৩৯।

ইহাকেই যোগভূমি বলে। এই যোগভূমি সপ্তপ্রকারে কথিত হইয়াছে। ইহাতে আরোহণ করিলে মন নিঃসংশয়ে ব্রহ্মে অবস্থিতি করে। ৪০।

ক্ষুধা, শ্রান্তি ও ব্যাকুলচিত্ততা, এই সকল উপদ্রব বিদ্যমানে যোগী কখনই যোগ-চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবে না। ৪১।

অতি শীতে, অথবা অতি গ্রীষ্মে এবং অতিশয় বায়ু বহনকালে ধ্যান তৎপর হইয়া যোগেতে নিযুক্ত হওয়া নিষেধ। ৪২।

তত্ত্বজ্ঞ যোগী কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অগ্নি কিংবা জলসমীপে, জীর্ণগোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শুষ্কপত্রসমূহে, নদীতটে, সর্পাদিপূর্ণ শ্মশানে, কূপসন্নিকটে, চৈত্যে (পূজার স্থান বা মঠে) বল্মীকনিচয়ে এবং ভয়বিহ্বল চিত্তে কদাচ যোগসাধন করিবে না। ৪৩।

যোগীর সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব না হইলে, দেশকাল বর্জ্জন করিবে। কেন না অসৎ ব্যক্তি যোগাভ্যাসে অসমর্থ হয়; সেই হেতুক যোগাভ্যাস করিবে না। ৪৪।

কাল ও স্থানের গুণে মনের দৃঢ়তা এবং চিত্তশুদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মন যখন সাত্ত্বিকভাব বশতঃ ব্রহ্মময় হইয়া থাকে, তৎকালে আর দেশকাল বিচারের প্রয়োজন হয় না। ৪৫।

স্বকীয় মূর্খতাবশতঃ, যে ব্যক্তি এই সকল দেশকাল বিবেচনা না করিয়া, যোগাভ্যাসে রত হয়, তাহা হইতে যে সকল দোষ সমুদ্ভূত হইয়া যোগসিদ্ধিলাভের বিঘ্ন ঘটায়, তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৬।

যে ব্যক্তি বধির হয়, জড় হয়, মূক হয়, স্মরণশক্তি শূন্য হয়, অন্ধ হয়, খঞ্জ হয়, যোগাভ্যাস করিলে তাহার জ্বরোৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪৭।

যদ্যপি ভ্রমপ্রমাদাদিপ্রযুক্ত কেবলমাত্র দোষের উৎপত্তি বা রোগাদি হয়, তাহা হইলে দোষশান্তি এবং চিকিৎসা করিতে হইবে। তাহার ক্রমও কহিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৮।

অত্যুষ্ণ যবাগূকে (যবের মণ্ড) শীতল করিয়া ভোজন করতঃ বাতগুল্মরোগের শান্তি নিমিত্ত উদরে ধারণ করিবে, এবং উদরে পবন, বায়ুগ্রন্থি প্রতিক্ষেপ করিবে। মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, প্রলয়কালীন মহাশৈলকে ধারণা করিবে। বাক্‌শক্তির লোপ হইলে বাক্যকে ধারণা করিবে। শ্রবণশক্তির লোপ হইলে শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে ধারণা করিবে, যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির রসনা আম্রফলকে চিন্তা করে তাহার ন্যায়। ৪৯।

যে যে স্থানে রোগোৎপত্তি হইবে, সেই সেই স্থানে তাহার উপকারিণী ধারণা করিবে। শীতল বোধ হইলে উষ্ণ এবং উষ্ণ বোধ হইলে শীতল ধারণার অনুসরণ করিবে। ৫০।

স্মৃতিশক্তির লোপ হইলে, মস্তকে কীলক রাখিয়া, কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠকে তাড়িত করিবে। এইরূপ করিলে, লুপ্ত স্মৃতিশক্তির পুনর্ব্বার আবির্ভাব হইবে। ৫১।

স্মৃতিশক্তির লোপ হইলে, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু ও অগ্নির ধারণা করিবে। অমানুষ সত্ব হইতে সমুদ্ভূত বিঘ্নের এইরূপ চিকিৎসাই বিধি বিহিত। ৫২।

যোগীর অন্তরে অমানুষ সত্ব প্রবেশ করিলে বায়ু ও অগ্নির ধারণা দ্বারাই তাহা প্রশমিত হয়। ৫৩।

হে সুধীর! শরীরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মূল। এই কারণেই যোগিগণ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বপ্রযত্নে শরীর রক্ষায় যত্নবান হইবেন। ৫৪।

বিস্ময় ও নানাপ্রবৃত্তির স্বরূপ পরিকীর্ত্তনে, যোগিগণের জ্ঞান সহসা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে নাই। ৫৫।

যোগনিরত হইলে, সর্ব্বপ্রথমেই এই সকল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; যথা—রোগশূন্যতা, অচঞ্চলতা, অনিষ্ঠুরতা, শরীরে সুগন্ধ সঞ্চার, মল ও মূত্রের অল্পতা, দেহের কান্তি, চিত্তপ্রসন্নতা, স্বরের মধুরতা এবং অধিক কথনে অনিচ্ছা। ৫৬।

সংসারে ভক্তিপূর্ব্বক পরোক্ষে গুণকীর্ত্তন করে এবং যাহাকে দেখিয়া কেহই ভীত বা বিচলিত না হয়, এইরূপ অবস্থাকেই যোগসিদ্ধির উৎকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৫৭।

অতি প্রচণ্ড প্রখর শীত ও উষ্ণ দ্বারাও যাহার কোনরূপ বাধা জন্মে না এবং যে যোগী অন্য কোন লোক হইতে ভীত বা বিচলিত না হয়, তাহারই সিদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে জানিবে। ৫৮।

হে সুধীর! হে কৃষ্ণপ্রসাদ! আশীর্ব্বাদ করি উপবীতী কায়স্থগণের সহিত তোমার দুই সহোদর পরম-শান্তিলাভে সুখী হও। এক্ষণে আমি চলিলাম।

মহাপুরুষ সহসা অদৃশ্য হইলেন। যেন জলে জল অনিলে অনিল মিলিত হইল। আর তাঁহার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হইল না। এমন সময় নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখি সেই মধুর সমীরসেবিত কৌমুদী-পরিপ্লাবিত হর্ম্ম্য-শিখরেই শায়িত রহিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

বক্তব্য—এই প্রবন্ধে "পঞ্চবায়ু" শব্দ লিখিত হইয়াছে; তাহাদের নাম—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) সমান, (৪) উদান ও (৫) ব্যান। মানব দেহস্থিত এই পঞ্চবায়ুকে পঞ্চপ্রাণও কহা যায়। হৃদয় মধ্যস্থিত বায়ুর নাম প্রাণবায়ু। গুহ্যস্থিত বায়ুর নাম অপানবায়ু। নাভিস্থিত বায়ুর নাম সমানবায়ু। কণ্ঠদেশস্থ বায়ুর নাম উদান বায়ু। আর সর্ব্বশরীরস্থিত বায়ুর নাম ব্যান বায়ু। দেহের বহির্ভাগেও পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু আছে, তাহা এই;—(১) নাগ, (২) কূর্ম্ম, (৩) কৃকর, (৪) দেবদত্ত ও (৫) ধনঞ্জয়। নাগাদি এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু যথাক্রমে উদ্গার, উন্মীলন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৃম্ভন ও হিক্কা, এই পঞ্চকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। যোগসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

লেখক।

অনূঢ়ার পণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (২)।

(৫)

যাহাই ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। করুণা বাবুর অনুমান ব্যর্থ হইল না। মত জিজ্ঞাসিত হইয়া সুহাসিনী সরলার নিকট মাতুলের প্রস্তাবিত সম্বন্ধটী অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন "যদি বিবাহ অদৃষ্টে থাকে, তবে পাঁচ বছর বয়স হতে যাঁর স্মৃতিহৃদয়ে পোষণ করছি—যাঁহার পদে জীবন যৌবন ও হৃদয় উৎসর্গ করেছি; সেই হৃদয়-দেবতা অমিয়কান্তি বসুর সঙ্গেই হবে। নচেৎ এ হতভাগিনীর ভাগ্যে বুঝি বিধাতা বিয়ে লিখেন নাই। এক দেবতায় উৎসৃষ্ট ফুল কি অন্য দেবতার পূজায় লাগ্‌তে পারে?" সরলা তর্কবিতর্ক করিতে ভালবাসিতেন না; তিনি সুহাসিনীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনিয়া শুধু একটু হাসিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। সুহাসিনীর অভিপ্রায় তাহার মাতাকে বিশদ-রূপে জানাইলেন। মাতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন। মেয়েকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মেয়ে মাতাপিতার মতের উপর মত প্রকাশ করায় বেয়াদবির চূড়ান্ত দেখিলেন। মেয়ের ভাগ্যে যথেষ্ট দুঃখ বিড়ম্বনা আছে কল্পনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষার কুফল উল্লেখ করিয়া স্বামীর উদ্দেশ্যে পুষ্পবর্ষণ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। মেয়ের অসম্ভব প্রতিজ্ঞায় জাতিনাশ অনিবার্য্য মনে করিয়া অধীরা হইয়া উঠিলেন। এ কথা করুণাবাবুর কাণে তুলিলেন। তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। নিশ্চল তরুর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বাক্ রোধ হইল। "যদিও একটী ভাল সম্বন্ধ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল—মেয়ে সেটাও অনুমোদন করিল না। যে পাত্র কন্যার মনোনীত সে পাত্রে কন্যাদান করাও করুণা-বাবুর পক্ষে বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের মত। অমিয়ের পিতা যেরূপ বংশাভিমানী তাহাতে মৌলিকের মেয়ে ঘরে নিতে তাহার প্রবৃত্তিই জন্মিবে না। প্রস্তাব মাত্রে হয়ত অপমানিত হয়ে আসিতে হবে। অমিয়ের মত কিরূপ তাহাও জানা যায় নাই। আর তার মত থাক্‌লেও পিতার অবাধ্য হয়ে সেই বা বিয়ে করবে কেন? নগেনের কাছে জোর করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না—আসুর-ধর্ম্ম মানুষের ধর্ম্ম কখনও হ'তে পারে না। মেয়ের ইচ্ছারই অনুসরণ করতে হবে; ইচ্ছা-পূর্ণ করা যায় উত্তম—না হলেও মনুষ্যত্বে কলঙ্ক পড়বে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই মানুষ। সামাজিক সম্মান বজায় রাখ্‌বার জন্য মানুষের উপর মানুষের বলপ্রয়োগ গর্হিত কার্য্য।"

করুণাবাবু এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—'মেয়ের মতানুবর্ত্তন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।' অমিয়ের পিতার নিকট ধীনগরে লোক পাঠান স্থির করিলেন। স্ত্রীকে বুঝাইলেন—"ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূলাচরণ মানুষের সাধ্য নহে—তাঁহার প্রতি নির্ভর করাই প্রয়োজন—অধীর হলে ফল নাই—মেয়েকে কটূক্তি করিয়া মনোবেদনা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।" স্ত্রী শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

(৩)

গ্রামময় বিদ্যুৎবেগে সুহাসিনীর বর নির্ব্বাচনের কথা ছড়াইয়া পড়িল। পুরুষ-নারী ভদ্র-ইতর যে শুনিল সেই শতমুখে কলিযুগের প্রশংসা করিতে লাগিল। স্ত্রী-শিক্ষায় যে লজ্জাসরম লোপ পায়—গুপ্ত প্রেমের প্রসার হয়—মেয়েগুলি পুরুষ-ভাবাপন্ন হয়—গৃহে গৃহে আগুন জ্বালায়; এ সুন্দর মন্তব্য প্রকটন করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইল না। সুহাসিনীর কথায় কথায় শতদলবাসিনী, চারুহাসিনীও তাহাদের কঠোর সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিল না। পরচর্চ্চার মুখরোচক একটী উপাদেয় উপাদান-লাভে গ্রামবাসীর শ্রমবিমুখ গল্পগুজবপ্রিয়-জীবন দিন কয়েকের জন্য যে কি সুখময় হইয়া পড়িল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের অনুভব করা দুঃসাধ্য। কান্তিবাবু অন্তঃপুরে আসিলেন,—পত্নী গিরিবালার সহিত দেখা হতেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'এক নূতন কাহিনী শুন্‌বে? যা কখন শোন নাই।' স্বামী কি বলিবেন গিরিবালা তাহা বুঝিতে পারিলেও বলিলেন—'সে এমন কি কথা মহাশয়!' কান্তিবাবু বলিলেন—'বর-নির্ব্বাচন।'

গি। বরনির্ব্বাচন ত চিরকালই হয়ে থাকে। এটা আর নূতন কি? নির্ব্বাচন না করে কে কোথায় মেয়ে বিয়ে দেয়?

কা। তা নয়। মেয়ের স্বয়ং বর নির্ব্বাচন!

গি। তা এটাইবা নূতন কি? আজ-কাল নাই বলে, এটা যে আমাদের মধ্যে ছিল না, এমন বল্‌তে পারি না। পৌরাণিকযুগে রুক্মিণী কৃষ্ণকে, ভদ্রা অর্জ্জুনকে, আর সেদিনও হিন্দু-সূর্য্য চির-অস্তমিত হওয়ার প্রাক্কালে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা পৃথ্বিরাজকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করেছিলেন। কেমন সত্য কি না?

কা। হাঁ সত্য।

গি। তবে তার নূতন কাহিনী বল্‌তে পার না। আচ্ছা বল শুনি কোথায় কি হয়েছে?

কান্তিবাবু প্রায়ই গিরিবালাকে বাগ্বিতণ্ডায় পারিয়া উঠিতেন না। গিরিবালা বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না। কান্তিবাবু সুহাসিনীর কথা লইয়া পত্নীর সহিত একটু রহস্যজনক আলোচনা করিয়া আনন্দানুভব করিবেন মনে করিয়াই কথাটা আগ্রহের সহিত বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কথা বলিবার আগেই গিরিবালা যেরূপভাবে কথা বলিলেন; তাহাতে রহস্যজনিত সুখানুভূতির সম্ভাবনা দেখিলেন না। কান্তিবাবু বলিলেন—'তুমি বোধ হয় শুনেছ—সুহাসিনীর কথা।' গিরি-বালা সুন্দর-আস্যে মধুর হাস্য করিয়া কহিলেন—এ সব খবর তোমাদের শোনবার বহুপূর্ব্বেই নারীমহলে আসে। সুহাসিনী ত তোমার ভাগ্নেবধূ হতে চাচ্ছে।।

কা। হাঁ, তা ত শুনেছি—কামনা পূর্ণ হওয়া কঠিন।

গি। অমিয় বাবাজীর ত বড় ঝোঁক দেখেছি—সুহাসিনীর কাছে শপথ করতে শুনেছি। রীতিমত চিঠিপত্র আস্‌ছে—আমার পত্রের মধ্যেও খবর জানার অভিলাষ থাকে—তুমি বলছ কামনা পূর্ণ হওয়া কঠিন!

কা। অমিয় ইচ্ছা কর্‌লেই কি বিয়ে কর্‌তে পারে? বসুজা যেমন মানুষ তাতে তাঁকে সম্মত করাও কষ্টকর—কষ্টকর কি অসম্ভব। ছেলের বিয়ে তিনি মৌলিকে দিবেন না। তাঁর অমতে বিয়ে কর্‌লে অমিয় সম্পত্তিচ্যুত হবে—পিতার ত্যজ্য হবে।

গি। তবে তুমি কি বল্‌তে চাও, অমিয়ের প্রতিজ্ঞা ও প্রেমের কোন মূল্য নাই? অপদার্থের ন্যায় নারীহৃদয় লয়ে সে খেলা করছে?

কা। আমি তা বল্‌তে পারি না—অমিয় কি করবে না করবে সেই জানে। একটা বিয়ের জন্য অত বড় পৈত্রিক বিষয়ের মমতা সে ত্যাগ করবে কিনা তা তুমি আমি কেহই বল্‌তে পারি না। মানবচরিত্র বৈচিত্রময়!

গি। সুহাসিনীর ন্যায় একটী বিদুষী রমণীর জন্য তুমি কিছু করতে প্রস্তুত আছ কি?

কা। আমার দ্বারা কি উপকার হতে পারে?

গি। যা হতে পারে তা কর্‌বে ত?

কা। সুহাসিনীর জন্য তুমি এত চঞ্চল হয়ে পড়্‌লে কেন?

গিরি। বটেই ত! নারীহৃদয় যদি পড়্‌তে জান্‌তে তবে আর অমন কথা বল্‌তে না। সুহাসিনী যেরূপ বিপদাপন্ন নারীজীবনে বুঝি বা এমন বিপদ আর নাই। সে যাঁ'কে প্রাণের দেবতা করেছে, যাঁ'কে হৃদয় দিয়ে বসেছে, সে তার হবে কিনা তাতেই সংশয়। তার বর্ত্তমান মানসিক ভাব বুঝ্‌লে কোনও নারীই স্থির থাক্‌তে পারে না। তুমি বল তার কিছু উপকার করবে?

কা। "সম্ভব হয় কর্‌বো।" গিরিবালা বলিলেন "অসম্ভব কিছুই কেহ কর্‌তে পারে না; তোমাকেও কর্‌তে হবে না। আমি যখন বল্‌ব তখন সাহায্য পেলেই যথেষ্ট মনে কর্‌বো।" "তাই হবে।" বলিয়া কান্তিবাবু ডিবা হ'তে দুটী পান লইয়া অন্তঃপুর হইতে—স্ত্রীর কবল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৭)

ভয়ঙ্কর গরম পড়িয়াছে—সারাদিন নরনারী গ্রীষ্মাধিক্যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে। দু-প্রহরের সময় ঘরের বাহির হয় কার সাধ্য! ঘরে থাকিয়াও শান্তি নাই—অনবরত ঘর্ম্ম ঝরিয়া ঝরিয়া পরিধেয় বসন ভিজাইতেছে—পাখার বাতাস দিতে দিতে হস্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, তবু আরাম বোধ হইতেছে না। পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণার উদয় হইতেছে, জলপানেও তৃপ্তি পাওয়া যাইতেছে না। কি ধনী কি দরিদ্র গ্রীষ্মাতিশয্যে সকলেই সমভাবে অসহ্য যন্ত্রনা বোধ করিতেছে। করুণাবাবু মধ্যাহ্নে আহারান্তে বৈঠকখানায় শায়িত হইয়া গভীর চিন্তামগ্ন। উৎকট গ্রীষ্মও তাঁহার অনুভূতির যোগ্য হইতেছে না। ধীনপুর হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। অমিয়ের পিতা সম্বন্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করায় যেরূপ মর্ম্মদাহকর অশিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন;

করুণাবাবু তাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। তিনি পুত্রের বিবাহ মৌলিকের মেয়ের সহিত দিবেন না; করুণাবাবু তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতেই যে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতঃ ভদ্রতার অপব্যবহার করিলেন, তাহা মনে করিতে পারেন নাই। মানুষ কি ধনগর্ব্বে বংশাভিমানে এত ছোট হইতে পারে! মেয়ের জন্য এত বড় অপমানও সহিতে হল। করুণাবাবু এই সকল ভাবিতেছিলেন—আর ভাবিতেছিলেন সুহাসিনীর অসম্ভব প্রতিজ্ঞা। উপায় দেখিতেছিলেন না। অমিয়ের আশক্তির পরিচয় কিছু কিছু সময় সময় টের পাইয়াছেন—আজও লোকমুখে তার মিষ্ট ব্যবহারের কথা শুনিয়া সে ধারণা নষ্ট হইল না। পিতার ব্যবহারে নিরাশ হইয়াও পুত্রের ব্যবহারে এক একবার আশান্বিত হইতেছিলেন। মানুষের স্বভাবই এই। সে যাহা চায় যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তাহা চুরমার হইয়া না যায় ততক্ষণ সামান্য সূত্রাবলম্বন করিয়াও তাহার আশা হৃদয়ে পোষণ করে। করুণাবাবু নিরাশা-আশার বিভিন্ন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে অধীর হ'য়ে উঠিলেন। নৈরাশ্যের প্রাবল্যে আশার ক্ষীণ-সূত্রে পুনঃ পুনঃ ছিন্ন হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া দিতেছিল। মুখের প্রসন্নতা লুপ্ত হইয়া গেল—চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল। সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শরীর গরম হ'য়ে উঠিল—করুণাবাবুর জ্বর হ'ল।

(৮)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মুহুর্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন—মুষলধারে বৃষ্টিপতন হইতেছে। দেবপ্রতিম করুণাবাবুর তিরোধানে আজ তাঁহার ভবন তাঁহার গ্রাম গভীর শোকাবৃত—আত্মীয়বর্গ ও গ্রামবাসীর মুখে চিত্তদ্রবকরী হাহাকার ধ্বনি আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘগর্জ্জনের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। বহুনেত্রে অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে। করুণাবাবুর ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির জন্য আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই কাঁদিতেছে—প্রকৃতিও যেন শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ জন্য শোকমূর্ত্তি ধরিয়াছে। সামান্য হইতে বৃহতের উদ্ভব হয়, এই অবিসম্বাদিত সত্য হইলেও অনেকেই সামান্যকে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। করুণাবাবুর সামান্য জ্বর যে ভীষণাকার ধারণ করিয়া জীবন-তরু ভস্মীভূত করিবে, কে ইহা ভাবিয়াছিল? দিন তিনে কোন ঔষধাদি ব্যবহৃত হয় নাই। ৪র্থ দিনে জ্বর খুব প্রবল হইলে বিধু ডাক্তারকে দেখান হয়। ৪ দিনের চিকিৎসায়ও তিনি কোন ফল দেখাইতে পারেন নাই—জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। তখন রোগের ভীষণতা অনুভব করিয়া সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠেন। ভাল ভাল ডাক্তার ও কবিরাজ নিকটে যে কয়জন ছিলেন তাঁহারা সকলেই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতে লাগিল। বিকারের লক্ষণ দেখা দিল—সিবিল সার্জ্জনকে টেলিগ্রাম করিয়া আনা হল। তিনি আসিয়া দেখিয়াই বলিলেন—"বাঁচিবার আশা খুব কম। অসময় আমাকে আনা হয়েছে—উৎকট চিন্তার ফলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় জ্বরের উৎপত্তি হয়েছে—প্রথম হতে বুঝে চিকিৎসা করলে সুফললাভের সম্ভাবনা ছিল।" সিবিল সার্জ্জন চলিয়া যাবার ঘণ্টা তিনেক পরেই পত্নী কন্যা

ও অন্যান্য আত্মীয়বৃন্দকে অকূল শোকসাগরে ডুবাইয়া করুণাবাবু ঐহিক সকল চিন্তা হইতে অবসৃত হইলেন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কান্তিবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ভাই কান্তি, আমি চল্লেম, স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা রইল, তাদের উপযুক্ত অভিভাবক কাকেও দেখ্‌ছি না। কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে—নগদ কি আছে না আছে—স্ত্রী জানেন। পত্নী ও কন্যাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি—দেখো।' কান্তিবাবু অশ্রুপাত করিতে করিতে শোককম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সুহাসিনীর বিয়ের কি করা যাবে?' উত্তরে বলিলেন—'তার অমতে যেন বিয়ে দেওয়া না হয়।' এ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল—চোখের জলে বুক ভাসিতে লাগিল; আর কিছু বলিতে পারেন নাই। করুণবাবুর শোকে কান্তিবাবু বালকের ন্যায় কাঁদিলেন। করুণাবাবু তাঁহাকে ছোট ভাইয়ের ন্যায় স্নেহ করিতেন—সাংসারিক নানাবিষয়ে সদুপদেশ দিতেন। এরূপ একজন অকৃত্রিম সুহৃদ হারাইয়া কান্তি বাবুর অধীর হওয়া খুবই স্বাভাবিক। করুণা বাবুর স্ত্রী ও মেয়ে সুহাসিনীর মানসিক অবস্থা যে কি শোচনীয় তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা উপলব্ধি করা সহজ। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া শুধু নানা অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা ও অতীত সুখকরী স্মৃতির উল্লেখ করিয়া হাহাকারে অন্যের হৃদয়ে সহানুভূতির পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতেছেন। যতদূর এ সংবাদ যাইতেছে—হাহাকার ও শোকাশ্রু ততদূর প্রসারিত হইতেছে। করুণাবাবু কখনও কাহারও অপকার করেন নাই—সুযোগ ঘটিলে উপকারই করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কোন্ হৃদয় না কাঁদিয়া পড়ে? কোন্ নয়ন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইতে চাহে না? বুঝিবা এরূপ জীবনের মৃত্যুও সুখময়।

(৯)

সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে করুণা-বাবুর লোকান্তর-সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইংরাজী বাঙ্গালা বহু-সংবাদপত্রে করুণাবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। নানাস্থান হইতে শোকে সহানুভূতি-সূচক বহুপত্র সুহাসিনীর হস্তগত হইল।

অমিয়কান্তিরও একখানা পত্র পাইলেন; শোকক্লিষ্ট প্রাণে তাহা অমৃতবর্ষণ করিল। তাহার প্রতি পংক্তি সুহাসিনীর মনে নববল সঞ্চারিত করিল। সুখশান্তিই বল, আর শোকদুঃখই বল কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। আজ যে হাসিতেছে কাল সে কাঁদিতেছে। আজ যে নয়নজলে ভাসিতেছে কাল চাহিয়া দেখিবে, তাহার নয়নের জল শুকাইয়া গিয়াছে, মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে! যতই দিন যাইতে লাগিল, অন্যের কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন—সুহাসিনী ও তাহার মাতার শোকের প্রভাবও ততই হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমে মনের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ হওয়ায় মনোবৃত্তিগুলি স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। একদা সুহাসিনী কান্তিবাবুর বাড়ী গেলেন। কান্তিবাবুর স্ত্রী গিরিবালা সুহাসিনীকে পাইয়া অতীব প্রীত হইলেন। "পিতার মৃত্যুতে সুহাসিনীর যে ক্ষতি হয়েছে, তা আর পূরণ হবার নয়; শত ব্যাকুল হলেও লাভের সম্ভাবনা নাই—বিপদে পড়লে ধীরতাই সহায়; অধীর হলে বিপদ বাড়ে বই কমে

না—তাহার ন্যায় শিক্ষিতার চিত্ত সুস্থ রাখার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ ও প্রবোধ গিরিবালা সুহাসিনীকে দিলেন। অতঃপর কিছু জল খাবার সুহাসিনীকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন—তিনি অস্বীকৃত হইলে জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। জলযোগান্তে সুহাসিনীকে গিরিবালা বলিলেন—অমিয়কান্তি, তোমাকে চিঠি লিখেছেন? সুহাসিনী নিরুত্তর। হেঁট-মুখে রহিলেন। লজ্জা কি বল, আমাকে কোন কথা বল্‌তে তুমি লজ্জিত হ'য়ো না।" গিরিবালা একথা বলায় মাটীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—'হাঁ লিখেছেন।' গিরিবালা বলিলেন—তিনি যে শীঘ্রই আমেরিকায় যাবেন, তা কি লিখেছেন? সুহাসিনী উত্তর দিলেন—না। গিরি। "তিনি শীঘ্রই আমেরিকায় যাবেন, তোমার সাথে দেখা করবে আগামী বুধবার আস্‌বেন—আমাকে চিঠি লিখেছেন।" সুহাসিনী ভাবিতে লাগিলেন, "তিনি আমেরিকা যাবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষার জন্য কি? তাই হবে, শিক্ষানুরাগ তার যথেষ্ট। আমেরিকা গেলে আমার সম্বন্ধে কি করে যাবেন; পত্রে ত বিলক্ষণ আশাভরসা দেওয়া আছে—এত তাড়াতাড়ি সে সব ভুলে যাবেন কি? সম্ভব নহে। দেখা যা'ক এসে কি করেন।" সুহাসিনী কিছুক্ষণ অধোবদনে এই সব ভাবিয়া কান্তি-বাবুর স্ত্রীকে বলিলেন—'তবে এখন আসি খুড়ী মা।' তিনি যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন—অমিয় আস্‌লে তোমায় খবর দিব, এসো। আজ তুমি না আস্‌লে আমি তোমায় খবর দিতাম। এসেছ বেশ হল। সন্ধ্যা হয়েছে সুখদাকে সঙ্গে করে যাও। সুখদাকে সঙ্গে করে সুহাসিনী ঘরে ফিরিলেন।

(১০)

'না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ' অমিয়কান্তির তদ্বৎ অবস্থা উপস্থিত হইল—বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। একদিকে রূপযৌবন গুণের টান, কর্ত্তব্যের প্রেরণা—অন্যদিকে বংশগৌরবের খর্ব্বতা, পিতার বিরাগভাজন সম্ভাবনা। কর্ত্তব্যপালন করিতে গেলে, মনুষ্যত্বপ্রদর্শন করিতে গেলে, আত্মতৃপ্তি হইবে বটে; পিতার রোষোৎপত্তি, সাধারণ লোক-নিন্দা সে তৃপ্তিতেও অতৃপ্তি আনিবে। পক্ষান্তরে পিতার মনোতুষ্টি করিতে গেলে, বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড ফাটিয়া যাইবে—হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত নীরস হইয়া পড়িবে—শিক্ষিত সমাজ মনুষ্যত্বে মলিনতা দেখিয়া বিস্মিত হইবে। অমিয়-কান্তির চিত্ত চিন্তাতরঙ্গে বিক্ষোভিত। প্রেম বংশের বিচার করে না; সম্পদের খোঁজ রাখে না; চোখের দেখা, মুখের কথায় কি যেন কি হয়ে যায়! চুম্বকাকর্ষণের মত উভয়েই আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণ পাকিয়া উঠিলে শত বাঁধাও মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না। অমিয়কান্তি প্রেমে মাতোয়ারা। সুহাসিনীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। অমিয়ের প্রাণমন প্রেমগৌরবে নাচিয়া উঠিয়াছে। এত মানুষ থাকিতে সুহাসিনী তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ব্যাকুলা—এমন কি তিনি বিবাহ না করিলে চিরকুমারী থাকিতেও সে প্রস্তুত তবু অন্যের চিত্তভোষিণী হইবে না। এরূপ আত্মদানকারিণী, রূপযৌবনশালিনী, প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নারীকে

কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? কোন্ হৃদয় তাহাকে পরিহার করিয়া কাপুরুষত্ব দেখাইতে চায়? অমিয় অনেক ভাবিয়া—বিচার বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন—"সুহাসিনীকে গ্রহণ করতেই হবে। পিতা রুষ্ট হবেন—প্রাণে কষ্ট পাবেন, কি করব উপায় নাই—কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ অসৌজন্য দেখাতেই হবে। সম্পত্তির অংশ পাব না সেও উত্তম। কিন্তু দাম্পত্যজীবন অর্থাভাবে সুখে কাটবে কি? এম-এ পাশ করেছি, অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হয়ে দুটী মানুষের খরচ আজকাল অবশ্য যোগাইতে পারবো—পরিণামে যখন ছেলে-মেয়ে হবে, তখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অব্যাহত থাকবে কি? কখনি নয়। বিস্তর অর্থাগম হয় এমনি একটা বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে।" অমিয় আমেরিকা যাইয়া খনিবিদ্যা শিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—পিতার অনুমতি পাইয়াছেন। মাতুলের সঙ্গে দেখা করিবার নাম করে আসিয়াছেন; সুহাসিনীর সহিত দেখা করাই প্রাণের প্রধানতম কামনা। অমিয়ের মাতুলানী সুহাসিনীকে আনিবার জন্য সুখদাকে পাঠাইয়াছেন—সুহাসিনী সঙ্কুচিত-ভাবে কান্তিবাবুর পত্নীসমীপে উপস্থিত হইলেন। কান্তিবাবুর স্ত্রী আদর করে নিজের কাছে বসাইলেন—পান দিলেন—সুহাসিনী পান খাইতে লাগিলেন। হঠাৎ অমিয় তথায় এসে হাজির। সুহাসিনী লজ্জায় মরিয়া গেলেন—মাতুলানী হাসিমুখে সরিয়া গেলেন। অমিয় একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট হয়ে অনিমেষলোচনে সুহাসিনীর বদনপানে চাহিয়া রহিলেন। সুহাসিনীর অন্তরে কত ভাবের লহরী খেলিতে লাগিল! কিয়ৎকাল উভয়েই নীরবে কাটাইলেন। সুহাসিনী অধোমুখে রহিলেন। অমিয় দেখিলেন—সুহাসিনীর নয়নে অশ্রু। অমিয় জিজ্ঞাসিলেন—তুমি চোখের জল ফেলছ কেন? পিতা গিয়েছেন তিনি ত আর ফিরে আস্বেন না—কেঁদে লাভ কি? মনকে সুস্থ কর। উত্তর দিবার ইচ্ছা করিয়াও সুহাসিনী কথা বলিতে পারিতেছেন না; কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছে। কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় অমিয় বলিলেন—'তোমার শরীর ভাল ত?' সুহাসিনী অতি কষ্টে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিলেন—'হাঁ ভাল। তুমি কেমন?' অমিয় বলিলেন,—আমি একরূপ ভালই আছি। তোমার মা ভাল আছেন ত?'

সু। না, তিনি একপ্রকার উন্মাদিনী! একে পিতার শোক তাতে আবার—আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

অ। 'তাতে আবার কি?' সুহাসিনী নীরব। অমিয় বলিলেন—উত্তর দিতেছ না যে?

সু। 'আমার ভাব্না।'

অ। তাত হতেই পারে। মেয়ের বয়স চৌদ্দ—তাতে আবার প্রতিজ্ঞা—সীতার ধনুর্ভঙ্গপণের মত! মেয়ের বিয়ে না হলে মাতাপিতা অশান্তি বোধ করেই থাকেন।

সু। ধনুর্ভঙ্গপণ রক্ষিত হয়েছিল; এ প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হবে কি?

অ। সে কথা অন্যে বল্তে পারে কি? যে প্রতিজ্ঞা করে, রক্ষা করা না করা তার হাত!

সু। তাত বটেই! আমিই প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি ত আর কর নাই!

অ। আমি করে থাকিত গোপনে প্রকাশ্যে নয়।

সু। গুপ্তপ্রতিজ্ঞা পালিত হবে ত?

'হতে পারে' বলিয়া অমিয় হাসিলেন। সুহাসিনী বলিলেন—'তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হওয়া যে সহজ নহে, তা আমি বুঝি। পিতার অমতে বিপুল সম্পত্তির মমতা ত্যাগ করে, একটা সামান্য-রমণীর পাণিপীড়ন করা অতি বড় সাহসের কায।'

অ। আমাকে তুমি কাপুরুষ মনে কর কি?

সু। কখনও করি নাই—আজও করি না। কাপুরুষ মনে করলে তোমার জন্য পাগল সাজ্‌তে পারতেম না। তোমার সঙ্কটাবস্থার কথা মনে করেই ঐরূপ বল্‌ছি কিছু মনে করো না।

অ। সুহাসিনী তুমি জান না তোমার জন্য আমি পিতার স্নেহ, পৈত্রিক সম্পত্তি সবই ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছি। শীঘ্রই আমেরিকা যাব। তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সু। আমেরিকা যাবে কেন?

অ। খনিবিদ্যা শিখ্‌তে। পিতার বিরাগভাজন হলে, পরিবার প্রতিপালন করতে তখন অর্থ কোথা পাব অর্থাভাবে দাম্পত্য-সুখও বিষময় হয়ে পড়ে।

সু। যাও, আমি নিষেধ করতে পারি না তোমার উন্নতির কণ্টক হওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। তোমার ইচ্ছাপূর্ণ হ'ক। মনে রেখো। কত দিন হবে?

অ। চার বছরের কম নয়। তুমি এত দিন অপেক্ষা করতে পারবে ত?

সু। চিরজীবন অপেক্ষা করতে যে প্রস্তুত সে চার বছর অপেক্ষা করতে পারবে না!

অ। আমি পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেও যেতে পারতেম কিন্তু তা হলে পিতার নিকট হতে খরচ পাওয়া যাবে না—আমার উন্নতির আশা বিফল হয়ে যায়।

সু। না, তুমি যাও এসে যা হয় করো। বিবাহের বাকী কি আছে? কতকগুলি সংস্কৃতমন্ত্র পড়া বাকী বই ত নয়। পতি চার বছর প্রবাসে থাক্‌লে স্ত্রী কি করে থাকে। আমিও তাই মনে করবো।

অ। তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার মামার হাতে আছে—আমি নিশ্চিন্ত। তা' না হলে একটা বিধিব্যবস্থা করে যেতে হ'ত। যখন যা অভাব মনে করবে, সরলভাবে মামাকে জানাবে; তিনি সকল অভাবই দূর করে দিবেন। আমি বিশেষ করে বলে যাব।

সু। তিনিই আমার পিতার স্থান অধিকার করেছেন। আমি নির্ভয়ে আছি। প্রবাসে আমার ভাবনা ভেবে তুমি অস্থির হয়ো না। মাঝে মাঝে হাতের লেখা পেলেই সুখী হব—পাব ত? অমিয় কহিলেন—'পাবে।' নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ করিয়া সুহাসিনী দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া অমিয়কে বলিলেন—'আর থাকা কর্ত্তব্য নয়—অনেক সময় এসেছি; তবে এখন বিদায় দাও। ভগবান যেন তোমায় সুখে রাখেন।' অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন—সুহাসিনীর হাত ধরিয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন কথাই বলিলেন না। সুহাসিনীকে বিদায় দিতে তাহার যেন বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল—অনেক চেষ্টায়

আত্মসংবরণ করিয়া অমিয় বলিলেন— 'সুহাসিনী, বুঝেছি, মানবের সুখ অতি চঞ্চল! এতক্ষণ যে সুখসিন্ধুতে ডুবে ছিলাম, তাহা এখনই দুঃখময় হয়ে উঠ্‌ল। চক্ষুর অন্তরাল করতে দুঃখ হচ্ছে। তবু বিদায় দিতেছি— বিদায় লইতেছি। যাও সুহাসিনী, কর্ম্মফল ভোগ করতে থাক—অমিও কর্ম্মফলের স্বাদগ্রহণে চল্‌লেম।' আর কোন কথা হইল না। সুহাসিনী সজলনয়নে ধীরে ধীরে কান্তিবাবুর নিকেতন পরিত্যাগ করিলেন—ধীরে ধীরে ক্ষুব্ধপ্রাণে স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

সতী।

সতী অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী দক্ষ-প্রজাপতির প্রাণপতিম দুহিতা এবং ত্রিজগৎ পূজ্য শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের প্রাণাধিকা বনিতা। সতী সামান্য মেয়ে নহেন; স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী। জগতের নারী-সমাজে সতী-ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন জগজ্জননী জগদম্বা সতীরূপে দক্ষ-প্রজাপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাদেব মহাযোগী মহাপুরুষ। তাঁহার শক্তি অসীম, প্রভাব অনন্ত এবং প্রেম বিশ্বজনীন। সর্ব্বভূতে তাঁহার সমদর্শন; নরকঙ্কাল ও চিতাভস্ম তাঁহার অঙ্গের আভরণ।

সতী রাজা দক্ষ-প্রজাপতির সর্ব্বকনিষ্ঠা দুহিতা। দক্ষ বহুকন্যার পিতা। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া তিনি তাঁহার সকল মেয়ে অপেক্ষা সতীকেই অধিকতর ভালবাসিতেন। সতীর স্নেহময়ী জননী প্রসূতি বিবাহকালে কন্যাকে বহুমূল্য মণি মাণিক্যের অলঙ্কারে সাজাইয়া, রত্নময় বস্ত্রে বিভূষিত করিয়া, মহাদেবের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর স্বামীগৃহে যাইয়া সতীর রাজকন্যাযোগ্য ও বিলাসিনীর ভোগ্য এসব বসন-ভূষণ আর ভাল লাগিল না।

সতী পতির সেই লোকাচার বিরুদ্ধ বিপরীত আচরণে কিংবা বীভৎস বেশভূষা দর্শনে কিছুমাত্র ভীত, বিচলিত বা দুঃখিত হইলেন না মুহূর্ত্তের জন্যও পতির প্রতি সতীর প্রাণে ঘৃণা বা অভক্তির সঞ্চার হইল না। বরং তিনি পিতৃমাতৃদত্ত মণিমাণিক্যখচিত বস্ত্রাভরণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুরূপ বেশভূষা ধারণ এবং স্বামীসহচর ভূতপ্রেত পিশাচগণকে মাতৃস্নেহের মধুর আচরণে যত্নে প্রতিপালন করিয়া শ্মশানবাসী বিশ্বপ্রেমিক যোগীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইবার মানসে, যৌবনে যোগিনী সাজিয়া কুসুমকোমল সুন্দর দেহে কর্কশ বসন জড়াইয়া সোণার অঙ্গে চিতাভস্ম মাখিয়া শ্মশানেশ্বরের

সঙ্গে শ্মশানবাসিনী হইলেন। রাজনন্দিনী ভিখারীর গৃহিণী হইয়া, ভিখারিণীর সাজ গ্রহণ করিয়া, স্বামীর প্রতি যারপর নাই প্রেম, প্রীতি ও ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক জগতে আদর্শ-সতীর উচ্চ আলেখ্য প্রদর্শন করিলেন।

দেবর্ষি ভৃগু প্রজাপতির গৃহে বাজপেয় মহা-যজ্ঞ। সে যজ্ঞে দেবগণ ঋষিগণও প্রজাপতিগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। যজ্ঞভূমির এক পার্শ্বে যজ্ঞেশ্বর মহাদেব ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন। তাঁহার সদানন্দ মূর্ত্তি।

দক্ষ প্রজাপতি সহসা তথায় সমুপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া তাঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু জামাতা মহাদেব মহাভাবে বিভোর। তিনি সমাগত শ্বশুরের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ ইহাতে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেবকে অতি তীব্রভাষায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বপ্রকার লোকাচারের অতীত, চিত্ত-বিকারবিহীন মহাদেব ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করি-লেন না। তিনি নীরব। কিন্তু শিব-অনুচর গণের সহিত দক্ষ ও তাঁহার পক্ষসমর্থক ব্যক্তি-গণের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। বৃথা লোকধ্বংসভয়ে মহাদেব অনুচরগণসহ যজ্ঞ-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। দারুণ ক্রোধ ও বিদ্বেষবহ্নিতে দক্ষের প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে দক্ষ এক শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সে যজ্ঞে ত্রিভুবনবাসী সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। অনিমন্ত্রিত রহিলেন শুধু শিব ও সতী।

দেবর্ষি নারদের মুখে পিতৃযজ্ঞের সংবাদ পাইয়া, সতী পতির অনুমতি লইয়া পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন। সতীর মাতা প্রসূতি ও অশ্বিনী প্রভৃতি ভগিনীগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দক্ষ তাঁহার প্রতি কোনরূপ আদরই প্রদর্শন করিলেন না। বরং সতীর দর্শনে দক্ষের শিববিদ্বেষ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি ঘৃণাবিদ্বেষপূর্ণ কঠোর-বাক্যে যজ্ঞ-সভায় মহাদেবের নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া সতীর মনে দারুণ দুঃখের সঞ্চার করিলেন।

সতী পতিনিন্দা—শিবনিন্দা সহিতে পারিলেন না। তিনি পিতাকর্ত্তৃক পতির এ বিষম অবমাননায় আত্মহারা হইলেন। অবশেষে যোগবলে পিতৃদত্ত দেহত্যাগ করিয়া মহাপুরুষ স্বামীর অবমাননার প্রতিশোধ লইলেন। সতীরই জয় হইল।

শিব-অনুচরগণ কর্ত্তৃক দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস হইল। প্রসূতির কাতর প্রার্থনায় শিবকৃপা বলে দক্ষ প্রাণ দান পাইলেন। কিন্তু শিব-নিন্দারূপ কুকার্য্যের ফলে তাঁহার ছাগমুণ্ড হইল। প্রেম-উন্মাদ মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিভুবন প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুচক্রে সে পবিত্রদেহ খণ্ডিত হইয়া অবনীর একান্নস্থানে পতিত হইয়া ঐ সকল স্থানকে একান্ন পীঠস্থান বা মহাতীর্থে পরিণত করিল। জন্মান্তরে সতী মহাযোগপ্রভাবে পুনরায় মহেশ্বরের মহিষী হইলেন। ত্রিজগৎ-সতীকুল বরণীয়া ও ত্রিলোকস্মরণীয়া জগজ্জননী জগদম্বা জ্ঞানে তাঁহার পদে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিদানে কৃতার্থ হইল।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মণঃ কবিরত্ন,
আর্য্যশক্তি ঔষধালয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। আত্ম-কাহিনী। প্রতিভার জন্য একটী নূতন প্রেস সংস্থাপন করিতে বিগত ২রা ভাদ্র আমি কলিকাতা যাই। গ্রে ষ্ট্রীটে ১০৫ নম্বর ভবন মাসিক ৫০৲ টাকা ভাড়ায় বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়। বিগত ৫ই ভাদ্র আমার অনুপস্থিতিকালে আমার জনৈক ভৃত্য দেবেন্দ্র-চন্দ্র দে নিবাস বাজিতপুর ময়মনসিংহ বাক্স ভাঙ্গিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব যাহা কলিকাতায় ছিল অর্থাৎ ১৬২০৲ নোট অপহরণ করতঃ প্রস্থান করে। অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই। আমার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় গ্রাহকগণ কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরত না দেন এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

২। বিগত ৯ই ভাদ্র শনিবারে যুক্তবঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল ও তদীয় পত্নী লেডি কারমাইকেল পরিদর্শন উপলক্ষে ফরিদপুরে উপস্থিত হন। পূর্ব্বাহ্ন ৭॥ ঘটিকার সময় মহাসমারোহে একটী দরবার অধিবেশনে ফরিদপুরের প্রধান প্রধান হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহাদিগকে চারিটী অভিনন্দন পত্র দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এই অভিনন্দন-পত্রে ফরিদপুরবাসীর সমস্ত অভাবগুলি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল। প্রজার প্রতি সহানুভূতি, দয়া, দাক্ষিণ্য নানাবিধগুণে লর্ড কারমাইকেল প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট অতীব প্রিয় হইয়াছেন। দীন-দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে সংক্রামক জ্বর (Malaria) হইতে উদ্ধার করিতে জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার বেণ্টলে আমাদিগের শাসনকর্ত্তা মহোদয়ের আদেশে ম্যালেরিয়াবিষে আক্রান্ত পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনার্থে আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও দেশীয় নেতাগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আর্য্য-ঋষিগণ সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্।

অর্থাৎ স্বাস্থ্যই চতুর্ব্বর্গ সাধনের প্রধান উপায়। বিশুদ্ধ জলপান ব্যতীত মানুষের স্বাস্থ্য কোনও মতে সুরক্ষিত হয় না। অপরাহ্নে প্রধান প্রধান প্রায় বিংশতি জন ভদ্রলোকের সহিত রোটাস জলযানে লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক সৌজন্য ও বিশ্রব্ধ আলাপে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোনও কায়স্থ মহোদয় কায়স্থ-সমাজে বরপণের আতিশয্য উল্লেখ করিলে শাসনকর্ত্তা তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে ভোজ ও অগ্নিক্রীড়া হইয়াছিল। সমগ্র ফরিদপুর নগরটী আলোকমালায়, পতাকাশ্রেণী ও প্রসূনমালায় সুসজ্জিত তোরণরাজিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ফরিদপুর মিউনিসি-পালিটীতে ২টী মাত্র জলের কল স্থাপিত আছে, তৃতীয়টীর জন্য শাসনকর্ত্তা মহোদয় গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০০০৲ মুদ্রা সাহায্য প্রদান করিলেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করতঃ লেডি কারমাইকেল ওয়ার্ড সংস্থাপন জন্য বদান্য লর্ড মহোদয় তাঁহার নিজ হইতে

১০০০৲ টাকা ও লক্ষ্মীকোল নিবাসী রাজা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ বাহাদুর উক্ত কার্য্যে ২৫০০৲ টাকা দান করিয়া তদীয় দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিলেন। আমরা লর্ড ও লেডি কারমাইকেলের দীর্ঘজীবন, সুখ ও সমৃদ্ধি শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি।

৩। কলিকাতা হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন "গত ২৯শে শ্রাবণ বুধবার ১২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে উপনয়নকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৪। মাইমনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ দেববর্ম্মা এম-এ, বি-এল মহোদয় নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রেরণ করিয়াছেন।

"কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মাইমনসিংহ সূর্য্যকান্ত-হলে কায়স্থগণের উপবীতগ্রহণের যৌক্তিকতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেওয়ার পর হইতেই ময়মনসিংহের কায়স্থ-সমাজে উপবীত গ্রহণসম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। দ্বিসপ্তাহব্যাপী আন্দোলন ও আলোচনার ফলে আমরা গত ২রা ভাদ্র রবিবার গবর্ণমেণ্ট উকীল শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়ের বাসায় একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছি। গাভা, বানরি-পাড়া, পাত্রৈলদিয়া, ভরাকর, হরপাড়া, খলসি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও সমাজের পঁয়ত্রিশ জন সম্ভ্রান্ত কায়স্থসন্তান বিক্রমপুর ইচ্ছাপুর-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পুরোহিত চতুষ্টয়ের অধিনায়কত্বে শাস্ত্রানুমোদিত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত ও দান হোম ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সমবেত প্রায় দুইশত বিশিষ্ট কায়স্থ-সন্তানের শুভ-ইচ্ছা ও উৎসাহের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। যখন দশম বর্ষের বালক হইতে প্রবীণ বয়স্ক কায়স্থগণ রক্ত, পীত, শ্বেত নানাবর্ণের রেশমী-বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত, দান ইত্যাদি কার্য্য করিতেছিলেন এবং হোমকুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে যজ্ঞাবশেষ তিলক ও শান্তিবারির জন্য সমগ্র হৃদয়ের আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। বানরিপাড়ার গঙ্গাস্রোত কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ ঠাকুরতা বিশ্বাস ও তাঁহার দুই পুত্র শ্রীমান্ হরেন্দ্রকুমার ও ধীরেন্দ্রকুমার, শ্রীযুক্ত সারদা-চরণ ঘোষ দস্তিদার, এম-এ-বি এল, কাশীপুর বরিশাল; অভয়াচরণ ঘোষ দাস্তদার, ঐ শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার ঘোষ দস্তিদার ও নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ দস্তিদার, গাভা, বরিশাল; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু ও শরচ্চন্দ্র বসু, বানরাইল, বরিশাল; শ্রীযুক্ত রেবতী-মোহন গুহ, এম-এ-বি-এল; সুরেশচন্দ্র গুহ ও কুমুদচন্দ্র গুহ হরপাড়া, বিক্রমপুর, মনোমোহন ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভরাকর, বিক্রমপুর; শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ বসু ও ডাঃ বরদাকান্ত বসুর পুত্র শ্রীমান্ সুধাময় বসু ও

সুধীরকুমার বসু, খলসি, মাণিকগঞ্জ; শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র ঘোষ ও সতীশচন্দ্র ঘোষ, পাঞৈলদিয়া বিক্রমপুর; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রমোহন বসু ও অন্নদাচরণ বসু, কাশীপুর বরিশাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও সতীন্দ্রনাথ বসু, রামচন্দ্রপুর, বরিশাল; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল গুহ রায় বজ্রযোগিনী বিক্রমপুর; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণ গুহ, মেদিনীমণ্ডল বিক্রমপুর; শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী বসু, সুবদি ঢাকা, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মজুমদার ও তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ নলিনীনাথ, পাইকপাড়া বিক্রমপুর; শ্রীযুক্ত প্রসন্ননাথ চন্দ্র ও তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ, শেখরনগর বিক্রমপুর ও ঢাকা গুভড্যানিবাসী ডাঃ ললিতকিশোর রায়ের পুত্র শ্রীমান্ মন্মথনাথ রায় আপাততঃ এই পয়ত্রিশ জন উপবীতগ্রহণ করিয়াছেন। আরও কয়েক জনের এই তারিখেই উপবীতগ্রহণের কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাঁহারা এই কার্য্যে যোগদান করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলের যে সকল কায়স্থ নানাকার্য্যব্যপদেশে এই সহরে বাস করিতেছেন, এই উপলক্ষে তাঁহাদের উৎসাহ, একতা, শুভেচ্ছা ও সংযতভাব সন্দর্শন করিয়া আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই উৎসাহ ও একতার ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজ এক দিন এক বিপুল বলশালী আত্মনির্ভরশীল সমাজে পরিণত হইবে, তদ্বিষয় আমাদের সন্দেহ নাই।"

বন্ধুগণের এই প্রার্থনা আমরা হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করি। অনেকেই বিশেষতঃ ওলপুরবাসী কায়স্থ-মহাত্মাগণ গাভা, বানরীপাড়ার দোহাই দিয়া আজ দশবর্ষকাল শূদ্রত্বের গভীর মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আশা করি তাঁহাদের জাগরণের ও উত্থানের শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগত। জিজ্ঞাসা করি কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ! সমগ্র বঙ্গীয়-চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ কবে যজ্ঞোপবীতের পবিত্র-বন্ধনে একটী বিশাল জাতিতে পরিণত হইবেন।

৫। চট্টলে কায়স্থোপনয়ন। পটীয়া চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মজুমদার বি, এল মহাশয় লিখিতেছেন "সাধনপুর কায়স্থ-সভার সভাপতি, কায়স্থ-দর্পণপ্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় প্রচারার্থে পটীয়াগ্রামে আসেন। বিগত ১১ই ভাদ্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় উক্ত পটীয়া গ্রামে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু খাস ডিপুটী কালেক্টর মহাশয় প্রমুখ প্রায় বিংশতী জন প্রধান প্রধান কায়স্থ-মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ—ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ-সমাজে উপনয়নের আবশ্যকতা একটী যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। অধিকাংশ কায়স্থ অতি সত্বর উপনয়নগ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।" আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় প্রমুখ কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম পালন করতঃ সমাজের উন্নতিবিধান করিবেন।

৬। ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—

"যে পঞ্চত্রিংশৎ কায়স্থোপনয়নসংবাদ পূর্ব্বে পাঠাইয়াছি, তৎপরে বিগত ১৩ই ভাদ্র নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত শশীকুমার গুহ ঠাকুরতা বি-এল (বানরীপাড়া) ২। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন গুহ বি-এল শেখরনগর, বিক্রমপুর। ৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু বি-এল কোলা, বিক্রমপুর ৪। জিতেন্দ্রচন্দ্র বসু, কোলা, বিক্রমপুর ৫। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বসু, কোলা, বিক্রমপুর ৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু কোলা, বিক্রমপুর। ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু কাজিরপাগলা, বিক্রমপুর, ৮। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ বসু বজ্রযোগিনী, ঐ ৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু খলসী, ঢাকা। ১০। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু টাঙ্গাইল, ১১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র রায় শেখরনগর, বিক্রমপুর, ১২। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র রায় শেখরনগর, বিক্রমপুর।

৭। ফরিদপুর জিলান্তর্গত নিমতলা বসন্তপুর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ মহাশয় লিখিতেছেন—জিলা ফরিদপুর, বসন্তপুর রেল ষ্টেশনের সংলগ্ন প্রসিদ্ধ বিলের ধারে নিমতলা গ্রামে রাজা রামকৃষ্ণ সময়ের পঞ্চমুণ্ডী আসনোপরিস্থিত চতুর্ভুজ মহাদেবের বক্ষোপরী দক্ষিণাকালিকা সংস্থাপিত আছে। ভোগরাগ ও অতিথিসেবার জন্য যথেষ্ট নিষ্কর জমি ছিল। জনৈক সন্ন্যাসীর চেলানুক্রমে প্রতি দিবস মাতার পূজাদি সম্পন্ন হইতেছিল। সম্প্রতি একটী বিধবার প্রতি উক্ত কার্য্যের ভার পতিত হইয়াছে। জমিগুলিতে প্রজাপত্তন হইয়া সামান্য ১০ পাখী জমি মাত্র মায় সেবার জন্য রহিয়াছে, তদ্দ্বারা দুর্গোৎসবের সময় সামান্য কিছু ব্যয় হয়। যদি নাটোর রাজষ্টেট্ হইতে কোনও সাধু সন্ন্যাসী এই কার্য্যে নিযুক্ত হন তবেই এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা পাইবে নচেৎ ইহার লোপ নিশ্চয়।

৮। ফরিদপুর জিলান্তর্গত রাজবাটী হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২২শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় রাজধানী লক্ষ্মীকোলে শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় বাহাদুর জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাস্থলে রাজা বাহাদুর ও অন্যান্য কায়স্থমহোদয়গণ আগামী মাঘ কি ফাল্গুন মাসে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উক্ত দিবস হইতে উক্ত স্থানে একটী স্থায়ী কায়স্থ-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, রাজা বাহাদুর উক্ত সভার স্থায়ী সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।" আমরা অতীব আনন্দসহকারে উক্ত সংবাদটী পত্রস্থ করিলাম। রাজা বাহাদুরের মুখাপেক্ষী হইয়া শত শত কায়স্থ উপবীতগ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছেন। আমরা আশা করি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে রাজা বাহাদুর ও রাজবাটীস্থ অন্যান্য কায়স্থগণ আগামী মাঘ মাসে উপবীতগ্রহণ করিবেন।

সম্পাদক।

Reg. No. C. 653.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচন।

। পঞ্চম বর্ষ——সপ্তম সংখ্যা। ।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১৸৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১৸৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ⁄১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৸৹ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ⁄৹ মোট ১৸⁄ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৵৹ ও অপরের জন্য ⁄৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ ও ১৩১৯ সনের চাঁদা যাঁহারা অদ্যাপি দেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রতিভা ভিঃ পিঃ করিব। ভিঃ পিঃ করিলে যদি কাহারও অসুবিধা হয়, তিনি দয়া করিয়া সত্বর আমাদিগকে নিষেধ করিবেন। কার্ত্তিক মাসের শেষে ভিঃ পিঃ হইবে, অগ্রহায়ণের প্রারম্ভে তিনি ভিঃ পিঃ পাইবেন। আশা করি, কেহই ভি পিঃ ফেরত দিবেন না। কলিকাতায় প্রতিভার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,
সম্পাদক ও প্রকাশক।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,
শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৯ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কার্ত্তিক মাস, ১৩১৯।

অপূর্ব্ব বার্ত্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

প্রকাণ্ড হিমশীলা। ২॥

ভাসমান তুসার স্তূপের নাম হিমশীলা (Iceberg) প্রচণ্ড শৈত্যে সাগরবারি ঘনীভূত ও প্রস্তর তুল্য কঠিন হইয়া উঠিলেই হিমশীলা আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এজন্য চিরতুহিনময় শীতল মেরু সাগরেই উহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি নানা আকারের অসংখ্য হিমশীলা অহরহ জলের উপরে ভাসিয়া বেড়ায় এবং দিবাভাগে রবিকর সম্পাতে ও রাত্রিকালে বিমল চন্দ্রিকালোকে অপূর্ব্ব স্ফটিকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, দর্শকবৃন্দের নয়ন, মন মুগ্ধ করিয়া থাকে। বিগত ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে সুপ্রসিদ্ধ ভূ-প্রদক্ষিণকারী মহাত্মা কুক দক্ষিণ মহাসাগরে এক বৃহদাকার হিমশীলা দর্শন করেন। সেই হিমশীলার উচ্চতা ৩৩ তেত্রিশ হস্ত কিন্তু পরিধি ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচশত হস্তের অধিক! অই দিবস অপরাহ্ণে আর একটী হিমশীলা তাঁহার সম্মুখীন হয়। সেটীর বিস্তার ২৬০ দুই শত ষাট এবং দৈর্ঘ্য ও বেধ বা উচ্চতা প্রত্যেক ১৩৩০ একহাজার তিনশত ত্রিশহস্ত! কিন্তু গত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু সাগরে যেরূপ এক বিরাট কায় হিমশীলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, সেরূপ বোধ হয় আর কখনও লোকলোচনের গোচরীভূত হয় নাই। এই হিমশীলাটী ৪০৮ চারিশত ফিটের অধিক উচ্চ নহে বটে কিন্তু বিশ মাইল বিস্তৃত ও চল্লিশ মাইল দীর্ঘ!! এরূপ হিমশীলা—কুড়ি ক্রোশ

দীর্ঘ দশ ক্রোশ প্রস্থ এবং কিঞ্চিন্নূন দুই শত ষাটি হাত উচ্চ বিরাট তুষার স্তূপ, পৃথিবীর একটি অপরূপ পদার্থ, সন্দেহ নাই।

অসাধারণ বিদ্যানুরাগ। ৩ ॥

পৃথিবীতে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির অভাব নাই—বিদ্যার বিস্তার বা লোক শিক্ষা কল্পে অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিতে পারেন, এমন পুরুষ সংসারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকা মহাদেশের দুই জন প্রসিদ্ধ ধনশালী লোক যেরূপ বিদ্যানুরক্তি প্রদর্শন—লোকশিক্ষার জন্য যেরূপ ঔদার্য্যের বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন সেরূপ অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায় নাই। এই বিদ্যানুরাগী মহাত্মাদ্বয়ের একজনের নাম মিঃ রকফেলার ও অন্যজনের নাম মিঃ কার্ণেগী। রকফেলার আমেরিকার স্বনাম ধন্য "ষ্টাণ্ডার্ড ওয়েল কোম্পানী"র (The standard oil Company) স্বত্বাধিকারী। ইনি লোক শিক্ষার জন্য ৩৬,০০,০০,০০০ ছত্রিশ কোটীমুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন !! কিন্তু তাহাতে ইঁহার আশা মিটে নাই—শিক্ষার কার্য্যে সেরূপ বিপুল অর্থ উৎসর্গ করিয়াও দাতৃশিরোমণি রকফেলার তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাই আবার গত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় সপ্ততি বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে স্ব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসমিতির (Education Board) ভাণ্ডারে আর তিন কোটী অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৩৯,০০০০০০০ উনচল্লিশ কোটী টাকা দান করিয়া বদান্যতার, বিদ্যানুরাগিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, মিঃ কর্ণেগীর দান আবার রকফেলার অপেক্ষাও অধিক। ইনি গত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেবল লোক শিক্ষার জন্যই ৪১,৫০,০০০০০ পঞ্চাশৎ লক্ষাধিক একচত্বারিংশ কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন !! কি অদ্ভুত দানশীলতা ! কি অসাধারণ বিদ্যানুরাগিতা !!

দুর্গম স্থান। ৪ ॥

যেখানে মানুষ সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না অথবা প্রবিষ্ট হইতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকারের প্ররোজন তাহাকেই দুর্গম স্থান কহে। দুর্গমস্থান গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—এক কৃত্রিম বা মনুষ্য রচিত এবং অপর অকৃত্রিম অর্থাৎ স্বভাবতঃ উৎপন্ন। যে স্থান দুস্তরসাগর দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা, কি শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত তাহারই নাম স্বাভাবিক দুর্গম স্থান। সংপ্রতি আফ্রিকামহাদেশের মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তরাংশে অসভ্যপার্ব্বত্য জাতি বিশেষের অধ্যুষিত এক ভীষণ দুর্গমস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থান সহস্র ফিট বা কিঞ্চিদধিক ৩৩৩ তিনশত তেত্রিশ গজ উচ্চ ও চারি বর্গ ক্রোশ পরিমিত এক প্রকাণ্ড পাহাড়ের অভ্যন্তর ভাগ। সেই পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বেই সমান সরল উচ্চ ও বন্ধুর। বিশেষ প্রকার কৌশল অবলম্বন কি প্রভূত

ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত কিছুতেই তাহার উপরে আরোহণ করিতে পারা যায় না। পাহাড়ের শীর্ষদেশে, পার্শ্বে কি নিম্নভাগে, বা কোনও স্থানেই এমন কোনও পথ রন্ধ্র নাই, যদ্দারা কেহ কোনওরূপে তাহার অভ্যন্তরে—এই দুর্গমস্থানে প্রবিষ্ট হইতে পারে! স্বভাব যেন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান দুর্গমস্থান রূপে পরিগণিত করিবার জন্য ইহার সকল দিকই সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীরে সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! এই স্থানে প্রবেশ করিবার কোনও প্রকাশ্য পথ নাই। কেবল একটি অতি অপরিসর রন্ধ্র বা গহ্বর আছে মাত্র। সেই গহ্বরটি আবার পাহাড়ের মূল-দেশে অবস্থিত—তলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ সুড়ঙ্গের আকারে পাহাড়ের কিয়দ্দূর গিয়া উন্মুক্ত হইযাছে! অসভ্য পার্ব্বতীয়গণ সেই সুড়ঙ্গ পথেই সম্ভবতঃ জানুগতিতে আপনাদের এই সুদৃঢ় প্রস্তর নিবাসে ইচ্ছামত গমনাগমন করিয়া থাকে। এরূপ দুরধিগম্য স্বভাব-দুর্গম ভীষণ স্থান ভূমণ্ডলে আর একটিও নাই।

শীর্ণাস্রোতস্বতী। ৫ ॥

বোম্বাই অঞ্চলের বেলগাঁও জেলার মধ্যে "চিকোড়ী" নামক নগর। সেই নগরের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র নদী অবস্থিত। এইটিই শীর্ণা স্রোতস্বতী। ইহার আবার একটি অদ্ভুত গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়—যে গুণ প্রস্রবণ ভিন্ন অপর কোনও জলাশয়ে বিশেষতঃ নদী তড়াগাদীতে, থাকিতে পারে কি না সন্দেহের বিষয়। এই নদীর রোগ-নাশিনী শক্তি আছে—ইহার জলে শরীর ধৌত করিলে প্রবল জ্বররোগ অতি অল্পকালের মধ্যেই নিবারিত হইয়া থাকে! কিন্তু ইহা যেমন অগভীর তেমনই অপরিসর, গভীরতার সহিত আবার প্রসারের কোনও অসামঞ্জস্য নাই বরঞ্চ উভয়ই সম্পূর্ণ একরূপ সমপরিমিত অর্থাৎ দুই দুই ফুট মাত্র!! এরূপ অল্প জল দীর্ঘ নদী—কিঞ্চিদধিক এক হস্ত গভীর ও তদনুরূপ পরিসর সুতরাং শীর্ণা স্রোতস্বতী জগতে দুর্ল্লভ।

বিরাট উল্কা। ৬॥

উল্কাপিণ্ড প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়—মেঘহীন নির্ম্মল রাত্রে কিয়ৎকাল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে প্রায়ই দুই একটা উল্কার গতি বিধি লক্ষ্য করা যায়। উল্কাগুলি আমাদের চক্ষে প্রায়শঃই নিতান্ত ক্ষুদ্রাবয়ব বলিয়া প্রতিভাত হয় কিন্তু উহারা বাস্তবিক যেরূপ ক্ষুদ্র নহে। পৃথিবী হইতে বহুদূরে—সুদূর নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে বলিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার উল্কাকেই আমরা অতীব ক্ষুদ্রাকার বলিয়া বোধ করি এবং পৃথিবীর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী না হইলে আর উহাদিগের আকারগত বৈষম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। একাল পর্য্যন্ত বহু বৃহদাকার উল্কা পৃথিবীর নিকটস্থ ও তজ্জন্য

মানুব দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে যে উল্কাটীর দর্শন পাওয়া গিয়াছিল সেরূপ বোধ হয় আর কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এই উল্কাটী দিবা সাড়ে আট ঘটিকার সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জেহান্সবার্গ নামক নগর হইতেই দেখা গিয়াছিল। ইহা অতীব বৃহদাকার—পূর্ণচন্দ্রের অর্দ্ধাংশের তুল্য ও জ্যোতিষ্যান! ইহার আকার সাধারণ উল্কার ন্যায় গোল নহে; অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ গোলাকার হইলেও শেষভাগ ক্রমশঃ সুক্ষ্মাকার এবং জ্যোতি অর্ণব পোতস্থ অনুসন্ধানালোক (Search Light) নামক প্রবল আলোক বিশেষ হইতেও তীব্র ও উজ্জ্বল!! সেই আলোক তিন মিনিটের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই বটে কিন্তু তাহার প্রখর প্রভাব তত্রত্য মান মন্দিরের (Observatory) পরিদর্শকগণ কিয়ৎকালের জন্য সম্পুর্ণরূপ দৃষ্টিহীন হইয়াছিলেন! মানমন্দিরের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহোদয় স্থির করিয়াছিলেন যে এই উল্কা জোহান্সবার্গ নগরের ১৫৪ এক শত চুয়ান্ন মাইল বা ৭৭ সাতাত্তর ক্রোশ দূর দিয়া গমন করিয়াছিল!! পৃথিবীর এত নিকটে এরূপ বিরাট উল্কা বোধ হয় এই প্রথম পরিদৃষ্ট হইল।

মূল্যবান চিত্রপট। ৭॥

প্রতীচ্য জগতে সুকুমার চিত্রশিল্পের যেমন অসাধারণ উন্নতি ও সমাজের অঙ্কিত চিত্রপট গুলির মূল্যও তেমনই অত্যাধিক। এক একখানি তৈলরঞ্জিত চিত্রপটের মনোহারিত্বের ও মূল্যের কথা শ্রবণ করিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। বিগত ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এক স্বনাম ধন্যা স্ত্রী চিত্রকর—ম্যাডাম্ ভি, জি, লি, ব্রর্ণ, একখানি চিত্র প্রস্তুত করেন। চিত্রখানি মিষ্টার ওয়াদীয়ার নামা জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনিলোক ৩৬,০০০ ছত্রিশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন! সার টমাস লরেন্স একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেখানি ৩৬,৭৫০ ছত্রিশহাজার সাত শতপঞ্চাশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল! সার জশুয়া রেলণ্ডস্ নামক এক চিত্রকর একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন। সেখানির মূল্য হইয়াছিল ৫২,৫০০ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত টাকা!! সার টমাসের অঙ্কিত আর একখানি চিত্র মিঃ এগ্‌লিউ নামা এক ধনকুবের ক্রয় করেন! সেখানি অনিন্দ্যসুন্দরীর অপূর্ব্ব তৈলচিত্র। মূল্য হইয়াছিল তাহার ৬০,০০০ ষষ্টিসহস্র মুদ্রা!! এক সময়ে হপ্‌নার, লরেন্স ও রেলণ্ডস্ নামা ইংলণ্ডের তিন প্রসিদ্ধ চিত্রকর তিন খানি চিত্র প্রস্তুত করেন। এক চিত্রানুরাগী ঐশ্বর্য্যশালী লোক এক সঙ্গে তিন খানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন আর তজ্জন্য তাঁহাকে মূল্য দিতে হইয়াছিল ২,১৪,২০০ দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুই শত মুদ্রা—অর্থাৎ একএকখানি চিত্রের জন্য তাঁহার গড়ে৭১,৪০০ একাত্তর হাজার চারিশত টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল! সার জশুয়া রেলণ্ডস কর্তৃক

আর একখানি চিত্র অঙ্কিত হয়। সে খানি এত সুন্দর,এমন নয়ন মনমুগ্ধকর যে, বিক্রয়ার্থে উপস্থাপিত হইলে, অনেকেই তাহা লইবার জন্য চেষ্টিত হন এবং মূল্য লইয়া ক্রেতৃগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই তাহার মূল্য বাড়িতে থাকে। অবশেষে এগ্‌লির্ড মহোদয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া অর্থাৎ ৮৪,০০০ চতুরশীতি সহস্র মুদ্রায়, সেখানি ক্রয় করেন! কিন্তু গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে চিত্রখানি বিক্রীত হয়, তাহার ন্যায় মূল্যবান চিত্র বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। চিত্রখানি মিলানের ডচেসের (Duchess of Milan) প্রতিকৃতি। নরফোর ডিউক মহোদয়ের স্বনামধন্য চিত্রকর হলবিয়েন কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইহার মূল্য ৯০০,০০০ নয় লক্ষ টাকা!!! চিত্রের এত অধিক মূল্য আমাদিগের নিকটে স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ও অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হয়। চিত্র কলার প্রতি সভ্য সমাজের যে কি অনন্য সাধারণ অনুরক্তি তাহা এই মূল্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গাক্ষরে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। ৮॥

অধুনা বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের প্রভুত প্রচলন, একরূপ ছড়াছড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাসাদপুরি কলিকাতার ত কথাই নাই, বঙ্গের বহু ক্ষুদ্র নগরে—এমন কি, অনেক গণ্ডগ্রাম বা পল্লীতেও মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং দিন দিন রাশি রাশি বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রকাশ ও তদ্দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে। কিন্তু এই উন্নতির মুল যে কে—কোন্ সদাশয় মহাত্মাগণ যে বাঙ্গালা ভাষা তথা বাঙ্গালী জাতির প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং বঙ্গাক্ষরে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। সেই পরোপকারী বাঙ্গালী জাতির পরম হিতৈষী বন্ধু দুই জন সদাশয় ইংরাজ পুরুষ। তাহাদের নাম চার্লস্ উইলকিন্স এবং হ্যালহেড্। তাঁহারা উভয়ে কিঞ্চিদূন ছয় বর্ষকাল প্রভুত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া ভারত বর্ষের নানা ভাষা অভ্যাস ও নানা ভাষার অক্ষর সমূহ সংগ্রহ করেন! সেই সংগ্রীহিত অক্ষর গুলির সাহায্যে উইলকিন্স মহোদয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণের উপযুক্ত প্রভুত বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত এবং মিষ্টার হ্যেলহেড্ সেই অক্ষরের দ্বারা একখানি বাঙ্গালা ব্যকরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন! উইলকিন্স সাহেবের প্রস্তুত অক্ষর গুলিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রণোপযোগী অক্ষর এবং হ্যালহেড সাহেবের বাঙ্গলা ব্যকরণই বঙ্গাক্ষারে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ! ইহার পরে শ্রীরামপুরের সদাশয় মিসনরী মহাশয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রণের ও তদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিয়া দেন।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

কুসংস্কার।

সুখও থাকে না দুঃখও থাকে না থাকে সুখ দুঃখের স্মৃতি। কালসহকারে আবার এ স্মৃতিও থাকে না এবং মহামূল্য জীবনও থাকে না থাকে কেবল জীবের কর্ম্মসূত্র নিয়ন্ত্রিত নিত্য সহচর সংস্কার এবং তজ্জন্যেই কাহারও হৃদয় স্বভাবের প্ররোচনায় সারল্যের নিত্য-লীলাভূমি আবার কাহারও হৃদয় বা কুটিলতার প্রতপ্ত নিঃশ্বাসে সর্ব্বদাই আলোড়িত। কেহ বা চন্দ্রমার অমল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল কেহ বা প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ প্রচণ্ড রশ্মি দেখিয়া পুলকিত; আবার কেহবা কলকণ্ঠ বিহঙ্গের অমৃতায়মান কূজন শ্রবনে আত্মহারা কেহ বা রণ ভেরীর তূর্য্য নিনাদে হর্ষোৎফুল্ল। এইরূপে প্রত্যেক সংস্কার বশে বিভিন্ন প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হওয়ার সমগ্র মানব সমাজে বিষমবৈষম্যভাবের সমাবেশ হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য প্রকৃতিতে এ বৈষম্যভাব স্বাভাবিক এবং তাহা দূরীভূত করিবার শক্তি কাহারও নাই। তবে শিক্ষার দোষে এবং সংসর্গ দোষে কতকগুলি কুপ্রথা ও কুঅভ্যাস প্রবেশ পথলাভে মনুষ্য জীবনে পরিণত করিয়া অনর্থক বৈষম্যভাব আনয়ন করে। বহুদেশ পর্য্যটনকারী পথিক যেমন তাহার গন্তব্য পথে বহু বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ ভূমি পরিভ্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয় মনুষ্যও তেমনি তাহার জীবন বর্ত্মে কুশিক্ষা এবং কুসংসর্গ দ্বারা পাপ কালিমায় কলুষিত হইয়া থাকে। ইহা মানুষের কর্ম্মসূত্র নিয়ন্ত্রিত স্বাভাবিক সংস্কার নহে। এইরূপ সংস্কারকেই কুসংস্কার বলে। উদাহরণ স্বরূপে আমরা প্রাচীন হিন্দুদিগের গঙ্গাসাগরে সন্তান নিঃক্ষেপের পদ্ধতি এবং অসভ্য খন্দজাতির কালীকাদেবীর নিকট নরবলীর কুপ্রথা নিঃসঙ্কোচে উত্থাপন করিতে পারি। এইরূপ কুসংস্কার মানুষের শিক্ষার দোষে এবং সংসর্গ দোষে ঘটিয়া থাকে সুতরাং কুসংস্কারের অস্তিত্ব এ জগতে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতার বিমলজ্যোতি উদ্ভাসিত হইবার পূর্ব্বে কুসংস্কার এ জড় জগতে পূর্ণপ্রভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিল এবং তাহারই ফলে মহাপ্রাণ যীশুখ্রীষ্ট অজ্ঞ ফ্যারাসিসগণ কর্ত্তৃক নৃশংসরূপে নিহত হইয়াছিলেন এবং ইহারই বিষময়ফলে ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মহাত্মা গ্যালিলীও আজীবন কারাগৃহে নিবদ্ধ থাকিয়া জীবন মহা নাটকের শেষাঙ্কের অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমন কি কুসংস্কারের মহাকুহকে সমাচ্ছন্ন থাকার দরুণই এথেনবাসী জনগণ প্রসিদ্ধ দার্শনিক মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের জীবনপ্রদীপ বিযাক্তলতারিষ্ট দ্বারা নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত মহাত্মা দিগের ভৌতিক দেহ চিরদিনের জন্য অনন্ত কাল স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে কিন্তু সহৃদয়বর্গের স্মৃতিপট হইতে জগতের পবিত্র ইতিহাসের স্মরণীয় পৃষ্ঠা হইতে প্রোক্ত মহাপুরুষ দিগের মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতার অপূর্ব্ব কাহিনী কখনও মুছিয়া যাইবে না এবং এমন কি যদি প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছাসে সমগ্র জগতের জড়দেহ নিষ্পেষিত ও বিধ্বস্ত হয় তাহাহইলেও

উপরোক্ত মহাত্মা দিগের যশোগান এক সময়ে পৃথিবীর কোটী কোটী মনুষ্যের হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং কুসংস্কারের ভয়াবহ পরিণাম এই অসংখ্য যাতনাগ্রস্ত মানবজাতির হৃদয়তলে এক গভীর পরিতাপের নিদর্শন স্বরূপে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে এবং অনন্তকাল জলদগভীর স্বরে মনুষ্য জাতিকে উপদেশ প্রদান করিবে।

কুসংস্কারের সে ভীম ভৈরব তাণ্ডব, সে ভীষণ কল্লোল সে পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গ-ভঙ্গ হিমাদ্রি পরিশোভিত এবং সমুদ্র পরিখান্বিত ভারত ভূমিতেও ভুল্যভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। এমন কি তাহার গুরু গম্ভীর গর্জ্জন এ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা পরিশ্রুত হইতেছে ইহার সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির জাতীয়াকাশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে এবং ভীমনাদে বজ্রপাত হইতেছে। এ ভাবে এ জাতির জাতীয় জীবন আর তিষ্টিতে পারিতেছে না; ইহার প্রতিকার না করিলে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির জাতীয় জীবন পাদ দলিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং কুসংস্কার বহ্নিতে দাউ দাউ জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইবে। এ জাতি ঘৃণ্যশূদ্র—জঘণ্য গাড় গামছা বাহী ভৃত্য এই কুসংস্কার বিরাট দৈত্যের আকার ধারণকরিয়া বিভীষিকা দেখিতেছে। এই বিভিষীকা অপসৃত করিতে এবং এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকা নিরাকৃত করিবার মানসে সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পর হইতেছি।

প্রথমতঃ আমরা কায়স্থ জাতির এদেশে আগমন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। সকলেই জানেন যে প্রার্থণামত কাণ্যকুব্জরাজ পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ প্রেরণ করেন।

যথা—বঙ্গেশ্বরা মহারাজা পুত্রেষ্টিং সমনুষ্টিতঃ,
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ।
(মিশ্রকারিকা)

শূদ্রকে দ্বিজ বলে না সুতরাং উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে পঞ্চ কায়স্থ শূদ্র ছিলেন না। আবার যজ্ঞকার্য্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই আবশ্যক যথা যজ্ঞার্থে যাচতে বিপ্রনে ক্ষত্রিয়াংশ নরাধিপঃ এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তৎকালে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি ছিল না সুতরাং মিশ্র কারিকাই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের জাতীয় ইতিহাস সুতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

গো যানে আগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদকাস্ত্রয়ঃ,
গজে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠ নর যানে গুহসুধীঃ।—

যদি পঞ্চকায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্যহইতেন তাহা হইলে প্রভু ও ভৃত্যের যানাদির এইরূপ বিসদৃশ ভাব থাকিত না। সুতরাং যে ভাবে আদিশূরের সভায় কায়স্থ পঞ্চ উপনীত হন তদ্দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে যে পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয়োচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিলেন। এবং শূদ্র হইলে এক জাতীয় পাঁচ জন শূদ্রেরই বা কি আবশ্যকতা ছিল? বিশেষতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কখনই শূদ্রের সংস্পর্শ এবং শূদ্রের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না।

যথা—অজ্ঞানাৎ পিবতেতোয়ং ব্রহ্মণঃ শূদ্র জাতিষু,
অহোরাত্রোষিতঃস্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি।
অত্রিসংহিতা।

অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেন স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে,
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টে প্রজাপত্যং সমাচরেৎ
পরাশর ৭মঅধ্যায়।

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে পঞ্চ কায়স্থ শূদ্র নহেন যেহেতু তাঁহারা শূদ্র হইলে কাণ্যকুব্জ হইতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের রাজধানীতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত একত্রে এক সময়ে আসিতে সক্ষম হইতেন না।

শাস্ত্রচর্চ্চায় নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শীর্ষস্থানীয় এবং বহুকাল অবধি সমগ্রবঙ্গদেশ তাঁহাদের মতেই পরিচালিত হইতেছে এমতাবস্থায় বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে তাঁহাদিগকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষত্রিয়াসনে উপবেশন করাইয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতেন না।

অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে,
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ।

উপরোক্ত শ্লোকাবলী দ্বারা পঞ্চকায়স্থ এবং তাঁহাদের বংশাবলী যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তবে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিয়া বিরুদ্ধ বাদীরা যে যুক্তিজাল বিস্তার করেন তাহাও সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ কৌলিণ্য প্রথা। অনেকে বলেন যে কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চকায়স্থের ৪ জণ ব্রাহ্মণ দের দাস স্বীকৃত হওয়ায় কুলীন হন এবং অবশিষ্ট এক ঘর অর্থাৎ দত্ত, বিপ্রদাসরূপে পরিচিত হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় কুলীন হইতে পারেন না। শূদ্র ব্যতীত অন্যজাতি দাস্যবৃত্তি পরিগ্রহে সম্পূর্ণ অসম্মত সুতরাং কায়স্থগণ শূদ্র ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে কৌলিণ্যপ্রথা সেবা বৃত্তি দ্বারা কখনই নিরূপিত হয় নাই। নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন এবং যাঁহার এই নবগুণ নাই তিনিই অকুলীন এবং তজ্জন্য কাণ্যকুব্জগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৪ ঘর মাত্র কুলীন এবং অন্য ঘর কুলীন নহেন। তবে কি সে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ও সেবাবৃত্তি অস্বীকার করায় অকুলীন হইলেন? বিরুদ্ধ বাদীরা কি বলিতেচান?

কাণ্যকুব্জগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে বঙ্গজ সমাজ বসু ঘোষ গুহ কুলীন দক্ষিণ রাঢ়িয় সমাজে বসু ঘোষ মিত্র কুলীন গুহ কুলীন নহেন সুতরাং ৩ ঘর কুলীম অপর ২ ঘর কুলীন নহেন। উত্তর রাঢ়িয় সমাজে সিংহ ঘোষ, মিত্র, কুলীন এবং বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে দাস, নন্দী চাকি কুলীন। সুতরাং কায়স্থের কৌলিণ্য যে উক্তরূপে ব্রাহ্মণের দাসত্ব দ্বারা পরিমাণ প্রাপ্ত হয় ইহা সত্য নহে। "ঘোষ বসু, মিত্র কুলের অধিকারী, অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি" এই কথা গুলি কোন শিক্ষিত ও সুসভ্য লোকের ভাষা নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃত শব্দের যথেষ্ট অনুপ্রাণতা রহিয়াছে। উক্ত ভাষাবলীদ্বারা রচয়িতা যে উচ্চ সমাজ স্তরের ব্যক্তি নহেন ইহাই প্রতীয়মান হয় সুতরাং তাহার মূল্যই বা কি? হয়ত উহা কোন সংকীর্ণমনা হিংসা ও অসূয়া পূর্ণ নীচাশয়ের অন্তর্দাহের বহিরাবরণ মাত্র। বিশেষতঃ তৎকালীন ঘটনাবলী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকার বিধান ছিল সুতরাং এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে এত গুরুতর বিষয় সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত হইয়া চিরকাল তাহার সত্যতা নির্দ্দেশ করিত।

অপর মহারাজ বল্লালসেন আদিশূরের ৩।৪ শতাব্দীর পরবর্ত্তী। সুতরাং কৌলিণ্য প্রথা প্রবর্ত্তণের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ আদিশূর এবং বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমদত্ত ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন সুতরাং "দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে মাত্র এসেছে" ইহা একটী হাতগড়া কথা মাত্র। উক্ত কথা কে কাহাকে বলিল? সত্য হইলে বক্তা এবং শ্রোতা কৌলিণ্য প্রথা প্রবর্ত্তণের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছিল। সুতরাং এইরূপ অসংলগ্ন এবং অপ্রকৃত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বাঙ্গলার জলবায়ুতে অনেক কথা, অনেক জন-প্রবাদ এইরূপে গঠিত ও পঠিত হইতেছে। অদ্যাপি হনুমান কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবের কর্ণ-রন্ধ্রে সংবদ্ধ থাকা এবং বিশল্যকরণী জন্য কপিরাজের গন্ধমাদন পর্ব্বত বহন ইত্যাদি কতশত প্রলাপোক্তিতে হিন্দু সাধারণের অটল ও অচল বিশ্বাস রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ কুসংস্কারাপন্ন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থ দিগকে শূদ্র পদবীতে বরণীয় করা যুক্তি বিরুদ্ধ। বিদেশে বিপাকে পড়িয়া রাজশাসনের অনুশাসনে উচ্চ জাতীয় লোক দিগকে নীচ শ্রেণীতে পরিণত হইতে হইলে তদবস্থা সেই জাতির স্বাভাবিক অবস্থা নহে সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা প্রকৃত হইলেও স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিপ্রদাস না হওয়ায় এবং সামান্য ২।৩ ঘর লোকের কৃতকার্য্য দ্বারা সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থজাতির জাতীয় জীবনের পরিমাপ করা ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

একটী বিশেষ আপত্তি এই যে বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাদের উপবীত কোথায়? প্রত্যুত্তরে আমি ইহাও বলিতে চাহি যে হিন্দু মাত্রেরই গলায় মালা ও মস্তকে শিখা রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য যেহেতু ভারতীয় হিন্দুর ইহাই জাতীয় চিহ্ন। বাঙ্গলার হিন্দুর ঐ সমুদায় রাখিবার নিষেধ আজ্ঞা কেহ কখনও প্রচার করেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করি এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের ৪।৫ কোটি হিন্দুর মধ্যে কতটী লোকের গলদেশে মালা ও শিরোভাগে শিখা আছে? মালা ও শিখা দ্বারা হিন্দু বাছিতে হইলে বোধহয় এ বঙ্গে প্রতিলক্ষে শতাধিক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তবে কি অন্যেরা হিন্দু নহে? বিশেষতঃ বৌদ্ধ বিপ্লবে বঙ্গীয় কায়স্থগণ বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ায় স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করেন। শঙ্কর দিগ্বিজয়ে পুনরায় হিন্দু হইলেও Reformed হিন্দুই হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় পুনরায় উপবীত ধারণ করেন নাই। ইহাও উপবীত না ধারণের এক কারণ। অপর কারণ এই যে অনার্য্য জাতির সংখ্যা বঙ্গদেশে অত্যন্ত বেশী। তাহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে নিতান্ত হীন ছিল এবং তজ্জন্যই বাঙ্গলার ধর্ম্ম জগতে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সমাবেশ অত্যধিক। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া জড়ের ন্যায় স্থূল দৃষ্টিতে অত্রস্থ হিন্দু সমাজ পরিচালিত; এবং তাহারই কুফলে ইহাই সার্ব্বজনিক বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞসূত্র অন্য জাতির ধারণে মহাপাপ এবং এ বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে আরও দৃঢ়তর ছিল। এইরূপ কুসংস্কারে পূর্ব্বতন বঙ্গীয় হিন্দুগণ পরিচালিত হওয়ায় মুষ্টিমেয় কায়স্থ জাতির গলদেশে যজ্ঞসূত্র দেখিয়া হিন্দু-সাধারণ খড়্গা হস্ত হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় বিদেশে ও বিপাকে পড়িয়া শান্তির সুশীতল

ছায়ায় কাল যাপন মানসে কায়স্থ-সমাজ উপবীত ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন অথবা বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে ও উপরোক্ত কারণে উপবীত পরিগ্রহে সাহসী হন নাই। নতুবা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ৭০ লক্ষ কায়স্থ উপবীতী আর বঙ্গের দশ বার লক্ষ কায়স্থ সন্তান উপবীত বিহীন হওয়ার আর কি কারণ সম্ভবে? এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে বঙ্গীয় জাতিকে শূদ্র বলিয়া অবিহিত করা সত্যের অপলাপ মাত্র। মাসাশৌচ সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে কায়স্থ জাতি শূদ্র না হইলে তাহাদের একমাস অশৌচ হইত না। প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে চাই এই বঙ্গে কাঁড়াল, চাঁড়াল মুচিরও ব্রাহ্মণের ন্যায় ১১দিন মাত্র অশৌচ ব্যবস্থা। তবে তাহারাও কি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ? পক্ষান্তরে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ ও হতাবশিষ্ট কুরুবংশীয়গণ স্বীয় স্বীয় জাতিবৃন্দের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া এক মাস অশৌচ গ্রহণান্তর সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তবে কি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ কুরু ও পাণ্ডবগণ শূদ্র ছিলেন। কেহ কেহ তামাদি দ্বারা কায়স্থ জাতির উপনয়ন পরিগ্রহের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। কেবল তাঁহাদের জন্যই বলিতে চাই যে বঙ্গদেশে শিক্ষা দৃপ্ত বৈদ্য সমাজ মাসাশৌচস্থলে পক্ষাশৌচ এবং অনুপবীতী স্থলে উপবীতী হইতে পারিলে সেই বঙ্গদেশেই কায়স্থ জনসাধারণেরই বা দোষ কি হইল। পুরাতন শাস্ত্রের পৃষ্ঠাগুলি কি হতভাগ্য কায়স্থ জাতির জন্য আর পুনরুন্মীলিত হইতে পারে না। ধন্য মহাপ্রাণতা! ধন্য সমদর্শিতা!

নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে ব্রাহ্মণসমাজের অধিকাংশেরই এখন ত্যাগের স্থানে ভোগ আসিয়াছে সংযমের স্থলে বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়াছে। বিদ্যাব্যবসায়ী, শাস্ত্র-নিরত এবং নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণসন্তান এখন বিদ্যাহীন শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য এবং ভোগী বিষয়ী হইয়া নীচ প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছেন এবং অকৃতজ্ঞতার শাণিত খড়্গ গ্রহণে এ বঙ্গীয়কায়স্থ জাতিরজাতীয় জীবনবিনাশে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন না যে বঙ্গীয়হিন্দুর জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ পরস্পর আত্ম কলহে উচ্ছিন্ন যাইবার পথে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় মনে রাখিবেন যে সমাজ দেহের মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলেই সমগ্র সমাজ দেহটি অকর্ম্মণ্য হইয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহস্র চেষ্টাতেও আর সমাজ দেহ উজ্জীবিত হইবে না।

যাঁহারা অলৌকিক শক্তির প্রমত্তঝটিকার উপর আরূঢ় হইয়াও স্বজাতির ছোট বড় সমস্ত ব্যক্তিকে আপনার প্রাণের সমান ভাল বাসিতে জানেন মনুষ্য :তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি স্মরণার্থ একটা প্রাণের বিনিময়ে অনন্তপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজ বহুদিনাবধি এ শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা বঙ্গীয়কায়স্থ জাতিকে কুসংস্কারের মহাকুহকে সমাচ্ছন্ন রাখিয়া চিরকাল পাদদলিত রাখিতে সচেষ্ট। তাঁহারা ভুলিয়াছেন যে অনন্তকাল হইতে মনুষ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোনও কার্য্যই কখনও সাধারণে বিস্মৃত হয় না এবং মনুষ্য গোপনে কিম্বা প্রকাশ্যস্থানে যেখানে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে তাহার কিছুই উপযুক্ত কর্ম্মফলে পরিণত না হইয়া কালের অন্ধকার কুক্ষিতে

বিলয় পায় না এবং সত্যের উজ্জ্বল দিবাকর এক দিন না এক দিন সমুদিত হইয়া অসত্যের সূচীভেদ্য অন্ধকার নিশ্চয়ই বিদূরিত করে। সুতরাং বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতিকে আর কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন রাখিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত প্রার্থনা পরিপূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে বিভিন্ন কায়স্থ-সমাজ একতার মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত না হইলে তাঁহারা তাঁহাদের প্রণষ্ট গৌরব এবং অপহৃত আসন পরিগ্রহে সমর্থ হইবেন না এবং তাঁহারা একতার বলে বলীয়ান হইলেই ব্রাহ্মণ সমাজের বর্ত্তমান সঙ্কল্প কালে খর-বাহিনী স্রোতস্বিনীর তটস্থিত বালুস্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। পুরাণ প্রসঙ্গে এইরূপ কথিত আছে যে ভাগীরথী যখন হিমাদ্রির শীর্ষদেশ হইতে সহস্রধারায় নিঃসৃত হইয়া পুনরায় একীভূত প্রবাহে সগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিলেন তখন এক মদমত্ত মাতঙ্গ তাঁহার সেই অদম্য বেগ অবরোধ করিতে যাইয়া অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয় এবং পরিশেষে ত্রাহি ত্রাহি রবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ মাত্র লইয়া পলাইয়া যায়। সুতরাং কায়স্থের জাতীয় হৃদয়ে মহাপ্রাণতা উজ্জীবিত হইলেই ব্রাহ্মণ সমাজের এ সঙ্কল্প কালে বাত-স্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া যাইবে। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি হীন জাতি নহে। এক সময়ে স্বাধীনতার বলে বলীয়ান ছিল, ধন-সম্পত্তির মহিমায় মহিমান্বিত ছিল। দীপ্তকান্তি কণককণা এখন আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে পড়িয়া মলিন হইয়া রহিয়াছে উদ্দীপনা অগ্নিতে দগ্ধ করিলেই উহার দীপ্তি আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এখন চির সঞ্চিত ভস্মরাশির তলে পড়িয়া লুকাইয়া আছে, এক ফুৎকারে ভস্ম উড়াইয়া ফেলিয়া উহাকে জ্বালাইলেই আবার সেই অগ্নি-শিখা হোমাগ্নির ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে। সত্য বটে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি এখন সাধারণের নিকট শূদ্র ও অনার্য্য জাতি বলিয়া উপেক্ষণীয় ও ধিক্কৃত হইতেছে এবং এমন কি দাস জাতি বলিয়া অবিরত কুৎসা লাভে কৃতার্থ হইতেছে এবং শঠ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কত লোকে বৃথা ঘৃণা করিতেছে কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি চিরকালই মান, সম্মান, প্রতাপ প্রতিপত্তি এবং প্রতিভায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারা কখনই কলঙ্ক কালিমায় কলুষিত হন নাই, আহার প্রদানকারী হস্তকে দ্বিখণ্ডিত করেন নাই সমাজদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী এবং স্বজাতিদ্রোহী হন নাই ; এবং কখনই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা প্রভুভক্তির পবিত্র পীঠ স্থান কলঙ্কিত করেন নাই, আত্ম-গৌরব বিসর্জ্জন দেন নাই। এই জাতির বীর্য্যবন্ত পুরুষ সিংহেরা এক সময়ে শূরত্বে, বীরত্বে ক্ষমতায় এবং তেজস্বিতায় বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া দিল্লীর সম্রাটদিগের ও মনে ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির সে গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলেও অদ্যাপিও এ জাতি প্রতিভায় এবং তেজস্বিতায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহেন। মধুময় কবিতাবলীর মধুময় কুসুম এবং কাব্যের কমনীয় সরিৎ সরোবর এই জাতিই সৃজন করিয়াছেন। কিবা সাহিত্যে রাজনীতি শাস্ত্রে চিকিৎসা বিদ্যায় এবং শাসন সৌকার্য্যে কিবা চিরস্থায়ী অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ

বিধানে এ জাতির প্রতিভা দেশদেশান্তে দিগ-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যতদিন পবিত্র ইতিহাসের মর্য্যাদা থাকিবে, যতদিন পূর্ব্ব স্মৃতি সমবেদনার প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস-পর থাকিবে এবং যতদিন দেশ হিতৈষিতার সম্মান অক্ষুন্ন রহিবে ততদিন সত্যবাদী সহৃদয় মহাত্মাগণ মুক্তকণ্ঠে অম্লানচিত্তে এবং জলদ গম্ভীর স্বরে কহিবেন "বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতি বাঙ্গলার অলঙ্কার" এবং কুসংস্কারের শত আবরণ ও সে জলদ নির্ঘোষ ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

বিজয়া।

> What conquest brings he home,
> What tributaries follow him
> To grace in captive chains,
> His chariot wheels.
>
> Julius Ceasar.

আজ পুণ্যাব্দ ১৩১৯, কার্ত্তিক মাসের চতুর্থ দিবসে রবিবাসরে সমগ্র ভারতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিজয়োৎসব। এই পবিত্র দিনে কত শত সহস্র বর্ষ অতীত হইল শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থে মহামহিমাময়ীর পূজান্তে বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয়োৎসবের ফল স্বরূপ রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার। আমরা বঙ্গ-দেশবাসী, জয় লব্ধ কোন্ অপূর্ব্ব সামগ্রী আজ আমরা গৃহে আনিলাম? গৃহে২ আজ সহকার পল্লবসহ সিন্দুরে মার্জ্জিত বারিপূর্ণ কুম্ভ শোভা পাইতেছে কেন? কোন্ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে আমরা বধ করিয়াছি, অথবা অরাতি বধে আমরা বদ্ধ পরিকর? আমদের বঙ্গমাতা বিষম শত্রুদল দ্বারা পরিবেষ্টিত। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য বঙ্গসন্তানগণের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। তাহাদের বধার্থে আমরা কি আয়োজন করিয়াছি?

আর কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! গত বর্ষে আমাদের জয়ের পরিমাণ কত? কায়স্থের বিজয় দুন্দুভি সমগ্র বঙ্গ আলোড়িত করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শত্রুদল কুশাসনও তাম্র কুণ্ড উর্দ্ধে ধারণ করিয়া মাভৈ মাভৈ বিকট রব করিতেছে। কায়স্থগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে আজ বিজয়ার দিনে কায়স্থ সমাজকে শূদ্রত্বরূপ ব্রাহ্মণের দাসত্ব হইত উদ্ধারের পন্থা অনুসরণ করুন। অনেক শতাব্দি অজ্ঞানতা ও মোহে আমরা অতিবাহিত করিয়াছি। স্বধর্ম্ম সদাচার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। দূরাগত বেনু নিনাদের ন্যায় দ্বিজাতির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের সংবাদ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, উচ্চশিক্ষা ও দীক্ষা প্রভাবে হিন্দুমহিলাগণের উচ্চাদর্শ আমাদের দৃশ্যপটে অঙ্কিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের চৈতন্য হইতেছেনা। আমরা ক্ষত্রি-য়ের আসন গ্রহণ করিতে অভিলাস করিয়াছি

কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সৎসাহস বলবীর্য্য আমাদের সমাজে লক্ষিত হইতেছেনা।

শ্রীভগবান চিত্রগুপ্তের স্বধর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আর চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী পরশুরাম মহর্ষি দাল্‌ভের আশ্রমে সগর্ভা চন্দ্রসেন রাজার ভার্য্যা বলিয়াছিলেন—"ক্ষত্রিয়ের অধ্যয়ন সংস্কার যজন, ও প্রজাপালনই চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম" কায়স্থ ভ্রাতাগণ ক্ষত্রত্ব কথার কথা নাহে, সংযমী স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষের মহাশক্তি পূজার নাম ক্ষত্রত্ব। এই মহতী প্রারম্ভে যে দীক্ষার আবশুক তাহার নাম উপনয়ন। উপনয়ন একটী নূতন আধ্যাত্মিক জন্ম। সাবিত্রী মাতার গর্ভে অনার্য্যের ঔরষে এই নবজন্ম ধারণ করিতে হয়। তাই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মধু-সূদন তীর্থ স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীমান্ বীরেন্দ্রের উপনয়ন কালে গর্ভাধান হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত অষ্টবিধ সংস্কার সম্পাদন করিয়া একটী নূতন মানবক নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। একগাছি সূত্র গলদেশে ধারণ করিলেই উপনয়ন হয় না। এই উপনয়ন সংস্কারের দায়ীত্ব অশেষবিধ। বেদাধ্যয়ন ও প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন ইহার প্রথম কার্য্য। ইহার দ্বিতীয় কার্য্য যজন, অর্থাৎ নিজের পূজাদি দেবতারাধনা নিজেই করিতে হইবেই এই কার্য্য সম্পাদনে অপরের সাহায্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করিলে ক্ষত্রত্বের অবমাননা করা হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন স্বাধীন ভারত মাতা সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন রাজর্ষিগণ স্বয়ং ব্রতী হইয়া যজ্ঞাদি সম্পাদন করিতেন না ক্বচিৎ ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। তোমরা আজ সামান্য লক্ষ্মী পূজা দুর্গা পূজা ইত্যাদি করিতে ব্রাহ্মণের সাহায্য জন্য চিৎকার করিতেছ কেন? তোমার নিজেরপূজা তোমাকেই করিতে হইবে। তাই বলিতেছি স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া পূজা প্রণালী শিক্ষা করিয়া লও, ব্রাহ্মণকে এক কালে বর্জ্জন (Boycott) কর নচেৎ প্রতিনিয়ত কষ্ট ও দুঃখ তোমার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল।

কায়স্থ ভ্রাতাগণ! যে শক্তি দ্বারা সমগ্র জগৎকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার নাম ভালবাসা। আজিকার বিজয়ার মহামিলনের দিনে জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই অলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর। শত্রুকেও কোলাকালী করিয়া মিত্র ভাবে সম্ভাষণ কর। আমরাও ক্ষত্রত্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের বন্ধুবান্ধব মিত্র ও শত্রুগণকে বিজয়ার প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার করিতেছি। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার প্রবন্ধ লেখক মহাশয়গণ, গ্রাহক মহোদয়গণ ও পৃষ্ঠপোষকগণকে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে কোলাকুলী ও প্রণাম করিতেছি।

॥ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং ॥ সম্পাদক।

নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী।

পৌরাণিকী কথা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি নহুষের পুত্র যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম যদু। এই যদুবংশ ভারত বিখ্যাত। এই বংশেই পরশুরামের শত্রু মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ কার্ত্তবীর্য্যের আবির্ভাব; আবার এই বংশেই সকল লোক-পাবন নারায়ণ কৃষ্ণবলরাম রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লোকে মনে করেন পরশুরাম ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কে নির্ব্বংস না করুন, তিনি অন্তত পক্ষে হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যের বংশ সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূরাণে আমরা দেখিতে পাই হৈহয় বংশই পরে বৃষ্ণি বংশ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। অতএব আমরা যদুবংশের বর্ণনা এই বিষ্ণুমহাপুরাণ হইতে একটু বিস্তৃতভাবেই প্রদান করিব। এই প্রবন্ধে আমরা সাধারণতঃ সংস্কৃতাংশের ভাবানুবাদই দিব, তবে বিশেষ আবশ্যকস্থলে পাদ টীকায় মূলসংস্কৃতও উদ্ধার করিব।

যযাতি মহারাজ নহুষের পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতি যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলে যযাতিই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।* তাঁহার ঔরষে দেবযানীর গর্ভে যদু এবং তুর্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। সংপ্রতি যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশবিবরণই বলিতেছি এই বংশে সর্ব্বলোকনিবাসী মনুষ্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব যক্ষরাক্ষসগুহ্যক কিম্পুরুষ অপ্সর উরগ বিহঙ্গ দৈত্য দানব আদিত্য রুদ্রবসু অগ্নিমরুৎ দেবর্ষি-দিগের তপস্যার ফল প্রদানকারী এবং তাহা-দের মোক্ষফলদাতা অনাদি নিধন ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে মহৎ বংশে পরব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে নরাকার ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বংশের বর্ণনা শুনিলে মানুষের সকল পাপ শান্ত হইয়া যায়।

সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টু, নল এবং নহুষ এই চারিজন যদুর পুত্র। সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র, হৈহয়, হেহয়, এবং বেনুহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্ম, তাঁহার পুত্র ধর্ম্মনেত্র, ধর্ম্মনেত্র হইতে কুণ্ডি, কুণ্ডির পুত্র সহজিৎ। সহজিতের পুত্র মহিষ্মান্ যিনি মাহিষ্মতীনগরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, তাঁহার পুত্র দুর্দ্দম, দুর্দ্দমের পুত্র ধনক, কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতধর্ম্ম ও কৃতৌজস এই চারিজন ধনকের পুত্র। সপ্তদ্বীপাধিপতি সহস্রবাহু অর্জ্জুন কৃতবীর্য্যের পুত্র। এই অর্জ্জুন, অত্রিকুলোৎপন্ন ভগবানের অংশাবতার দত্তাত্রেয়ের সেবা করতঃ তাঁহার

*কোন২ পুরাণে লিখা আছে যে, যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে রীতিমত ভাবে বিবাহ করেন নাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ তাহা বলেন না। তিনি বলেন "যযাতিস্তু ভূভৃদভবৎ ॥ ৩॥ উশনস শ্চ দুহিতরং দেবযানীং বার্ষপর্ব্বনীং চ শর্ম্মিষ্ঠামুপযেমি ॥ ৪ ॥ ৪র্থ অংশ, ১০ম অধ্যায়।

নিকট হইতে সহস্রবাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ, স্বধর্ম্মসেবা, রণে পৃথিবীজয়, ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন শত্রুদিগের নিকট অপরাজয় এবং সমস্ত জগতে বিখ্যাত পুরুষের হস্তে মৃত্যু;—এই কয়টী বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং লাভ ও করিয়াছিলেন। তিনি এই অশেষ দ্বীপবতী পৃথিবীকে সম্যগ্‌রূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি দশ সহস্র যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত আছে যে পৃথিবীতে কোন নৃপতিই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিনয় অথবা বিদ্যাবলে কার্ত্তবীর্য্যভূপতির ন্যায় গতি লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজ্যে কদাপি কাহারও কোন দ্রব্য হারাইত না। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থদেহে অপ্রতিহত বিক্রমে পঞ্চাশীতি-সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। একদা তিনি পত্নীগণ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদী স্রোতে জলক্রীড়া করিতেছিলেন এমন সময় বিশ্ববিজয়ী মহাবীর দশগ্রীব রাবণ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ প্রার্থনা করায় তিনি রাবণকে অবলীলাক্রমে পশুবৎ বদ্ধ করিয়া নগরের একান্তে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই সম্রাট পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর রাজ্য ভোগ করিবার পর ভগবানের অংশাবতার পরশুরামের হস্তে নিহত হন। তাঁহার শত শত পুত্র ছিল তন্মধ্যে শূর, শূরসেন, বৃষসেন, মধু ও জয়ধ্বজ এই পঞ্চপুত্র প্রধান। জয়ধ্বজের পুত্র তালজংঘ। তালজংঘের তালজঙ্ঘ উপাধিযুক্ত শতপুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র এবং অন্য একের নাম ভরত। ভরতের পুত্র বৃষ। বৃষের পুত্র মধু তিনি বৃষ্ণি প্রভৃতি শত পুত্র লাভ করেন। বৃষ্ণির নাম হইতে এই বংশের নাম বৃষ্ণিবংশ হইল। এই বৃষ্ণিবংশের অপর শাখার সত্বতের পুত্র ভজমানের বংশে বসুদেবের গৃহে রামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।* এই নিমিত্ত কৃষ্ণকে "বার্ষ্ণেয়" এবং "সাত্বত" নামে অভিহিত দেখা যায়।

যদি ও পৌরাণিক প্রমাণে দেখা গিয়াছে যে পরশুরাম সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা মূলকের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রকুল-গ্লানি মূলক অতি ঘৃণিত উপায়ে আপনার পৈতৃক প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উপাখ্যান সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। রামায়ণই অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুকুলের ইতিহাস, রামায়ণে এই মূলক এবং তাঁহার পিতা অশ্বক এই দুই নৃপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরাণে, বিশেষতঃ বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে, ইক্ষ্বাকুকুলের আর এক কলঙ্কের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠের শাপে রাজা সৌদাস রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইলে তিনি বন মধ্যে এক ব্রাহ্মণদম্পতীকে দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণটীকে

---

* যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি ॥ ৪ ॥ সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু নহনহুষ সংজ্ঞা চত্বারো যদুপুত্রাবভূবুঃ ॥ ৫ ॥ সহস্রজিৎ পুত্র শতজিৎ ॥ ৬ ॥ তস্য হৈহয় হেহয় বেণু-হয়াস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥ ৭ ॥ × × + কার্ত্তবীর্য্যশ্চ পঞ্চাশীতিবর্ষ সহস্রোপলক্ষণ কালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংসেন পরশুরামেণো পসংহৃতঃ ॥ ২০ ॥ তস্য চ পুত্র শত প্রধানাঃ পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ শূর শূরসেন বৃষসেন মধু জয়-ধ্বজ সংজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥ জয়ধ্বজাৎ তালজংঘ পুত্রোঽভবৎ ॥ ২২ ॥ তালজংঘস্য তালজংঘাখ্যং পুত্র শতমাসীৎ ॥ ২৩ ॥ এষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রস্তথান্যো ভরতঃ ॥২৪॥ ভরতাৎ বৃষঃ ॥ ২৫ ॥ বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ ॥২৬॥ তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণুপু০ ৪র্থ অংশ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের নবম স্কন্ধে ও ঠিক এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ধরিয়া খাইয়া ফেলেন এবং ব্রাহ্মণী তজ্জন্য রাজাকে এক কুৎসিত অভিসম্পাত দেন। রাজা সৌদাম বশিষ্ঠ শাপ মুক্তি পাইলেও সেই ব্রাহ্মণীর অভিশাপে তাঁহার প্রজাজনন শক্তি লোপ হয় এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে বশিষ্ঠ ঋষি রাজ্ঞী মদয়ন্তীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করেন,—সেই পুত্রের নাম অশ্মক—এবং অশ্মকের পুত্র সেই বীর চূড়ামণি "নারীকবচ" মূলক! অথচ রামায়ণে এই ব্রাহ্মণীর অভিশাপের কথাও নাই সুতরাং বশিষ্ঠকর্তৃক রাজ্ঞীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের কথাও নাই। রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সপ্ততিতম সর্গে দেখিতে পাই,—

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাশ্চ রঘুস্তথা।
রঘোস্ত পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধপুরুষাদক ॥৩৯॥
কল্মাষ পাদোহপ্য ভবত্তস্মাজ্জাতস্ত শঙ্খণঃ।
সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণ সুদর্শনাৎ ॥৪০॥"

রামায়ণের সহিত এরূপ অনৈক্যের কারণ কি? কারণ যাহাই হউক, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক, মূলক নারীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হউন আর নাই হউন, পরন্তু রাম যে সূর্য্যবংশীয় কোন রাজাকে বধ করেন নাই, তাহা নিশ্চয়। আর তিনি পুরুবংশীয় রাজাদিগের বাড়ীর ত্রিসীমানাও আসেন নাই, তাহাও নিশ্চয়। অধিক কি তিনি যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের এক ক্ষুদ্র শাখা হৈহয়বংশ ও সমূলে নাশ করেন নাই দ্বাপর যুগের শেষে এক মাত্র যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় দিগের সংখ্যা করাই অসাধ্য হইত। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সম্মিলিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যের নায়ক যে সকল ক্ষত্রিয় রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের বংশের, উর্দ্ধতন কোন রাজাকে পরশুরাম বধ করেন নাই। আর এখনও যে অসংখ্য ক্ষত্রিয় বংশ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে পরশুরাম একবারও ভারত নিঃক্ষত্রিয় করেন নাই। আর সেরূপ চেষ্টাকরাও অসঙ্গত এবং অসম্ভব। হৈহয় বংশীয় সম্রাট কার্ত্তবীর্য্য এবং তাঁহার পুত্রগণের সহিত তাঁহার শত্রুতা এবং তিনি সেই শত্রুতা সাধন জন্যই কার্ত্তবীর্য্য, তাঁহার কয়েক জন পুত্র এবং তাহাদের অনুগত কতিপয় ক্ষত্রিয়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন,—পরে পৌরাণিক রীতিতে তাহার এই কার্য্য অতিশয়োক্তির আড়ম্বরে পল্লবিত হইতে হইতে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার গল্পের উদ্ভব হইয়াছে।

মহাভারতে পরশুরামকর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার যে কারণ ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও ঠিক সেই কারণ ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে সেই কার্ত্তবীর্য্য কর্ত্তৃক জমদাগ্নির হোমধেনু গ্রহণ, তজ্জন্য পরশুরাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য বধ এবং কার্ত্তবীর্য্য পুত্রগণ দ্বারা জমদগ্নির বিনাশ এবং সেই পরশুরাম কর্ত্তৃক মাহিষ্মতী পুরী আক্রমণ ও কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রদিগের মধ্যে কতকগুলির বিনাশ এবং তদুপলক্ষে কতক গুলি ক্ষত্রিয় বধ। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেরপঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে এই বিবরণ পাওয়া যাইবে। কৌতুহলী পাঠক দেখিয়া লইবেন, আমার প্রস্তাব বাহুল্য এবং পুনরুক্তি ভয়ে উহা উদ্ধার করিলাম না। মহাভারত ও ভাগবতোক্ত উপাখ্যানের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে এই যে মহাভারতের উপাখ্যানে পরশুরাম আর দশজনের ন্যায়ঃমৃত পিতার অগ্নিসৎকার ও পরে তর্পণাদি করিয়াছিলেন, আর ভাগবতে

দেখিতে পাই পরশুরাম মৃত পিতাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।* পৌরাণিক যে সপ্তর্ষির উপাখ্যান দেখাযায়, (অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, জামদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র) তাহার সঙ্গতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ভাগবতকার জমদগ্নির পুনর্জ্জীবন লাভের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এতাবতা আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে পরশুরাম কর্তৃক একবিংশতি বার দূরে থাকুক একবারও পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হন নাই। পুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই যে সূর্য্যএবংচন্দ্রবংশে সহস্র সহস্র শাখায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়বংশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদি মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহ পর্ব্বের লিখিত,—

"ত্রেতাদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
অসকৃৎ পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ ॥৩॥",

শ্লোকের বিবরণ সত্য বলিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে তৎকালে এই ভারত বর্ষের কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শতশত রাজ্যে কত যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা সহজেই অনুমানকরা যাইতে পারে, অথচ পরশুরাম যে মাহিষ্মতী পুরী ভিন্ন অন্যত্র ক্ষত্রিয় বধের নিমিত্ত গিয়াছিলেন, তাহার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। যদু বংশের এক ক্ষুদ্র শাখা হৈহয়বংশ; উপরে বিষ্ণু এবং ভাগবত মহাপুরাণের প্রমাণে আমরা দেখিয়াছি যে পরশুরাম তাহার পিতৃহন্তা সেই হৈহয়বংশের সকল ক্ষত্রিয় যে বিনাশ করেন নাই (করিতে পারেন, নাই তাহা বলিনা) এবং সেই বংশ হইতে বিশ্ববিশ্রুত বৃষ্ণি বংশের উদ্ভব হইয়াছিল।

আর মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে পরশুরামের এই নিঃক্ষত্রিয় ব্যাপার যে ত্রেতা এবং দ্বাপরের সন্ধি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে, তাহাতেই বা কিরূপ আস্থা স্থাপন করা যায় ?. দাশরথি রামচন্দ্রকর্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ হওয়া সর্ব্ববাদি সম্মত ঘটনা। যে সময় এই ব্যাপার ঘটে, তাহর বহু পূর্ব্বেই পরশুরাম শান্তভাবে মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। দাশরথি রাম ত্রেতাবতার,—কার্ত্তবীর্য্য সত্য যুগের সম্রাট্ এবং ভীষ্ম দ্বাপরের শেষে এমন কি কলি প্রথমাংশে বর্ত্তমান;—একই পরশুরাম সত্য যুগে কার্ত্তবীর্য্য এবং তৎ পুত্রদিগকে সংহার করিলেন,—ত্রেতায় দাশরথি রাম হস্তে লাঞ্ছিত হইলেন এবং দ্বাপরে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এরূপ ব্যাপারের সমাধান করা ঐতিহাসিকের পক্ষে অসাধ্য। সত্যযুগের বর্ষ সংখ্যা ৩৪, ৫৬০০০ বৎসর, ত্রেতার ১৭, ২৮০০০ বৎসর এবং দ্বাপরের ৮, ৬৪০০০ বৎসর একজন মানুষ সত্য যুগের কোনও সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এরূপ ভাবিয়া লওয়া পৌরাণিকের ও অসাধ্য; এই নিমিত্ত পুরাণ গত্যন্তর বিরহিত হইয়া পরশুরামকে চির জীবিত বা অমর করিয়াছেন। যাঁহারা পুরাণে দৃঢ় বিশ্বাসী, তাঁহারা বলিবেন, পরশুরাম এখন সুস্থ শরীরে এই ভারতের একতর কুলপর্ব্বত

* পিতঃ কায়েন সন্ধায় শির আদায় বর্হিষি।
সর্ব্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ ॥২০॥
স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধা সংজ্ঞানলক্ষণম্।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রাম পূজিতঃ॥২৪॥
(৯ম অধ্যায়, ৯ম স্কন্ধ)

মহেন্দ্রাচলে অবস্থিত করিতেছেন। (ক) পাঠক দিগের যেরূপ অভিরুচি, তাঁহারা সেইরূপ বিবেচনা করিবেন,—কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণেও আমরা পরশুরাম কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ (পৃথিবী নহে) নিঃক্ষত্রিয় হওয়ায় কোন নিদর্শন পাইলাম না। যাঁহারা ইচ্ছা করেন; তাঁহারা ভারতের পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য অংশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিবেন এখনও ভারতে, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিবংশীয় ক্ষত্রিয় দিগের বহু শাখা রাজ দণ্ড পরিচালনা করিতেছেন।

আর মহাপদ্ম নন্দীর কথায় প্রয়োজন কি? পরশুরাম সম্বন্ধেই পুরাণ যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে মহাপদ্ম নন্দী সম্বন্ধে কোন কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। পুরাণে আছে,—"মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রী গর্ভোদ্ভবো বলী॥ ৮॥ মহাপদ্মপতি কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্র বিনাশ কৃৎ"॥ ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায়। "মহানন্দিন স্তুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতি লুব্ধো ইতি বলো মহাপদ্ম নামা নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্ত কারী ভবিষ্যতি॥ ২০॥ বিষ্ণু পুরাণে ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায়"। এই পৌরাণিক প্রমাণে ভারতে ক্ষত্রির নাই ইহা অবধারণ করা যায় না। কারণ মহাপদ্মনন্দ বা মহাপদ্মনন্দী মগধের রাজা ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলেও ভারতের সমুদায় ক্ষত্রিয় ধ্বংস করা দূরে থাকুক,—নিকটের সকল ক্ষত্রিয় ধ্বংস করাও তাঁহার সামর্থে কুলায়নাই। কারণ ঐ বিষ্ণু পুরাণ নন্দ বংশ ধ্বংসের পর মৌর্য্য; শিশুনাগ, শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ্র প্রভৃতি মগধের অনেক গুলি রাজ বংশ (Dynasty) বর্ণনার পরে। বলিতেছেন,—"উৎসাদ্যাখিল ক্ষত্র জাতিং নব নাগাঃ পদ্মবত্যাং নাগ পুর্য্যা মনুমঙ্গাপ্রয়াগং গয়াদ্ গুপ্তাংশ্চ মগধা ভোক্ষ্যন্তি॥" ৬৩॥ ঐ বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ ২৪ অধ্যায়" এখন পাঠকগণ বিচার করুন, মহাপদ্মনন্দ যদি এরূপ "অখিল ক্ষত্রপতির" বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন তবে আবার নাগগণ অখিল ক্ষত্র জাতি" কেমন করিয়া উৎসাদন করিবেন! ফলতঃ পুরাণকারের বর্ণনার রীতি দৃষ্টে বোধ হয় যে, রাজপরিবর্ত্তন বা রাজ্যবিপ্লবোপলক্ষে দুই একটী খণ্ডযুদ্ধে দু'দশ জন ক্ষত্রিয় মরিলেই পুরাণে "অখিল নিখিল" বিশেষণে তাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়। পুরাণে প্রত্যেক রাজার বর্ণনায় যেমন "চক্রবর্ত্তী", "সম্রাট্" "অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর" বিশেষণ প্রযুক্ত দেখা যায়, তদ্রূপ সকল বর্ণনাই অতিশয়োক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। পৌরাণিক রীতিই এই। প্রকৃতপক্ষে কেহই ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংস কখনও করিতে পারেন নাই,—এবং এক সর্ব্বধ্বংসকারী মহাকাল ভিন্ন আর কেহই এই বিরাট ও বিশাল জাতির ধ্বংস করিতে পারিবে না। সমাজ হইতে ক্ষাত্রশক্তির বিলোপের অর্থ সমস্ত সমাজের ধ্বংস। ক্ষত্রিয়ই সমাজের রক্ষক,—সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ক্ষত্রাৎ পরতরং নহি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(ক) ব্রাহ্মণকুলান্তকারী মহাবীর ভূভৌম। আমরা সেই ভূভৌমের বংশধর, কুলপর্ব্বতে লুক্কায়িত সেই পরশুরামকে আমরা অনুসন্ধান করিতেছি।

সম্পাদক।

মনু-সংহিতা ও মনুষ্যসমাজ।

বেদ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের প্রথম এবং প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদ পাঠ করিলে ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতার প্রারম্ভ সময়ের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও বাণিজ্যাদির অবস্থা অবগত হওয়া যায়। বেদে আর্য্যজাতির সামাজিক অবস্থাও বর্ণিত হইয়াছে,—কিন্তু সে বর্ণনা এত অপরিস্ফুট যে, তাহা সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে; অন্ততঃ তদ্দ্বারা তদানীন্তন আর্য্যসমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুভূত হয় না। বেদের পরবর্ত্তী পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা দ্বারাও উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেন না, পুরাণ সকল ঐতিহাসিক ঘটনামূলক এবং তন্ত্র সমুদয় ধর্ম্মোপদেশে পরিপূর্ণ। কেবল একমাত্র সংহিতাই বিশুদ্ধ সামাজিক চিত্রে চিত্রিত। প্রকৃতপক্ষে সংহিতাকারগণই (১) আর্য্যসমাজের সংস্থাপক—সংরক্ষক ও পরিপোষক। সংহিতার মুখ্য উদ্দেশ্য,—মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার, সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরস্পর সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ, বিভিন্নজাতির জীবিকা ব্যবস্থা, রাজনীতি, শাসনপ্রণালী, প্রেত্যকর্ত্তব্য, ঔর্দ্ধদৈহিক ব্যবস্থা ও বিবিধ আবশ্যক বিষয় ব্যাপারের বিধি ব্যবস্থাপন। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যসমাজের অবস্থা পরিজ্ঞান জন্য সংহিতা যেরূপ উপাদেয় গ্রন্থ, অন্য কোন গ্রন্থই সেরূপ নহে। সংহিতার মধ্যে আবার মনু-সংহিতাই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধতম পুস্তক। প্রাচীন আর্য্যসমাজে মনু-সংহিতার ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব,—সমস্ত বেদেই মনুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে;—

"যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদৎ তদ্বৈভেষজম্।"

বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে॥"

অপরঞ্চ—

তাবাচ্ছাস্ত্রানি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানিচ।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্য্যাবন্নদৃশ্যতে॥

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে :—

"পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥"

বাস্তবিক মনুর ন্যায় মাননীয় গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। বেদের সহিত মনুর ধর্ম্মবিষয়ক মতের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বেদের পরবর্ত্তী আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রই মনু-সংহিতা। বোধ হয় সেই জন্যই উক্ত সংহিতাকে লোকে "মানবধর্ম্মশাস্ত্র" বলিয়া পূজা করেন।

কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতপণ্ডিত মনিয়র্ উইলিয়মস্ (M. Williams) বলেন :—মনু-সহিতা অতি প্রাচীনকালের রচনা নহে; উহা খ্রীষ্টের জন্মের কিঞ্চিন্নূনাধিক ৫০০ শত

(১) মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

বৎসর পূর্ব্বে রচিত। তিনি আরও বলেন :— মনু-সংহিতা বেদের অব্যবহৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থ নহে; মহাভারতের অন্ততঃ কিয়দংশও উহার পূর্ব্ববর্ত্তী। কেন না মনু-সংহিতায় লিখিত আছে—শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণসমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ ও খিল পাঠ করিবে (১)। কিন্তু এই যুক্তি আমরা সমীচীন বোধ করি না। কেন না তাঁহারই যুক্তি অনুসারে ইতিহাসের ন্যায় আখ্যান, পুরাণ ও খিল মনুর পূর্ব্বে রচিত বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু গরুড়পুরাণে, ব্রহ্মপুরাণে এবং মহাভারতের অনেক স্থানে মনুর উল্লেখ আছে। সুতরাং মনু-সংহিতা ঐ সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। অপিচ, মনু-সংহিতায় এক সীমাবদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারতে উক্ত আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অনেক স্থানের উল্লেখ আছে। অপর, মহাভারত বর্ণিত সময়ে যে মনূক্ত ব্যবস্থানুযায়ী বিবাহাদি কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা মহাভারতের সুভদ্রাহরণ পর্ব্ব অধ্যায়ে কৃষ্ণোক্তিতে এবং অনুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মোক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) বেদ ও মনুর ভাষা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, মনু-সহিতা বেদ রচনার ৩০০ শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। বেদ খ্রীষ্টজন্মের ১৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং মনু-সংহিতা খ্রীষ্টজন্মের ১২৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ এলফিনষ্টোন (Elphinistone) বলেন :—মনু সংহিতার কালনির্ণয় বিষয়ে স্যার উইলিয়ম জোন্স যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। মনুর সময় নির্দ্ধারণ জন্য মনু লিখিত সামাজিক নিয়ম, সেকেন্দার সাহার আক্রমণ সমসাময়িক ও বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক নিয়মাদির তুলনা করিলে বোধ হয় বেদ রচনার সময় ও সেকেন্দার সাহার আক্রমণ সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মনু-সংহিতা রচিত হয়। বেদ খ্রীষ্টজন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত; সেকেন্দার সাহা খ্রীষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ সেকেন্দার সাহার আক্রমণের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের ৯০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মনু-সংহিতা রচিত হয়। ঐতিহাসিক মহাশয়ের অভিমত তত্তুপযুক্তই হইয়াছে—তিনি "বোধ হয়" "সম্ভবতঃ" প্রভৃতি অকাঠ্য যুক্তি দ্বারা স্বীয় মন্তব্য দৃঢ় করিয়াছেন,—সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই।

অভিনিবেশ সহকারে মনুসংহিতা পাঠ করিলে প্রতীতি হয় উহা সমগ্র আর্য্যরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন শাসনবিধায়ক গ্রন্থ। সুতরাং উহা আর্য্যসমাজ গঠনের প্রথমাবস্থা হইতে প্রণীত হইয়া আসিতেছে। সময় ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উহা সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়বে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কোন্ সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা স্থির করা অতীব দুরূহ। আবার এইরূপ সংকলন ও লিপিবন্ধন কতবার হইয়াছে তাহারই বা স্থিরতা কি? অপিচ কতকগুলি বচন "বৃদ্ধমনুবচন" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় প্রথম সংকলন সময়ে সে

(১) স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈবহি। আখ্যানানিতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥

গুলি বাদ পড়িয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্স্মুলর (Prof Maxmuller) ডাক্তার বুলার (Dr. Buller) প্রভৃতি মনস্বীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ছন্দে লিখিত মনুসংহিতা যাহা প্রথম দৃষ্ট হয় উহা প্রকৃত প্রাচীন সংহিতা নহে। অত্যধিক প্রাচীনতা প্রযুক্ত পুরাতন মানব-ধর্ম্মসূত্র বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। বহু চেষ্টার পরে যাহা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়া সংকলিত হইয়াছে অধুনা তাহাই মানব-ধর্ম্মসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উহা সেই আদিম ধর্ম্মসূত্র নহে। (১) Prof Maxmullar বলেন :—"As to the laws of Manu which used to be assigned to a fabulous antiquity, and are so still sometimes by those who write at random or at second hand, I doubt whether, in their present form, they can be older than the fourth century of our era, nay I am quite prepared to say an even later date assigned to them. I know this will seem heresy to many Sanskrit scholars, but we must try to be honest to ourselves. Is there any evidence to constrain us to assign the Manava Dharma Sutra, such as we now possess it, written in continuous slokas, to any date—anterior to 300 A. D.! And if there is not, why should we not openly state it, challenge opposition and feel grateful, if our doubts can be removed."

(vide, India what can it teach us.)

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন :—But the Dharma Sutras of this ancient period have a still further claim to our attention, because thay are the originals which have been modified and copied and put in to verse at a later age and thus formed in to those Law-Books with which modern Hindus are familiar, such as Manu, Yajnavalkya &c. This was pointed out by prof. Maxmuller thirty years ago, and the researches which have been made since, have fully canfirmed the fact. A world of conjectures and fancies about the code of Manu, being the work of legislators and rulers, has been exploded by this discovery and we now know what the socalled codes are and how and why they were formed. In these original Sutra form (often in prose,

(১) Manu's Dharma Sutra exists no longer, having been replaced by the later metrical code of manu, which is no doubt based on the old Dharma Sutra. * * * Among the Dharma Sutras which are lost and have not yet been recovered were the Manava Sutra orS utra of Manu, from which the later metrical code of Manu has been compiled.

Dutt's Ancient India.

somtimes in prose and verse, but never in continuous verse like the later codes) they wore composed just as the srauta sutras were composed

পণ্ডিতবর মণিয়ার উইলিয়মস্ বলেন:—মনুসংহিতা ব্যক্তি বিশেষের রচিত নহে। উহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মত সমষ্টি।" এ অনুমান আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। প্রকৃতপক্ষে মনুসংহিতা কোন এক ব্যক্তির রচিতগ্রন্থ নহে। মনু ও কোনও এক ব্যক্তি নহেন; উহা ভক্তি, গৌরব ও পুরাণত্ব প্রতিবাদক উপাধি মাত্র। শাস্ত্রেও বলে ভৃগু, মনুর নিকট শ্রুত হইয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এই জন্য উহার নাম "মনু-সংহিতা।" আর মনু শব্দটী যে আখ্যা মাত্র, তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না; সমালোচ্য সংহিতাতেই মনুরপুত্র, অপর মনুর উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সাধারণের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসে প্রচলিত ছিল। "শ্রুতি" "স্মৃতি" প্রভৃতি নামই তাহায় জীবন্তপ্রমাণ। পরে উহার বিস্তৃতি এবং বর্ণমালা ও নিয়ম পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের সঙ্গে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বেদ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করিয়া যেমন বৈদিক ঋষিগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; প্রাচীন-কালেতে সামাজিক বিধি সমূহের সারসংগ্রহ করিয়া মনু ও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিলেন। এবং তদবধি সামাজিক বিধিপ্রণেতা 'মনু' এই গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করিতেছেন।

কিন্তু অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রের উক্তি অন্যপ্রকার। মনু নিজেই পরিচয় দিতেছেন:—"তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্যস্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ। অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্‌ত্বা সুদুশ্চরং। পতীন্ প্রজানাং অসৃজম্ মহর্ষি দিতোদশ॥"—সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমিই সেই মনু। আমি সেই প্রজা সৃষ্টি করিবার মানসে বহু-কাল উগ্র তপস্যা করিয়া সৃজনক্ষম মরীচ্যাদি দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম। আবার অন্যত্র দেখা যায়—"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনু মন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং॥" আর চাই কি!—মনুই অগ্নি, মনুই প্রজাপতি, মনুই ব্রহ্মা। শাস্ত্রে মনুর দুই মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়;—ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। ঐতিহাসিক মনু মনুষ্যোচিত বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন, বেদমন্ত্র ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রণেতা। কিন্তু কাল্পনিক মনু মানবমণ্ডলীর আদিপুরুষ ওসৃষ্টিকর্ত্তা,—ত্রিকালজ্ঞ—নিখিল-শাস্ত্রবেত্তা—অমানুষ বিদ্যাবুদ্ধি বিশিষ্ট। শাস্ত্রের এই বর্ণনা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। মনু যে মনুষ্য সমাজের আদিপুরুষ নহেন—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা বৈদিককাল হইতেই "মানব" "মনুষ্য" প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে সর্ব্বজন জনকত্ব দিতে প্রস্তুত নহে।

ভারতীয় আর্য্যগণ যখন সমাজ গঠনের সূত্রপাত করেন সেই সময় মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, অথর্ব্বা, গৌতম, কণ্ব প্রভৃতি ঋষিবংশ যজ্ঞীয় মন্ত্র রচনার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কালক্রমে আর্য্যসমাজের উন্নতিও বিস্তৃতির সঙ্গে বিভিন্নমতাবলম্বীগণের জন্য উক্ত বেদমন্ত্র সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রথিত হয়। ঋত্বিকগণের জন্য ঋগ্বেদ, উদ্গীতাগণের সাম,

এবং অধ্যর্য্যগণের যজুর্ব্বেদ নির্দ্দিষ্ট হয়। বেদ এই তিনভাগে বিভক্ত হওয়ায় বেদের এক নাম "ত্রয়ী"। ইহার অনেক পরে অথর্ব্ববেদ সংকলিত হয়। সেই জন্যই বোধ হয় মনুসংহিতায় অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সে যাহাহউক ক্রমশঃ সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব চিন্তারও উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে বেদত্রয় মন্থন করিয়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক সংহিতা প্রভৃতি রচিত হইল। এইখানে শ্রুতির শেষ এবং স্মৃতির আরম্ভ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধার জন্য স্মার্ত্তমন্ত্র গুলি সংক্ষিপ্ত ও সূত্রাকারে রচিত। উল্লিখিত সূত্রগুলির মধ্যে গৃহ্য ধর্ম্মসূত্রগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সূত্রগুলিতে তদানীন্তন আর্য্য সমাজের আচার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত মনু বা তদ্বংশীয় অপর কোন মনুকর্ত্তৃক প্রাগুক্ত গৃহ্য সূত্র সকল সংকলিত। এই গৃহ্য সূত্রই ক্রমে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া অধুনাতন মানব ধর্ম্ম শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। 'বৃদ্ধমনুবচন' নামে যে সকল প্রাচীন সূত্র দৃষ্ট হয় যাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নিয়ত যত্নশীল—সে গুলি সম্ভবতঃ এই সূত্র সকলের মৌলিক বীজ।

মনুর কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বিবিধ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রাদির আলোচনা করিতে হইলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদ লেহন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতের সমালোচনা ও অনুমানের সঙ্গতির প্রতি নির্ভর করিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে হয়, এতাবতা অনুমিত হয় বিলুপ্ত প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রাদির কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছন্দ লিখিত আধুনিক ধর্ম্মসূত্র পুরাণাদির বহু পূর্ব্বে—খ্রীষ্ট জন্মের সহস্রাধিক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

(মনুসংহিতা) [ক্রমশঃ]

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক

পুষ্পাঞ্জলি।

প্রথম বয়সি দত্তং তোয় মল্পং স্মরন্তঃ,
শিরসি নিহিত ভারা নারিকেলা নরাণাম্।
সলিলমমৃত তুল্যং দদ্যুরাজী বনান্তং,
ন হি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি ॥১

ভাবার্থঃ—
নারিকেল বৃক্ষমূলে,—প্রথমাবস্থায়,
হ'য়ে ছিল জল সেক,—হিত কামনায়।
সেই উপকার স্মরি' শিরে ধরে ফল,
দিতে নরে আজীবন সুধা সম জল।
এ সংসারে সদাশয় যত সাধু জন,
পূর্ব্ব কৃত উপকার ভুলে না কখন ।১

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে,
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি,
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥২

ভাবার্থঃ—
পশ্চিমে মার্ত্তণ্ড যদি হয় সমুদিত,
ভূধর শিখরে পদ্ম হয় বিকসিত,
মেরু প্রচলিত, বহ্নি হয় সুশীতল,
তথাপি সজ্জন-বাক্য রহে অবিকল।২

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো,
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলং।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ,
করী চ সিংহস্য বলং ন মূসিকঃ॥ ৩
ভাবার্থঃ—
গুণিজন গুণ জানে—মাত্র গুণি জন;
নির্গুণে সে গুণ নাহি জানে কদাচন।
বলী বুঝে, বলবানে ধরে কত বল,
না বুঝে কিছুই তা'র যে জন দুর্ব্বল।
বসন্তের কিবা গুণ, বিদিত কোকিল,
না বুঝে বায়সে তার কভু এক তিল।
বলিষ্ঠ সিংহের শক্তি বারণেই জানে,
দুর্ব্বল মূষিক তাহা জানিবে কেমনে! ৩

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতিকিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥৪
ভাবার্থঃ—
কিবা ফল শাস্ত্র পাঠে নাহি জ্ঞান যা'র।
কি কাজ দর্পণে নেত্র বিহীন জনার॥৪

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

উদ্বোধন।

হাসিল শরত অই
বিপিনে ডাকিল পাখী,
নিরম্বু গরজে ঘন
তরল সুবর্ণে মাখি!১
ফুটিল কুসুম চয়
উপবন আলো করি,
পবন মৃদুল বয়
ফুলের সুবাস হরি।২
সাজিল মোহিনী বেশে
রূপসী প্রকৃতি অই,
মধুর শরত এল
শারদা আসিল কই।৩
শিশিরেচ্ছলে ঝরে
মেনকার চক্ষু জল,
গিরিরাজে বলে রাণী
"গিরিজা কোথায় বল?" ৪
একটি বছর গত
এনে দাও উমাধনে,
তনয়া বিহনে নাথ!
প্রবোধ না মানে মনে" ।৫
স্বপনে দেখিলা রাণী
কোলে এল উমাধন,
মেয়ের হেরিলা রূপে
উজলিল এ ভুবন!৬
শর্ব্বরীর সনে তাঁর
সুষুপ্তি চলিয়া যায়,
মেনকা কাঁদিয়া বলে
"কোথা মোর উমা হায়"।৭

কত যে প্রবোধে গিরি
ধৈরয না ধরে রাণী,
লুটিয়ে নাথের পায়
বলয়ে করুণ বাণী।৮
নিশীথে দেখিলা রাণী
ভীষণ স্বপন আর,
শ্মশানে তাপসী বেশে—
প্রাণ ধন উমা তাঁর।৯
কাঁদিয়া আকুলা রাণী
চক্ষু জলে ভাসে ধরা,
গিরিরাজে বলে, "নাথ!
উমাধনে আন ত্বরা"।১০
কান্তার বিলাপে কান্ত
রহিতে নারিল ঘরে,
গিরিশ পুরেতে গিরি
চলিলা তনয়া তরে।১১
তথাপি না প্রবোধিল
অবোধ মায়ের প্রাণ,
নিষ্ঠাবান্ বিপ্রে ডাকি
বলে, "কর স্বস্ত্যয়ন।" ১২
মঙ্গলদায়িনী যিনি
মঙ্গল কারণ তাঁর,
শুভ শান্তি স্বস্ত্যয়ন
কি বল করিবে আর? ১৩
হেন মতে ভাবি দ্বিজ
মানসেতে আপনার,
মেনকায় প্রবোধিতে
সুযুক্তি করিলা সার। ১৪
প্রতিপদে কল্পারম্ভ
হ'ল স্বস্ত্যয়ন ছলে,
ভক্তি ভরে ডাকে বিপ্র
গিরিজায় কুতূহলে॥১৫
ভকত বৎসলা তারা
আসিলা ভকত বাসে,
আনন্দে পূরিল বিশ্ব
ডুবিল ভকতি রসে।১৬

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

কমলের শোকোচ্ছ্বাস।*

A man can not possess anything
that is better than a good wife.

বিষম-বিরহ-বহ্নি ধরিয়া অন্তরে,
বিশাল বিশ্বের মাঝে—একা, অসহায়
জ্বলিব সতত, আর কাঁদিব বিজনে,
কহ কত দিন আর, বিরহে প্রিয়ার?
রূপ গুণ দয়া ধর্ম্ম সারল্য সুশীলে
আদর্শ রমনী যেই—স্বার্থ-শূন্য হ'য়ে,

---

* চিৎপুরনিবাসী শ্রীকমলেশ্বর বসুর পতিপ্রাণা পত্নী কুসুমের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে, পত্নীবিয়োগজনিত শোকে কান্ত অধীর হইয়া কমল যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই স্মরণ করিয়া এই "শোকোচ্ছ্বাস" লিখিত হইল। কত্রিংশৎ বৎসর বয়সে পত্নীবিয়োগ হইলেও, কমলেশ্বর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। ১৩১৪ সালের ১ই চৈত্র মঙ্গলবার, রাত্রি ৩। ঘটিকার পর, ৭১ বৎসর বয়সে কমলেশ্বর স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

তুষিত নিয়ত নিত্য, আমারে আদরে,
নাহি সেই গুণ ময়ী আর এ সংসারে।
সুধাংশু কৌমুদী কিংবা প্রসূন-সৌরভ,
ফল-রস, রবি-রশ্মি, দীপ-দীপ্তি যথা
রহে যুক্ত পরস্পর—নিয়ত অভেদে,
ছিনু দোঁহে সেই মত মিলিত সংসারে;
বিচ্ছেদ-কল্পনা কভু করি নাই মনে।
মৃত্যু-শয্যা পরে যবে শায়িতা সুন্দরী,
ইন্দ্রিয় শিথিল সবে হ'তে ছিল তা'র,
হেরেছিল প্রাণভ'রি' আনন আমার,
বুঝিয়া—ঘটিবে চির বিচ্ছেদ অচিরে।
ফোটে নাই বাক্য মুখে কিন্তু নেত্র দুটী
প্রদোষ কমল সম—অব্যক্ত ভাষায়
প্রকাশিয়া ছিল তা'র তীব্র হৃদি জ্বালা।
ফাটে নাই ফাটে নাই, সে দৃশ্য হেরিয়া
কঠিন পাষাণ ময় অন্তর আমার।

(২)

ডুবা'য়ে বিশাল বিশ্ব, ঘোর অন্ধকারে,
অস্তগেলা রবি যবে প্রাবৃট-প্রদোষে,
অনন্ত সন্তাপ-নীরে—মোরে সেই কালে
চির-মগ্ন করি চলি গেলা প্রাণময়ী।
অদ্যাপি নেহারি তা'রে দণ্ডে শত বার,
আসে যেন আঁখি-অগ্রে—আগেকার মত।
ধরি ধরি করি কর প্রসারি ধরিতে,
লুকায় অমনি কায়, কোথা আচম্বিতে।
মনে হয়, মরেনি সে; আছে লুকাইয়ে,
প্রণয় পরীক্ষা মোর করিতে সংসারে।

(৩)

সুকোমলা কুসুমের কোমল অন্তর
কঠিন হইতে পারে,—নাহি সে বিশ্বাস।
হেরিয়াছি কোকনদ কহ্লার কুমুদ,
সরসীর স্বচ্ছ নীরে; চঞ্চল অনিলে
দুলিতে সোহাগ-ভরে—মধুর শরতে।
কোমল পবিত্র বপু সারল্যের ভাব
হেরি'ছি তা'দের, কিন্তু "কুসুমের" কাছে
বহু হীন রূপে গুণে তাহারা সকলে।
স্থলজ-কুসুম যত শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে
হেরিয়াছি কুঞ্জেসবে প্রভাতে প্রদোষে;
কিন্তু হীন কান্তি তা'রা 'কুসুমের' কাছে,
নহে তুল্য কেহ তার কোমলতা গুণে।
স্বর্গের মন্দার সে-ই ছিল মম বাসে।
দধিমুখ খঞ্জনিকা সারিকা পাপিয়া,
পরভৃত, বেনেবউ, বউকথা কও,
শ্যামা, বুল্‌বুল্,—কুঞ্জে কত থক কুজে
মিষ্টস্বরে, শাখাপরি মজাইয়া মনঃ,
কতই প্রীতিরভাব ঢালি দেয় প্রাণে।
কিন্তু যে অমিয় রবে মোর প্রিয়ম্বদা
পতি-অনুরতা সতী, চিত্ত বিনোদিনী
মাতাইত প্রাণ নিত্য, মজাইতে মনঃ,
না শুনি বিহঙ্গ-গান মধুর তেমন।

(৪)

সহজ সুন্দরী গ্রাম্য-কুলবালা কত
চলে প্রীতিফুল্ল মনে—দিবা অবসানে,
আনিতে পানীয়নীর, তটিনীর তটে,
কতই লাবণ্যদীপ্ত কোমল বদন,
সুধাসিক্ত স্নিগ্ধ হাসি চারু ওষ্ঠাধরে,
কোমল কমল আঁখি, আয়ত উজ্জ্বল,
কুসুম কলিকা দন্ত অতি পরি পাটী
নিবিড় জলদ বেণী সীমন্তিনী-শিরে,
বিভক্ত কুন্তল মধ্য শুভ্র ছায়াপথ।
শরীর-সৌষ্ঠব হেরি রমণীয় অতি,
কিন্তু নহে কোন অংশে 'কুসুমের' সম।
শত শুভ্র পূর্ণশশী—লাবণ্যের খনি
হয় যদি সমবেত পূর্ণিমানিশায়,

সুমধুর শরতের নির্ম্মল অম্বরে,
না হয় লাবণ্যে কভু তুল্য-'কুসুমের'।
কোমলতা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর যাহা হেরি
প্রমদার তুলনায় কঠিন তা' সবে।
বাণীর মোহন বীণা সুধাসিক্ত সুর,
'কুসুম'-সুকণ্ঠ-স্বর তা' হ'তে মধুর।
অনুপমা বামা মোর প্রাণের 'কুসুম।'
নাহিক ভাষায় শব্দ, সাহায্যে যাহার
কুসুমের' রূপ গুণ পারি বর্ণিবারে।
হায়, কত দিনে হ'বে জ্বালা উপশম!
জুড়া'বে তাপিত হিয়া,—মরণের পরে
হয় যদি সম্মিলন অমর-আলয়ে,
মিলে যদি হারা নিধি বিধি কৃপা বশে,
আসে যদি প্রাণ পাখী পুনঃ হৃদি মাঝে,
নির্ব্বাপিত প্রেম দীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ
ভাতে যদি পুনর্ব্বার আঁধার হৃদয়ে,
দুটী প্রাণ একীভূত হয় পূর্ব্বমত,
হইব আবার সুখী দম্পতী-মিলনে।
আবার আকাশে দীপ্ত সুধাংশু হাসিবে,
প্রবাহিনী প্রবাহিতা হ'বে মরু দেশে,
বহিবে প্রেমের স্রোতঃ হৃদি-সিন্ধু-মাঝে।
আসিবে বসন্ত ফিরে দাবদগ্ধ বনে,
ফুটিবে ভাবের কলি, যাহাতে আবার
মনোভৃঙ্গ মধুপান করিবে উল্লাসে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

উচ্ছ্বাস।

কার এ বিষাদ ছায়া গ্রাসিছে আমায়?
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, সদাই আনন্দেভরা,
শোভিতেছে নীলাম্বরে অপূর্ব্ব শোভায়।
বিহঙ্গ মধুর তানে, কি মদিরা ঢালে প্রাণে
প্রকৃতির শ্যামবনে সঙ্গীত সুধায়।
মধ্যাহ্নে সুনীলাকাশে, দিনমণি সদা হাসে
রজত কিরণ ঢালি অনল শিখায়।
সযত্নে বিজনবনে, কুসুমিত তরুগণে
আনন্দ পীযূষে যেন জগৎ জুড়ায়।
শারদ পূর্ণিমা নিশি, ঢালিছে জোৎস্না রাশি
সুখের অমিয় ধারা আকুল তৃষ্ণায়।
এমন আনন্দে ভরা, প্রেমময়ী বসুন্ধরা
রহিয়াছে মগ্ন যেন সুখ তপস্যায়।
আমারি হৃদয় জোড়া, বিষাদ বালুকা ভরা
বিষমাখা মরীচিকা জলে নিরাশায়।
কার এ বিষাদ ছায়া গ্রাসিছে আমায়?

কার এ বিষাদ ছায়া গ্রাসিছে আমায়?
দুর্ভাবনা কোন দিন, কবে নাই বিমলিন,
জ্বলেনি অন্তর মম কোন যাতনায়।
অনুতাপ হৃদিতলে, দহে নাই কোনকালে
অন্তর শোভিতছিল শত চন্দ্রমায়।
নাহি ছিল ভয় ভ্রান্তি, সদা সুখ সদা শান্তি
ছিল প্রতি কক্ষে কক্ষে মরমের গায়।
ঢালিত সরস প্রাণে, গন্ধবহ সমীরণে
কত যে সুরভি শ্বাস বলা নাহি যায়।
প্রীতি স্নেহ ভাল বাসা, বাল্যের সে সুখ আশা
এবে পল অনুপলে ছুটিয়া পলায়।

এখন যেদিকে চাই, শান্তি সুখ নাহি পাই
হৃদ সরোবর বনে তরু-লতিকায়।
এ পাপ হৃদয় তলে, এবে রাহু ভ্রমে ছলে
কত দাবানল জ্বলে দেখা নাহি যায়।
কার এ বিষাদ ছায়া গ্রাসিছে আমায়?

কার এ বিষাদ মেঘে করে অন্ধকার?
ছিল মম কলেবর, হৃষ্ট পুষ্ট দৃঢ়তর
কাঁপিত এ ধরা, পদ বিক্ষেপণে তার।
চক্ষু কর্ণ নাসা আর, ছিল শিরে কেশ-ভার
কৃষ্ণ কেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কি কহিব আর?
প্রতি অঙ্গে সারবত্তা, ছিল মনে পবিত্রতা
সদন্ত অধর ছিল সুধার আধার।
দিনে দিনে এবে ক্ষীণ, কৃষ্ণ শুভ্র কেশে লীন
গলিত পলিত দেহ ভাঙ্গা যেন হাড়।
দংশে যেন বিষধরে, শরীরের স্তরে স্তরে,
কি যেন গরলে এবে করে চুরমার।
কার এ বিষাদ মেঘে করে অন্ধকার?

কার এ বিষাদ মেঘে করে অন্ধকার?
কে যেন অলক্ষে পশি, মরমে বাজায় বাঁশী
পরতে পরতে তোলে বিষাদ ঝঙ্কার।
বুঝিতে পারিনা তায়, কেন এ যাতনা হায়
জ্বলিয়া পুড়িয়া কেন হতেছি অঙ্গার।
কি যে শেল বাজে বুকে, অবশ হইগো দুঃখে
আছাড়ে উছলে মম হৃদি পরাবার
কার এ বাড়বানলে করে ছারখার?

কার এ বিষাদ মেঘে করে অন্ধকার?
শান্তি সুখ আশা যত, সকলি জন্মের মত
লয়েছে বিদায় তারা আসিবেনা আর।
হারায়েছি সত্য পথ, ভুলিয়াছি ভবিষ্যৎ
দূর ভবিতব্য পথে কে আছ কোথায়?
কার এ বিষাদ ছায়া গ্রাসিছে আমায়?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

কবিবর মধুসূদন দত্ত।

বঙ্গভাষা সিন্ধু মথি ওহে কবিবর,
লভিলা অমিত্রাক্ষর-সুধা শুভক্ষণে,
"গৌড়জন" মুগ্ধ হ'য়ে তোমার সুগানে,
তব কাব্য-সুধা পান করে নিরন্তর ॥১
সুক্ষণে তোমারে গর্ভে ধরিলা জননী,
তুমি চিরজয়ী কবি, ভারতীর বরে,
তোমার অমৃত মাখা গীতধ্বনি শুনি
কারনা মোহিতহিয়া? জিজ্ঞাসি তোমারে ॥২
কোন্ সাধনার বলে, কহ কবিপতি!
লভেছ এ সিদ্ধি তুমি? কহ হে কেমনে
তপে তুষ্ট-হয়ে মাতা আপনি ভারতী,
দিয়াছেন স্বর্ণবীণা তোমারে যতনে! ॥৩
সে বীণার ধ্বনিসহ মিলাইয়া তান,
অমৃত নিঃস্রাবী গীত, গেয়েছ সুস্বরে.
আজিও পশে সে ধ্বনি, শ্রবণ বিবরে
মধুর নিক্বণে, কবি তুমি পুণ্যবান্ ॥৪
বাঙ্গালী গরিমা তুমি বঙ্গঅলঙ্কার,
যতদিন দিনকর শোভিবে গগণে,
হৃদয় সরোজে স্থাপিত, মূরতি তোমার,
বঙ্গবাসী পুজিবে হে আনন্দিত মনে ॥৫
কিন্তু, কবি কি বলিব,—আমি হে অজ্ঞান
হৃদয়ে বৃশ্চিক জ্বালা, করি অনুভব,
শ্রীমধুসূদন অগ্রে কলঙ্ক সমান
দেখি যবে "মাইকেল" বিশেষণ তব ॥৬

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

বিসর্জ্জন।

ব্রাহ্মণ যখন বলিল ডেকে গিন্নি করিব পূজা
দেখি, গরিবের ঘরে কৈলাস ছেড়ে আশে কিনা দশভূজা।১
ব্রাহ্মণী-হাসিয়া বলিল "ঠাকুর হয়েছে তোমার কি
ছিন্ন পাতার জীর্ণকুটীরে আসিবে রাজার ঝি ? ।২
কোন্ উপচারে হইবে অর্চ্চনা কি দিবে নৈবেদ্য-ভোগে
প্রেমামৃত ধোয়া হৃদয়টি দিব ভকতির সহ যোগে।৩
দ্বিতীয়ার দিনে বলিল ব্রাহ্মণী বিষাদিত স্বরে
বাড়ীতে মায়ের হইবে অর্চ্চনা মেয়ে আন আজ ঘরে।৪
কত মাথা খোঁড়া এক মেয়ে মোর আছে পর গৃহ বাসে
করিব না আমি পূজা আয়োজন মেয়ে যদি নাহি আসে।৫
উত্তরীয় কাঁধে চলিলা ব্রাহ্মণ মেয়ে আনিবার তরে
লক্ষ্মী মেয়েটির হ'য়েছিল বিয়ে বড়মানুষের ঘরে।৬
বিবাহের পরে দরিদ্র বলিয়া বাপের বাড়ীতে আর
ছেড়ে দেয় নাই বধূটিরে কভু গর্ব্বিত শ্বশুর তার।৭
কত বার কেঁদে ফিরেছে ব্রাহ্মণ দেখাটি হয়নি কভু
ফটক হইতে করেছে বিদায় কুটুম্ব ত তারা তবু।৮
মায়ের অর্চ্চনা করিবে এবার সাহসে বাঁধিয়া বুক
এতালা করিল বেয়াএর কাছে দেখাচাই একটুক।৯
কহিলা বেয়াই করিতেছ পূজা সে ত মঙ্গলের কথা
আমাকে করিছ তাই নিমন্ত্রণ বসিবার দিবে কোথা।১০
তোমার বাড়ীতে মায়ের অর্চ্চনা হো হো হো হো ভাল কথা
জামাতার তরে কি তত্ত্ব লইয়া এসেছ আমার হেথা।১১
সম্বৎসর পর মহামায়া পূজা তাই নিতে যাও মেয়ে
নৃত্য,বাদ্য গান শত বলি ফেলে কি দেখিবে সেথা যেয়ে।১২
এত দিন পরে এসেছ যখন মেয়ে দেখ একবার
মেয়ে নিয়ে যাবে পূজার সময় মুখেতে এনো না আর।১৩
পরের ঘরেতে বিসর্জ্জন দিয়া ভাল আছ বাবা তুমি
মাও কি বলে না দিনে একবার কেমন বা আছে কুমি।১৪
শালিক শিশুটি ভাল আছে বাবা ভাল ত বিড়ালছানা

আমার রোপিত সেফালি চারায় ফুলগুচ্ছ ধরে কি না।১৫
এইবার বাবা নিয়ে যাও মোরে মাকে দেখিবার তরে
সারা দিন রাত পায়ে পড়ি বাবা পরাণ কেমন করে।১৬
বাবা আর মেয়ে গলাগলি ধরি কাঁদিল অনেকক্ষণ
মেয়ে র'ল বাপ ফিরিল একাকী বাষ্পভরা দুনয়ন।১৭
কত দূরে দ্বিজ এসেছে চলিয়া ফিরি দেখে তার পাছে
পথশ্রমে স্বেদ সিক্তমুখে তার মেয়ে সাথে আসিয়াছে।১৮
পালিয়ে কি এলি ? বলেই এসেছি, ভয় নাই বাবা তব
ফিরিব না আর এদের ভবনে তোমার বাড়ীতে রব।১৯
মেরো না আমাকে দিও নাকো গালি ভালবেসো বাবা তুমি
হারানিধি তার বুকে করি বাপ দিলাগো ললাট চুমি।২০
ক্ষুদ্র মূরতি দিল কারিকর ষষ্ঠীতে এনে ঘরে
ক্ষুদ্র কুটীরে মহিমাময়ীব রূপরাশি নাহি ধরে।২১
অন্নপূর্ণা মেয়ে পূজাব যোগাড় করিল আপনি খেটে
নিজে ভোগ রেঁধে পূজা অবসানে নিমন্ত্রিতে দিল বেঁটে।২২
অপূর্ব্ব প্রসাদ অপূর্ব্ব রন্ধন বলে সব একস্বরে
দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতীর প্রাণে আনন্দ নাহিক ধরে।২৩
বিজয়ার দিন আনিল ব্রাহ্মণ কুমুদের নাল তুলি
আতব তণ্ডুল চূর্ণকরি থালে রাখিল কতকগুলি।২৪
ধর মা আমার দীন উপচাব অশ্রুজড়িত স্বরে
বলিয়া ব্রাহ্মণ করিল প্রণাম দেবীর চরণোপরে।২৫
মাথা তুলি দেখে কোথা হতে তার ছুটিয়া এসেছে মেয়ে
একটি নিঃশ্বাসে দেবীর নৈবেদ্য ফেলিয়াছে সব খেয়ে।২৬
ক্রুদ্ধ দ্বিজবর নিদারুণ কণ্ঠে কহিল অভাগী আরে
ডুবাইলি তোর দরিদ্র পিতায় আপনার অনাচারে।২৭
চ'লে যা এখনি বাড়ী ছেড়ে মোর পিতৃশাপ লয়ে সাথে
এখনো গেলিনে তাড়াতে কি হবে পবিত্র এ পদাঘাতে।২৮
তাড়াইয়া দিলে চলিলাম তবে কাঁদিয়া কহিল মেয়ে
ক্রোধে অভিমানে কম্পিত ব্রাহ্মণ দেখিল না ফিরে চেয়ে।২৯
বিজয়ার পরে ফিরিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া কয়
পেলাম না মেয়ে খুজিয়াছি আমি সমস্ত এ গ্রামময়।৩০
জলটুকু মেয়ে দেয় নাই মুখে তিন দিন তব ঘরে

শুভদিনে আজ দিলে তাড়াইয়া মেয়েরে এমন করে।৩১
পরদিন পুনঃ উপনীত দ্বিজ ধনীবেয়াএর বাড়ী
হেসে বলে তারা বউ কেন যাবে এখানের পূজা ছাড়ি।৩২
যার নাই মেয়ে কৈলাস হইতে মাই এসেছিল নিজে
অবাক্ ব্রাহ্মণ ফিরিল বাড়ীতে অশ্রুতে বসন ভিজে।৩৩
শূন্য পুজাগৃহ নিস্তব্ধ ভবন শূন্য সকল পুরী
বিশাল শূন্যতা দীন দম্পতীর সমগ্র হৃদয় জুড়ি।৩৪
হাসিল খেলিল বিজয়াবসানে দেশের যতেক লোক
ব্রাহ্মণের বুকে রহিল বিঁধিয়া চিরবিজয়ার শোক।৩৫

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ বি-এল।

আত্মনিবেদন।

গাওরে সাধের বীণা! গাও অনুক্ষণ
এবার হইল বৃথা ভবে আগমন
আমার করুণ গীতি,
গাও গাও যথা রীতি,
ছিন্ন ভিন্ন তারগুলি করিয়া যোজন
বাজাও বিষাদ গীতি বাজাও এখন।

(২)

গাওরে ভঙ্গুর বীণা শোকমাখা স্বরে
কি করিতে এসেছিলে ভবের বাজারে
ছিনু যবে গর্ভ বাসে,
সুষুম্না নাভির পাশে,
দশ মাস দশ দিন অতীব কঠোরে
করিনু ভীষণ পণ মুকতির তরে।

(৩)

ভবে এসে মাতৃপদ করিব পূজন
এই ত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করিনু তখন
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র,
স্পর্শিল আমার গাত্র,
বিশ্বময়ী মহামায়া মাতৃরূপ ধরে
অমনি ফেলিনু পণ বিস্মৃতি উদরে।

(৪)

আসিল শৈশবকাল অতি মনোরম
ধীরে ধীরে সঙ্গী সঙ্গে লয়ে অনুপম
এ মায়া কাননমাঝে,
নানা কেলি কত সাজে,
আরম্ভিল আকর্ষিতে এ তরল মতি
ক্রীড়ায় হইনু মগ্ন সঙ্গীর সংহতি।

(৫)

জীবন অরুণোদয়ে মায়ের চরণে
কুসুম অঞ্জলি দিব ছিল মম মনে
হ'ল বাল্য ক্রমে গত,
না পূজিনু মাতৃপদ,
ধূলিখেলা রঙ্গরসে শৈশব জীবন
মৃদুপদে অস্তমুখে করিল গমন।

(৬)
আশা ছিল আরাধিব মায়ের চরণ
স্থাপিয়া হৃদয়পদ্মে করিয়া যতন
ভকতি কুসুমাঞ্জলি,
হ'য়ে নিত্য কুতূহলি,
প্রীতির চন্দনে মাখি দিব মাতৃপদে
নাচিব আনন্দে নিত্য সম্পদে বিপদে।

(৭)
বিলুপ্ত জীবন উষা সময় অম্বরে
না ধরিল ফুল ফল আশা তরুবরে
না দিয়া শবদ সাড়া,
বাল্যলীলা হ'ল সারা,
জীবনের আদ্য সূর্য্য গেল অস্তাচলে
গেল মোর বাল্যকাল হারায়ে বিফলে।

(৮)
সময় শকটে চড়ি কিশোর সুন্দর
ক্রমে ক্রমে উপনীত দেহের ভিতর
রত বিদ্যা উপার্জ্জনে,
গতায়াত গুরু স্থানে,
কবি কিম্বা বাগ্মী হব বড় আশা মনে
নিয়ত নিরত ছিনু শুধু অধ্যায়নে।

(৯)
ভারতীর কৃপা লাভ করিবার তরে
জ্বলিল আগ্নেয়-বাঞ্ছা দুর্ব্বল অন্তরে
কিবা রাতি কিবা দিন,
পুস্তকে হইয়া লীন,
যাপিনু কৈশোরকাল বিদ্যা উপার্জ্জনে
নাহি দিনু পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে।

(১০)
দনুজ দলনী মায়ে পূজিতে কিশোরে
প্রবৃত্তি প্রদীপ মোর জ্বলিল অন্তরে
পঠনের ইচ্ছা ঝড়,
বহি হৃদে নিরন্তর,
নিভায় প্রবৃত্তি দীপ জ্বলে যত বার
মাতৃ সেবা নাহি হল কিশোরে আমার।

(১১)
চড়ি তুঙ্গ-তুরঙ্গম যোজিত বাহনে
আসিল যৌবনকাল প্রফুল্ল বদনে
চৌদিকে ছুটিল আভা,
বয়ানে ভাতিল প্রভা,
হাস্যময় গুম্ফধরা হেরিনু নয়নে
ফুটিল ইন্দ্রিয়-পুষ্প দৈহিককাননে।

(১২)
সৌরভ-নিবাস ভূমি সৌন্দর্য্য আকর
কুসুম কলিকা ফুটি মাতাল অন্তর
বায়ু যার বয়ে বাস,
করিছে দুর্গন্ধ নাশ,
চৌদিকে যৌবন বার্ত্তা ঘুষিছে নিয়ত
তরুণ বয়স পদে হইনু প্রণত।

(১৩)
কুসুম কলম্ব-কুল করি বরিষণ
জর্জ্জরিল অঙ্গ মোর অনঙ্গ মোহন
বাণ বিদ্ধ মৃগ যথা,
পাইয়া দারুণ ব্যথা,
লক্ষ্যশূন্য হয়ে ভ্রমে গহন কাননে
তেমতি আমার দশা হইল যৌবনে।

(১৪)
দেহ ক্ষেত্রে কাম ক্রোধ যুগ্ম সহোদর
আরম্ভিল করিবারে তুমুল সমর
নিশুম্ভ শুম্ভের মত,
বর্ষি শর অবিরত,
করিল বিধ্বস্ত মোরে, না হেরি নিস্তার
দাসত্ব তাদের পায় করিনু স্বীকার।

(১৫)

বন্দী করে রাখে মোরে কাম-কারাগারে।
প্রহরীর বেশে "লোভ" ফিরে সেই দ্বারে
সেই অন্ধকূপ ঘরে,
"মদ" এসে জোর করে,
পিয়ায় সুস্বাদু সুধা চিত্ত-উন্মাদিনী
ভাতিল শরাব সম বিশাল অবনী।

(১৬)

ষড়রিপু মুখরিত ভৌতিক ভবন
অবিরত চঞ্চলতা শব্দ অগণন
প্রমত্ত-মাতঙ্গ-মন,
ভাবিতেছে অনুক্ষণ,
কেমনে পরের ধন করিয়া হরণ
হইবে কমলা পুত্র—হ'বে একজন।

(১৭)

ভৌতিক আলয়ে মোর অস্থির অন্তর
না মানে অঙ্কুশাঘাত হায় নিরন্তর
জীবন নদীর জল,
করিতেছে কল কল,
যৌবন জোয়ার তাহে বহে অনুক্ষণ
খেলিছে তাহার বক্ষে বিলাস-পবন।

(১৮)

মোক্ষপদ লভিবার সেতু মার পদ
বিসর্জ্জি বিস্মৃতিজলে হনু নিরাপদ
পূজিব চরণ তাঁর,
এ বিশ্ব রচনা যাঁর,
বড় আশা ছিল মনে মাতঃ শবাসনে
নিভিল আশার দীপ কালের পবনে।

(১৯)

জীবন-মধ্যাহ্ন-ভানু অস্তমিত প্রায়
নাহি দিনু ভক্তিপুষ্প কভু মার পায়
দেখিতে দেখিতে দিন,
অস্তাচলে হ'ল লীন,
আজি কাল করে মোর মায়ের অর্চ্চনা
জপ তপ পূজা হোম কিছুই হল না।

(২০)

আসিল যৌবন অন্তে প্রৌঢ় ভয়ঙ্কর
দারা পুত্র পিতামাতা পোষণে তৎপর
কোথায় পাইব ধন,
পালিব স্বজনগণ,
কেমনে পোষিব নিত্য স্বীয় পরিজন
এই চিন্তা মম চিতে ভাসে অনুক্ষণ।

(২১)

ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে করি ভ্রমি দূরান্তরে
নাহি জাগে মাতৃপদ পাষাণ অন্তরে
শ্যামার অভয়পদে,
রক্তজবা কোকনদে,
অর্পি নিত্য রীতিমত আছিল বাসনা
হ'ল না সে আশা পূর্ণ শুকাল কামনা।

(২২)

কীটে কাটা ভাঙ্গাবীণা গাও শেষবার
মানব জন্ম সাধের বিফল আমার
কেন বা আসিনু ভবে,
প্রতিজ্ঞার কিবা হবে,
চিন্তিয়া হতেছে দগ্ধ এ মরু হৃদয়
কি হ'বে জননি মোর, বলনা আমায়।

(২৩)

পিঙ্গলা সুষুম্না ঈড়া ত্রিবেণীর জলে
করি পূত যোগস্নান অতি কুতূহলে
ঊর্দ্ধপদে অধঃশিরে,
অনাহত তীর্থতীরে,
মুক্তকেশী ঈশাণীর পূজিতে চরণ
আছিল প্রবল বাঞ্ছা হ'ল না পূরণ।

(২৪)

দেখিতে দেখিতে অই বার্দ্ধক্য ভীষণ
গ্রাসিল শরীর মোর কর বিলোকন।
অমল ধবল কেশ,
দন্তহীন তুণ্ডদেশ,
কোঠরে পশেছে অক্ষি, অচল চরণ
কৃমি নষ্ট দেহ-গৃহ জড়ের মতন।

(২৫)

আছে হস্তপদ কর্ণ ইন্দ্রিয়-নিকর
অক্ষম সাধিতে কর্ম্ম দেখি নিরন্তর
শ্বাস কাস ভয়ঙ্কর,
জ্বর জরা অতিসার,
এসেছে অসংখ্য ব্যাধি এদেহ-ভবনে
বাজায় বিষাদ বাদ্য বার্দ্ধক্য এক্ষণে।

(২৬)

বুদ্ধিহীন শক্তিহীন বিবশ শরীর
দিবানিশা জ্ঞান লুপ্ত নিয়ত অস্থির
প্রবল আশার ঝড়,
তবু বহি নিরন্তর,
নিবায় স্তিমিত দীপ একি চমৎকার,
পবনের হেন রীতি হেরি নাই আর।

(২৭)

নিজের মুরতি হেরি উপজয়ে ভয়
কখন বাজাবে ভেরী কালনিরদয়
পূজি পূজি করে আর,
হ'ল না অর্চ্চনা মার,
বৃথায় হইল গত আমার জীবন
শরণ্যা তারিণীদুর্গে কর নিরীক্ষণ।

(২৮)

মহিষ গলার ঘণ্টা বাজিবে এখনে
আসিবে লইতে মোরে নির্দ্দয় শমনে।
কাল নহে নিরদয়,
বৃথা বিশেষণ তায়,
কেন দেও মূঢ়মন নিতান্ত দুর্ব্বল
করুণা নিলয় কাল স্থবির সম্বল।

(২৯)

এস কাল! এস কালি! হিমাদ্রি বালিকে
মম শবদেহোপরি বসো মা কালিকে।
এই ত শ্মশানক্ষেত্র,
মেলিয়া আপন নেত্র,
হের মা দাসেরে আজি যাচি যুক্তকরে
মুক্ত কর মুক্তকেশি অধম পামরে।

(৩০)

জয় মা শঙ্করি তারা ভুবন কালিকে
চণ্ডমুণ্ড বিমর্দ্দিনী পূর্ণেন্দু ভালিকে
বিপদ জলধি জলে,
পতিত হয়েছি বলে,
ছেড় না ছেড় না মাতঃ দুর্গতি তারিণি
দুস্তরে দুর্গমে ত্রাহি বিশ্বপ্রসবিনি।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

গোষ্ঠগাঁথা।

কৃষ্ণকৃপাহি কেবলম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

আজ বিজয়ার শুভ সম্মিলন দিনে প্রতিভার পাঠকপাঠিকাগণকে শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব গোষ্ঠগাঁথা উপহার দিলাম।

কালিন্দীর জল হেরি কি ভাবে ভাবিত রে
ব্রজের রতন।
মুরলী শ্রীকরে ধরে, দাণ্ডাইলা তৃণোপরি
রাধিকা রমণ॥ ১

শ্যামল তমাল পরে নাচে কিশলয় রে
মৃদুল সমীরে।
ধীরে ধীরে ঊর্ম্মিমালা, আনন্দে করিছে খেলা,
যমুনার নীরে॥ ২

শাখে বসি পাখিকুল গাহিছে আনন্দে রে
হরি সংকীর্ত্তন।
হেনকালে পূরিদেশ, আরম্ভিলা হৃষিকেশ
বংশীর বাদন॥ ৩

"প্রেমের সাধন তরে" ধ্বনিলা বাঁশরী রে
সুগভীর স্বরে।
"উঠ ব্রজবাসিগণ, বিশ্বের প্রমিক জন
পদার্পণ করে॥ ৪

বিতরিতে প্রেমসুধা অযাচিত রূপে রে
প্রতি ঘরে ঘরে।
ত্যাজিয়া আপন কাম, ভজ প্রেম অভিরাম
জীবগণ তরে॥ ৫

সুখে দুঃখে পূর্ণ এই বিধাতার বিশ্ব রে
মানব জীবন।
সদা সত্ব রজস্তম, অলোক আঁধারসম
করে বিচরণ॥ ৬

রজ্জু হয়ে এই বিশ্ব ভুজঙ্গম রূপে রে:
করিছে দংশন।
বিষের জ্বালায় প্রাণ, জ্বলিতেছে অবিরাম
আজন্ম মরণ॥ ৭

নিষ্কাম বিশুদ্ধ প্রেম ইহার ঔষধ রে
জানিবে নিশ্চয়।
যেই প্রেমে জাতি ভেদ, মতামত ভিন্ন বেদ
হইবে বিলয়॥ ৮

যাহার বিকাশে সূর্য্য উদিবে ভারতে রে
যাইবে দুর্দ্দিন।
যাহার তরঙ্গে ভাসি, শোক তাপ রাশি রাশি
হইবে বিলীন॥ ৯

এক ডোরে প্রাণীসনে মানব মানবী রে
হইবে বন্ধন।
আত্মসম ব্যবহার, সবে হবে নির্ব্বিকার
প্রেমেতে মগন॥ ১০

অপূর্ব্ব এ প্রেমযোগ বিকাশিত বিশ্বে রে
কর নিরীক্ষণ।
এই যোগ বলে বিধি, সৃজিলেন বিশ্বনিধি
প্রেম নিদর্শন॥ ১১

নিষ্ক্রিয় বিমল আত্মা আছিল শয়নে রে
অনন্ত আধারে।
না ছিল এ প্রেমাগার, সব ছিল অন্ধকার
অসীম বিথারে॥ ১২

প্রেম আসি উপজিল নিপ্প্রেম অন্তরে রে
সৃষ্টির কারণ।

বিস্তারিয়া কলেবর, এই বিশ্ব মনোহর
করিলা ধারণ ॥ ১৩
ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু প্রেম আকর্ষণ রে
হইল সৃজন।
এই তারা কিরীটীনী, চন্দ্র সূর্য্য সুশোভিনী
নীলিমা গগন ॥ ১৪
আসিল শ্যামলবেশে প্রকৃতি সুন্দরী রে
প্রেমের সোহাগে।
বিচিত্র বসন পরি, শৈল মালা হৃদে ধরি
যৌবন সুরাগে ॥ ১৫
কূজিল বিহঙ্গ দল দ্রুমদল শিরে রে
নানবিধ রাগে।
তরঙ্গিণী নদ নদী, গরজিল পয়োনিধি
সপ্তম বিভাগে ॥ ১৬
জলে রহে জল চর স্থলে স্থলচরে রে
খেচর বিমানে।
এ সব প্রেমের প্রজা, মানব মানবী রাজা
প্রেম অভিধানে ॥ ১৭
প্রেমের কারণে বিধি এ রাজ্য নির্ম্মিলা রে
প্রেম মহোৎসবে।
ভুলিয়া সে প্রেমধন, স্বার্থে মগ্ন নিজমন
আত্মহারা সবে ॥ ১৮
আমরা প্রেমের লাগি আসিয়াছি ভবে রে
জানিবে নিশ্চয়।
আমার এ ব্রজধাম, বৃন্দাবন রম্যস্থান,
প্রেমের নিলয় ॥ ১৯
এই যে যমুনা নদী বহিছে তরঙ্গে রে
সাগর উদ্দেশে।
মধুস্বরে কল্লোলিনী, প্রেমগাঁথা করে ধ্বনি
নানাদিগ্ দেশে ॥২০
এস মোরা প্রেমে নাচি প্রেমের বিধানে রে
গাভী বৎসসনে।
প্রেমে মোরা অবিচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষে নাহি ভেদ
প্রেমপূর্ণ প্রাণে ॥ ২১
প্রেম-ব্রহ্মে রত সবে ব্রহ্মচারী মোরা রে
অদ্ভুত কঠিন।
মাতৃসম ব্রজবালা, লয়ে ব্রজে করি খেলা
নবীনা প্রবীণ ॥ ২২
তোরা মম প্রেমবন্ধু গোষ্ঠের রাখাল রে
শ্রীদাম সুদাম।
সকলে আনন্দে মিলি, নিত্য গোষ্ঠে করি কেলি
বৃন্দাবন ধাম ॥ ২৬
মাতৃসম গাভীবৃন্দ গোষ্ঠের প্রাঙ্গণে রে
করিব চারণ।
ধ্বনিবে মুরলী মম, প্রেমগাঁথা নিরুপম
বিদারী গগণ ॥ ২৪
শুনিতে মুরলীমম বহিবে উজান রে
যমুনা জীবন।
গাহিবে বিহঙ্গদলে, নাচিবে তমাল তলে
ময়ূর খঞ্জন ॥ ২৫
নিরবিলা বংশী রব, উঠিল মুরলী স্বর,
কাঁপাইয়া গগণের নীল বায়ু স্তর।
স্তম্ভিত রখালগণ নিস্পন্দিত কায়,
দাণ্ডাইলা স্থিরভাবে পুত্তলিকা প্রায়।

সম্পাদক।

বিজয়া।

আসুন সম্পাদক মহাশয়! বহুদিন পরে আজ বিজয়ার শুভদিনে কোলাকুলি করি। আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। পাঠক বর্গকে প্রীতি সম্ভাষণ সাদরে বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

আজ বিজয়া শুক্লাদশমী। আজ শুভ দিন বঙ্গবাসীর ললাট অম্বরে আজ শুক তারা উদিত হইবার দিন। বঙ্গমরুক্ষেত্রে সুগন্ধ-নিবাস কুসুম নিচয়ের প্রস্ফুটিত হইবার সময়। ছোট, বড়, মধ্যম সকলের পক্ষে এমন প্রীতিপ্রদ দিন আর নাই।

আজ বাঙ্গালীর—বাঙ্গালীর কেন? বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বজাতীর সর্ব্ববর্ণের সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর মিলনের দিন, প্রীতির রাখী বন্ধনের প্রশস্ত কাল। আজি হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, বৌদ্ধ খৃষ্টান, শাক্ত বৈষ্ণব, ইতর ভদ্র, ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র সকলেই সকলের সহিত অকপট হৃদয়ে প্রীতিবিস্ফারিতবদনে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে।

উচ্চ নীচ, মিত্র শত্রু, হিন্দু ও অহিন্দু প্রেমের বন্যায়—ভালবাসার প্রবল স্রোতে সময় তটিনীর বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। সকলে দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা ভুলিয়া—শত্রুতার নির্যা-তন স্পৃহার পঙ্কিল পূতিগন্ধযুক্ত সলিল হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কুম্ভ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তৎ-স্থলে সৌরভ নিলয় পূতবারি সেই হৃদয়-কোষে সংগ্রহীত করিয়া লইতেছে।

আজ "সিজারের" পাশে ব্রুটস, শিবাজীর পাশে আফজালখাঁ, সিপিওর পাশে হানিবল, নেপোলিয়নের পাশে ওয়েলিংটন, "ক্রিসারের„ পার্শ্বে বেলসেজার, সিরাজের পাশে মহম্মদী বেগ নিবায়ুধ করে দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষে বক্ষ মিশাইয়া আলিঙ্গন করিতেছে।

আজ বিশ্বজনীন প্রীতির মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—ঈষা, মুষা, শাক্যসিংহ শঙ্কর প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া—সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক মীমাংসা গীতায় চরণাঙ্কিত শরণি অনুসরণ করিয়া সকলেই আজ এক হইয়া শান্ত শান্তির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। আজি শত্রুযুগল পরস্পর যমজ ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গনে প্রমত্ত।

আজি জগাই মাধাই চৈতন্যের কোলে কোল পাইয়া বিমল শান্তি সুখ অনুভব করিতেছে। আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে হরি ধ্বনি নরনারী কণ্ঠে কূজিত হইয়া সামান্য পল্লী গুলিকে আনন্দ ধামে পরিণত করিয়া তুলিতেছে। নগণ্য পর্ণকুটীরগুলি আজ যেন প্রশস্ত তীর্থ ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে পুরনারীগণের উলু-ধ্বনিতে প্রকাণ্ড কাননসমন্বিত পল্লী অনুক্ষণ মুখরিত হইতেছে।

বস্তুতঃ এমন আনন্দের দৃশ্য বঙ্গের কল্পনা, রূঢ় কবিকুল ব্যতীত, আর কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আজি বঙ্গের পল্লীতে ২ আনন্দ বাজার বসিয়া গিয়াছে—একমাত্র পুত্রবিয়োগ বিধুরা জীর্ণশীর্ণা স্থবিরা যষ্টি করে সেই আনন্দে যোগ দিতেছে।

প্রণয়িনী শোকে মর্ম্মন্তুদ যাতনা প্রপীড়িত স্বামী ও আজি সস্মিত বদনে সেই বাজারে উপনীত হইভেছে। কান্তবিধুরা অভাগীনি বহু দিন পরে হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি বিগলিত ভস্ম ও অগ্নি কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া সেই আনন্দ হাটে চলিতেছে।

আজ মূর্খ জ্ঞানীর কোলে, প্রজা রাজার কোলে অস্পর্শ সঙ্কর বর্ণোদ্ভব, পবিত্র দ্বিজের কোলে। অভিজাত্যের স্পর্দ্ধায় বিস্ফারিত উন্নতশালী বিদ্যাম্বুধি মহাশয়ও হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কুলাল আচার্যকে কোল দিতেছেন। এই আনন্দের দিনে জাতি, বর্ণ, কুল ও অবস্থার বিচার এবং তারতম্য যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? অহঙ্কার মনোবুদ্ধিযুক্ত ক্ষুদ্র "অস্মদ্" শব্দ হইতে উৎপন্ন "অহম্" যেন প্রবল পবনপৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া বিমানে মিশিয়া গিয়াছে—আর সেই স্থলে "সোঽহং" বিরাট কলেবর ধারণ করিয়া আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ক্ষুদ্র "অহমের" ক্ষয় না হইলে "সোঽহং" আসিতে পারে না, তাই আমার মায়ের এই লীলা। বাস্তবিক যদি এই দিনে কোন বৈদেশিক মহাপুরুষ বঙ্গদেশের কোন হিন্দুপল্লীতে গমন করেন এবং স্বচক্ষে এইরূপ জনস্রোত প্রেম-বিহ্বলতা দর্শন করেন তবে নিশ্চয়ই এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। বঙ্গদেশের পল্লীগুলি প্রকৃতপক্ষেই শান্তির মনোরম কেলি-কানন, সাম্যের ক্রিয়া নিকেতন ও মৈত্রীর চিরবাসস্থান।

কিন্তু বঙ্গের ললাটে কতক্ষণ শুকতারা ফুটিয়া আলোক বিস্তার করিবে তাহাই চিন্তা করিয়া যেন রোহিনী জীবন আজ নির্ম্মল নভোমণ্ডলে প্রথমে উদিত হইয়া প্রণয়িনী-বালাগণের সহিত হাস্য করিতেছেন। বঙ্গের ভাগ্যে যদি এইরূপ সুখ বিধাতা স্থায়ী করিতেন তবে কি এই হতভাগ্য দেশ কখন মহাশ্মশানে এই প্রকারে অহর্নিশি দগ্ধ হইত? দেশবাসি-গণ গঙ্গাপুত্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত!

বাস্তবিক সাম্য ও শান্তি আশ্রম ব্যতীত এইরূপ প্রেমের সম্মিলন আর কোথাও সম্ভবে না চৈতন্য কেবল নদীয়া বা শান্তিপুর প্রেমের সুশীতল মারুতহিল্লোলে হিল্লোলিত করিয়া-ছিলেন, বিজয়ার দিনে কিন্তু সমস্ত পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে এই আনন্দের উৎস ভরিয়া গিয়াছে। পাতাল হইতে ভোগবতী স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী ও মর্ত্ত্য হইতে ভাগীরথী ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়া পল্লীগুলিকে ত্রিবেণী-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ভক্তবৎসলা দনুজনাশিনী মা আমার দিবসত্রয় ভক্তের পূজা গ্রহণ করিয়া আজি কৈলাসে যাইবার সময় ভক্তের হৃদয়-ফলকে মহামন্ত্রের বীজ রোপিত করিয়া গেলেন। সেই মাতৃক বীজ মন্ত্র শোণিত অক্ষরে করুণাময়ী মা আমার দশহস্তে চিরকালের জন্য খোদিত করিয়া দিয়া গেলেন। "একপ্রাণতা" ঐ মহাদেবী প্রদত্ত মহাবীজমন্ত্রের বীজ। মা সুমধুর স্বরে বলিয়া গেলেন—"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলেই আমার সন্তান। তোমরা সকলে ভাই ভাই। সহোদরের সহিত অনুজ বা অগ্রজের যেরূপ সৌহৃদ্য হওয়া বিধেয় তাহাই তোমাদের মধ্যে বিরাজ করুক। "যুষ্মদ" শব্দ অভিধান হইতে উঠাইয়া দিয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট অন্ত্যজকেও নিজ জ্ঞানে পূজা কর। সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবে সর্ব্বক্ষণ

আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শনকর। স্বচিত্ত-মুকুর আবিলতা শূন্য করিয়া রাখ, দেখিবে সকলের প্রতিমূর্ত্তি উহাতে প্রতিফলিত হইবে। ভক্তগণ! এই মন্ত্রের মূল "সোঽহং" বীজ। ইহা জপ করিতে করিতে তোমার হৃদয়াগার হইতে দ্বেষ, হিংসা ও ঈর্ষা প্রভৃতি ভীষণ ভুজঙ্গমকুল দূর হইতে দুরান্তরে গভীর অরণ্য হইতে যেমন পলায়ন করে, সেই প্রকার তিরোহিত হইতেছে। তোমার অভুক্ত প্রতিবেশীকে আহার দিলেই তোমার ক্ষুধা শান্তি লাভ করিবে। সমস্তের প্রাণ তোমাতে কেন্দ্রীভূতহইয়া যাইবে।

তাইবৎসগণ! আজ বিজয়ার দিনে এই মাহেন্দ্র-শুভলগ্নে পবিত্রজলে স্নাত হইয়া সোঽহং বীজগ্রহণ কর। বিজয়ার দিনে ঐ বীজের ক্রিয়াও আরম্ভ করাইয়া মা আমার ভক্তের হৃদয়াম্বরে অমার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। মায়ের সে অমূল্য বীজের আদিকর্ম্মই বিজয়ার দিনের কোলাকুলি। পিতাপুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভগ্নি সহোদরকে, স্ত্রী স্বামীকে, প্রতিবেসী প্রতিবেসীকে, প্রাণের সদরদ্বার খুলিয়া কোলাকুলি করিতেছে। প্রেমের অনন্ত প্রবাহে পূর্ণানির্ঝরিণী হইতে অবিরাম জলধারা বিগলিত হইতেছে কিন্তু হায়! এই দৃশ্যকতকাল স্থায়ী হইবে। গোশৃঙ্গে সর্ষপের অস্তিত্ব যতটুক কাল থাকিতে পারে ততক্ষণ ইহা তিষ্ঠিবে কিনা সন্দেহের কুক্ষিগত।

সত্যব্রত গীতাধ্যায়ী।

বিজয়ার কোলাকুলি।

গিয়াছে—অতীতের অজ্ঞাত প্রদেশে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর নিরাবিল আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। শত চেষ্টায় সহস্র যত্নে আর তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না! সুখের দিন—আনন্দের দিন বুঝিবা এইরূপেই চক্ষের নিমিষে দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হয়। অপার আনন্দ ও উৎসাহে সপ্তমী অষ্টমী কাটিয়া গেল, নবমীর নিশি প্রভাত হইতে না হইতেই বিজয়ার শ্রবণভৈরব বাদ্যে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইল—মায়ের ত্রিদিবগমনের সংবাদ হিন্দুর হৃদয়ে হৃদয়ে বিঘোষিত হইল। মায়ের দীনসন্তান মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আবার একটী বৎসর অতিবাহিত করিবে, এই নিদারুণ সংবাদ হিন্দুর হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির করিতে লাগিল। যে অপার আশায় বুক বাঁধিয়া—যে বিমল আনন্দ লাভের জন্য দুঃস্থসন্তানগণ সম্বৎসরের শোক-তাপ, জালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিল, সপ্তমীর প্রাণ-মন স্নিগ্ধকর শ্রবণ-সুখদায়ক বাদ্য সেই আনন্দকে শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, কিন্তু বিজয়ার বিষাদ বাদ্যে তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল। বিজয়ার

দিনে হিন্দু আনন্দময়ী মাকে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য মনে ভগ্নহৃদয়ে আবার দুঃখ দুর্দ্দশার বিষম চিন্তায় আবিষ্ট-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত।

দিবানিশার আনন্দ নিরানন্দ—হর্ষবিষাদের সন্ধিস্থলের ন্যায় আমরা এখন ললিত ভৈরবের সন্ধিস্থলে সমুপস্থিত; একদিকে তিন দিনের অপার আনন্দ—অন্যদিকে বিজয়ার নৈরাশ্য বিষাদবিজড়িত নিরানন্দ। একদিকে মায়ের শুভ সন্দর্শনজনিত অপার আনন্দ—অন্যদিকে মায়ের অদর্শনজনিত অসহ্য যন্ত্রণা। একদিকে মাকে দর্শন করিয়া সম্বৎসরের দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি, জ্বালা-যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ অবসান—অন্য দিকে বিজয়ার পর আবার সুপ্তস্মৃতির—লুপ্ত শোকের অভ্যুত্থান। সুতরাং আমরা এখন সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া হা হুতাশে কালাতিপাত করিতেছি। যাই হউক, এই মহাসন্ধির সম্মিলনেও আমরা এক অদ্ভুত আনন্দে হৃদয়কে শান্ত করিতে সক্ষম হই। সে আনন্দ—বিজয়ার পর কোলাকুলি।

তাই আজ আমরা বিজয়ার বিষাদ অশ্রু মুছিয়া—হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া—অহঙ্কার অভিমান বিস্মৃত হইয়া—স্বার্থপরতার নীচতা বিদূরিত করিয়া—উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, কুলীন মৌলিক, ধনী-নির্দ্ধন এই সর্ব্বনাশী আড়ম্বর বিসর্জ্জন দিয়া—অনর্থকর শ্রেণীবিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আসুন! সকলে সাগ্রহে সানন্দে বিজয়ার কোলাকুলি করিয়া হৃদয় শীতল করি। পরস্পর ভুজবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভাই ভাই বলিবার অধিকার লাভ করি, এবং পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইবার মহাশিক্ষা এই কোলাকুলি হইতে লাভ করিয়া ধন্য হই। কোলাকুলি একাধারে ধর্ম্মমূলক, কর্ম্মমূলক, প্রেমমূলক, সহানুভূতিমূলক এবং পরকে আপন করিবার অমোঘ উপায়। সেই জন্যই বিজয়ার কোলাকুলিতে জাত্যাভিমান নাই—পদমর্য্যাদা নাই—সাম্প্রদায়িকতা নাই—সব ভাই ভাই ভাই; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, শত্রু মিত্র যাহাকে দেখ তাহাকেই ভাই বলিয়া কোলে টানিয়া লইয়া শুভ আলিঙ্গন দান কর। হিন্দুরপক্ষে এমন সুখের দিন—এমন আনন্দের দিন—এমন ভেদজ্ঞান বিবর্জ্জিত দিন আর নাই।

আসুন, সর্ব্বদেশীয় কায়স্থমণ্ডলিন্! দূর দূরান্তবাসী কায়স্থমহোদয়গণ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার পরিচালক, সভ্য, হিতৈষী মহাত্মাগণ! মফঃস্বলস্থ প্রত্যেক সভাসমিতির সভ্যমহোদয়গণ! সর্ব্বশ্রেণীর যাবতীয় কায়স্থসম্প্রদায়! আজ আমাদের দুঃখ-দগ্ধ, শোক-সন্তপ্ত, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের সাগ্রহ আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। আজ আমরা শোকজীর্ণ ব্যথিতহৃদয়ে কায়স্থমহোদয়গণকে বিজয়ার কোলাকুলি প্রদান করিয়া সুখস্বস্তিহীন অন্তরে বিমল আনন্দ অনুভব করি। সুখ-দুঃখ, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণায় পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনই বিজয়ার কোলকুলির একান্ত প্রার্থনা ও মূলমন্ত্র। বিজয়ার এই আলিঙ্গনের মহোচ্ছ্বাসে আসুন কায়স্থমহোদয়গণ! আমরা জাতীয় সুমহান্ কার্য্যে প্রাণপণে অগ্রসর হই।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের জাতীয় উন্নতিমূলক কার্য্যের অন্তরায়স্বরূপ কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ-মহোদয়গণের চরণে আমরা বিজয়ার প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি এই শুভ সম্মিলনের দিনে তাঁহারা আমাদের কোলা-

কুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া সংকীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিবেন না।

পরিশেষে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভাপতি, সদস্য, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি, কায়স্থপত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক ও লেখক মহোদয়গণকে ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার আশীর্ব্বাদ, অভিবাদন করতঃ আমরা জগজ্জননী মায়ের চরণোপান্তে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তি সম্পন্ন করুন। আমরা যেন তাঁহারই নামের গুণে—তাঁহারই মহিমাদীপ্ত মঙ্গল মঞ্চে আরোহণ করতঃ নূতন বৎসরে নববলে বলীয়ান্ হইয়া নবীন উৎসাহে জাতীয় জীবনের মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারি। সকলে এক প্রাণ এক মন হইয়া সমন্বিত শক্তিতে, সমন্বিত অধ্যবসায় সহকারে জাতীয় উন্নতিকে এক মাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া গন্তব্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণ ভরিয়া বিশ্বপূজিতা বিশ্বেশ্বরীর উদ্দেশে বিজয়ার এই শুভ দিনে গাও ভাই,—

সা বাণী সা চ সাবিত্রী,
বিপ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ,
প্রভা শক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে,
জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্য প্রসূতি শক্তিশ্চ,
ধারণা চ ধরাসু সা॥
ব্রাহ্মণ্য শক্তি বিপ্রেষু,
দেব শক্তি সুরেষু সা।
তপস্বিনাং তপস্যা সা,
গৃহীনাং গৃহদেবতা॥
মুক্তি শক্তিশ্চ মুক্তানাং,
মায়া সাংসারিকস্য সা।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তিঃ
ময়ীভক্তি প্রদা সদা॥
নৃপানাং রাজলক্ষীশ্চ,
বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসার সিন্ধূনাং,
ত্রয়ী দুস্তারতারিণী॥
সৎসু সুবুদ্ধি রূপাচ,
মেধাশক্তি স্বরূপিণী।
ব্যাখ্যাশক্তি শ্রুতৌশাস্ত্রে,
দাতৃ শক্তিশ্চ দাতৃষু॥
ক্ষত্র্যাদিনাং ক্ষত্রশক্তিঃ,
পতিভক্তি সতীষু চ।
এবং রূপাচ যা শক্তি,
ময়া দত্তা শিবায় সা॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

একখানি পত্র।

সবহুমান নিবেদন মিদম্,—

সম্পাদক মহাশয়! আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা আশ্বিন সঙ্খ্যায় আমার "প্রতিবাদের উত্তর" দেখিলাম। আপনি এরূপ বাদ প্রতিবাদের পক্ষ সমর্থন করেন না, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার প্রত্যুত্তরের কোন অবকাশ রাখেন নাই। কিন্তু শরৎ বাবু তদীয় প্রবন্ধে আমার বাক্যের সম্পূর্ণ অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ অপব্যাখ্যা আপনার পত্রিকার মুদ্রিত হওয়ায় উহা আপনার অনুমতিতে (ক) এবং আমি নীরব থাকিলে উহা আমার ও অভিপ্রেত, পাছে এইরূপ কেহ মনে করেন এই জন্য আমার বাক্যটির প্রকৃত অর্থ প্রতিভায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এখানেই বলিয়া রাখি, আমি সংক্ষেপেই আমার অভিপ্রায় বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি, প্রতিবাদ-চ্ছলে অশিষ্টতা প্রকাশ বা কলহের সৃষ্টি করা এই পত্রের উদ্দেশ্য নহে।

"কৃত্তিবাস কাশীদাস অবলম্বনে রামায়ন মহাভারতের চরিত্রাবলীর সমালোচনা অন্তঃপুরে শোভা পায়, অন্তঃপুরের বাহিরে তাহা দেখিলে বড়ই ক্ষোভ হয়", এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ শরৎ বাবুর মতে "কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের রচিত গ্রন্থদ্বয় স্ত্রীলোকেরই যোগ্য-পাঠ্য কখনি পুরুষের পাঠ-যোগ্য নয়।" আমার মতে ভাষার মর্ম্মগ্রাহী কোন ও ব্যক্তি ঐ বাক্যের ঐরূপ তাৎপ্যার্থ করিতে পারেন না। বাল্মীকি ব্যাসের মহাকাব্য দ্বয়ের চরিতাবলীর সমালোচনা উল্লিখিত কাব্যের মূলগ্রন্থ বা মূলানুযায়ী অনুবাদ হইতেই করা উচিত এই প্রসঙ্গে ঐ বাক্য বলা হইয়াছে। আমাদের অন্তঃপুর স্ত্রীলোকেরই সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত নয় বলিয়া ঐরূপ করিতে পারেন না, কাযেই কৃত্তিবাস কাশীদাসই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। অন্তঃপুরবাসিনীরা কাশীদাস কৃত্তিবাস অবলম্বনে ব্যাসের, বাল্মীকির বর্ণিত চরিত্রের সমালোচনা করিলে তাহা বরং শোভা পায়, পুরুষেরা সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষিত অতএব ব্যাস, বাল্মীকির মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইয়া ও যদি ঐরূপ করেন, তবে তাহা বড় ক্ষোভের বিষয়, ইহাই ঐ বাক্যের প্রকৃত অর্থ। কাশীদাস, কৃত্তিবাস পুরুষের পাঠ যোগ্য নহে, শরৎ বাবু এই তাৎপর্য্যার্থ কিরূপে বুঝিলেন, তাহা আমার বোধ গম্য হয় না। "কৃত্তিবাস, কাশীদাস অবলম্বনে রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রাবলীর সমালোচনা" এই বাক্যাংশের অর্থ কৃত্তিবাস, কাশীদাসের রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রাবলীর সমালোচনা" হইলে শরৎ বাবুর অর্থ সঙ্গত হইত। তাহা তিনি প্রণিধান করেন নাই। পুরুষেরা

(ক) প্রতিভায় যাহা মুদ্রিত হয়, তাহাই আমাদের অনুমোদিত লেখা, এই প্রকার বিবেচনা কেন করিলেন। কারণ আমরা সূচীপত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া থাকি যে, প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।
সম্পাদক।

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কাব্য পাঠ করুন বা তাঁহাদের চিত্রিত চরিত্রাবলীর সমালোচনা করুন তাহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু ঐ সকল পরবর্ত্তী কবির চিত্রিত চরিত্রকে রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র বলিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। উদাহরণ স্বরূপ আমি মধুসূদনের চিত্রিত লক্ষ্মণ চরিত্রের উল্লেখ পুনরায় করিতেছি। ঐ চিত্রে রামায়ণের তেজস্বীতার আধার মহাবীর লক্ষ্মণ সম্পূর্ণ বিকৃত। ইন্দ্রজিদ্বধে লক্ষ্মণের "ক্ষীণাদৌর্ব্বল্যের" পরিচয় ও রামায়ণে নাই। লক্ষ্মণ যথারীতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। মধুসূদনের কাব্যে সেই লক্ষ্মণ কাপুরুষের ন্যায় নিরস্ত্র শত্রুর হন্তা। এই এই বিষয়ের উল্লেখে মনীষী ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, মধুসূদনের জীবন চরিত রচয়িতা যোগেন্দ্রবাবু ও অন্যান্য অনেকে মধুসূদনকে আপ্যায়িত করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যকে বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের পদাঙ্কজ্ঞানতঃ অনুসরণ করিয়াছি। কেবল শরৎ বাবুর মতেই ঋষির আদর্শ নষ্ট করিয়া ও হিন্দু জাতির পূজ্য লক্ষ্মণকে কাপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াও—মধুসূদন গর্হিত কার্য্য করেন নাই। লক্ষ্মণ চরিত্রের সমালোচনা করিতে যাইয়া যদি কেহ আমাদিগকে মধুসূদনের লক্ষ্মণ দেখান, তবে তাহা কি আপত্তিজনক হইবে না। মধুসূদনের লক্ষ্মণকে দেখাইতে ইচ্ছা থাকিলে মধুসূদনের লক্ষ্মণ বলিয়া সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে। অন্যথা লক্ষ্মণের চরিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে মধুসূদনের মেঘনাদ বধ হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার দৌর্ব্বল্য প্রতিপাদন করিলে বাল্মীকির লক্ষ্মণ সম্বন্ধে লোকের কুসংস্কার জন্মিতে পারে না কি? সর্ব্ব জন পূজিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রের বিকৃতি করিয়া কবি ও ক্ষমা পাইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। বাল্মীকির মহাকাব্যদ্বয় ইতিহাস নামে ও অভিহিত, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের কাব্যদ্বয় বঙ্গীয় কাব্যের শীর্ষস্থানীয় হইলেও অদ্যাপি সে গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। কাশীদাসের দুর্য্যোধন শরৎ বাবুর আলোচ্য হইলে প্রথম প্রবন্ধে কাশীদাসের দুর্য্যোধন বলিয়া পরিচয় দেওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলে কোন কথাই উত্থাপিত হইত না। শরৎ বাবুকে "নগণ্য লেখক" মনে করিলে আমি স্বজনদ্রোহী হইতাম না। আজ স্বজনদ্রোহী হইয়াও শরৎ বাবুকে স্বজন বলিয়া এখানেই যথাযোগ্য নমস্কার ও অভিবাদন করিতেছি, আশা করি প্রত্যাখ্যাত হইব না। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা।

নলিনী।

আমরা নানাদেশের সামাজিক ইতিহাস, আচার ব্যবহার অধ্যয়ন ও সমালোচনা করি, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও স্থানে বরপণ প্রথার এতাধিক কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা লক্ষিত হয় না, এক সময়ে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দ তাহাদিগের উদ্বাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট পণ বলিয়া কপর্দ্দক গ্রহণ করিবে না, কিন্তু এইক্ষণ সে আশায় আমরা নিরাশ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের চক্ষের উপর আমরা দেখিতেছি এম-এ, বি-এ, উপাধিধারী বরগণ কন্যার অভিবাবকগণকে এ প্রকার নির্দ্দয়ভাবে নিস্পেষণ করিতেছে যে, তাহাদিগের হৃদয়ের শোণিত শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। পাঁচ বৎসর আগে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে যজ্ঞোপবীতপ্রভাবে কায়স্থসমাজের চারি শ্রেণীর মিলন হইবে ও আমাদের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের দায়াদভ্রাতৃগণের সহিতও আমরা একযোগে আহার-বিহার, আদান-প্রদান, করিব। এই প্রকারে বিবাহক্ষেত্র সমগ্র ভারতীয় প্রায় এক কোটী কায়স্থজাতি মধ্যে সম্প্রসারিত হইলে, বঙ্গীয় দরিদ্র কায়স্থভ্রাতৃগণের কন্যাদায় শশবিষাণে পরিণত হইবে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত আমাদের বলিতে হইতেছে যে ধনবান্ সুবিদ্বান্ কায়স্থজাতির নেতাগণ যজ্ঞোপবীতগ্রহণে নিতান্ত উদাসীন। চারি শ্রেণীর মিলন ও বরপণপ্রথার উচ্ছেদন সমাজে প্রার্থনীয়, তাহা তাঁহারা যদি স্বীকার করেন, তবে যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্যতীত আর কোন্ উপায়ে এই দ্বিবিধ সংস্কার সম্পাদিত হইতে পারে তাহাও তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দেন না। তাঁহারা কলিকাতা, ঢাকা, বহরমপুর, দিনাজপুর, রংপুর, ইত্যাদি প্রধান২ নগরে বাস করেন, পল্লীগ্রামে কায়স্থদিগের দুরবস্থা, ব্রাহ্মণের উৎপীড়ণ, স্বচক্ষে দর্শন করিবার অবকাশ পান না; প্রত্যুত সংবাদপত্রের বিবরণও মনোযোগের সহিত পাঠ করেন না, তাঁহারা মনে করেন নাগরিকসমাজের ন্যায় গ্রাম্যসমাজেও শিথিলতা বিরাজ করিতেছে। গ্রাম্যসমাজের বন্ধন কতদূর কঠিন তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। কায়স্থসমাজ বর্ত্তমান সময়ে ছিন্নভিন্ন ও শত্রুউৎপীড়নে লাঞ্ছিত ও পদদলিত। শত্রুদল সসৈন্যে কায়স্থদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত, তথাপি কায়স্থসমাজের চেতনা নাই। কোন কোন স্থানে কায়স্থগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া যজ্ঞোপবীত উন্মোচনে উদ্যত। আশা করি কায়স্থনেতাগণ অবিলম্বে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিরা একটী অভিন্ন অখণ্ড ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইবেন।

এই সর্ব্বানার্থকরী বরপণপ্রথা হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোথা হইতে আসিল, কে আনিল আমরা বলিতে পারি না, তবে কুলীনকায়স্থগণ যে এই কায়স্থকুলান্তক প্রথার আবিষ্কারক তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। কায়স্থসমাজ হইতে ধীরে, ধীরে, দস্যুর ন্যায় ব্রাহ্মণসমাজে ও

তৎপরে বৈদ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু বৈদ্যসমাজ মুষ্টিমেয় ও নেতৃগণকর্ত্তৃক শাসিত। তথায় যুবকগণ ও তাহাদিগের অভিভাবকগণ যদৃচ্ছাক্রমে অর্থ শোষণ করিতে পারেন না। কিন্তু হায় হায়! লিখিতে লেখনী অবসন্ন হইতেছে আমাদের কায়স্থ-সমাজে বিশেষতঃ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে ইহার ভীষণ অত্যাচারে দরিদ্র কায়স্থগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অদ্য আমরা একটি সত্যমূলক ঘটনা বিবৃত করিতেছি আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কাণপুর কায়স্থ-সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত ঘটনাটী ইংরেজী-ভাষায় লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিলাম। ঘটনাটী যে অতীব হৃদয়বিদারক ইহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে উক্ত বন্ধুবর দায়ী, ইহার একটীবর্ণও মিথ্যা নহে।

মধ্যভারতে কোনও একটী :সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরে জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ৭৫৲ টাকা বেতনে পাবলিকওয়ার্ক বিভাগে ওভার-সিয়ার ছিলেন। তাঁহার একটী বিবাহযোগ্য সুন্দরী কন্যা ছিল। ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিয়া নলিনীবালা দেবী ফুটোন্মুখী শতদলের ন্যায় লাবণ্যময়ী হইয়াছিলেন। কিশোরী সুশিক্ষিতা ও পাকাদি গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা। কলিকাতাস্থ শিক্ষাবিভাগের জনৈক ব্রাহ্মণ-পুত্রের সহিত নলিনীর সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। এই ব্রাহ্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, উপাধি-ধারী এবং তাঁহার মাসিক বেতন ২৫০৲ টাকা তাঁহার ছয়টী পুত্র, তন্মধ্যে দুইটীর বিবাহ হইয়াছিল! এই নর-পিশাচ উভয় বিবাহেই কন্যাপক্ষগণকে নিষ্পেষণ করিয়া প্রভূত অর্থ শোষণ করিয়াছিল। তথাপি নর-শোণিত পানে ইহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় নাই। কন্যার পিতা এই দুর্বৃত্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া জানাইল যে, তাঁহার মাসিক বেতন ৭৫৲ টাকা মাত্র। কখনও কপর্দ্দক উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই, কন্যার বিবাহ-ব্যয় সংকুলান করিয়া পণ বলিয়া কিছুই দিতে পারিবেন না। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্য ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষতা, তাঁহাকে পণদায় হইতে মুক্তি দিবে!

কিন্তু যে কশাইর নরমাংস বিক্রয় ব্যবসায় তাহার মনে বালিকার যৌবন-শ্রী ও কার্য্যকুশ-লতা কোন প্রভাব বিস্তার করিল না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ও কান্দাকাটীর পর এই বিবাহের পণ ১৫০০৲ স্থির হইল। কন্যা-দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বিবাহের আগেই উক্ত টাকা বরের পিতার নিকট প্রদান করিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের বন্ধুগণ যে যৌতুক দিলেন তাহাতে ১৫০৲ টাকা আদায় হইল, এই সামান্য টাকা দিয়া ব্রাহ্মণ কোনও মতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিল। বরযাত্রীগণের আহার ও যত্নের ক্রটী হয় :নাই, তথাপি তাহারা কন্যার পিতার নানাবিধ ক্রটীর কথার উল্লেখে তাঁহাকে যতদূর যাতনা দিতে হয় দিয়াছিল।

বিবাহকার্য্য শেষ হইলে আহারাদি অন্তে কন্যা ও জামাতা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কন্যার পিতা যখন দেখিলেন যে সমস্ত লোকের আহার শেষ হইয়াছে তখন ধীরে ধীরে প্রণয়িনীর নিকট গমন করিয়া বলিলেন— "বিবাহ শেষ হইয়াছে, তুমি কিঞ্চিৎ জলযোগ

কর আমিও সন্ধ্যা করিয়া কিছু আহার করিব ও সরকারীকার্য্য যাহা অসম্পূর্ণ আছে তাহা শেষ করিয়া আমার কক্ষে শয়ন করিব, এই কথা কয়েকটী বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর অলক্ষিতে অশ্রুপূর্ণনয়নে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ মৃদুপদে তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। পূর্ণিমা-নিশি। সমস্ত জগৎ নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনয়নে রম্য প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব রূপ দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, আমার জীবনে প্রকৃতির এ প্রকার রম্যমূর্ত্তি কখনও দেখি নাই, এমন সুন্দর স্থান, অনন্তসুন্দরের লাবণ্যভূমি স্ব ইচ্ছায় কে ত্যাগ করে। তৎকালে কবিবর গ্রের ২টি লাইন তাঁহার মনে পড়িল।—

Left the warm precints of this cheerful day
Nor cast a longing lingering look behind.

কিন্তু উপায় কি? সরকারী তহবিল ১৫০০৲ টাকা যাহা আমার নিকট ছিল তাহাই ত বরের পিতাকে দিয়া নলিনীর বিবাহ সম্পন্ন করিলাম। আগামী কল্যই আমার হাতে দড়ি দিয়া জেলখানায় লইয়া যাইবে। আমার সমস্ত জীবনেও ১৫০০৲ টাকা দিতে পারিব না। তাহা হইতে আমার মরণই মঙ্গল। অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে না। হায়! মানুষ তোর্ অত্যাচারে মনুষ্যসমাজে কত ভীষণ ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে কে বলিবে। তৎকালে ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একখণ্ড গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ চন্দ্রমামণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছে, ক্ষণকালের জন্য অন্ধকারে জগৎ আবৃত হইয়াছে ব্রাহ্মণ মনে করিল, এই আমার সুসময়, যুক্তকরে আকাশেরদিকে চাহিয়া বলিল "ভগবন্" সংসার সমুদ্রের দুর্নিবার তরঙ্গাভিঘাতে নিমজ্জিত হইয়া যে মহাপাপে আমার আত্মাকে কলুষিত করিলাম, হে অন্তর্যামিন্! সমস্তই জানিতেছ, আত্মহত্যাজনিত দুরন্ত পাপ যেন আমাকে স্পর্শে না।"

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে নিজ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী একজন বৃদ্ধ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে একখানি পত্র লিখিলেন। লিখিলেন বঙ্গীয় সমাজের নিষ্ঠুর পণপ্রথায় বাধ্য হইয়া তাঁহার কন্যার বিবাহে সরকারী তহবিল ১৫০০৲ টাকা তাঁহাকে অপহরণ করিতে হইয়াছে। এই টাকা পরিশোধ করিবার তাঁহার কোন উপায় নাই, তাঁহার স্ত্রীর নিকট যে দুই চারি খানি অলঙ্কার আছে ও তাঁহার যৎসামান্য অস্থাবর সম্পত্তি যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া যতদুর পরিশোধ হয় তাহা করিবেন। বাঁকী টাকা গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া অবস্থানুসারে মাপ দিবেন, আদায়ের কোনও উপায় নাই। এই কথা কয়েকটী লিখিয়া ব্রাহ্মণ একটী পিস্তলের গুলি দ্বারা আত্মহত্যা সমাধা করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্তই প্রকাশ হইল, বরের পিতা তাহার ১৫০০৲ টাকা কন্যা ও জামাতা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। নলিনী পিতৃশোকে মুহ্যমানা, কিন্তু তাহার স্বামী ও শ্বশুরের চক্ষে একবিন্দু অশ্রুও দেখা যায় নাই। কিন্তু বৃদ্ধ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কোমল হৃদয় ব্রাহ্মণের শোকে বিগলিত হইল। তিনি নিজ অর্থে সরকারী ক্ষতি পূরণ করিয়া ১৫০০৲ টাকা দিলেন ও মৃত ব্রাহ্মণকে ঋণ

মুক্ত করিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে নিজব্যয়ে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন।

হে কায়স্থভ্রাতৃগণ! এই বিষম পণপ্রথার উচ্ছেদনের উপায় কি? হয় পণপ্রথার শেষ কর, না হয় কন্যাগুলিকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বিসর্জ্জন দেও। আর যে বরকর্ত্তা কন্যাপক্ষকে নির্দ্দয় প্রকারে নিষ্পেষণ করে, তাহার শাস্তি বিধান কর। কিন্তু আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ সূর্য্যধ্বজ মহাশয় যাঁহার হৃদয় কায়স্থসমাজের মঙ্গলার্থে উৎসৃষ্ট, তিনি বলেন যে, যতদিন এই বরপণপ্রথার লোপ না হইবে, ততদিন কন্যাদায়গ্রস্তদিগকে অনুরোধ করিবেন যে, তাঁহারা কন্যার বিবাহ না দেন। কন্যাগণ ব্রহ্মচারিণী হইয়া পিতার গৃহে বাস করিবেন। ফলতঃ এই প্রকার একটি কঠোর ত্যাগস্বীকার না করিলে, সহজে পণগ্রাহীর দস্যুবৃত্তি নিবারণ হইবে না। ব্রহ্মচারিণী সম্বন্ধে বন্ধুবর বিগত ১৩ই আষাঢ় আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিত নিম্নলিখিত সংবাদটীতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন,—"সংস্কৃত পরীক্ষায় ব্রহ্মচারিণী। বিগত সংস্কৃত পরীক্ষায় চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রম হইতে চারিজন ব্রহ্মচারিণী উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী যোগপ্রভা ব্যাকরণ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে, ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী গোলাপ ও শ্রীমতী যোগেশ্বরী সাংখ্যদর্শনের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে, এবং ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী সরলাসুন্দরী ন্যায়দর্শনের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইতি।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

১। উপাসনা নবপর্য্যায়ে আশ্বিন মাস ১৩১৯, পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিলাম। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে উপাসনা একটী নবীন ভাব ধারণ করিয়া পাঠকগণের মনোনয়ন হরণ করিতেছে। আশ্বিন মাসের সংখ্যায় সুন্দর২ চারিখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইতেছে। বাণরাজ দুহিতা উষা ও বুদ্ধদেবের কিশোর ধ্যানমগ্ন চিত্র বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সম্পাদক মহাশয় শ্রীভগবান্ বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মপ্রভাব মণি-মেখলা উপন্যাসে সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নিরীশ্বরবাদী হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম নরনারীগণের হৃদয়ে মহতী ধর্ম্মভাব বিকাশ করিয়াছিল। জীবে দয়া ইহার অপূর্ব্ব মন্ত্র, সংযম ও বৈরাগ্য ইহার অন্যতম উপাদান। মানুষকে দেবতায় পরিণত করিতে সৌগতধর্ম্ম কতদূর অনুকূল তাহা আমরা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের দয়া, কোমলতা ও বৈরাগ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কঠোরতা কতক পরিমাণে শিথিল করিতে পারিলেও দেশের মহামঙ্গল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়, সুহ্মদেশের বিবরণ লিখিতে যাইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সেনরাজগণ যে ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থ

ছিলেন তৎপ্রতি সন্দেহ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা কি বৈদ্যজাতি ছিলেন? তৎকালে বৈদ্যনামধেয় একটী জাতি পরমকারুণিক ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পায় নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে যে কেহ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন তিনিই বৈদ্যনামে অভিহিত হইতেন। বৈদ্য বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি সে দিনের সৃষ্টি। ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত বিজয়সেন প্রশস্তি কি বিদ্যারত্ন মহাশয় পাঠ করেন নাই। প্রশস্তির নূতন আলোকে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার তিরোহিত হইল না কেন? ঢাকার সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "প্রতিবাদটী" অতি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের চরিত্র অঙ্কন বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায়ের জীবনী সাধারণের সম্পত্তি, নিষ্কারণে ইহাকে বিকলাঙ্গ করিলে বঙ্গদেশবাসী মাত্রেরই মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ২।১টী অসার কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করতঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন চন্দ্র মহাশয় কায়স্থবীর কেদার রায়ের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। বিবিচিরা খালের নামের অর্থ যাহাই হউক না কেন, তাহার সহিত স্বাধীন রাজা কেদার রায়ের কোনও সম্পর্ক ছিল কি না তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, ইহা সাহস করিয়া বলা যায়।

২। হরিমতিকাব্য, রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ. বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রণীত। তাঁহার নিকট প্রাপ্তব্য মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এই গ্রন্থখানি পাঠে আনন্দানুভব করিয়াছি। প্রাঞ্জল রসপূর্ণ কবিতায় কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের চরম উপদেশগুলি সুন্দররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আজ কালকার কবিতা যে প্রকার চঞ্চল-গতিতে রঙ্গে ভঙ্গে পূর্ণজলা তরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবাহিত হয়, এই কাব্যখানি তদ্রূপ নহে। ইহা ধীরে ধীরে সুগম্ভীরভাবে, মনকে কোনও বিশেষভাবে উত্তেজিত না করিয়া ব্রহ্মরূপ-বারিধিরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সকলেই পড়িয়া আনন্দানুভব করিবেন। গ্রন্থখানির বাহ্যিক আকার সুদর্শন না হইলেও ইহার বিষয় ও কবিত্ব ভাব সুন্দর।

৩। শ্রীকৃষ্ণমতি—উক্ত গ্রন্থকারের রচনা মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। ভক্তিরূপিণী কৃষ্ণমতির কৈশোরলীলা। ক্ষুদ্র ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থখানি শ্রীভগবানের মধুর গান কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ, পাঠ করিলে নাম যজ্ঞের সাধনা হয় ও কৃষ্ণপ্রেমে মন বিভোর করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পাঠ করিলে পরমানন্দ অনুভব করিবেন।

৪। পাগলসঙ্গীত। উক্ত গ্রন্থকারের রচনা মূল্য (ভিক্ষা ১৲ মাত্র) আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গান। তান-লয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে গীত হইলে মনঃপ্রাণ ঈশ্বরপ্রেমে আবিষ্ট হয়। প্রেমিকের পাঠ্য। বহিখানির ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

৩। টাকা। রঙ্গপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সরকারকর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা মাত্র। অর্থ যে মানুষের সকল অনর্থের মূল ও অর্থের ঘৃণিত আকর্ষণে মানুষের বিশুদ্ধ বুদ্ধি ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয় না,

তাহা এই পুস্তকখানিতে সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রকৃত জ্ঞানোদ্দীপক ও বৈরাগ্যমন্ত্রে অনুপ্রাণিত। সাংসরিক মাত্রেরই সুখপাঠ্য।

৬। শতনাম, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুহ কর্ত্তৃক গ্রথিত ও প্রকাশিত। তাঁহার নিকট স্থলচর ষ্টেশন পোষ্ট চুহালী, জেলা পাবনা, প্রাপ্তব্য মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। পুস্তকখানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম অতি মধুর কীর্ত্তন। বৈষ্ণবমাহাত্মাগণ বলিয়াছেন,—

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা,
ব্রহ্মাদি অমরগণ নাহি পায় সীমা।
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিত রহে আপনি শ্রীহরি।
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর,
যেই জন ভজে কৃষ্ণে সে বড় চতুর।

এই ১০৮ নাম এমত ভাবে গ্রথিত করিতে হইবে যে তাহার মধ্যে অন্য কোন বিষয় না থাকে। কিন্তু কানাইবাবু তাহা করেন নাই। তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ছিল যে এই ১০৮ নাম একটি গান। বীণাদি যন্ত্রের সহিত গীত হইলে মন-প্রাণ কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মনঃতৃপ্তি হইল না। কারণ যিনি যে নাম রাখিয়াছেন তাহাও ঠিক করা হয় নাই। কানাইবাবু দ্বিতীয় সংকরণে এই সমস্ত গুরুতর দোষ পরিহার করিবেন।

সম্পাদক।

বলকান্ সমর।

এই ভীষণ সমরাগ্নি বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। বুল্গেরিয়া, সারভিয়া, গ্রীস, ও মণ্টেনেগ্রীন্, এই চারিটী শক্তি এক যোগে হতভাগ্য তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ইয়ুরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সমর কাহিনী পাঠ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সপ্তরথী কর্ত্তৃক অভিমন্যুবধ অমাদের মনে পড়ে। হিন্দুদিগের রণপ্রণালীতে এই প্রকার অন্যায় যুদ্ধ আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। এক বৎসরের অধিককাল তুরস্ককে ইটালীর সহিত একটী ভীষণ ক্ষয়কারী যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ত্রিপলীর ন্যায় একটী বৃহৎদেশ তুরস্কের রাজদণ্ড হইতে স্খলিত হয়। বিগত ১৬ই অক্টোবর উক্ত চতুঃশক্তি অন্তর্ব্বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন তুরস্কের বিরুদ্ধে রণ ঘোষণা করেন; তুরস্ক কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। দক্ষিণে ইটালী, উত্তর পশ্চিমে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, চতুঃশক্তি দ্বারা এক সময়ে আক্রান্ত হইলেন। ইয়ূরোপীয় প্রধান প্রধান শক্তি পুঞ্জ মধ্যেস্থ ভাবে উদাসীন, এই

প্রকার অবস্থায় বৈকুণ্ঠশায়ী নারায়ণ, ব্যতীত কে তাহাকে সাহায্য করিবে। এক বৎসর কেন, দশ বৎসর যুদ্ধ করিয়াও ইটালীর ন্যায় শক্তি তুরস্ককে পরাজিত করিয়া ত্রিপলী সম্যক্ প্রকারে অধিকৃত করিতে পারিত না। ত্রিপলীতে সুলতানের বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই, ত্রিপলীর সমরপ্রিয় আরব আধিবাসিগণ সুলতানের বন্দুকাদি অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্য পাইয়াই ইটালীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। যদি বুল্‌গেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান না করিত, তবে এতদিনে ইটালীকে ত্রিপলী পরিত্যাগ করিতে হইত। দুঃখের বিষয় কাল প্রভাব তুরস্কের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তুরস্ক অনন্য গতি হইয়া ইয়ুরোপীয় চতুঃশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রিপলী ত্যাগ করিয়া ইটালীর সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। কেহ যেন মনে না করেন যে এই সন্ধি দ্বারা ইটালী ত্রিপলীকে আয়ত্বাধীনে আনিতে পারিবেন। সুলতান বাধ্য হইয়া ত্রিপলী ত্যাগ করিলেন বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতি সহজে ইটালীকে ছাড়িবে না। সাগরের ধারে, নীলাম্বু চুম্বিত কতকগুলি নগর ও বন্দর তাহার নৌবিভাগের সাহায্যে ইটালী হস্তগত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ত্রিপালীর অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ স্থান ও ওয়েশিশ্ অদ্যাপি আরবদিগের করতলগত রহিয়াছে।

বিগত ১৬ই অক্টোবর তারিখে বুল্‌গেরীয়া প্রমুখ ৪টী শক্তি তুরস্কের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াই, তুরস্ক অধিকৃত সীমান্ত স্থানে অভিজান আরম্ভ করিলেন। তুরস্কও পর দিন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নাজিমপাশা প্রধান সেনাধিপের অধীনে নানাদিকে বাহিনী পরিচালিত করিল। সকলেই জানেন নির্ভীক তুরস্কসেনা যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ। দেশের জন্য, সুলতানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু অস্ত্র ও রসদ অভাবে বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্কশায়িনী হইল না। অপরদিকে বহুকাল তুরস্ক অত্যাচারে প্রপীড়িত বুল্‌গেরীয়া প্রমুখ শক্তিগণ স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তুরস্কজাতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার করে, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় জাতিগণ সমস্বরে এই ভীষণ অভিযোগ তুরস্কের বিরুদ্ধে সময় অসময়ে আনয়ন করে। কিন্তু এই প্রকার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ এই গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে তুরস্কের পক্ষে কি বলিতে আছে, তাহা অবধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা সকলেই ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করি। তুরস্কের কোনও সংবাদপত্র আমরা পাঠ করি না। অতএব এই অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা কোনও নিরপেক্ষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, বশনিয়া বুল্‌গেরীয়া, হরজগভিনাপ্রদেশে কতকগুলি নিষ্কারণ হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত হইলে রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও জারমেনীর মধ্যস্থে ঐ সকল দেশে তুরস্কের শাসনসংস্কায় সম্বন্ধে একটী মন্তব্য লিখিত হয়, ইহাকে "বারলিন্ মেমো" বলে ইংলণ্ড এই মন্তব্যে স্বাক্ষর করিলেন না, ইহাতে মহামতি গ্লাডষ্টোন্ তুরস্কের অত্যাচার সম্বন্ধে একটী বিষম আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের নানাস্থানে এই সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পুস্তিকা সকল বিতরিত হয়। এই

আন্দোলনবিরুদ্ধে তুরস্কের করুণ আবেদনে কেহই কর্ণপাত করিল না। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়া, বুলগেরিয়ার সহিত তুরস্ককে আক্রমণ করে ও তুরস্ক উক্ত যুদ্ধে পরাজিত হইলে উক্ত বর্ষের মার্চ্চ মাসে "ষ্টানষ্টীফানো" স্থানে একটী সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তদনন্তর প্রসিদ্ধ "বারলিন্" সন্ধিতে তুরুস্কের সুলতান সরভিয়া রুমানিয়া মণ্টেনেগ্রোকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। বস্নিয়া ও হারজগভিনা তুরস্কের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়া অষ্ট্রীয়ার অধীনে স্থাপিত হয়। ম্যাসিডোনিয়া, আরমিনিয়া ইত্যাদি প্রদেশ সকল পূর্ব্বের ন্যায় তুরস্কের অধিকার ভুক্ত রহিল।

সেই সময় হইতে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। শক্তিপুঞ্জ বলিতেছেন যে তুরস্ক বারংবার সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া কোন ও প্রকার শাসন প্রণালীর সংস্কার করেন নাই, যুদ্ধভিন্ন সন্ধি পত্র দ্বারা ইহা সংসাধিত হইবে না। সুলতান আবদুল হামিদকে তুরস্ক অতি মন্দ ক্ষণে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল। বিশেষতঃ নব্য তুরস্ক দল সংস্কার সম্বন্ধে কোন ও কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাহার পর রাজনৈতিকগণ মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইল। ইহাদের কলহে তুরস্কের কার্য্য-শক্তি উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারিল না।

বলকান্ সমর ও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্যালোনিকা, এড্রিয়ানোপোল বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ নগর সকল আজ সমস্তই তুরস্কের শত্রুহস্তগত। সুলতান ও তাঁহার রাজমন্ত্রীদল ইষ্টাম্বোলে অবস্থান করিয়া রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। ফলাফল ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত।

সমরশ্রান্ত তুরস্ক বুলগেরীয়ার নিকট কতক দিবসের জন্য যুদ্ধ নিবৃত্তি প্রার্থনা করিয়াছে। উভয় পক্ষ ৪৮ ঘণ্টা জন্য সমর স্থগিত রাখিয়াছে। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক

বিবিধ প্রসঙ্গ।

এই বৎসর কার্ত্তিক মাসে হিন্দুর অনেক গুলি পূজার সমাবেশ। ১লা কার্ত্তিক হইতে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা আরম্ভ। ৪ঠা কার্ত্তিক বিজয়োৎসব। এই মহামিলনের দিনে হিন্দু বিশ্বজনীন প্রেমে বিভোর হইয়া জাতি, ধনী, শত্রু, মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। ৯ই কার্ত্তিক কোজাগর শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। শারদীয় পূর্ণিমার বিমল চন্দ্রালোকে জগৎ প্রদীপ্ত হইলে "নিশীথে বরদালক্ষ্মী কোজাগর্ত্তীতি ভাষিনী।" পল্লী গ্রামে এমন আনন্দের রাত্রি আর কখনও হয় না। ২৩ শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। সূচী ভেদ্য ভীষণ অন্ধকারময়ী রজনীতে শবাসনা মহাকালের পূজা, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব, কালের মহতী শক্তির পদতলে লুণ্ঠিত। কাল তুমিই ধন্য। গত কল্য যে মহতী জাতি ইউরোপের

এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিল আজ তাহার তথায় দণ্ডয়মান হইবার স্থান থাকিবে, কিনা কেহ বলিতে পারে না। এইপ্রকার অন্ধকারে হিন্দুদিগের আলোককেলি দীপাবলী, উল্কা-দান, বাজী পোড়ান। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ নন্দগোপাল সরকার দেববর্ম্মা ফরিদ-পুর হইতে নিম্নলিখিত ভাবময়ী কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন।

আজি দীপ ঘরে ঘরে জ্বালিয়া সন্ধ্যায়,
ধূপ ধূনা উপচার, অগুরু চন্দনে।
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ, কার সাধনায়,
কহ হে ভারতবাসী, মত্ত এ দুর্দ্দিনে॥ ১
আজি ঘোর অমানিশা, গভীর আঁধার,
মহাযোগে মহাশক্তি, করিয়া সাধন।
ভারতের লুপ্ত ধর্ম্ম করিতে উদ্ধার,
করেছ কি সাধনার মহা আয়োজন॥২
বৃথা আশা স্বার্থশব সাধনা বিহনে,
জাগিবে না আর্য্য ধর্ম্ম, ভারত শ্মশানে।
তাই হে ভারতবাসী, বসি নিশি দিনে,
কর ত্যাগ মন্ত্র জপ, নিমজ্জিত ধ্যানে॥
বাহিরের দীপালোকে, নাহি প্রয়োজন,
জ্বালহ অন্তরে দীপ, তমঃ নিবারণ॥

কালী পূজার পরেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ভগিনীর ভ্রাতৃ প্রেম, এবং সূর্য্য তনয়া যমুনাদেবী কর্ত্তৃক তদীয় যমজ ভ্রাতৃদ্বয় যম ও চিগুপ্তের পূজা। সুদূর আর্য্য সমাজে যমুনাদেবী যে দিনে ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মহাপূজা করিয়াছিলেন সম্বৎসর পর সেই পবিত্র দিনে আমাদের ভগিনীগণ ভ্রাতৃ-পূজায় নিযুক্ত হন। এই ভাই ভগিনী প্রেম ভব রোগের মহৌষধী। আর ভারতীয় বিরাট কায়স্থ সমাজ, এই শুভদিনে তাঁহাদিগের আদি পুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের মহাপূজায় নিযুক্ত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ন্যায় চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা প্রত্যেক কায়স্থের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

২। বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত প্রমোদকান্ত বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—তত্রত্য কামারখাড়ানিবাসী তালুকদার শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার বসু, শ্রীরেবতীমোহন গুহ ও শ্রীরাইমোহন গুহ মহাশয়গণ যথাক্রমে ৺মহা-ষ্টমী ও নবমী দিন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথারীতি উপ-বীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। পদমদী, কায়স্থোপনয়ন।—পোড়া-ব্যহা হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন পাল দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতে-ছেন,—বিগত ৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রী-লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিবস, জেলা ফরিদপুর বালিয়া-কান্দী থানার অন্তর্গত পদমদীগ্রামে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে একটি উপনয়নকেন্দ্র হইয়া পোড়াব্যহানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন অধিকারী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ বিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপনয়নসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ-পার্শ্বস্থ গ্রামনিবাসী কায়স্থমহোদয়গণ এতদিন একমাত্র পদমদীসমাজের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, অতি শীঘ্রই তাঁহারা উঁহাদের অনুসরণ করিয়া কায়স্থসমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন, আশা করা যায়। উপবীতিগণের নাম যথা—শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর, শ্রী-প্রহ্লাদচন্দ্র দাষ, শ্রীহরলাল মিত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র সরকার, শ্রীঅভয়াচরণ সরকার, শ্রীকাত্তিকচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তকুমার সরকার, শ্রীবিহারীলাল মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র

সরকার, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীবিজয়কুমার সিংহ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমাখমলাল কর, সাকিন পদমদী, শ্রীচন্দ্রকান্ত দাষ সাকিন দীঘলগ্রাম।

৪। অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত আশ্বিন মাসে কায়স্থো-পনয়ন সংবাদ একটীও প্রতিভার অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত করে নাই। ক্ষত্রমহারাণীর শুভা-গমনে কোথায় ক্ষত্রত্বের অধিকতর উদ্দীপনা হইবে, না কায়স্থসমাজ শূদ্রত্বের ঘুমঘোরে অচেতন। চন্দ্রদ্বীপের সমাজে নবজীবনের স্পন্দন লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু টাকীসমাজের মোহ আর কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। বঙ্গজসমাজ! আর কতকাল ব্রাহ্মণের পাদুকা-ক্রীতদাসের ন্যায় নিজ মস্তকে বহন করিবে? জানিতাম বঙ্গজ স্বাধীনতাপ্রিয়, আজ সেই বীরজনোচিত অহঙ্কার কোথায় গেল? কে মনে করিয়াছিল মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্যের সমাজ অবনতির শেষ সীমায় উপনীত হইবে? নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই ভোগ করিয়া থাকে। অধুনা বঙ্গীয় উপনীত কায়স্থসমাজ, একদিকে ব্রাহ্মণদিগের অত্যা-চার, অন্য দিকে স্বজাতির ঔদাসীন্য ও বিদ্রূপ-বাক্যে মর্ম্মে মর্ম্মে কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করা দুঃসাধ্য। ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ! মনে রাখিবেন, যেমন সুবর্ণের পরীক্ষা অনলে, মনুষ্যত্বের পরীক্ষা দুঃখে ও অত্যাচারে, যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পার, তবে তোমাদিগের নাম ভারতেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবে। হে বঙ্গজ কায়স্থভ্রাতৃগণ! আর বিলম্ব করিও না, সৎসাহস প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের স্বাধিকার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়া তোমা-দিগের বংশগত মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখ।

৫। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব। আজ প্রায় ৫ পাঁচ বৎসর পরে আমারা অতীব দুঃখিতান্তকরণে ফরিদপুর হিতৈষী প্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চলিলাম। উক্ত প্রেসের অধ্যক্ষ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থবন্ধুবর নববিধানে সুগঠিত সমাজের প্রকৃত হিতৈষী। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দেব মহা-শয়ের প্রতি প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও আমা-দিগের হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই শেষ শুভ মুহূর্ত্ত। উক্ত দেবমহাশয়ের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নে আমরা যথাসময়ে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা গ্রাহকমহাশয়দিগের করকমলে প্রদান করিতে পারিয়াছিলাম। আজ আমাদের নিজের মুদ্রা-যন্ত্রে প্রতিভা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া দেবমহাশয়ের পরিশ্রম ও যত্নের পরিমাণ উপ-লব্ধি করিতেছি। আশ্বিন মাসের সম্পূর্ণ প্রতিভা কোনও উপায়ে আমরা যথাসময়ে প্রচার করিতে পারিলাম না। গ্রাহকমহাশয়-গণ নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীভগবান্‌সমীপে মহেন্দ্রবাবুর সুদীর্ঘ জীবন ও উন্নতি আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

৬। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দেব সর-কার বর্ম্মা মহাশয় বাতানল কায়স্থসমিতির পক্ষ হইতে বিগত ২০শে কার্ত্তিক লিখিতেছেন,— "আগামী ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার দিবস আমরা জাতীয় প্রথানুসারে কায়স্থের আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিব। উক্ত দিবসে মহাশয়েরা অত্রভবনে আগমন করিয়া

শুভকার্য্য সমাধা করাইবেন। ১। ২৫শে কার্ত্তিক পূর্ব্বাহ্নে—দেবপূজা, মধ্যাহ্নে—শ্রীশ্রী-চিত্রগুপ্তদেবের মেলা, সায়াহ্নে—মিছিল লইয়া, দেবমূর্ত্তিসহ গ্রামপ্রদক্ষিণ ও নিরঞ্জন।” আমরা আশা করি, কায়স্থের ঘরে ঘরে এইরূপ আদি-দেবের পূজা হইবেক।

৭। ঢাকা জিলান্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন যে,—“বিগত ১৩ই কার্ত্তিক আমার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীমান্ জ্ঞানীন্দ্রমোহন গুহ দেববর্ম্মা যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তন্ত্রধারের কার্য্য ও বেদপাঠ করিয়াছি।” বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থসমাজের প্রতি যে প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছেন, তাহাতে উপনয়নাদি কার্য্য কায়স্থ আচার্য্য দ্বারা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যজনকার্য্য জন্যই গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছি। যদি তাহাই না করিলাম, তবে উহার সার্থকতা কোথায়?

৮। লক্ষ্ণৌনগরস্থ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব পূজা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ সূর্য্যধ্বজ দেববর্ম্মা মহাশয় ৪ঠা নবেম্বর লিখিতেছেন,—“আগামী ১০ই নবেম্বর রবিবারে উক্ত নগরে সুন্দরবাগে, বাঙ্গালীক্লাবে আমাদিগের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেবের পূজা হইবেক। আমরা আশা করি, আপনারা সবান্ধবে তথায় উপস্থিত হইয়া পূজায় যোগদান করিবেন।” দূরদেশে বাস-নিবন্ধন আমরা এই মহাপূজায় যোগদান করিতে পারিলাম না। তজ্জন্য আমরা নিতান্ত দুঃখিত, আশা করি, আমাদের অক্ষমতা সদাশয় সভাপতি মহাশয় ও বৈদেশিক কায়স্থ-ভ্রাতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি

৯। দুর্গাপূজা ও বলিদান।

শিষ্য আচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! ভারতমাতার কি অনুপম মূর্ত্তি, বিশেষতঃ এই পরম রমণীয় শরৎ কালে মা যেন লাবণ্য সাগরে নিমজ্জিত। কি বিমল জোৎস্না, তরলিত সুবর্ণের ন্যায় সূর্য্যকিরণ, বৃক্ষ লতা গুল্মাদি নব পত্র ফুল ফলে সুসজ্জিত, এই সময়ে মা আমার শস্য শ্যামলা কুসুম কোমলা। মা আনন্দময়ী বঙ্গে আগমন করিতেছেন, ইনিই কি ভারত মাতা? এবং ইহার উপাসনার উদ্দেশ্য কি?

আচার্য্য কহিলেন—বৎস? প্রকৃতির বিকাশের সময় ভারত শক্তির পূর্ণাধিবেশন। পার্ব্বতীর মূর্ত্তি কল্পনা মূলক হইলেও উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের শিরোদেশে হিমালয়, আমাদের সমগ্র শক্তির আধার ও কেন্দ্রস্থল। গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র অন্যান্য কত শত নদনদী হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ভারতকে শক্তিশালিনী করি-তেছে। তাই মা আমাদের শক্তিরূপিণী হিমালয়ের কন্যা, তিনি আমাদের নরনারীগণের হৃদয়স্থিত শক্তির অভিব্যক্তি। মানুষ কখন ও দেবতা ও কখন পশু, মানুষ মানুষকর্ত্তৃক যে পরিমাণে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইয়াছে, তাহার সহস্রগুণ অধিক লাঞ্ছিত, পদদলিত ও অত্যাচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। মানুষের দেব ভাব ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পশুভাব চিরস্থায়ী। এই পাশব শৃঙ্খলে মানুষ চির নিবদ্ধ। যাঁহারা যোগবলে পশুভাবকে নিহিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ও সময়ে সময়ে

মতিভ্রম ঘটিতে পারে। এই পশুভাবের বলিদান মায়ের উপাসনায় মুখ্য উদ্দেশ্য।

শিষ্য—সেই জন্যই কি আমরা মায়ের পূজায় ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান দেই?

আচার্য্য—বৎস! মায়ের পবিত্র মূর্ত্তিকে নির্দ্দোষ পশুরক্তে কলঙ্কিত করা কি ভয়ানক পাপ তাহা একবার হৃদয়ে ধারণ কর, কি নিষ্ঠুর ভাবে মায়ের গর্ভজাত সন্তান গুলিকে মায়ের সম্মুখেই বলি দেওয়া হয়, তাহাও একবার চিন্তা কর। যাহারা বর্ত্তমানেই সুখী, ভূত ও ভবিষ্যতে যাহাদিগের অধিকার নাই, বালক ও বালিকার ন্যায় যাহারা চিরানন্দময় সেই সকল পশুকে নিষ্ঠুরভাবে উপাসনার ব্যপদেশে হত্যা করা কি জঘন্য বিসদৃশ ব্যাপার তাহা তোমার বিবেকে তোমাকে নির্দ্দোশ করিবে। মা আমাদের সকলের জননী, প্রিয়তম অজ্ঞ সন্তানগুলিকে তাঁহার নিকট হত্যা করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে চাও, সন্তানের রক্ত ও মাংস কি তাঁহার প্রীতি ভোজ্য? কখনই নহে। সমগ্র ভূবন আলোড়িত করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—"মাহিংসাৎ সর্ব্বাভুতানি।" যে জীবনধন উপার্জ্জনে তোমাদিগের শক্তি নাই, মূঢ় মানব! পশুদেহ হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে কে তোমাকে অধিকার দিল? নররক্তে পশুরক্তে ভারত প্লাবিত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্ষান্ত হও। গীতামৃতে লিখিত হইয়াছে,—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এ বচ।" মানুষ মানবেতর জীবের রক্ষক ও মিত্র তাহাদিগের হত্যাকারী নহে। পশুদিগের সহিত আমাদিগের স্বাভাবিকযোগমূলক মিত্রতা, আমাদিগের অঙ্কে তাহারা লালিত ও পালিত হইতেছে, রক্ষক, পালক ও মিত্র হইয়া আমরা যদি তাহাদিগকে স্বার্থসাধনে বিনাশ করি, তবে আমাদিগের পাপের ইয়ত্তা কোথায়? মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কে কুমারমাদায় হত্যা কিন্নাম পৌরুষম্॥

সম্পাদক।

প্রতিভাপাঠকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমার অনুপস্থিতিকালে কার্ত্তিক সংখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় ফর্ম্মা মুদ্রিত হয়, প্রুফ দেখিবার দোষে কতকগুলি গুরুতর ভ্রমপ্রমাদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আমাদিগের অনুরোধ পাঠকগণ এই ভ্রমগুলি যথাস্থানে সংশোধন করিয়া পরে পাঠ করিবেন, নচেৎ অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। স্থানে স্থানে স্থানে বিপরীত অর্থ হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহা সংশোধন করিলাম না।

পৃষ্ঠা।	কলম।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৮৯	২	১৫	চারিশত ফিটের,	চারিশত আট ফিটের।
২৯০	১	৫	আভাষ	অভাব।
২৯১	২	২২	বলিবা,	বলিয়া।
২৯৩	২	২০	ব্যকরণ,	ব্যাকরণ।
২৯৫	১	১২	ভূল্যভাবে,	তুল্যভাবে।
২৯৫	১	২৯	গাড়,	গাড়ু।
২৯৫	২	৯	বঙ্গেশ্বর,	বঙ্গেশ্বরো।
২৯৫	২	৯	পত্রেষ্ঠিং,	পুত্রেষ্টিং
২৯৫	২	৫	তদর্গে,	তদর্গেঃ।
২৯৫	২	১১	বিপ্রনে,	বিপ্রান্।
২৯৫	২	৮৭	গোযানে ইত্যাদি.	গোযানেনাগতা।
২৯৫	২	১৭	ঘোষাদকা,	ঘোষাদিকা।
৩০১	১	১	ভার্য্যা,	ভার্য্যাকে।
৩০১	১	১৯	অনার্য্যের,	আচার্য্যের।
৩০১	২	৪	করিতেন না।	করিতেন।

সম্পাদক।

Reg. No. C. 653.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[পঞ্চম বর্ষ— অষ্টম সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৶০ আনা মাত্র।] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১॥০ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ✓১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১॥০ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ✓০ মোট ১॥✓ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৵০ ও অপরের জন্য ।✓০ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক গ্রাহক দিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ১॥০ বৎসরের চাঁদা বাকী থাকা সত্বেও তাঁহারা ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিয়াছেন। চাঁদা প্রতিবর্ষ ১॥০ টাকা, অতি সামান্য দান, আমরা যে প্রকার আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিভা চালাইতেছি তাহা গ্রাহকগণ জানিয়াও আমাদের প্রতি এ প্রকার নির্দ্দয় হন কেন? ১৩১৯ সন শেষ হইয়া আসিতেছে। প্রায় সহস্র গ্রাহকের নিকট ১০০০।১২০০৲ টাকা বাকী, মনিঅর্ডারে চাঁদা আদায় অতি বিরল সুতরাং ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইতেছি। ভিঃ পিঃ যে কত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহা গ্রাহকমহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মনিঅর্ডার যোগে ১॥০ টাকা পাঠাইলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়, এইক্ষণ আমরা প্রতি মাসেই ভিঃ পিঃ করিতেছি, আমাদের সনির্ব্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা যেন ভিঃ পিঃ কেহ ফেরৎ না দেন; যদি কোন সংখ্যা কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,
সম্পাদক ও প্রকাশক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩১৯।

বিজয়সেন প্রশস্তি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (শেষ)।

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো-
রত্নালঙ্কৃতিভি র্বিশেষিত বপুঃ শোভাঃ শতং
সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশান বসতের্ভিক্ষাভুজোস্যা
ক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি
সেনান্বয়ঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ।

হি (নিশ্চিতং) দরিদ্রভরণে সুজ্ঞঃ (অতি-
শয়েনাভিজ্ঞঃ):সেনান্বয়ঃ (সেনবংশ) স রাজা
দিগম্বরস্য (মহাদেবস্য) অর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনঃ
(অর্দ্ধনারীশ্বরস্য) বসনানি (বস্ত্রাণি) উচ্চি-
ত্রাণি (নানাবর্ণরঞ্জিতানি) চক্রে। যদ্যপি
দিগম্বর শব্দেন বস্ত্রহীনো মহাদেব এবাববুধ্যতে,
তথাপি অত্র অর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিন ইতি বিশেষণাৎ
বসনযুক্ত এব মহাদেব ইত্যেব গম্যতে। তথা
শতং :সুভ্রুবঃ (শতসুন্দর সুভ্রূযুক্ত রমণীঃ)
রত্নালঙ্কৃতিভিঃ (বিশেষিত বপুঃ শোভাঃ)
চক্রে। তথা পুরীঃ পৌরাঢ্যাঃ চক্রেঃ। অর্থাৎ
পুরবাসিনঃ বহূন্ তৎপুর্য্যাং সংস্থাপ্য ভবনং

আনন্দময়ং চকার। অতএব শ্মশানবসতেঃ ভিক্ষাভুজঃ অস্য লক্ষ্মীং (অক্ষয়াং শোভাং) ব্যতনোৎ বিস্তারয়ামাস ॥৩০॥ (৩২)

বঙ্গানুবাদ।

সেই কায়স্থ সেনবংশসম্ভূত রাজা, যিনি দরিদ্র প্রতিপালনে অনুরক্ত, অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের বিগ্রহ জন্য নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দিগম্বর বস্ত্রহীন হইলেও অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিতে নারীদেহাংশের লজ্জানিবারণার্থ বসনের প্রয়োজনবিধায় রাজাকর্ত্তৃক বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। রত্নালঙ্কারে সুশোভিতা সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা শত রমণীগণ সেই মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। বহু পুরবাসিনিগণকে উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে সংস্থাপন করতঃ রাজা উক্ত মন্দিরটীকে অনন্দময়ভবনে পরিণত করিয়াছিলেন। শ্রীহীন শ্মশানবাসী, ভিক্ষামাত্র উপজীবী মহাদেবকে রাজা শ্রীসম্পন্ন করিয়া তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিলেন ॥৩০॥

চিত্র ক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূল হারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ড ক্ষোদভস্মা করমিলিত মহানীলরত্নাক্ষ মালঃ।
বেশস্তেনাস্য তেনে গরুড় মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্যনৃস্থিরিচ্ছাসমুচিত রচনঃ কল্প কাপালিকস্য ॥৩১॥

অন্বয়ঃ।

চিত্রং ক্ষৌমং দুকূলং ইভ চর্ম্ম ইব যস্মিন্, চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা বেশঃ। হৃদয়বিনিহিতঃ স্থূলহারঃ উরগেন্দ্র ইব যস্মিন্। হৃদয়বিনিহিত স্থূল হারোরগেন্দ্র, হৃদয়স্থ হার উরগেন্দ্র তুল্য ইত্যর্থঃ। শ্রীখণ্ড ক্ষোদঃ চন্দনবিন্দুঃ, ভস্ম ইব যস্মিন্। শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মা। করে অর্পিতং মহানীলরত্নং—সিংহলদ্বীপ সম্ভবঃ ইন্দ্রনীলমণিঃ অক্ষমালা ইব যস্মিন্, করমিলিত মহানীলরত্নাক্ষ মালাঃ গরুড় মণির্লতা ইব গরুড় মণিলতা। গোনসঃ সর্পবিশেষঃ বোড়া ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ ইব যস্মিন্ সঃ গরুড় মণিলতা গোনসঃ। কান্তাঃ মনোরমাঃ মুক্তাঃ মণিবিশেষাঃ তাভিকৃতং যৎ নেপথ্যং বেশঃ নৃস্থি মানুষাস্থি ইব যস্মিন্ সঃ। কান্তমুক্তা নেপথ্যনৃস্থিঃ। অতএব ইচ্ছা সমুচিতা স্বেচ্ছানুরূপা রচনা প্রসাধনং যস্মিন্ সঃ ইচ্ছা সমুচিতা রচনঃ। কল্প কাপালিকস্য প্রলয়কালীন কাপালিকস্য শিবস্য। এতাবৎ বিশেষণযুক্তঃ শিবস্য বেশঃ তেন (রাজ্ঞা)

(৩২) প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরে রাজা কি প্রকার সেবা পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাই কবি ৩০ ও ৩১ শ্লোকে কীর্ত্তন করিতেছেন। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে অর্দ্ধনারীশ্বরের যে পুণ্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার জন্য নানাবর্ণে সুচিত্রিত বসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে দিগম্বরের আবার বস্ত্রের প্রয়োজন কি ? পার্ব্বতীর অর্দ্ধাঙ্গের জন্য ত বস্ত্রের প্রয়োজন। এবং মহাদেবের বামাঙ্গ ও গৌরীর দক্ষিণাঙ্গ একই। সেই মন্দিরে সেবাকার্য্যের জন্য এক শত লাবণ্যময়ী কুমারীরমণী নিযুক্ত ছিল। ইহা ব্যতীত রাজা অনেকগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুরবাসিগণকে এই মন্দিরে সেবা সৌকার্য্যার্থে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীহীন শ্মশানবাসী ভিক্ষাজীবী শঙ্করকেও রাজা অক্ষয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

তেনে বিস্তারিত, অনুকৃত ইত্যর্থঃ ॥৩১॥ (৩৩)

বঙ্গানুবাদ।

প্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেবের বিচিত্র বস্ত্র ব্যাঘ্রচর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, বক্ষঃস্থিত পীবর (মোটা) হার সর্পরাজ বলিয়া ভ্রম হইত, মস্তকের চন্দনবিন্দু ভস্ম বলিয়া ভ্রম হইত, করধৃত ইন্দ্রনীলমণি অক্ষমালা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করিত, গরুড়ের মুখে যে সকল প্রবাল ছিল তাহা দেখিলে গোনস অর্থাৎ বোড়াসর্প বোধ হইত, শিবসজ্জায় যে সকল মনোরম মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট ছিল তাহা মানুষের অস্থি বলিয়া ভ্রম হইত। এইপ্রকার স্বেচ্ছানুরূপ রচনানৈপুণ্যে সেই রাজা সর্ব্ব-সংহারকারী মহাদেবের বেশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ॥৩১॥

বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনেহিতম্।

(৩৩) পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইল যে মহারাজ বিজয়সেন শ্রীহীন শ্মশানবাসী মহাদেবকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সজ্জা সম্বন্ধে রচনানৈপুণ্যদ্বারা মহাদেবের প্রকৃত বেশের অন্যথা করা হয় নাই, অর্থাৎ তাঁহার সংহার-কারিত্ব রূপ রক্ষা করা হইয়াছিল। কি প্রকারে তাহা করা হইয়াছিল কবি তাহার ৬টী উদাহরণ দিলেন।—বিচিত্র বসন ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বক্ষঃস্থিত হার সর্প, চন্দনলেপন ভস্ম, করধৃত মণি অক্ষমালা, প্রবাল গোনসসর্প, এবং মনো-রম মুক্তাগুলি মানুষাস্থি বোধ হইত। ইভচর্ম্ম ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বেশস্তেনাস্য তেনে অস্য অর্থাৎ মহাদেবের বেশ সজ্জা, তেন সেই রাজা-কর্ত্তৃক, তেনে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ছন্দ স্রগ্ধরা।

কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্ন বরদোপ্যর্দ্ধেন্দু মৌলিপরং
স্বং সাযুজ্য মসাব পশ্চিম দশাশেষে পুন-র্দাস্যতি ॥৩২॥

অন্বয়ঃ।

বাহোঃ কেলিভিঃ বাহু ক্রীড়াভিঃ যুদ্ধস্থক্রীড়া সমত্বাৎ তস্যেতি ভাবঃ, ধরিত্রীতলং, অদ্বিতীয়ং অপ্রতিযোগিকং কনকচ্ছত্রং, ইব, কুর্ব্বাণেন তেন রাজ্ঞা স্বেনৈব স্বয়মেব ঈহিতং বাঞ্ছিতং, কিমপি ন পর্য্য শেষি অবশিষ্টীকৃতং। অর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ শঙ্করঃ প্রসন্নবরদঃ অপি তস্মৈ-পরং অপরং কিং দিশতু দদাতু কিন্তু অপশ্চিম দশাশেষে পূর্ব্বাবস্থাবসানে অর্থাৎ অন্তিমে স্বং সাযুজ্যং দাস্যতি নেদানীং তস্য কিমপি দাতব্য মস্তি, সর্ব্বেষামেব দাতব্যানাং তস্মিন্ রাজনি বিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥ (৩৪)

বঙ্গানুবাদ।

বিজয়সেন স্বদীয় বাহুক্রীড়া দ্বারা ধরিত্রীকে একছত্রী করিয়াছিলেন। স্বীয় অভীপ্সিত কোন বস্তুই এই জগতে তাঁহার অপ্রাপ্য ছিল না। সেই জন্য অর্দ্ধেন্দুমৌলি মহাদেব তাঁহার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া আর কি তাঁহাকে দিতে পারেন? রাজার অন্তিমকালে সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিবেন, এই প্রকার বর দিয়াছিলেন ॥৩২॥

প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃস্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশর নন্দনোবা।

(৩৪) প্রশস্তির উপসংহারকালে কায়স্থ-কবীন্দ্র উমামতিধর রাজার মুক্তি যে অবশ্য-ম্ভাবী তাহাই কীর্ত্তন করিতেছেন। সাযুজ্য মসাব পশ্চিমদশা--সাযুজ্যং + অসৌ + অপশ্চিম-দশা অর্থাৎ প্রযানকালে সাযুজ্যমুক্তি, শিবত্ব। ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

তৎকীর্ত্তি পূর সুরসিন্ধু বিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ।

অস্য: (রাজ্ঞঃ) চরিতং (কীর্ত্তিকলাপং) পরিতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রস্তোতুং বর্ণয়িতুং, প্রাচেতসঃ পরাশরনন্দনো বা যদি স্যাৎ, তদা ক্ষমঃ (স্যাৎ)। নঃ অস্মাকং তৎকীর্ত্তিপূরঃ (কীর্ত্তিপ্রবাহ ইব) সুরসিন্ধু ক্ষীরাব্ধিঃ, তত্র বিগাহেন সুমজ্জনেন বাচঃ পবিত্রয়িতুং বাক্যানি শোধয়িতুং অয়ং প্রযত্নঃ (কিয়ৎ সংখ্যক শ্লোকরচনারম্ভঃ) (নখলু তস্য রাজ্ঞঃ) কীর্ত্তিসমূহং বর্ণয়িতুমস্মাকং শক্তিরস্তীতিভাব॥ ৩৩॥ (৩৫)

বঙ্গানুবাদ।

সেই বিজয়সেন রাজার কীর্ত্তিকলাশ সমগ্র কীর্ত্তন করিতে বাল্মীকি অথবা ব্যাস ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। তথাপি তাঁহার কীর্ত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির শ্লোক রচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার কীর্ত্তি-প্রবাহ রূপ ক্ষীরসাগরে আমাদের রচনাবলীকে স্নাতঃ করাইয়া পবিত্র করা মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥৩৩॥

যাবদ্বাস্তোস্পতি পুরধুনী ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাং শ্বেতিমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তত্তদেবাস্য কীর্ত্তিঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ।

যাবৎ (কালং ব্যাপ্য) বাস্তোস্পতি পুরধুনী ইন্দ্রস্য অমরাবতী ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (লোকং) পুনীতে পবিত্রী করোতি, (পুনঃ) যাবৎ (কালং ব্যাপ্য) চান্দ্রীকলাভূত ভর্ত্তুঃ (মহাদেবস্য) উত্তসতাং শিরোভূষণতাং, কলয়তি সম্পাদয়তি, (পুনঃ) যাবৎ (কালং ব্যাপ্য) ত্রিবেদী সতাং চেতঃ শ্বেতিমানং গময়তি, তাবৎ (কালং ব্যাপ্য) তাসাং কীর্ত্তি সখী অস্য (রাজ্ঞঃ) তত্তদেব রচয়তু ॥৩৪॥ (৩৬)

বঙ্গানুবাদ।

যাবৎকাল ইন্দ্রের অমরাবতী ভূর্লোক ভুবর্লোক এবং স্বর্লোককে পবিত্র করিবে, আর যাবৎকাল চন্দ্রকলা মহাদেবের শিরোভূষা সম্পাদন করিবে, এবং যাবৎকাল ত্রিবেদাধ্যায়ী, সাধুজনের অন্তঃকরণকে সৎপথে প্রধাবিত করিবে, তাবৎকাল উক্ত রাজার কীর্ত্তি সখী তদীয় সেই সেই যশঃ পৃথিবীতে ঘোষণা করিবে ॥৩৪॥

নির্ণিক্ত সেনকুল ভূপতি মৌক্তিকানা
মগ্রন্থিল গ্রথন পক্ষ্মল সূত্র বল্লিঃ।

---

(৩৫) কবি বলিতেছেন,—বিজয়সেন রাজার কীর্ত্তিকলাপ জগদ্ব্যাপী, তাহা সম্যক্ ভাবে কীর্ত্তন করা আমার ন্যায় কবির অসাধ্য, তবে আমার অধীতবিদ্যারূপ বাক্যাবলীকে তাঁহার কীর্ত্তি-সাগরে স্নাত করাইয়া পবিত্র করিবার মানসে আমি এই কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়াছি। সদ্যোস্নাতঃ রমণীর লাবণ্য যেমন শতগুণে বর্দ্ধিত হয় এবং জল পবিত্র হইলে তদীয় দেহও যেমন পবিত্র হয়, তদ্রূপ আমার বাক্যগুলি বিজয়সেনের যশঃ ক্ষীরোদসাগরে নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের লাবণ্য ও পবিত্রতা শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ছন্দ বসন্ত তিলক।

(৩৬) এই প্রশস্তি অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের প্রশংসা বাক্য উপসংহারকালে কবি বলিতেছেন, যতদিন হিন্দুধর্ম্ম ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিবে অর্থাৎ অনন্তকাল স্থায়ী হইবে। ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

এষা কবেঃ পদ পদার্থ বিচার শুদ্ধ
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ।

নির্ণিক্তঃ (শুদ্ধঃ) সেনকুল ভূপতি (রিব) মৌক্তিকঃ (তেষাং) অগ্রস্থিল গ্রথন পক্ষ্মল সূত্র বল্লিঃ। পদ-পদার্থ বিচার-শুদ্ধ বুদ্ধেঃ উমাপতিধরস্য কবেঃ এষাকৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥৩৫॥ (৩৭)

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্র কায়স্থ সেনকুল রাজন্যবর্গস্বরূপ মুক্তা-সমূহের গ্রন্থি-শূন্য সূত্রবল্লির অগ্রভাগে গ্রন্থি যোজনা করিয়া, এই প্রশস্তি, পদ ও পদার্থের বিচার বিষয়ে পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন কায়স্থ-কবি উমাপতিধরের রচিত ॥৩৫॥

ধর্ম্ম প্রনপ্তা মনদাস নপ্তা
বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিম্।
চখান বারেন্দ্রক শিল্পি-গোষ্ঠি
চূড়ামণি রাণক শূলপাণিঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ।

ধর্ম্মস্য প্রপৌত্রঃ, মনদাসস্য পৌত্রঃ, বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ রাণক শূলপাণিঃ বারেন্দ্রক শিল্পি-গোষ্ঠী চূড়ামণিঃ ইমাং প্রশস্তিং চখান ॥৩৬॥ (৩৮)

বঙ্গানুবাদ।

ধর্ম্মের প্রপৌত্র মানদাসের পৌত্র, এবং বৃহস্পতির পুত্র বারেন্দ্র শিল্পি গোষ্ঠীর চূড়ামণি রাণক শূলপাণি, এই প্রশস্তি খোদিত করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

---

(৩৭) কবি বলিতেছেন,—পবিত্র সেনবংশীয় রাজন্যগণের কীর্ত্তিগাঁথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় ছিল, সেই সকল ইতিহাস সূত্রের অগ্রভাগ আমি সংযোজিত করিয়া এই প্রশস্তির আকারে একটী মুক্তাহার রচনা করিয়াছি। আমি কে? কবি সগর্ব্বে বলিতেছেন,—শব্দ এবং সপ্তপ্রকার পদার্থ বিচার বিষয়ে দক্ষ আমি সেই উমাপতিধর কবি। আমা দ্বারাই এই প্রস্তরফলকে প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। নির্ণিক্ত পবিত্রীকৃত। পক্ষ্মল অগ্রভাগ। কায়স্থকবি উমাপতিধর যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তাহা সাহিত্যিক মাত্রেই অবগত আছেন। উমাপতি বল্লাল সেনের এবং তৎপূর্ব্বে তদীয় পিতা বিজয়সেনের একজন জন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিষয় আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ১৩১৭ সনের ভাদ্র মাসের প্রতিভায় ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল কায়স্থ-পুংস্কোকিলের মধুর ঝংকারে বঙ্গের নিকুঞ্জকানন নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে উমাপতিধর অন্যতম। এই প্রশস্তি রচনায় তিনি অনুপম কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বঙ্গীয় কাব্য-কাননে কায়স্থকবির বিরলতা যাহারা মনে করে তাহারা গণ্ডমূর্খ। ছন্দ বসন্ততিলক।

(৩৮) রাণক শূলপাণি সম্বন্ধে আমরা কিছু মাত্র অবগত নহি। তিনি এই প্রস্তরফলকে ৩/৮ ইঞ্চি দীর্ঘে অক্ষরগুলি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। প্রায় বর্ষদ্বয় পরে আমরা এই প্রশস্তির শ্লোকগুলির অন্বয়াদিসহ ব্যাখ্যা অদ্য শেষ করিলাম। এই প্রশস্তির এই প্রকার ব্যাখ্যা আর কোথায় নাই। ইহাতে যে সকল অধ্যাপক মহাশয়গণ আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন শ্লোক অতিশয় কঠিন ছিল। ফরিদপুর জিলান্তর্গত উজীরপুর—ধুলজুড়ী-গ্রামনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রশস্তির শেষভাগের শ্লোকগুলির অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণী রহিলাম। ইতি সম্পাদক।

ওঁ সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয়া বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥১॥

ভাবার্থ—জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, সেই নিখিল পদার্থের অন্তরে ও বহির্ভাগে পরমাত্মা অনুবিদ্ধ রহিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই পরমাত্মা দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা এই দৃশ্যমানজগতের বস্তুমাত্রেতেই শক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন। "আমি করিতেছি" ইত্যাদি অভিমান পরিহারপূর্ব্বক, অর্থাৎ বিষয়াসক্তিতে ত্যাগবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে সম্ভোগ করিবে। কখনও কাহারও ধনে লোভ করিবে না। ১।

কুর্ব্বন্নে-বেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতেনরে॥২॥

ভাবার্থ—যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত মনুষ্য অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্যই করিবে, এবং তদ্দ্বারা দীর্ঘজীবী হইবে, এই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, অপর কোন প্রকার কার্য্যই নাই, যাহা করিলে অশুভ কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না। ২।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥৩॥

ভাবার্থ—যাহারা ইহজন্মে আত্মজ্ঞান পরায়ণ না হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মাকে অস্বীকার করে, তাহারা এই দেহান্তে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর অজ্ঞানরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন অসুরলোকে গমন করে, অর্থাৎ দেহান্তে সেই সকল লোকে অজ্ঞান কীটাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৩।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্ন-পো মাতরিশ্বা দধাতি॥৪॥

ভাবার্থ—পরমাত্মা নিস্পন্দ ও সর্ব্বদা একরূপ, অর্থাৎ অবস্থান্তর বিহীন এবং এক। তিনি মনঃ হইতেও বেগবান্; মনাদি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রগামী। ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে ধরিতে পারে না, প্রত্যুত প্রধাবিত ইন্দ্রিয়গণকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান। পরমাত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই বায়ু, প্রাণিগণের দেহ-চেষ্টাসমূহের বিধান করিতেছে। ৪।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥৫॥

ভাবার্থ—কার্য্যে অনুমিত হয়, পরমাত্মা স্পন্দিত হন; কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি স্পন্দিত হন না। যাহার পর আর দূর নাই, পরমাত্মা ততদূরে আছেন। আবার—যাহার পর নিকট নাই, তিনি তত নিকটে আছেন। তিনি সকল বস্তুরই অন্তরে ও বাহিরে আছেন। ৫।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥

ভাবার্থ—যে মুমুক্ষু,—পবিত্র ও অপবিত্র, তাবৎ বস্তুতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন; এবং সমুদায় বস্তু পরমাত্মায় নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার আর কোন বস্তুতেই ঘৃণা বোধ (পবিত্র ও অপবিত্র জ্ঞান) হয় না। ৬।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

ভাবার্থ—"পরমাত্মাই এই দৃশ্যমান যাবতীয় বস্তুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন।" যখন এই পরম জ্ঞান জন্মে, তখন সকলই একরূপ জ্ঞান হয়। সে সময়ে সেই একত্বদর্শী ব্যক্তির পক্ষে কিছু মাত্র মোহ ও শোকের সম্ভাবনা থাকে না। শোক ও মোহ অজ্ঞানের কার্য্য। ৭।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণ
সস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যাতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ ॥৮॥

ভাবার্থ—তিনি (পরমাত্মা) আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, অশরীরী ও অক্ষত। তাঁহার স্নায়ুজাল বিজড়িত স্থূল শরীর নাই। তিনি পরম নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ, তাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কর্ম্মে স্পর্শ করে না। তিনি নিরস্তর সকলই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন। তিনি সমদর্শী, মনের নিয়ন্তা; সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূঃ। পরমাত্মাই সর্ব্বকালে প্রজাবর্গের ভোগের নিমিত্ত যথোপযুক্ত বস্তুনিবহ উৎপাদন করিতেছেন। ৮।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥

ভাবার্থ—যে সকল লোক, চিত্তকে অজ্ঞানের দিকে প্রধাবিত না করিয়া, (অর্থাৎ চিত্তকে অজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতে না দিয়া) চিরজীবন কেবল মাত্র যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপকেই মুখ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা দেবতার আরাধনায় নিয়ত নিরত থাকে, তাহারা তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। ৯।

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্য দেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচ চক্ষিরে ॥১০॥

ভাবার্থ—জ্ঞানি ব্যক্তিগণ, দেবতাজ্ঞান ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগের নিকট, "দেবতাজ্ঞান" ও "কর্ম্মতত্ত্ব" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই পরম জ্ঞানিগণের মুখ হইতেই আমরা এইরূপ (পৃথক্ পৃথক্ ফল) শ্রবণ করিয়াছি। ১০।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃত মশ্নুতে ॥১১॥

ভাবার্থ—যাহারা "দেবতাজ্ঞান" এবং "কর্ম্ম" এই উভয়কে একত্র, অর্থাৎ একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা সেই কর্ম্মানুষ্ঠান ফলে স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং স্বাভাবিক জ্ঞান অতিক্রম করিয়া, দেবত্বজ্ঞান দ্বারা দেবত্ব লাভ করে। ১১।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥

ভাবার্থ—যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যারূপিণী (সকাম কর্ম্ম প্রবর্ত্তিকা) প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা তদনুরূপ অজ্ঞানাবৃত হয়। আর যাহারা সেই প্রকৃতিকে পরিহারপূর্ব্বক কর্ম্মব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদিতে অনুরক্ত হয়, তাহারা

তদপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্থানে প্রবেশ করে। ১২।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচ চক্ষিরে ॥১৩॥

ভাবার্থ—জ্ঞানিগণ কর্ম্মব্রহ্ম ও প্রকৃতির উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল বর্ণনা করিয়াছেন। কার্য্যব্রহ্ম উপাসনার ফল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ,—এবং প্রকৃতি উপাসনার ফল, প্রকৃতিতে বিলয়। যাঁহারা আমাদিগের নিকট এই উভয়বিধ উপাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মুখ হইতে আমরা এইরূপই শ্রবণ করিয়াছি। ১৩।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্ত্বাসম্ভূত্যামৃত মশ্নুতে ॥১৪॥

ভাবার্থ—কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনা করা একই ব্যক্তির কর্ত্তব্য, ইহা যাহারা মনে করে, সে সকল ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য, অবৈরাগ্য, অজ্ঞান ও অধর্ম্মাদিকে অতিক্রম করিয়া, ঐশীশক্তির উপাসনা প্রভাবে বিদেহ কৈবল্যসম প্রকৃতিতেই অমৃত সুখ অনুভব করে। ১৪।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫॥

ভাবার্থ—হে জগতের পোষক সূর্য্য! তোমার মণ্ডল যাঁহার তেজে তেজস্বী, সেই সত্যময় পুরুষের দ্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। তাঁহার দর্শনার্থ ও সত্যধর্ম্ম লাভার্থ (আমার দৃষ্টির জন্য) সেই আবরণ অপসৃত কর। ১৫।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥১৬॥

ভাবার্থ—হে জগতের পোষক সূর্য্য! হে একাকী গমনশীল! হে নিখিল প্রাণীর সংযম কর্ত্তা! হে প্রজাপতি তনয়! তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, এবং তোমার তেজঃ সংবরণ কর। তোমার যে অতিশোভন রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে নিরীক্ষণ করি। ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত মহাপুরুষ, উনিই আমি। ১৬।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥

ভাবার্থ—মরনান্তে আমার প্রাণবায়ু সর্ব্বব্যাপী বায়ুরূপ অমৃতে বিমিশ্রিত হউক; এই শরীর অনলে অর্পিত হইয়া, ভস্মসাৎ হউক। ওঁ (ব্রহ্ম স্মরণ) হে মন! তুমি এ তাবৎ যে কার্য্য করিয়াছ, তৎসমুদায় স্মরণ কর; এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। ১৭।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥১৮॥

ভাবার্থ—হে অগ্নি! কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, আমাদিগকে নির্ম্মল আলোক দানে সুপথে লইয়া যাও। হে দেব! আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মই তুমি জ্ঞাত আছ। আমাদিগের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। তোমাকে আমি বার্ বার্ নমস্কার করি। ১৮।*

ইতি ঈশোপনিষৎ সমাপ্তা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মাকৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দানবীর শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয়

ও

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ।

কলিযুগের ধর্ম্মবক্তা শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি পরাশর কলিযুগের ধর্ম্মকথন কালে বলিয়াছেন,—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাচুর্দ্দানমেকং কলৌযুগে॥১॥২২॥

অর্থাৎ—"তপস্যাই সত্যযুগে পরমধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম, নির্দ্দিষ্ট।" আবার শাস্ত্রে নানাবিধ দানের ব্যবস্থা থাকিলেও অন্ন দানের অত্যন্ত প্রশংসা দেখা যায়। কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—

"তুরগ শত সহস্র গোগজানাং চ লক্ষং
কনকরজতপাত্রং মেদিনীং সাগরান্তাম্।
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দদ্যাৎ
নহি নহি সমমেতৈরন্নদানং প্রধানম্॥"

বর্ত্তমান তথা কথিত সভ্যতার যুগে যাহাই হউক, পূর্ব্বে এই পুণ্যময় দেশে গুণিগণের পূজা বেশ প্রচলিত ছিল। বীরের সম্মান সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি যুদ্ধবীর এবং কপিলশুক প্রভৃতি বিদ্বান্ ভারত বাসীর নিকট হইতে চিরকাল পূজা পাইতে ছেন। "রাজা অপেক্ষাও বিদ্বান্ অধিক আদরণীয়" এ কথা কেবল প্রাচীন ভারতেই প্রচলিত ছিল। তথাপি দেশে পণ্ডিত এবং যুদ্ধবীর অপেক্ষা দানবীর পূজ্যতর বলিয়া সম্মানিত হইতেন। নীতি শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"গৃহ্যন্তে পক্ষিপশবঃ পঠন্তি শুকসারিকাঃ।
দাতুং শক্নোতি যো বিত্তং সশূর সত্তপণ্ডিতঃ॥"

প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন ভারতের ন্যায় দান-বীরের দেশ দ্বিতীয় নাই। যে প্রাচীনকালে কার্ণেজী প্রভৃতির দেশ কেবলমাত্র পশুপক্ষী-সমাকুল গহন অরণ্যে ঘনাচ্ছন্ন ছিল, সেই কালেই ভারতবাসী জানিত—

"কর্ণস্ত্বচং শিবির্মাংসং জীবং জীমূতবাহনঃ।
দদৌ দধীচিরস্থীনি ন্যাস্তদেয়ং মহাত্মনাম্॥"

আজ হয় ত অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবককে এই শ্লোক-কথিত দানবীরগণের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নিরুত্তর হইবেন

---

৩৫২ পৃষ্ঠার ঈশোপনিষদের টীকা।

* উপনিষদের মত সদুপদেশপূর্ণ, জ্ঞানের গভীর তত্ত্বমীমাংসা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের সার পুস্তক আর নাই। উপনিষদের উপর কোন গ্রন্থই দেখা যায় না। সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম নিরূপণ ও আত্মজ্ঞান লাভ। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের আর পথ নাই। এই জগৎ ব্রহ্মময় এবং ইহা সেই একমাত্র পরব্রহ্মেরই সত্তা ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। এই পথে যাইতে হইলে প্রণব আশ্রয় করিতে হয়। উপনয়ন ব্যতীত প্রণবে অধিকার জন্মে না। আমার অজ্ঞান কায়স্থ-ভ্রাতাদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া উপনীত হউন, এবং প্রণবের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হউন। নতুবা এই অতীব দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া পশুবৎ প্রাণ ধারণে কোনই লাভ নাই। মানবের বিশেষত্ব আছে। অনুবাদকস্য।

কিন্তু এই সকল মহাপুরুষের আদর্শ সমগ্র মানবসমাজে দুর্ল্লভ। "শত্রুকেও ভালবাস," "কেহ কোর্ট্‌টী চাহিলে তাহাকে কামিজটী পর্য্যন্ত দিবে" প্রভৃতি যীশুখ্রীষ্টের উপদেশাবলী শুনিয়া আজ আমরা বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি,. কিন্তু কর্ণ কি অবস্থায় কাহাকে, কি নিমিত্ত নিজ "সহজকবজ" কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, অথবা সে কথা কেহ বলিতে আসিলে তাহা পৌরাণিকী উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিই! যাহা হইবার তাহা হইতেছে এবং গত বিষয়ের জন্য আক্ষেপ করা বৃথা! এখনও যে আমাদের দেশে দুই একটি প্রকৃত দানবীরের আবির্ভাব হইতেছে, তাহার জন্যই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে এখনও এই অধঃপতিত জাতিরজীবনেরআশা আছে,—আমাদের জাতীয়ত্ব মুমূর্ষু হইলেও মরে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্ণৌনগরের প্রসিদ্ধউকীল মহাত্মা মুন্সী কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর মহাশয় এইরূপ দানের এক উৎকৃষ্ট আদর্শ রাখিয়া স্বর্গত হইয়াছেন এবং চিরকালের জন্য সাধারণ ভাবে হিন্দুজাতির এবং বিশেষ ভাবে কায়স্থজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। অধুনা এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলিকাতা নগরের প্রবীন এবং সুপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার বঙ্গীয় কায়স্থ-কুল-কমল মহাত্মা শ্রীযুক্ত তারক নাথ পালিত দানের আর এক অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করিলেন। তিনি-উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সার্দ্ধ চৌদ্দলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, এই সুসংবাদ তাড়িত-সংবাদ ও সংবাদ পত্রের কল্যাণে পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে। এই দানের তুলনা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই; অন্ততঃ হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে এইরূপ দান আর কখনও হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে কায়স্থকুলাবতংস ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় জন্য একলক্ষ টাকা এবং বরেন্দ্র ভূমির অলঙ্কারস্বরূপবারেন্দ্র কায়স্থ-কুলতিলক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর মহোদয় পাবনা কলেজের উন্নতিকল্পে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পালিত মহাশয়ের দান প্রকৃত পক্ষেই রাজর্ষির দান। নীতিশাস্ত্রে অন্নদানের মহান্ মহিমা তারস্বরে কীর্ত্তিত হইলেও বিদ্যাদানের গৌরব

"সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।"

বাক্যের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে। বিদ্যাই বেদ, বিদ্যাই ব্রহ্ম,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প সকলই বেদ, সকলই বিদ্যা, সকলই ব্রহ্ম। শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয়ের এই দানকীর্ত্তি প্রকৃতই "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" থাকিবে। যাঁহারা নাম-যশের খাতিরে উপাধি প্রাপ্তির উৎসাহে অথবা লোক বিশেষের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত ধন দান করেন তাঁহারা রাজসিক দাতা, তাঁহাদিগের দান রাজস দান। আর এই যে পালিত মহাশয়ের দান ইহা সাত্ত্বিক দান। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥"

পালিত মহাশয়ের এই দানের প্রভাবে সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের এবং বিশেষতঃ বাঙ্গালী কায়স্থসমাজের সম্মান-সৌধ, সমস্ত সভ্যজগতে

অটল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল। বাঙ্গালী কায়স্থের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ শিলাময় অথবা লৌহময় কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা সহস্র গুণে দৃঢ়তর হইল। এই সাত্বিক দানের ফলে বিজ্ঞান দেবের যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে শতসহস্র ভক্ত নিজ ইষ্ট-দেবের সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া জগতের সুখ স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্য কত যে বর্দ্ধিত করিবে তাহার নিরূপণ কে করিবে? আমরা ভক্তি-ভরে এবং যুক্তকরে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, ইহলোকে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হউক এবং পরলোকে তাঁহার সাত্বিকী গতি লাভ হউক; কর্ণ, শিবি, দধীচি, জনক, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দানবীরগণ যে দিব্যলোক লাভ করিয়াছেন,—তাঁহারও সেই অনুত্তম-লোক লাভ হউক, আর তাঁহার পুত্রকন্যাগণ ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করুন।

এসম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্থ-দিগের নেতৃস্থানীয় মহোদয় দিগের নিকট একটী নিবেদন করিতে চাই। পালিত মহা-শয়ের দানের ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী যুবক জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমান ভাবে ভোগ করিবেন—ইহাই মনে হইতেছে। এই দানের ফলে আমাদের অর্থাৎ কায়স্থদিগের কি একটু অধিক দাবী নাই? স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ দিগের উপকারার্থ দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সমাজের মুকুট স্বরূপ দানবীর মহম্মদ মহশীন মহাশয় মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বহু লক্ষ মুদ্রার ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মুন্সী কালী প্রসাদ কায়স্থদিগের জন্য তাঁহার সর্বস্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আরও এই-রূপ কত কত মহাত্মা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ নিজ বিত্ত সম্প্রদান করিয়াছেন। আর কায়স্থকুলসম্ভূত দানবীর পালিত মহাশয়ের দানে আমরা অর্থাৎ কায়স্থ-গণ একটু বিশেষ ভাবে উপকৃত হইব না? আমি মফস্বলের মূর্খ ও দরিদ্র লোক,—কলিকাতার বড়লোকদিগের সকল সংবাদ জানিনা,—কিন্তু আমার মনে হয়, শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয়ের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, কায়স্থ বলিয়া তিনি আপনাকে পরিচিত করিতে চাহেন না,—এরূপ হইতেইপারে না। তিনি যে অতুলনীয় প্রতিভাবলে ব্যবহার শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া সেই অধীত শাস্ত্র-জ্ঞান প্রভাবে রাজোচিত ধনসম্পদ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন,—সেই প্রতিভা কি শ্রীচিত্র-গুপ্তবংশ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব হইত? ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের কার্য্যই বিচার,—এবং বিচার-শক্তি ও ব্যবহার শাস্ত্র জ্ঞান, তাঁহার বংশধর গণের সহসিদ্ধ এবং পৈত্রিক অধিকার। এই জ্ঞানানুশীলন এক পুরুষ দুই পুরুষ হয় নাই,—পালিত মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন বহু পুর্ব্বপুরুষের সাধনার ও পুণ্যের বলেই তাঁহাদের বংশে এরূপ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কায়স্থ-সমাজের উপযুক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে যদি দুই চারিজন ব্যক্তি একটু চেষ্টা করেন, তাহা-হইলে বঙ্গদেশীয় দরিদ্র মুসলমান বালকের ন্যায় দরিদ্র অথচ শিক্ষার্থী কায়স্থ বালক শিক্ষা লাভ করিবার অনেক সুবিধা পাইবে। এই সকল Endowment কেমন করিয়া কাজে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি

কিছুমাত্র ও জানিনা। সুতরাং আমার মত অর্ব্বাচীন ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ প্রস্তাব বা Scheme উপস্থিত করা অসম্ভব। তথাচ আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দাতার ইচ্ছানুসারে উচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন। মোহশীন ফণ্ড হইতে মুসলমান বালকগণ যে কিরূপ উপকৃত হইতেছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। তাহার ব্যবস্থা ত আমাদের দয়াবান্ গভর্ণমেণ্টই করিতেছেন। সুতরাং যদি পালিত মহাশয়, তাঁহার রাজোচিত দানের কিয়দংশ স্বজাতীয় (কায়স্থ) দরিদ্র (অথচ মেধাবী এবং যোগ্য) বালকদিগের উপকারার্থে ন্যস্ত করেন,—বিশ্ববিদ্যালয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। আমরা তাঁহার মত উদার বিশ্বপ্রেমিক দাতাকে সংকীর্ণ-চিত্ত অথবা সাম্প্রদায়িক হইতে অনুরোধ করিতেছি না। সূর্য্য চন্দ্রের আলোকের ন্যায়, মেঘের জলের ন্যায়, পবনদেবের বায়ুর ন্যায় তাঁহার এই মহাদান সর্ব্বপ্রকার জাতি ধর্ম্মও সম্প্রদায়ের বালক বালিকার উপজীব্য হউক,—তবে এই পৃথিবীতে স্থানবিশেষে যেমন সেই সূর্য্য চন্দ্রের আলোক, সেই মেঘবারি এবং সেই বায়ু অন্যস্থানাপেক্ষা কিছু অধিক মাত্রায় বিতরিত হয়,—তদ্রূপ তাঁহার এই মহাদানের ফলের অংশ আমরা তাঁহার জ্ঞাতি ও স্বজাতি অন্যসম্প্রদায়ের অপেক্ষায় কিছু অধিক পরিমাণে পাই ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। এরূপ প্রার্থনা অন্যায় আবদার কিনা তাহা শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয় নিজে এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকন্যাগণ বিবেচনা করুন। এরূপ প্রার্থনা সুযুক্তি সঙ্গত কিনা তাহা আমাদের কৃতবিদ্য এবং সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করুন। আমরা অক্ষম ব্যক্তি, সুতরাং কথা কহিয়াই খালাস।*

কায়স্থসমাজের কোন এক
শুভার্থী।

* আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে দানবীর পালিত মহোদয়কে কলিকাতানগরীতে একটী কায়স্থপাঠশালা সংস্থাপন জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। প্রয়াগে মুন্সী কালীপ্রসাদের কায়স্থপাঠশালার আদর্শে "কেবল দরিদ্র কায়স্থসন্তানের জন্য" এই পাঠশালা সংস্থাপিত হউক। ইহাতে দরিদ্র কায়স্থসন্তান বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন ও বাস করিতে পারিবেন। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে পালিত-মহোদয় আমাদের আশা পরিপূর্ণ করিবেন।

সম্পাদক।

নারীমাহাত্ম্য।

"——স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"
চণ্ডী

"যত্র নার্য্যস্তু নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।"
মনু

মা! একথা কি সত্য? সত্যই কি মা! জগতের নারী-বৃন্দ তোমার অংশ? বাস্তবিক কি মা! তুমিই রমণীয় রমণী মূর্ত্তিতে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বিরাজ করিতেছ?

যদি উহা মূলহীন ভিত্তিহীন অনৃত বাক্য মাত্র, তবে তোমার মাহাত্ম্য বর্ণন উপলক্ষে দেবগণ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তোমার গৌরবের কি বৃদ্ধি করিল?

অতি পূর্ব্বকাল হইতে যে চণ্ডী স্বস্ত্যয়নের জন্য নিরতিশয় সমাদরে গৃহে ২ পঠিত হইয়া থাকে, যে চণ্ডী মায়ের শুভাগমনে অতি ভক্তির সহিত সুললিত স্বরে দেবীর অগ্রে পূজা-গৃহে অধীত হয়—যে চণ্ডীর প্রত্যেক পংক্তি পীযূষ মিশ্রিত বলিয়া শ্রবণ কুহরে সুধা বর্ষণ করিয়া থাক, মায়ের কীর্ত্তি-কলাপ পূর্ণ সুধাময়ী সেই চণ্ডী সম্পূর্ণ অসত্য ভূমির উপর এত দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে?

অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্দেশে একটী প্রবাদ বচন ও জনশ্রুতি বাহনে চলিয়া আসিতেছে,—"যত নারী, তত গৌরী, যত জীব, তত শিব।" ঘরে ঘরে গৌরী-রূপিণী নারীকুল বিরাজ করিতেছেন তাহাতেই প্রত্যেক গৃহ দেবমন্দির, প্রত্যেক আবাস দেবাবাস, প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণ তীর্থক্ষেত্র। ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শশি-সেখরা ভগবতীর অংশ স্বরূপিণী রমণী-নিকর জগতে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া এই সসাগরা পৃথিবী আজিও কক্ষচ্যুত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হয় নাই, মাতঃ। পতিত-পাবনি। তোমাতে ও নারীতে কোন প্রভেদ নাই, এই বিশ্বাস আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। যে ভূখণ্ডে নারীর অপমান ও লাঞ্ছনা হইতেছে সেই ভূমিখণ্ড অহর্নিশি চিতানলে বিদগ্ধ হইতেছে। সর্ব্বদা তাহার উরসে রাবণের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে আর সেই ভূ খণ্ডের অধিবাসিগণ সেই নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত শ্মশানে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে।

এই যে শস্যশ্যামলা বিশাল বিটপী-ছায়া-সম্পন্না, সুশীতল সলিলা চন্দ্রিমা-কৌমুদী-বিধৌতা পবিত্র বঙ্গ-ভূমি আজি করাল কাল-কবলে প্রবেশ করিয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে, প্রতিক্ষণে পরপদতলে বিদলিত হইয়া অন্নভুক্ অলস কাপুরুষ সন্তানগণ প্রসব করিতেছে, ঘরে ঘরে অগ্রজ অনুজের মধ্যে পরস্পর কলহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া কুরুক্ষেত্র মহাহবের অভিনয় করিতেছে; বঙ্গের ঘরে ঘরে অশান্তি, জঞ্জাল-জালবিস্তার করিয়া শান্তিশিরে লগুড়াঘাত করিতেছে। সংক্ষেপে বলি বঙ্গদেশের এই চরম অধোগতির মূলে বঙ্গের নারী অবমাননা ও গঞ্জনা নিহিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশ যে আজি মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে দগ্ধ হইতেছে, রমণীনিকরই ইহার একটী গুপ্ত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যে দেশে উপস্যাদেবতার অংশস্বরূপিণী নারী কুলকে শৃঙ্খলাবদ্ধা-ক্রীতা কিঙ্করীর ন্যায় ব্যবহার করা হয় সেই দেশ যে আজিও জগতের পৃষ্ঠদেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

মনু বলিয়াছেন যে স্থানে বা গৃহে রমণী-গণ নিয়ত আনন্দে উৎফুল্লা প্রীতিপূর্ণ রক্তিম-বদনে হাসিতে হাসিতে জীবন অতিবাহন করিতেছেন, সেই স্থান বা গৃহ ত্রিদশ নিকরের চির কেলি নিকেতন। বস্তুপক্ষে একটু প্রণি-ধান করিলে দেখা যায় যে গৃহে রমণীগণ বিমল পুলকে নিয়ত নূতন সলিলপূর্ণা জলাশয় মধ্যে সন্তরণনিরত মরালকুলের

ন্যায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন সেই গৃহ মর্ত্ত্যে সুষমাসম্পন্ন মন্দারকুসুমে কুসুমিত নন্দনকাননের উপমেয়স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। স্বর্গ কোথায়? ত্রিদিব যেন অতি তুঙ্গ-প্রদেশ হইতে আপনি নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষ কমলা বিরাজিত ভবনস্থ সকলকে চুম্বন করিয়া কৃতার্থ হন। আর যে গৃহ কামিনীনিচয়ের পূতপাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত হয় নাই, অথবা যে গৃহে সীমন্তিনীগণ প্রতি মুহূর্ত্তে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া গ্রহণকালীয় চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন মুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; সেই গৃহ দ্বিতল প্রাসাদসম্পন্ন হইলেও আমার নয়নে "সাহারার" ন্যায় বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুক্ষেত্র কিম্বা মহাশ্মশানের তুল্য কেবল ধূম ও ভস্ম উদ্গীর্ণ করিতেছে বলিয়া প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ গৃহবাসী সব শবমাত্র, জীয়ন্তে মৃত বলিয়া উপলব্ধি হয়। বিষাদের কালিমাযুক্ত করাল ছায়ার কোলে তাহারা অবিরত জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিন তুষারাবৃত; কখনও লালাটঅম্বরে ময়ূখরাশি বিকীর্ণ করিতে দেখা যায় না। হে মাতৃস্বরূপা রমণি! আমি তোমাকে হৃদয়ের দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া প্রণাম করিতেছি। ইহা উপহাসের কথা নহে। তুমি কারুণ্যের সুশীতল নির্ঝরিণী, মায়ার চিরপ্রবাহিণী, দয়ার পূর্ণউৎস, স্নেহের অতলস্পর্শ পারাবার। তুমি সঞ্জীবনীসুধার চির পূর্ণভাণ্ডার! তোমার পাদদেশ হইতে শান্তি-তটিনী নিঃসৃত হইয়া গৃহক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া সন্নিকটস্থ প্রতিবেশীমণ্ডলের আবাসভূমি পরিপ্লুত করে। তুমি সংসার-মরুক্ষেত্রের সুশীতল ছায়াসম্পন্ন পাদপসম্বলিত মারবদ্বীপ, তুমি জীবনের আশা প্রদীপ। এই ঘোর বিজন অরণ্যে জলদ-পটলসমাযুক্ত ভয়ঙ্কর নিশীথিনী সমাগমে মানবের পথ প্রদর্শক। তুমি না থাকিলে পুরুষের জীবন সূর্য্য তোয়দ জালে আবৃত ও দামিনীকুলে পরিবৃত অম্বরস্থ হয়। তুমি না থাকিলে গৃহের কমলা অন্তর্দ্ধান হয়। অতএব হে শান্তি প্রদায়িনি জননি! তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করিতেছি।

তুমি মা! গৃহারণ্যে বিরাজ কর বলিয়া ইহা মনুষ্যের বাসযোগ্য নতুবা ইহা শ্বাপদ সংকুল গহন কানন মাত্র। যখন মধ্যাহ্ন ভাস্কর নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া গ্রীষ্মকালে ধরিত্রীকে বিদগ্ধ করিতে থাকে—যখন গৃহস্বামী স্বেদসিক্ত কলেবরে পরিশ্রান্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে উপনীত হয়, তখন তোমারই করুণবচনে অভিষিক্ত হইয়া শীতল মলয়ানিল অনুভব করিতে থাকে। তোমার সুশীতল স্নেহের ছায়ায় উপবেশন করিয়া হলধারী ও নৃপতিভোগ্য বিরাম উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হয়। তোমার স্পর্শে লৌহও কাঞ্চন হইয়া উঠে, কঠিন প্রস্তরখণ্ড মার্দ্দব হইয়া তরলময় হইয়া পড়ে। তুমি পরশমণি! তোমার পবিত্র স্পর্শে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত ও নবপল্লবে পল্লবিত হয়। মৃত পুষ্পবৃক্ষ পুনঃ কুসুমিত ও পাদপবিহীন ভূমিখণ্ড বিটপীপূর্ণ হয়। তুমি স্পর্শকরিলে নগণ্য নীরস ভূরুহ সুগন্ধ চন্দন তরুতে পরিণত হয়। কে বলে তুমি সামান্যা; একাধারে এত গুণ আর কিছুতেই সম্ভবে না।

তুমি মাতৃরূপে অরিষ্ট গৃহে মৃতসঞ্জীবনী সুধাপান করাইয়া সদ্যজাত শিশুর জীবন

রক্ষায়-নিরতা হও। তুমিই যৌবনে সচীবের কার্য্যে ব্রতী হইয়া সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিয়া থাক। তুমিই প্রৌঢ়ে ধনাধ্যক্ষ হইয়া সংসারে "বজেট" প্রস্তুত করতঃ স্বহস্তে ব্যয় করিয়া অল্প আয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাক। বার্দ্ধক্যে তুমিই আবার স্ত্রী, কন্যা, মাতৃরূপে ত্রিবিধমূর্ত্তিতে নানাবিধ রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উদরের সন্তুষ্টি সম্পাদনে ও নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত নিরত হও। অতএব হে বহুধামূর্ত্তি ধারিণি! আমি তোমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি। তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা আমার পূজা গ্রহণ কর।

হে দ্বিভুজে শবাসনে! তোমাকে নিরতিশয় ভক্তিসহকারে আহ্বান করিতেছি। আমার প্রণাম গ্রহণ কর। তুমি গৃহে গৃহে নৃমুণ্ডমালিনী বিমুক্ত কুন্তলা চণ্ডমুণ্ড বিমর্দ্দিনী দেবী। তুমি দ্বিভুজা হইয়াও কার্য্যের ব্যাপকতায় চতুর্ভুজা, দ্বিপাদ হইয়াও ক্ষিপ্রতায় অপদ পবন সম বেগবতী, দ্বিনেত্রা হইয়াও বহুলোচন সম্পন্না, শ্রবণ যুগল সম্পন্না হইয়াও সহস্র-কর্ণালঙ্কৃতা। তুমি রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণারূপে দর্ব্বীকরে অন্নবিতরণে নিয়ত সস্মিতাননা। তুমি সংসারে ক্রীতকিঙ্কর পত্নীর ন্যায় বাহিরের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাকুলা। তুমি ভাণ্ডারে দ্রব্যাদি সুশৃঙ্খলার সহিত রক্ষণে তৎপরা। তুমিই সংসাররূপ ক্ষুদ্র গভর্ণমেণ্টে Financial minister। যখন আবশ্যক হয় তুমি চারিহাতে সংসারের কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়াও তৃপ্ত হও না! অতিথির ও ভৃত্যাদির আহার শেষ না করিয়া তুমি কখন জলও গ্রহণ কর না। তোমারই একহস্তে শাণিত কৃপাণ উত্তোলিত রহিয়াছে। গৃহস্বামী পাছে পাপের আপাত মনোরম-মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া বিচরণ করেন সেই আশঙ্কায় তাহার দণ্ডবিধানার্থে অসি উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছ, অপর করে দানবের ছিন্নমুণ্ড। যদি মানবাকারে গৃহস্বামী প্রকৃত পক্ষেই দনুজ হইয়া উঠেন তবে তাহার মুণ্ড স্বকরে ছেদন করিয়া পাপের প্রকৃত দণ্ড বিধান করিয়া থাক। অপর দুইকরে বরাভয়। স্বামীর ঘোরতর বিপদের সময় অভয় দিয়া বরদিতে থাক। যখন ভয়ে ভীত গৃহস্বামীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়ে, তখন তুমিই তাহাকে অভয় ও বরদিয়া আশ্বস্ত কর। যখন পুরুষ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়ে, তখন তুমিই তাহাকে পদতলে ফেলিয়া যোগানন্দে মত্ত হইয়া তদুপরি দণ্ডায়মানা হও। পুরুষ তোমার পদতলে পড়িয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া মরিয়াও জীবিত হয় শব হইয়াও শিব হয়। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি। ভক্তবীর তুলসীদাস অতি স্ত্রৈণ ছিলেন। তিনি স্বভার্য্যার সঙ্গব্যতীত ক্ষণকাল তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্যকরিতে পারিতেন না। এই জন্য তুলসীদাসের উদ্বাহক্রিয়ার পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পিতার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও পিত্রালয়ে যাইতে পারেন নাই। একদা কার্য্যান্তরে তুলসী স্থানান্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গমন করেন। ইত্যবসরে তুলসীদাসের শ্বশুরবাটী হইতে তাঁহার স্ত্রীকে লইবার জন্য যান সহ লোক প্রেরিত হয়। তুলসীর জননী বহুবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবার আর প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া অগত্যা তুলসীর স্ত্রীকে

পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। তুলসী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় নীল-নীরদ-নীর পানের আশায় প্রত্যেক গৃহ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন! যখন তাহার আকাঙ্খিত বস্তু পাইলেন না তখন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে জানিতে পারিলেন তাহার সহধর্ম্মিণী পিত্রালয়ে গিয়াছেন। তুলসী আর বাক্যব্যয় না করিয়া শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে প্রাণের প্রেয়সীর নিকট উপস্থিত হইয়া মনোবেদনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। তখন কৃষ্ণকুন্তলা তুলসীপত্নী স্বীয় বল্লভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"লাজ না লাগৎ আপুকো ধৌয়ে আয়েহু সাথ
ধিক্ ধিক্ অয়সে প্রেমকো, কহো কহোঁ মৈ নাথ।
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তামো জৈসী প্রীতি
তৈসী জৌ শ্রীরামসহ, হোৎ ন তও ভবভীতি।

অর্থাৎ—তোমার ভালবাসায় ধিক্, অস্থিচর্ম্মময় আমার দেহের উপর তোমার এত প্রেম, কিন্তু এইরূপ প্রীতি ও ভালবাসা যদি সত্যসনাতন শ্রীরামচন্দ্রের উপর থাকিত তাহা হইলে তোমার ভবপারাবার উত্তীর্ণ হইবার আর ভয় থাকিত না। প্রাণপ্রতিমার সুধাময় মুখবিগলিত এই পীযূষবাণী শ্রবণ করিয়া তুলসী দাসের চৈতন্যের গুপ্তমন্দির অর্গলরহিত হইল—তাহার দ্বার উন্মুক্ত হইল। তুলসীর পুনর্জ্জন্ম হইল। চক্ষু বিকশিত হইল। তুলসী এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীভূমিতে উপনীত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি জগতের মধ্যে একটী সাধুশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন মা! তুমিই ত তুলসীর প্রকৃতগুরু। তোমারই বীজে প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। এইরূপ কবিবর শিহ্লনবৃত্তান্ত স্মরণ কর, দেখিবে তিনি যে সর্ব্বজন প্রশংসিত বৈরাগ্যের মহামন্ত্রস্বরূপ 'শান্তিশতক' বীণা বাজাইয়া অমর হইয়াছেন, তাহার মূল কারণ একটী অবিদ্যামুখ নিগলিত মর্ম্মন্তুদ বাক্যমাত্র, তাহারই কথায় কবির হৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নশ্বর সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব নিত্যানন্দে ভাসিয়া গেলেন, তাই বলিতেছি নারীতুল্যা গুরু জগতে অতি বিরল! নারীর প্রভাবে বিল্বমঙ্গলের ন্যায় কত জগাই মাধাই যে চৈতন্যের সমান হইয়া গিয়াছে, কত "ছল" যে পল হইয়া গিয়াছে, কত শাক্যসিংহ যে বুদ্ধ হইয়া গিয়াছে কত মুসা যে মোসেস্ হইয়া গিয়াছে কত যীশু যে ঈশ হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কেবল ধর্ম্মজগতে কেন? জ্ঞানারণ্যেও ঐ প্রকার দৃষ্টান্তের প্রচুরতা যথেষ্ট দেখিতে পাই। জগতের বড় বড় কৃতিসন্তানের জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কত নির্ব্বোধ, অলসসন্তান শুধু মাতৃগুণে উন্নতিশৈলের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে অনায়াসে আরোহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মাতৃগুণ বা দোষ সন্তানে যেমন অল্প সময়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, এমন সংসারে আর কাহারও দ্বারা সংঘটিত হয় না, উইলিয়ম জোন্সের, জর্জওয়াশিংটনের, ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের ইতিবৃত্ত পাঠে পাঠকগণ এ কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে বাল্যজীবনে সগুণ মাতৃমূর্ত্তি সন্তানে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভবিষ্যজীবন প্রকটিত হয়। কথিত আছে কবিকুলচূড়া-

মণি মহাকবি কালিদাস শারদাসুন্দরীর মর্ম্ম-চ্ছেদী শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। "অস্তিকশ্চিৎ বাক্ বিশেষঃ" কি শুভক্ষণেই পরিণয়রজনীতে কবির নবোঢ়া-স্ত্রীর রসনা হইতে নির্গলিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মূর্খ স্বামীর জ্ঞানপিপাসা সর্ব্বতোভাবে উপচিত হইয়াছিল। মাতঃ! তুমি প্রত্যক্ষ বীণাপাণি ব্যতীত আর কেহ নয়।

মাতঃ দ্বিভুজে! তুমিই জগদ্ধাত্রী, তুমি প্রত্যেক গৃহের—গৃহের কেন সমগ্রজগতের একমাত্র মাধ্যাকর্ষণীশক্তি। তুমি আছ তাহাতেই পরিবারস্থ সকলে স্নেহের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তোমাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া একত্রে বাস করিতে পারে। যে গৃহে তোমার অভাব সে গৃহের অধিবাসিগণ নাগা সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। তুমিই কখন মাতৃরূপে, কখন সহধর্ম্মিণীস্বরূপে, কখন কন্যারূপে পুরুষের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাক। তুমি জগদম্বার অংশ বলিয়াই মহাশক্তির শক্তি বিশেষ। তোমা হইতে শক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত পরিবারে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তুমিই একমাত্র শক্ত্যাধার তোমা হইতেই সর্ব্বশক্তি প্রবাহিত হইতেছে। এ জগতে শক্তিরই খেলা চলিতেছে। তুমি তাহার মূলে। হে শক্তিরূপিণি মহামায়ে! তোমার অনন্তশক্তি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগৎকে চৈতন্য করিতেছে। কে বলে তুমি সামান্যা? একই জল যেমন পাত্র-ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবহারে নিয়োজিত হয়—তুমিও ঠিক সেই-রূপ। তোমাকে প্রাণের সদর দ্বার খুলিয়া প্রণাম করিতেছি।

তুমি বাস্তবিক স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত। যখন তুমি নিঃস্বার্থভাবে রুগ্নের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দারুণ নিদাঘকালে কোমল কমল-কর-সঞ্চালনে ব্যজন করিয়া তাপের উপশম করিতে থাক—তখন তোমার বদনমণ্ডলে কি স্বর্গীয় অপরূপ জ্যোতিঃ প্রকটিত হয় তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তুমি যখন স্বকরে রোগীর বিষ্ঠামূত্র অনায়াসে বহন করিয়া দূরে নিক্ষেপ কর, তখন তোমাকে অন্যে যাহাই ভাবুক না কেন,—আমি কিন্তু দেবকন্যা বলিয়া মনে মনে নমস্কার করি। স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যার শুশ্রূষা ত সামান্য কথা—যখন তুমি বিদেশী আহত সৈনিকের পার্শ্বে বসিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ লেপন করিতে থাক, তখন তোমাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেন নারীমূর্ত্তিতে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছ বলিয়া প্রতীত হয়।

মা! তুমি যেমন পীযূষময়ী তেমনই আবার হলাহল উদ্গীরণ করিতেও কুণ্ঠিতা নহ। সাধু তুকারামের ভাগ্যে জীজাবাইরূপে তুমিই জুটিয়াছিলে, তাই তাহাকে কর্কশ-বাক্যরূপ উত্তপ্ত কটাহে ফেলিয়া নিয়ত বিদগ্ধ করিতে এবং সময় সময় আবশ্যক হইলে স্বামীর পৃষ্ঠদেশে ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিতেও সংকুচিতা হইতে না, কোন কোন সংসারে তুমি কমলা-মূর্ত্তিতে, কোন কোন সংসারে তুমি উগ্রচণ্ডী-মূর্ত্তিতে, কোন কোন সংসারে তুমি ছিন্নমস্তা-রূপে বিরাজ করিতেছ। মা! তুমি অনন্ত-মূর্ত্তিতে জগতে রহিয়াছ।

তোমার অপমান করা নিতান্ত দুষ্কার্য্য। মৈথিলীর অবমাননাহেতু স্বর্ণলঙ্কা ভস্মাবশেষ হইয়াছিল; যাজ্ঞসেনীর প্রতি অত্যাচারহেতু কুরুকুল সমূলে উন্মূলিত হইয়াছিল, স্পার্টা-মহিষী হেলেনার অপমানহেতু সমগ্র ট্রয়দেশ জগতের ইতিবৃত্ত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লুক্রেসিয়ার লজ্জাশীলতারপ্রতি অবৈধ আক্রমণহেতু রোমের রাজতন্ত্রপ্রণালী অকালে কালকবলে কবলিত হইয়াছিল। পুরাণ বল, ইতিহাস বল, জীবনী বল, সকলেই ঐ কথার একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে।

যে দেশে কুমারীপূজা আবহমানকাল হইতে অতি ভক্তির সহিত চলিয়া আসিতেছে সেই দেশে আজ ভাগ্যবিপ্লবে কুমারী পিতা মাতার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিতেছে। হায়! হায়! দেশের দুর্গতিভাবিলেও চক্ষু-স্থির হয়, প্রাণ স্তম্ভিত হয়; তালু শুষ্ক হয়, রসনা অসাড় হইয়া উঠে। বঙ্গের স্বার্থপর কুসন্তানের অর্থপিপাসায় আজি কুমারীপূজা ত দূরের কথা তাহাদিগকে সম্মার্জ্জনীহস্তে বিদায় করিতে পারিলে গৃহে শান্তি আইসে, বঙ্গদেশ! তোমাকে ধিক্! তুমি এক্ষণে এইরূপ কাপুরুষ নিশাচর-তুল্য সন্তান প্রসব করিতে বসিয়াছ। ধিক্ শিক্ষিত বঙ্গসন্তান! তোমাদের দীক্ষায় ধিক্। তোমাদের শিক্ষায় ধিক্। তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি পুস্তকের পত্রমাত্র গলাধঃকরণ করিয়াছ সত্য। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা শুক পক্ষীরন্যায় অনুমিত হয়। ঐরূপ শিক্ষা কর্ম্মনাশার অতলগর্ভে ফেলিয়া দাও।

মা! তোমাদের জন্যেই এখন বঙ্গে বিড়ম্বনার স্রোত অবিরত তর্ তর্ রবে ছুটিয়াছে। তোমরা যদি অর্থলোভী পিশাচ স্বামীবৃন্দকে এই মহাপাপময় পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া পুণ্যপথে আনিতে পার তবে দেশের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এইস্থানেই বিরতি অবলম্বন করিলাম। সম্পাদক মহাশয়! এবার এই পর্য্যন্ত। *

শ্রীসত্যব্রত গীতাধ্যায়ী।

* সত্যব্রত গীতাধ্যায়ী মহাশয়ের নারীমাহাত্ম্য প্রবন্ধটী সাময়িক ও বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার সম্যক্ উপযোগী। লেখকমহাশয় প্রবন্ধের অনেক স্থলে রূপক ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলে অতিশয়োক্তি বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। প্রবন্ধে অনেক চিন্তার বিষয় আছে। যে দেশে শক্তি-পূজা গৃহে গৃহে বিরাজিত, যে দেশের শত সহস্র রমণীগণ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া জীবন যৌবন পতিপ্রেম মহাযজ্ঞে জ্বলন্ত চিতায় আহুতি প্রদান করিয়াছে, যাহার পবিত্র মৃত্তিকায় ও পুতজলে সতীর দেহ ভস্মমিশ্রিত রহিয়াছে, সেই দেশের কুলললনাগণ সংপূজিতা না হইয়া যদি লাঞ্ছিতা, তাড়িতা ও উপেক্ষিতা হয়, তবে তাহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়? মনুর আদেশ "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনিয়াতি যত্নতঃ" আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে আমরা বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দেই কোথায়? এই শিক্ষা ও দীক্ষা সম্বন্ধে বহু মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ পাশ্চাত্য ভাবে আবার কেহ হিন্দুভাবে শিক্ষা দিতে চান। এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনার আবশ্যক। আমরা আশা করি, প্রতিভার লেখকগণ এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া একটী কঠিন রহস্যের মীমাংসা করিবেন। কি ভাবে শিক্ষা দিলে আমরা সীতা, সাবিত্রীর ন্যায় রমণীরত্ন বঙ্গে আবার পাইতে পারি, ইহাই উক্ত প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সম্পাদক।

কলিকাতায় কায়স্থসভা।

বিগত ২শরা অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে ৫ঘটিকার সময় কলিকাতা ২০নং কালিদাস সিংহের লেন, মৃজাপুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রমহাশয়ের ভবনে একটি ক্ষুদ্র কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। প্রায় শতাধিক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকেই প্রাচীন, বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ। শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী ও কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা কায়স্থসমাজে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভায় নিম্নলিখিত ৩টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম—বহুকাল আমাদের স্বর্গত পিতৃগণ ত্রিংশৎদিবসে অশৌচান্ত শ্রাদ্ধে জলপিণ্ড গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণ উপনীত কায়স্থগণ দ্বাদশদিনে শ্রাদ্ধ করিলে উহা পিতৃগণ গ্রহণ করিবেন কি না?

উত্তর—কতকগুলি মূর্খব্রাহ্মণ পুরোহিত কায়স্থোন্নতি স্থগিত রাখিবার উদ্দেশে নিরুপবীতী কায়স্থগণকে বলিয়া থাকেন দ্বাদশদিনে অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ করিলে উক্ত শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে। এই সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নারদপঞ্চরাত্রে ও বৃহন্নারদীয়পুরাণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটী পাওয়া যায়,—

উপনীত ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয় শুদ্ধতে তথা॥

অর্থাৎ উপবীতী কায়স্থগণ দ্বাদশদিনে ও অনুপবীতী কায়স্থগণ এক মাসে অশৌচান্ত হইবেন। এই বিধানানুসারেই বৌদ্ধবিপ্লবে যজ্ঞোপবীত হারাইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ও নিরুপবীতী কায়স্থগণ এবং বর্ত্তমানে উপনীত কায়স্থগণ ৩০ ও ১২ দিনে যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া-আসিতেছেন। উল্লিখিত ঋষিবাক্য কাহারও অন্যথা করিবার সাধ্য নাই। ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, মন্ত্রবলে দেবতার ন্যায় পিতৃগণ আকৃষ্ট হন। ইহা যদি মিথ্যা হয় তবে পরলোকগত সমস্ত তত্ত্বই মিথ্যা, কিন্তু অধুনা পরলোক সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হই-তেছে, এবং স্বর্গত আত্মাগণ যে প্রকারে সাধক-মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তাহাতে পারলৌকিকতত্ত্ব সকল মিথ্যা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। মন্ত্র-বলে আমরা যখন পিতৃগণকে আকৃষ্ট করি তখনই তাঁহারা উপস্থিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধায় প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। ৩০ দিনে যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণ ১২ দিনেও তদ্রূপ গ্রহণ করিবেন। তবে ইহার মধ্যে একটু রহস্য নিহিত আছে। জগতের অনাদিকাল হইতে পরলোকগত পিতৃগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে শুক্লা ও কৃষ্ণা-গতি প্রাপ্ত হইতেছেন। শুক্লাগতি দ্বারা অনাবৃত্তি ও কৃষ্ণাগতি দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়। আরোও মনে রাখিতে হইবে যে, পরলোক-গত পিতৃগণ তাঁহাদের অন্নময় ও প্রাণময় কোষ পৃথিবীতে পরিত্যাগ করিয়া মনোময়।

বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষে পরলোকে প্রস্থান করেন। গীতা বলিতেছেন,—

শরীরং যদবাপ্নোতি, যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈ তানি সংযাতি, বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥৮॥
১৫শ অধ্যায়।

অর্থাৎ—বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া গমন করে, সেই প্রকার জীবাত্মা যৎকালে শরীর হইতে বহির্গত হন, এবং যৎকালে অন্য শরীর প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি গ্রহণ করিয়া গমন করেন। মৃত্যুর পরে, শরীর হইতে আত্মার উৎক্রমণ এবং অন্য দেহ ধারণ এই দ্বিবিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়। জীবাত্মা শক্তিসমষ্টি, কোনও একটী আধার ভিন্ন ইহা তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব উৎক্রমণ করিয়া জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহ (Astral body) ধারণ করেন। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ, পরমাত্মার আধার এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেই জন্য নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের ধ্যান ধারণার অতীত! সগুণ ও সাকার ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র উপাস্য।

পরলোকগত আত্মা সূক্ষ্মদেহে ৬টী লোকে বিচরণ করেন, যথা—ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যং। যাঁহারা শুক্লাগতি প্রাপ্ত হইয়া দেবযানে প্রস্থান করেন তাঁহারা কর্ম্মানুসারে জন, তপঃও সত্যলোকে গমন করেন, তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাঁহাদের কামনাশূন্য পবিত্রাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে বিচরণ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। এই সকল পবিত্রাত্মার সহিত পৃথিবীর কোনও সংস্রব থাকে না। এবং তাঁহারা শ্রাদ্ধে অর্পিত জলপিণ্ডাদি গ্রহণ করেন না। কিন্তু এতাদৃশ আত্মা জগতে অতি বিরল। পক্ষান্তরে যাঁহারা কৃষ্ণাগতিতে পিতৃযানে প্রস্থান করেন, তাঁহারা কর্ম্মানুসারেভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ লোকে বিচরণ করিয়া, পুনরায় জন্মধারণ করেন, এবং যে পর্য্যন্ত জন্মধারণ না করেন, তাবৎকাল আমাদের প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে পাঠকগণ গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগের সহিত টীকার সাহায্যে পাঠ করিবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—বঙ্গীয় কায়স্থগণ উপবীতী হইলে, ভারতীয় ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহাদের সহিত আহার বিহার আদান প্রদান করিবেন কি না?

উত্তর—অবশ্য করিবেন। ভারতীয় ক্ষত্রিয়জাতি দ্বিধাকৃত হইয়া অসিধারী ও মসীধারী-নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। উভয়ই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা। মসীধারী ক্ষত্রিয়জাতি ভারতে "কায়স্থ"-নামে প্রসিদ্ধ। এই বিরাটজাতি ভারতে প্রায় এক কোটী। ইঁহারা পূর্ব্বে যাহাই থাকুন না কেন, বর্ত্তমানে সকলেই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ১২ ধারার অন্তর্গত। গত ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে ফৈজাবাদে যে কায়স্থসম্মিলন (Kayestha Conference) হয় তাহাতে কয়েকজন বঙ্গীয়কায়স্থ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রমুখ যোগদান করেন, উক্ত সম্মিলনে মিত্রমহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী ১৪ই ১৫ই ১৬ই পৌষ কলিকাতায় ভারতীয় কায়স্থজাতির একটি মহাসম্মিলন হইবে, আমরা আশা করি, বঙ্গীয় সমগ্র কায়স্থ উক্ত বিরাট সম্মিলনে যোগদান করিবেন।

তৃতীয় প্রশ্ন—বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন কি?

উত্তর—আজ ১০। ১২ বৎসর এই কায়স্থ-আন্দোলন বঙ্গে হইতেছে। কায়স্থপ্রচারকগণ বঙ্গের নানাস্থানে যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা গুরুগম্ভীরস্বরে প্রকাশ করিয়াছেন বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থান কলিকাতায় এই প্রকার প্রশ্ন আমরা আশা করি নাই। বক্তৃতাক্ষেত্রে এই প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ মনোযোগের সহিত কায়স্থসাহিত্য অধ্যয়ন ভিন্ন যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ে ধারণা করা যায় না। তথাপি উক্ত সভায় আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) বঙ্গীয়কায়স্থগণ সকলেই অবগত আছেন "কায়স্থ" পদবী জাতিবাচক। কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহাও বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ভারতে প্রায় ৯৫ লক্ষ কায়স্থ মধ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ কায়স্থ যাঁহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিহারে, উৎকলে, মধ্যভারতে ও দক্ষিণভারতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই গৃহীতোপবীত ও দ্বাদশদিন মাত্র অশৌচ প্রতিপালন করেন। বঙ্গদেশের প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ নিরুপবীত ছিলেন, কিন্তু আজ দশবর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে সকলেই ক্ষত্রিয়ের আচার পালন করিতে পারিতেছেন না। এইক্ষণ ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার হইতে কায়স্থজাতিকে যদি উদ্ধার করিতে চান ও সমগ্র কায়স্থজাতিকে একটী অখণ্ড বিরাট ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত করিতে চান, তবে সকল কায়স্থেরই উপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(খ) বঙ্গীয় কায়স্থজাতি বঙ্গের আদিমবাসী নহে, তাঁহারা উপনিবেশী, ৭টী সম্প্রদায়ে, নানা সময়ে, কায়স্থ রাজন্যগণের কৃপায় ভারতের নানাস্থান হইতে কায়স্থগণ সপরিবারে বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। আমাদের দায়াদগণ বর্ত্তমান সময়ে মধ্য ও উত্তর ও পূর্ব্বভারতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন অত্যন্ত অবশ্যক। আগামী পৌষ মাসে কলিকাতায় যে বিরাট কায়স্থসম্মিলন হইবেক তাহাতে বিশিষ্টভাবে যোগদান করিতে হইলে বঙ্গীয়কায়স্থের উপবীত গ্রহণ করা উচিত। কেন না ভারতীয় সমগ্র কায়স্থজাতি দ্বিজ ও দ্বিজাচারী। মিলনে আমাদের উদ্ধার ও বিচ্ছেদে আমাদের পতন (United we stand, divided we fall.) ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অধুনা প্রতিযোগিতার যুগে যদি কায়স্থজাতি বিরাট হইতে ইচ্ছা করেন, জগতের সম্মুখে কায়স্থজাতির মান, মর্য্যাদা ও সমৃদ্ধি, বজায় রাখিতে চান, তবে বঙ্গীয়কায়স্থজাতির কর্ত্তব্য যে, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণান্তর একটী অখণ্ড ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিণত হউন।

(গ) আমরা মনুর সন্তান এবং সেই জন্য আমরা মানব নামে প্রখ্যাত। মনুর অনুশাসন আমাদের পালন করিতেই হইবে। মনু বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥৪॥
১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ আর্য্যগণ দ্বিজাতি, ও অনার্য্য শূদ্র একজাতি, তাহাদের মধ্যে উপনয়ন নাই। বঙ্গীয়কায়স্থগণ আর্য্য দ্বিজাতি হইয়াও আজ প্রায় ৭০০ বৎসর বঙ্গে অনার্য্য শূদ্রের আচার গ্রহণ করিয়া সমাজে বাস করিতেছেন। কায়স্থগণ দাস-দাসী আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ৩০ দিনে শূদ্রের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন এবং ওঁ কারাদি বেদ ও বেদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী জঘন্য জাতির ন্যায় বাস করিতেছেন। ইহার ফলে কায়স্থজাতি অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী, স্বার্থত্যাগী, মহাত্মা অতি বিরল। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যদিও উপবীতের অপব্যবহারে, ঈশ্বরে অনাসক্ত সন্ধ্যা আহ্নিক বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ—তাহাদিগের পূর্ব্বের উচ্চস্থান হইতে অবনত হইয়াছে, তথাপি অজ্ঞ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণও শূদ্রজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের মধ্যে একতা যে পরিমাণে আজিও দৃষ্টিগোচর হয় তাহার শতাংশের একাংশও কায়স্থজাতির মধ্যে নাই। এক যজ্ঞোপবীতের বলেই কায়স্থজাতি সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন, এবং একাদশ বৎসরে উপনীত হইয়া কৌমার্য্য হইতে প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে শিক্ষা করিবেন; ইহাতে সমাজে ঈশ্বরভক্তি, শৌচ, আর্জ্জব, গুরুভক্তি, পরোপকার, শাস্ত্রাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ও আস্তিক্য অনুশীলিত হইয়া উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ প্রধাবিত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক কায়স্থগণ অর্থের চিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানাদি আহ্নিক বর্জ্জিত অবস্থায় চা পান করেন, প্রাতঃস্নান ঈশ্বরোপাসনা করা হয় না। উপবীতী হইয়া যদি যজ্ঞোপবীতের সম্মান রক্ষা করা হয়, তবে উক্ত সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া সমাজে একটী সংস্কার আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাতে উহার বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইবে। দিবা রাত্রি মধ্যে অন্ততঃ দুইবার ঈশ্বরোপাসনায় কি ফল তাহা সম্যক্ প্রকারে আমরা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। পাপ মলিনতা-পরিশূন্য, অপাপবিদ্ধ পরম পুরুষের চিন্তায় মানুষের মনও ক্রমে ক্রমে পাপমলিনতা শূন্য হইয়া সমাজে পাশবপ্রকৃতির স্থানে দেবপ্রকৃতি উপস্থিত হইবে। নিরুপবীতী কায়স্থমহাত্মাগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে এক যজ্ঞোপবীতের সাহায্যে কতদূর উন্নতি তাহাদের সমাজে হইতে পারে।

(ঘ) উপবীতী হইলে শাস্ত্রশিক্ষার পথ কায়স্থসমাজে অনায়াসলভ্য হইবে। কলিকতা, নবদ্বীপ, পূর্ব্ববঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী ও দ্রাবিড়ের চতুষ্পাঠী সকলে কায়স্থসন্তান অবলীলাক্রমে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে পারিবেন। কায়স্থসমাজে, শাস্ত্রে অজ্ঞতানিবন্ধন যে গুরুতর ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে।

(ঙ) পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত, প্রায়শঃ নিরীশ্বরবাদী কায়স্থগণ বলিয়া থাকেন যে বর্ণবিভাগ যৎকালে ভারত হইতে উঠিয়া যাইতেছে, তখন পৈতা লইয়া ক্ষত্রিয় হইয়া

আমাদের কি লাভ? প্রাচীনকাল হইতে যজ্ঞোপবীত আর্য্যজাতির চিহ্ন (Symbol) বলিয়া হিন্দুসমাজে একটী চিরনিবদ্ধ সংস্কার হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবে, মুসলমান ও বিজাতীয় দিগের তীব্র শাসনেও হিন্দুসমাজ হইতে এই সংস্কার তিরোহিত হয় ন্যই। আমি জিজ্ঞাসা করি,—যজ্ঞোপবীতের প্রাধান্য ভারত হইতে বিলুপ্ত করিতে কোন্ মহাত্মার সামর্থ্য আছে? আমার বিশ্বাস স্বয়ং ভগবানেরও সামর্থ্য নাই। বুদ্ধ চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিয়াও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই যজ্ঞোপবীত সমাদরের সহিত রক্ষা করিয়াছেন কেন না তাঁহারা জানিতেন—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।"

অর্থাৎ—পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া যজ্ঞোপবীতের আর একনাম "ব্রহ্মসূত্র" যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী হইবে, মনু বলিতেছেন—

"বাগদণ্ডোঽথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ—যাঁহার বুদ্ধি, বাক্, মন, ও দেহ সংযমে নিহিত তিনিই ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত তাঁহার পক্ষে সার্থক। যজ্ঞোপবীত প্রভাবে কায়স্থ সংযমীমহাপুরুষ হইতে পারিবেন।

(চ) কেহ কেহ বলিয়া থাকেন একেইত হিন্দুসমাজে একতা নাই, জাতি ও ধর্ম্মভেদে সমাজ বিশৃঙ্খল, তাহার উপর কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে অনৈক্যতা শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। পরিবর্ত্তন অবস্থায় (Transition stage) এই প্রকার বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পরিণামে অমৃত ফল প্রসব করিবে। যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি মধ্যে একটী অপূর্ব্ব মিলন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। পৌরাণিক যুগের ন্যায় এই তিনটী জাতির মধ্যে আহার বিহার আদান প্রদান সমস্তই হইবে। আধুনিক কায়স্থ বিদ্বেষী সংকীর্ণ চেতা ব্রাহ্মণসমাজ অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হইলে, তাহাদের বংশধরগণ মিলনের উপকারীতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখন উক্ত তিনটী আর্য্যজাতির একীভূত (Fusion) হইতে অধিক দিন লাগিবে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্ব্বে বঙ্গে চতুর্ব্বর্ণ ছিল না, "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী" মাত্র ছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। সমগ্র জাতিগুলি শূদ্র হইলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিবে, রঘুনন্দনীসমাজ এই ভাবে বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইক্ষণ যৎকালে শ্রীভগবানের কৃপায় চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ পুনরুত্থান করিতেছে, ও ব্রাহ্মণ বৈশ্যসমাজের প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে, তৎকালে কায়স্থসমাজ যদি উপবীতী না হন, তবে তাঁহাদিগকে উক্ত সমাজদ্বয়ের নিম্নস্তরে জঘন্য শূদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেই হইবে। একটী মহা সম্মানিত জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক গ্লানিকর কি হইতে পারে? যে সকল কায়স্থ মনে করেন যে জাতি বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইবেক, বর্ত্তমান সময় হইতে উক্ত তিরোধানের যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দশা কি হইবে তাহা তাঁহাবা যেন একবার চিন্তা করিয়া দেখেন।

রাত্রি আন্দাজ ৮॥ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গহয়। এই সভার উদ্যোগকর্ত্তা শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন দেববর্ম্মা ও গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা আশা করি৷ মিত্রজমহাশয় প্রমুখ অনেক কায়স্থসন্তান সত্বর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বংশগত কৌলিন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। কুলীনমহাত্মদিগের নবগুণের মধ্যে "আচার" সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ গুণ। এই আচার অর্থে বৈদিকআচার অর্থাৎ উপনয়ন। উপনয়ন অভাবে মিত্রমহাশয় তাহার কৌলিন্য কি প্রকারে রক্ষা করিবেন? আশা করি, মিত্রমহাশয়ের ন্যায় প্রবীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত বাক্যাবলী বিশেষভাবে প্রণিধান করিবেন ইতি।

সম্পাদক।

দুর্গোৎসবে বলি-বিচার।

বঙ্গের জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসব। ইহার সূচনায় বঙ্গবাসীর হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। সুতরাং বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে এই উৎসবের নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। আজ কাল একশ্রেণীর লেখকের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা এই মহোৎসবে পশু বলি অবৈধ বলিয়া স্থির করিতেছেন। আমাদের একজন কায়স্থ লেখকও কায়স্থজাতিকে মৎস্য মাংস পরিভ্রষ্ট একশ্রেণীর অপূর্ব্ব ক্ষত্রিয় করিয়া তুলিতে চাহেন। আমরা এই লেখকের কোন কথার উত্তর দিতে সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না। বরিশালের শ্রদ্ধাস্পদ উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল মহাশয়ের "দুর্গোৎসবে বলির বিচার" নামক অতি সুলিখিত পুস্তকের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিব। তাহাতেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়জাতির পশুবধে ও মৎস্যাহারে বিরত থাকা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয়ে পাঠকেরা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"দুর্গোৎসবে বলির বিচার" মাত্র ৬৭ পৃষ্ঠায় ৵০ আনা মূল্যের ক্ষুদ্র পুস্তিকা। আমি ইহার আদ্যন্ত অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার কেবল শুষ্ক দার্শনিক নহেন। অনেক লেখক আছেন, তর্কই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; তর্কলব্ধ বিশুদ্ধ সত্যগ্রহণে প্রবৃত্তি দেখা যায় না, অনুসরণ ত দূরের কথা। কায়স্থলেখকের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক কম নহেন। তাঁহাদিগকে আমরা চন্দ্রকান্তবাবুর পদানুসরণ করিতে বলি। তাঁহার মন ও হৃদয় তুল্যভাবে নৃত্য করে, সুতরাং অনুষ্ঠানের জন্য ধ্যানস্তিমিতলোচনে বসিয়া থাকিতে হয় না। তিনি দুর্গোৎসবে বলি অবৈধ স্থির করিয়া তাঁহার নিজের গৃহে মহিষ-বলি উঠাইয়া দিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে তাঁহার গৃহ পণ্ডিত-পূর্ণ! তাঁহারা তাঁহার মতের বিরোধী; এমত অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু চিন্তাপ্রণালীর অন্তর্গত থাকিয়া তিনি অবিলম্বে মহিষ-বলি উঠাইয়া দিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক বলের যথেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহার ছায়া পড়িয়া পুস্তকখানি আগ্রহাতিশয্যে আরও রমণীয় হইয়াছে।

তবে তাঁহার মতেরসহিত আমরা সম্পূর্ণ এক হইতে পারিতেছি না। তাঁহার পুস্তক পড়িয়াই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে তিনি যেন সর্ব্ব-প্রকার জীববলির বিরুদ্ধ, মহিষ বলির একান্তই বিরুদ্ধ। আমরা কিন্তু বলিপ্রথার এতদূর বিরুদ্ধ নহি। কেন নহি তাহার কারণ দেখাইতেছি।

প্রথম। হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতিমূলক। এই শ্রুতিই বেদের মন্ত্রাংশ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঋগ্বেদই শ্রুতি। কেন না, বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ যে সময়ে রচিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে অক্ষরের ও লিপিকার্য্য প্রচলিত হইয়াছিল, সুতরাং ঋক্‌গুলি যে অর্থে শ্রুতি, ব্রাহ্মণো-পনিষৎ সেই, অর্থে শ্রুতি নহে। মোক্ষমূলর ও ঠিক এই কথাই বলেন;—

The only important, the only real Veda is the Rikveda" Chips from a German work shop Vol 1 page 8.

এই শ্রুতি বা ঋগ্বেদ মধ্যে প্রায় সকল ঋষিবংশেরই এক একটি আপ্রীসুক্ত আছে। আপ্রীসুক্তগুলি অগ্নির বিভিন্ন রূপের স্তব মাত্র। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৩ সুক্তের দ্বাদশ ঋকে দ্বাদশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে। যথা (১) সুসমিদ্ধ-(২) তনূনপাৎ (৩) নরাশংস (৪) ইল (৫) বর্হিঃ (৬)দেবীদ্বার (৭) নক্তোষসৌ (৮) দেব্যোহোতারৌ (৯) ইহাসরস্বতীমহী (১০) ত্বষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) স্বাহা।

বিশ্বামিত্রদিগের আপ্রীসুক্ত হইতে আমি এখানে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,
প্রসর্পিত তেজে ধন দাওদয়া করে
দেবগণে দেব! যজ্ঞে কর উপস্থিত,
যজ সখীগণে সখা সানন্দ অন্তরে। ১
প্রতিদিন তিন তিন বারেতে যাঁহার
মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,
সে অগ্নি তনূনপাৎ উদক আধার,
মধুমন্ত করুন এ যজ্ঞ ঘৃত যুক্ত। ২
সর্ব্বজন প্রিয়স্তবে ডাকহ হোতায়,
বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,
ইল হেন প্রত্যুদ্গম করুন তাঁহায়,
করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত। ৩
তোমাদের জন্য যজ্ঞে কৃতউর্দ্ধপথ,
শুচিহব্য উর্দ্ধদিকে হতেছে প্রস্থিত,
হোতা বসে নাভিদেশে, তাঁর দীপ্তি কত,
দেবব্যাপ্ত বর্হি মোরা করিব বিস্তৃত। ৪
ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্বপ্রীতি দাতা,
সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন,
দেবীদ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞে জাতা
দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা কর আগমন। ৫

বেদসংহিতা ১ম ভাগ ৪৪ পৃষ্ঠা
৩। ৪ সুক্ত। (ক)

(ক) বেদজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মাকৃত বেদ-সংহিতা প্রথম ভাগ। সম্পাদক।

এই পাঁচটিঋকে উপরোক্ত দ্বাদশ প্রকার আপ্রীদেবতার মধ্যে পাঁচ-প্রকার দেবতার স্তব করা হইয়াছে। (১) সমিৎ (২) তনূন-পাদ (৩) ইল (৪) হোতা (৫) দেবীদ্বার অন্যান্য ঋক্ গুলি উদ্ধৃত করিলে, অন্যান্য আপ্রীদেবতার বর্ণনা করা যাইত। বাহুল্য ভয়ে তাহা করা হইল না।

এক্ষণে বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা এই যে, এই আপ্রীসুক্ত গুলি পশু-যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। অগ্নির এই দ্বাদশ প্রকার অবস্থাকে, ঋষিগণ পশুবধ পূর্ব্বক তদ্বারা হব্য সমাংস করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। বিশেষতঃ এই আপ্রী-দেবতার বিভিন্ন রূপ অবলোকন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের নিরসন সময়ে যখন মূর্ত্তি পূজা প্রাবল্য লাভ করিতেছিল, তখন হইতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা দশমহাবিদ্যার কল্পনা করিয়া তান্ত্রিক উপাসনা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন। দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি বিবরণে পাঠকেরা নানাবিধ প্রণালী (Theory) অবশ্য অবগত আছেন। একশ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতেরা ইহাকে ডারউইন থিওরীর অন্তর্গত ও মনে করেন কিন্তু আমরা হিন্দুর কোন বিশিষ্ট আচার ব্যবহার, বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইলেও, শ্রুতিমূল হইতে স্খলিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। এজন্য আমরা কালী দুর্গা প্রভৃতি অধুনিক উপাস্য দেবতাগণের অর্চ্চনা আপ্রীদেবতার ভাবান্তর বলিয়াই মনে করি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশ্য আমাদের মত এত মন্ত্রবাহ্য সমালোচক নহেন। পূজাপদ্ধতি গ্রন্থে তাঁহার যথেষ্ঠ প্রবেশ আছে, আলোচ্য পাঠেই তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি এই মন্ত্র-গুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন যে সরস্বতীপূজার মূলমন্ত্র মধ্যে সরস্বতীকে যেরূপ আপ্‌দেবতা বলা হইয়াছে, সেইরূপ কালীপূজায় মূলমন্ত্রমধ্যে কালীকেও অগ্নিদেবতা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সরস্বতী মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে যেমন কেহ নদীদেবতা মনে করিতে পারে না, সেইরূপ কালীমূর্ত্তি দেখিয়া কাহার ও মনে অগ্নিদেবতার ভাব উদয় হয় না। অথচ এই দুই দেবতার মূলমন্ত্র মধ্যে ইঁহারা উভয়েই সেই বৈদিক নদী ও আপ্রী দেবতারূপে হিন্দুর গৃহে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। দুর্গামূর্ত্তি এই কালীদেবীরই অন্যতম ভাব; সুতরাং দুর্গাপূজাও এইরূপ আপ্রীপূজা মাত্র; সুতরাং দুর্গা কালী প্রভৃতির পূজায় পশুবধ অকর্ত্তব্য ইহা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। আমরা যে সকল আচার ব্যবহার, অর্চ্চনা বা আরাধনা শ্রুতিবিগর্হিত মনে করি না তাহাই আমরা সমর্থন করি। এজন্য আমরা বিধবা বিবাহ সমর্থন করি, এজন্য আমরা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর জল চল সমর্থন করি এবং এইজন্য আমরা কালী দুর্গা প্রভৃতি আপ্রীদেবতার প্রীত্যর্থে পশু-বধ সমর্থন করি।

২। দুর্গাপূজার অন্তর্লীন এই বৈদিকভাব পরিত্যাগ করিলেও, দুর্গাপ্রতিমার প্রকাশ্য ভাব দৃষ্টে, আমরা জীব-বলি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। কেননা দুর্গাপ্রতিমা এদেশের মহামহিমান্বিতা ক্ষত্রশক্তিরই অভিব্যক্তি মাত্র। খ্রীষ্টশতাব্দী আরম্ভের কয়েক শত বৎসর পরে বঙ্গদেশে যখন প্রবলবেগে আর্য্যোপনিবেশ হইতেছিল এবং বঙ্গদেশের অনার্য্য জাতি সকল ক্রমশঃ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া বঙ্গের মিশ্রজনসংখ্যার প্রাধান্যের মূলভিত্তি স্থাপন

করিতেছিল, তখনই এই জাঁকাল আরাধনা কাব্যের সৃষ্টি। এই কাব্যে দুর্গা স্বয়ং মূল ক্ষত্রিয়শক্তি! তাঁহার দক্ষিণে ও বামে মসী-জীবী ক্ষত্রিয় গণ-পতি ও অসিজীবী ক্ষত্রিয় কার্ত্তিকেয়, এবং উভয় পার্শ্বে জ্ঞানদেবতা ও ধনদেবতা সরস্বতী ও লক্ষ্মী। শীর্ষদেশে ক্ষত্র প্রভাবের বীজস্বরূপ রুদ্রদেব। এতা-দৃশী ক্ষত্রিয়াণীর অর্চ্চনায় জীববধ প্রদর্শন কি অসঙ্গত কল্পনা?

ক্ষত্রশক্তির এই আরাধনাকে সাত্বিকীপূজা মনে করিয়া তাহাতে জীববলি নিষেধ করা আমরা গীতানুমোদিত ও বলিতে পারি না। গীতার সারধর্ম্ম এই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে সংহার-কার্য্য অনিবার্য্য, সুতরাং কুরুক্ষেত্রে যাইয়া সৈন্য সমাবেশ দর্শনকরতঃ অর্জ্জুন যখন সংহারকার্য্যে অপ্রস্তুত হইলেন, সাত্বিকীভাব তাঁহার ক্ষত্রধর্ম্মকে যখন সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহা অধর্ম্ম্য ও অযশস্কর মনে করিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্বধর্ম্মানুগত সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। যাঁহারা গীতোক্তধর্ম্ম অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারা এই ক্ষত্র-শক্তির অরাধনায় জাতিকে জীববধে বিরত করিতে চাহিবেন কি প্রকারে? পৃথিবীই জীবপূর্ণ! মানুষ প্রতিনিয়ত জীব-সংহার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এক পাত্র পানীয়ের সঙ্গে অসংখ্য জীব বিনষ্ট হইতেছে। ইহা যদি সত্য, তবে দেবপ্রীত্যর্থে ছাগ মেষ সংহারই নৃশংসতা মনে করা দৌর্ব্বল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩। ধর্ম্মাচরণ জাতীয় চরিত্রের প্রতি-বিম্ব মাত্র। যে জাতি যে সকল জীবের মাংস খায় সেই জাতি তাহাদের উপাস্যদেবের বা ঈশ্বরের নিকট সেই সকল জীব বলি দিয়া থাকে। আমরা বঙ্গবাসী মৎস্য-মাংস প্রিয়, আমাদের দেবতাগণের নিকট নৈবেদ্য সামিষ হওয়া অসঙ্গত হয় নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিগমতন্ত্রের পাদ্মোত্তর খণ্ডের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন দুর্গা স্বয়ংই বলিয়াছেন জীব-বলি নিষিদ্ধ।

মদর্থে শিবকুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনং।
আকোটি কল্পনিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥
যো মোহান্মনসৈদেহী হত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
একবিংশতি কৃত্বশ্চ তত্তদ্যোনিষু জায়তে॥
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্যাকুর্য্যাৎ শোণিতকর্দ্দমং।
সপচেন্নরকে তাবদ্যাবল্লোমাণি তস্য বৈ॥

বলিরবিচার—২৮পৃষ্ঠা।

দুর্গাপূজায় পশুবলি দিলে যে কেবল আকোটিকল্প নরকে বাস করিতে হইবে, কুম্ভীপাক নরক হইতে নিস্তার পাইতে হইবে না, একবিংশতি কৃত্ব পশুযোনি প্রাপ্ত হইবে এবং যাবৎ লোম সকল বিনষ্ঠ না হয়, তাবৎ নরকে পচিতে হইবে—এমত নহে! এরূপ বলিদাতার ইহকালের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইবে ইহাই পদ্মোত্তর প্রণেতার আদেশ।

স্বয়ং কামাশয়ো ভূত্বা যোঽজ্ঞানেন বিমোহিতঃ।
হন্যান্যান্ বিবিধান্‌জীবান্ কুর্য্যান্নাম শঙ্কর॥
তদ্রাজ্য বংশ সম্পত্তি জ্ঞাতিদারাদি সম্পদাং।
অচিরাদ্বৈ ভবেন্নাসো মৃতঃ স নরকং ব্রজেৎ॥

বলিরবিচার—২৯ পৃষ্ঠায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি কামাশয় হইয়া দুর্গাকে জীববলি প্রদান করিবে তাহার যে কেবল

পূর্ব্বোক্তরূপ নরকবাস হইবে এমত নহে, তাহার রাজ্য, বংশ, সম্পত্তি, জ্ঞাতি, দারা, ও সম্পত্তি সকলই অতি সত্বর নষ্ট হইবে।

যাঁহারা এতাদৃশী অভিসম্পাতময়ী-বাক্ গুলিকে ঈশ্বরীয় বাক্ মনে করিতে পারেন, কেন না ইহা ঈশ্বরী দুর্গার মুখ হইতে বিনিঃসৃত বলিয়া লিখিত, তাঁহারা নিম্নলিখিত কোরাণ-বাক্যগুলি ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না কেন?

বিরুদ্ধাচারীর জন্য নরক তখন,
প্রতীক্ষা করিবে মুখ করিয়া ব্যাদান;
নরক তাহার মাত্র আশ্রয়ের স্থল,
যুগযুগান্তর তাহে রহিবে কেবল;
সেখানে শীতল বলি কিছু মিলিবে না,
স্ফুট উষ্ণ জল ভিন্ন পানীয় পাবে না,
তবে পেতে পারে পূয় পানীয়স্বরূপ,
যেমন তাদের কর্ম্ম, ফল সেইরূপ॥

মৎকৃত ভাগবত কোরাণের হস্তলিপি
(পদ্যানুবাদ)

আমপারা, ৭৮ সুরা ২১—২৬ আয়ত।

ফলে বিরুদ্ধাচারীর প্রতি এতাদৃশ উক্তি, সকল ধর্ম্মেই আছে। হিন্দুধর্ম্মে যে উহা এত তীব্রতর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে এবং আমাদের একজন বিজ্ঞ, ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যে উহার সুবিধা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

ফলে শ্রুতিতে বিশেষতঃ ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে যে সকল সোম-স্তব আছে তাহা নিরামিষযজ্ঞেই ব্যবহৃত হইত, এজন্য শ্রুতিতে দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেরই সূত্রপাত দেখা যায়। (১) যজ্ঞে পশু-বধ (২) যজ্ঞে কেবল নিরামিষ সোমের ব্যবহার।

এই দ্বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ভাবই স্মৃতি-পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্য দিয়া উকি মারিতেছে। সুতরাং ইহার একতর ভাব গ্রহণ করিয়া অন্যতর ভাব সংহত করার চেষ্টা সমীচীন হয় নাই।

৪। তার পর নৃশংসতার কথা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি দেখাইতে পারেন, এই বলিদাতৃ হিন্দুগণ বলিবিরত হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিকতর-নৃশংস হইয়া উঠিয়াছেন? যে সকল হিন্দুর গৃহে অনবরত কালী, দুর্গা, মনসা, প্রভৃতি পূজায় ছাগবলি হইতেছে, সেই সকল গৃহের নরনারী দয়া, দাক্ষিণ্য ও অন্যান্য কমণীয়গুণে বলিবিরত হিন্দুগণ অপেক্ষা কি নিকৃষ্ট? আমরা যতদূর জানি একজন জৈন (মাড়োয়ারী) যিনি জীবসংহার ভয়ে রাত্রে আহার করেন না তিনি চারিটি পয়সার জন্য দাইকের উপর যেরূপ নিষ্ঠুর কর্কশ ব্যবহার করিতে পারেন, একজন শতবলিদাতার হৃদয়ে সেরূপ বদ্ধমূল নির্দ্দয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং বলি বন্ধ করিলে যে আমাদের ক্ষমা, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি সাত্বিকীগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না।

জগতে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের সাপক্ষে এমন সুন্দর উপদেশ আর নাই।

অবশ্যই শুনিয়াছ প্রবাদ এমন।
দন্তের জন্যেতে দন্ত নয়নে নয়ন॥
যদি কেহ দন্ত তব করে উৎপাটিত।
উৎপাটিয়া দন্ত তারে করহ দণ্ডিত॥
যদি কেহ নষ্ট করে নয়ন তোমার।

বিনষ্ট করহ তুমি নয়ন তাহার॥
কিন্তু আমি বলিতেছি শুন কথা সার।
অপকারে অপকার নহে প্রতিকার॥
বরঞ্চ দক্ষিণগণ্ডে মারিলে চাপড়।
ফিরাও তাহার দিকে গণ্ডটি অপর॥
বিচারে যদ্যপি কেহ কোট তব হরে।
চোগাটি খুলিয়া দাও তাহার উপরে॥

পুনশ্চঃ—

শুনিয়াছ অবশ্যই এ উক্তি বিশেষ।
পারাবাসী প্রতি প্রেম, শত্রু প্রতিদ্বেষ॥
কিন্তু মম বাক্য শুন, না কর এমন।
শত্রুকেও দাও গিয়া প্রেম আলিঙ্গন॥
তোমাদিগের যাহারা করয়ে উৎপীড়ন॥
তোমরা তাদের জন্য করহ প্রার্থন।
মৎকৃত খ্রীষ্ট-পুরাণ মথি ২৬।২৭ পৃষ্ঠা।

এমন যে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধ এবং ক্ষমা ও দয়ার প্রবর্ত্তক খ্রীষ্টীয় গস্পেল, তাহাতেও প্রয়োজন মত বধ-কার্য্যের ইঙ্গিত আছে,—

আসিয়াছি ভবে আমি শান্তি বিতরিতে।
এমন কথাকে স্থান নাহি দাও চিতে॥
শান্তির প্রদান জন্য আমি আসি নাই।
খড়্গা দিতে আসিয়াছি খড়্গা দিয়া যাই॥

পক্ষান্তরে যে মোহম্মদ স্বয়ং অনেক ধর্ম্মযুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বধকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তদ্দ্বারা প্রকাশিত কোরাণেও দয়া ও ক্ষমার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তিনি আরবদিগের মধ্যে কন্যাবধ প্রথা উঠাইয়া দেন এবং জীবিত উষ্ট্রের রক্ত হইতে মসোয়দ্দ্ (moswadd) নামক যে খাদ্য তৈয়ার হইত তাহা অবৈধ বলিয়া আদেশ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবহিংসা নিষেধ বলিয়া বোধ হয় না। হীন জাতিদিগের প্রতি ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির যে হিংসা বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্ব্বে অসহনীয় মাত্রায় প্রবল হইয়াছিল, সেইরূপ হিংসা নিষেধ করাই বুদ্ধদেবের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এমন কি সম্রাট্ অশোক যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন, তাহা কি জীবহিংসা ব্যতীত ঘটিয়াছিল? জাপানীরা রুষদিগের সঙ্গে যুদ্ধকালে কোন এক পর্ব্বতের উপরিস্থ রুষ সৈন্য আক্রমণ করিতে গিয়া যখন দেখিল পর্ব্বতারোহণের পথে এমন এক বৃহৎ খাদ রহিয়াছে যে তাহা রাত্রিকালে পুল দিয়া পার-যোগ্য করা কঠিন, তখন সহস্র সহস্র জাপ সৈন্য বলিয়া উঠিল "আমাদিগকে বধ করিয়া এই গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দাও।" অবিলম্বে সেইরূপই করা হইল। হতজাপ্‌দিগের দেহ দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ হইল, অপরাপর সৈন্যেরা তাহার উপর দিয়া সচ্ছন্দে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। নিরীহ জাপসৈন্যদিগের এই আত্ম-বলিই রুষ পরাজয় ও জাপানিদিগের মুক্তির কারণ, কেন না সেই রাত্রির যুদ্ধে যদি জাপানিরা পরাজিত হইত, তাহারা যদি এইরূপে পর্ব্বতারোহণ করিতে না পারিত, তাহাদের আর নিস্তার ছিল না। এই যুদ্ধের পরই কুরুপাট্‌কীন সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন এবং জাপদিগের বিজয়, সন্দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিষ্কারভাবে জগতের চক্ষে প্রতিভাত হয়। ইহা নিরীহ জীববলির-ই ফল।

জাতীয় চরিত্রে এতাদৃশ আত্ম-বলি নিষ্ঠুরতা নহে। ইহা ত্যাগের পরম দৃষ্টান্ত।

জাতীয় উপাসনা পদ্ধতি, সর্ব্ব জাতির মধ্যেই, এতাদৃশ জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলিত ক্রিয়া। সুতরাং উপাসনাতত্ত্বের মধ্যে বলির ব্যবস্থা, জীবনরক্ষার এক প্রধান উপায়। এজন্য আমরা বঙ্গবাসীর এই জাতীয় মহোৎসবে বলি নিষেধ করিতে পারি না। দুর্গাপূজা, কালী-পূজা প্রভৃতিতে ছাগ, মেষ প্রভৃতি নিরীহ জীবনের বলি নিষ্ঠুরতা বলিয়া পরিত্যজ নহে।

নির্দ্দোষ ও পবিত্র জীবই ঈশ্বর বা ঐশী শক্তির প্রীতি সম্পাদনের উপযুক্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবেচিত হইয়া আসি-তেছে। এজন্যই পরম পবিত্র পুরুষই যজ্ঞীয় পশুস্থানে নারায়ণ ঋষি দ্বারা হত কল্পিত হইয়া যজ্ঞে প্রদত্ত হইয়াছিলেন এবং সেই নারায়ণ ঋষির সেই যজ্ঞের স্তবগুলিই পুরুষ-সূক্ত নামে খ্যাত। কায়স্থ আন্দোলনকারীরা অবশ্যই এইসূক্তের বিষয় অবগত আছেন, তাহার মূল অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধিকরা প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। দেবপ্রীত্যর্থে পবিত্র আত্মার হত্যা অতি প্রাচীন হিন্দুনীতি। কেবল হিন্দুনীতি নহে ইহা অতিশয় প্রাচীন যিহুদিনীতিও বটে। এজন্য জিরু-জীলামে যজ্ঞবেদি সম্মুখে নিরীহ Pascal lamb বলি দেওয়ার প্রথা দৃষ্ট হইত। মানবজীবনে এইরূপ পবিত্র আত্ম-বলি প্রদান করিয়া যীশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রিয়পুত্রত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার পবিত্র রক্তপাত পাশ্চাত্য জগতে, এমন কি সমস্ত জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের নিকট (৫৬ কোটি লোকের নিকট) মোক্ষের কারণ হইয়াছে।

হিন্দু জগতেও ঐরূপ ছাগমেষাদি নির্দ্দোষ জীবের বলি দেবপ্রীতির চরমদৃষ্টান্ত ছিল ও এক্ষণও আছে। ইহার প্রতিফলিত ভাব আসিয়া হিন্দুজীবনে উপস্থিত হইলে, অনেক ক্ষত্রিয় পবিত্রজীবন আত্মোৎসর্গ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বর্গের পথে আরোহণ করিতে পারে। এজন্য আমরা দুর্গোৎসবস্বরূপ জাতীয় মহোৎসবে ক্ষত্রশক্তির আরাধনায় পবিত্র জীবন ছাগ-শিশুর বলির দৃষ্টান্ত লুপ্ত হইতে দেখিলে বুঝিব দেশের আরাধনাতত্ত্বে আর জীবন্তভাব নাই। জাতীয়তারূপিণী মহদ্দেবতার সম্মুখে আত্মোৎসর্গের পবিত্র প্রয়োজন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

তবে আমরা মহিষবলির তেমন পক্ষপাতী নহি। মহিষ গোজাতীয় পশু; ইহার আকৃতি প্রকৃতি ও উপকারিতা প্রায় গরুর তুল্য। মহিষের মাংসও এক্ষণে এ দেশের কোন লোক খায় না। হইতে পারে, এমন এক সময় ছিল যখন বঙ্গবাসীরা মহিষ-মাংস আহার করিত, তখন তাহাদিগকে এই জাতীয় মহাপূজায় লিপ্ত করিবার জন্য মহিষ-বলি ব্যবহার হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার একেবারেই প্রয়োজনাভাব, এজন্য মহিষবলি রহিত হইলে ভাল হয়। আমরা ও আমাদের দুর্গোৎসবে মহিষবলি দিতাম, তাহা অনেক দিন হইল উঠাইয়া দিয়াছি।*

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

---

* এই প্রবন্ধের কতকাংশ বরিশালের "কাশীপুর-নিবাসী" সাপ্তাহিকপত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া, এই প্রবন্ধের অন্তর্গত হইল।

লেখক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বেদজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সর-কার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পূজোপলক্ষে পশু-বলির সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা একমত হইতে

পারিলাম না। তাঁহার হেতুবাদগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধানএই যে উহা শ্রুতিমূলক। অগ্নিদেবতার উপাসনায় যে পশুবলির বিধান ঋগ্বেদে ছিল তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান্, পণ্ডিতপ্রবর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আপ্রীদেবতার স্তবের মধ্যে আছে,—

"তোমাদের জন্য যজ্ঞে, কৃত উর্দ্ধ পথ।
শুচিহব্য উর্দ্ধদিকে, হ'তেছে প্রস্থিত॥"

সমগ্র পশুদেহ হবনকরতঃ আকাশে প্রস্থিত ধূম দ্বারা মেঘমালার সঞ্চার ও মেঘমুক্ত বারিধারায় পৃথিবীকে শস্যশালিনী করাই, উক্ত পশুযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমানে ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড দ্বারা হোম করা হয়, পশুদেহটী যজ্ঞকর্ত্তার জঠরানলে হবন হয়। একটী ছাগশিশুর দেহ হবন করিতে, হবনায়ুঃ অন্ততঃ একমণ হবিঃ প্রার্থনা করেন। যদি শ্রুতি অনুসারে পশুবলি দেওয়া হয়, তবে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য পালন করা উচিত।

২। বর্ত্তমানে কালীদুর্গার পূজা বেদোক্ত অগ্নিরূপের নামান্তর মাত্র, বন্ধুবরের পক্ষে ইহা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য হইবে! যাহা হউক উহা স্বীকার করিলেও সামিষ পূজা যে রাজসিক ও নিরামিষ পূজা যে সাত্ত্বিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবেক। শ্রীভগবান্ গীতায় ১৭শ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক ও রাজসিক যজ্ঞের তারতম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—ফলকামনাবর্জ্জিত যজ্ঞ দেশের সমাজের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত তাহাই সাত্ত্বিক, পক্ষান্তরে ফলকামনা করিয়া ধার্ম্মিকত্ব প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞ রাজসিক। মহাভারতে আছে,—

জপস্তু যাগধর্ম্মেভ্যঃ, পরমোধর্ম্ম উচ্যতে।
অহিংসয়াহি ভূতানাং, জপযজ্ঞ প্রবর্ত্ততে॥

হিংসা করিলেই পাপ হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

৩। পূজায় পশুবলি বর্জ্জন করা গীতানুমোদিত নহে। বন্ধুবরের এই কথা আমাদের নিকট ভ্রমসঙ্কুল বোধ হয়, ক্ষত্রিয়ের সংহার কার্য্য দেশকে অসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে, নির্দ্দোষ আশ্রয়হীন পশুকে বধ করিলে ক্ষত্রধর্ম্মের সার্থকতা হয় কি? আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তই বা ইহাতে কি প্রকার হয়, পশু ত আত্মোৎসর্গ করে না, পাশবিকবলের সাহায্যে তাহাকে বধ করা হয়। ছাগশিশুকে বলি না দিয়া, সিংহশাবককে বলি দিতে পারিলে, কতকটা ক্ষত্রত্ব হয় বটে।

৪। বেদ গুরুগম্ভীররবে ঘোষণা করিয়াছেন,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" দুর্গা কালী ক্ষত্রিয়শক্তির অভিব্যক্তি হইলেও তাঁহারা সর্ব্বজীবের মাতা বলিয়া পূজিতা। শাক্তগণ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাণ্ডময়ী, জগদম্বা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের সাম্যনয়নে মানুষ ও ছাগপশু সমান। ইংরেজ কবি গাহিয়াছেন—

"Who sees with an equal eye,
A hero perish or a sparrow fall"

সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলে মাতা কি কখনও সন্তুষ্ট হন? শ্রীভগবান্ জীবে দয়া যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও পর্ব্বতোপরি উপদেশে (Sermon on the Mount) নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ অধ্যায়ে গীতামৃতে বলিয়াছেন,—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।"

পশুগণের প্রতি হিংসা বর্জ্জিত হইলেই হইবে না, অদ্বেষ্টা তাহাদিগের মিত্র হইবেন, যেমন হস্তদ্বয় দেহের ও পক্ষ্মদ্বয় চক্ষুর মিত্র, অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় তাহাদিগের রক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ সাধক পশুদিগের প্রার্থনা ব্যতিরেকেও তাহাদিগের রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিবেন। কেবল রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকিলেও হইবে না, পশুদিগের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে। আমরা বন্ধুবর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণিগণের প্রতি এতাধিক করুণা খ্রীষ্টধর্ম্মের কোনও স্থানে লিখিত আছে কি?

খ্রীষ্ট বলিয়াছেন,—"অন্যের প্রতি সেই আচরণ করিবে, যাহা তুমি তাহার নিকট প্রত্যাশা কর।" ছাগশিশুকে যূপকাষ্ঠে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিবার আগে তোমার চিন্তা করা উচিত যে, তুমি কি উক্ত ছাগশিশুকর্ত্তৃক উক্ত প্রকারে নিহত হইতে চাও। যদি না চাও,

তবে তাহার প্রতি তোমার অত্যাচার করিবার কি অধিকার আছে? যে জাপ্‌সৈন্যের আত্মোৎসর্গের কথা বন্ধুবর লিখিয়াছেন তাহারা বৌদ্ধ, উপাসনায় জীব বধ করে না। কালী-দুর্গা পূজায় পশুবধ করিয়া যদি আত্মোৎসর্গ শিক্ষা করা যাইত, তবে আমাদের ন্যায় আত্মোৎসর্গ কেহই করিতে পারিত না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ শত সহস্র বৎসর যজ্ঞস্থান পশুরক্তে প্লাবিত করিয়াও আমরা স্বার্থের সুগভীর নরকে নিমজ্জিত। আমরা মনে করি, উপাসনাকালে পশুবধ গর্হিতকার্য্য ও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। আলোচিত প্রবন্ধে পণ্ডিতপ্রবরের পাণ্ডিত্য ও গবেষণা অতীব প্রশংসনীয়।

পূজাবকাশে বন্ধুবাড়ী।

এবার পূজাবকাশে আমার পুরাতন বন্ধু অটলবাবুর বাসস্থান শিবপুরগ্রামে কতিপয় দিবস অবস্থিত ছিলাম। শিবপুরগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের কোন জিলার বিখ্যাত ভদ্রপল্লী। ইতঃপূর্ব্বে ৩।৪ বার আমি তথায় গিয়াছি কিন্তু এ সময় নহে—অন্য সময়। শারদীয়া উৎসবে যোগদান করিবার জন্য এই প্রথম যাইতে হইয়াছিল। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের মহাপূজার ঘটা ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ মানসে বন্ধুর অনুরোধপত্রে আপ্যায়িত হইয়া উৎসুকচিত্তে বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। একথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে, পূর্ব্ববঙ্গের যে কোন স্থানে যাইতে হইলেই কলিকাতাবাসিদিগকে শিয়ালদহষ্টেসনে উপস্থিত হইতে হয়। আমিও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রাত্রি ৯টার সময় ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। যথাসময় গোয়ালন্দ মেলট্রেণের ঘণ্টা পড়িল, মধ্যমশ্রেণীর টিকিট লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে বংশীধ্বনিকরতঃ মৃদুগতিতে আরোহী-পূর্ণ গাড়ীসমূহ পুচ্ছদেশে সংলগ্নপূর্ব্বক অম্লান চিত্তে কুঞ্জরের ন্যায় ইঞ্জিনখানি প্লাটফরম ত্যাগ করিল। বেলেঘাটার পুল পার হইয়া শত হস্তীর বল ধারণ করিয়া হস্তী অপেক্ষা স্বীয় বলবত্তার পরিচয় দিবার জন্যই যেন হুহুশব্দে পথিক ও পল্লীবাসীদের ভীতিউৎপাদন পুরঃসর অবিরামগতি চলিতে লাগিল। পথিমধ্যে ক্লান্তিবোধ হওয়াতেই যেন স্থানে স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। সেই অবসরে কতকগুলি মানবনামধারী জীব এই সুবৃহৎ বৈজ্ঞানিক জীবের সংশ্রব ত্যাগ করিতেছিল, কতকগুলি ব্যস্ততার সহিত আশ্রয় লইতেছিল।

আমি বরাবর বেঞ্চে কম্বল পাতিয়া শায়িত ছিলাম কখন তন্দ্রাযুক্ত—কখন জাগরিত পর্য্যায় ক্রমে এই পরিবর্ত্তনেই কালক্ষেপ করিতেছিলাম। সবই পরিবর্ত্তিত হয়—কালের গর্ভে সবই মিশিয়া যায়। আমাদের গাড়ী আরোহণের ৯।০টার রজনীও ক্রমশঃ কালের সঙ্গে সুদৃঢ় মিলনে মিশিতে মিশিতে ভোর ৬টায় পরিণত হইল—পাখীর কাকলী দিবাগমের শুভবার্ত্তা দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিতেছিল। তখন বুঝিলাম সর্ব্বভুক্ কাল রজনীকে গ্রাস করিয়াছে অথবা রজনী স্বেচ্ছায় কালের সহিত মিশিয়া নিজের অস্তিত্ব অনাবশ্যকবোধে পৃথিবীবক্ষ হইতে সরাইয়া দিল! মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক

হইল, কাল কি এমনি করিয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংসকরে! এই আধঘণ্টা পূর্ব্বেও রজনীছিল আর আধঘণ্টাপরে তাহার চিহ্নও থাকিবে না। তরুণ অরুণের স্বর্ণপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া রজনীর মরণ ঘোষণা করিবে। আবার সান্ধ্য-তমসাচ্ছন্ন-ধরণী, দিবাকর-করজাল কাল যবনিকান্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়া দিবা-ভাগের নশ্বরত্ব প্রমাণিত করিবে। দিবা-রাত্রি, সরিৎসাগর, নরনারী, পশুপক্ষী, তরু লতা সকলি একদিন অনন্ত কাল-সমুদ্রে বিলুপ্ত হইবে—কালের ইহাই স্বভাব—জগতের ইহাই নিয়ম। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজীব অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ, কতকল্পনা কত আশা কত ভালবাসা কতদ্বেষ কতহিংসা হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছে কখনও যে আমার ধ্বংস হইবে মনে স্থানও দেই না। হায়! আমাকেও এই গত যামিনীর ন্যায় দৈহিক মানসিক বন্ধুবর্গেরসহ কালসাগরে ডুবিয়া নিজের আমিত্ব ভুলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ কত কি ভাবিতেছি ভাবনা তরঙ্গে হাবুডুবি খাইতেছি এমন সময়ে ট্রেণ হঠাৎ মৃদুগতি হইল।

সারারাত চলিয়া চলিয়া পরিশ্রান্তদেহে বিশ্রাম লাভের বাসনা জানাইল। আরোহীরা নিজ নিজ দ্রব্যাদি গোছাইয়া গাড়ীত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল। কুলিকুল "বাবু মুটে চাই মুটে চাই" রবে বাবুদলের শান্তি ভঙ্গ করিতে লাগিল। আমার চিন্তাও জনকোলাহলে বিরক্ত হইয়া আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তখন স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিল গাড়ী গোয়ালন্দ আসিয়াছে। গোয়ালন্দই পূর্ব্ববঙ্গ রেলের শেষ ষ্টেসন। ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। কুলীর সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে উঠিলাম, যাহাদের টিকেট ছিল না তাহারা ষ্টীমারে উঠিতে পারিল না, সৌভাগ্যক্রমে আমি যে ষ্টেসনে নামিব সেই মনোহরপুরের টিকেট শিয়ালদহেই লইয়াছিলাম। কাজেই নিরুদ্বেগে ষ্টীমারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ষ্টীমার গমনার্থী জনসমূহের টিকেট পাইবার সুবিধা অসুবিধা এবং তরঙ্গ-ভীষণ-পদ্মারগর্ভে ষ্টীমার ফেলাট অসংখ্য নানাশ্রেণীর নৌকার শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম। টিকেটঘরের সম্মুখভাগ লোকে লোকারণ্য, সে জনতা ভেদ করিয়া টিকেট করা এক জীবনসংশয়কর ব্যাপার। ঠেলাঠেলি মারামারি করতঃ কায়ক্লেশে কোনরূপে টিকেট সংগ্রহ করিয়া যাত্রীগণ দলে দলে—কেহ শূন্যকরে মোট কুলীরশিরে—কেহ মোটহাতে কেহ পরিবার সাথে—কেহ মোট মাথে লইয়া অবিরাম ষ্টীমারে উঠিতেছে। হিন্দু, মুসলমান ভদ্র ইতর পুরুষ নারী সকলেই একক্ষেত্রে ঘৃণা সঙ্কোচ লজ্জা মান অপমান বিস্মৃত হইয়া এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখাইতেছে। পদ্মাপানে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম জেলেনৌকা, পান্সী ও ডিঙ্গিনৌকা এবং মালবোঝাই নৌকায় বিস্তীর্ণ পদ্মা অপূর্ব্ব শোভাময়ী হইয়াছে। তটদেশ ফেলাট ষ্টীমারে সুশোভিত।

ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মানদীর মাঝখানে সামান্য তরণী আরোহণে মৎস্য লোভে ধীবরগণ বিচরণ করিতেছে। তাহাদের দুঃসাহসিক কার্য্যে মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ষ্টীমারে থাকিয়াও তরঙ্গদর্শনে নূতন আরোহীর মনে আতঙ্ক জন্মিতেছে। জীবিকার জন্য মানুষ এমন কঠোর কাজও করে। ক্ষুদ্র ও মধ্যম তরী-শ্রেণী কতগুলি আরোহীবক্ষে স্রোতের বিপ-রীত দিকে বায়ুর সহায়তা বল করিয়া পাইল

খাটাইয়া মহাবেগবতী পদ্মাকে উপেক্ষা করিয়া শোঁ শোঁ রবে জল কাটিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে; তরীর উভয় পার্শ্বে সলিল রাশি উছলিয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল মহামান্যা পদ্মা সামান্য তরী-শ্রেণীর অবহেলা দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রাস করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। আর কতগুলি তরী স্রোতের প্রতিকূলগামী তরণী-শ্রেণীর প্রতি পদ্মার রোষ অবলোকনে যেন ভীত হইয়াই ক্রীতদাসের ন্যায় স্রোতের অনুগমন করিতে লাগিল। কয়খানি মালবোঝাই নৌকা অতি সাবধানে ধারে ধারে দাঁড় বাহিয়া উজাইয়া যাইতেছিল—কয়খানি স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দিয়া—দুর্ব্বল সবলের বিরুদ্ধাচারী না হইয়া অনুগত হইলে জীবনপথে স্বল্প আয়াসে নিরাপদে এইরূপেই অগ্রসর হইতে পারে অস্ফুট তরঙ্গাঘাত শব্দে যেন এই কথা প্রচার করিতে করিতে অম্লান মনে অল্পসময়ে বহুদূর চলিয়া গেল। কয়খানি বাষ্পীয় পোত ধূম উদ্গীর্ণ করিতে করিতে জলচর-ত্রাস-নিনাদে আরোহীপূর্ণ বক্ষে গন্তব্য স্থানে তড়িৎগতি উপনীত হইবার জন্য কূল ত্যজিয়া অকূলে ভাসিল। দুইপাশে দুই বৃহৎ ফেলাট লইয়া এক ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যান, আকৃতির ক্ষুদ্রতায় শক্তির হীনতা হইতে পারে না, জাতীয়ভাষায় এই সত্য বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

কোন ষ্টীমার গমনশক্তি লাভের নিমিত্ত খালাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। দেখিতে দেখিতে সতেজ হইয়া ধূমরাশির সহিত বিকটরবে নিজের শক্তি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। আমাদের ষ্টীমার ও স্বজাতীয়ের শক্তি প্রদর্শনে উত্তেজিত হইয়া ভৈরব-গর্জ্জনে চক্রপদে জলরাশি আলোড়ন করিয়া স্বাভাবিক গতিতে তট-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক আরোহীবর্গের উদ্বেগের হ্রাস ও তাহাদের বদনে সন্তোষের চিহ্ন ফুটাইয়া তুলিল। ক্রমে গোয়ালন্দের শোভা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রার অভাবে বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছাহইল বিছানা পাতিয়া নিদ্রা যাই—কিন্তু নীচে উপরে খুজিয়া খুজিয়া এমন একটু স্থানও মিলিল না যেখানে বিছানা পাতিতে পারি। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী প্রবাসী চাকুরেদল দীর্ঘ প্রবাসান্তে বাড়ীপানে ছুটিয়াছে, এত লোক সমাবেশ হইল, যে বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই। কত ভদ্রমহিলা কত বালক বালিকা কত বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিপুল জনসংঘর্ষণে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। আগামী কল্য সপ্তমীপূজা তাই সকলেই মহামায়ার প্রথম পূজা দর্শনার্থে আজই বাড়ী পৌছিবার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে—তন্নিমিত্ত ভিড় এত বেশী। ঘরে তাহাদের জনক জননী পুত্রের জন্য, ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতার জন্য, পত্নী পতির জন্য—পুত্র কন্যা পিতার জন্য উদ্‌গ্রীবচিত্তে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রবাসীদের মন দ্রুত গমনে বাড়ী পৌছিয়া কল্পনা নয়নে কত কি দেখিতেছে কখন আনন্দে ভাসিতেছে কখন নিরানন্দে ডুবিতেছে—কখন ভয়ে দুরু দুরু কাঁপিতেছে কখন হর্ষাবেগে হাসিতেছে।

প্রবাসী না হইলে তাহাদের আজকার মনোভাব সম্যক্ বুঝিবার সাধ্য নাই। আমার অবস্থা ও চিন্তা অন্যরূপ—আমি বন্ধুবাড়ী যাইতেছি—এই নূতন নহে—আরো কয়েক-

বার গিয়াছি—আমার ভাবিবার, আমার সুখ-কল্পনার বড় বেশী কিছু ছিল না। তাহারা আমাকে পাইলে কিরূপ সুখী হইবেন, কিরূপ যত্ন-অভ্যর্থনা করিবেন—আমার তাহা জানাই ছিল—তবু পূজার সময় যাইতেছি বন্ধুর ছেলে-মেয়ের জন্য অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু ইচ্ছানুরূপ জিনিষাদি নিতে পারিলাম না বলিয়াই মনে একটু লজ্জা ও ক্ষোভের আবির্ভাব হইতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে দেখিতে কতগুলি ষ্টেসন অতিক্রমপূর্ব্বক প্রায় ১২ টার সময় আমরা সুচরজংশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানেই আমাকে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইল। মনোহরপুর হইতে একখানা ষ্টীমার, গোয়ালনন্দ ও নারায়ণগঞ্জ বাষ্পীয় পোতের মনোহর লাইনের আরোহীদিগকে তুলিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমাদের ষ্টীমার হইতে প্রায় ৮০।৯০ জন লোক মনোহরপুর ষ্টীমারে উঠিল। নারায়ণগঞ্জ-গামী বাষ্পীয়তরণী ভার লাঘবহেতু যেন উল্লাসে নাচিতে নাচিতে চকিতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর গোয়ালনন্দগামী ষ্টীমার আসিল। কতকগুলি আরোহীকে আমাদের সঙ্গী করিয়া দিয়া সত্বরগমনে প্রস্থান করিল। মনোহরপুর ষ্টিমারও গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতেই হইবে—অযথা কালক্ষেপে লাভ নাই বিবেচনা করিয়া গাধা-বোটের ন্যায় আস্তে আস্তে গমন করিতে লাগিল। আরোহী গণের মনে হইতেছিল বুঝি হাটিয়া গেলেও ষ্টীমারের আগে বাড়ী যাইতে পারি! আমরা ক্রমে ৭।৮টি ষ্টেসন ছাড়াইলাম। রাত্রি ৮টার সময় অঙ্গনা নামকস্থানে উপস্থিত হইতেই আরোহীগণের কেহ বলিতে লাগিল ইহার পরের ষ্টেসনেই মনহরপুর। কেহ বলিল আর আধঘণ্টারমধ্যেই আমরা মনহর-পুর পাইব—কেহ বা আধঘণ্টার প্রতিবাদ করিয়া সময় কিছু বাড়াইয়া দিল। দু'এক জন আগে থাকিতেই জিনিষপত্র গাট্রি ইত্যাদি একজায়গায় রাখিয়া দিল কেহ কেহ তদ্দর্শনে তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে-ছিল—কেহ মৌখিক কিছু না বলিয়া উচ্চ-হাস্যে ব্যস্ততার প্রতি ইঙ্গিত করিল। ষ্টীমার অঙ্গনা ছাড়িয়া মন্থরগমনে নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণে আড়িয়লখাঁতে পড়িল। কিয়ৎকাল অতীত হইলে আড়িয়লখাঁর তীরস্থ পল্লীতে দীপরশ্মি দৃষ্টি করিয়া জনকয়েক আরোহী বলিল—ঐ মনহরপুর দেখা যায়—আবার পরিহাস আবার হাসিরতরঙ্গে ষ্টীমার পূর্ণ হইল। যে যাহাই বলুক ষ্টীমার কাহাকেই কোন কথা বলিল না। সে আরোহীবৃন্দের আন্দোলনে উদ্বেগে ও হর্ষে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অবিশ্রাম প্রাণপণে চলিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিল। এবার সত্য সত্যই পালে বাঘ আসিল—সর্ব্বসম্মতিক্রমে অবিলম্বে আমরা মনোহরপুর পাইব অবধারিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঘাটে ষ্টীমার আসিয়া ফোঁসফাঁস শব্দে আরোহীবর্গকে নামিবার আদেশ দিল। সিড়ি পড়িল—আরোহীদের মধ্যে একটা হট্টগোল উত্থিত হইল, মিনিট দশের মধ্যে সকলেই ষ্টীমার পরিত্যাগ করিল। আমার চিঠি অনুসারে অটলবাবু নৌকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমি ষ্টীমারে থাকিয়া 'শিবপুরের মাঝি শিবপুরের মাঝি' ডাকিতেই সে হাজির হইল—পোটমেণ্টি

নৌকায় তুলিয়া দিয়া আমিও উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা এক ঘণ্টায় আড়িয়লখাঁ ও কুমারনদী অতিক্রম করিয়া খালে পড়িল। মাঝি সাড়ি গাহিতে গাহিতে বৈঠা বাহিতে বাহিতে নৈশ গভীরতা ভঙ্গ করিতে করিতে আপন মনে বাড়ীপানে ছুটিল। রাত্রি তখন ১০টা—তখনি পল্লীরজনী গভীর মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই, প্রকৃতি নিস্তব্ধ। খালের উভয়পার্শ্বস্থ পল্লী এখন নিদ্রারক্রোড়ে শায়িত—দিবসের শ্রান্তির বিনিময়ে শান্তি উপভোগ করিতেছে। মাঝে মাঝে কুকুরের চীৎকার জনপদের প্রমাণ দিতেছে—তুএক বাড়ীতে দীপালোক দৃষ্ট ও সামান্য কথোপকথন শ্রুত হইতেছিল; তাহাতে ঐ সব ভবনে শৈলসুতার শুভাগমন হইবে এইরূপই বুঝাইল। মাঝি প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বৈঠার পরিবর্ত্তে চইড় ধরিয়া খাল ছাড়িয়া মাঠে পড়িল—মাঠে পড়িয়া তাড়াতাড়ি পৌছিবার জন্য সজোরে নৌকা চালনা করিতে লাগিল। সপ্ সপ্ ঝপ্ ঝপ্ শব্দে প্রান্তর পরিপূর্ণ হইল। রাত্রি ১২টার সময় আমরা বন্ধুর বাড়ী পাইলাম। নৌকা হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া উপবিষ্ট হইলাম। মণ্ডপে কয়েকটি লোক প্রতিমা সাজাইতেছিল, তিনচারিটি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় বসিয়া গল্প করিতেছিল, ইহারা এবাড়ীর অভ্যাগত পোষাক পরিচ্ছদ গল্পের বিষয় তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছিল, বাদ্যকরেরা তখনও জাগ্রত, বৈঠকখানার সাম্‌নে নাটমন্দিরে বসিয়া বাবুদের গল্প শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অনধিকারচর্চ্চাপূর্ব্বক তু'এক কথা বলিতেছে। অটলবাবু শয়নকক্ষে ছিলেন, আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তাড়াতাড়ি চোক্ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমি দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের ভালবাসা, গার্হস্থ্য-জীবনেও বিকৃত হয় নাই দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। পরস্পর অনাময় জিজ্ঞাসান্তর ভোজনান্তে শয্যার আশ্রয় লইলাম।

পূজাবাড়ীসমূহের প্রভাতিক ঢাক ঢোল সাণাই, কাঁশরিরমিশ্র বাদ্যধ্বনি প্রভাতসমীরভরে গ্রামময় ঘরে ঘরে শায়িত নরনারীর শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকের অন্তরে বিভিন্ন ভাব জাগাইয়া তুলিল। আমিও জাগরিত হইয়া এক অভিনব অমুভবনীয়, অব্যক্ত সুখানুভব করিতে লাগিলাম, শয্যা ত্যাগ করিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর অটলবাবুর ছোট ছেলে-মেয়ের জন্য যে পোষাক ও খেল্‌না আনিয়াছিলাম তাহাদিগকে দিলাম। তাহারা আনন্দকোলাহলে বাড়ী প্রতিধ্বনিত করিয়া যাহাকে দেখিতে পাইল তাহাকে বলিতে লাগিল এ ঘোড়াটী এ বাঁশীটী এ পোষাকটী আমাদের কলিকাতার কাকাবাবু দিয়াছেন। অটলবাবুর সহিত এক মেসে থাকিয়া যখন পড়িতাম, বয়ঃজ্যেষ্ঠত্বহেতু তাঁহাকে দাদা দাদা বলিতাম। তাই ছেলে মেয়েরা কাকাবাবু ডাকে। খোকা খুকির মুখ দেখিয়া তাহাদের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বাড়ীর খোকার অদর্শনকষ্ট ভুলিলাম। স্নানান্তে জলযোগ করিয়া অভ্যাগত বান্ধবগণসহ নাটমন্দিরে উপবিষ্ট আছি, মহামায়ার সপ্তমীপূজা আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় অটল-

বাবুর প্রথমাকন্যা প্রভার শ্বশুরালয় হইতে একটী লোক আসিল, নাটমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল, অটলবাবুর হাতে একখানা পত্র দিয়া আনীত দ্রব্যাদি নৌকা হইতে তুলিয়া আনিতে লাগিল। অটলবাবু পত্রখানি আমার হাতে দিয়া পড়িতে বলিলেন, আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

উক্ত পত্রে সেখান হইতে যে যে জিনিষ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার তালিকা ও উপস্থিত হইতে না পারায় ক্ষমা প্রার্থনা ছিল। বন্ধুবর পত্রের মর্ম্মাবগত হইয়া ভাগিনেয় প্রকাশচন্দ্রকে ধর্ম্মপুর হইতে প্রেরিত বস্ত্রাদি জিনিষের মধ্যে বিদেশীদ্রব্য আছে কি না পরীক্ষার্থ আদেশ দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য কি? যদি দু, একটা বিদেশীজিনিষ থাকেইবা তবে কি করিবেন? তিনি বলিলেন—"সমস্ত জিনিষ ফেরৎ দিতে হইবে। রাখিবার উপায় নাই। ভদ্রতার খাতিরে, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নয়, আত্মীয়ের সন্তুষ্টির জন্য উহা রাখিলে আমাকে বিশেষরূপে বিড়ম্বিত হইতে হইবে। এ অঞ্চলে সামাজিক শাসনপ্রভাবে স্বেচ্ছাচারী ব্যাক্তিরাও বিদেশীর প্রেমশৃঙ্খল পরিহারে বাধ্য হইয়াছে। তাই এ প্রদেশে স্বদেশীর জয় ঘোষিত হইতেছে—স্বদেশজাত দ্রব্যের একাধিপত্য দৃষ্ট হইতেছে। সমাজের শিথিলভাব ধারণই আমাদের যত দুর্গতির মূল। পূর্ব্ববঙ্গীয়সমাজের শিথিলতা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়াই বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে কাজ বেশী হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গে সামাজিক শাসনসাহায্যে সর্ব্বাধিক উন্নতি বিধান করিতে হইবে। রাজার রাজবিধি অপেক্ষাও সমাজবিধির শক্তি অধিক। সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া ধনী নির্ধন, ভদ্র ইতর, কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি সকলের সমান থাকে না কর্ত্তব্যের প্রেরণায় সকলে সকল সময় ভাল কাজ করিতে পারে না, কিন্তু সমাজের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে কর্ত্তব্যজ্ঞান পরিশূন্য অসৎকেও সৎকার্য্য করিতে হয়; দুর্ব্বিনীতকেও বিনীত সাজিতে হয়। সবল সমাজ সর্ব্বদা মানবজাতির মহোপকার সাধন করে।"

আরো যেন কি বলিতে চাহিতেছিলেন এমন সময় বলির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। নাটমন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইল, নিমিষে গোটা দুই ছাগের জীবন খড়্গাঘাতে শূন্যে মিশিয়া গেল 'দুর্গাপ্রীতে হরিবোল' শব্দে জনতা আনন্দোচ্ছ্বাস দেখাইল। বিচ্ছিন্ন ছাগদেহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তমীপূজা সমাপ্ত হইল (ক) পরদিন অষ্টমী ও সন্ধিপূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। তৃতীয় দিবসে জগন্ময়ীর নবমীপূজা যথাসময়ে নিষ্পন্ন হইয়া ভাবী বিজয়ার বিষাদছবি ভক্তমনে আঁকিয়া দিল। এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুশাক্তের পূজা বলি ভিন্ন নির্ব্বাহিত হয় না, তাই দেখিলাম এক অটলবাবুর বাড়ীতেই ১০। ১২টী ছাগের পশুলীলা শেষ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত শশা, আক, চালকুমড়া প্রভৃতিও যথেষ্ট বলি দেওয়া হইয়াছিল।

সহরে যেমন আমোদ প্রমোদ প্রবাহে

(ক) জগন্মাতার উপাসনা অতি সুন্দররূপেই সম্পাদিত হইল। সম্পাদক।

পূজাবাড়ী প্লাবিত থাকে, এখানে সেরূপ নহে। ইহাদের মহাপূজার প্রধান অঙ্গ ভোজন ব্যাপার। নিমন্ত্রিত জনগণের আদর অভ্যর্থনা, আহারাদির সুব্যবস্থার নিমিত্ত পূজার দিনত্রয় বাড়ীর পুরুষ রমণী সকলেই যত্নবান থাকেন। অনাহুত লোক উপস্থিত হইলেও তাহাকে সমাদর করা হয়, ভিখারী-রাও উদর পুরিয়া খাইতে পায়, অর্দ্ধচন্দ্রের নিয়ম এদেশে আমদানী হয় নাই। আহার ব্যবহারে যশ লাভহেতু কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ সতর্ক থাকেন। এক এক কার্য্যের ভার এক এক জনের উপর অর্পিত হয়। কেহ অভ্যর্থনার জন্য, কেহ খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ-নের জন্য, কেহ কে আসিল না আসিল অনুসন্ধানের জন্য, কেহ কে কি পাইল না পাইল পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত থাকে। ভদ্র ইতর, ধনবান্ গরিব সকলের তৃপ্তির জন্যই সমান আগ্রহ। পূজার তিন দিবস সকল পূজা ভবনই বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অন্যান্য জাতি ও কাঙ্গালীভোজনহেতু অনবরত "আন দাও লও" রবে মুখরিত হইয়া পূজার মহিমা প্রচার কবিতেছিল। কৃষকপল্লী হইতে যে সব নরনারী জগন্মাতার পাদপদ্ম দর্শনার্থে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে চিড়ামুড়ি গুড় এবং পান তামাক দিয়া সন্তুষ্ট করা হইয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ চিড়ামুড়ি আদি লইতে অস্বীকৃত হইলে বাবুদের মধুরবাক্যে অনু-রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিল। কৃষকরমণীগণের পরিধানে বিলাতী বস্ত্রেরই আধিপত্য দেখি-লাম, দু, এক জনের পরিধানে স্থানীয় জোলার তাঁতের কাপড়ও ছিল, পূর্ব্বে কৃষক-নরনারী জোলার বস্ত্রই ব্যবহার করিত। আজ কাল তাহাদের মনও বিলাতী বস্ত্রে মুগ্ধ, ধন্য সময়ের প্রভাব! সোণা আজ পর্য্যন্তও তাহাদের অঙ্গে স্থান পায় নাই। হাতে পায় নাকে গলায় রূপার গহনাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহাদের সরলতা-ময়ী আকৃতি প্রকৃতি, কথাবার্ত্তা, নূতন দর্শকের মনে অনির্ব্বচনীয় সুখ আনয়ন করিতেছিল!

দশমীর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম ঘাটে একখানা সৈদপুরে নৌকা, একখানা দাঁড়ের নৌকা, একখানা পান্সী বাধা রহিয়াছে। বাড়ীর গোমস্তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল, 'এই গ্রামের ১॥০ ক্রোশ দূর গোপালনগরের নদীতে দশভুজার মূর্ত্তি বিসর্জ্জন উপলক্ষে বহু-লোক সমাগত ও নানারূপ আমোদ-প্রমোদ হয়, ইহাকে স্থানীয় সাধারণ কথায় 'আড়ঙ্গ' বলে। এ গ্রামের সকল প্রতিমাই সেই আড়ঙ্গে যাইবে। ৪।৫ ক্রোশ দূরস্থ প্রতিমা সকলও ঐ আড়ঙ্গে আসিবে। আমাদিগকেও যাইতে হইবে, তাই নৌকা আনা হইয়াছে। ঐ বড় নৌকায় প্রতিমা যাইবে,, দু'একজন ভদ্রলোক যাইবেন, বাদ্যকর যাইবে, অবশিষ্ট সাধারণ লোক। দাঁড়ের নৌকায় বাবুর ছেলে দু'একটী আত্মী-য়ের সহিত যাইবেন, সঙ্গে লাঠিয়াল যাইবে। পান্সীতে বাবু প্রতিবেশী ভদ্রলোক এবং বালক-বালিকা সহিত থাকিবেন।' আমি. মনে মনে ভাবিতেছি, পুষ্করিণীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়। অনর্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া এতদূর যাইবার আবশ্যক কি? অটলবাবুকে

বলিব তাহাদের এ প্রথা ভাল নয়—এমন সময় আমার ডাক পড়িল। বন্ধু বলিলেন "সকালে সকালে স্নান কর, আহার কর, তার পর আমাদের দেশীয় বিজয়োৎসব দেখিতে চল।" আজ বাড়ীর বালক-বালিকা, যুবক-প্রৌঢ়, ভৃত্যবর্গ সকলেই চঞ্চল। কয়েকজন মিলিয়া নৌকা সাজাইতেছে, কেহ কেহ সাজাইবার দ্রব্যনিচয় যোগাইতেছে, কেহ কাপড় কুচাইতেছে—কেহ কেহ কাপড় আনিয়া দিতেছে কেহ তাড়াতাড়ি স্নান করিতেছে, কেহ বা প্রতিমা নৌকায় তুলিবার জন্য লোক ডাকাডাকি করিতেছে, কেহ কেহ সড়কী ঢাল খড়্গ পরিষ্কার করিতেছে, কেহ কোন্ বাড়ীর কত দেরি, কোন্ বাড়ীর কয়খানা নৌকা হইল, কোন্ বাড়ীর দাঁড়ের নৌকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জানিবার জন্য এ বাড়ী সে বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। বালক-বালিকাগণ পরিচ্ছদে ভুষিত হইয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, আড়ঙ্গে যাইবার বিলম্ব তাহাদের অসহ্য হইতেছে, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া স্থলে নামিয়া রান্না করিতেছে, কর্ত্তা সকলকেই শীঘ্র শীঘ্র যোগাড় করিয়া যাত্রার নিমিত্ত উত্তেজনা দিতেছেন, এইরূপ সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। আমরা ১০।১০॥০ টার সময় পোষাক পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া আড়ম্বরের সহিত আড়ঙ্গে যাত্রা করিলাম। এ গ্রামে ৮ খানা পূজা হয়। সকলেই এক সময়ে একত্রিত হইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হয়। একপথে একসাথে অনূন ৩০ খানা সুসজ্জিত নৌকা নদীর মোহনা পর্য্যন্ত গমন করে। বাদ্যকরেরা অবিশ্রান্ত বাজাইতে থাকে। লাঠিয়ালেরা মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তাহাতে হৃদয়ে এক সজীবতার উদ্ভব হয়। জনপথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহস্থ রমণীকুল আকুল মনে মাতার চরণ-যুগল বদন-কমল দর্শনের ছলে আপনাদের অতুল অকৃত্রিম রূপরাশিও আজি লজ্জা ত্যজিয়া লোকলোচনের গোচর করে। হিন্দু মুসলমান সকলেই আজ বিজয়োৎসবে মত্ত সকলেই নূতন বসন পরিহিত, সকলের মুখই হাসিময়, সকলের বক্ষই উৎসাহপূর্ণ। বোধ হইল বিষাদ আজ আনন্দ সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়াছে!

ক্রমে নদীর মোহনায় আসিয়া তরণীসমূহ দাঁড়াইল। দাঁড়ের নৌকা পান্সী নৌকা প্রতিমার নৌকার নিকট বিদায় লইয়া আনন্দ লহরী ভাসাইয়া দিল, প্রতিমার নৌকাও ধীরে ধীরে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, নঙ্গর করিয়া-- দেখাইতে ও দেখিতেছিল। আমি বন্ধুতনয়ার অনুরোধে দাঁড়ের নৌকায় ছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ২ মাইল বিস্তৃত আড়ঙ্গ-স্থলের নয়ন মনমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম। কোন স্থানে ১০০ ১২৫ গজ দীর্ঘ অল্প পরিসর বাচের নৌকা ৪।৫ খানা এক সঙ্গে বিদ্যুদ্বেগে বাচ খেলিতেছে, যে জিতিতেছে জয়চিহ্নস্বরূপ নূতন গামছা গলুইর অগ্রভাগে বাঁধিতেছে। ঐ নৌকা সুধু বাচখেলার জন্যই নির্ম্মিত হয়, তাহার গলুইর উপরিভাগে পিতলের পাখী ইত্যাদি বসাইয়া দুইদিকে চক্ষু দিয়া সুদৃশ্য করে। ২০০।২৫০ লোক বৈঠাসহ আরোহণ করিয়া দুই পাশে সমসংখ্যক বসে—২।৩ জন বাব্‌রি ফুলাইয়া রুদ্রাক্ষমালা গলে দিয়া তরীর মধ্য

দাঁড়াইয়া বৈঠাধারীদিগকে উৎসাহিত করে। স্থানে স্থানে সম্ভ্রান্ত যুবকদলের দাঁড়ের নৌকা ২।৩ খানা একত্রে টিকারা ধ্বনিকরতঃ লাঠিয়ালগণের হুহুঙ্কার রবের সহিত মহোল্লাসে ছাড়িয়া দিল। দাঁড়ীবৃন্দ সজোরে দাঁড় বাহিতে লাগিল, তখন চেয়ার ছাড়িয়া যুবকদল দাঁড়াইয়া দাঁড়ীদিগকে উত্তেজনা দিয়া বাচখেলায় জয়লাভের নিমিত্ত ব্যস্ততা দেখাইল। সে দৃশ্য কি সুন্দর! দাঁড়ের নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে খড়্গাকরে স্ফীত-কেশ এক সর্দ্দার বীরপুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, নৌকার মাঝখানে ঐরূপ কয়েকটী সর্দ্দার ঢাল ও সড়কী হস্তে ভীষণমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছিল, কতগুলি সড়কী রায়বাঁশ একত্রিত হইয়া উর্দ্ধফলকাবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া মৃত অস্ত্র ও বীরত্বের দুঃখগাথা যেন হীনবাঙ্গালীকে বিজ্ঞাপিত করিতেছিল। কোন প্রতিমার নৌকা চলিয়া যাইতেছে, ঢাকী নাচিয়া নাচিয়া ঢাক বাজাইতেছে, দর্শকেরা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, কোন নৌকায় ঢোল ঢাক কাঁশি মিশামিশি হইয়া বাদ্যরোলে নদীর জল কাঁপাইতেছে। আজ নদীবক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরীতে ভরিয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাও বাচ খেলিতেছে, কোনখানি বা জলমগ্ন হইতেছে, আরোহীরা সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিতেছে। কোন কোন তরণীতে দুই পাঁচ জন পুরুষ সাড়ি গাহিয়া হেলিয়া দুলিয়া শ্রোতাগণের মনে হর্ষ বা রোষের সঞ্চার করিয়া দিতেছে, কোন কোন বৃহৎ নৌকায় চাঁদোয়া খাটাইয়া তন্নিম্নে খেমটা নাচ হইতেছে, নৌকা চলিয়া যাইতেছে, সাধারণ জনস্রোত সঙ্গ ছাড়িতেছে না, কোন তরী তীরে রাখা হইয়াছে, তাহাতে কবি গান হইতেছে—অসংখ্য শ্রোতা সমবেত হইতেছে। কোন নৌকায় বাউলসংগীত হইতেছে, গায়কেরা বৈরাগী সাজিয়াছে, কোন ক্ষুদ্র নৌকায় কেহ হনুমান কেহ জাম্বুবান সাজিয়া জন সমূহকে হাসাইতেছে, কেহ কৃত্রিম ষ্টীমার প্রস্তুত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও ধূম উত্থিত করিতে করিতে দর্শকের কুতূহল জন্মাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকা জনকত আরোহী বক্ষে দর্শকের মন আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। এই নৌকার অগ্রভাগ ময়ূরমস্তকের ন্যায়, পশ্চাদ্দেশ পুচ্ছের মতন গঠিত সেই নিমিত্ত উহাকে ময়ূরপঙ্খী নৌকা বলে। কত দেখিলাম কত বলিব, প্রায় ২০০ তরণী ভবানীর প্রতিমূর্ত্তি বুকে ধরিয়া উৎসবস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। ঐ সব তরণীর বাদ্যভাণ্ডের সম্মিলিতধ্বনি নদীময় প্রতিধ্বনিত হইয়া মানবকুলকে পুলকিত করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। তটিনীর উভয় তটে নরনারীর সাতিশয় সমাবেশ দর্শনে মনে হইল আজলোকালয় লোকহীন হইয়াছে। শারীরিক মানসিক কষ্টও আজ উপেক্ষিত হইতেছে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ নৌকা সঞ্চালনে তরঙ্গিণী সংক্ষোভিত হইলেও লহরীলীলা দ্বারা হর্ষ জানাইতেছিল। জলে স্থলে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম সকলই আনন্দময় বোধ হইল। সকলি ফুরাইয়া যায়, তাই সেই নিয়মে সুখময় স্মৃতি-বহুল বিজয়া-দশমীর দিবাও অবসান হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া একে একে সব প্রতিমা বিসর্জ্জন হইতে লাগিল।

বিসর্জ্জনের করুণবাদ্যে ভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। বিষাদ চতুর্দ্দিকে ছাইয়া পড়িল। মানবস্রোত ভগ্নমনে গৃহাভিমুখে ছুটিল। আমরাও যথাসময়ে গৃহে ফিরিলাম।

পূজাবাড়ীর নৌকাসমূহে যে সকল হিন্দু মুসলমান বিজয়োৎসবে যায়, তাহাদিগকে আড়ঙ্গ হইতে ফিরিয়া পূজাবাড়ীতে আহার করিতে হয়, ইহা এ দেশের একটী বিশেষ রীতি। বন্ধুভবনেও সেই পদ্ধতি অনুসারে বৃহৎ এক ভোজন ব্যাপার সমাহিত হইল। মুসলমানেরা হিন্দুর অন্নাহার করে না, তাহারা দই চিড়া খাইল। সকলেই সানন্দমনে অভিবাদনাদি করতঃ গৃহে গেল। চারিদিনব্যাপী মহোৎসবের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গোৎসব শুধু মানবমনে কতগুলি সুখকর স্মৃতি রাখিয়া দশমী-নিশারসহ শেষ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশীর দিন অটলবাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে প্রথমতঃ তিনি আরো কয়েক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, পরিশেষে আমার আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্মতি দিলেন। রাত্রে আহারান্তে যাত্রা করা স্থিরীকৃত হইল। রওনা হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রভা আমার হাতে ১৫টি টাকা দিয়া বলিল, এ দেশে ভাল কাপড়াদি পাওয়া যায় না, মা এই টাকা দিলেন; ১০৲ টাকা দিয়া কাকীমাকে একখানা কাপড়, ৫৲ টাকা দিয়া খোকাকে একসুট পোষাক কিনিয়া দিবেন। আমি ঐ টাকা লইতে অসম্মত হওয়ায় বন্ধুবর হাসিয়া বলিলেন ভায়া, তোমাকে ত আর দেওয়া হয় নাই, তোমার আপত্তি অসঙ্গত; যাহাদের টাকা তাহাদিগকে নিয়া দাও, এ ক্ষেত্রে তুমি বাহক মাত্র। অগত্যা টাকা কয়েকটী গ্রহণ করিতে হইল। অনন্তর যথাযোগ্য অভিবাদনাদি অন্তে নৌকারূঢ় হইলাম। শরৎ-জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, প্রকৃতি হাসিতেছে, নিশাচরগণ পুলকে মৃদুমন্দ সমীরণে বিচরণ করিতেছে। এ হেন নির্ম্মল যামিনী পাইয়া, সলিলরাশি উল্লাসে খেলিতেছে। আমাদের তরণী এমন হাস্যময়ী যামিনীতে বিশ্রামসুখে বঞ্চিত হইয়া যেন অস্ফুটশব্দে কি বলিতে বলিতে চলিয়াছে। আমি শুইয়া শুইয়া বন্ধুভবনের সরল ব্যবহার সহৃদয়তা ও ভদ্রতা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলাম। নৌকা ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিলে মাঝি ডাকিল—বাবু ষ্টীমারঘাটে আসিয়াছি। নিদ্রাভঙ্গ হইল। যথাসময়ে টিকেট লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। রাত্রি তখন ৩টা। পরদিন সন্ধ্যা ৬টায় গোয়ালন্দ পাইলাম।

রাত্রির মেলট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। ভোরে ট্রেণ শিয়ালদহে থামিল—আরোহীগণ নামিল, আমিও নামিলাম। মুটের মাথায় পোর্টমেণ্ট চাপাইয়া জনতার মধ্য দিয়া বন্ধুবাড়ীর তৃপ্তিপ্রদ স্মৃতি লইয়া কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন গৃহে ফিরিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। ভবিষ্যদ্বাণী ফলিত। আজ প্রায় বর্ষত্রয় অতীত হইল যৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা হইতে কয়েকজন স্বদেশভক্ত কায়স্থ-মহাত্মা বিছিন্ন হন, তৎকালে আমাদের এক-জন পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর বলিয়াছিলেন,—"স্বজাতি মধ্যে এ প্রকার মনোমালিন্য ক্ষণকাল স্থায়ী, কায়স্থসমাজের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যখন দেখিবেন একজন ব্রাহ্মণ উক্ত সমাজে দলাদলির সূত্রপাত করিতেছে, তখন বিশেষ ভয়ের কারণ আছে" আমাদের বোধ হয় সেই ব্রাহ্মণ কুড়িগ্রামের শ্রীকালী-কমল বিদ্যাবিনোদ। এই ব্রাহ্মণকে, বঙ্গীয় কায়স্থসভা কুড়িগ্রাম হইতে আমদানি করিয়া, তাঁহার দ্বারা, সভার মুখপত্র কায়স্থ-পত্রিকায়, আর্য্য-কায়স্থ- প্রতিভার সম্পাদকের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করা হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের তূর্য্যধ্বনি সর্ব্বপ্রথমে কে নিনাদিত করিয়াছিল? সে ত এই কালীকমল শর্ম্মা। তাঁহার "আপোষের কথা" প্রবন্ধে আমাদের প্রতি যাবনিক ভাষায় প্রথমে কে কটূক্তি করিয়াছিল? সেও ত এই কালীকমল শর্ম্মা। অগ্নিপুরাণীয় শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা আমরা করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে এত অধ্যাপক পণ্ডিত থাকিতে কালীকমলের মাথা ব্যথা কেন? কটূক্তি করিতে আমরা সিদ্ধহস্ত, তথাপি আমাদের প্রত্যুত্তরে কোনও কটূক্তি নাই। "আপোষের কথায়" ন্যায় প্রবন্ধ কায়স্থ-পত্রিকায় স্থান দিয়া উহার সম্পাদক মহাশয় কতদূর ভবিষ্যজ্জ্ঞানের পরি-চয় দিয়াছেন? আর যদিই দেওয়া হইল, কটূক্তিগুলি বাদ দিলে মূলপ্রবন্ধের অঙ্গচ্ছেদ হইত না। এই প্রকার পরিবর্ত্তনকালে, যখন শত্রুদল সসৈন্যে গৃহদ্বারে উপস্থিত, স্বজাতির মধ্যে বিষম কলহের সৃষ্টি করা কি সম্পাদক মহাশয়ের কর্ত্তব্য? এই সকল অবস্থা প্রণি-ধান করিয়া সুধীর পাঠকগণ মীমাংসা করিবেন, কায়স্থপত্রিকা কি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা "দ্বন্দ্বপ্রিয়া" আজ এই পর্য্যন্ত। বারা-ন্তরে কালীকমলের বিদ্যার পরিমাণ করা হইবে।

২। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবারে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনকে এই দুর্ব্বিসহ শোকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

৩। দুর্ব্বলতা।—ফরিদপুর জেলান্তর্গত ইশিবপুরগ্রাম হইতে স্বজাতিসেবক কোনও বন্ধু লিখিতেছেন,—"তাঁহার সহিত সম্প্রতি জনৈক কায়স্থনেতার সাক্ষাৎ হয়, কথাপ্রসঙ্গে নেতৃবর ব্রাহ্মণভোজন জন্য ব্রাহ্মণের অভাব অনুভব করিয়া কাতরতা প্রকাশ করেন। উপবীতী কায়স্থভবনে ঈর্ষাবশে অনেক ব্রাহ্মণ

আজকাল আহার করিতে অসম্মত, তাহা আমরা জানি। কায়স্থগণ সেই বিদ্বেষীগণকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থ হইবার লোভ এখনও পরিহার করিতে পারিতেছেন না। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করা কত কঠিন তাহা নেতামহাশয়ের কথাতেই প্রকাশ। যিনি প্রায়ই কায়স্থজাতিকে স্ব স্ব শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণ নিরপেক্ষ হইয়া নিজেদেরই নিষ্পাদন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই ব্রাহ্মণভোজনে ব্রাহ্মণ অভাবে ক্লিষ্ট। ইহাপেক্ষা আর দুর্ব্বলতা কি আছে? আমাদের বন্ধুবর কায়স্থজাতির সন্নিধানে অনুরোধ করিতেছেন,—যাঁহারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে না পারিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে বঞ্চিত, তাঁহারা যেন স্বজাতি ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ কবিতে অভ্যাস করেন। অর্থনীতি ও স্বজাতিপ্রীতি সম্বন্ধে ইহা অনুত্তম।

৪। অপূর্ব্বছবি।—একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর লিখিতেছেন "গত পূজার সংখ্যা বসুমতীতে কয়খানা ছবি প্রকাশিত হইয়াছে! তন্মধ্যে একখানা চিত্রে আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। রণোদ্যত বক্রশৃঙ্গ দুইটী ষণ্ড বীর-বিক্রমে দণ্ডায়মান। একটী ষাঁড়ের অর্দ্ধাঙ্গ শ্বেত অপরার্দ্ধ কৃষ্ণাভ গলদেশে উপবীত লম্বমান। নাম অম্বষ্ঠ। অপর ষাঁড়টী একবর্ণ-বিশিষ্ট গলে উপবীত দোদুল্যমান। নাম ব্রাত্যক্ষত্রিয়। চিত্রখানি বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদকের সুন্দর কল্পনা-প্রসূত হইলেও আমাদের বিবেচনায় ছবিখানিতে একটুকু অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। অম্বষ্ঠও ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ষাঁড়ের মাঝখানে একটী রাসভ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিলে চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যত বিবাদ বিসম্বাদের মাঝখানে রাসভ মূর্ত্তির লীলা খেলা ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। চিত্রকরকে আংশিক ধন্যবাদ।" আমরা কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে পারিলাম না। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার ষণ্ডতা (ক্লীবতা) দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উপবীতী ক্ষত্রিয় কি কখনও ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হয়?

৫। মাদ্রাজে স্বাস্থ্যবৈঠক ও ঘোষঠাকুর।—মাদ্রাজে স্বাস্থ্যবৈঠকে লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙ্গের প্রতিনিধিরূপে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষঠাকুরকে পাঠাইয়া ছিলেন। বৈঠকে সভাপতি বট্‌লার সহেবকে সম্বোধন করিয়া ঘোষঠাকুর বলেন—"একটা কথা অগ্রে মীমাংসা করিতে হইবে। সে কথাটি এই যে সৌভাগ্য ক্রমে যদি কোন ব্যক্তির দুইটি স্ত্রী থাকে, তবে তিনি উভয়কেই সমান যত্ন দেখাইতে পারেন কি না? তাঁহার নিজের এই বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নাই, সুতরাং নিজে এ বিষয়ে কিছু বলিত পারেন না। সভাপতিকে আরো বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-নামে আপনার দুটি স্ত্রী আছে, এই দুয়ের প্রতি আপনি কি সমান যত্ন দেখাইতে পারেন?" তাঁহার এই কথায় বট্‌লার সাহেব বলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এতদুভয় বিষয়কেই তিনি সমান মনোযোগের সহিত দেখেন। মতিবাবু বলেন, কার্য্য দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। শিক্ষোন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ৬০ লক্ষ টাকা করিয়া দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইহার অর্দ্ধমাত্র। স্বাস্থ্য অভাবে লোক যদি মরিয়া যায়, তবে

বিদ্যাশিক্ষার সৌভাগ্য কে ভোগ করিবে? গভর্ণমেণ্টের রাজস্বই বা কোথা হইতে আসিবে। মানুষের মত কথা নহে কি? ঘোষ-ঠাকুর দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

৬। লক্ষ্ণৌনগরীতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—বিগত ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে লক্ষ্ণৌ "বেঙ্গলী-ক্লব" ভবনে ভক্তিভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা সূর্য্যধ্বজ মহাশয়ের প্রযত্নে কায়স্থগণের আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব যমবর্ম্মণের পূজা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অত্রস্থানে শাস্ত্রজ্ঞ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ না থাকায় এতদ্দেশীয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পিতৃদেবের পূজা ও হোমাদি যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদশাস্ত্রবিশারদ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামাবতার শাস্ত্রী মহাশয় প্রধান পৌরোহিত্যপদে বৃত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান, পূজাবিধি ও বেদমন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণলীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। উচ্চারিত মন্ত্রগুলি সজীব হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্বমহিমা প্রকাশ করিয়াছিল। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বেদধ্বনি ও হোমাদির সুগন্ধে সমাগত ব্যক্তিগণের প্রাণে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। এই পবিত্র ক্ষেত্রে একটি উপনয়নযজ্ঞে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, নগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, হরিনারায়ণ সরকার ও গোপালদাষ মিত্র কায়স্থমহোদয়গণ যথারীতি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে আজ কয়েক বৎসর এখানে পিতৃদেবের পুণ্যপ্রতিমার পূজা হইতেছে।

প্রতি বর্ষে হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ আনন্দের সহিত যোগদান করিতেছেন। উক্ত ঘোষজ মহাশয় কায়স্থমাত্রেরই বন্ধু, তিনি সর্ব্বদেশীয় কায়স্থগণের সহিত মিলিত হইয়া নানাস্থানে কায়স্থধর্ম্ম প্রচার ও উপনয়ন সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ এ দেশে আর নাই। মহাপ্রাণ ৺বামাপদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর এ দেশে মাত্র ২ জন কায়স্থধর্ম্ম প্রচারক আছেন। আমাদের এখানে উক্ত ঘোষজ মহাশয় ও কানপুরে স্বনামধন্য কায়স্থকুলগৌরব শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয়। প্রচারকের অভাবে এলাহাবাদ ও কাশীতে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন বিস্তৃতিলাভ করিতেছে না, বর্ত্তমান বর্ষে পিতৃদেবের পূজোপলক্ষে আমরা নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণকে ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ নাগ দেববর্ম্মা, মণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, চন্দ্রকান্ত রায়, অতুলকৃষ্ণ সিংহ, লালা জয়নারায়ণ রায় বাহাদুর, এবং লালা বিজ্ বাহাদুর মহাশয়গণ। বেঙ্গলীক্লবের সভ্যগণ কৃপাবিতরণে তাঁহাদের ক্লবভবন পূজার্থে দেওয়ায় তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

৭। ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভরাকর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু দেব বর্ম্মা মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত সংবাদদ্বয় প্রেরণ করিয়াছেন

(ক) বিগত ৭ই কার্ত্তিক ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে পরলোকগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের ভবনে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহোদয়গণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন,—১। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ২। শ্রী

যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ৩। শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ ৪। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র রায় ৫। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু ৬। শ্রীহেমচন্দ্র বসু ৭। শ্রীভুপেন্দ্রনারায়ণ বসু ৮। শ্রীআশুতোষ বসু। সর্ব্বসাকিন ভরাকর। শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্রচক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উপবীত গ্রহণের কয়েক দিবস পরে উক্ত শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহোদয়ের পিতৃ বিয়োগ হইলে তিনি ক্ষত্রিয়াচারানুসারে ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

(খ) গত পূজার সময় কায়স্থসভার প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বহর গ্রামে কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দেওয়ায় তথাকার কায়স্থমহোদয়গণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণের সার্থকতা বুঝিয়াছেন। আশা করি তথাকার কায়স্থ মহোদয়গণ সত্বরই উপবীত গ্রহণ করিবেন।

৮। বর্দ্ধমান জেলা অন্তর্গত দাঁইহাট হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিহর বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বিগত ১৪ কার্ত্তিক ১৩১৯ নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় উপবীতি কায়স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রতিকান্ত কবিভূষণ মহাশয়ের মাতার মৃত্যুতে আদ্যকৃত্য উপলক্ষে গ্রামস্থ প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় ভদ্রমহোদয়গণ শ্রাদ্ধীয় সভায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উৎসর্গীকৃত কলস ও ভোজ্যাদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চকুলোদ্ভব গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্তবংশীয় দেবোপম দেবগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের প্রকৃত অধিকার জানিয়া যেরূপ আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন, তাহাতে আশা করা যায় এতদ্দেশীয় অশাস্ত্রদর্শী কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ আর বেশীদিন তাঁহাদের চিরসুহৃদ কায়স্থগণের সহিত বৃথা দলাদলি সৃষ্টি করিবেন না। বলা বাহুল্য দেবগ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ জমীদারবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত কুলীন।" দেবগ্রাম নিবাসী জমিদার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ কিরূপ উদারচেতা তাহা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ পাইতেছে। ফলতঃ দেবগ্রামে দেবতাদিগেরই বাস নচেৎ উপবীতী কায়স্থের বাটীতে ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধে তাঁহারা যোগদান করিবেন কেন। আর আমাদের ফরিদপুর জেলার ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সংকীর্ণচেতা কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ জগতে আর নাই। ইহাদের মনে রাখা উচিত—

পুণ্যং পরোপকারেণ, পাপঞ্চ পর পীড়নম্।

এই যে কায়স্থ পীড়নে ব্রাহ্মণগণ মহাপাপ করিতেছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত অতি ভীষণ তবে কিছু বিলম্বে কেন না,—"ধর্ম্মস্থ সূক্ষ্মাগতিঃ।"

৯। বলকান সমর শেষ প্রায়। আমরা আশা করি নর-রক্তে বসুন্ধরা আর প্লাবিত হইবে না। পাশ্চাত্য শক্তির কেন্দ্র স্থান ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশ সকলে প্রতি ঘরে ঘরে নর-নারীগণে হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে। তুরস্ক ও মিত্রগণ স্ব স্ব অসি কোষে নিবদ্ধ করুন। ইউরোপে শান্তি সংস্থাপিত হউক। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা উভয় হস্তে বিতরণ করিয়া তুরস্ক আবার ইউরোপে সাম্রাজ্য

বিস্তার করুক। শ্রীভগবান্ কাহারও প্রতি অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন না, যে জাতি অত্যাচার-প্রিয় তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

১০। তুরস্ক—সাহায্য। ইউরোপে মুসলমান সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আমাদের তুরস্ক ভ্রাতৃগণ যে প্রকারে ভীষণ যুদ্ধানলে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, তাহাতে শত মুখে তুরস্ক সেনানী ও সামন্তবর্গকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমরা আশা করি ভারতীয় হিন্দুজাতি অকাতরে অর্থ-সাহায্য করিয়া তুরস্কের হতাহতদিগের সাহায্য করিবেন। আজকাল ষ্টাম্বোল মহানগরীতে কত শত সহস্র তুরস্ক শীতে, পীড়ায়, অনাহারে, মৃত্যুযন্ত্রণানুভব করিতেছেন তাঁহাদের উপকারার্থে হিন্দুগণ অগ্রসর হউন। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান এক যোগে অনেক টাকার সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু উহা সমুদ্রে বিন্দুপতন বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। আমার প্রার্থনা করি হিন্দুগণ এই বিপদকালে তুরস্ক জাতিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবেন।

১১। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলনী। (All India kayestha conferne)

বিগত ২৩ শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্নে ৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্ ভবনে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির একটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্য-প্রণালী অবধারিত হইয়াছে ৷

৩০ শে ডিসেম্বর ১৯১২ মোতাবেক ১৫ই পৌষ ১৩১৯, সোমবার কলিকাতায় টাউনহলে পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় কার্য্যারম্ভ হইবেক। প্রথমে—সংগীত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর কায়স্থ মহামণ্ডলের প্রতিনিধিবর্গকে অভিবাদন করিবেন, সম্মিলনীর সভাপতির নির্ব্বাচন, সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা, প্রথম প্রস্তাব—সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মহামণ্ডলের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদির প্রচলন। ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯১২ মোতাবেক ১৬ই পৌষ ১৩১৯ মঙ্গলবার দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় ২য় প্রস্তাব—শিক্ষা, প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ এবং শিল্প ও বাণিজ্য। ৩য়—বিবাহ-ব্যয় সংক্ষেপ ও আন্তর্গণিক বিবাহ। ৪র্থ—অধ্যয়নাদি জন্য সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশ ভ্রমণ। ৫ম—কায়স্থজাতির শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, ও সার্ব্বজনীন ধন ভাণ্ডার (Banks) ৬ষ্ঠ—কায়স্থ জাতির বিধবা স্ত্রীলোক ও অনাথ বালক বালিকার পরিপোষণ। উক্ত সমিতি আরও অবধারণ করিলেন যে আগামী রবিবারে (৩০ শে অগ্রহায়ণ) কলিকাতা আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন হইবেক। নিম্নলিখিত মহাত্মাগণকে সম্মিলনীর সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে—

(১) মাননীয় শ্রীযুক্ত মহাদেব ভাস্কর বি, এ, এল, এল বি (বম্বে) (২) মাননীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চিৎনবীস (মধ্যভারত) (৩) মাননীয় শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা (উত্তর পশ্চিমাঞ্চল)।

১২। উক্ত কায়স্থ সম্মিলনীতে, বঙ্গদেশীয় মফঃস্বলবাসী কায়স্থগণ যোগদান করিতে যাঁহারা কলিকাতায় আসিবেন, তাঁহাদিগের বাস

ও আহারাদির কি প্রকার ব্যবস্থা কায়স্থ-সভা করিয়াছেন তাহা অবগত হইতে আমরা পত্র লিখি, তাহার উত্তরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন—"আপনি উপেনবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন পাইলাম। বাঙ্গালীরা host (গৃহস্বামী) তাঁহাদের থাকিবার বা খাইবার বন্দোবস্ত আমাদের করিবার কথা নয়, কিন্তু যদি কাহারও আত্মীয় বা বন্ধু এখানে না থাকে এবং তিনি সম্মিলনে আসিতে চাহেন আমরা বন্দোবস্ত করিব। প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকের delegate's fee. ২৲দুই টাকা দিতে হইবে। যাতায়াতের ব্যয় অবশ্য প্রত্যেকের নিজের ইতি।" এই পরিবর্তন সময় যখন মুখ্য কায়স্থ-গণ অনেক স্থানে উপনয়ন সংস্কারের দূরে রহিয়াছেন, এমন কি বঙ্গীয় কায়স্থগণ মধ্যে চারি শ্রেণীর মিলন কার্য্যে পরিণত হয় নাই, এমন সময়ে প্রতিনিধিগণের সম্মিলনে যোগ-দানের জন্য প্রত্যেকের নিকট ২৲টাকা গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। ইহা ব্যতীত পথের ও আহারাদির ব্যয় কম হইবে না।

১৩। পাবনা জেলান্তর্গত চাকলা-পাঁচু-ড়িয়া কায়স্থসম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় আমাদের নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন,—"উক্ত সম্মিলনী আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্প্রতি উক্ত সভার একটি অধিবেশনে চাকলা-পাঁচুড়িয়া প্রমুখ বিংশতিখানি গ্রামের প্রধান প্রধান কায়স্থগণ সম্মিলিত হইয়া অত্র সভার জনৈক উপবীতধারী উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়কে আগামী ভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলনীতে যোগদান করিতে প্রতি-নিধিপদে বরণ করিলেন।" রামচন্দ্রবাবু আমাদের পুরাতন বন্ধু, কায়স্থকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগ অতীব প্রশংসনীয়।

১৪। ধূমকেতু।—বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রজাপতিতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু লিখিত ধূমকেতু শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক রহস্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ ধূমকেতুকে বাষ্প বা ধূমপূর্ণ একটি গ্রহ মনে করিয়া উহার নামকরণ করিয়াছিলেন। ধূমপূর্ণ দেহ ও পুচ্ছ যার তাহাই ধূমকেতু। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্বী-গণের গবেষণায় উহা পৃথিবী চন্দ্রাদির ন্যায় মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি কঠিন পদার্থে গঠিত একটি গ্রহ ও সূর্য্যমণ্ডলের (solar system) অন্তর্নিবিষ্ট এবং সূর্য্যালোকে আলোকিত। গ্রহদিগের ন্যায় ধূমকেতুও তাহার নিরূপিত কক্ষে সূর্য্যকে অতি বেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বিশ্বস্রষ্টা অসীম অনন্ত ব্যোমপথে কত শত ধূমকেতু নির্ম্মাণ করি-য়াছেন, তাহা কে বলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কক্ষচ্যুত হইয়া কাহারও বিচরণ করিবার শক্তি নাই। পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ক্রোশ দূরে ধূমকেতু বিচরণ করে। এই বিশাল দূরতানিবন্ধন আমরা উহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছি না। ধূমকেতুর দেহ রন্ধ্রময়, এই রন্ধ্রপথে সূর্য্যা-লোক প্রবেশ করিয়া, দেহভেদী রন্ধ্রবিনিঃসৃত রবিরশ্মি পুচ্ছাকার ধারণ করে, ফলতঃ উহার দেহের ন্যায় পুচ্ছটি মৃৎশিলাদি কঠিন পদার্থে বিনির্ম্মিত নহে, উহা বহিঃনিঃসৃত সূর্য্যরশ্মির সমষ্টি মাত্র। আমরা সাধারণতঃ তিন প্রকার

[illegible]কেতু দেখিতে পাই, যথা—পুচ্ছধারী শৃঙ্গ-[illegible] ও বোমজ। বন্ধভেদে ইহার আকার [illegible]ভিন্ন হয়। পুচ্ছ সম্মুখে থাকিলে শৃঙ্গযুক্ত, [illegible]চাদে পুচ্ছধারী ও পুচ্ছ চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইলে বোমজনামে আখ্যাত হয়। ইহারা [illegible]কলেই বহুবন্ধযুক্ত বন্ধগুলি গভীর অগভীর ভেদে নানাবিধ অবস্থাপন্ন কোনও বন্ধ ধূম-কেতুর দেহের অর্দ্ধাংশ কোনওটি তৃতীয়াংশ, কোনওটি চতুর্থাংশ, আবার কোন বন্ধ সমগ্র দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোনও ধূমকেতুর অভ্যন্তর দেহাংশে বন্ধ আছে। এই সকল বন্ধ [illegible] উক্ত ত্রিবিধ ধূমকেতু [illegible] হয়। এই প্রসঙ্গ [illegible] মর্ম্মমাত্র কীর্ত্তন করিয়া [illegible] প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি [illegible]।

১৫। বিগত [illegible] দেব ববেণ্য [illegible] ও সমাজ্ঞী [illegible] সবিক দিল্লীদরবারে [illegible] লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট [illegible] করিয়াছেন তাহা অতীব [illegible]। [illegible] আশা করেন যে [illegible] ভারতে [illegible] তাহাতে ভারতীয় [illegible] বর্গের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতি [illegible]। [illegible]গণের পক্ষ হইতে [illegible] হৃদয়ের নিভৃত স্থান [illegible] বাস [illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। [illegible] গ্রামসমূহ পানীয় জলাভাবে ও [illegible] প্রকোপে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। যাহাতে আমরা সুস্থদেহে একমুষ্টি অন্ন খাইয়া স্ত্রী পুত্রকন্যার সহিত তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে পারি তাহার উত্তম বিধান তিনি করিবেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বিজয়শ্রী অক্ষুণ্ণ রাখুন ও দীর্ঘজীবন প্রদান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

১৬। রাজসাহী জেলান্তর্গত নাটোর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—'বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ রবিবারে নাটোর মহকুমার অধীন আমহাটিগ্রামনিবাসী স্বধর্ম্ম-নিরত স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটি বিরাট কায়স্থসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় নাটোর, চাচকৈড়, ডাঙ্গানী, ঝিনা, [illegible] [illegible]গর [illegible], ইশলাবাড়ী, [illegible] [illegible] [illegible]পুর, রামপুর, [illegible] [illegible]পুর [illegible]বাড়ীয়া প্রভৃতি [illegible] [illegible] শতাধিক উপনীত [illegible] যোগদান [illegible] কেদারনাথ ভৌমিক [illegible] উদ্দেশ্য বিনয়ক [illegible] সর্ব্বসম্মতিক্রমে [illegible] [illegible]নারায়ণ দেববর্ম্মা [illegible] [illegible] করিলে তিনি [illegible]। নাটোর কায়স্থ [illegible] সুরেন্দ্রমোহন নন্দী [illegible] কায়স্থের [illegible] অধীনে গ্রাম্য [illegible] একমত [illegible] উন্নতিবিষয়ে অগ্রসর হওয়া [illegible] করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে [illegible] একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। পরে ঝিনানিবাসী মাননীয় [illegible] কৃষ্ণলাল নন্দী দেববর্ম্মা মহাশয় অনুপনীত কায়স্থদিগকে সত্বর উপনয়ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে অনেকেই আগামী মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে উপবীতী হইবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আশা করি প্রস্তাবটি কার্য্যেপরিণত হইবেক।

সম্পাদক।

১। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ কারক মহাসৌগন্ধযুক্ত শাস্ত্র সম্মত কেশতৈল "কিন্নর কেশী" মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা ৩ শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা।

২। মস্তিষ্ক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের শ্রেষ্ঠ রসায়ন "স্নায়ব কেশরী" মূল্য ১ শিশি ১৷৷০ টাকা তিন শিশি ৪৲ টাকা

৩। সকল প্রকার মেহ প্রমেহ ও বহুমূত্র রোগে অব্যর্থ অভ্রান্ত মহৌষধ, "শুক্রধৃতি" ২১ বটী ১৲ টাকা তিন কৌঃ ২৷৷০ আড়াই টাকা।

৪। ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও পুরুষত্ব হানির মহৌষধ, বাজীকরণ ও বীর্য্যস্তম্ভের শ্রেষ্ঠ ঔষধ "রতিবৃদ্ধি" মূল্য ১৪ মাত্রা ১ কৌঃ ১৲ টাকা তিন কৌঃ ২৷৷০ আড়াই টাকা।

৫। শোণিত শোধক পারদদোষপহারক এবং বলকারক মহৌষধ "শোনিতামৃত" মূল্য ১ শিশি ১৲টাকা তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা।

৬। অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী "মহাশক্তি" মূল্য ১৪ মাত্রা ১ কৌঃ মূল্য ১৲ তিন কৌঃ ২৷৷০।

৭। বাতব্যাধি ও সর্ব্ববিধ বেদনার মহৌষধ "মহাতৈল" মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা তিন শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা।

৮। শ্বাস (হাঁপানি) ও কাশ রোগের ব্রহ্মাস্ত্র "হৃদরোগান্তক" মূল্য ১ মাস ব্যবহার-পোযেগী ১ শিশি ২৲ তিন শিশ ৫৲ টাকা।

৯। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ, বাধক, প্রদর, এবং বন্ধ্যাত্ব নাশের অব্যর্থ অভ্রান্ত ঔষধ "কামিনীকল্যাণ" মূল্য ২১ বটি ১ কৌটা ১৲ তিন কৌটা ২৷৷০।

১০। সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগাধিকারের সর্ব্বজন আদ্রিত শাস্ত্রীয় শ্রেষ্ঠ মহৌষধ "অশোক ঘৃত" মূল্য তিন সপ্তাহ সেবনোপযোগী অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১৷৷০ তিন শিশি ৪৲ টাকা।

১১। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের একমাত্র পরিচিত ঔষধ "জ্বরঘ্নসুধা" মূল্য ১ কৌটা ৷৷৵ তিন কৌটা ১।০।

১২। কোষ্ঠবদ্ধতায় মৃদু বিরেচক ঔষধ সুখভেদী" মূল্য ১৪ বটি ৷৷০।

১৩। সর্ব্বপ্রকার ঘায়ের অব্যর্থ ঔষধ "মহাক্ষতান্তক" মূল্য ১ শিশি ৷৷০।

১৪। সর্ব্বপ্রকার কর্ণরোগের মহৌষধ "কর্ণরোগান্তক" ১ শিশি ৷৷০।

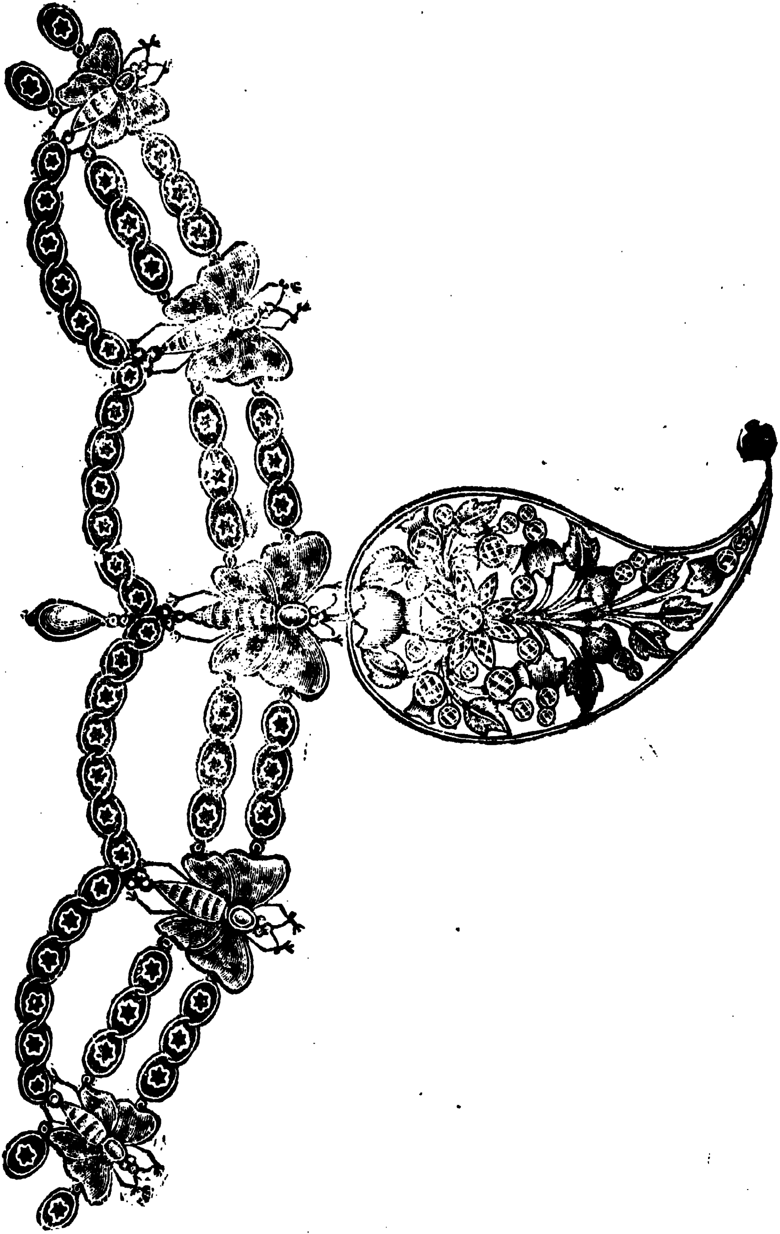
সমস্ত ঔষধের মূল্য ভিন্ন মাশুলাদি পৃথক,—এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রকার বটি, তৈল, ঘৃত, মোদক ও সমস্ত প্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য ও শোধিত দ্রব্য প্রভৃতি সমস্ত প্রকার ঔষধাদি বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত থাকে মফঃস্বল হইতে পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ ডাকে সযত্নে প্রেরণ করা হয়।

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—

পি, মুখর্জ্জি, ম্যানেজার।

আয়ুর্ব্বেদ সঙ্ঘ—

৬২।৫নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা।



গিনি সোণার চেইনের মুকুট

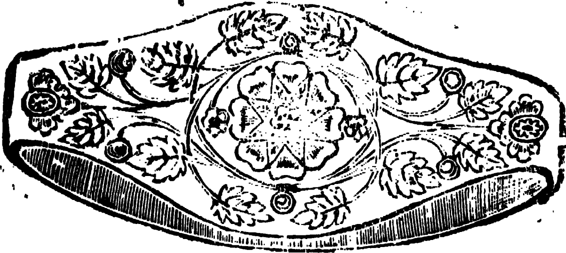
ওজন ৫ ভার হইতে বানি চুক্তি ৩০, পান মরা ১, টাকা।



গেঁটে মাকড়ী গিনি সোণার

ওজন ৷৵০ হইতে বানি ৫৲ হি

পানমরা ২৲ হিঃ ভরি।

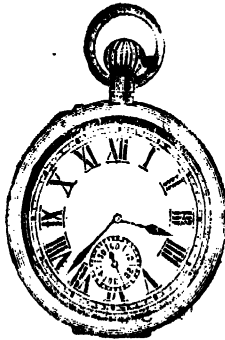


ব্রেসলেট

গিনি সোণার ওজন ৮ ভরি হইতে বানি চুক্তি

৫০৲ পানমরা হইবে না।

পাথর বসান হইলে যত দামের ইচ্ছা পাথর দেওয়া যাইতে পারে।

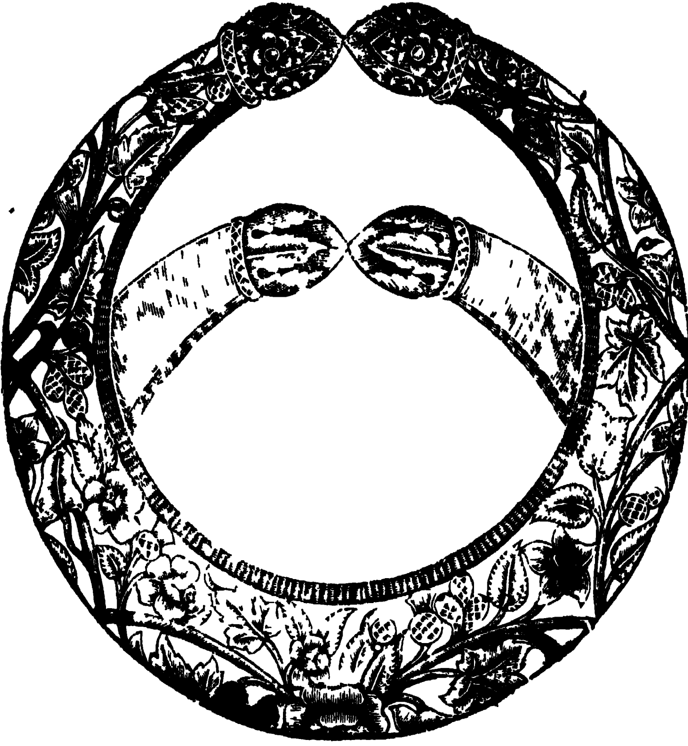


ঘড়ি

উত্তম সময় রাখে ওপেন কেস, কি লেস

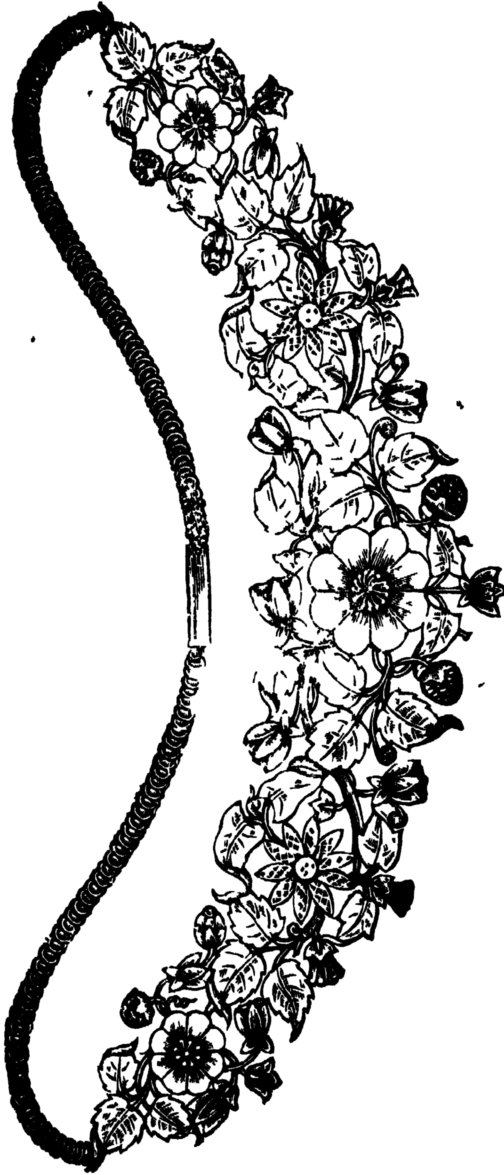
হোয়াইট সিলভার ওয়াচ মূল্য ১৩৲ টাকা

গ্যারেণ্টী ৩ বৎসর।



তাগা

গিনি সোণাব ওজন ১২ ভবি হইতে গালাপোরা বালা সচবাচর ২৲ হিঃ বানি ও ২৲ হিঃ পানমরা হয়। ৪৲ হিঃ বানি হইলে পানমবা ।০ আনা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হয়। আওয়াজদার হইলে ৫৲ হিঃ বানি ও তাহাব উপব পেট জালিদার হইলে ৬৲ হিঃ পালিস পাতের হইলে ৭৲ হিঃ ভরি করা বানি হইয়া থাকে।



নেকলেষ

গিনি সোণার ওজন ৯ ভরি হইতে

বানি ৭৲ হিঃ পানমরা ১৲ হিঃ।

সর্ব্ববিধ জুয়েলারি এবং সোণার "গহণা"—রূপার "বাসন"—প্রভৃতি অর্ডার-মত অল্প সময়ে সুলভ মজুরীতে প্রস্তুত হয়।

সামান্য রূপায় "চুটকী" হইতে—হীরার মুকুট পর্য্যন্ত সমান যত্নে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হীরা, মুক্তা, চুণি, পান্না, গোমেদনীলা প্রভৃতি যাবতীয় বহুমূল্য প্রস্তর উচিৎ মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিবাহের অলঙ্কার, পায়ের মল হইতে মাথার মুকুট পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অর্ডারের সহিত সোণা অথবা তাহার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়॥

প্রত্যেক গহণার সহিত এক খানি করিয়া পানের গ্যারাণ্টী দেওয়া হয় এবং গ্যারাণ্টী মত খরিদ করা হয়।

সস্তার এবং বেশীদামের ওয়াচ ঘড়ি ও ক্লক—ফ্রেঞ্চ আমেরিকান ও সুইসমেড বিক্রয় হয়।

চশমা সকল প্রকার বিক্রয় হয়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা হইয়া থাকে। এবং ডাক্তারের প্রেসক্রপসন মত চশমা দেওয়া হয়।

ঘড়ি, চশমা, হারমোণিয়ম, গ্রামোফোন পিয়ানোওরগ্যান এবং যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র মেরামত হইয়া থাকে।

হারমোণিয়ম সকল প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হারমোণিয়ম দেশী ও বিলাতী পিয়ানো গ্রামোফোন অরগ্যান এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং যাহা কিছু আপনি ঘরে বসিয়া পাইতে ইচ্ছা করেণ তৎসমুদয় সামান্য কমিশনে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া থাকি।

অর্ডারের সহিত সিকিমূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

প্রত্যেক অর্ডারী ও মেরামতী কার্য্যের গ্যারাণ্টী দেওয়া হয়।

১৭। রাঁচি হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন, "আমার সর্গতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয় আমাকে যথা শাস্ত্র উপনীত করিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।" আমরা আশা করি উপনীত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচারে অশৌচ প্রতিপালন করিবেন। উপনীত হইয়া শূদ্রাচারে কার্য্য করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার।

১৮। ভ্রম সংশোধন।—১৩১৯ কার্ত্তিকসংখ্যা ৩১২ পৃঃ ২য় স্তম্ভে ৫ম পংক্তি বলিষ্ঠ হইবে। ৩১৩পৃঃ পাদমন্তব্যে চিত্রপুর হইবে। ৩১৪ পৃঃ ২য় স্তম্ভে ১২ পংক্তি খগ হইবে। ৩১৫ পৃঃ ১ম স্তম্ভে ৯ম পংক্তির নিম্নে নূতন প্যারা (৫) বসিবে। উক্ত পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৯ম পংক্তির নিম্নে "শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে প্রণয়-কাননে" বসিবে। আত্মনিবেদন কবিতায় (১১৯ পৃষ্ঠায়) ২য় শ্লোকে নাভির স্থানে নাড়ী হইবে। ৭ম শ্লোকে "হায় রে বিফলে" হইবে। ২২ শ্লোকে "সাধের মানবজন্ম" হইবে। ২৬ শ্লোকে "নিবায" স্থানে "বাড়ায়" হইবে।

Reg. No. C. 653.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[পঞ্চম বর্ষ—নবম সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১৸৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১৸৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ৴১৹ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৸৹ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ৴৹ মোট ১৸৴ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৵৹ ও অপরের জন্য ৶৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক গ্রাহক দিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ১৸৹ বৎসরের চাঁদা বাকী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিয়াছেন। চাঁদা প্রতিবর্ষ ১৸৹ টাকা, অতি সামান্য দান, আমরা যে প্রকার আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিভা চালাইতেছি তাহা গ্রাহকগণ জানিয়াও আমাদের প্রতি এ প্রকার নির্দ্দয় হন কেন? ১৩১৯ সন শেষ হইয়া আসিতেছে। প্রায় সহস্র গ্রাহকের নিকট ১০০০।১২০০৲ টাকা বাকী, মনিঅর্ডারে চাঁদা আদায় অতি বিরল সুতরাং ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইতেছি। ভিঃ পিঃ যে কত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহা গ্রাহকমহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মনিঅর্ডার যোগে ১৸৹ টাকা পাঠাইলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়, এইক্ষণ আমরা প্রতি মাসেই ভিঃ পিঃ করিতেছি, আমাদের সনির্ব্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা যেন ভিঃ পিঃ কেহ ফেরৎ না দেন; যদি কোন সংখ্যা কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,

সম্পাদক ও প্রকাশক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

পৌষ মাস, ১৩১৯।

মানবের অত্যাচার।

Blow blow thou wintry wind!
Thou art not so unkind as ungrateful man! King Lear
Oh for a lodge in some vast wilderness,
Some boundless contiguity of shade
Where rumours of oppression and deciet.
Might never reach me more! Cowper. Editor.

জীবজগতে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, মানব মাত্রেই ইহা কহিয়া থাকে। কোন প্রাণীই ইহার প্রতিবাদ করে না; তাহারা গর্ব্বিতের গর্ব্বোক্তি শ্রবণে সর্ব্বদা যেন মহাপুরুষের মত নীরব! মানবজাতির সম্প্রদায় বিশেষের কেহ যদি কখন স্বীয় সম্প্রদায়ের উচ্চতা ঘোষণা করে; তবে চতুষ্পার্শ্বে এমনতর কলরবের সৃষ্টি হয়, যে সুস্থ কর্ণও বধিরতা লাভ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি মানবেতর জীব উৎকৃষ্ট হউক আর নিকৃষ্ট হউক, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও, তাহারা একেবারেই জাত্যভিমানী নহে! দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি উচ্চগুণগ্রাম জীবজগতে মানবজাতির সর্ব্বোচ্চতার কারণ রূপে নির্দ্দেশিত হইলেও, আমরা দেখিতে পাই, মানবজাতির জন্মদিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প সংখ্যক মানবই সেই সর্ব্বোচ্চতার অধিকারী হইতে পারিয়াছেন;

তবে বিশেষত্ব এই, সেই মুষ্টিমেয় মহাপুরুষ ভিন্ন সমগ্র মানব সমাজ আজিও আহারে, বিহারে, ভাবনা ও কামনায় মানবেতর জীববৃন্দের সমতা-সমন্বিত থাকিয়াও অত্যাচারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অত্যাচারে মানবকে হিমাদ্রির উচ্চ শিখর হইতেও উচ্চ ও সমুদ্রের বিশালতা হইতেও বিশাল বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না! যীশুর ন্যায় মহাত্মা, প্রেমাবতার চৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষ, বুদ্ধের ন্যায় নিষ্কাম যোগী, শতাব্দীর পর কত শতাব্দী বহিয়া যাইতেছে; কই, যেমনটি হইয়াছিল, তেমনটিত আর পাওয়া যাইতেছে না! নানাগ্রন্থে তাঁহাদের পবিত্র প্রাণের, প্রেম প্রবল হৃদয়ের বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিত্র দেখিয়া প্রাণ বিহ্বল হইয়া যাইতেছে; কই তাঁহাদের নামাঙ্কিত পতাকামূলে কত কোটী কোটী মানব সন্তান সমবেত, চাহিয়া দেখ; যীশুর প্রাণ, চৈতন্যের হৃদয়, বুদ্ধের জ্ঞান, কতিপয় মানব সন্তান ব্যতীত, তাহাদের কাহারও দেহেইত মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতে পারিতেছে না! তাহা সহজও নহে। জন্মাবধি অত্যাচার পরায়ণজাতি, উচ্চাদর্শ পাইলেই তাহা আত্মস্থ করিতে পারে না। তাই আমরা, ঘরে ঘরে, প্রান্তরে, সাগরে, নগরে, গিরিকন্দরে, যেখানেই খুঁজি সংখ্যাতীত অত্যাচারী মানব, হাসি মুখে তথায় আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। মানবের সুখ সম্পদ যশোমানের প্রায় বহুলাংশই একমাত্র অত্যাচার লব্ধ। পরকে অধীন করিয়া দুঃখের বোঝা তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া সুখী হইবার প্রবল প্রবৃত্তিই মানবের অত্যাচার পরায়ণতার প্রসূতি। কালস্রোত জলধি-প্রবাহবৎ আপন মনে কোন্ অজানা প্রদেশে ছুটিয়া চলিয়াছে; কত যুগ, কত শতাব্দী কত বর্ষের গণনা; কত উত্থান পতন, হর্ষ-বিষাদের স্মৃতি মানব মনে আঁকিয়া দিয়া যাইতেছে; কিন্তু মানব প্রকৃতির অত্যাচার প্রবণতা কিছুতেই হ্রাস হইতেছে না, বরং দিন দিন তাহা বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে। আমরা গণনাতীত অত্যাচার কাহিনীর মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া মানবের জীবজগতে উচ্চগুণগ্রামের মহিমায় উচ্চস্থান লাভের দাবী কতদূর ন্যায্য, তাহা বিবেচনার্থ মানবমণ্ডলীর সমক্ষেই উপস্থিত করিতেছি।

এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না, যে মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই নবোঢ়া বধূর সহ আগত কিঙ্কর কিঙ্করীর মত গো-অশ্ব, মেষ-মহিষ, হাতী, উষ্ট্র প্রভৃতি বন্যপশু গুলিকে মানবের বশ্যতা করিয়া জীবন ধন্য করিতে আদেশ প্রদত্ত হয় নাই। মানব, ইহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া নানাবিধ সুখ ভোগের আকর রূপে পরিণত করিতে যে, কত পুরুষ পরম্পরা অতিবাহিত করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইয়াছে; তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুরূহ। ইহাদিগকে বশীভূত করিতে যে কত প্রকার বিভিন্ন অত্যাচার প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রথমতঃমানব জাতির সুখসমৃদ্ধির প্রধান সহায়, গো জাতির কথাই উত্থাপন করিয়া দেখা যাউক, তাহাদের প্রতি মানবের ব্যবহার কিরূপ মহত্ত্ব ব্যঞ্জক? মানব, গোজাতির স্বাধীনতা হরণ রূপ অবিচার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, অধীন করিয়া নানাভাবের অত্যাচারে তাহাদিগকে নিয়ত মর্ম্মপীড়িত করিয়া আত্মকুলের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। নির্ম্মম হৃদয়ে গো-শিশুর এক

মাত্র জীবনোপায় মাতৃস্তন্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, মুখের দুধ দস্যুর ন্যায় কাড়িয়া লইয়া আপন শিশুর জীবন রক্ষা করিতেছে। নিজেরও শক্তি সামর্থ্য বর্দ্ধন করিয়া লইতেছে। দুগ্ধ হইতে নানাচ্ছন্দে রচিত ঘৃত, দধি, মাখন, ছানা, সন্দেশাদি অমৃতোপম দ্রব্য সম্ভার অবিরাম যে নরনারীর পুষ্টি ও তুষ্টি নিষ্পাদন করিতেছে, ইহা কি মানবজাতির সহৃদয়তার পরিচয় না দিয়া অত্যাচারের পরিচয়ই দিতেছে না? মানব যাহাকে ধরে তাহাকে সহজে ছাড়ে না! গোজাতিকেই বা ছাড়িবে কেন? গরুর নাকে দড়ি দিয়া গাড়ী টানাইতেছে—ক্ষেত্র কর্ষন করাইতেছে, শস্য কর্ত্তন করিয়া বহন করাইয়া লইতেছে; লিখিতে দারুণ দুঃখ ও লজ্জা হয় এত করিয়াও মানবের আকাঙ্খা মিটে নাই। তাহারা এমন হৃদয়বান্ যে জঠর জ্বালা নিবারণ ও রসনার তৃপ্তি সাধন জন্য নানারূপ সুখদাতা গোবংশের ধ্বংস সাধনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। (ক)

হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র সম্বন্ধেও মানবের আচরণ বিন্দুমাত্র সন্তোষকর নহে। তাহারা বনের পশু বনেই থাকিত, বনেই নাচিত, বনেই খেলিত মনুষ্যের কোন ধারই ধারিত না! মানব বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া প্রিয়তম বাহন রূপে নিয়োজিত করিয়া, তাহাদের শান্তির পথ চির আবদ্ধ করিয়াছে। শুধু বাহন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রয়োজনানুসারে বহুকষ্ট সাধ্য কার্য্যই উহাদের দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া লইতেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সামান্য ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে মুহুর্মুহু অঙ্কুশ তাড়নে ও কশাঘাতে অধীনতার আস্বাদ চিত্তক্ষেত্রে জাগাইয়া তুলিতেছে, কাতর নয়নে আকাশ পানে চাহিতেছে, নয়নের জলে মুখ ভাসাইয়া ব্যাকুল প্রাণে আদেশ পালনে বাধ্য হইতেছে। কি দলিলের বলে মানবগণ এরূপ মমতা হীন আচরণের অধিকারী, তাহা কেহ বলিতে পার কি?

মানব শাল, আলোয়ান, বনাত, কম্বলাদি পশমী-দ্রব্যজাত অঙ্গাবরণ করিয়া শীতের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে, বিলাসিতার সাধ মিটাইতেছে, অর্থ-স্বাচ্ছল্যের মহিমা প্রকটিত করিতেছে; ইহার অভ্যন্তরেও অত্যাচার নিহিত নাই কি? দেশবিশেষের ছাগল ভেড়া ও উটের সৌষ্ঠববর্দ্ধক ও তাপ-রক্ষক লোমাবলি মানবের সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কখনি সৃষ্টি হয় নাই? স্বার্থপর মানব নিজ প্রয়োজনে তাহাদের অঙ্গ হইতে যখন তখন লোমকর্ত্তন করিবে, ইহা তাহাদের সুখকর কিছুতেই হইতে পারে না। (খ)

(ক) গোজাতি আমাদের পূজ্য, কিন্তু ইহার প্রতি আমরা যে বিষম অত্যাচার করিয়া থাকি, লেখক তাহা বিষদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরেজ জাতি গোমাংস খাদক গোজাতি তাঁহাদের নিকট অর্চ্চনা পায় না, কিন্তু ইংলণ্ডে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন গরুর প্রতি ইংরাজ জাতির কিপ্রকার উদার ব্যবহার। মানুষের ন্যায় সুন্দর সুন্দর গৃহে গোজাতি বাস করে, গৃহমধ্যে আলোক, সূর্য্যতাপ, সমীরণ প্রবেশের উত্তম ব্যবস্থা আছে, গৃহগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোমল শুষ্ক-তৃণরাজির উপর গোবৎসগণ সুখে নিদ্রা যায়, আহারের ব্যবস্থা অতি পরিপাটী। সুকোমল কম্বল তাহাদের গাত্রাবরণ, এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় ইংরেজ বাস্তবিক গোপূজক। এক একটী গাভী দশসের হইতে অৰ্দ্ধমণ দুগ্ধ প্রদান করে, ১০০০৲ টাকা হইতে ৭৫ হাজার টাকা গাভীর মূল্য হয়।

সম্পাদক।

(খ) সময়ে সময়ে মেষলোম কর্ত্তন না করিলে, মেষের কষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের দেশে মেষলোম এ

কোন মানব-মানবীর একগাছা কেশোৎপাটন যদি কেহ করে, তবে তাহা কি তাহাদের অসুখকর হয় না? এমন কি সময় সময় তাহা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়, অপমানে তাহাদের সর্ব্বদেহ জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। সেই মানবই পরাধীন জীবের সুখ দুঃখের বিষয় কণামাত্রও চিন্তা করে না! অত্যাচারীর এরূপ প্রকৃতি কি অনৈসর্গিক নহে? অত্যাচারে মানবের অনাশক্তি নাই, আত্ম-প্রয়োজনে অনবরতই মানব পরশোষণে, পরপীড়নে দ্বিধাশূন্য। দৈহিক পুষ্টি রসনার তুষ্টি জন্য ছাগ, মেষ, হরিণ প্রভৃতি নিরীহ পশুর বধসাধন ত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য,—জঠর তৃপ্তির অনুরোধে তাহারা ইন্দুর, বিড়াল, ভেক পর্য্যন্ত ক্ষমার যোগ্য মনে করে না। ইদানিং অশ্ব ও ভেক্‌কে সুখাদ্যপর্য্যায় ভুক্ত করিয়া লইয়াছে! জলচর মৎস্যবংশও মানবের করুণা প্রত্যাশা করিতে পারিতেছে না। মানবের উদার প্রাণ (?) জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমভাবে আত্মপোষণের উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত!

বিনা প্রয়োজনেও মানুষ শুধু ক্ষণিক আনন্দ ও বাহাদুরী পাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জিঘাংসাবৃত্তিকে যথেষ্ট ব্যবহার করে, দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে বিজন অরণ্যে চিরস্বাধীন, প্রকৃতির অতুল বিক্রমী-সন্তান সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার ও ভল্লুকাদি মনের সুখে বিচরণ করিতেছে, স্বাধীনতার পূর্ণানন্দ ভোগে ধন্য হইয়া সর্ব্বদা সবল ও সুস্থদেহে প্রকৃতির অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া শুনিয়া পরশ্রীকাতর নর-প্রাণে কি সহনীয় হইতে পারে? তাহারা শিকার নামে কল্পিত আমোদ উপভোগ বাসনায় জীবহত্যার শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই দুর্গম ও বিজন বীরস্বভাব স্বাধীন জীবগুলির জন্মভূমিতে তস্করেরন্যায় উপস্থিত হইয়া কি কাণ্ডইনা সংঘটন করে? রামের বালীবধের ন্যায় গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহারা নিরপরাধ জীবগুলির প্রতি বন্দুক বা ধনুক ধরিয়া লক্ষ্য স্থির করিতেছে, গুলি বা তীর বিদ্যুৎবেগে ছুটিতেছে, অতর্কিতরূপে বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নিদর্শন স্বাধীন জীবগুলি ছট্‌ফট্ করিয়া গগনভেদী মর্ম্মবেদনা, গভীর গর্জ্জনে প্রকাশ করিয়া অকালে কালকবলে বিলীন হইতেছে! মানব শিকারী গৌরবে কৃতার্থ হইতেছে, আনন্দে নৃত্য করিতেছে! ভাবিয়া দেখ, আজিও মানবের উন্নত মনোবৃত্তির কিরূপ বিকাশ।

ইহা কেহ মনে করিও না পশুর প্রতি যেমন, বিহঙ্গজাতির সম্বন্ধে মানবের ব্যবহার তেমন নহে। এ বিষয়ে তাহারা বড়ই ন্যায়বান, পক্ষপাত তাহাদের নিকটেই অগ্রসর হইতে পারে না! অত্যাচার প্রভাবে তাহারা তুল্যরূপে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিজ স্বার্থ সাধনার্থ পশুপক্ষী সমস্তকেই পরিচালিত করিতেছে। মানবের যেমন কতিপয় শ্রেণীর গৃহপালিত পশু আছে, তেমনই কয়েক প্রকারে গৃহপালিত পাখী ও আছে, পশুরাও যেমন স্বেচ্ছায় নর-সেবা পরায়ণ হয় নাই—বিহঙ্গ-সকলও

প্রকার নির্দ্দয়ভাবে কর্ত্তিত হয় যে ইহাতে মেষগণ কষ্টানুভব করে তাহা আমি নিজচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু এই লোম কর্ত্তন বিষয়ে ও পাশ্চাত্যজাতি আমাদিগের হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা এমন ভাবে লোম কর্ত্তন করেন যে মেষের কোনও প্রকার কষ্ট হয় না, বরং তাহাতে মেষগণ আনন্দানুভব করে।

সম্পাদক।

তেমনি স্বেচ্ছায় মানবের আশ্রয় লয় নাই। মানব পশু জাতির ন্যায় বিহঙ্গ জাতিকেও বহু আয়াসে, অত্যাচার প্রভাবে চির অধীন করিয়া লইতে পারিয়াছে, গৃহপালিত পশুনিচয় মানবজাতির নানা কঠোর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মানবীয় সুখের সহায়তা করিতেছে, পাখীরাও মানবের ইচ্ছানুসারে পুরুষানুক্রমে তাহাদের চিত্ত বিনোদনার্থ কেহ নাচিতেছে, কেহ গায়িতেছে কেহ নানা স্বরানুকরণ করিতেছে কেহ বা তাহাদের উদর পূরণের আনুকূল্যার্থে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। গৃহপালিত চির পরাধীন পশুপক্ষীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইলেও মানবের করুণার নয়ন তাহাদের জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিতেও সম্মত নহে।

যে সমুদায় বিহঙ্গম আজিও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির নিবিড় কাননে, বিজন শৈলশৃঙ্গে, বিশাল জলাশয়ে ফুল্লমনে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারাও মানবের দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া একেবারে নিরুদ্বেগ হইতে পারে নাই। সুযোগ পাইলেই মানব-নিকর নানা উপায়ে তাহাদিগকে সজীব ও নির্জীব অবস্থায় করায়ত্ত করিয়া আপনাদের নানাবিধ অভাব মোচন করিতেছে। শুনিতে পাই, নর বিলাসিনীদের বিলাস বাসনা পরিপূরণের জন্য একশ্রেণীর মানব সুদৃশ্য পাখীর পালক সংগ্রহ ব্যপদেশে বর্ষে বর্ষে এত অপর্য্যাপ্ত পক্ষীর জীবন হনন করে, যে তাহার ফলে কোন কোন শ্রেণীর পাখী ধরাবক্ষ হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে! মহিমাময়ের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের একবিধ আদর্শ চিরতরে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! কত শ্রেণীর পশুপক্ষী সরীসৃপ কীট পতঙ্গ যে মানবের অত্যাচারে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া বংশের অস্তিত্ব কাল-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। মানুষ বিশ্বরাজ্যের কোন জীবের প্রতিই এমন প্রেম-পরায়ণ নহে, যে আত্মপোষণের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য, আত্মতুষ্টির জন্য তাহাদের কাহাকে মমতার আকর্ষণে অধীন করিতে, পীড়ন করিতে, বিনাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতে পারে।

মানবেতর পশু পক্ষ্যাদি নানা শ্রেণীর জীবের প্রতি মানবের দৌরাত্ম্যদর্শনে ক্ষুব্ধ হইলেও শিহরিয়া উঠিবার ও বিস্মিত হইবার কারণ নাই। মানব অত্যাচার মানবেতর জীবের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াই প্রীত হইতে পারে নাই; তাহা আত্মদ্রোহিতায় ও সতত হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে! মানব, মানবের অত্যাচারে একদিকে যেমন হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে, অন্যদিকে অত্যাচারী মানব, হাস্যাননে সুখস্বচ্ছন্দ্য যশোমানের অধিকারী হইয়া সুস্থমনে সময় কাটাইতেছে। মানবের প্রতি মানবের অত্যাচার কি ভয়ঙ্কর! এক মানব, অন্য মানবকে অধীন করিতেছে, এক জাতি অপর জাতিকে অধীন করিয়া পদদলিত করিয়া তৃপ্ত হইতেছে! যে ব্যক্তি বা জাতি, যত অধিক ব্যক্তি বা জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারিয়াছে; সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তাহার জন্যই স্রোতস্বিনীর নির্ম্মল বারির ন্যায় সুলভ হইয়া উঠিতেছে, মানব-পরিবারে, সমাজে, সাহিত্যে, রাজনীতি-তত্ত্বে, কর্ম্মক্ষেত্রে বিচার ভবনে, সমর প্রাঙ্গণে, দেবমন্দিরে অথবা যে দিকে অভিপ্রায় সেই দিকে, যদি চক্ষু থাকে

চাহিয়া দেখ—মানব অত্যাচার কত মূর্ত্তিতে মানব-শিরে পতিত হইতেছে।

নর-পরিবারে চাহিয়া দেখ,—ভাই ভাইকে প্রবঞ্চিত করিয়া ভবিষ্যৎ সুখময় করিয়া লইবার প্রয়াস পাইতেছে—পিতা পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থকে আপন খেয়াল বশে নানা অকাজে অপব্যয় করিয়া পুত্রের শ্রম শক্তিকে নিরুৎসাহিনী করিয়া তুলিতেছে, স্থলবিশেষে গুণধর পুত্রও পিতার অর্থের অযথা ব্যবহারে জনকের প্রতি ঘোরতর অবিচার প্রদর্শন করিতেছে, শ্বাশুড়ী বধূকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারাদিন নির্ম্মমভাবে খাটাইয়া লইতেছে—অন্যস্থলে বধূও শ্বাশুড়ীর স্কন্ধে সমস্ত দিনের শ্রমভার অর্পণ করিয়া আপনাকে সুখী করিয়া তুলিতেছে! সুযোগ পাইলে কেহই কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারাঙ্মুখ হইতেছে না। দাসদাসীর কথা না তোলাই ভাল; তাহারাত অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ।

সমাজ পানে চাহিয়া দেখ, তাহার সর্ব্বাঙ্গে উলঙ্গ অত্যাচাব কিরূপ নির্লজ্জ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে! মানব মানবকে পশুর মতন ঘৃণা করিতেছে। জাত্যভিমান ও বংশাভিমানে অন্ধ হইয়া এক শ্রেণীর মানবের সংশ্রব ও দোষনীয় মনে করিতেছে, কোনরূপে অঙ্গস্পর্শ হইলে স্নান করিয়া আপনাকে শুচি বোধ করিতেছে! আহারে বিহারে আনন্দে উৎসবে সর্ব্বদা প্রায় সকল কাযে উচ্চশ্রেণীস্থ মানব, নিম্নশ্রেণীর মানবের প্রতি বৈষম্যজ্ঞান সূচক অবিচার মূলক ব্যবহারে মনোঃপীড়া দিতেছে, নিম্নশ্রেণীকে চিরকালই অবনত করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে, মস্তকোত্তোলন করিবার উদ্যোগ দেখিলেই উচ্চশ্রেণীর বিকট অর্থশূন্য চীৎকারে জীবজগতের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। নিম্নকে নিম্নে রাখিয়াই যেন তাহার সুখ! পুত্রের জনক, কন্যার জনকের সর্ব্বস্ব বিবাহ-চ্ছলে অপহরণ করিয়া আনন্দানুভব করিতেছে, কন্যার পিতা ফকির সাজিয়া অশ্রুপাতে ধরণী প্লাবিত করিয়া কোনরূপে কন্যাঋণ হইতে মুক্ত হইতেছে। স্বার্থপর যাজকসম্প্রদায় নানা বাগাড়ম্বরে সরল প্রাণ মানবকে ভুলাইয়া নানারূপ অনর্থক ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া প্রকৃত জ্ঞান হইতে চির বঞ্চিত রাখিয়া আপ-নাদের উদর-পূর্ত্তির সংস্থান করিয়া লইতেছে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন নরনারী স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান হইতে ক্রমেই দূরবর্ত্তী হইয়া আত্মার অকল্যাণ করিতেছে! পুরুষ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও প্রেয়সীর অভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে, অর্থবলে বা বংশবলে কোন হতভাগিনী বালি-কাকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া কৃতার্থ হইতেছে, বাল-বিধবা নন্দিনী ভগিনী ও নাতিনীর জন্য তাহার ভবনেই একাদশীতে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা। জীবন্ত কামনাময়ী মূর্ত্তি গুলিকে কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে তাহার লজ্জাবোধ হইতেছে না! এক-শ্রেণীর পুরুষ অর্থলোভে বহু পত্নীর পাণি-পীড়ন করিতেছে—ভগ্নি কন্যা প্রভৃতিকে অর্থা-ভাবে বা পাল্‌টী ঘরে বর দুষ্প্রাপ্যহেতু চির-অনূঢ়া রাখিয়া কুলরক্ষার প্রয়োজন বশতঃ তাহারা যে কুলে কালি মাখিতেছে, নীতির মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, তাহা তাহাদের স্মরণই হইতেছে না! মানব স্বার্থবশে আত্মী-য়ের বুকেও ছোরা মারিতেও অকুণ্ঠিত! সামাজিক অত্যাচারে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানীয় মানবই প্রতিষ্ঠাবান।

সাহিত্যেও মানবের অত্যাচার-প্রিয়তা আধিপত্য বিস্তার করিতে নিরুৎসাহ নহে! অপরের বহু সাধনা লব্ধজ্ঞান-রাশি তস্করের ন্যায় গুপ্তভাবে অপহরণ করিয়া নিজের নামে লোক সমাজে প্রচার করিয়া কীর্ত্তিমান হইবার প্রয়াসী নীচাত্মা। মানবের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। যশস্বীর যশঃ পরিম্লান করিবার নীচ সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া অবৈধ সমালোচনী তুলিকায় মসী লেপনের লোকেরও অভাব দৃষ্ট হয় না। আবার অযোগ্যকে নানা শব্দ পল্লবে সাজাইয়া কীর্ত্তিমানরূপে প্রতিপন্ন করিবার মত লেখনী ধারী মানব ও দুর্ল্লভ বলা যায় না। প্রকৃত সাহিত্যিকের গুণ পণার যোগ্য সম্ভ্রম ওঅর্থাগম দর্শনে ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া লুব্ধপ্রাণে অপবিত্র মন লইয়া লেখনী সঞ্চালনে সাহিত্য মন্দির কলুষিত করিতেছে; খুঁজিয়া কষ্ট পাইতে হয় না, এমন কৃপার্হ মানব সন্তান ও বিস্তর!

রাজনীতি-তত্ত্ব আলোচনা করিলে তাহার জটিলতা ও অসম্পূর্ণতা সূচক নীতি রাশি মানব জাতির উপর যে সময় সময় অত্যাচার প্রসবকরে, তাহাতে সন্দিহান হইতে হয় না। রাজনীতির শ্বেতকৃষ্ণ দ্বিবর্ণ বিশিষ্ট এক পৃষ্ঠার পরিচয় জ্ঞানী মানব মাত্রেরই জ্ঞাত!

মানব কর্ম্মক্ষেত্রে যে অত্যাচার অবিচার অনবরত সরোবরের কলহংসের মত হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, তাহা চক্ষুহীন ব্যতীত কাহারও অদৃশ্য নহে! শ্রমজীবী সারাদিন হাড় ভাঙ্গা ইটুনি খাটিতেছে, শরীরের রক্ত জল করিয়া ধনী সম্প্রদায়ের ধনরাশির স্ফীততা বাড়াইয়া তুলিতেছে—ধনী গোঁফে 'তা' দিয়া বুক উচা করিয়া প্রসন্ন মনে বিচরণ করিতেছে। যাহার প্রসাদে ধনীর ধনসম্পদ সেই শ্রমজীবী গ্রাসাচ্ছাদনের ও অভাব বিদূর করিতে পারিতেছে না—মলিনবদনে শীর্ণ রোগ ক্লিষ্ট দেহে দিনের পর দিন নিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া জীবন পাত করিতেছে! ধনী যে শুধু অর্থদানে কৃপণতা করিয়াই ক্ষান্ত তাহা নহে, শ্রমজীবীর ভাগ্যে তাহার কাছে সামান্য ত্রুটীতে তিরস্কার ও প্রহারাদি পুরস্কার ও যথেষ্ঠ! কৃষক কত কষ্টে ভূমি কর্ষণ করিতেছে—শস্য বপন করিতেছে, রক্ষণ করিতেছে, পক্কশস্য সযত্নে গৃহে তুলিয়া মনেব মণ্ডলীর ব্যবহার যোগ্য করিয়া দিতেছে। এত পরিশ্রম বিনিময়ে সামান্য যাহা পাইতেছে, নির্ব্বোধ, অবিবেচক, সরল প্রাণ কৃষক নিজহস্তে করিয়া সেই কষ্টার্জ্জিত রক্তসম অর্থ জমিদারের ভবনে, দোকান দারের দোকানে, উত্তমর্ণের নিলয়ে, উকিল মোক্তারের আলয়ে পৌছাইয়া দিয়া তাহাদের হাসি মুখকে আরো হাসিময় করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া অর্দ্ধাশনে জীবন যাপনের বন্দোবস্ত করিতেছে! কৃষক কি স্বেচ্ছায় সানন্দে এরূপ দুর্দ্দশাকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে? কৃষক উৎপীড়ন ভয়ে ভীত, দুষ্ট মস্তিষ্কের ছলনায় প্রতারিত ও রাজদ্বারে উপকার ও প্রতীকার পাইবার আশায় প্রলোভিত হইয়াই কি তাহাদের ন্যায্যান্যায্য দাবীদাওয়া মিটাইয়া দিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় পতিত হয় না? প্রতি কর্ম্মভবনেই যাহাদের সাহায্য প্রয়োজন সেই কেরাণীকুল, দিবসের অধিক ভাগ অমূল্য মস্তিষ্কের শক্তি প্রভুর জন্য অপচয় করিয়া তাহার প্রভুত হিত সাধন করিলেও প্রভু কি তাহার অভাব অভিযোগে

হৃদয়ের সহিত দৃষ্টিপাত করিতেছেন? তিনি শুধু আপন কায বুঝেন; আপন কায কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছেন,—বিশুষ্ক বদন কেরাণীর মুখপানে চাহিবার তাঁহার অবসর নাই; তিনি কেরাণীর অভাব বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না—শুনিয়াও শুনিতেছেন না। মানুষ অধীনের প্রতি এইরূপই দয়াময়! শিল্পী, তাহার শিল্পকৌশলে উদ্ভাবিত উৎপাদিত মনোহর দ্রব্য নিচয় পণ্যজীবীর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া সামান্য কিছু লইয়া গৃহে ফিরিতেছে পরিশ্রমের শিল্পনৈপুণ্যের উপযুক্ত মূল্য তাহার ভাগ্যে জুটিতেছে না; পণ্যজীবী সেই শিল্পজাত বস্তুগুলি ক্রীত মূল্যের চতুর্গুণ অতিরিক্ত অর্থে বিক্রয় করিয়া অল্প আয়াসে সুখ সম্পত্তির অধিকারী হইতেছে! কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ অবিচারের নিদর্শন অ-বিরল।

পররাজ্য-লোলুপ রাজার আদেশে সমরপ্রাঙ্গণে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য মানব নয়নের গোচর হয়, তাহা কতদূর ন্যায় সঙ্গত অনেকেই জানেন। স্বাধীনতাসুখে নিজের দেশে মানুষ স্বচ্ছন্দমনে বিরাজ করিতেছে, অন্যদেশীয় প্রবল প্রতাপ মানবের তাহা চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে পদানত না করা পর্য্যন্ত আহারে তাঁহার স্বস্তি, নিদ্রায় তাঁহার তৃপ্তি যুটিতেছে না! তিনি সহস্র সহস্র জীবন সমরপ্রাঙ্গণে ডালি দিয়া সহস্র সহস্র জীবন কাড়িয়া লইয়া আপনাকে জয়শ্রীতে পরিশোভিত করিতেছেন কতগুলি মানবাত্মাকে পদতলে স্থাপন করিতেছেন। তাহা করিয়াও তাঁহার পিপাসা মিটে না, তিনি বিজিত জাতির কীর্ত্তিকলাপ, মানসম্ভ্রমকেও ম্লান করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহার পীড়নে শোষণে ও দলনে জিত জাতি নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় উষ্ণশ্বাস পরিহার করিয়া সর্ব্বদা ধরার স্নিগ্ধবায়ু তপ্ত করিয়া তুলিতেছে! উঠিতে বসিতে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে, বিজিত জাতিকে জয়োন্মত্ত বিজেতা নিয়মের শত নাগপাশে বদ্ধ রাখিয়া প্রতিক্ষণে প্রভুশক্তির স্মৃতি তাহাদের চিত্তে জীবন্ত করিয়া রাখিতেছে। মানবের প্রতি মানবের এরূপ আচরণ কি নৃশংসতার চূড়ান্ত নহে?

বিচার ভবনেও অবিচারের প্রভাব অল্প নহে! বিচারভবনের পদস্থ ও অপদস্থ সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্মচারীই অল্পবিস্তর অসদ্ব্যবহারে সিদ্ধ হস্ত! ধর্ম্মাবতাররূপে, কেহ ক্ষমতা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া অর্থীপ্রত্যর্থী, ব্যবহারাজীব, কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি ভাষার পুষ্পবর্ষণ করিয়া আপ্যায়িত করেন, অথবা দিনের পর দিন ক্রমাগত দিন ফেলিয়া পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, কেহ বা ব্যবহারাজীবের বাক্‌চাতুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া, কেহ বা বুদ্ধির স্থূলতায় কিম্বা খামখেয়ালবশে বিচার বিভ্রাট ঘটাইয়া পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন! বিচার গৃহের অন্য কর্ম্মচারিগণ ও আইন জীবীরা উদরপূর্ত্তির সাধু সঙ্কল্পে প্রণোদিত হইয়া অর্থ শোষণের নানা পন্থা আবিষ্কার করিয়া পক্ষদ্বয়ের পূর্ণ পকেট শূন্য করিয়া হাস্যবদনে গৃহে প্রত্যাগত হন। অর্থীপ্রত্যর্থী সমভাবে সময় ও অর্থ অপরিমিত অপব্যয় করিয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া পরিশেষে আশার স্বর্ণমৃগকে রাক্ষসরূপে দর্শন করে! অনুতাপ তাহাদের অনেকের আজীবনের সহচর হয়। পবিত্র বিচারভবনেও অন্যায়াচারের এত আধিপত্য!

অন্যত্র যাহাই হউক, দেবমন্দিরে অত্যাচার অবিচারের নামগন্ধ না থাকিলেই শোভন হইত। পরিতাপের বিষয়, সেস্থানেও অত্যাচারের প্রতিপত্তি নিতান্ত সামান্য নহে। ভক্তের প্রাণের দেবতা দর্শন করিতে, পূজাদিতে, প্রসাদ পাইতেও সেবাইতের নানা নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। ভক্তের দেবতা যেন সেবাইতের অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া কারাগারে বাস করিতেছেন! দেবতা দর্শনার্থী ভক্তও সেবাইতের নিকট পদে পদে অধীন, তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে বাধ্য। অর্থের গণনা কে করে, দর্শন ও পূজাকরণই ভক্তের প্রাণের কামনা, তাই সেবাইতের আদিষ্ট অর্থ অতিসহজে সংগৃহীত হইয়া তাঁহার কোষাগার পূর্ণকরে। সেবাইত মহাশয়গণ, ভক্তবৃন্দের অর্পিত অর্থে যে বৃহৎ কোষাগার গঠন করেন, তাহার কি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন? তাহাদের কেহ মহারাজার ন্যায় জীবন অতিবাহিত করণ উদ্দেশে ভূস্বামী হইয়া পাড়েন—কেহ বা বিলাস সাগরের অতলগর্ভে অর্থরাশি নিক্ষেপ করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণকরেন। এরূপে দেববিগ্রহ ও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের প্রতি ঘোর অত্যাচার প্রদর্শন করিয়া, দেবমন্দিরাধ্যক্ষেরা কর্ত্তব্য বিচ্যুতির পরিচয় দিয়া থাকেন।

বলিয়াছি ত যে দিকে চাহিবে, সে দিকেই মানবের অত্যাচার দৃষ্ট হইবে। মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজ, সাইপ্রাসদ্বীপের প্রকাণ্ড মুরদ, চীনের প্রাচীর প্রভৃতি মানবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সমূহ দর্শন করিলে তদভ্যন্তরে ও সংখ্যাতীত অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ঐ সকল অপূর্ব্ব অতুল্য কীর্ত্তি, ব্যক্তিবিশেষের অর্থে, চেষ্টায় ও মানসিক শক্তি উৎকর্ষে নির্ম্মিত হয় নাই। বহু মানবের শ্রমলব্ধধন পুঞ্জীভূত হইয়া বহুমানবের শ্রমশক্তি সমবেত ভাবে নিয়োজিত হইয়া, বহু মানবের নির্ম্মাণ পটুতা একত্রিত হইয়া, ঐ সমস্ত অমরার শোভা সম্পদ জগতের বক্ষ-সুষমা বর্দ্ধন করিতেছে। বলিতে পার কি উহা প্রবল প্রতাপ নর-বিশেষের নামে পরিচিত হইতেছে কেন? ইহাকি সুবিচার? আজ জানিবার উপায় নাই, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প সম্পদগুলির নির্ম্মতা কাহারা! দুর্ব্বল শিল্পীর উচ্চনৈপুণ্য প্রবলের কুক্ষিগত হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে—আর প্রবলের নাম আজি ও প্রবল!

মানবচরিত্র কি বিচিত্র!—মানুষ মানুষের পিঠে চাপিয়া পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠিতেছে, শিবিকারোহণে মানুষের কাঁধে শ্রমক্লেশ অর্পণ করিয়া যাতায়াত সুখকর করিয়া লইতেছে, গাড়ীতে বসিয়া মানুষকে দিয়া তাহা টানাইয়া আরাম উপভোগ করিতেছে! মানুষ মানুষকে পণ্যের ন্যায় আজিও বেচিতেছে কিনিতেছে! পশুবৎ ব্যবহারে মনুষ্যত্ব প্রকট করিতেছে! ইহাযে অত্যাচার মূলক তাহা তাহাদের ধারণার ও অতীত। মানুষের শ্রেষ্ঠতার বড়াই কি অর্থশূন্য!

নারী, মানব জাতির বামাঙ্গ ইহা সর্ব্বসম্মত। এই জন্যই আর্য্যেরা নারীকে বামা বলিয়া থাকেন, বাইবেল ও কোরাণে ও আদি মানব এডামের (আদমের) বাম-কুক্ষাস্থি দ্বারা নারীজাতীর আদি ইভের (হবার) সৃষ্টিকরণ-কাহিনী বর্ণিত আছে। সেই বামাঙ্গের প্রতি দক্ষিণাঙ্গের ব্যবহার

কিরূপ বিসদৃশ! পুরুষ নারীকে কৃশ করিয়া রাখিতেই ভাল বাসে। অধীনতার প্রকাণ্ড প্রস্তর শিরোপরি স্থাপন করিয়া, কামদুঘার মত তাঁহাদের নিকট হইতে যখন তখন ইচ্ছানুসারে নানাবিধ বাঞ্ছিত সুখ শান্তি দোহন করিয়াই পুরুষত্ব দেখায়! মানবীয় উচ্চাধিকারে পুরুষেরা নারী জাতিকে চির-বঞ্চিত রাখিতেছে, তাহাদের আশা আকাঙ্খা দাবী দাওয়া সঙ্গত হইলেও অনধিকারচর্চ্চার নামে, পুরুষেরা প্রবল বলিয়া, আত্মপরতার প্রাবল্যে উড়াইয়া দিতেছে! স্নেহময়ী মাতা প্রেম-ময়ী বনিতা, প্রীতির আস্পদ ভগিনী দুহিতাকে ও তাহারা মানবোচিত অধিকার প্রদানে কুণ্ঠিত; তাহাদের অত্যাচারপরায়ণতার দ্বিতীয় সাক্ষ্য অনাবশ্যক নহে কি?

মানবের অত্যাচারকাহিনী, আর অধিক কীর্ত্তন করা নিষ্প্রয়োজন। যতদূর আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতেই সাহস করিয়া বলা চলে,—মানবজাতি ঘোর অত্যাচারপরায়ণ, তাহার অত্যাচার জগতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রসারিত। মানব উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সংসার-সমুদ্রের উপর দিয়া অত্যাচারের বোঝাই দেহ তরীখানিকে ধীরে ধীরে বাহিয়া লইয়া অভিলষিত স্থানাভিমুখে ছুটিয়াছে! তাহার গন্তব্য পথের সম্মুখে পশ্চাতে উভয় পার্শ্বে অত্যাচার ছড়াইয়া ছড়াইয়া নিরাপদে অগ্রসর হইতেছে; অত্যাচারের হাওয়া অঙ্গে লাগিয়া কেহ মরিতেছে—কেহ অধীন হইয়া সুখে গমনের সহায়তা করিতেছে—কেহ হাওয়া হজম করিতে সক্ষম হইয়া অবিকৃত দেহে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গমনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। মানব অনবরত প্রাণিজগৎ ও জড়জগতের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছে—তাহার সংগ্রামের মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। সংগ্রাম মানবপক্ষে অনিবার্য্য বিধান। সংগ্রাম করিতে না চাহিলে, সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে না পারিলে তাহার যেন আত্মরক্ষা অসম্ভব। সংগ্রাম করিতে হইলেই অত্যাচার তাহার সহচর না হইলে কেমনে সে জয়ী হইবে? তাই অত্যাচার ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। সে অত্যাচার প্রিয়তা গুণে, আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে—নানা তরুলতা সুশোভিত আনন্দ কানন রচনা করিতে পারিতেছে—জগতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতার ধ্বজা উড়াইয়া দিয়া উল্লাসের তাহার অবকাশ মিলিতেছে! মানব অত্ম-রক্ষার জন্য আত্ম-উল্লাসের জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য কাহারও পানে করুণার আঁখিপাত; করিতে পারিতেছেন না; করিলে আত্মদ্রোহ পাপে তাহাকে লিপ্ত হইতে হয়—আত্মনাশ, আত্মগ্লানি তাহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; মানব জাতি যদি জগতে কিছুসময়ের জন্য ও অত্যাচার বর্জ্জিত হইত, তবে মানবের অস্তিত্ব পৃথিবী বক্ষ হইতে একেবারে মুছিয়া যাইত। জীবজগৎ ও জড় জগৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত, অত্যাচারই মানবকে বংশ বৃদ্ধির সহিত সুখ সম্পদের অধিকারী করিয়া নশ্বর বিশ্বের আভরণ স্বরূপ করিয়াছে। এ সত্য আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। এসত্য যোগ্যতমের জয়ই ঘোষণা করিতেছে। এত কথার পরে মানব জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে অতিমত যাহার যাহাই হউক; আমরা পূর্ব্বে ও বলিয়াছি, এতদূরে এখনও নিঃসংশয় চিত্তে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি—মানব জীব

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠজীব বটে; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার কারণ, প্রেমভক্তি প্রভৃতি উচ্চগুণগ্রাম নহে—তাহা মানবের অপ্রতিহত অত্যাচার। পার্থিব সুখভোগেচ্ছু মানব, প্রেমভক্তির শরণাগত হইয়া মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে না। যেখানে ভোগবাসনার অস্তিত্ব, সেখানে অত্যাচারের একাধিপত্য—প্রেমভক্তির স্থান তথায় নাই। প্রেমভক্তি ত্যাগীর সম্বল—ভোগীর সম্বল অত্যাচার। মানব যে পরিমাণে ত্যাগী হইতে পারে, প্রেমভক্তি সেই পরিমাণে তাহাকে আলিঙ্গন করে—সেই পরিমাণে অত্যাচার তাহাকে পরিহার করিয়া সরিয়া দাঁড়ায়! মানুষ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ—ত্যাগে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্যাগে। অত্যাচার, সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের প্রেমভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে স্থান লাভ ত দূরের কথা, নিকটস্থই হইতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে কেহ কেহ জীবজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকিলেও ভবিষ্যতে কেহ কেহ লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা পোষণ করিলেও, সমগ্র মানবজাতি কি কখন ও অত্যাচারবিবর্জ্জিত হইয়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্টতার যোগ্য হইতে পারিবে? যতদিন মানব, জগৎভোগবিলাসের রাজত্বে বাস করিবে, ততদিন অত্যাচার অবিচারকে মানুষ ছাড়িবে না—বুঝিবা—ছাড়িতে পারিবে না—সম্ভব নহে। ততদিন মানবের প্রেমভক্তি উদ্ভাসিত অত্যাচারবিরহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার স্পর্দ্ধা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক।*

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

* এই সাময়িক প্রবন্ধটী আমরা সংক্ষুব্ধহৃদয়ে মুদ্রিত করিলাম। আজ বলকান্ সমরে মানুষ মানুষের প্রতি যে বিষম অত্যাচার করিতেছে তাহা মনে হইলে আমাদের হৃদয় নিদারুণ শোকে বিদীর্ণ হয়। একদিকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিতে খ্রীষ্টধর্ম্মে অভিমন্ত্রিত বুলগেরিয়া প্রমুখ শক্তিপুঞ্জ, অপর দিকে নিজের সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তুরুস্কজাতি তুমুলসংগ্রামে লিপ্ত হইয়া নির্দ্দোষ গ্রামবাসিগণের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় সমরে যুদ্ধকার্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে সংরুদ্ধ থাকিত। নিরীহ পল্লীবাসী বালক, বৃদ্ধ, বনিতাদের প্রতি কোনও অত্যাচার হয় নাই। কেবল দুরাত্মা ব্রাহ্মণ পরশুরামের নিষ্ঠুর অত্যাচারে ক্ষত্রিয়সগর্ভা স্ত্রীলোকগণও বিচলিতা হইয়াছিলেন। আজ পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিতেছে। যুদ্ধসংস্রববিবর্জ্জিত নিরীহ প্রজার প্রতি এতাধিক অত্যাচার কি খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত? যদি খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রভাবে পাশ্চাত্যশক্তিপুঞ্জ এই লোমহর্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তবে সেই ধর্ম্ম জলধির অতল জলে নিমজ্জিত করা উচিত কি না তাহা বিবেচ্য? সম্পাদক।

বাস্তপূজা।

বাস্তপূজার উপচার কি
আলাচাইল আর কলা,
মাঠের মাঝে ডেঙেং ডেং
কাকিলা গাছের তলা?

আধ পো দুধে তিন পো জল
ছটাক চিনি তায়,
বাস্তবিকই বাস্ত ঠাকুর
এমনি চক্ষু খায়?

আধাসিদ্ধ চাইলের চরু
কলার মাইজে বাড়া,
কাঁকর ভরা শুক্‌না মরা
ফল্গু নদীর ধারা!
বাস্তু—রাজ্য, বাস্তু—দেশ,
বাস্তু—জন্মভূমি,
উদ্‌বাস্তু সে বাস্তুপূজা
জান্‌বে কি সে তুমি?
ইউরোপে বাস্তুপূজার
আজ কি দেখ ধুম,
দিবানিশি আকাশ ভাঙ্গে—
গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্?
কান্তারে প্রান্তরে বনে
দুর্গে গিরিচূড়ে,
মন্দিরে মন্দিরে কেমন
বৈজয়ন্তী উড়ে!
লক্ষ লক্ষ বক্ষভেদী
রক্তেডাকে বান,
গিরি মরু গুল্মতরু
সকল ভাসমান!
'মর্ম্মরা' মর্ম্মের রক্তে
কেমন লালে লাল,
'বস্ফোরসে' ফোস্ ফোসায়
সে ছিন্ন শিরাজাল!
উছলিছে 'কৃষ্ণসাগর'
কাজল ধোয়া জলে,
তুর্কীনারীর কাজল আঁখির,
কাজল উতপলে!
মিশে তাহা তুর্কীবীরের
রক্তে লালেলাল,
হেমের চেয়ে উজল বেশী
প্রেমের পরকাল!

রুধিরে তল 'অদ্রি উপল'
বন্যায় পিছল পথ,
মরার উপর কাক শকুনী,
শিয়াল টানে রথ!
'বাজুক চেমেজ' 'কারাবোরণ'
মুক্ত তোরণ দ্বার,
'চাটালজাতে' পড়ছে সদা
বলির উপহার!
উপত্যকায় খেতে খোলায়
পুঞ্জ পুঞ্জ মরা,
বিশাল নৈবেদ্য সব
আকাশ স্পর্শ করা!
ডুবিয়ে গেছে সারাটা দেশ
ডাঙ্গা ডোবা নালা,
মজ্জা মেদে রক্ত ক্লেদে
রাঙ্গা চরু ঢালা!
বজ্র রবে গর্জ্জে কামান
বিজয় শঙ্খ বাজে,
বল্‌কানের সে হল্‌কা গোলায়
উল্কা মলিন লাজে!
আকাশ ভাঙ্গে পাতাল ভাঙ্গে
সাগর টলমল,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি
বিজয় কোলাহল!
মর্‌তে গিয়ে কেউ জানেনা
মরণ কারে কয়,
মর্‌তে গিয়ে কেবল জানে
জীবন কেবল জয়!
তুরুষ্ক বলকানের আজ এ
আসল বাস্তুপূজা,
কাণে শুন্‌লে ফয়দা নাইক,
প্রাণে চাই যে বুঝা!
অধম কেবল কদমফুলে
শিউরে উঠে গায়,
ভীতির চোখে প্রীতির প্রণাম
হেঁয়ালী কবিতায়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কায়স্থের জয়।

জয় জয় জয় বল কায়স্থের জয়।
আর্য্য-কায়স্থের কীর্ত্তি অটুট অক্ষয়।
কোনকালে কোনদিন,
এজাতি ছিলনা হীন,
এজাতি ছিলনা তুচ্ছ নিশ্চয় নিশ্চয়।
পুরাকালে বর্ত্তমানে,
বলবীর্য্য-ধনে-মানে,
উচ্চছিল উচ্চআছে সকল সময়।
বিদ্যা বুদ্ধি পরাক্রমে,
সদাচার সুনিয়মে,
কায়স্থ পবিত্র জাতি মান্য লোকময়।
কুলাচার ব্যবহার,
সকলি ব্রাহ্মণাকার,
নিষ্ঠাবৃত্তি তপঃদান প্রতিষ্ঠা বিনয়।
এখনও তর্পণ-বারি,
যেপুণ্য পুরুষে স্মরি,
ভক্তিভরে ঢালে নিত্য কত মহাশয়।
আপামর সাধারণ,
পুজে যাঁর শ্রীচরণ,
কায়স্থ সে চিত্রগুপ্ত দেবের তনয়।
অপদার্থ মূর্খ যারা,
যাখুসী বলুক তারা,
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি একথা নিশ্চয়।
বিদ্যাবুদ্ধি শাস্ত্রহীন,
কদাচারে সদালীন,
হিংসাদ্বেষ বিষভরা যাদের হৃদয়।
নিরখি কায়স্থ মান,
তাদের বদন ম্লান,
তাহারাই ছাইভস্ম কত কিছুকয়।
মূর্খের প্রলাপ ভাষে,
কিবা যায় কিবা আসে,
নিষ্ঠীবনে গঙ্গোদক অশুচি কি হয়।
এতযে ঝটিকা বহে,
এত ভূমি কম্পসহে,
তথাপি টলেনা কভু দৃঢ় হিমালয়।
ফুলের সুষমা গন্ধ,
সেসৌন্দর্য্য মকরন্দ,
দংশিলে দুরন্ত কীট হয় না বিলয়।
তেমতি কায়স্থ খ্যাতি,
সে তেজ প্রতিভা ভাতি,
হয় নাই হবে নাও কভু বিপর্য্যয়।
পড়িয়া মোহের ছলে,
নিজ অজ্ঞানতা ফলে,
সংস্কার-বর্জ্জিত ছিনু সুদীর্ঘ সময়।
পুনঃ বিধাতার বরে,
হারা নিধি পেয়ে করে,
হেলায় ফেলিলে বড় লজ্জার বিষয়।
এস হে কায়স্থ ভাই,
দলাদলি ভুলে যাই,
আমরা বিরাট জাতি কিভয় কিভয়।
কর্ত্তব্যে করিয়ে ভর,
এস হই অগ্রসর,
ফুৎকারে বিকট রিপুকরি পরাজয়।
উঠ জাগ একবার,
বিলম্বে কি কাজ আর,
শূদ্রত্ব কালিমা মুছ নির্ভীক হৃদয়।
ওজর আপত্তি ছাড়,
সাবিত্রী গ্রহণ কর,
প্রকাশ ক্ষত্রিয় বীর্য্য পাপ করি ক্ষয়।
কিভয় কিভয় বল কয়স্থের জয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।
রংপুর।

ভৃগুমুনির শ্রীভগবান্‌বক্ষে পদাঘাত উপলক্ষে।

কি করহে শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ অজ্ঞান
কোটি কোটি রবশিশী, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মিশি,
হয় না যাঁহার এক রেণুর সমান।
কতগুরু কতশিষ্য, অখিল অনন্ত বিশ্ব,
যাঁহার পদারবিন্দে সকলের স্থান।
কীটতুল্য ক্ষুদ্রনর, তুমি এত শক্তিধর,
তাঁহারে মারিছ লাথি এত তেজীয়ান্‌
এত স্পর্দ্ধা এত দম্ভ এত অভিমান ? ১
ভবিষ্যৎ অন্ধ তুমি উদ্ধত অজ্ঞান।
যাঁহার করুণাগুণে, রহে ভক্ষ্য মাতৃস্তনে,
জন্মিয়াই শিশু করে সুখে স্তন্যপান।
যাঁহার করুণা রাশি, নদী সরোবরে পশি
জীবন রূপেতে সদা তুষিছে পরাণ।
অনিল বহিয়া ধীরে, রাখে প্রাণ দেহাগারে
কত যে করুণা তাঁর নাহি পরিমাণ।
তাঁহারে করিতে ঘৃণা তুমি যে কণার কণা
কোন্‌ জ্ঞানে হইয়াছ এত গরীয়ান্‌
এতদর্প এততেজ এত অভিমান ? ২

তোমরা না জগতের ধার্ম্মিক প্রধান ?
বৃথামান সংরক্ষণে, নিত্য নব উদ্ভাবনে
নিপীড়নে উড়াতেছ বিজয়-নিশান।
এত নহে ধর্ম্মভাব, এযে মহা অভিশাপ,
এমন করিয়া কিহে লভিবে নির্ব্বাণ ?
এই কি উন্নতি শিক্ষা, এই কি সভ্যতা দীক্ষা,
এই কিহে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান সুমহান্‌ ?
এমনি করিয়া কিহে, ভারত ডুবা'বে নোহে,
এমনি করিয়া কিহে লভিবে সম্মান ?
যাঁহারে মারিছ লাথি, সে যে মূঢ় বিশ্বপতি
তৃণাদপি তৃণ তুমি অধম সন্তান।
চাহিয়া দেখনা পাছে, অবনতি চেয়ে আছ,
হিন্দুর হিন্দুত্ব হবে ভস্মে অবসান।
তোমার এ মহাপাপে, ভারত জ্বলিবে তাপে,
বিধর্ম্মীর পদাঘাতে হবে কম্পমান।
হা ধিক্‌তোমারে তুমি নির্ব্বোধ অজ্ঞান।৩

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

পরশুরামের ক্ষত্রিয়সংহার উপলক্ষে।

অসহায়া রমণী রে,
কাটিয়া কুঠারধারে,
গর্ভিণীরে গর্ভসহ করিয়া সংহার।
দিলে কিহে প্রতিশোধ পিতৃণক্রতার ? ১

সরল বালকমতি,
অবধ্য শিশুর প্রতি,
কোন্‌জন এ সংসারে তুমি বিনা আর
হানে শিরে শত্রু জ্ঞানে শাণিত কুঠার ? ।২

বীর বীর্য্যে বীরোৎসাহে,
হায়রে এমনি মোহে,
মাতৃহত্যা মহাপাপ করি সংঘটন,
জননী স্নেহের কর মহা উদ্বোধন। ৩
এ ভারতে ক্ষত্র যারা,
মহত্ত্ব-দেবত্ব-ভরা,
ঘুচাইতে হা হুতাশ আর্ত্ত-অশ্রুজল,
দিয়াছে বুকের রক্ত জীবন সম্বল। ৪
তোমারি পাশব বলে,
সেই রক্ত ভাসে জলে,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কখন
জ্বলিবে হৃদয়ে কবে কালান্ত দহন ? ৫
এমন শক্রতা জ্ঞান,
হেন তীব্র অভিমান,
এমন পাপিষ্ঠ আর কোন দেশে নাই,
ধর্ম্মশূন্য মহাপাপী দেশের বালাই। ৬
তুমি নাকি অবতার,
ব্রহ্মকুলে রত্নহার ?
তোমার চরণে সবে করিছে প্রণতি,
তুমি তার ভগবান্ বীর মহারথী!!! ৭

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা।

প্রার্থনা।

ভুবন মোহন গোরা, ভক্তগণ মনচোরা,
চুরি করি কোথায় লুকালে।
এস হে হৃদি মন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে কাতরে
দাস ছাড়ি কেন বা পালালে।
আমি তব নিজজন, না জানি তব পূজন,
নিজ গুণে মোরে কৃপা কর।
ওহে অধীনের স্বামী! তুমিত অন্তরযামী,
তব কাছে কিবা অগোচর।
তুমি মোর প্রাণধন, না হেরি রাঙ্গাচরণ,
কেমনে প্রাণ বাঁচে তা বল॥
ও হে ভক্তের সম্বল, তুমি দুর্ব্বলের বল,
গৌর! বল দাও অধীনে অবল॥
পড়িয়ে সংসার ঘোরে, ত্রাহি ত্রাহি ডাকি তোরে
প্রাণ চায় শ্রীমুখ দেখিতে।
কৃপাময় নাম ধর, যদি কৃপা নাহি কর,
নামের কলঙ্ক হবে তাতে॥
মরি তাহে ক্ষতি নাই, যেন তব দেখা পাই,
আমার সেই অন্তিমকালে॥
আমি ভুলিব সকল দুঃখ, হেরি তব চাঁদমুখ,
হরি! ছিড়িব সে মায়া জালে॥
এস এস প্রাণবধু, পিব তব প্রেমমধু,
বড় সাধ আছে মোর মনে।
আশা পূর্ণ কর স্বামি! তুমিত হৃদয়স্বামী,
প্রাণে-প্রাণে-মিলাও দুজনে॥
কাঙ্গাল ভক্তের কথা, কভু নাহি হয় বৃথা
শুনেছি আমি শ্রীগুরু মুখে।
ঐ সাহসে আমি তাই, দীনহীন গুণ নাই,
তব রাঙ্গাপদে মন রাখে॥

শ্রীমঙ্গলাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা।

কার্ত্তিকেয় পূজা।

কেন শুনি উলুধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে,
বঙ্গ-কুল-লক্ষ্মী আজি কার পূজাকরে?
কেন আজি বঙ্গসাজি প্রফুল্ল অন্তরে,
হয়ে”ব্যস্ত পড়ে স্তোত্র তোস্ত্র ভক্তিভরে?
বহিছে আনন্দস্রোত নামানে উজান,
অবিরত বাদ্য গীত চলিছে সমান।
সেনানীর পূজা হেতু হ”চ্ছে কোলাহল,
অন্য সব সাড়া শব্দ হয়ে গেছে তল।
গায় বঙ্গে অতি রঙ্গে নরনারীগণ,
প্রমোদে প্রমত্ত সবে আনন্দে মগন,
শাস্ত্র কিরে কার্ত্তিকেরে করেছে সৃজন,
বাবু বেশে বঙ্গদেশে বিলাসী এমন।
ফিতাপেড়ে ধুতি পরে শিখণ্ডী বাহনে,
আসিলে ভক্তেরগৃহে সহাস্য আননে,
এই কিরে অগ্নিভূর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
এই কিরে শৌর্য্য বীর্য্য তেজের আকর?
কে সাজালো হেন বেশে কহ কুম্ভকার,
কেমনে লভিল স্কন্দ বাবুর আকার?
কার্ত্তিকের হেন মূর্ত্তি কাহার কল্পনা?
জিজ্ঞাসি “পুরাণ” পাশে, শুনিতে বাসনা।
কুলালের চক্রে পড়ি দেব সেনাপতি,
লভেছে অধুনা দেখ কেমন আকৃতি,
ম্যালেরিয়াজ্বরে যেন অস্থিচর্ম্ম সার,
ময়ূর বাহনে বঙ্গে এসেছে কুমার,
প্রদোষে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের তরে,
বৈদ্যের ব্যাবস্থা মতে রুগ্ন কলেবরে,
দেব সেনাপতি যিনি দুর্ব্বার সমরে,
যার শৌর্য্যে বিকম্পিত সুরাসুর নরে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল যার ভুজবলে,
নমিত আছিল নিত্য দেব পদতলে;
সেই কিরে ভাগ্যফেরে এহেন আকারে,
উপনীত হতভাগ্য বঙ্গ-রঙ্গাগারে?
তারক অসুর নাশ করিবার তরে,
ধরেছিলে তীক্ষ্ণ অস্ত্র তুমুল সমরে,
কোথা সেই অস্ত্র শস্ত্র শাণিত কৃপাণ,
প্রদীপ্ত আছিল যাহা ভাস্কর সমান;
শূর মাঝে সুর শ্রেষ্ঠ তুমি শক্তি ধর,
এই কি সংগ্রাম সজ্জা কহ বীরবর?
পতঙ্গের সহ রণে যোগ্য হেন বেশ,
দৈত্যযুদ্ধে কেন তব যতন অশেষ।
যে ভুজ শোভিত পূর্ব্বে তীক্ষ্ণ অসি শরে,
কাষ্ঠ যষ্টী শোভা পাবে এবে সেই করে।
কি বর লভিতে বঙ্গ করিছে কামনা,
হেন বাহুলেয় পূজি হয় কি সাধনা?
শুন বঙ্গ-কুম্ভকার ধর উপদেশ,
পরাও”না ষড়াননে হেন তুচ্ছবেশ।
যে ভারতে ভীমার্জ্জুন করেছিল রণ,
কাল বশে সেই দেশে সেনানী এমন?
রামমূর্ত্তি মল্ল-শ্রেষ্ঠ যেই আর্য্য দেশে,
সে দেশে কুমার হায় হেন হীন বেশে।
পর পর মল্ল বেশ ধর ধনু শর,
বঙ্গের জড়তা নাশে হও অগ্রসর
জম্বুক সমান সুত লভি কিবা ফল,
প্রসবে সোণার বঙ্গ অন্নভুক দল।
প্রসবি সহস্র শিবা বঙ্গ তব বরে,
অর্পিছে অন্তকে অন্তে বিষণ্ণ অন্তরে,

দাসত্বের প্রতি-শব্দ শূদ্রত্ব যথন,
ছিন্ন কর শূদ্রত্বের সুদৃঢ় বন্ধন;
জাগাও ক্ষত্রিয় তেজে কায়স্থ-সন্তান,
জ্বালাও জ্ঞানের দীপ তপন সমান।
রক্তজবা হেরি যারা আতঙ্কে আকুল,
নেহারি শোণিত বিন্দু বিষাদে ব্যাকুল।
দূরে শুনি শিবা ধ্বনি বান্ধে গৃহ দ্বার,
ভয়েতে বিহ্বল চিত্ত হয় অনিবার;
সে দেশে আদর্শবীর পার্ব্বতী-কুমারে,
সাজায় বাবুর বেশে দুর্ভাগা কুমারে।
চাহিনা পূজিতে হেন মহাসেন পদ.
ভাগ্যদোষে বঙ্গদেশে সম্পদে বিপদ।
কোথা গেল করবাল আয়ুধ ভীষণ
কোথা গেল শক্তিশেল নানা প্রহরণ,
ধিক্‌ধিক্ শত ধিক্ হেন ষড়াননে,
কোন মুখে লও পূজা বুঝি না কেমনে?

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত

ভার্গব বিপ্রকুলের কলহের কারণ।

পৌরাণিকী-কথা।

প্রতিভার গত আশ্বিন এবং কার্ত্তিক সংখ্যায় "নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এবং বিষ্ণুভাগবতপুরাণ হইতে পরশুরামের আখ্যায়িকার কিয়দংশ পাঠক মহাশয় দিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি। সেই প্রস্তাবে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে সর্ব্বজন মাননীয় পুরাণ-গ্রন্থ দ্বারাও পরশুরামকর্ত্তৃক ভারতবর্ষ একবারও ক্ষত্রিয় শূন্য হওয়ার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋষিকুল-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ দেব এবং জলন্ত ক্ষত্রতেজের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মধ্যে যেমন একটী প্রসিদ্ধ বিবাদের বিষয় নানা পুরাণ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রধানতঃ ঠিক সেই আদর্শ লইয়াই হৈহয়-কুলকমল মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে মহর্ষি ভার্গব জমদগ্নির বিগ্রহের কথা অনেক পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। একটী হোমধেনু এই উভয় প্রসিদ্ধ বিবাদেরই হেতু! য়ুরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই হোমধেনুর আখ্যায়িকাটী রূপক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতানুসারী কোন কোন স্বদেশী পণ্ডিত ও সাহেব দিগের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত ভাষায় "গো" শব্দ দ্বারা ধেনু এবং ভূমি উভয় অর্থই প্রকাশিত হয় এবং এই বিখ্যাত বিগ্রহের মূলে একটী সামান্য গাভী নহে কিন্তু বিস্তৃত রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। অর্থাৎ এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লইয়াই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বহুদিবস ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল এবং এইরূপ রাজ্যাধিকার উপলক্ষ্য করিয়াই জমদগ্নি এবং কার্ত্তবীর্য্যের মধ্যে প্রথম বিবাদানল প্রজ্বলিত হয় এবং তৎপরে একপক্ষে হৈহয় ক্ষত্রিয়গণ অন্যপক্ষে ভার্গব ব্রাহ্মণগণ বহুদিবস ধরিয়া

যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই বিগ্রহে কখনও ব্রাহ্মণ এবং কখনও বা ক্ষত্রিয়গণ জয়লাভ করিতেছিলেন। অবশেষে অবশ্যই পরশুরামের বংশ বিতাড়িত হইয়াছিল এবং ভূমি ক্ষত্রিয় দিগেরই করতলগত হইয়াছিলেন।

আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের পক্ষে পৌরাণিক উপাখ্যানের রহস্যভেদ করা অসাধ্য ব্যাপার, তাহা প্রথমেই স্বীকার করিতেছি। অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান যে রূপকভাবে রচিত এবং সে সমুদয় অংশের রূপক রহস্য ভেদ করিতে পারিলে আমাদের অতীত ইতিহাসের অনেক অপূর্ণ অংশ যে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে তৎসম্বন্ধে আমরা সন্দিহান্ নহি; কিন্তু সেরূপ কার্য্যে শক্তি এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রয়োজন। স্পষ্ট কথায় বলিয়া রাখা ভাল যে নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের নিকট এরূপ কার্য্যের প্রত্যাশা করা যায় না,—আর যাঁহাদের নিকট এরূপ কার্য্যের আশা করা যায়, অর্থাৎ যাঁহারা সমালোচকের এবং ঐতিহাসিকের চক্ষু লইয়া গ্রন্থপাঠ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারা পুরাণের নামেই খড়্গহস্ত। (১) এরূপ ক্ষেত্রে পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে ঐতিহাসিক অংশ বাহির হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যাহা হউক, আমরা স্থূলদর্শী পাঠকগণ,— যতদূর দেখিতে পাই,—তাহাতে প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে— ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যের নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে মত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। (২)

ভূমি অথবা সাম্রাজ্য লইয়া হৈহয় ক্ষত্রিয়-বংশ এবং ভার্গব ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়াছিলেন এরূপ পৌরাণিক আখ্যার সংবাদ আমরা পাই নাই, কিন্তু কাঞ্চন বা অর্থ লইয়া যে এই বিবাদ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার পৌরাণিক প্রমাণ আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন বর্ত্তমান কালে দুইখানি "ভাগবত" পুরাণ বিদ্যমান্ আছে। বৈষ্ণবগণ "বিষ্ণু-ভাগবত" পুরাণকেই প্রকৃত ভাগবত মহাপুরাণ এবং দেবী ভাগবত অথবা "মহাভাগবত" পুরাণ উপপুরাণ বলিয়া থাকেন,—পক্ষান্তরে শাক্তগণ "দেবী-ভাগবত" কেই মহাপুরাণ এবং "বিষ্ণুভাগবত" বা শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে "শ্রীমদ্ভাগবত" খানি বেদব্যাস প্রণীত নহে,—পরন্তু উহা সচিবশ্রেষ্ঠ হেমাদ্রি পণ্ডিতের অনুজ্ঞাক্রমে বৈয়াকরণ বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এমন মত ও প্রচলিত আছে যে প্রকৃত ভাগবত পুরাণ খানি অধুনালুপ্ত এবং

(১) এই কথা আমার নিজের নহে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় "সাহিত্য সংহিতা" পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া টোলের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এইরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষার সম্বন্ধে নিজের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ও এই তথ্য নিত্যই লক্ষ্য করিতেছি।

(২) কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (অন্ততঃ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক) প্রকাশ্য সংবাদপত্রে শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবুর "মৃণালিনী" কথা গ্রন্থের পশুপতি চরিত্রের তথা কথিত সমালোচনা ব্যপদেশে বলিয়াছেন যে এ দেশে কোনকালে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী রাজার বিশ্বাস নষ্ট করেন নাই। এই কথা সত্য নহে। পৌরাণিক সাহিত্যের বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণমন্ত্রী প্রভুকে বিনাশ করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। মগধের কাম্ব রাজবংশের স্থাপয়িতা কম্ব বসুদেব মন্ত্রীর চরিত্র দেখুন। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ ৩৭ অধ্যায়।

বর্ত্তমান প্রচলিত দুইখানিই উপপুরাণ। যে সকল পাঠক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন। তবে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্‌ভাগবতের এবং বৈদান্তিকভক্ত পণ্ডিত শ্রীনীলকণ্ঠ দেবীভাগবতের পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজ নিজ পক্ষের যুক্তিগুলি বলিয়াছেন। সে সকল যুক্তি তর্ক পণ্ডিত দিগের জন্য তাঁহারা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করুন। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে দেবী-ভাগবত পুরাণ ও হিন্দুসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেছে এবং মহাপুরাণের শ্রেণীতে গণনীয় হইতেছে।

এই দেবী-ভাগবত পুরাণে হৈহয় রাজবংশের সহিত ভার্গববংশের ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের বৈর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা দেখা যায়। এই আখ্যায়িকার বক্তা স্বয়ং বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এবং শ্রোতা সম্রাট্ জনমেজয়। বেদব্যাস বলিতেছেন—

"এই সংসারে মানুষ সর্ব্বদাই কামক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। দেখ, হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ধন লোভে ভৃগুবংশজ পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে সমূলে নাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের বধসাধন করিবার পর সগর্ভা ব্রাহ্মণীদিগের গর্ভবিদারণ পূর্ব্বক শিশুগুলিকেও বিনাশ করিয়াছিলেন,—দুর্ব্বার ব্রহ্মহত্যা পাপকেও গ্রাহ্য করেন নাই।"

জনমেজয় এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, যাঁহারা ব্রহ্মহত্যা পাপকেও গ্রাহ্য না করিয়া ভার্গব ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন,—সেই হৈহয়গণ কোন্ বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন? পুরোহিতদিগের সহিত এরূপ সর্বনাশকর বৈর উৎপন্ন হওয়ার কি হেতু উপস্থিত হইয়াছিল? বিশেষ হেতু ব্যতীত এরূপ ক্রোধের সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বলবান্ সত্য, তথাচ অল্পদোষে কোন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ত কোন ব্রাহ্মণেব তাড়না করেন না; তবে এরূপ কেন হইল, আপনি বলুন।"

বেদব্যাস জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "পরীক্ষিত পুত্র! ক্ষত্রিয়দিগের এই বিস্ময় কারিণী পুরাতনী বার্ত্তা আমি সমস্তই বিদিত আছি, তোমাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে হৈহয়বংশে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র এক সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবান্ শ্রীহরির অবতার দত্তাত্রেয়ের শিষ্য সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধ, সর্ব্বার্থবিদ্ মহাবলপরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার নাম কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন এবং তাঁহার সহস্র বাহু ছিল। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। সম্রাট্ কার্ত্তবীর্য্য অসংখ্য যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ পুরোহিত ভার্গবগণকে অকাতরে এবং অজস্র অর্থ দান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত পুরোহিতগণ অতুলনীয় ধনসম্পদের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হয়হস্তী হিরণ্যের বার্ত্তা শতমুখে ঘোষিত হইতে লাগিল। পৃথিবীতে তৎকালে ভার্গবদিগের ন্যায় বিত্তশালী আর কেহই রহিলেন না। অবশেষে মহারাজ চক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্য স্বর্গারোহণ করিলে (৩) পর তাঁহার বংশসম্ভূত হৈহয়গণ ক্রমশঃ নির্দ্ধন হইয়া

(৩) পাঠক দেখিবেন, এই পুরাণে পরশুরামের কোন বীরত্ব কাহিনী কথিত হয় নাই।

পড়িলেন। অর্থাভাবে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল এবং ধনসাধ্য কোন কার্য্য করিতে তাঁহারা এককালে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া তাঁহারা কুলপুরোহিত ভার্গবদিগের দ্বারস্থ হইলেন এবং পাদবৃদ্ধি (অথবা সিকিসুদ) স্বীকার করতঃ নিতান্ত বিনয় সহকারে কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিলেন। ভার্গবগণ কিন্তু রাজপুত্রগণের বিপদে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ "ধন নাই" "ধন নাই" বলিয়া রাজপুত্রদিগকে ফিরাইয়া দিলেন এবং কেহ নিজধন ভূমিগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন কেহ বা অন্যের নিকটে রাখিয়া দিলেন কেহ বা স্থানান্তরে রাখিয়া আসিলেন। এইরূপে লোভী ব্রাহ্মণগণ ধনসম্পত্তি নিরাপদ স্থানে রক্ষাকরতঃ নিজ নিজ আবাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহাদি দুর্গমস্থানে আশ্রয় লইলেন, তথাচ বিপন্ন যজমান্দিগকে একটী কপর্দ্দক দিয়াও সাহায্য করিলেন না। এই কার্য্যের ফলে হৈহয় রাজকুমারগণ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পুরোহিতদিগের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শূন্যগৃহ সকল দেখিয়া গৃহের নানাস্থান খনন করিতে লাগিলেন এবং ক্বচিৎ কোন স্থানে ভূগর্ভনিহিত বিত্তরাশি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক অর্থানুসন্ধান করিতে লাগিলেন এমন কি ভার্গবদিগের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগের গৃহও বাদ পড়িল না,—ফলে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুতরাং তাঁহারা নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে নানা প্রকারে বধ করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণীদিগের গর্ভচ্ছেদ করিয়াও শিশু হত্যা করিতে লাগিলেন, এককথায় ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাণভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণীগণ হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। বলদীপ্ত ক্ষিপ্তপ্রায় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা এবম্বিধ অত্যাচার সাধিত হইতে দেখিয়া তীর্থবাসী সদয়হৃদয় মুনিবৃন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—

'হে ক্ষাত্রয়গণ! ব্রাহ্মণদিগের প্রতি এই ভয়াবহ ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আপনাদের পক্ষে এরূপ ক্রোধ করা উপযুক্ত নহে। হে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠগণ! অপনারা যে ভৃগুপত্নীদিগের গর্ভ বিদারণ পূর্ব্বক শিশুহত্যা করিতেছেন, ইহা নিতান্ত গর্হিত, দেখুন—অত্যুগ্র পাপ অথবা পুণ্যকর্ম্মের ফল ইহলোকেই ফলিয়া থাকে, তজ্জন্য যাঁহারা নিজ নিজ হিত-আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা কদাপি এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করেন না।'

হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণের তখন ও ক্রোধশান্তি হয় নাই, তাঁহারা দয়াবান্ মুনিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

আপনারা সাধুব্যক্তি,—এই পাপত্মা পাপকর্ম্মা ভার্গবদিগের মনের কথা জানেন না, তাই এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। এই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ চৌর সদৃশ, ইহারা বকবৃত্তি, প্রতারক,—ইহারা কেবলদম্ভে নিপুণ। ইহারা আমাদের মহাপ্রাণ উদারচিত্ত পূর্ব্বপুরুষদিগকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চনা করিয়া নীচ তস্করের ন্যায় বহুধন সঞ্চয় করিয়াছে। আমাদের বিশেষ

গুরুকার্য্য উপস্থিত, আমরা নিতান্ত বিনয়ের সহিত পাদবৃদ্ধি স্বীকার করিয়াও কিঞ্চিৎ ধন প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু লোভী মূঢ় ব্রাহ্মণগণ আমাদের দুঃখে কিছুমাত্রও বিচলিত হইল না, কেবল পুনঃ পুনঃ 'নাই নাই' বলিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া দিল! মহারাজ চক্রবর্ত্তী কার্ত্তবীর্য্য কি নিমিত্ত এই এই ব্রাহ্মণদিগকে এই অগাধ ধন প্রদান করিয়াছিলেন? উহারা কি যজ্ঞ করিয়াছে, কি ধর্ম্মকার্য্যে ঐ বিত্তের বিনিয়োগ করিয়াছে কিছুই করে নাই—কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে! ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ধনের সঞ্চয় ত বিধিসিদ্ধ নহে; তাঁহারা যজ্ঞ করিবেন,—সৎপাত্রে দান করিবেন এবং যথোচিত ভোগ করিবেন। যাহারা ধনের এরূপ সদ্‌ব্যয় না করে, তাহাদের ধন চৌরভয়, রাজভয়, অগ্নিভয়, এবং ধূর্ত্তভয়ের বিষয়ই হইয়া থাকে। ধন কদাপি রক্ষকের নিকট থাকে না, যেন কেন উপায়ে সে রক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এবং সেরূপ ব্যক্তি মরিয়া গেলে ধনে তাহার কোন কাজই ত হয় না বরঞ্চ হতভাগ্যের অসদ্গতিরই কারণ হয়। আমরা বিনয় সহকারে সিকি সুদ বৃদ্ধি দিয়াও কিছু ধন চাইয়াছিলাম, তথাচ লোভী পুরোহিত-গণ আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ধনের ভোগ, দান ও নাশ এই ত্রিবিধ গতি; যে পাপাত্মা ধনের দান ও ভোগ করে না, তাহার ধনের নাশই একমাত্র গতি। যে খায় না কেবল ধন লুকাইয়া রাখে, সেই হতভাগ্য রাজদণ্ডের যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং সেই জন্যই এই বঞ্চক ব্রাহ্মণাধমদিগকে আমরা নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে আপনাদের মত মহাত্মাদিগের ক্রোধ করা উচিত নহে।'

মুনিগণ হৈহয়দিগের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া নীরব হইলেন। প্রত্যুত, তাঁহারা ন্যায় মতে হৈহয়দিগকে কিছু বলিতে পারেন না। ভৃগুবংশজ ব্রাহ্মণগণ লোভরূপ পাপেই উৎসন্ন গেল, হৈহয়গণ কেবল নিমিত্তের ভাগী হইয়াছিলেন মাত্র। লোভই মনুষ্যের প্রবল রিপু। মানবগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ কুকার্য্য করে। পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহ ভ্রাতৃ হিংসা, জ্ঞাতিবধ, রাজদ্রোহ, দেশদ্রোহ, ইত্যাদি সকল পাপের মূলেই লোভ। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৌরব পাণ্ডব উৎসন্ন হইয়াছিলেন, এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভৃগুবংশ নিজ যজমানদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পাপের সমুচিত দণ্ড সাধন হইবার পর, ঔর্ব্বনামক এক ভৃগু-কুমার তাঁহাদের বিপজ্জাল দূর করিয়া দেন এবং তাহাতেই তাঁহারা ক্ষত্রিয়হস্তে একে-বারে নির্ম্মূল হন নাই।"

দেবীভাগবত পুরাণের ষষ্ঠস্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায় হইতে এই প্রস্তাব সংকলিত হইল। আমাদের নিকট যে পুস্তক আছে তাহাতে বঙ্গানুবাদ নাই, সুতরাং সংস্কৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ আমাদিগকেই করিতে হইয়াছে। আমাদিগের মত অপণ্ডিতের কৃত মর্ম্মানুবাদে ভুলভ্রান্তি থাকার খুব সম্ভাবনা, তজ্জন্য পাঠক মহাশয়দিগের নিকট যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

এই প্রস্তাবানুসারে দেখা যাইবে, অন্য পুরা-ণোল্লিখিত আখ্যায়িকা এই পুরাণে গৃহীত হয় নাই, এই মহাবিস্তৃত মহাপুরাণে পরশুরাম

কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ধ্বংসের কোন বৃত্তান্ত খুজিয়া পাই নাই। হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় ও ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈর উৎপত্তির কারণ এই পুরাণে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। লোক-সমাজে অর্থলোভেই নানাপ্রকার বিবাদ বিগ্রহ হইয়া থাকে এবং অর্থলোভ বশতঃই পুরোহিত এবং যজমানবংশীয় দুইটী বিখ্যাত শাখার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকিবে। অবশেষে এই সামান্য ঘটনা পৌরাণিক রীত্যানুসারে অতিরঞ্জিত হইয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে।

যাঁহারা প্রত্যেক পুরাণকে প্রকৃতই ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অতঃপর পরশুরাম কর্ত্তৃক হৈহয়বংশ ধ্বংস করার বৃত্তান্তটা বড় গলা করিয়া বলিয়া বেড়াইবেন না,—বেড়াইলে কাজটা সুসঙ্গত হইবে না। অধুনা একপ্রকার পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা পৌরাণিক ব্রাহ্মণ-বংশীয় মাত্রকেই নির্লোভের সাকার বিগ্রহ বলিয়া খ্যাপন করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-বংশীয়দিগের দেব হইতে পশু পর্য্যন্ত শ্রেণী বিভাগ, অপাংক্তেয় ব্রহ্মবন্ধুদিগের বর্ণনা এবং ব্রাহ্মণজাতির নানাবিধ সুবিধাজনক বিধান নিশ্চয়ই অনেকে পড়িয়াছেন এবং যাঁহারা তাহা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে কোনও এক বিশেষ গুণ কোন এক শ্রেণী বিশেষ মানবের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। এই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের কাহিনী হইতে ও পাঠক দেখিবেন, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ কত-দূর লোভী হইতে পারিতেন। একটা বিশাল জাতির প্রত্যেক লোক বজ্রসূচী উপনিষদুক্ত "ব্রাহ্মণ" কিংবা "ধম্মপদের" "ব্রাহ্মণবগ্‌গের" লিখিত "ব্রাহ্মণ" হইবেন্ এরূপ আশা করা বাতুলতা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ দেবতারও নমস্য। তবে ভগবান্ অত্রিকথিত—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ"

ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়দাতা 'বামুন'ও যে সেই আসনের দাবী করেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভারতের "বামুন' আবার" গুণকর্ম্ম বিশেষতঃ এবং "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেবচ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং——" উপার্জ্জন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য হউন,—তাহা হইলে তাঁহাকে আর গৌরবের জন্য লালায়িত হইতে হইবে না, হিন্দুজাতি—হিন্দুজাতি কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী মানব তাঁহার পদতলে আপনিই প্রণত হইবে। ভগবান্ ভারতবর্ষের সেই শুভদিন আনয়ন করুন। ভারতের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একপ্রাণ একমন হইয়া জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হউন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভা।

(The all-India-Kaystha Conference.)

বিগত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ সোম ও মঙ্গলবারে কলিকাতা টাউন-হলে সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থজাতির একটী বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই মহাসম্মিলনে প্রায় সার্দ্ধত্রিশত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৩৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি ও অবশিষ্ট বঙ্গের নানাস্থান হইতে সমাগত। সর্ব্বসমেত প্রায় ত্রিসহস্র কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত টাউনহলের দ্বিতল বিস্তীর্ণ কক্ষ (Hall) লোকারণ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এতাধিক লোকসমাগম টাউনহলেও বিরল। স্তম্ভাবলীর পার্শ্বদেশের স্থানও পূর্ণ হইয়াছিল। এই প্রকার নানা দেশীয় কায়স্থ সম্মিলন ভারতে আর কখনও হইয়াছে কি না জানি না। একটী জাতির সম্মিলনে এতাধিক জনতা অভূতপূর্ব্ব॥

কায়স্থজাতির বিশালতা ও একপ্রাণতা দৃষ্টে আমাদের মনে কত আশা কত ভরসা কত কামনার উদ্দীপনা হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতে আমরা অসমর্থ। যে দেবোপম মহাপুরুষের দশবর্ষব্যাপী যত্নে ও উদ্যোগে এই মহাসম্মিলনে আমরা সফলকাম হইলাম, তাঁহার মহতীকীর্ত্তি ওতপ্রোতভাবে কায়স্থসমাজে চিরসন্নিবিষ্ট রহিবে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বর্ম্মা মিত্রমহোদয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরদিন কায়স্থেতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে॥

ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কায়স্থগণ বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ঘৃণারচক্ষে দেখিতেন। শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর হইয়াও বঙ্গীয় কায়স্থগণ গায়ত্রী ও যজ্ঞোপবীত অভাবে শূদ্রত্বে নিপতিত হইয়াছিলেন। একটী শুভক্ষণে বঙ্গীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত জানিয়া একটী মহান্দোলনে বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ উপনয়ন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় হইতেই মিলনের পথে আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম। পক্ষান্তরে ভারতীয় কায়স্থভ্রাতৃগণ, সদাচারে প্রবর্ত্তমান আমাদিগকে স্বজাতি জানিয়া মিলনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥

বিগত ১৫ই পৌষ সোমবারে এই মহাসম্মিলন কার্য্যে পরিণত হইলে, পরদিন মঙ্গলবারে, মঙ্গলময়ের কৃপায় কায়স্থোত্তংস রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একাসনে মাধ্যাহ্নিক ভোজনব্যাপার সমাধান করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থের সহিত ভারতীয় কায়স্থের আত্মীয়তা সুদৃঢ় বন্ধনে চির-নিবদ্ধ হইল। যদি বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ না হইতেন তবে এবম্বিধ আহারবিহার কখনও সম্ভবপর হইত না। আশা করি বঙ্গীয় কায়স্থবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ ও শূদ্রাচারী কায়স্থ-

ভ্রাতৃগণ, আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আর কখনও কোন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইবেন না। যৎকালে ভারতীয় ৮২লক্ষ কায়স্থের প্রতিনিধিগণ সানন্দচিত্তে, বঙ্গীয় ত্রয়োদশলক্ষ কায়স্থের প্রতিনিধিগণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিলেন, তখন এই প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমাণ কি আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ঠ প্রমাণ নহে? আর সেই শুভদিন ও সমাসন্ন যখন দেশকালপাত্রের বিচ্ছিন্নতা অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া ভারতীয় কায়স্থজাতির সহিত বঙ্গীয় কায়স্থগণ পবিত্র পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইবেন।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আজ ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার মানস-নয়নে অবলোকন করুন—দেখিবেন ভারতীয় ৯৫ লক্ষ কায়স্থগণের ধমনীতে বিশুদ্ধ চৈত্রগুপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত একই উদ্দেশে পরিচালিত একের অভাব অপর দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া একটী অখণ্ড সমাজের মঙ্গলার্থে সকলেই বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন।

বঙ্গীয় কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! যে উপায়ে এই মহামিলন সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত হইল, তাহা আর আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। সেই উপায় সদাচার গ্রহণ! আপনারা আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর আশ্রয় গ্রহণকরতঃ এই বিরাট মহামিলনের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

১৫ই পৌষ ১৩১৯, সোমবার। পূর্ব্বাহ্ন একাদশ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের (String Band) মধুর নিক্কণে বিস্তীর্ণ সভাস্থল প্রমোদিত হইলে, পণ্ডিত বালমুকুন্দ শাস্ত্রী মহোদয় সামবেদের উপনিষৎ (ছান্দোগ্য) হইতে কতিপয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। বঙ্গের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য কায়স্থপণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ললিতকণ্ঠে রাগরাগিণীসমন্বিত, তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সরস্বতী স্তোত্র পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তদনন্তর কাশীর মাননীয় মুন্সি মহাদেও প্রসাদ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের স্তোত্র আবৃত্তি করিলে, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরিবারস্থ কতিপয় বালকবালিকাগণ বাদ্যযন্ত্রের সহিত সংমিশ্রিত মধুরকণ্ঠে, ঝঙ্কারিত বাঁশির মদিরমন্দ্র অনুকরণে, বীরভূম জেলার সেসন-জজ কায়স্থপ্রবর, কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের রচিত নিম্নলিখিত কায়স্থোদ্বোধন গান করিলেন।

এস এস ভাই, স্বাগত স্বাগত
স্বজাতির মহামিলনে,
এস কায়স্থ-প্রতিনিধি যত
জাতীয় ধর্ম্ম-পালনে।১
বিভেদে ভুলিনু মোরা ভাই ভাই,
নদ নদী-পারে হয়ে ঠাঁই ঠাঁই,
আজি শুভদিনে, শোণিতের টানে
টুটিল ভ্রান্তি নয়নে! ২
মোহের এ চির-বিরহের পরে,
নব অনুরাগ লয়ে অন্তরে,
এস ভাই, মেশো বক্ষে বক্ষে,
অটল-একতা-গঠনে! ৩
অযুত প্রাণের যুক্ত-শকতি,
তড়িৎ প্রবাহে একমুখে গতি,
কঠিন আঁধার ঝটিতি বিদারি
পশিবে জ্যোতির ভুবনে! ৪

গৌরব কিবা নবীন উষায়
গোলাপি আলোক কিরীট-ভূষায়,
নব-জাগরণ-দূরিত-তন্দ্রা
মহামন্ত্রের সাধনে! ৫

"কায়স্থ-নাম চির-ভাস্বর
কর উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর"—
দেববাণী নভে-গভীর মন্দ্রে
ঘোষিছে, আশার বচনে! ৬

এস গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী,
পদ্মা, মেঘ্না, বাজাইয়া ভেরী,
এস নর্ম্মদা, এস মহানদী,
গঙ্গা ও নীল যমুনে। ৭

এস উচ্ছ্বাসে, মহাকল্লোলে,
যুক্ত-বেণীতে বহিলে সকলে,
পার হিমাদ্রি উপাড়ি ফেলিতে
অতল-জলধি-শয়নে! ৮

কবিবরের এই অপূর্ব্ব প্রাণস্পর্শীগীত কায়স্থ মহামণ্ডলীকে একটী নবীনঅনুরাগে অনুপ্রাণিত করিল। তদনন্তর কলিকাতা বড়বাজারের সঙ্গীতালয়ের অধ্যক্ষ কায়স্থপ্রবর লালা ভৃগুনাথ বর্ম্মারচিত হিন্দী মিলন গান গীত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়ের রচিত ইংরেজী "আমার ভ্রাতৃআবাহন" (a call to my brothers) কবিতা কলিকাতার ব্যারিষ্টার কুমার কে, কে, দেব আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। পাঠকের অপূর্ব্ব উচ্চারণ-সমন্বিত শব্দ সম্ভার, গীতধ্বনি মাহাত্ম্যে কক্ষাকাশ পরিপূর্ণ করিয়া সমাগত সভাগণের মর্ম্মস্থল অনুবিদ্ধ করিল। তদনন্তর ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজের সভার চাঁদকবির বংশধর মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করেন। ইহার পরে দ্বারবঙ্গের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস, আই সভামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া মধুর স্বরে নিম্নলিখিত ভাষায় উপস্থিত কায়স্থ মহা মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। হিন্দুজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও মিলন-ক্ষেত্রে মহারাজ বাহাদুরের অক্লান্ত উদ্যম, ভূরি দানও স্বার্থত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে ভারতেতিহাসে লিখিত থাকিবে।

"এইটী কায়স্থ সভা হইলেও, আমি এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে যাঁহারা মানব সমাজের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করাই আমার কর্ত্তব্য। এই বিরাট কায়স্থ জাতির কার্য্য বেদ ও সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের অ মোদিত পন্থায় নির্ব্বাহ হইবে শুনিয়া আমি পরম আগ্রহে ইহাতে যোগদান করিয়াছি। সমগ্র হিন্দু সমাজের উন্নতি সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টায় সাধিত হইতে পারে না, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সামাজিক অপরবিধ বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে হইলেই, অপর বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণগণের মিলন আবশ্যক। তজ্জন্যই এই নিমন্ত্রণে আমি আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছি।

"এই কায়স্থসম্প্রদায়, গ্রামের সামান্য মুহুরী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা ও রাজার দেওয়ান পর্য্যন্ত—শাসনতন্ত্রের অত্যাবশ্যক কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও স্বজাতির উন্নতিসাধন প্রয়াসে, দাতব্য শিক্ষালয়াদি, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্য ও দেশের যুবক সম্প্রদায়ের শিক্ষোন্নতি বিধানের মহতী চেষ্টা দ্বারাও, এই কায়স্থজাতি দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছেন।

"সভার প্রস্তাব নিচয় সম্বন্ধে আমার কোনও কথা বলা বাহুল্য। প্রস্তাবনিচয়ের অধিকাংশই ভারতের বর্ত্তমান সময়ের সমস্যা-ঘটিত, প্রত্যেক সমাজ স্বকীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন। তবে প্রথম তুইটি প্রস্তাব আমি অন্তরের সহিত সমর্থন করিতেছি। উহার প্রথমটী ভারত সম্রাটের প্রতি রাজ ভক্তি ও গভীর অনুরক্তি প্রকাশ, দ্বিতীয়টী বড়লাটের ও বড়লাট পত্নীর জীবন নাশের জন্য যে ভয়ানক চেষ্টা হইয়াছিল তজ্জন্য আতঙ্ক ও ঘৃণা প্রকাশ ও দৈবানুগ্রহে তাঁহাদের মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। যে সদাশয় বড়লাট মহোদয় সাম্রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের হিতানুষ্ঠান জন্য যথেষ্ট ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন ও যিনি সাম্রাজ্যের শান্তি সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান, তাঁহার মূল্যবান্ জীবন রক্ষার জন্য সকলেরই এ সময়ে এক বাক্যে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মের অনুশাসন ও রীতি নীতির রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, এই মর্ম্মে যে প্রস্তাব আছে, উক্ত প্রস্তাবও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

"স্বকীয় সমাজের উন্নতিকর অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবার সময় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে "তুমি, আমি" সকলেই, এক বিশাল হিন্দু সমাজের লোক, সুতরাং হিন্দু সমাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে, সমাজের বিভিন্ন জাতির সহিত একযোগে একতানে কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। হিন্দু-সমাজের, প্রত্যেক ব্যক্তির উপরেই, এই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের পরস্পরের অনুকূল চেষ্টা দ্বারা, ভারত সম্রাটের হিন্দু প্রজাপুঞ্জের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও শিল্পসম্বন্ধীয় প্রতিভা লাভ সম্ভবপর হইবে।

"আমি আর অধিক সময় লইতে ইচ্ছা করি না, শিক্ষাকল্পে ও সমাজের উন্নতিকল্পে আপনাদের যে সাধু চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে—তদুপরি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।"

(১৮ই পৌষের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

আমরা আশা করি, মহারাজ বাহাদুরের আশীর্ব্বাদ অনুসরণ করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ আমাদের মস্তকে তাঁহাদের শুভাশীষ বর্ষণ করিবেন। ব্রাহ্মণসমাজ ও বঙ্গীয় কায়স্থগণ স্মরণ রাখিবেন,——

না ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃ্রোতি, না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্ত, মিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥

মনু ৯ম অঃ ৩২২।

আমরা যুক্তকরে শ্রীভগবান্ সমীপে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের একযোগে সমাজ-সংস্কার প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বারবঙ্গের মহারাজার বক্তৃতান্তে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজ-বাহাদুর ইংরেজী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন। অভিভাষণটী অতিশয় উপাদেয় হইয়াছিল। যথাসময়ে বঙ্গীয় কায়স্থসভা ইহা মুদ্রিত করিবেন। মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত মহারাজ বাহাদুরের দেবোপম মূর্ত্তি দর্শনে কবিবরের ভাষা মনে আসিল,——

"প্রফুল্ল গৌরকান্তি,
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি॥"

রবীন্দ্রনাথ।

তদনন্তর স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ বাহাদুর কে, সি, আই, ই মহোদয় ওজস্বিনী ইংরেজী ভাষায়, ফৈজাবাদনিবাসী কায়স্থকুলাবতংশ শ্রীযুক্ত বলদেবপ্রসাদকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই প্রস্তাব সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইলে, সভাপতি মহাশয়কে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বর্ম্মা মিত্র মহাশয়, যে সকল কায়স্থগণ কার্য্যানুরোধে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের ১৭৫ খানি তারবার্ত্তা ও পত্র পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় হিন্দীভাষায় তদীয় অতি উপাদেয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সময়াভাবে এই বক্তৃতা মুদ্রিত হয় নাই, হিন্দী ও উর্দ্দুভাষা সংমিশ্রণে বক্তৃতাও আমরা বুঝিতে পারি নাই, বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার ভাব ভঙ্গী ও ওজস্বিনী ভাষা সভাকে একঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ রাখিয়াছিল। এই প্রকার মহামিলন যে কায়স্থজাতীয় জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক তাহা নানাপ্রকারে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন॥

ইহার পরে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব করিলেন,—

১। "ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ বর্ত্তমান সম্মিলনে সমবেত হইয়া, তাঁহাদিগের মহামহিম সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জও তাঁহার মহিষীর প্রতি গভীর রাজভক্তি ও আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে ইংরেজজাতীর মঙ্গলগাথা (The National Anthem) তানলয় বিশুদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের সহিত সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। সভাস্থ সকলেই এই সময় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

সভাপতি মহোদয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন –

২। "ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন প্রদেশস্থ কায়স্থ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া মাননীয় বড়লাট বাহাদুর ও লাটমহিষীর জীবন নাশের যে বীভৎস চেষ্টা হইয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহাদিগের গভীর ঘৃণা ও জাতক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন এবং ভগবৎ কৃপায় তাঁহাদিগের জীবনরক্ষা হওয়ায় পরমেশ্বর সমীপে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং বড়লাট বাহাদুর শীঘ্রই সুস্থ হউন ইহা প্রার্থনা করিতেছেন।"

কায়স্থ সমাজ চিরদিন রাজভক্ত, রাজার সহিত একযোগে শাসনকার্য্যে ব্রতী, পুণ্যভূমি ভারতে রাজপ্রতিনিধি জীবন্তদেবতা, তাঁহার প্রতি এই প্রকার বীভৎস চেষ্টা ভারতবাসী মাত্রেরই কতদূর যন্ত্রণাদায়ক তাহা আমরা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে ঢাকার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন।

৩। "কর্তৃপক্ষগণের সহযোগিতায়, ভারতের শাসনকার্য্যে ও সামাজিক উন্নতিকল্পে কায়স্থ জাতির যে দায়ীত্ব আছে, তাহা এই সম্মিলন দৃঢ়তররূপে প্রকাশ করিতেছেন।"

এই প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বি, এ ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা মহোদয় দ্বারা সমর্থিত হইলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই মূল্যবান প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে কায়স্থগণ কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি॥

তদনন্তর বোম্বে হইতে সমাগত চন্দ্রবংশীয় চান্দ্রসেনী প্রভু কায়স্থ রায় বাহাদুর বি, এ গুপ্তী মহোদয় ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

৪। "ভারতীয় কায়স্থগণের বিভিন্ন শ্রেণীর সংমিলনে একটী অখণ্ড মহতী জাতির সংগঠন, ও সর্ব্ব শ্রেণী মধ্যে জলন্ত সহানুভূতি ও সানুকূলতা বর্ত্তমান থাকা, উক্ত জাতির ও সমগ্র দেশের মঙ্গলার্থে বিশেষ বাঞ্ছনীয় হইয়াছে।"

সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাপক এই প্রস্তাবটী ক্রমে ক্রমে ৯ জন সভ্য দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। কলিকাতা।
২। " কুমার কামতাপ্রসাদ ফৈজাবাদ।
৩। " রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী বন্দীপুর, হুগলী।
৪। " কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, বি এ, ফরিদপুর।
৫। " কুমার বীরেন্দ্রসিংহ, পাইকপাড়া কলিকাতা।
৬। " সিদ্ধিপ্রসাদ বি, এ, বি, এল, সীতাপুর. যুক্তপ্রদেশ।
৭। " গোবিন্দপ্রসাদ, এম্, এ, বি, এল্, এলাহাবাদ।
৮। " গিরিধারী লাল, ছাপাড়া মধ্য প্রদেশ
৯। " সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী কলিকাতা।

সকলেই এক বাক্যে এই সম্মিলনের মহৎ উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিয়া, ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা অত্যাবশ্যক স্থির করিলেন। বক্তাগণের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের বক্তৃতা সুদীর্ঘ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ ছিল। বন্দীপুরের রায় কুঞ্জলাল সিংহ মহাশয় প্রকাশ করিলেন যে তিনি মেবারের রাণা বংশোদ্ভূত ঠাকুর রাঘবরামের বংশধর। জ্ঞাতি বিরোধে রাঘব রাম মেবার পরিত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুরে উপনিবিষ্ট হন। তৎকালে বাদসাহ জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন, তিনি রাঘবরামকে জায়গীর ও রায় রায়ান উপাধি দিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের শেষ বক্তা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা যেমন ওজস্বিনী তেমনি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠস্বর বিস্তীর্ণ বঙ্গাকাশ পরিপূর্ণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে শ্রোতৃবর্গের মনে প্রবেশ করিয়াছিল। দিবাবসানে সভাভঙ্গের সূচনায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মহাশয় সভাতে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ ও নিমন্ত্রিত কায়স্থগণকে আগামী কল্য পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ বাটীতে মাধ্যাহ্নিক ভোজন ব্যাপার সমাধান করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

১৬ই পৌষ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত প্রায় এক সহস্র কায়স্থ স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীর প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া আহার কার্য্য সম্পন্নকরতঃ বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির সহিত ভারতীয় কায়স্থের মহামিলন কার্য্যে পরিণত করিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে দ্বিজাচারী যে ভারতীয় কায়স্থজাতি অন্য কোন ও জাতির সহিত একাসনে কখন ও আহার করেন নাই তাঁহারই অদ্য বঙ্গীয় কায়স্থগণকে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর জানিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে তাঁহাদের সহিত ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে এই মাধ্যাহ্নিক ব্যাপার, অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। নানাবিধ উপাদেয় নিরামিষ ৬৪ প্রকার ভোজ্য আহার করিয়া কায়স্থগণ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। সভাপতিমহাশয়কে উক্ত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়! আমাদের সহিত ত আপনাদের আহার (Interdining) হইয়া গেল। আপনাদের সহিত আমরা যেন সত্বরেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি।" প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"বিবাহ সত্বরেই হইবে, আপততঃ আমার হাতে একটী উপস্থিত আছে।" এই প্রকার বিবাহে বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইলে আমরা আশা করি কায়স্থের কন্যাদায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইবে।

মঙ্গলবার মধ্যাহ্নকালে সভা উক্ত টাউনহলে সমবেত হইলে পূর্ব্বদিনের ন্যায় সভাস্থল লোকারণ্য হইল। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত (কলিকাতা) পঞ্চম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

৫। "বিবাহে অধিক ব্যয় ও বরকর্ত্তৃপক্ষগণের অসঙ্গত অর্থকামনা যাহা কায়স্থগণকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছে তাহার সংক্ষেপ ও নিবারণকল্পে কায়স্থ সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর সমবেত ও বিধিবদ্ধ চেষ্টা করিতে হইবে।"

নিম্নলিখিত ৮জন কায়স্থ কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছিল—

শ্রীযুক্ত কুলবন্ত সাহে, কলিকাতা হাইকোর্ট।
,, জোয়ালা সাহেবর্ম্মা, বেরিলী।
,, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বরিশাল।
,, রবিনন্দন প্রসাদ, উকীল।
,, গিরিধারীলাল, যুক্তপ্রদেশ।
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র উকীল, যশোহর।
,, অমৃতলাল বসু, কলিকাতা।
,, আশুতোষ মিত্র, সবজজ দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শেষ বক্তা মহাশয় তাঁহার পুত্রকে বিনা পণে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন। যে পণপ্রথার ভীষণ উৎপীড়ণে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, তাহা সকলে বিশদ রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় কায়স্থ মহামণ্ডলী মধ্যে ইহার অত্যাচার যে আরো ভীষণ তাহা তদ্দেশীয় বক্তাগণ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন। এমতাবস্থায় আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি, তাহা কোনও বক্তা নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রস্তাবে আছে বিধিবদ্ধ চেষ্টা (Organised efforts) করিতে হইবে। আমরা প্রস্তাব করি কলিকাতায় একটী বিবাহ বৈঠক (Marriage Board) সংস্থাপিত

হউক, এবং সমগ্র কায়স্থজাতির বিবাহ-প্রার্থী পাত্র ও পাত্রীর নাম ও ধামাদি তাহাতে সঙ্কলিত থাকিবে। কন্যাভারগ্রস্ত কায়স্থকে উদ্ধার করা এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ভারতের প্রধান প্রধান নগরে ইহার শাখা-সমিতি থাকিবে। অবিবাহিতা বালিকা, ও বালবিধবাকে চিত্র, শিল্প, ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার উপাদান এই বৈঠক সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু হায়! এই আশা আমাদের কতদুর ফলবতী হইবে তাহা বলা যায় না, কারণ যে সর্ষপ দ্বারা আমরা ভুত ছাড়াইতে চাহিতেছি, যদি তাহাকেই ভুতে পাইয়া থাকে তবে আর উপায় কি ?

তদনন্তর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ-বি-এল মহোদয় নিম্নলিখিত ষষ্ঠ প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন—

৬। "বেদাদি সনাতনধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ ও বিধানসমূহ সংরক্ষণ জন্য হিন্দু-সমাজের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির সহিত সংমিলিত ভাবে কার্য্য করার আবশ্যকতা এই সম্মিলন বিশেষ আগ্রহের সহিত স্বীকার করিতেছেন।"

নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয় দ্বারা এই প্রস্তাবটী সমর্থিত হইয়াছিল। আলিগড় হইতে শ্রীযুক্ত অটলবিহারী লাল, কাশী হইতে মাননীয় মুন্সি মহাদেও প্রসাদ এবং যুক্তপ্রদেশ সীতাপুর হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু উকীল।

প্রস্তাবকর্ত্তার বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহিনী হইয়া-হইয়াছিল। অধুনা বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ মধ্যে, এই প্রস্তাবটীর কতদূর কার্য্যকরী শক্তি আছে, আমরা বুঝিতে পরিতেছি না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-গণ, বিশেষতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুগৃহে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বেদাধ্যয়ন স্থলে দশদিন পরে সমাবর্ত্তন হই-তেছে। বেদোক্ত যজ্ঞকর্ম্মে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এমতাবস্থায় উক্ত প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা আমরা অসম্ভব মনে করি। বিশেষতঃ অনেকস্থলে বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া উপনীত কায়স্থের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তদনন্তর ফৈজাবাদ হইতে সমাগত মাননীয় শ্রীযুক্ত বালকরাম নিম্নলিখিত সপ্তম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন—

৭। "হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও আচার রক্ষা করিয়া যাহাতে কায়স্থযুবকগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ইত্যাদির শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তদ্বি-ষয়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে ; এবং তদুপলক্ষে আমাদের দেশে যে শিক্ষার আবশ্যক তাহার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।" কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়দ্বয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত না করিতে পারিলে, কায়স্থযুবকগণ বিজ্ঞান ও শিল্পের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না, কারণ আমাদের দেশে ঐ প্রকার বিশ্ববিদ্যা-লয় নাই, জাপান, ইংলণ্ড ও জার্ম্মেণীদেশে উক্তশিক্ষার ব্যবস্থা অতি উত্তম। কায়স্থজাতির ধর্ম্ম ও আচার বজায় রাখিয়া বিদেশ ভ্রমণ অধুনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।

ইহার পরে বীরভূমের সেসনজজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম, এ, সি, এস্ মহোদয় নিম্নলিখিত অষ্টম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

৮। "কায়স্থগণ মধ্যে উচ্চশিক্ষার অধিকতর বিস্তৃতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক কায়স্থের পক্ষে মাধ্যমিক (Secondary) শিক্ষা অপরিহার্য্য (Compulsory) কায়স্থজাতির উচ্চশিক্ষার একমাত্র বিদ্যালয় এলাহাবাদ কায়স্থপাঠশালায় যাহাতে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তাহার উপায় করিতে হইবে।" ৪ জন কায়স্থ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত মুন্সী মহাবীরপ্রসাদ বি-এ, বি-এল, (ফৈজাবাদ); শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর বি-এ, বি-এল। (কৃষ্ণ নগর); শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুর জোয়াহিরি (যুক্তপ্রদেশ বেদাওন); শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-প্রসাদ এম-এ, বি-এল, (এলাহাবাদ); বক্তাদিগের মধ্যে প্রস্তাবকের বক্তৃতা অতিশয় উপাদেয় হইয়াছিল। অক্ষরজীবী কায়স্থ জাতি মধ্যে শিক্ষার বিস্তার একান্ত আবশ্যক, কারণ বিদ্যাশিক্ষা তাহার একমাত্র জীবনোপায়। অধুনা প্রয়াগের কায়স্থ পাঠশালায় এফ্, এ পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, উহাতে বি এ ও এম, এ ও বি, এল শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অধুনা মুসলমান জাতি শিক্ষা বিস্তার কল্পে যে প্রকার উদ্যোগী ও বদ্ধপরিকর কায়স্থজাতি তাহার শতাংশের একাংশ ও নহে, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে।

সম্প্রতি কায়স্থ প্রবর স্যার তারকনাথ পালিত কে, সি, আই, ই মহোদয় সার্দ্ধচতুর্দ্দশ লক্ষ মুদ্রা শিক্ষা বিষয়ে দান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার কপর্দ্দক ও তাঁহার স্বজাতির জন্য উৎসৃষ্ট হয় নাই। স্বজাতি সেবক কায়স্থকুলভাস্কর মুন্সি কালীপ্রসাদ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব স্বজাতির শিক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ডি, এল, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একলক্ষ টাকা, এবং রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের উন্নতি কল্পে অর্দ্ধলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি সার্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দান মহৎ সঙ্কল্প। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নিরক্ষর দরিদ্র লোকের অসদ্ভাব নাই, তাহাদের উদ্ধার জন্য সেই জাতির ধনী মহাত্মাগণের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে বিহিত কি না তাহাই বিবেচ্য।

অতঃপর বিহারনিবাসী কলিকাতার হাই-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এম, এ, বি, এল মহোদয় নবম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

৯। "হিন্দুর উচ্চ আদর্শানুসারে কায়স্থজাতি মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে বিধিবদ্ধ চেষ্টা করিতে হইবেক।" ৪ জন কায়স্থ এইটী সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত (ভবানীপুর কলিকাতা)। শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ চৌধুরী (বেরিলী) শ্রীযুক্ত কানাইলাল বর্ম্মা (বেদেওয়ান যুক্তপ্রদেশ) শ্রীযুক্ত কালীকাপ্রসাদ (উকীল, সাহাজানপুর)

কায়স্থ জাতি মধ্যে শিক্ষিত, বিদ্বান্ ও ধনী ব্যক্তির অভাব নাই, তথাপি আমাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা এত অনাদৃতা কেন? বিবাহের পূর্ব্বেও পরে প্রতি গৃহে গৃহে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করি কোনও ধনী মহাত্মা কায়স্থ বালক ও বালিকাদিগের জন্য

২টী পাঠশালা কলিকাতা নগরীতে স্থাপন করিয়া তাঁহার ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। ধনের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, ভোগ ও দান। ঋষিগণ কহিয়াছেন—

"চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি
যশোকীর্ত্তি পরিভ্রষ্টঃ জীবন্নপি ন জীবতি।"

ধনবান্ কায়স্থ মহোদয়গণ! সত্বর এই প্রকার একটী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন। বরপণ প্রথার নারক তাণ্ডবে কায়স্থ কন্যাগণ দীর্ঘকাল অনূঢ়া থাকিতেই হইবে সেই সময় তাহাদিগের জন্য চিত্র, শিল্প ও সাহিত্য ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

তদনন্তর বঙ্গদেশীয় পরস্পর সাহায্যকৃত ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ (Registrar Co-operative Credti Societies) শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র, এম-এ মহোদয় ১০ম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

১০। "কায়স্থ জাতির আর্থিক উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে পরস্পর সাহায্যকৃত ধনভাণ্ডার (Co-operative Credit Bank) স্থাপিত করিতে হইবে।" তিন জন প্রতিনিধি দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত শম্ভুদয়াল, ভট্নাগর (ফৈজাবাদ)।
" বেণীপ্রসাদ সিংহ।
" রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
(টাকী ২৪ পরগণা)।

প্রস্তাবকের ইংরেজী বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শাসন কর্ত্তাদিগের চেষ্টায় আজ ৭।৮ বৎসর মধ্যে ভারতের নানা স্থানে বহু ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সংসাধিত হইতেছে। কায়স্থ নেতাগণ চেষ্টা করিলে অধুনা বঙ্গদেশে নব নব ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া কায়স্থগণের বিশেষ উপকার করিতে পারেন, কারণ বর্ত্তমান ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ একজন উচ্চ শিক্ষিত কায়স্থ।

তদনন্তর মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, বি-এল মহোদয় (কলিকাতা) ইংরেজী ভাষায় একাদশ প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন—

১১। "কায়স্থ-সন্তান ও পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকাগণের পালন ও শিক্ষা দান, নিঃস্ব কায়স্থ হিন্দু-বিধবাগণের পালন ও দেশীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান জন্য বিভিন্ন স্থানে অনাথাশ্রম ও বিধবানিলয় স্থাপন করিতে হইবে।" এই প্রস্তাবটী

শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ বি-এ, বি-এল, উকীল
(লখনাউ)।
শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু,(সবজজ ময়মনসিংহ)
মুন্সি কানাইলাল বর্ম্মা, মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল।

প্রস্তাবকের বক্তৃতা ওজস্বিনী ভাষায় সুদীর্ঘ হইয়াছিল। কায়স্থান্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি কটাক্ষ পাত করিয়া বলিলেন শিক্ষিত কায়স্থগণ আপনাদের সাম্প্রদায়িক কার্য্যে যোগদান করিতে এযাবৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির মিলন চেষ্টা আপনাদের সাধু উদ্দেশ্য এবং এই মিলন কার্য্যে পরিণত হইলে কেবল কায়স্থ জাতির নহে সমস্ত দেশের মঙ্গল হইবে। ভারতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ জাতির সহিত আপনাদের

মহামিলনের মহামন্ত্র সহানুভূতি, অর্থাৎ সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে এক পরিবারস্থ আত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাদের সহিত আপনাদের ব্যবহার করিতে হইবে। কায়স্থ বালক বালিকাদের জন্য অনাথ আশ্রম এবং বিধবাদিগের শিক্ষা জন্য বিধবা নিলয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিতে হইবে।” ইতিহাসপাঠে আমরা দেখিতে পাই সাম্প্রদায়িক ভাবে কার্য্যারম্ভ, পরিশেষে সার্ব্বজনীন আকারে পরিস্ফুট হয়, এক যজ্ঞোপবীতের বলেই ত কায়স্থগণ অন্যান্য ভারতীয় আর্য্য জাতির সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। তখন ভূপেন্দ্র বাবু দেখিবেন আমাদের সাম্প্রদায়িক ভাব সার্ব্বজনীন ভাবে পরিণত হইবে। তাঁহাকে ও শিক্ষিত কায়স্থদিগকে আমাদের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে তাঁহারা যেন বৈদেশিকভাব পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের আচার ব্যবহার গ্রহণ করেন নচেৎ সমাজ সংস্কারের আশা সুদূরপরাহত।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় দ্বাদশ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

১২। “এই সম্মিলন এবং অন্যান্য ভাবী সম্মিলন “ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মিলন” নামে অভিহিত হইবে, এবং সর্ব্বস্থানীয় প্রাদেশিক কায়স্থসমিতিসমূহ এতৎসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুসারে ইহার শাখাস্বরূপে গণ্য হইয়া ইহার সহিত সংযুক্ত (affiliated) হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ষোড়শী চরণ মিত্র বি, এল, ত্রয়োদশ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন—

১৩। “নিম্নলিখিত স্থানের কায়স্থমহোদয়গণকে লইয়া এই ভারতবর্ষীয় কায়স্থসম্মিলনীর চিরস্থায়ী কার্য্যসমিতি গঠিত হউক (ইহাদের সংখ্যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইতে পারিবে)। বোম্বাই মান্দ্রাজ, হাইদ্রাবাদ, গোয়ালিয়র, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর, বঙ্গদেশ ইত্যাদি। সভাপতি মহাশয়, চতুর্দ্দশ প্রস্তাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে নিয়মাবলী অবধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দেওয়া হইলে সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হয়। ইহাও নির্দ্ধারিত হয় যে আগামী বর্ষে এই সময়ে এলাহাবাদে ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভার দ্বিতীয় সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইবেক।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে নাগপুরের চান্দ্রসেনী প্রভুকায়স্থ স্যার গঙ্গাধর চিৎনবীস কে, সি, আই, ই মহাশয়ের পুত্রের সহিত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের পরিবারস্থ একটী বালিকার শুভ-পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে। সারদাবাবু এই প্রকার বিবাহের (Intermarriage) পথ প্রদর্শক হইয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

সভা ভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে বহুকণ্ঠ মিশ্রিত হিপ্ হিপ্ হুরে ধ্বনিতে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর, সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। ইঁহারা ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। এই সময় আর ২টী মহাত্মার নাম উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। স্বর্গত বামাচরণ পাল রায় চৌধুরী ও কানপুরের শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ সূর্য্যধ্বজ মহাশয় ইহারা উভয়ে ভারতবর্ষীয় কায়স্থদিগের সহিত আমাদের সম্মিলনের পথ সুগম করিয়াছিলেন।

ইহারা নীরবে কার্য্য করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ এবং বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ ইহাদিগকে নীরবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে সম্মিলনীর কার্য্যপ্রণালী সুন্দররূপে সম্পাদিত হইলেও কোন কোন বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ছিল, প্রথম সম্মিলনে ইহা অপরিহার্য্য, তথাপি ভবিষ্যতে না হয়, তজ্জন্য আমরা উল্লেখ করিতেছি।

১। বঙ্গীয় উপবীতী কায়স্থসমাজের সমর্থনকারী অধ্যাপক ও আচার্য্য মহাশয়দিগকে এই সম্মিলনে নিমন্ত্রণকরা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারাই উক্ত সমাজের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহারা বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিয়া কেবল সত্যধর্ম্মের অনুরোধে আমাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন।

২। আমরা মনে করি বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির (Subject Committee) অধিবেশন প্রথম দিনের সভা ভঙ্গের পরে সন্ধ্যা সময় হইতে সভাস্থলে হওয়া উচিত। এই প্রকার বিরাট সম্মিলনে প্রতিনিধিগণ দ্বারা এই সমিতি গঠিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহামিলনে (Indian Congress) ও ঐ প্রণালী অবলম্বিত হয়। উক্ত প্রকারে বিষয় ও বক্তা স্থির করিলে কাহারও মনস্তাপের কারণ থাকে না।

৩। বর্ত্তমান কায়স্থ সভার নেতাগণ তাঁহাদের কার্য্যবিবরণীতে (Programme) যাহাদের নাম থাকে তদ্ব্যতীত অন্যান্য সভ্যকে কিছুমাত্র বলিতে অবকাশ দেন না। কখন কখন তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দেওয়া হয়। বিখ্যাত নাড়ীজ্ঞান পণ্ডিত কায়স্থকবিরাজ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা মহোদয় শেষ দিনের সভাভঙ্গের পূর্ব্বে কায়স্থসমাজে আয়ুর্ব্বেদ প্রচলন সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া দেন। এই প্রকারে প্রত্যাখ্যাত ও ভর্ৎসিত হইয়া সভ্যগণের মনে সভার নেতাগণের প্রতিকূলে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ফলতঃ নেতাগণ যদি মীমাংসা করিয়া থাকেন যে সভাকুট্টিমে "সকলেই" "সকলেই (all all)" চীৎকার ধ্বনি করিলেই প্রস্তাব গুলির লিখিত সংস্কার, কার্য্যে পরিণত হইল, তবে তাহা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। কায়স্থসভার নেতাগণ রাজনৈতিক সভার কার্য্যপ্রণালী অনুকরণ করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন। নচেৎ বঙ্গীয় কায়স্থসভা কায়স্থসমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছে না কেন? রাজনৈতিক সংস্কার শাসনকর্ত্তাদিগের করতলগত, পরিগৃহীত প্রস্তাব গুলি তাঁহাদিগের সকাশে প্রেরিত হইলেই সংস্কারকদিগের কর্ত্তব্যের অবসান হইল। পক্ষান্তরে সমাজসংস্কার সমাজের করতলগত। প্রস্তাবগুলি সমাজ অনুমোদন করিয়া, সমবেত চেষ্টায় কার্য্যে পরিণত করিবে, অপরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। অত্রাবস্থায় সকল কায়স্থের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন না হইলে, কায়স্থসভার কার্য্যকরী শক্তি থাকিতে পারে না।

৪। বর্ত্তমান সম্মিলন ১৫ই পৌষ ৬ঘণ্টা ও ১৬ই পৌষ ৫ঘণ্টা মোট ১১ঘণ্টা সময় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এই একাদশ ঘণ্টা

সময় মধ্যে ৩০টী ভিন্ন২ কার্য্য ও ১৭টী প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছিল। প্রায় ৫০জন বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, গড়পড়তায় প্রত্যেক বক্তা ১২।১৩ মিনিট সময় পান। এই অল্প সময় ও ২।৩ জন ব্যক্তি নিরর্থক বক্তৃতা করিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। একজন সভ্য কায়স্থ সভাগৃহকে নাট্যশালা মনে করিয়া নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কোনও সময়ে উপনীত কায়স্থকে সোণার পাথরের বাটির সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এইক্ষণ সেই সোণার পাথরের বাটি দ্বারা কি মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইল তাহা কি তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন ? আর একজন বক্তা সভাগৃহকে নিজের আদালত মনে করিয়া অপ্রাসঙ্গিক প্রলাপে সময় নষ্ট করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এই প্রকার অত্যল্প সময় মধ্যে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ স্বয়ং উপস্থিত হইলেও শ্রোতৃবর্গের মানসক্ষেত্রে কোনও উদ্দীপনার বীজ বপন করিতে পারেন না। আগে কথা হয় এই সম্মিলন ১৫ই ১৬ই ও ১৭ই পৌষ দিবসত্রয় কার্য্য করিবে। কিন্তু নেতাগণ কি মনে করিয়া তিনদিনের কার্য্য দুইদিনে সম্পন্ন করিলেন। সমাজ সংস্কার কার্য্যে সমবেত সভ্যগণকে অভিমত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। অনেকের বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের দুর্ব্ব্যাপার দর্শনে কেহই কোনও কথা বলিতে সাহসী হন নাই। নেতৃগণ এত দ্রুতবেগে কার্য্যে অগ্রসর হন যে, দূরস্থ সভ্যগণ কি হইতেছে তাহাও অবগত হইতে পারেন না, আমরা সভার নানা স্থানে বসিয়া ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। আমরা আশা করি কায়স্থসভার নেতাগণ, কায়স্থসভায় আগামী সাম্বাৎসরিক অধিবেশনে এই সকল গুরুতর দোষ পরিহার করিবেন। নচেৎ শুভ ফল অসম্ভব। ইতি।

॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ ॥

সম্পাদক।

সারদাষ্টকম্।

কস্মাৎ পুষ্পাণি ধূন্বন্ মধুর পরিমলক্ষোদ্বহন্ বাতিবায়ু
র্ব্বৃক্ষে বৃক্ষে প্রবালং ধ্বজমিব পবনান্দোলিতং ভাতি কস্মাৎ।
কস্মাদ্বাষট্পদোঘঃ পিবতি মধু মুদাফুল্লপুষ্পেষু গুঞ্জন্
কূজন্নশ্নাতি কামং সুমদন মুকুলং কোকিলো বাপিকস্মাৎ ॥১॥

মন্বাসে বৈতিদূরান্মলয় শিখরিণো মাতরিশ্বাথ কস্মাৎ
কস্মাদন্তঃপ্রসাদঃ কইব পুনরহো জায়তেঽপূর্ব্ব এব।
ধত্তে কান্তিং নবীনাং প্রকৃতিরপি মুদা সর্ব্বতোঽত্যৈব কস্মাৎ
কস্মাদ্বাপুষ্পহাসা মধুকর মুখরা দৃশ্যতে কাননালিঃ ॥২॥

কস্মাদস্মিন্নকস্মাৎ প্রতিজনভবনে শ্রূয়তে শঙ্খনাদো
ঘণ্টাঘোষঃ ক্বচিদ্বা ক্বচিদপি পটহারাব সম্মিশ্র কাংস্যং।
কস্মাদ্বাবালসঙ্ঘৈঃ কুতুকিত মতিভিশ্চীয়তে পত্র পুষ্পং
রম্ভাস্তম্ভঞ্চ কস্মাৎ ক্বচিদপি নিপুণাঃ প্রাঙ্গণে তে বপন্তে ॥৩॥

আরামেঽশোক বৃক্ষঃ স্ফুরতিচ বিজয়স্তম্ভবদ্বাদ্য কস্মাৎ
কস্মাদ্বামীনকেতোর্ধনুরিব পরিতঃ কিংশুকং ভাতিরম্যম্।
কস্মান্নামাক্ষরং বা রচয়তি মধুকৃৎফুল্লপুষ্পেষু বাণ্যাঃ
অজ্ঞাতং সর্ব্বমেতদ্বিতরিতু মমলং জ্ঞান মস্মান্ গিরৈতি ॥৪॥

যাং দৃষ্ট্বা কুন্দপুষ্পং নিবসতি গহনে বারিগর্ভে মৃণালঃ
শঙ্খোঽপ্যাস্তে সমুদ্রে বিধুরপি গগনে মৌক্তিকং শুক্তিকুক্ষৌ।
ত্রাসাদৈরাবতোঽপি শ্রয়তি সুরপতিং পদ্মযোনিং মরাল
শ্চাঞ্চল্যং শম্ভুতেজো হিমগিরি শিখরং সর্ব্বদাসৌতুষারঃ ॥ ॥

যাশেষ জ্ঞানদাত্রী সুরনরমহিতা সেবিতা দৈত্যবৃন্দৈ
র্ব্বীণাপাণি কৃশাঙ্গী সরসিজবদনা কম্বুকুন্দেন্দুহাসা।
যৎপাদাব্জালিজালং রচয়তি রুচিরং বাঙ্ময়ং ক্ষৌদ্রকোষং
মূকোযস্যাঃ কটাক্ষৈর্ভবতিচ মুখরো বেদবেদাঙ্গ বক্তা ॥৬॥

দূরাদেতীক্ষিতুং যাং মলয় নিলয়তোমদগৃহে গন্ধবাহো
যাম্যাবাসং বিহায় দ্রুতমিহ দিনকৃদ্ যৎপদং দ্রষ্টুমেতি।
কাক্ষ্যাস্তং যাতি যস্যামুখমপিতরসা লজ্জয়া শীতরশ্মিঃ
পায়াৎ সামামপায়াৎ পিকনিকররুতৈঃ স্বাগতং পৃচ্ছ্যমানা ॥৭॥

সন্দানিতকম্।

পঞ্চাস্যৈনৈব শম্ভুর্ণভণিতুমশকচ্ছক্তি মগ্র্যাং তবাম্ব
ব্রাহ্মা বেদাননৈর্ব্বা খ খ খ বিধুমুখৈরপ্যনন্তঃ কথঞ্চিৎ।
জানাসি ত্বঞ্চ কিঞ্চিৎ কবিজনসুলভং নাস্তিমেবাক্পটুত্বং
কস্মাৎ কারুণ্য দানে জননি চিরয়সে জ্ঞানহীনায় মহ্যম্ ॥৮॥

নাহং যাচে গজেন্দ্রং নচ হয় নিবহং নৈবরাজ্যং ন বিত্তং
মোক্ষং ধর্ম্মঞ্চ কামং ন চ পুনরবলাং যৌবনাঢ্যাং সুরূপাম্।
জিহ্বাগ্রে সন্ততং মে বিহরচ কৃপয়া হীনসংজ্ঞস্য মাতঃ
বাচাং দেবীতি শশ্বত্তব পদকমলে প্রার্থয়ে নিত্যমেব ॥৯॥

কৃতিরেষা
শ্রীমধুসূদন রায়স্য।

সারদাষ্টক।

(বঙ্গানুবাদ)

সরস্বতী পূজোপলক্ষে রচিত।

অদ্য মধুময় পরিমল বহন করিয়া সমীরণ পুষ্পকে প্রকম্পিত করিতেছে কেন? বৃক্ষাগ্রে প্রবাল পতাকার ন্যায় পুষ্প সকল আন্দোলিত হইয়া শোভা পাইতেছে কেন? কেনই বা ভ্রমরগণ গুন্‌গুন্ ধ্বনি করিয়া প্রফুল্ল পুষ্পের মধুপান করিতেছে, কোকিল যথেচ্ছা আম্রমুকুল ভক্ষণ করিয়া কূজন করিতেছে কেন? ।১।

আমার আবাসে দূরস্থ মলয়পর্ব্বতের বায়ু অদ্য প্রবাহিত হইতেছে কেন? অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সমুদিত হইতেছে কেন? আজ কেন প্রকৃতিসুন্দরী সানন্দে নবীনাকান্তি ধারণ করিয়াছেন? এবং কাননে পুষ্প প্রফুল্লিত ও মধুকর গুঞ্জরিত দেখিতেছি কেন? ।২।

কেন আজি অকস্মাৎ প্রতি গৃহে গৃহে শঙ্কনাদ শুনা যাইতেছে, কাহারও গৃহে ঘণ্টাধ্বনি, এবং ক্বচিৎ অপি কাংস্যমিশ্রিত ঢক্কার বাদ্য শুনা যাইতেছে। কেনই বা বালকগণ কৌতূহলীচিত্তে পত্রপুষ্প চয়ন করিতেছে, কোথায় বা প্রবীণাগণ প্রাঙ্গণে কদলীবৃক্ষ রোপণ করিতেছে কেন? ।৩।

উদ্যানে অশোকবৃক্ষ কুসুমিত কেন, কেনই বা বিজয়স্তম্ভের বাদ্যধ্বনি হইতেছে। প্রস্ফুটিত কিংশুক পুষ্পাবলি চতুর্দ্দিকে মদনের ধনুরন্যায় শোভা বিকীর্ণ করিতেছে, মধুকরগণ ফুল্লপুষ্পে যেন বীণাপাণির নামাক্ষর রচনা করিতেছে, এবং সরস্বতী যেন সকলকে নির্ম্মল জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। ।৪।

যাঁহাকে দর্শন করিয়া কুন্দপুষ্প নৈরাশ্যে গহনবনে, মৃণাল বারিগর্ভে, শঙ্খ সাগরে, চন্দ্রমা গগনে, এবং মুক্তা শুক্তিগর্ভে বাস করিতেছে, সন্ত্রাসিত ঐরাবত ইন্দ্রের, মরাল পদ্মযোনির, চঞ্চলতা শম্ভুতেজে, এবং তুষার হিমাদ্রিশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ।৫।

যিনি অশেষ জ্ঞানদাত্রী, সুরাসুর নরগণ সংপূজিতা, বীণাপাণি, কৃশাঙ্গী, সরসিজবদনা, কম্বুকুন্দেন্দুহাসা, যাঁহার পাদপদ্ম মনোহর বাঙ্ময়-মধুচক্র রচনা করিতেছে এবং যাঁহার কটাক্ষে মূক বাচাল, বেদবেদাঙ্গবক্তা হইতেছে। ।৬।

যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া দূর হইতে মলয়সমীরণ আমার গৃহে প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পদযুগল দর্শন করিতে সূর্য্য দক্ষিণায়ণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতি উত্তরায়ণে উপস্থিত হইতেছেন, যাঁহাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রমা লজ্জায় শীঘ্র অস্তমিত হইতেছেন, কোকিলকূজনে যাঁহার শুভাগমন প্রার্থনা করিতেছে, হে মাতঃ আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর। ৭।

নিম্নের শ্লোকদ্বয় যোগকর।

হে মাতঃ! তোমার শ্রেষ্ঠশক্তি, মহাদেব পঞ্চমুখে ও ব্রহ্মা বেদে কীর্ত্তন করিতেও অশক্ত, অনন্ত মুখ হইলে কথঞ্চিত বর্ণন করা যাইত। আপনি জানেন কবিজন-সুলভ কিঞ্চিৎ বাক্‌পটুতা আমার নাই। হে জননি! আমার ন্যায় জ্ঞানহীনের প্রতি কেন করুণা বিতরণ করিতেছেন না? ।৮।

আমি আপনার নিকট হয়হস্তী রাজ্যবিত্ত, ধর্ম্ম মোক্ষ কাম অথবা সুন্দরী যুবতীগণ প্রার্থনা করি না হে মাতঃ! হে বাঙ্ময়ী দেবি! এই হীনজনার জিহ্বাগ্রে সর্ব্বদা বিচরণ করিবেন, আপনার পদকমলে আমার এইমাত্র প্রার্থনা। ৯।

সম্পাদক কর্ত্তৃক,
অনূদিত।

সাম্রাজ্য মঙ্গলগাঁথা।

God save our gracious Emperor and Empress.

গাও সম্রাটের জয়,
গাও ভারতের জয়,
হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান,
মিলি সর্ব্বধর্ম্মী সর্ব্ব ভারত সন্তান!
সঙ্কীর্ণতা পরিহর,
ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ কর,
প্রীতি-ভক্তি হৃদে ধর,
কর্ম্ম-শক্তি লাভ কর!

ধর উৎসাহ, হও একমন—একপ্রাণ,
গাও জন্মভূমি আর সম্রাটের যশোগান!!
ঈশ্বর কৃপায় সম্রাট্ কুশলে থাকুন,
আমাদের প্রতি তাঁর কৃপা রাখুন,
গাও সম্রাটের জয়!
হোক্ সম্রাটের জয়!
সম্রাটের শক্তি করুক্ শত্রু-বিজয়,
সম্রাটের প্রতাপ রহুক্ অক্ষয়,

জগতে সভ্যতা করিতে প্রচার,
বৃটিশ-সাম্রাজ্য রহুক্ বিস্তার,
অয়ি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা !
পর্ব্বত-কুন্তলা, নদী-মেখলা ,
সাগরাম্বরা, ধাতু-রত্ন-খনি,
সৌরকেরোজ্জ্বলা মেদিনী,
আদি সভ্যতা প্রসবিনী,
আর্য্য অনার্য্য জননী,
বহুজাতি-ধর্ম্ম পরিপালিনী,
বৃটিশ-সাম্রাজ্য-মুকুট মণি !
বীর মনীষির প্রসূতা তুমি,
বন্দে, মাতঃ ভারত পুণ্যভূমি !
সর্ব্বজাতি পূজিতা,—সম্রাট্ সম্মানিতা,
তুমি চির ধন্যা !
তব সন্তানগণ,—ল'ভেছে এখন,
সম্রাট্ করুণা,
সত্য-স্বরূপ, প্রেমরূপ, মঙ্গল-নিলয়,
দয়াময় বিভুর কৃপায়,
হোক্ সম্রাটের জয়,
হোক্ ভারতের জয়,
হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান,
মিলি সর্ব্বধর্ম্মী, সর্ব্ব ভারত সন্তান !
স্ব-স্ব-ধর্ম্ম সাধিয়া,
আত্মশক্তি লভিয়া,
রাজভক্তি রাখিয়া,
বৈধ পথ ধরিয়া,
দেশসেবা-ব্রত পাল,
মহত্তের পথে চল,
উচ্চশিক্ষা লাভ করি,
উচ্চ আশা হৃদে ধরি,
গাও সম্রাটের করুণার জয়,
গাও ভারতের সৌভাগ্য-উদয়,
সম্রাটের আদেশ সবে করিতে পালন,
কর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন,
আর বিধি দত্ত মনুষ্যত্ব,
সদা করিতে রক্ষণ,
কর ভাই প্রাণপণ,
বৃটিশ প্রজার যোগ্য অধিকার করহ অর্জ্জন।
লভি ঐক্য, স্বদেশের গৌরব সবে করহ বর্দ্ধন,
বৃটিশ জাতির প্রীতি, শ্রদ্ধা, করি আকর্ষণ,
সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা সবে কর সংরক্ষণ।
করি দৃঢ়চিত্ত একলক্ষ্য, একপণ,
উন্নতিশিখরে সবে কর আরোহণ।
গাও সম্রাটের জয় !
গাও ভারতের জয় !
লভ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নিচয়,
লভ উন্নতি, প্রীতি গৌরবময়,
হোক্ আমাদের সর্ব্ব অভাব ক্ষয়,
হোক্ ভারত প্রজার অভ্যুদয় ॥

ছাত্র—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণঃ।

নিরালম্বোপনিষৎ।

জ্ঞানপিপাসু শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ সদ্‌গুরু-সদনে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বিনয়নম্রবচনে, তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। লব্ধমোক্ষ-গুরুদেব প্রিয় শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলেন, অথর্ব্ববেদীয় নিরালম্বোপনিষদে তাহা অতীব সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র জ্ঞানলাভেচ্ছু উচ্চ সাধকবর্গের সুগোচরার্থ, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। অনাবশ্যক বিবেনায় সংস্কৃত বচন গুলিন উদ্ধৃত হইল না। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়া পাঠাইলাম, আশা করি, ইহাতে প্রকৃত বিষয় বুঝিবার কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ ঘটিবে না। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা পরম উপাদেয় বস্তু। আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের সাধক, তাঁহারাও ইহা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন। উপনিষদ গ্রন্থনিচয়ের অমূল্য উপদেশগুলিন যার পর নাই শিক্ষা ও আনন্দপ্রদ। এরূপ বিষয়ের আলোচনায় লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

১ম প্রশ্ন। ব্রহ্ম কি ?

উত্তর। অচিন্ত্যোপাধি বিনির্মুক্ত, (অর্থাৎ ঈশ্বরীয় মায়ায় আবদ্ধ নহেন) আদি ও অন্ত রহিত, শুদ্ধ—অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার পরিশূন্য, শান্ত—অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি রহিত, নির্গুণ—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাতীত, নিরবয়ব [শরীরাদি রহিত] নিত্যানন্দস্বরূপ, অর্থাৎ অহেতুক আনন্দ দুঃখসম্ভিন্ন সুখস্বরূপ, এক রস, [অর্থাৎ যাহার কখনই খণ্ডন নাই] অদ্বিতীয় ; এই সকল বাক্যের দ্বারা যে চৈতন্য অনুভূত হয়েন, তিনিই ব্রহ্ম।

২য় প্রশ্ন। সবল ব্রহ্ম কি ?

উত্তর। প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারাদি, পৃথিবী, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এবং নানাবিধ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশিত সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন যে অতিবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড তাহাই সবল ব্রহ্ম।

৩য় প্রশ্ন। ঈশ্বর কে ?

উত্তর। পরব্রহ্মই স্বয়ং স্বকীয় প্রকৃতি শক্তির লেশমাত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক সকল বস্তুর অন্তরে গমন করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া, সকল প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক, ব্রহ্মা প্রভৃতি, সমগ্র জগতস্থ যাবতীয় ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ন্তা যিনি,—তিনিই ঈশ্বর। (ক)

৪র্থ প্রশ্ন। জীব কে ?

উত্তর।—সেই ব্রহ্মই স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি নামরূপ দ্বারা, অহং চতুর্মুখ রক্তাঙ্গ ব্রহ্মা, আমি চতুর্হস্ত শ্যামাঙ্গ বিশিষ্ট বিষ্ণু ; আমি পঞ্চবদন ধবলাঙ্গ শিব ; আমি সহস্রলোচন গৌরাঙ্গ ইন্দ্র ; এই

(ক) ঈশনশীলোনারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী তদ্‌যথা—
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং, হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১
গীতা ১৮ অধ্যায়।
সম্পাদক।

রূপ অধ্যাস বশতঃ অর্থাৎ এতদ্রূপ চিন্তাযুক্ত বশতই যিনি স্থূল শরীরী জীবব্রহ্মের অংশ-রূপে প্রকাশমান হইতেছেন তিনিই জীব। ইহা ভিন্ন জীব ও ব্রহ্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই। প্রকৃতি অংশে স্থূলরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মই জীব। (খ)

৫ম প্রশ্ন। প্রকৃতি কি?

উত্তর। পরব্রহ্ম হইতে এই মহাবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নানাবিধ যে বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি যিনি, তিনিই প্রকৃতি। (গ)

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। পরমাত্মা কে?

উত্তর। দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা। (ঘ)

৭ম প্রশ্ন। ব্রহ্মাদি ইহারা কে?

উত্তর। সেই অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মই স্বস্বরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মা, এবং সেই ব্রহ্ম শিবরূপে প্রকাশমান। তিনিই পরমাত্মা; আবার স্থূলরূপে তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রুদ্র;—আবার তিনিই মনঃ বুদ্ধি; তিনিই আদিত্য, তিনিই চন্দ্রমা; তিনিই পুনরপি সকল দেবতা; তিনিই সকল পিশাচ, তিনিই নিখিল জীব; তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই পশ্বাদি সমুদায়; তিনি দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু সমূহ। এই জগতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত পদার্থ কিছুই নাই। জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়। সাকার ব্রহ্মই ব্রহ্মাদি জীব।

৮ম প্রশ্ন। জাতি কি?

উত্তর। চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, অস্থি, ও শুক্র এই সপ্তধাতু বিনির্ম্মিত দেহে, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাতি আর কিছুই নহে।

৯ম প্রশ্ন। অকর্ম্ম কি?

উত্তর। যাবতীয় কার্য্যই ইন্দ্রিয়গণ সমাধা করিয়া থাকেন, আমি কিছুই করি না, এইরূপ পরমাত্মনিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তির কৃত যে সকল কার্য্য, তাহাই অকার্য্য।

১০ম প্রশ্ন। কর্ম্ম কি?

উত্তর। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দাতা, আমি বক্তা এইরূপ অহঙ্কার সূচক যে বন্ধন তাহার কারণ;—এবং জন্ম মৃত্যুর কারণ নিত্য নৈমিত্তিক যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, দান ইত্যাদি কর্ম্মে যে ফলের অনুসন্ধান, তাহাই কর্ম্ম।

১১শ প্রশ্ন। তপ কি?

উত্তর। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, এতদ্রূপ অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি নিখিল ঐশ্বর্য্য নিবৃত্তিরূপ মানসপূর্ব্বক যে সন্ন্যাস, তাহাই তপ।

১২শ প্রশ্ন। আসুরিক তপ কি?

উত্তর। অধিক রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার ও

(খ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি, ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য, সদসদ্ যোনি জন্মসু ॥২২
গীতা ১৩ অধ্যায়।

(গ) মহৎব্রহ্ম—স্বভূতা মদীয়মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ, তদ্যথা—
মমযোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম, তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং, ততোভবতি ভারত ॥৩
গীতা ১৪ অধ্যায়।

(ঘ) ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবঃ। তদ্যথা—
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ, পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য, বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭
গীতা ১৫ অধ্যায়।
সম্পাদক।

হিংসাযুক্ত যে তপস্যা, তাহারই নাম আসুরিক তপ।

১৩শ প্রশ্ন। জ্ঞান কি?

উত্তর। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মনঃ, এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিয়া, সদ্গুরুর উপাসনা দ্বারা শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন সহকারে ঘট, পট, মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নামও রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তাবৎ বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্ব-ব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্য পদার্থ নাই; এতদ্রূপ অনুভবাত্মক যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, তাহার নাম জ্ঞান।

১৪শ প্রশ্ন। অজ্ঞান কি?

উত্তর। যেরূপ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী, একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম পদার্থে পশু, পক্ষী, দেবতা, মনুষ্য, মর্ত্ত্যাদি, এবং স্ত্রী পুরুষ, বর্ণাশ্রম, ও বন্ধ মোক্ষাদি সমুদায় বিষয় কল্পিত আছে। অতএব দেব মনুষ্যাদি কল্পিত পদার্থ নিচয়কে, সত্য বস্তু বলিয়া যে মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহারই নাম অজ্ঞান।

১৫শ প্রশ্ন। সংসার কি?

উত্তর। অনাদি অবিদ্যা বাসনাদ্বারা, অহং বুদ্ধিতে, আমি হইলাম, আমি মৃত হইলাম, ইত্যাদি ভ্রমাত্মক ষড়্‌বিকারের নাম সংসার।

১৬শ প্রশ্ন। বন্ধন কি?

উত্তর। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, ও গৃহ, উপবন, ক্ষেত্র, বিত্তাদিরূপে যে সংসারাবরণে সংকল্প, তাহাই বন্ধন, এবং কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার; শঙ্কা, লজ্জা, ভয়, গুণ, সংশয় ইত্যাদি এবং কামাদি সংকল্পকে ও দেবতা এবং মনুষ্যাদি রূপ নানা যজ্ঞ ও ব্রত এবং দানাদি কর্ম্ম সংকল্পকে, এবং আসন, নিয়ম, যম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের নাম যোগাভ্যাস সংকল্প; এইরূপ সমস্ত সংকল্পকেই বন্ধন বলিয়া জানিবে।

১৭শ। মোক্ষ কি?

উত্তর। নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার দ্বারা, নিত্য বস্তু নিশ্চিত হইলে, অনিত্য সংসারে সমুদায় সংকল্প যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই মোক্ষ।

১৮শ। সুখ কি?

উত্তর। আপনাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, পরমানন্দাবস্থা প্রাপ্তে, জ্ঞানানন্দ সম্ভোগে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ। ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি সাধন করাকে সুখ বলে না।

১৯শ প্রশ্ন। দুঃখ কি?

উত্তর। পরকীয় বস্তুর প্রতি যে মানস করণ, তাহারই নাম দুঃখ।

২০শ প্রশ্ন। স্বর্গ কি?

উত্তর। সৎসঙ্গই স্বর্গ।

২১শ প্রশ্ন। নরক কি?

উত্তর। অত্যধিক সংসারসংলিপ্ত বিষয়ী-ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক।

২২শ প্রশ্ন। পরমপদ কি?

উত্তর। প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদির অতীত যে সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বময়

ও নিত্যমুক্ত ব্রহ্মাদিরূপ যে পদ, তাহাই পরমপদ। (ঙ)

২৩শ প্রশ্ন। কে উপাস্য;

উত্তর। যে গুরু শরীরস্থ চৈতন্যকে প্রাপ্ত করান, তিনিই উপাস্য।

২৪শ প্রশ্ন। কে বিদ্বান্?

উত্তর। যিনি সকলের অন্তঃকরণস্থ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে বিলক্ষণরূপে অবগত হন, তিনিই বিদ্বান্?

২৫শ প্রশ্ন। মূঢ় কে?

উত্তর। যিনি কর্তৃত্বাভিমানী হইয়া, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, ইত্যাদিরূপ মহা অহঙ্কার পদবিশিষ্ট হয়েন, তিনিই মূঢ়।

২৬শ প্রশ্ন। সন্ন্যাসী কে?

উত্তর। যিনি সকল অবস্থাতেই, সকল কর্ম্মের ফলত্যাগী হন, তিনিই সন্ন্যাসী।

২৭শ প্রশ্ন। গ্রাহ্য কি?

উত্তর। দেশকালাদি বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত যে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বস্তু, তাহাই গ্রাহ্য।

২৮শ প্রশ্ন। অগ্রাহ্য কি?

উত্তর। দেশকালাদি বস্তু দ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত যে স্ব স্ব রূপ, তদ্ব্যতিরিক্ত মায়াময় মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়গোচর এই জগৎ সত্য পদার্থ, এতদ্রূপ যে চিন্তা করা, তাহাই অগ্রাহ্য।

(ঙ) পরমপদ, তদ্যথা—
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম॥৬
গীতা ১৫ অধ্যায়।
সম্পাদক।

২৯শ প্রশ্ন। সমাধিস্থ কে?

উত্তর। যিনি সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, মমতা ও অহঙ্কার রহিত হইয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মের শরণাগত হন, এবং তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যগুলির নিগূঢ় অর্থ নিশ্চয় করিয়া, নির্ব্বিকল্প* সমাধির অনুষ্ঠানে নিরত একাকী অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূজ্য, তিনিই পরমহংস, তিনিই অবধূত, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই সত্যস্বরূপ, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এবং তিনিই সর্ব্বদা সমাধিস্থ।

৩০ প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ কে?

উত্তর। "ব্রহ্মবিৎ' স এস ব্রাহ্মণং॥" অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। অপরে নহে।

সমাপ্ত।

কবিরত্নোপাধিক—

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা,

কর্ত্তৃক অনূদিত।

* সমাধি দুই প্রকার; যথা—প্রথম সবিকল্পক; দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়। এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানসত্বেও, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান। তৎকালে যেমন মৃণ্ময় হস্তীতে, হস্তিজ্ঞান থাকা সত্বেও মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে, সেইরূপ, দ্বৈতজ্ঞান থাকা সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়।

নির্ব্বিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে একীভূত হইয়া, অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান। তৎকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

লেখক।

সমালোচনা।

১। "ব্রাহ্মণ-সমাজ" মাসিক পত্রিকার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত। পত্রিকাখানি আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। বার্ষিক মূল্য ২ দুইটাকা মাত্র, ৬২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। আলোচিত পত্রিকা আশ্বিনমাসের ইহাই প্রথম সংখ্যা। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের কোনও মুখপত্র না থাকায় এযাবৎ অনেকেই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, আজকাল যে সকল সামাজিক রহস্য সমাজকে আলোড়িত করিতেছে তাহার নিরপেক্ষ আলোচনা আমরা আবশ্যক মনেকরি। রহস্য ত্রিবিধ, তন্মধ্যে ধর্ম্ম-রহস্যের দুর্ব্বোধ তত্ত্ব সকল এই পত্রিকাদ্বারা সাবধানে অলোচিত হইবে,আমরা আশা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাখানির ঔদার্য্য কতদূর প্রসারিত হইবে, ইহা কি সমাজের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য উত্থিত হইল তদ্বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ হইতেছে। কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে পত্রিকা এই প্রকার ভ্রমপূর্ণবিকৃত অভিমত প্রকাশ করিতেছেন "একদল স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এবং একদল বা পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্ভূত বিকৃত বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সমাজ মধ্যে নানাবিধ নূতন২ সংস্কারের প্রবর্ত্তনের পক্ষ অল্পাধিকরূপে সমর্থন করিতেছেন। ইহারা নানা প্রণালীতে একজাতিকে অপর জাতিরূপে পরিণত করিতে উদ্যত। কায়স্থপ্রভৃতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদনের ও তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার সমর্থক——— নূতন নূতন মত প্রচারে———সমুৎসুক ইত্যাদি—"

এই পত্রিকাখানির সম্পূর্ণ সমালোচনা করিবার সময় অদ্য আমাদের নাই। বারান্তরে পূর্ণভাবে সমালোচনা করিবার আশা করি।

"ব্রাহ্মণ সমাজকে" আমরা জিজ্ঞাসা করি— কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী কি নূতন? শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বংশধরগণ বিশুদ্ধ মসিজীবী ক্ষত্রিয় নহে কি? মূল ক্ষত্রিয় জাতি, পৌরাণিক সময়ে শাসন ও সমরক্ষণ কার্য্যের সুবিধার জন্য, দ্বিধাকৃত হইয়া অসিজীবী (Military) ও মসীজীবী (Civil) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন—একথা সত্য নহে কি? এক দুইজন নহে, ৯৫ লক্ষ (according to census) মসীজীবী কায়স্থ যে সমগ্র ভারতে বর্ত্তমান আছেন ইহা কি ব্রাহ্মণ-সমাজ অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিবেন? এই বিরাট ক্ষত্রিয়-কায়স্থ মধ্যে ত্রয়োদশ লক্ষ বঙ্গদেশে, বাস করিতেছেন এবং অবশিষ্ট ৮২ লক্ষ ভারতের নানাস্থানে বাস করিতেছেন। এই বিশাল কায়স্থজাতি দুই ভাগে বিভক্ত প্রথম—চিত্রগুপ্ত কায়স্থ, দ্বিতীয় চন্দ্রবংশীয় চান্দ্রসেনী প্রভুকায়স্থগণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতবাসী কায়স্থগণ স্মরণাতীত কাল হইতে দ্বিজাচারী অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ ও গায়ত্রী ও ব্রহ্মসূত্র হারাইয়া-

ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা সেই সংস্কার পুনরুদ্ধার করিতেছেন মাত্র। বঙ্গীয় কায়স্থগণ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের বিশুদ্ধ বংশধর বলিয়াই ত বিগত ১৬ই পৌষ স্বর্গীয় কায়স্থপ্রবর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ প্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় কায়স্থের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারতীয় কায়স্থগণ একাসনে ভোজন ব্যাপার সমাধান করিয়াছিলেন। আমরা উপরে যে সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। শাব্দ প্রমাণ বাদ দিলেও সাক্ষাৎ প্রমাণে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তাহা ব্রাহ্মণ সমাজের স্বীকার করিতেই হইবে। যদি ব্রাহ্মণ সমাজ এই সকল স্বতঃসিদ্ধ বিষয় অস্বীকার করেন, তাঁহাদের প্রলাপ হাস্যরসে পরিণত হইবে। কেহই মান্য করিবে না। কারণ বিগত দশ বর্ষে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ কায়স্থ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন এই প্রবাহিত ক্ষরতর স্রোত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের কেন স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও নিবারণ করিবার শক্তি নাই। এতাবতা আমরা "ব্রাহ্মণ সমাজকে" অতিধীর ভাবে সামাজিক রহস্যের আলোচনায় অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। কেন না যে স্থানে দেবতাগণ সাবধানে গমন করেন,তথায় মূঢ়গণ বেগে ঝম্প প্রদান করে (Fools rush where angels fear to tread)।

২। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) আমরা প্রথমখণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ও সিদ্ধান্তবারিধি মহোদয় দ্বারা সম্পাদিত। আমরা আশাকরি এই পত্রিকাখানি আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সহিত বিনিময় হইবে। ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সকলের প্রচার ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে পরিপূর্ণ, গৌহাটীর তাম্রশাসন, ধর্ম্মপালেরগড়, প্রাচ্য ও উদীচ্য, ভারতবর্ষের বর্ণ মালা অতি উপাদেয় প্রবন্ধ। বার্ষিক মূল্য মফস্বলে ৩৵০ আমরা অতিরিক্ত মনে করি। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি।

৩। বিজ্ঞানসূত্র একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা সরলমতি বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা কায়স্থ প্রবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। সূত্রগুলি প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত, আমরা মনে করি বিদ্যালয়ে পাঠোপযোগী করিয়াই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। ইংলণ্ডের লর্ড নলিস্ জনৈক প্রশ্নকর্ত্তার উত্তরে বলিলেন—"ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে আমাদের বর্ত্তমান মহামহিমান্বিত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তিনি প্রতিদিন অনন্যচিত্তে ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের অন্ততঃ এক অধ্যায় পাঠ করিবেন। এবং এই প্রতিশ্রুতি সম্রাট্ প্রতিপালন করিতেছেন।" আমরা আশা

করি প্রত্যেক কায়স্থ প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৫টী শ্লোক টীকাদির সাহায্যে পাঠ করিবেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ভবরোগের মহৌষধী। প্রায় ১০ বর্ষ কাল পরিশ্রম করিয়া আমরা তিন খণ্ডে ত্রৈভাষিক গীতা সংকলন করিয়াছি। এই গ্রন্থখানিতে প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠা আছে, সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় টীকাদি সহিত লিখিত। সামান্য ভাবে বাঙ্গলা ও ইংরেজী যাঁহারা জানেন তাঁহারা অনায়াসে গীতার্থ বুঝিতে পারিবেন। একত্রে বান্ধা বহির মূল্য হাতে লইলে ৩॥ টাকা ও পৃথক্ লইলে ৩৲ টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ যোগে লইলে ॥০ আট আনা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

২। সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে ভারতের প্রিয়তম আমাদের বড়লাট মহোদয় যিনি দিবানিশি ভারতের মঙ্গলার্থে কার্য্য করিয়াছেন তিনি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতেছেন এবং ক্ষতগুলি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতেছে। তাঁহার দীর্ঘায়ু ও সুস্থদেহ শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা ভারতবাসী নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি।

৩। কায়স্থোপনয়ন—বিগত ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবারে রাজসাহী তানোর নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার ও দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সরকার মহাশয় কলিকাতা বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয় আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত স্মৃতিরত্ন তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকার মহাশয়দ্বয়ের কুলগুরুদেব উপনয়ন সভায় পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, মৃণালকান্তি বর্ম্মা ঘোষ, কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার, শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, রাজকৃষ্ণ দত্ত, উপেন্দ্রচন্দ্র বর্ম্মা মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদার, এবং রামচরণ দেববর্ম্মা প্রমুখ গণ্যমান্য কায়স্থমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছেন।

৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। বিগত ৯ই পৌষ মঙ্গলবারে রাজসাহী জিলান্তর্গত বানেশ্বর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্বশ্রূঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ যথা নিয়মে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন, কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, এবং শরচ্চন্দ্র শিরোমণি উক্ত কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়াছেন। নাটোর রাজসাহীর ব্রাহ্মণগণ ও উপনীত ও অনুপনীত কায়স্থবর্গ যোগদান করিয়া কার্য্যটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াছিলেন।

৫। উক্ত রাজসাহী জিলান্তর্গত কাশীয়াডাঙ্গানিবাসী স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দাষ, দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধও ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার স্ত্রীকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত শ্রাদ্ধের একটী বিশেষত্ব এই যে কাব্যরত্ন মহোদয় অন্ন পিণ্ডাদি বেদমন্ত্রে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

৬। গোবধ ও কুরবাণী।—মুসলমানদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণসরিফে কোনও স্থানেই গোবধ করিবার আদেশ নাই, বক্রিদে, উষ্ট্র, দুম্বা ইত্যাদি বধ করিবার উপদেশ

আছে, মুসলমানগণ বঙ্গদেশে উষ্ট্র না পাইয়া গোবধ দ্বারা সেইস্থান পূরণ করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মহাত্মাগণ এইক্ষণে বক্‌রিদে গোবধ নিবারণ করিতেছেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় হিন্দু মুসলমানগণ যমজ ভ্রাতার ন্যায় ভারতে বাস করিতেছেন, একের সুখে অপরে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতেছেন। পরস্পরের সহিত এই প্রকার সহানুভূতি না থাকিলে উভয় জাতির কল্যাণ সংসাধিত হইবে না। গোজাতি হিন্দুদিগের উপাস্য দেবতা। তাঁহাদিগের নরনারীগণ উহাকে পুষ্পচন্দনে দেবতার ন্যায় অর্চনা করেন। তাই গোবধে হিন্দু, হৃদয়ে এতাধিক বেদনা বোধ করেন। সর্ব্বপ্রথমে কাবুলের আমীরও এই বৎসরে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজীম বাহাদুর, এবং সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্ম্ম-গুরু শেখ-উল্-ইসলাম গোবধের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। এই সমস্ত মুসলমান মহাত্মাগণের বাক্য অমান্য করিয়া যদি কোনও মুসলমান ভারতে গোবধ করেন, তবে হিন্দুদিগের ক্ষোভ রাখিবার স্থান আর নাই।

৭। ষ্টাম্বোল (Constantinople) লণ্ডন ডেইলি ক্রণিকেল [লণ্ডন দৈনিক বার্ত্তাবহ] যুযুৎসু চতুঃ শক্তিতে "মস্কো স্মরণ রাখিও" বলিয়া সাবধান করিয়াছেন। যখন বীরবর নেপোলিয়ান্ সসৈন্যে মস্কোনগর অধিকার করেন, তখন রুষ অনন্যোপায় হইয়া উক্ত নগরের স্থানে স্থানে অগ্নিসংযোগ করে। ঘনবিন্যস্ত গৃহরাজি প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। তৎকালে বোনাপার্টির সৈন্যগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া ধনরত্নালঙ্কারপূর্ণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন রুষ সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল। পরিব্যাপ্ত হুতাসনে অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইলে, কতিপয় সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ান অতি কষ্টে প্যারীনগরে উপস্থিত হন। যদি কোনও গতিকে ষ্টাম্বোল নগরে অগ্নি প্রবেশ করে, তবে নগরস্থ প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-গুলির বিনাশে, মানবমণ্ডলীর যে ক্ষতি হইবে, তাহা পূর্ণ করিবার শক্তি কাহার ও নাই। এই নগরে খৃষ্ট ও মুসলমানদিগের সহস্র সহস্র বৎসরের সভ্যতার, সাহিত্যের ও শিল্পের অমূল্য নিদর্শন সমূহ যত্নের সহিত সুরক্ষিত হইতেছে। যে মন্দির সমূহে এই সকল স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে, মুসলমান ব্যতীত কোনও কাফেরের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। শতসহস্র বৎসরের অগণিত ধনরত্ন ইহাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। সুলতান আবদুল হামীদের সিংহাসন চ্যুতি হইবার সময় বহু অর্থ, এই ধনাগার হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। বাইজানটাইন অধিকারে এক সহস্র বর্ষ কনষ্ট্যান্টাইন ও তাঁহার পরবর্ত্তী খৃষ্ট রাজন্য গণের অধিকারে সহস্রাধিক বর্ষ সময়ে ষ্টাম্বোল সমগ্র য়ুরোপের রাজধানী বলিয়া সংপূজিতা ছিল। তৎকালে লোকে ইহাকে নূতনরোম বলিত। সেই অবধিরুম নামে এই মহানগরী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বেষ্টিত যে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ প্রাচীন ললনা নিবাস (Old Seraglio) নামে খ্যাত, তাহার মধ্যে রাজপ্রাসাদ ধনাগার পুস্তকাগার শিল্পাগার (Museum) ইত্যাদি রহিয়াছে। ইহার এক একটীর বর্ণনা করিতে হইলে এক এক খানি বৃহদাকার পুস্তকের আবশ্যক। ধনাগারের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কত আসরফী কত জহরৎ ইহার মধ্যে আছে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ও তাহার সংখ্যা করিতে পারেন না। পুস্তকাগারে কত কোটী কোটী মূল্যবান দুর্লভ পুস্তক, কত পুরাতন গ্রীক্ হস্তলিপি শত সহস্র বৎসর নিদ্রাভিভূত রহি-য়াছে কে বলিতে পারে। শিল্পাগারে প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে। অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে সুসজ্জিত একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদে মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত বিজয়-বৈজ-য়ন্তী যত্নপূর্ব্ব রক্ষিত হইতেছে। মুসলমান-দিগের নিকটে এই মস্‌জিদটী মক্কামদীনা হইতে ও পবিত্র। এই ষ্টাম্বোল নগর মধ্যে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের উপাসনা মন্দিরে, পাশ্চাত্য স্থাপ-ত্যের অনুপম কীর্ত্তি রাজি সগৌরবে বিরাজ

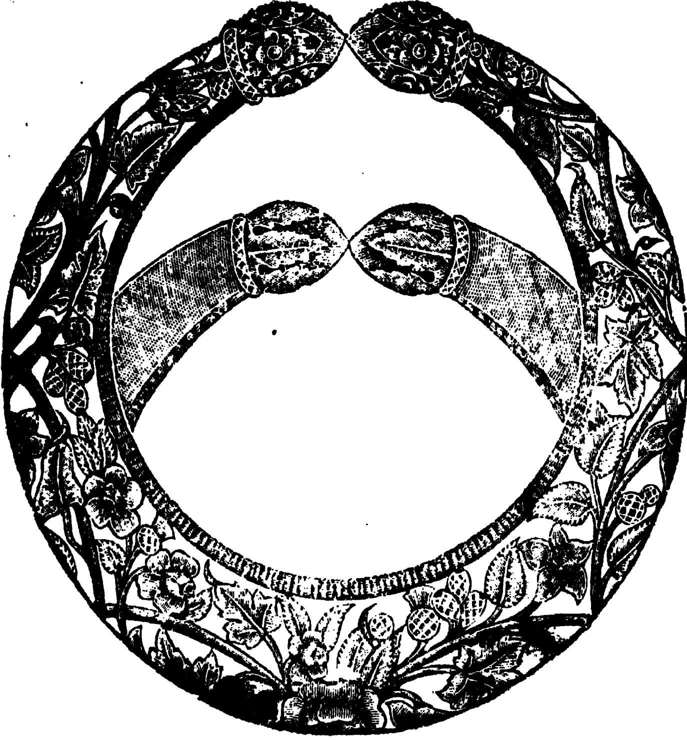
করিতেছে। সেণ্ট এরিনী, সেণ্ট শোফীয়া ও সেণ্ট জন (John the Baptist) মন্দিরের চূড়া গগনতল যেন বিদীর্ণ করিতেছে। সেণ্ট এরিনী মন্দির এইক্ষণে অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। এই উপাসনাগৃহে শত শত পুরাতন ও নূতন অস্ত্রশস্ত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সেণ্ট শোফীয়া মন্দিরের শীর্ষদেশস্থ প্রকাণ্ড গোলক (Dome) অমূল্য কারুকার্য্যে সুসজ্জিত রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত শত সহস্র বৎসরের তুরস্ক স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির নিদর্শন সমন্বিত শত শত মস্‌জিদ এইমহানগরী মধ্যে বিরাজ করিতেছে। আমরা সকলে করে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার অভেদ্য বর্ম্মজালে এই মহা নগরীকে সকল বিপদ হইতে [illegible] করেন।

৮। বাকীপুরের জাতীয় মহাসমিতি।

(The National Congress)

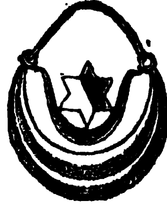
বিগত ১১, ১২ ১৩ই পৌষ বাকীপুরে উক্ত মহাসমিতির একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, এই বৎসর ইহার প্রধান গৃহ হিন্দু মুসলমানের মহামিলনের অভিব্যঞ্জক মন্দির ও মস্‌জিদাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার শীর্ষ দেশে একটী প্রকাণ্ড গোলক (Dome) আকাশতল ভেদ করিতে স্পর্দ্ধা করিয়া ছিল। সুসজ্জিত স্তম্ভাবলী পরিবেষ্টিত সপ্ত বিংশদ্বার বর্ত্তমান অধিবেশনের সপ্তবিংশতি বর্ষ পরমায়ু ঘোষণা করিয়াছিল। প্রথম পাটলী-পুত্রদ্বার। এই মহানগরের ধ্বংসা বশেষের উপর বর্ত্তমান পাটনা নগর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তদ্বার, ইহার রাজত্বকালে উক্ত নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বুদ্ধদেব। চতুর্থ—বৈশালী, জৈনধর্ম্ম অধিনেতা মহা বীরের জন্মস্থান। পঞ্চম—সেরসাহ যাঁহার রাজত্বকালে পাটনানগরের সংস্কার হয়। ষষ্ঠ—বিন্দুসার ইহার বংশাবলী বহুদিন বিহারে রাজত্ব করিয়াছিল। সপ্তম—বিক্রমশিলা, গয়াজিলান্তর্গত ক্ষুদ্র পর্ব্বত যেখানে বুদ্ধদেব যোগানুষ্ঠান করেন। অষ্টম—উদয়গিরি, ভুবনেশ্বর সন্নিহিত চৈতন্যদেবের যোগস্থান। নবম—নালন্দা, রাজগিরি সন্নিহিত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, যে স্থনে চীন পরিব্রাজক হিয়ংসিয়ান্ দশ সহস্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছিলেন। ইহার তুলনায় প্রস্তাবিত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় সাগরে বিন্দুপাতের ন্যায় অনুমিত হয়। দশম—সীতা, নারীধর্ম্মের বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, রামময়জীবিতা জনকরাজ নন্দিনী। একাদশ—পরেশনাথ, জৈনধর্ম্মের দ্বাদশ অধিষ্ঠাতার অন্যতম। দ্বাদশ—জরাসন্ধ, চন্দ্রবংশীয় মগধরাজা, রাজগিরির নিকট তাহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও লক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ—কপিল, সাংখ্য দর্শন প্রণেতা আদিবিদ্বান। চতুর্দ্দশ—কলিঙ্গ। পঞ্চদশ—মহেন্দ্র, অশোক পুত্র। ষষ্ঠদশ—মগধ, বৌদ্ধ সময়ে বিহারের অন্যতম নাম। সপ্তদশ—গোতম, ন্যায় দর্শন প্রণেতা, বর্ত্তমান ছাপরার নিকট গঙ্গাসরযূ সঙ্গমে তাঁহার আশ্রম ছিল। অষ্টাদশ—বিম্বসার বৌদ্ধ দেবের সামসামনিক, বিহারে রাজধানী স্থাপিত করেন। ঊনবিংশতি—সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত বংশের আদিপুরুষ। বিংশতি—উদান্তপুরী বিহারের বৌদ্ধনগর একবিংশতি—উদয়গিরি উৎকলের অষ্টগিরির অন্যতম। দ্বাবিংশতি—বিদ্যাপতি, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ত্রয়োবিংশতি আজিমসাহ, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র,মুসলমানগণ পাটনা নগরীকে আজিমাবাদ বলেন। চতুর্ব্বিংশতি—গুরুগোবিন্দ, প্রসিদ্ধ শিখগুরু পাটনা ইহার জন্মস্থান। পঞ্চবিংশতি—মহাবীর, জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা, বৈশালী ইহার জন্মস্থান। ষষ্ঠবিংশতি—চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত রাজার প্রসিদ্ধ মন্ত্রী। সপ্তবিংশতি—অশোক, প্রসিদ্ধ একছত্রী সম্রাট্ যাহার প্রস্তরলিপি (Edicts) আজিও ভারতে তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছে। ইতি।

সম্পাদক।



তাগা

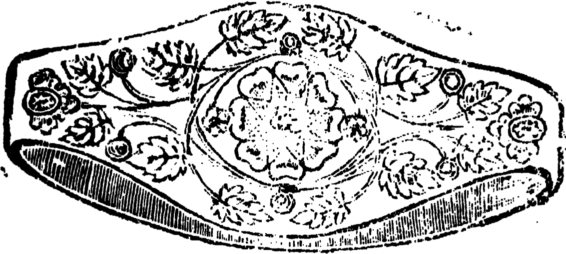
গিনি সোণার ওজন ১২ ভরি হইতে গালাপোরা বালা সচরাচর ২৲ হিঃ বানি ও ২৲ হিঃ পানমরা হয়। ৪৲ হিঃ বানি হইলে পানমরা ।০ আনা পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হয়। আওয়াজদার হইলে ৫৲ হিঃ বানি ও তাহার উপর পেট জালিদার হইলে ৬৲ হিঃ পালিস পাতের হইলে ৭৲ হিঃ ভরি করা বানি হইয়া থাকে।



গেঁটে মাকড়ী গিনি সোণার

ওজন ৮০ হইতে বানি ৫৲ হি

পানমরা ২৲ হিঃ ভরি।

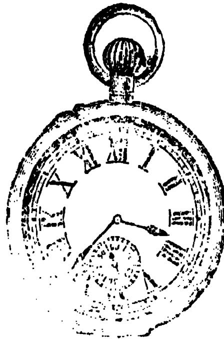


ব্রেসলেট

গিনি সোণার ওজন ৮ ভরি হইতে বানি চুক্তি

৫০৲ পানমরা হইবে না।

পাথর বসান হইলে যত দামের ইচ্ছা পাথর দেওয়া যাইতে পারে।

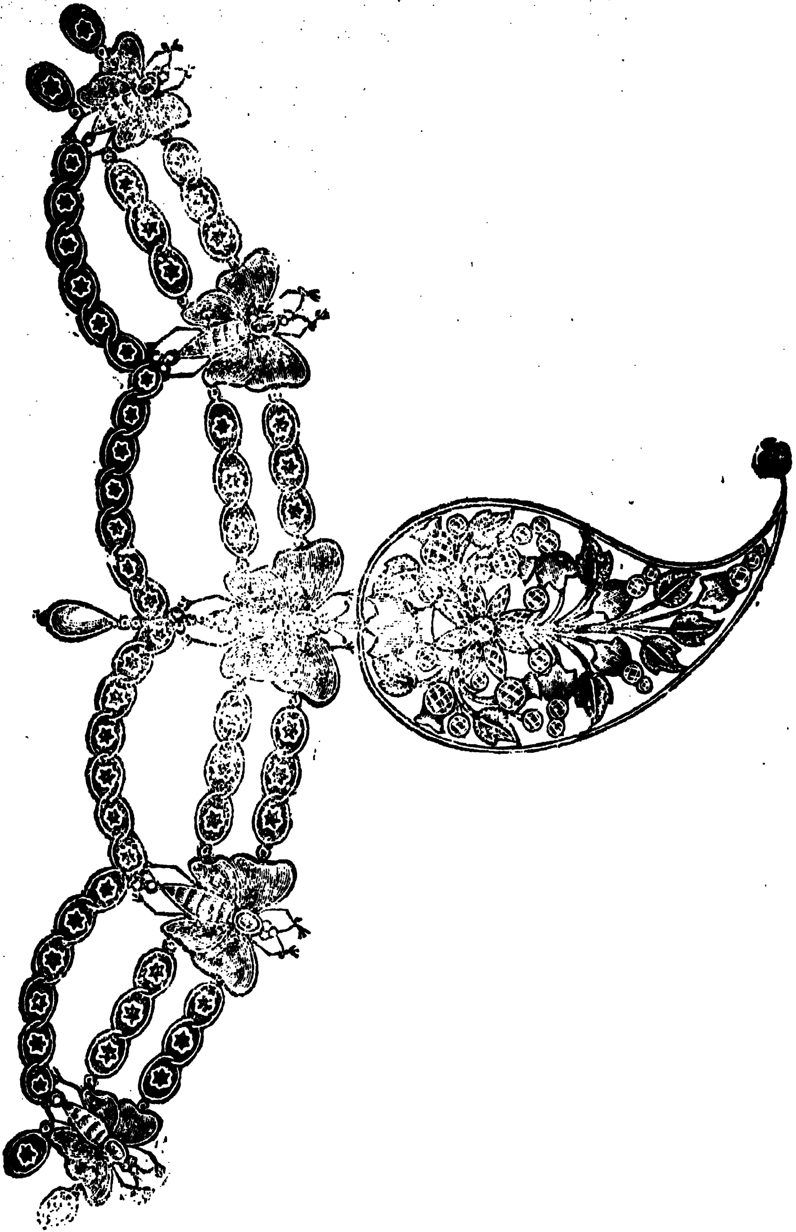


ঘড়ি

উত্তম সময় রাখে ওপেন কেস, কি লেস

হোয়াইট সিলভার ওয়াচ মুল্য ১৩৲ টাকা

গ্যারেন্টী ৩ বৎসর।



গিনি সোণার চেইনের মুকুট

ওজন ৫ ভরি হইতে বানি চুক্তি ৩০৲ পান মরা ১৲ টাকা।

কেবল নেক্‌লেষ

ওজন ৮ বা ১২ ভরি ৫৲ টাকা হিসাবে বানি।

।০ আনা হিসাবে পানমরা।

অন্যান্য অনেক প্রকার কেবল নেক্‌লেষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।





নেকলেষ

গিনি সোণার ওজন ৯ ভরি হইতে

বানি ৭৲ হিঃ পানমরা ১৲ হিঃ।

সর্ব্বপ্রকার [illegible] এবং সোনার "গহনা"—রূপার "বাসন"—প্রভৃতি অর্ডার-মত অল্প সময়ে সুলভ মজুরীতে প্রস্তুত হয়।

সামান্য রূপায় "চুটকী" হইতে—হীরার মুকুট পর্য্যন্ত সমান যত্নে ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হীরা, মুক্তা, চুণি, পান্না, গোমেদনীলা প্রভৃতি যাবতীয় বহুমূল্য প্রস্তর উচিৎ মূল্যে বিক্রয় হয়।

বিবাহের অলঙ্কার পায়ের মল হইতে মাথার মুকুট পর্য্যস্ত এক সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অর্ডারের সহিত সোণা অথবা তাহার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়॥
প্রত্যেক গহণার সহিত একখানি করিয়া পানের গ্যারাণ্টী দেওয়া হয় এবং গ্যারাণ্টী মত খরিদ করা হয়।

সস্তার এবং বেশীদামের ওয়াচ ঘড়ি ও ক্লক—ফ্রেঞ্চ আমেরিকান ও সুইস-মেড বিক্রয় হয়।

চশমা সকল প্রকার বিক্রয় হয়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা হইয়া থাকে। এবং ডাক্তারের প্রেসক্রপসন মত চশমা দেওয়া হয়।

ঘড়ি, চশমা, হারমোণিয়ম, গ্রামোফোন পিয়ানোওরগ্যান এবং যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র মেরামত হইয়া থাকে।

হারমোণিয়ম সকল প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হারমোণিয়ম দেশী ও বিলাতী পিয়ানো গ্রামোফোন অরগ্যান এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং যাহা কিছু আপনি ঘরে বসিয়া পাইতে ইচ্ছা করেণ তৎসমুদয় সামান্য কমিশনে ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইয়া থাকি।

অর্ডারের সহিত সিকিমূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

প্রত্যেক অর্ডারী ও মেরামতী কার্য্যের গ্যারাণ্টী দেওয়া হয়।

Reg. No. C. 655.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[পঞ্চম বর্ষ—দশম সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, মাঘ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১॥০ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১॥০ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ⁄১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১॥০ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ⁄০ মোট ১॥⁄ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৶০ ও অপরের জন্য ⁄১০ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক গ্রাহক দিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ১॥০ বৎসরের চাঁদা বাকী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিয়াছেন। চাঁদা প্রতিবর্ষ ১॥০ টাকা, অতি সামান্য দান, আমরা যে প্রকার আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিভা চালাইতেছি তাহা গ্রাহকগণ জানিয়াও আমাদের প্রতি এ প্রকার নির্দ্দয় হন কেন? ১৩১৯ সন শেষ হইয়া আসিতেছে। প্রায় সহস্র গ্রাহকের নিকট ১০০০।১২০০৲ টাকা বাকী, মনিঅর্ডারে চাঁদা আদায় অতি বিরল সুতরাং ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইতেছি। ভিঃ পিঃ যে কত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহা গ্রাহকমহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মনিঅর্ডার যোগে ১॥০ টাকা পাঠাইলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়, এইক্ষণ আমরা প্রতি মাসেই ভিঃ পিঃ করিতেছি, আমাদের সনির্ব্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা যেন ভিঃ পিঃ কেহ ফেরৎ না দেন; যদি কোন সংখ্যা কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,
সম্পাদক ও প্রকাশক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাঘ মাস, ১৩১৯।

বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে বিবাহে পণপ্রথা।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহ সম্বন্ধে যে আইন বা বিধান প্রচলিত আছে তাহার আলোচনা করিলে সভ্যতার কয়েক প্রকার স্তর বা শ্রেণী-বিভাগ লক্ষিত হয়। দ্রৌপদী দেবীর বিবাহ কিন্তু এই বিধানের অন্তর্ভূত নহে। পৌরাণিক সাহিত্যে পুরুষের যুগপৎ বহু স্ত্রী গ্রহণের উদাহরণ অনেকই পাওয়া যায়। কিন্তু স্ত্রীলোকের বহু স্বামী গ্রহণের দৃষ্টান্ত এক দ্রৌপদী দেবীর বিবাহেই শেষ হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে এই বিবাহোপলক্ষে অনেক আজগুবি উপকথার অবতারণা করিয়া তবে পুরাণকার এই বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন।

মহাভারতেই দেখিতে পাই যে পুরাকালে সমাজের এমন অবস্থা ছিল, যখন বিবাহ প্রথারই সৃষ্টি হয় নাই। স্ত্রী-পুরুষ তৎকালে আধুনিক পশু পক্ষ্যাদির ন্যায়ই স্বেচ্ছামত মিলিত এবং বিযুক্ত হইতেন। তাহার পর, বিবাহ প্রথার প্রচলন হইলেও বহু দিবস পর্য্যন্ত যৌনপবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। উতথ্য পত্নী মমতাদেবীর উপর দেবগুরু বৃহস্পতি ঠাকুরের এবং বৃহস্পতি পত্নী তারাদেবীর প্রতি চন্দ্রদেবের ব্যবহারই আমাদের উক্তির উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মনুসংহিতা নামক সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে বিবাহের যে কয়প্রকার শ্রেণী ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে তাৎকালীন আর্য্য-সমাজে বিবাহ সম্বন্ধে অতি নীচ হইতে অত্যুচ্চ আদর্শ

প্রচলিত ছিল। ভগবান্ মনু বলিতেছেন—
"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥২১॥

[১] ব্রাহ্ম, [২] দৈব, [৩] আর্ষ, [৪] প্রাজাপত্য, [৫] আসুর, [৬] গন্ধর্ব্ব [৭] রাক্ষস এবং [৮] পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ মনুষ্য সমাজে প্রচলিত ছিল। মহর্ষি ক্রমান্বয়ে এই আট প্রকার বিবাহের প্রত্যেকের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা,—

"আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥১॥
যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্ব্বতে।
অলংকৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥২॥
একং গো মিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥৩॥
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যা প্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥৪॥
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥৫॥
ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম সম্ভবঃ॥৬॥
হত্বা ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ
প্রসহ্য কন্যা হরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥৭॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥৮॥"
তৃতীয় অধ্যায়, ২৭-৩৪ শ্লোক।

কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে।১। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যাদান, দৈববিবাহ।২। ধর্ম্মকার্য্যের সাহায্য জন্য বরের নিকট এক কি দুই যোড়া গাই বলদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যে কন্যাদান, তাহা আর্ষবিবাহ।৩। 'তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্যধর্ম্মের আচরণ কর' এই অনুরোধপূর্ব্বক যথারীতি অলঙ্করাদি দ্বারা বধূবরকে অর্চ্চনা করিয়া কন্যাদান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ।৪। স্বেচ্ছামতে কন্যার পিতা প্রভৃতিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ তাহার নাম আসুর বিবাহ।৫। কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ কামমূলক যে মিলন তাহার নাম গান্ধর্ব-বিবাহ।৬। কন্যার অভিভাবকবর্গকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদিগের গৃহপ্রাকারাদি ভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নাম রাক্ষসবিবাহ। ৭। নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানে হতচেতনা অথবা উন্মত্তা কন্যাকে যে নির্জনে উপভোগ করা তাহাকে অধম পৈশাচবিবাহ বলে।৮।

শ্রীমন্ মনু মহারাজের এই বর্ণনা হইতে এই একটী তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে যে অবিবাহিতা কন্যার সহিত পুরুষের যে কোন প্রকার যৌন সম্বন্ধকে মহর্ষি "বিবাহ" আখ্যা দিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কন্যার উপর বরের স্বত্ব কি প্রকারে সংস্থাপিত হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না, পরন্তু ইহা একটী আইন ঘটিত জটিল সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। সন্তানের পিতৃনির্দ্ধারণ করিতে গিয়া মনু মহারাজ এই গ্রন্থের অন্যত্র [নবম অধ্যায়ে] যেরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে [কন্যার প্রথম রজোদর্শন হইবার তিন বৎসরের অগ্রে

কন্যা নিজে আপনাকে দান করিতে পারেন না এবং পিত্রাদি কর্ত্তৃক কন্যা প্রদত্ত না হইলে স্বামীর স্বামিত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে না] সন্তানের জননীর প্রতি জনকের স্বামিত্ব সাব্যস্ত না হইলে পুত্রের প্রতি জনকের কোনও স্বত্ব থাকে না। এই নিয়মানুসারে শ্রীব্যাসদেব পরাশরঋষির ঔরসজাত হইলেও তিনি সত্যবতীর স্বামী শান্তনু রাজার কানীন পুত্র বলিয়াই গৃহীত হইয়াছেন। যাহা হউক এ সকল বর্ত্তমান প্রস্তাবে অবান্তর বিষয় এবং আমরা প্রবন্ধান্তরে এই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত করিব। বর্ত্তমানে বিবাহের সম্বন্ধেই দুই চারি কথা বলিব।

মহর্ষির কথিত অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোন্ বিবাহ কিরূপ তাহাও মনুসংহিতা গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—

যো যস্য ধর্ম্ম্যো বর্ণস্য গুণদোষৌ চ যস্য যৌ।
তদ্বঃ সর্বংপ্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্ ॥২২॥
ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।*
বিট্শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্যান রাক্ষসান্॥২৩॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥২৪॥
পঞ্চানান্তু ত্রয়োধর্ম্যা দ্বাবধর্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥২৫॥
পৃথক্ পৃথক্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব চোদিতৌ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ ॥২৬॥
দশপূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈক বিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়ত্যেনসঃ পিতৄন্ ॥৩৭॥

* পাঠান্তর "চতুরোবরান্।"

দৈবোঢ়াজঃ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
আর্ষোঢ়াজঃ সুতস্ত্রীং ত্রীন্ ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ ॥৩৮॥
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চসিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্ট সম্মতাঃ ॥৩৯॥
রূপসত্ত্বগুণো পেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ ॥৪০॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃত বাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥৪১॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রী বিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈ র্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥৪২॥ মনু তৃতীয় ॥

এই বিবাহ ভেদের মধ্যে কোন্ বিবাহ কোন্ বর্ণের অনুকূল এবং ধর্ম্মজনক এবং কাহার কিরূপ গুণ দোষ—আর এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের ফলে যে সকল সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হয় তাহাদেরই বা উৎকর্ষ অপকর্ষ কিরূপ তাহা বলিতেছেন। প্রথম হইতে ছয় প্রকার বিবাহ, অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, আসুর এবং রাক্ষস,—ব্রাহ্মণদিগের, চারি প্রকার নিকৃষ্ট অর্থাৎ গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর এবং পৈশাচ ক্ষত্রিয়-দিগের,—এবং গান্ধর্ব, আসুর এবং পৈশাচ বৈশ্য এবং শূদ্রগণের ধর্ম্মজনক। (পাঠান্তর "চতুরোবরান্" [২৩ শ্লোকে] গ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট চারি প্রকার অর্থাৎ আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর এবং গান্ধর্ব ক্ষত্রিয়ের আচরণীয় বলিয়া স্থির করিতে হয়)। তবে ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষে প্রথমোক্ত চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে একমাত্র রাক্ষস এবং বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের পক্ষে একমাত্র আসুর বিবাহই

শ্রেষ্ঠ। প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব এবং রাক্ষস এই তিন প্রকার ধর্ম্মজনক এবং আসুর ও পৈশাচ এই দুই প্রকার অধর্ম্মজক এবং কদাচ করা কর্ত্তব্য নহে। গান্ধর্ব এবং রাক্ষস এই ২ প্রকার বিবাহ পৃথগ্ ভাবেই হউক বা মিশ্র ভাবেও হউক ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে ধর্ম্মজনক। ব্রাহ্মবিবাহ হইতে উৎপন্ন পুত্র বিবাহ কর্ত্তার ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং অধস্তন দশ পুরুষ এবং নিজ আত্মা এই একবিংশ পুরুষকে পরিত্রাণ করে; তদ্রূপ দৈববিবাহোৎপন্ন পুত্র পঞ্চদশ পুরুষ এবং আর্ষ বিবাহ সঞ্জাতপুত্র ত্রয়োদশ পুরুষকে ত্রাণ করে। ব্রাহ্মাদি চারি প্রকার বিবাহ-সঞ্জাত পুত্রগণ ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন এবং সুশীল হইয়া থাকে। তাঁহারা রূপগুণশীল সম্পন্ন হইয়া ধনসম্পত্তি লাভ করতঃ সংসারে যশোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন এবং ধর্ম্মভাবে শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। অন্যপ্রকার বিবাহজাত পুত্রগণ, পক্ষান্তরে, ব্রহ্মধর্ম্মদ্বেষী, দুঃশীল, নৃশংস এবং মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। অনিন্দিত স্ত্রীর বিবাহের সন্তানগণও অনিন্দিত হইয়া থাকে এবং নিন্দিত বিবাহের সন্তানগণ নিন্দিত হইয়া থাকে; তজ্জন্য নিন্দিত বিবাহ পরিত্যাগ করা উচিত।

এই সকল শ্লোকের মধ্যে ১ম ৫টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কোন২ বিজ্ঞপণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের হেতু এই যে ২১শ শ্লোকে বিবাহের আট প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে এবং ২৭শ শ্লোক হইতে উহাদের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং ২১ এবং ২৭শ শ্লোকের মধ্যে ২২শ হইতে ২৬শ এই ৫টি শ্লোকের আবশ্যকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ এই সকল শ্লোক স্বয়ং পরস্পর বিরুদ্ধ; কারণ ৩৯, ৪০ ও ৪১ শ্লোকে ব্রাহ্মাদি ৪টী বিবাহ উত্তম এবং আসুরাদি ৪টী বিবাহ অধম বলা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। আবার এই শ্লোকে ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষেও আসুর ও গান্ধর্ব্বকে ও ধর্ম্মজনক বলা হইয়াছে, আর আসুর এবং পৈশাচ কে "ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন" বলিয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে ধর্ম্মজনক বলা হইয়াছে। আসুর কে গর্হিত এবং কদাচ করণীয় নহে বলিয়াও বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এই সকল কারণে এই ৫টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমাদের ও মনে হয়।

যদি মনুসংহিতার এই কয়েটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বর্ণের পক্ষেও ব্রাহ্মাদি প্রাজাপত্য পর্য্যন্ত চারি প্রকার বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর এই শ্লোক কয়েকটী প্রক্ষিপ্ত না হইয়া প্রকৃতই মনুকথিত হইলেও আমাদের এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বাধা নাই। কারণ এই শ্লোকে ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে রাক্ষস এবং গান্ধর্ব্ব এই উভয়বিধ বিবাহ ধর্ম্মমূলক বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাক্ষস বিবাহের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই প্রকার বিবাহ বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব। কারণ ঐরূপ বিবাহ করিতে গেলে বর এবং তৎপক্ষীয় লোক কে কন্যাহরণ হেতু ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির বিধানানুসারে গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আর বর্ত্তমান

হিন্দুসমাজ পুরাতন সমাজ হইতে এত পৃথগ্ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে এখন কেহ গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে কোন কুমারীর পাণি-গ্রহণ করিলে বর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেও বর ও কন্যা এবং তাঁহা-দিগের অভিভাবকবর্গ কঠোর সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত এবং সমাজচ্যুত হইতেন। †

সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপরে আধুনিক ন্যায়রত্ন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান থাকিলে সাবিত্রী, শকুন্তলা এবং সুভদ্রাদেবী প্রভৃতিকে কিরূপ লাঞ্ছিত হইতে হইত, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! আর এখন কোন কুমারী কমলার অংশাবতার শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া স্বীয় স্বামিনির্ব্বাচন করিলে তিনি ইংরেজ মহিলার উৎকট স্বাধীনতার ঘৃণিত অনুকরণ কারিণী বলিয়া সমাজ হইতে চিরনির্ব্বাসিতা হইবেন, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান সমাজে গান্ধর্ব্ব বিবাহের স্থানাভাব; কাজেই আমাদের পক্ষে উল্লিখিত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত না হইলেও কোন লাভ নাই।

আর যদি ক্ষত্রিয় দিগের পক্ষেও ব্রাহ্মণ গণের ন্যায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহই বিধিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেই বা কি ফল হয়। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যাগযজ্ঞ এবং ঋষিশূন্য কলিযুগে দৈব এবং আর্ষ এই উভয় প্রকার বিবাহই পুরাতন সেকেলে রাজার মুদ্রার ন্যায় অচল। প্রাজাপত্য বিবাহের লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে হয়—ইহা গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই সংস্করণ বিশেষ। বর ও কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনয়ন করিবার পর উভয়ের পিত্রাদি অভিভাবক যদি সেই মনো-নয়ন "মঞ্জুর" করেন এবং রীতিমত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন,—তাহারই নাম প্রাজাপত্য। আমরা অন্ততঃ এইরূপ বুঝিয়াছি। যদি আমাদের এই ব্যাখ্যা শিষ্টসঙ্গত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ প্রাচীন আদর্শে [অথবা য়ুরোপীয় নবীন আদর্শে] পুর্ণগঠিত না হয়, যদবধি হিন্দুসমাজে যৌবন বিবাহ এবং মনোনয়ন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হয়—এক কথায় যতদিন পর্য্যন্ত সমাজ গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলনের উপযোগী না হইয়া উঠে, তদবধি প্রাজাপত্য বিবাহের কথা ও কেবল মাত্র পুঁথিতেই থাকিয়া যাইবে। নিকৃষ্ট বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহের কথা না তুলাই ভাল। উহা ঘৃণিত হইতেও ঘৃণিতর ব্যভিচার বা অত্যাচার মাত্র এবং বর্ত্তমান আদর্শানুসারে উহার "বিবাহ" নাম থাকিতেই পারে না। আসুর বিবাহ কেনা বেচার কথা সুতরাং শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের "কদাচ কর্ত্তব্য নহে"। অতএব আটরকম বিবাহের মধ্যে—সাত রকমই আমাদের অর্থাৎ কায়স্থদিগের—পরিত্যক্ত হইয়া পড়িতেছে; এবং একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহই কর্ত্তব্য হইতেছে। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ ঋষি বলিয়াছেন—

আচ্ছাদ্যচার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয়দানং কন্যায়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া

† কুমারীর বয়স ষোড়শ বৎসরের অধিক হইলে, তবে বর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন, অন্যথা নহে।

এবং অর্চ্চন করা বিদ্যাও সদাচার সম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যাদান— তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। এই বিবাহের মূল উদ্দেশ্য এই যে অধীতবিদ্য সচ্চরিত্র ব্রহ্মচারী যুবাপুরুষকে [কন্যাকে চাহিবার অগ্রেই] কন্যার পিতা স্বয়ং আহ্বান করিয়া সবস্ত্রা সালঙ্কারা কন্যাদান করিবেন। এই উদ্দেশ্য যে অতি উচ্চ এবং বর্ত্তমান সামাজিক রীতি নীতির একান্ত অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সমাজে বালিকা কন্যার বিবাহ প্রচলিত থাকিবে,—ততদিন পর্য্যন্ত পিত্রাদি অভিভাবক কর্ত্তৃক বরান্বেষণ ও বরনির্ব্বাচন প্রথা একান্ত আবশ্যক এবং সে ক্ষেত্রে এই ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ কল্প। এই বিবাহের সময় বর এবং কন্যার মনে আসঙ্গলিপ্সার একাধিপত্য থাকিবার কথা নহে এবং এই বিবাহ তদ্রূপ লিপ্সা বা আসক্তি শূন্য বলিয়াই শাস্ত্রকার ইহাকে সর্ব্বপ্রকার বিবাহের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই বিবাহে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে বিবাহ কর্ত্তার উচ্চনীচ একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ করে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকের মধ্যে এই উচ্চাদর্শের বিবাহই প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি, তবে এখন বিবাহের নামে আমাদের মত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির হৃৎকম্প হয় কেন? এমন সুধাভাণ্ডের ভিতর আমরা গরলের আশঙ্কা করিয়া মরিতেছি কেন?

হায়! প্রকৃতই আমাদের সুধাভাণ্ড গরলসংস্পর্শে একেবারে হলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কেবল নাম লইয়াই মুগ্ধ এবং মত্ত হইয়া আছি। কবি বলিয়াছেন,— নামে কি যায় আসে? গুণাগুণ দেখিয়া ত নাম। 'রাক্ষস,' 'অসুর' এবং 'পিশাচ' এই সকল নামে—এই সকল শব্দে আমাদের মনে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, অনাচার এবং নীচাচারের আদর্শ জাগরিত করিয়া দেয়, সেই জন্যই নরনারীর যৌনসম্বন্ধে যে স্থলে কিছুমাত্রও 'কু'র সম্বন্ধে আছে,—সেই স্থলেই একটা কুৎসিত নামকরণ করা হইয়াছে মাত্র। আসঙ্গলিপ্সা এবং সন্তানোৎপাদনী বৃত্তি ভগবানের সৃষ্ট প্রত্যেক জাতীয় জীবের পুং এবং স্ত্রীর মধ্যে যৌবনকালে স্বতঃই জাগ্রত হইয়া উঠে এবং এই প্রবৃত্তির বশংবদ হইয়াই প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় সঙ্গিনী বা সঙ্গী নির্ব্বাচনে ব্যগ্র হইয়া উঠে। ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ব্যগ্রতা এবং তন্নিমিত্ত মিলন অধিকাংশস্থলে কেবলমাত্র সাময়িক ভাবেই হইয়া থাকে,—কেবল ক্বচিৎ কোন কোন পশু এবং পক্ষীজাতির মধ্যে জীবন-সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মানুষ এবং মানুষীও এই বিশাল সৃষ্টিকৌশলের অন্তর্ভুক্ত জীববিশেষ, এবং তাঁহাদের মধ্যেও এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির লীলাভিনয় তুল্যরূপেই হইয়া থাকে স[illegible] নাই। অতীতকালে মানুষ মানুষীও যে এই বিচিত্র প্রজারক্ষিণী প্রবৃত্তিবশে চালিত হইয়া সাময়িকভাবে মিলিত হইত, তাহা নিশ্চয়। পরে সামাজিক উন্নতি এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মিলন সাময়িক না হইয়া জীবনব্যাপী হইয়াছে এবং কোনও কোনও সমাজে এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব ইহলোকের পর পারেও অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া কথিত হইতেছে।

মনুষ্যসমাজের এই ক্রমশঃ উচ্চগতি এবং সভ্যতার এই ক্রমোন্মেষের ইতিহাসের বর্ণনা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। এরূপ ইতিহাস পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে দুই একখানি রচিত হইলেও বঙ্গদেশে এখনও কেহ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোনও শক্তিশালী পুরুষ ভারতের এই সামাজিক অভ্যুদয়ের ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারিলে আমাদের মহান্ উপকারের সম্ভাবনা। যাহা হউক, বড় বিষয় বড়লোকের জন্য রাখিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অনুসরণ করি। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

মনু মহারাজ স্ত্রীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥ ২৬॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী
নিবন্ধনম্॥ ২৭॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥২৮॥
নবম অধ্যায়।॥

গৃহস্থের স্ত্রীর আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর উপরিধৃত ঋষিবাক্য হইতেই পাওয়া যায়। সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত, উৎপন্ন সন্তানের প্রতিপালনের নিমিত্ত, নিজের সেবা এবং আনন্দের নিমিত্ত, দৈবপৈত্রাদি ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত—অর্থাৎ গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই স্ত্রীর আবশ্যকতা—স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মী। সংস্কৃত ভাষার ধার্ম্মিক এবং লৌকিক সাহিত্যে স্ত্রীর এবম্বিধ প্রশংসা ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। একটী শ্লোকার্দ্ধে সকল প্রশংসার শেষ প্রশংসা করা হইয়াছে,—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

অর্থাৎ ইট কাট চূণ সুরকীর ঘরখানা ত আর ঘর নহে, ঘরণীই ঘর। এমন যে ঘরণী, সংসার সমুদ্রের যে নৌকা, ইহ পরলোকের যে আশ্রয়,—যে না থাকিলে সুখ বৃথা এবং দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে,—এমন যে স্ত্রী,—তাহা না হইলে মানুষের সংসার একেবারেই অচল। এই জন্যই স্ত্রীসংগ্রহের নিমিত্ত প্রাচীন সাহিত্যে কত যত্ন কত চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমই অবশ্য পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃষ্ট বন্ধন এবং প্রেমের দ্বারাই স্ত্রীর উপর পুরুষের অধিকার জন্মে কিন্তু কঠোর সংসার প্রেমিকের প্রেমের নন্দনোদ্যান নহে। এই জন্যই বিদ্বান্ বিদ্যারবলে তপস্বী তপোবলে, বলবান্ বাহুবলে এবং ধনবান্ ধনবলে স্ত্রী সংগ্রহ করিতেন। প্রাচীন সাহিত্যে এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যথায় একটী স্ত্রীর জন্য শত শত ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ফলতঃ রত্ন যেমন নিজে কাহাকেও অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় না, মানুষেই রত্নের অন্বেষণে অগম্য পর্ব্বতশৃঙ্গ গহন অরণ্যানী এবং অতলজলধি তলে গিয়া তাহার অন্বেষণ করে। তদ্রূপ প্রাচীন সমাজে পুরুষই রমণীরত্নের আকাঙ্খায় ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেন। এই রমণী রত্নের আকাঙ্খায় চন্দ্রবংশাবতংস সম্রাট্ শান্তনু নৌবাহী ধীবরের দ্বারস্থ,—এই স্ত্রীরত্নের আকাঙ্খায় ভগবান্ বাসুদেবের পৌত্র অনিরুদ্ধ দৈত্যকারাগারে আবদ্ধ, এই রত্নের লোভে

ভগবান্ বাসুদেব এবং তাঁহার প্রিয়তম সখা ও শিষ্য তৃতীয়পাণ্ডব জগৎ বিজয়ী বীর অর্জ্জুনও চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন! দ্রৌপদী স্বয়ম্বর সভা এই রত্নের জন্যই নররক্তরঞ্জিত ভীষণ সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল! পাণ্ডুরাজার মত মহারাজকে ও শুল্কদান করিয়া মদ্ররাজ ভাগিণীকে লাভ করিতে হইয়াছিল আর অন্যবিধ দানের বা প্রতিজ্ঞার ত কথাই নাই। স্ত্রী সংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণ লোকের পক্ষে কন্যার পিত্রাদি অভিভাবকবর্গকে শুল্ক অথবা অর্থ প্রদান করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। অতিশয় প্রসিদ্ধ ঋষি তপস্বী কি বিজয়ী বীর পুরুষ ভিন্ন সাধারণ লোকের পক্ষে শুল্ক প্রদান করাই স্ত্রীসংগ্রহের একমাত্র উপায়ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জানি না, সেকালে জন-সমাজে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন ছিল কি না। তাহা থাকুক আর নাই থাকুক,—সমাজে ধনীব্যাক্তি শুল্ক প্রভাবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতেন এবং দরিদ্র ব্যাক্তিকে ধনাভাবে সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বাধ্যহইয়া বঞ্চিত থাকিতে হইত।

শুল্কের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাবছিল বলিয়াই তাৎকালীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ শুল্কের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। সন্তানের জননী গৃহের লক্ষ্মী এবং হৃদয়ের প্রেমময়ী প্রিয়াকে গবী বা ঘোটকীর ন্যায় ক্রয় করিয়া গৃহে আনা নিশ্চয়ই শোভন অথবা সু আদর্শ নহে। ক্রীত দাসী অপর সকল প্রকার সেবার বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারে কিন্তু সে কদাপি হৃদয়ের প্রেমময়ী প্রিয়া এবং গৌরবান্বিতা সহধর্ম্মিণী হইতে পারে না। অথচ কন্যার পিতার ত অত উচ্চ আদর্শজ্ঞান নাই! সেই জন্যই মনু বলিয়াছেন,

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্ণন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী ॥৫১॥

তৃতীয় অধ্যায়,

যাঁহার বিদ্যা আছে, হিতাহিত জ্ঞান আছে, এমন ব্যক্তি কন্যার বিবাহে যেন অণুমাত্রও শুল্ক গ্রহণ না করেন; যিনি লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করেন,—তিনি নিজ কন্যাকে বেচিয়া ফেলেন বলিতে হইবে। এই জন্যই কন্যার শুল্ক গ্রহীতাকে চলিতভাষায় "পাঁটাবেচা" বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং নীতিশাস্ত্রে এই কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে নানাছাঁদে কত কথাই না লিখিত আছে,—ইহলোকে কন্যা বিক্রয়ীর সামাজিক নানাবিধ লাঞ্ছনার এবং পরলোকে ভীষণ হইতেও ভীষণতর নরক যন্ত্রণার অতি উৎকটচিত্র অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

কিন্তু গরজ বড় বালাই! যে জিনীস বাজারে মহার্ঘ বাজারে যে জিনীসের সংখ্যা অপেক্ষা খরিদদারের সংখ্যা অধিক—সে জিনীসের দর থাকিবেই। রাজার আইনই থাকুক আর সামাজিক দণ্ড উদ্যতই থাকুক অথবা নরকের ভয়ই দেখান যাউক,—মনুষ্য প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক শত্রু। তাই নানাবিধ দণ্ডের ভয় থাকিলেও হিন্দু সমাজে কন্যা বিক্রয় খুব চড়াদরে চলিতেছিল। নীচবর্গের কথা ধরি না,—হাড়ি, ডোম চণ্ডাল চামারের কথা বলিনা, বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের মধ্যেই পাঁটাবেচা পুর্ণমাত্রায় চলিয়াছিল! মনু যাজ্ঞবলক্য মাথায় রাখিয়া ভূদেবগণ এই কন্যা

ব্যবসায় চালাইতেছিলেন,—আবার অন্যদিকে কুলীন মহাশয়গণ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনের কামনায় শতাধিক কামিনীর ইহ পরলোকের কামনা পূরাইবার কবুলিয়ত দিতেছিলেন;—ইহার ফলে কত গরীব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বংশ-লোপ হইয়াছে; আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু সাংসারিক বিজ্ঞতাবিদ্ তাঁহারা অম্লান বদনে "অজ্ঞাতকুলশীলস্য" ভরার বা ভাষানের কন্যকা আনিয়া গৃহের শ্রী ও ব্রহ্মণ্যদেবের মহিমা রক্ষা করিয়া বংশকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতেছিলেন! এইরূপে শুভ বিবাহ উপলক্ষে বঙ্গের হিন্দুসমাজে এক কিম্ভূত কিমাকার অশাস্ত্রীয় অনৈতিক, অসভ্য ব্যাপার চলিতেছিল। মহা মহা পণ্ডিতগণ বড় বড় উপাধি ও শাস্ত্রগ্রন্থের বোঝা বহিতেই গলদ্ঘর্ম্ম এবং কাতর, তা তাঁহারা আর ইহার প্রতিবিধান কি করিবেন,—ফলে সমাজে পবিত্র বিবাহের নামে একটা বীভৎস পৈশাচিক তাণ্ডবের অভিনয় চলিতেছিল।

সহসা স্রোত ফিরিল। কুলীনদের চির-ন্তনপৈত্রিক বিবাহ ব্যবসায় লোপ পাইল, ভদ্রসমাজে কন্যা বিক্রয়ও রহিত হইল। হিন্দুসমাজ যেন দীর্ঘনিদ্রার পর চক্ষু মর্দ্দন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কুলীন কুমারী দিগের কাতর ক্রন্দন এবং হতভাগ্য দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের বংশলোপাশঙ্কা যুগপৎ তিরোহিত হইল। বুঝি বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে সত্যযুগের আবির্ভাব হইল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

আসক্তি। (গল্প)।*

সুরধুনী বিধৌত শ্রীশ্রীপ্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেবের নিত্যধাম নবদ্বীপে, আজ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর অতীত হইল রামজীবন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি যথাকাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ভার্য্যা যেমন পতিব্রতা তেমনি বিদুষী ছিলেন। এই অপূর্ব্ব মিলনের ফল স্বরূপ ২টী পুত্র ও একটী কন্যা। রূপসনাতনের ন্যায় যুগল ভ্রাতা রামানন্দ ও কৃষ্ণানন্দ নবদ্বীপের তাৎকালিক কোনও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকের চতুষ্পাঠিতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, কন্যা শচীদেবী মাতার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে রামজীবন কন্যাকে পাত্রস্থা করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্বৎসরকাল অতীত হইতে না হইতেই শচীদেবী বৈধব্য দশায় উপনীতা হইয়া অকালে তুষার পতনে মলিন ফুটোন্মুখী শতদলের ন্যায় বিষণ্ণা হইয়া

* সত্যমূলক গল্প, কেবল নামগুলি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। লেখক।

পড়িলেন। একমাত্র সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা-রত্নকে বৈধব্যের কঠিন ব্রত পালন করিতে দেখিয়া পিতামাতা নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামানন্দ সপ্তবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্য পালনে তদীয় সুকুমার দেহ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে বিভূষিত হইয়াছিল। তাঁহার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, বলিষ্ঠ সুগঠিত সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত বক্ষঃ আজানুলম্বিত বাহু দর্শকের মন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুগভীর বিদ্যালাভ করিয়া ন্যায়পঞ্চানন উপাধিতে বিভূষিত হইয়া যৎকালে চতুষ্পাঠী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার আচার্য্য প্রসন্নমুখে তাঁহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন,—"বৎস! আমার অধীত বিদ্যা সমস্তই তুমি লাভ করিয়াছ, তোমার প্রতিভার নব নব উন্মেষদর্শনে আমি বিমোহিত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি স্বদেশের মঙ্গলার্থে তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া শিষ্যমুখে দেশ দেশান্তরে বিকীর্ণ হউক।" প্রিয় ভগিনীর যৌবনে যোগিনীবেশ দর্শনে রামানন্দের মনে এক অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য তাঁহার অনুকূল হৃদয়ে বিষম আঘাত করিতে লাগিল। সর্ব্ববিদ্যার শেষ সম্পত্তি ব্রহ্মলাভ মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি অবধারণ করিলেন। মাতাপিতার অনুরোধেও তিনি পত্নী গ্রহণ করিলেন না। তিনি যুক্তকরে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন "পিতঃ! ব্রহ্মচর্য্য পালনে আমি যে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি, গার্হস্থ্যজীবনে তাহার শতাংশের একাংশও আমি লাভ করিতে পারিব না, বিশেষ দার (খ) পরিগ্রহ করিলে শচীর প্রতিও অবমাননা হইতে পারে সেই জন্য বিবাহ করিতে আমাকে আদেশ করিবেন না।" কনিষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণানন্দের প্রকৃতি ভিন্নপথে প্রধাবিত হইল। তিনি কতিপয় বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে নিকটবর্ত্তী কোনও কায়স্থ জমিদারের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেন। রামজীবনের বৈষয়িক অবস্থা তত ভাল ছিল না, সুতরাং কৃষ্ণানন্দের উপার্জ্জিত অর্থে ভট্টাচার্য্য পরিবারের বিশেষ উপকার হইল। কৃষ্ণানন্দ যথাকালে দার পরিগ্রহ করিয়া ঘোর সাংসারিক হইয়া পড়িলেন। রামানন্দ একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে মনোনিবেশ করতঃ ভগিনীর সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রামজীবন স্বর্গলাভ করিলেন, তদীয় পত্নী কৃষ্ণানন্দের একটী পুত্র সন্তান দেখিয়া স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে পরলোকে কোন উচ্চস্তরে তাঁহার আত্মার সহিত সম্মিলিত হইলেন। পিতামাতার পরলোক গমনে রামানন্দের সংসার আসক্তি একবারে উন্মূলিত হইল। তিনি কৃষ্ণানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভগিনীর সহিত কাশীধামে গমন করিলেন। উভয় ভ্রাতা ও ভগিনী তথায় যোগাভ্যাস করিয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

(খ) যে স্বামীর ভ্রাতৃস্নেহ বিদারণ করে সেই দার। বিবাহ করিলে পাছে শচীদেবীর প্রতি তাঁহার স্নেহ মন্দীভূত হয়, এই ভয়েও রামানন্দ বিবাহে অস্বীকার ছিলেন। লেখক।

বাল্যকাল হইতে যোগনিরত রামানন্দ ন্যায়পঞ্চানন কাশীতে রামানন্দ স্বামী নামে প্রখ্যাত হইলেন; স্বাধ্যায়, প্রাণায়াম, হটযোগাদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা রামানন্দ স্বামী অসাধারণ শক্তি লাভ করিলেন। তিনি সর্ব্বদা শিষ্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, অনেকেই তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করিতেন। প্রণায়ামকালে তাঁহার শরীর শূন্যে লম্বিত থাকিত, অনেকেই তাঁহার দেহ গঙ্গাজলে ভাসিতে২ চলিয়াছে দেখিতেন। ত্রৈলঙ্গস্বামীর ন্যায় তিনি মৌনী ছিলেন না, সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। শচী দেবী তাঁহার তপস্যার দক্ষিণহস্ত স্বরূপা ছিলেন। স্বহস্তে পাক করিয়া তিনি প্রত্যহ বিংশতিজন অন্ধ, খঞ্জ, ও দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। এইরূপে রামানন্দ স্বামী ও শচীদেবী ধর্ম্মপথে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে কৃষ্ণানন্দ ভট্যাচার্য্য ধনবান্ জমিদারের অধীনে সর্ব্বোচ্চ দেওয়ানিপদে অধিরূঢ় হইয়া প্রভূত ধন ও বিত্ত উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিশাল জমিদারী মধ্যে তাঁহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। পৈত্রিক পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া একটী সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া পুত্র-পরিজনসহযোগে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয় ভ্রাতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। আর্য্যঋষিগণের আদেশ "পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ" স্মরণ করিয়া, রামানন্দ স্বামী যখন দেখিলেন যে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণানন্দ পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে কাশীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি লিখিলেন "ভ্রাতঃ! তোমার বনগমনের সময় সমুপস্থিত, তোমার জীবনের সুদীর্ঘকাল অনিত্য সংসারচিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, এইক্ষণ নিত্যবস্তুর অনুসরণে নিযুক্ত হও, মানব জীবন ক্ষণভঙ্গুর অজ্ঞাতসারে কখন কাল আসিয়া তোমাকে গ্রাস করিবে তাহা কে বলিতে পারে, অতএব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য, তুমি আমার পত্র প্রাপ্তমাত্র বারাণসীধামে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, বিশ্বেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব ইত্যাদি।" কৃষ্ণানন্দ তদুত্তরে লিখিলেন "দাদা! আপনার পত্রপাঠে আমার চৈতন্যোদয় হইল। আমার বয়স ৫২ বৎসর, সংসারে আমি এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে ভক্তিভাবে ভগবানের নাম আমি একবারও করি নাই, লোকদেখান সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া থাকি বটে, কিন্তু বলিতে কি তাহাতে ভক্তির কণামাত্রও মিশ্রিত নাই। হায় হায়! আমার উপায় কি হইবে, পরলোক, পরকাল আমার নিকট সূচিভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কিন্তু কি করি আমার তৃতীয় বালকটীর বিবাহ আজিও দিতে পারি নাই। তাহার বিবাহ অন্তে আমি সংবৎসর কাল মধ্যেই আপনার নিকট উপস্থিত হইব দয়া করিয়া আমাকে এক বৎসর সময় দিবেন।" রামানন্দ স্বামী এই পত্র প্রাপ্তে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, মনে করিলেন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কৃষ্ণানন্দের ভাগ্যে বিধাতা কি লিখিয়াছেন বলিতে পারি না, "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" নিজের কর্ম্মফল সকলেরই ভোগ করিতে হইবে। ভাত্র-

মাসে এই পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল। কালনেমীর মহাবর্ত্তনে ষড়ঋতু একের পর অপরটী অতীতে বিলীন হইয়া, আবার ভাদ্র মাস উপস্থিত হইল, রামানন্দ মানমন্দিরের শিখরদেশে সমাসীন হইয়া বারাণসীর লাবণ্যময়ীমূর্ত্তি ধ্যানস্তিমিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল, তাঁহার সম্মুখে পূর্ণজলা ভাগীরথী কুলকুল নিনাদে তরঙ্গ রঙ্গে প্রবাহিত, অপরদিকে বিশ্বেশ্বরের মহতীপুরী শত সহস্র দীপমালায় আলোকিত, শঙ্খঘণ্টার নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রমুদিত, গঙ্গা-শীকর-সংস্পৃষ্ট মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল; সহসা স্বামীর তৈজস তৃতীয় চক্ষু, নবদ্বীপস্থ কৃষ্ণানন্দের প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল।

তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সংযম করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "ভায়া আমার কি ভীষণ কার্য্যে অনুচরবর্গকে নিযুক্ত করিতেছেন, কতকগুলি প্রজার যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ, এই মহাপাপে তাঁহার তির্য্যক্ যোনিতে অবতরণ অনিবার্য্য হায়! হায়! তাঁহার আত্মাকে আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। বলিলেন "ভায়া! তোমার সম্বৎসর কাল অতীত হইয়াছে, ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া পত্র পাঠ মাত্র কাশীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, নচেৎ তোমার আত্মার সদ্গতি সুদূরপরাহত।" যথাকালে উত্তর আসিল—"দাদা! কাশীতে যাইতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমার দেওয়ানিপদে নিযুক্ত করিতে আরও ২।৪ মাস বিলম্ব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে এই সময় দিবেন।" এই ঘটনার দুই মাস পরে সংবাদ আসিল কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য জ্বরবিকারে হঠাৎ নবদ্বীপে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী মহাশয় আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া ভগ্নী শচী দেবীকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া দেখিলেন তাঁহাদিগের পৈত্রিক ভিটা উৎসন্ন প্রায়, গৃহগুলি ভূমিসাৎ হইয়াছে এক খানি মাত্র মস্তকোত্তলন করিয়া রহিয়াছে। সেই পর্ণ কুটীরে কথঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে কৃষ্ণানন্দের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহার তিনটী পুত্র মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। নবদ্বীপে শচীদেবীর দশ বিঘা নিষ্কর জমি ছিল। প্রজাগণ যথাসময়ে খাজনা স্বামী মহাশয়ের নিকট কাশীতে পাঠাইত, কিন্তু প্রায় ৪।৫ বৎসর উক্ত খাজনা বন্ধ হইয়াছে, প্রজাগণ, সংসারে নিরাসক্ত স্বামীকে কর দেওয়া আবশ্যক মনে করে নাই, স্বামী মহোদয়ও উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শচীদেবী এমতাবস্থায় উক্ত ভূমি বিক্রয় করা শ্রেয় মনে করিয়া কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি এই ক্ষণ জমিদারের দেওয়ান হইয়াছেন তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই কার্য্যে ভ্রাতা ও ভগিনীর নবদ্বীপে প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

নবদ্বীপে অবস্থানকালে একদা এক রজনীযোগে ভ্রাতা ও ভগিনী ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ণিমার নিশি, স্বামী মহাশয়ের গৃহ প্রাঙ্গণ ও সম্মুখস্থ উদ্যান নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত, নিশীথিনী নিস্তব্ধ,

সমস্ত জগৎ যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুষুপ্তির কোমল ক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে। শচী দেবী কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা! কৃষ্ণানন্দের বর্ত্তমান পারলৌকিক অবস্থা কি, একবার দেখুন, আমি যাহা দেখিলাম তাহা কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার আত্মার সদগতির উপায় অবলম্বন করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য" রামানন্দ স্বামী ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন থাকিয়া বলিলেন—"শচি! যাহা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত কষ্টকর, কৃষ্ণানন্দ তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ কয়েকদিন হইল কৃষ্ণানন্দের গোশালায় একটী গাভী প্রসব করিয়াছে, উক্ত গোবৎসে কৃষ্ণানন্দের আত্মা অধিষ্ঠিত, গোবৎসটী পূর্ণ বয়স্ক না হইলে তাহার আত্মার সদ্গতির কোনও বিধান করিতে পারিব না। নবদ্বীপের কার্য্য শেষ করিয়া স্বামী ও শচী দেবী কাশীতে প্রস্থান করিলেন। বর্ষত্রয় অতীতে স্বামী, কৃষ্ণানন্দের আত্মার সদ্গতির জন্য পুনর্ব্বার নবদ্বীপে আসিলেন, ও একদিন অতি প্রত্যূষে কৃষ্ণানন্দের গোশালায় গমন করিয়া সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত একটী বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ দেখিয়া তিনিই যে ভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণানন্দ তাহা অনায়াসে অবধারণ করিলেন। তিনি তাহার নিকট যাইয়া সস্নেহে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া মুখটী ধীরে ধীরে উত্তোলন করিলেন, এবং যোগবলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্মৃতি প্রদান করিলে বলীবর্দ্দের নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপ্লাবিত হইল। রামানন্দ কহিলেন—"ভ্রাতঃ! যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, চল এখন তোমাকে লইয়া কাশীতে যাই তথায় বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তোমার আত্মার সদ্গতি হইতে পারে। বলীবর্দ্দ কহিল—"দাদা! আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, আপনার সঙ্গে কাশীতে যাইব, কিন্তু আপাততঃ চলিয়া গেলে আমার পুত্রদিগের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, কারণ আমি এইক্ষণ তাহাদিগের সুদীর্ঘ একখণ্ড ভূমি কর্ষণে নিযুক্ত আছি, একমাস মধ্যে উহার কর্ষণ কার্য্য শেষ করিয়া আমি কাশীতে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" কৃষ্ণানন্দরূপী বলীবর্দ্দের মনের ভাব অবগত হইয়া বিশ্বপ্রেমে বিভোর স্বামীর মনস্তম্ভিত হইল। মনে করিলেন অহো! মায়া কি নিষ্ঠুরা, ও কঠিন শক্তিশালিনী, ইহার অপ্রতিহত প্রভাবে জীবজগৎ নিজ পরমার্থ স্বার্থ এককালে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দেয়, আসক্তি মানুষের কি ভীষণ শত্রু, তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়াও আত্মা ইহার নিদারুণ নিগড় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না। ধন্যরে আসক্তি! তোমার পদে আমার শত নমস্কার। স্বামী বলিলেন "কৃষ্ণানন্দ! সংসারে এতাদৃশী আসক্তি তুমি কাহার নিকট শিক্ষা করিলে? পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও তোমার আসক্তির শেষ হইল না ধিক্ তোমাকে, তোমাকে রাখিয়া আর আমি যাইব না আমার ঔদাস্যই তোমার এতাদৃশী দুর্গতির কারণ, চল আমার সঙ্গে তোমার এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করিতে হইবে, দেখ উষাবসানে সূর্য্যোদয় হইতেছে, ইহার পর গোপালক আসিলে আর তোমার যাওয়া হইবে না।" আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্বামী কৃষ্ণানন্দরূপী বলীবর্দ্দকে সঙ্গে করিয়া কাশীর পথে প্রস্থান করিলেন। এইস্থলে আমাদের আখ্যায়িকার শেষ, আসক্তির প্রভাবে মানুষ

প্রতিনিয়ত কতশত পাপ করিতেছে তাহা কে বলিবে, জন্মজন্মার্জ্জিত চেষ্টাতেও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণানন্দের আত্মার কি পরিণাম হইল জানিতে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। রামানন্দ স্বামীর যোগবলে অত্যল্প দিনে কৃষ্ণানন্দ ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে পশুদেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনার উপযুক্ত মানবদেহ লাভ করিতে পারিলেন। ইতি

সম্পাদক।

পতি ও পত্নী।

(জীবন-সঙ্গিনী শ্রীমতী "মণিমালা"র প্রতি)।

পতি-পত্নী, দুই দেহ ;—অভিন্ন হৃদয়,
পতি বপুঃ,—পত্নী তা'র শক্তি রূপা হয়।
পতি নিত্য পূজনীয় প্রমদার কাছে,
পতি তুল্য পূজ্য তা'র আর কিবা আছে!
পতি ভিন্ন অন্য গতি নাহি সধবার,
পতি, প্রাণ হৈতে শ্রেষ্ঠ জীবন আধার।
পতি সর্ব্ব দেবময়, সতীর নিশ্চয়,
পতি-পদ অর্চ্চনায় সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
পতি-সেবা, গুরু-সেবা হ'তে শ্রেষ্ঠ জানি,
পতি সর্ব্ব হৈতে পূজ্য,—এই উক্তি মানি।
পতি, 'শান্তি-নিকেতন,' হৃদয়-রঞ্জন,
পতি হ'তে মিত্র ভবে নাহি কোন জন।
পতি-মুখে প্রিয়বাক্য প্রাণ স্নিগ্ধকর,
পতি-ওষ্ঠাগত হাস্য মনোমুগ্ধকর।
পতি-সহবাস, আর ব্রহ্মে অবস্থান,
পতিপ্রাণা এই দু-ই করে তুল্য জ্ঞান।
পতি যদি অজ্ঞ কিংবা গুণহীন হয়,
পতিব্রতা তবু তা'রে গণে গুণময়।
পতি সহ বনবাস, সেও সুখকর,
পতি হেরি' শান্তি লভে পত্নী নিরন্তর।
পতি যদি কটু ভাষে, তব সতী নারী,
পতিরতা রহে সদা,—নারী-ধর্ম্ম স্মরি'।
পতি যদি হয় অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জকায়,
পতিপ্রাণা হেরে তা'রে কন্দর্পের প্রায়।
পতি-পত্নী অভেদাত্মা,—প্রমদা তা জানে,
পতি পত্নী ভিন্ন দোঁহে, নাহি কভু মানে।
পতি না খাইলে অন্ন, পত্নী নাহি খায়,
পতি নিদ্রামগ্ন হ'লে পত্নী নিদ্রা যায়।
পতি জাগরিতে, সতী রহে সেবারত,
পতি-পত্নী এই ভাব ;—নহে ভিন্ন মত।
পতিপ্রাণা সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সীতা,—বনে,
পতি-সেবা করেছিল,—শিষ্ট আচরণে।
পতি-মুখ হেরি' তা'রা, ভুলেছিল দুখ,
"পতি" শব্দ শ্রুতি মাত্র হৃদে জাগে সুখ।
পতি রহে যথা' তাহা মুখ্য তীর্থ স্থান,
পতি বিনা ব্রহ্মলোকও শ্মশান সমান।
পতি,—পত্নী-দেহে প্রাণ,—চেতন স্বরূপ,
পতি-পত্নী, ভাব গত দোঁহে একরূপ।
পতি কলানিধি, পত্নী কৌমুদী তাহার,
পতি রবি, পত্নী রৌদ্র ;—বুঝহ ব্যাপার।
পতি মণি, পত্নী তা'র প্রভা মনোহর,
পতি বহ্নি, পত্নী দীপ্তি, নিত্য একত্তর।
পতি জ্ঞান, পত্নী তা'র মূলা শক্তি হয়,
পতি পত্নী না মিলিলে সৃষ্টি নাহি রয়।

পতি পত্নী দু'য়ে এক,--ভেদ মাত্র নাই,
পতি পত্নী ভিন্ন,—ইহা জ্ঞানে নাহি পাই।
পতি পত্নী ভেদ হ'লে ক্রিয়া লোপ পায়,
"পতি-পত্নী তত্ত্বে" "সৃষ্টিতত্ত্ব" বুঝা যায়।
পতি মৃতে স্মৃতি রহে পত্নীর অন্তরে,
পতি রাখে পত্নী-স্মৃতি হৃদি অভ্যন্তরে।
পতি পত্নী যেবা এক ত্যজিলেক দেহ,
পতি পত্নী তবু যুক্ত, ভিন্ন নহে কেহ।
পতি পত্নী সূক্ষ্মভাবে সম্মিলিত রয়,
পতি পত্নী 'এক আত্মা' সূক্ষ্মে ভিন্ন নয়।
পতি পত্নী পুনরপি দেহ যবে পায়,
পতি পত্নী মিলি' সৃষ্টি হয়,—দেখা যায়।
পতি জ্ঞান, পত্নী শক্তি, নিত্য যুক্ত রয়,
পতি পত্নী সম্মিলনে প্রাণি সৃষ্টি হয়।

পতি জীব-আত্মা হন, মায়া পত্নী যোগে,
পতি নিত্য শুদ্ধ জ্ঞান, প্রকৃতি বিয়োগে।
পতি "কর্ত্তা" নাম ধারী মায়ার সংযোগে,
পতি ক্রিয়া শূন্য হন মায়া পরিত্যাগে।
পতি সৃষ্টি-কার্য্যে একা অসমর্থ হন,
পতি তাই পত্নী-রূপা প্রকৃতিকে লন।
পতি একা, নামে মাত্র,—রূপ কার্য্য নাই,
পতি সনে, সৃষ্টি-কার্য্যে, প্রকৃতিকে চাই।
"পতি-পত্নী" গূঢ় তত্ত্ব, বুঝ, পার যদি,
পতি একা, পত্নী বিনা, নীর শূন্য নদী।
"পতি-পত্নী" এ রহস্য কহি স্বল্প জ্ঞানে,
পতি প্রাণা পত্নী 'মণিমালা'র সদনে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

মহাত্মা স্যার তারকনাথ পালিতের দান উপলক্ষে।

(১)

আমাদের দেশে এক দাতা-দানবীর,
স্বদেশে জ্ঞানের তরে, অই দেখ অকাতরে,
ঢালিছে সঞ্চিত অর্থ—ধারা জাহ্নবীর।
প্রিয় পুত্র কন্যা তার, জগতের অলঙ্কার,
আছে গৃহে আছে কত প্রতিমা প্রীতির।
সে মানে না আত্মপর, বুকে তার এত বল,
সে জানে—আমরা সবে তারি অস্থি শির।
জুড়া'তে মোদের হিয়া, মলয় সমীর দিয়া,
বিধাতা গড়েছে যেন তাহার (ই) শরীর।
তারি তরে ধন্য গণি, এ আকাশ এই ভূমি,
এ বিরাট কায়স্থ জাতি—বীর লেখনীর।
পরার্থে সঁপিয়া অর্থ, সে লভিছে পরমার্থ,
বিজ্ঞান শিক্ষায় দিয়া বুকের রুধির।
সে এক আদর্শ জীব ভারত ভূমির।

(২)

অই দেখ উড়ে তার বিজয়-নিশান,
জলদ গম্ভীর স্বরে, পৃথিবীর ঘরে ঘরে,
গাইতেছে অবিরাম তারি যশোগান।
ভ্রাতা ও ভগিনী জ্ঞানে, স্নেহ-দয়া-মাখা-প্রাণে,
জাগিবে আবার তার জ্ঞান সুমহান্।
নারিবে ত্যজিতে বেশ, না হ'তে সমর শেষ,
সে যে মহাপ্রাণ এক পুণ্য মূর্ত্তিমান।
স্বজাতির দুঃখ-গাথা, জাগা'বে সে প্রাণে ব্যথা,
চাহিছে কায়স্থ সবে কৃপাকণা দান।
সে ব্যতীত কেবা আর, শুনিবে এ হাহাকার,

কে আর রাখিবে এবে জাতীয় সম্মান ?
হায়রে দাতার বংশে দারিদ্র্য-নিশান !!

(৩)

সৃজিলা বিধাতা বহু দূরে হিমাদ্রির,
কত সাধনার ফলে, বঙ্গ জননীর কোলে,
এ হেন পুরুষরত্ন-শিবি যুধিষ্ঠির।
স্মরণ করিতে জয়, এ বীরের অভ্যুদয়,
তাইতো আনেনি অস্ত্র বর্শা কিম্বা তীর।
লুণ্ঠিয়া নগর শত, আনেনি সে রত্ন কত,
সে এনেছে হৃদয়ের প্রীতি সুগভীর।
সে দলে চরণে স্বার্থ ঘৃণ্য পৃথিবীর।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু।

বাসনা।

(১)

গৃহকোণে অশ্রু ফেলি, গণিতেছে দিনগুলি,
বিষম বিরহ আসি দিতেছে যাতনা,
রমণি! তোমার (ও) হৃদে জাগিছে বাসনা।

(২)

জীবন সংগ্রাম পথে, থাকি দূর প্রবাসেতে,
কে যেন অলক্ষ্যে পশি দিতেছে সান্ত্বনা,
প্রবাসি! তোমার (ও) হৃদে জাগিছে বাসনা।

(৩)

শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, সদা যার হা হুতাশ,
পর্ণ কুটীরেই যার সৌধের কল্পনা,
কাঙ্গাল! তোমার (ও) হৃদে জাগিছে বাসনা।

(৪)

দুটী চক্ষু চির হীন, অতীব দুর্ভাগা দীন,
জীবনে কখন যেরে দেখেনি চন্দ্রমা,
হেন অন্ধ তার (ও) হৃদে জাগিছে বাসনা।

(৫)

বিকল পদযুগল, চলিবার নাহি বল,
নাহি সুখ নাহি শান্তি শুধু বিড়ম্বনা,
হেন পঙ্গু তার (ও) হৃদে জাগিছে বাসনা।

(৬)

বাসনা হৃদয়ে আছে, তাই তুমি আছ বেঁচে,
আছে বিশ্ব আছি আমি ভুলিয়া আপনা।
কেন আছি কে রেখেছে কিছু নাহি জানা॥

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

আমি জামাই।

(মিত্রগণ্য)।

আমি জামাই,
যম আর জোঁক আমার ছোট ভাই।
জোঁকে চু'যে রক্ত খায় ;
আমি জেন্ত শ্বশুরের হাঁড়গোড় শুদ্ধ খাই !
যমে মারে, আমি মারি না,
কিন্তু যন্ত্রণার কুণ্ডে শ্বশুরকে জেন্ত পোড়াই !
আমি এলে, বিএ ক্লাসে পড়ি,
কত নীতি শিক্ষা করি,
কিন্তু সে সব থাকে না মনে,
যখন শ্বশুরের মাংস খাই !
শ্বশুরের হাঁড়গোড়ে রস পাই,
তা-ই শ্বশুরের হাঁড়গোড় চিবাই !
আমি যে এক দিন শ্বশুর হব,
একথাটা ভু'লে যাই !
মজুন্দার লক্ষ্মণে কয়, যম জামাই আপন নয়,
জামাই আপন সে সময়,
যখন শ্বশুর হয় জামাইর কামধেনু গাই।

শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার।

পরধর্ম্ম দ্বেষ।

(১)

প্রান্তরে বিচরি যবে, হাতালি * নিরখি সবে,
ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বলি করি অনুমান ;
উঠিলে শেখর শিরে, হেরি সব একাকারে,
তখন জমিতে নাহি থাকে ভেদ জ্ঞান।

(২)

যতকাল নরগণ, নাহি করে আরোহণ;
ধর্ম্মের উন্নত শীর্ষ ভুধর উপর,
ততদিন তার হায়, ভেদ-জ্ঞান থেকে যায়,
বিধর্ম্মী হেরিয়া তার জলে কলেবর।

(৩)

ধর্ম্মের উন্নত স্তরে, যে জন উঠিতে পারে,
ভেদ বুদ্ধি তাঁর চিতে কভু নাহি রয়,
হিন্দু ব্রাহ্ম খ্রীষ্ট প্রতি, সতত সমান প্রীতি,
ঈশ প্রেমে পূর্ণ সদা তাঁহার হৃদয়।

(৪)

ভিন্ন ভিন্ন পথে নদী, চলি যায় নিরবধি,
কিন্তু তারা কভু নাহি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় ;
ঋজু কিংবা বক্রপথে, চলি যায় স্বেচ্ছা মতে,
পরিণামে সকলেরি সিন্ধুনীরে লয়।

(৫)

মনুজ তাহারি প্রায়, ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়,
ঈশ্বরে পূজিতে যার যথা অভিপ্রায় ;
ভিন্ন লক্ষ্য নাহি কভু, সকলেরি এক বিভু,
একই উদ্দেশ্যে সবে ভিন্ন পথে ধায়।

* হাতালি—হাতাইল্।

(৬)

সরসীর চারিপারে, চারিজাতি বাস করে,
চারিজাতি কুম্ভ ভরি লয়ে যায় বারি,
শুধাইনু একপারে, কি ল'য়ে চলিছ ঘরে ?
উত্তরিল পানী+ ল'য়ে চলিয়াছি বাড়ী।

(৭)

এইরূপে প্রতি তীরে, জিজ্ঞাসিনু ঘুরে ঘুরে,
কি ল'য়ে চলিছ ঘরে কৃপা করি বল,
কেহ বলে ওয়াটার,(ক) একোয়া(খ) বলিছে আর,
অন্য জন বলে আমি নিয়ে যাই জল।

(৮)

একটি একটি করি, সকল কলসি হেরি,
বুঝিনু একই বস্তু নিয়ে যায় সব ;

+ পানী—জল।
(ক) জল। (খ) জল।

দেখিনু নামের ভেদ, বৃথা ঈর্ষ্যা বৃথা জেদ,
নাম ভেদে ভিন্ন জ্ঞানে বৃথা কলরব।

(৯)

থাকিলে ও পক্ষাপক্ষ, সকলেরি এক লক্ষ্য,
সকলেরি এক বিভু সাধনার মূল,
এক দয়া এক স্নেহ, একছাঁচে গড়া দেহ,
সকলেরি ধ্যেয় এক নাহি কোন ভুল।

(১০)

একই সকলে যদি, তবে কেন নিরবধি,
পরস্পর হিংসা-দ্বেষ কর অকারণ ?
হিন্দু ব্রাহ্ম খ্রীষ্ট বলি, ঈর্ষ্যার অনল জ্বালি,
মূঢ় সম পুড়ে কেহ মরনা কখন॥

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মণঃ

দিবাবসানে।

রবি গেল অস্তাচলে নিয়ে গেল ভাতি,
ঢাকিল আঁধারে ধীরে সসাগরা ক্ষিতি।
যে যেখানে ছিল সবে গৃহপানে ধায়,
তাড়াতাড়ি অতি ব্যস্ত পিছু নাহি চায়।
গোপাল লইয়া গেহে চলিল গোপাল,
গায়িতে গায়িতে গান সরল রসাল।
উড়িল বিহঙ্গকুল জুড়িয়া আকাশ,
কলরবে দ্রুতগতি কি শোভা বিকাশ।
নাচিয়া নাচিয়া নদী চলিল সাগরে,
মিলনের আশা বুকে ধরিয়া সাদরে।
আকাশে প্রকাশ হল কি সুন্দর ছবি,
আঁখি মুগ্ধ ; চিত্রকর বিশ্বস্রষ্টা কবি!
যে ফুল নিশায় ফোটে ফুটিবার কাল
সমাগত হেরি হল, ফুটিতে বিহ্বল।

মধুচোরা মধুকর, ভ্রমরা নিকর,
গুণ্ গুণ্ ভোঁ ভোঁ রবে চলিল সত্বর।
পুষ্পোদ্যানে, মধুদানে অকুণ্ঠিত মন,
প্রস্ফুটিত মুক্ত প্রাণ প্রসূন-সদন।
কর্ম্মক্লিষ্ট নরচয়, পথিক-সন্ন্যাসী,
বিরাম লভিছে, সবে লোকালয়ে পশি।
ধর্ম্মপ্রাণ জনে করে ঈশ্বর বন্দনা,
মন্দিরে মন্দিরে বাজে আরতি বাজনা।
ভবনে ভবনে জ্বলে তমোনাশী আলো ;
আঁধার চৌদিকে ঘেরা, কিবা শোভা বল।
অদর্শনে দিবসের পিপাসিত হিয়া,
যুবক যুবতী হর্ষে উঠিল মাতিয়া।
নিশাচর পশুপাখী নিশাচর নর,
হৃদয়ে খুলিয়া গেল পুলক লহর!

তরুলতা গুল্ম আদি সমীরণ সনে,
উল্লাসে আলাপ করে মধুর নিক্কণে!
যেদিকে ফিরাই আঁখি সব সুখময়,
শুধু যে নলিনীদেবী বিরস হৃদয়।
শুধু যে বিধবা-নারী বিমর্ষ বদন!
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা শুধু অবসন্ন মন।
প্রবাসী পুরুষে শুধু অপ্রসন্ন হেরি
চক্রবাক চক্রবাকী শুধু হেন মরি!
জগতের একপিঠ শুধু সুধামাখা;
অন্যপিঠ জগতের শুধু বিষে ঢাকা।
তাই কেহ খিন্ন আর কেহ ফুল্ল প্রাণে,
সসাগরা-ধরণীর দিবা অবসানে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

তরুচিত্র। (PLANT AUTOGRAPHS.)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর অদ্ভুত নব আবিষ্কার।

বিগত ৪ঠা মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যাকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান মন্দিরে (Physical Laboratary) বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে বহু গণ্যমান্য ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিবৃন্দের সম্মুখে বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণাপূর্ণ তরুচিত্র (Plant autographs) সম্বন্ধে একটী পরম উপাদেয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তথায় নিম্ন-লিখিত মহাত্মাগণ প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। স্যার উইলিয়ম ডিউক ও তাঁহার পত্নী, নাসীপুরের মহারাজা, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সস্ত্রীক স্যার লরেন্স জেন্‌কিন্স, স্যার রিচার্ড হ্যারিংটন, মাননীয় লায়ন সাহেব, বিচারপতি হল্মউড, বিচারপতি এ, চৌধুরী, মাননীয় ম্যাডক্স, কাশিমবাজারের মহারাজা, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

আজ ৫ বৎসর হইল অধ্যাপক বসু "উদ্ভিজ্জের জীবন ও মরণ" (Life and of death plants) সম্বন্ধে একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা করেন। নবতত্ত্বের আবিষ্কার জন্য ভারতীয় শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাকে তৃতীয় বার য়ুরোপে প্রেরণ করেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বৈজ্ঞানিক সমাজে তিনি সমাদরে গৃহীত হন। য়ুরোপে তদীয় তরু-বিজ্ঞান (Plant Physiology) এতদূর মূল্যবান বিবেচিত হয়, যে তত্রস্থ নানাস্থানীয় বিজ্ঞানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ উক্ত অধ্যাপকের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদি বারংবার প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন। য়ুউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল বিজ্ঞান-মন্দির অধ্যাপক বসুর প্রবর্ত্তিত উদ্ভিজ্জের জীবনচর্চ্চা অনুসরণ করিতেছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান উল্লেখযোগ্য যথা,— ওয়াসিংটনের কৃষিবিভাগ, য়ুট্রেক্ট, ইলিনয়েস ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়। য়ুউরোপ হইতে

প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপক বসুমহোদয় বৃক্ষগণের জৈবিক স্পন্দন ও সহনশীলতা (Irritability of Plants) সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি এতদূর সূক্ষ্মতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যে তাঁহার যন্ত্র এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ (record) করিতে সমর্থ। তরু জগতের গতিবিধি (movements) যাহা সূক্ষ্মতম অণুবীক্ষণেও এ যাবৎ লোকনয়নের সম্মুখে আনিতে পারে নাই, তাহা তাঁহার যন্ত্রযোগে উপলব্ধি হইতেছে। গত শুক্রবার রজনীতে তিনি তাঁহার যন্ত্রাদির সাহায্যে তরুগণের স্পন্দন ক্রিয়া দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

সভারম্ভে লর্ড কারমাইকেল মহোদয় অধ্যাপক মহোদয়কে তাঁহার বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার সারভাগ সংবাদ পত্র হইতে যতদূর সঙ্কলন করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বক্তৃতা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কেবলমাত্র লোকের হস্তাক্ষর সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে লোক চরিত্র অবগত হওয়া যায়। এই মত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করিলেও আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে অবস্থার পরিবর্ত্তনে মানুষের হস্তাক্ষর ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। হ্যাট্‌ফিল্ড হাউশে অদ্যাপি কতকগুলি দলিলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গাইফক্সের স্বাক্ষর বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে একটী দস্তখতের বিকৃত ও কম্পিতাক্ষর দেখিলেই বুঝা যায় যে উহা সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতেই সম্পাদিত হইয়াছিল।* যদি মানুষের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষর (autograph) আলোচনা করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটী ঘটনার সময় অবধারণ করা যায়, তবে তরুগণ দ্বারা অঙ্কিত চিত্রে আমরা তাহাদিগের জীবনের গুপ্ত কাহিনী আবিষ্কার করিতে পারিব না কেন? সূর্য্যবিম্ব, ঝটিকা,—তুষার পতনের শীতলতা, নিদাঘের উত্তাপ,—মেঘবর্ষণ, জলপ্লাবন ইত্যাদিতে তরু জীবনের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন কাহিনী কোনও উপায়ে তাহাদিগের দ্বারা আমরা অঙ্কিত করাইতে পারি কিনা ইহাই আমাদের সমস্যা। অধ্যাপক বসু কতকগুলি নূতন যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যদ্বারা তরুগণ তাহাদের সুখ দুঃখের কাহিনী তাহারা নিজেই অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে। তরুটী তাঁহার যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইবামাত্র এমনি একটী উত্তেজনায় অভিভূত হইয়া পড়ে যে সে নিজেই তাহার রোগ শোক, আরোগ্য কষ্ট, আনন্দ ইত্যাদি মানুষের ন্যায় উক্ত যন্ত্রসাহায্যে অঙ্কিত করিয়া দেয়। মানুষের সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ মধ্যে বাহ্যিক উত্তেজনা (Stimulus) গ্রহণে জিহ্বাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতি সূক্ষ্ম তড়িৎ প্রবাহ যাহা ত্বগেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহাও রসনেন্দ্রিয় গ্রহণক্ষম, আমরা পরীক্ষাস্থলে প্রমাণ পাইয়াছি যে তরুগণের বাহ্যিক উত্তেজনা গ্রহণশক্তি মানুষের শক্তি হইতেও দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। এই তত্ত্বটী তিনি শুক্রবার রজনীতে যন্ত্রসাহায্যে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

* এই পাষণ্ড নরপশু বারুদ দ্বারা রাত্রিযোগে ইংলণ্ডের পারলিয়ামেণ্ট গৃহের তলদেশ উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। লেখক।

তরুজীবনে আহার ও ঔষধীর প্রভাব অধ্যাপক বসু পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে তরু যখন অতিরিক্ত পানীয় জল গ্রহণ করে, সে এতদুর অলস ও শিথিল হইয়া পড়ে যে কোনও প্রকার উত্তেজনায় উত্তর দেয় না, আবার ইহার কাণ্ড হইতে পানীয় জল নিষ্কাশিত হইলে, ইহার স্বাভাবিক সতেজতা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া পড়ে। সুরাদি মাদক-দ্রব্য উহার দেহ মধ্যে সঞ্চারিত করিলে মানুষের ন্যায় উহারাও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কারবণিক বাষ্পের (অঙ্গারকজান) প্রভাবে প্রাণিজীবনের ন্যায় তরুজীবনও শ্বাস-রুদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। দ্রব্যগুণ প্রভাবে মানুষের ন্যায় তরুদিগের শিরা ও ধমনী সকল চঞ্চল অথবা শ্লথ হইয়া পড়ে। মারাত্মক বিষের প্রভাবে মানুষের ন্যায় তরুও কেমন করিয়া মরণের মুখে নিপতিত হয় তাহা তিনি বিশদরূপে দেখাইলেন।

যন্ত্র প্রভাবে তরুর অতি ক্ষুদ্র বর্দ্ধনশীলতা বৃহদাকারে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সম্বন্ধে অধ্যাপক বসু বলিলেন যে যৎকালে তিনি তরু-জীবনের তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত হন তখন যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি বিশেষ চেষ্টায় যে সকল সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি ভারতীয় শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। সকলেরই এত কাল ধারণা ছিল যে উদ্ভিজ্জের জীবন প্রণালী প্রাণি-জীবন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু এইক্ষণ আমরা দেখিতে পাই যে বিশ্বপতির এই ব্রহ্মাণ্ড একই ভাবে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। প্রাণি জীবনের ন্যায় তরুজীবন ও স্পন্দন ও উত্তে-জনায় পরিপূর্ণ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্ব স্থানে একত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বক্তৃতাঅবসানে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তদুত্তরে বক্তার বক্তৃতা অতি উপাদেয় হইয়াছে বলিয়াছিলেন। তদন্তর সভা ভঙ্গ হয়। †

সম্পাদক।

† উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব ব্যতীত অধ্যাপক বসু মহোদয় আকাশে তড়িৎতরঙ্গ প্রবাহিত করিবার প্রণালী মারকনী সাহেবের আগেই আবিষ্কার করিয়া সমগ্র সভ্য-জগতে যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা মারকনীর পক্ষগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দুর মস্তিষ্ক যে তরুজীবনের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবধারণে বিশেষ উপযোগী তাহা অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন। লেখক।



ভৌগোলিক তত্ত্ব।

আজ কাল অনেক শিক্ষিত লোকের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত কৃতবিদ্যগণের প্রমুখাৎ শুনিতে পাই, অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ ভূগোল শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা পৃথিবী কে অচলা চতুষ্কোণবিশিষ্ট জড় পদার্থ মাত্র বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। ভারতবর্ষের চতুঃসীমাই পৃথিবীর সীমান্ত বলিয়া অবধারণ করিতেন। ইত্যাদি নানা কথা দ্বারা আর্য্যগণের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমার খর্ব্বতাব্যঞ্জক অভিমত কেবল বিদেশীয়েরা কেন, স্বদেশীয় কতিপয় শিক্ষিত লোকেরাও বহুল পরিমাণে প্রচার করিতেছেন। আধুনিক শিক্ষিতগণের ঐ সকল কথা যে একেবারে ভিত্তিহীন, অনৃত ও বালুভূমির উপর দণ্ডায়মান তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের কথা সে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ তাহার বহুল প্রমাণ এখন ও বিস্মৃতি-বন্যায় বিধৌত হইয়া যায় নাই, এখন ও তাহার সাক্ষীগুলি পূর্ণ কলেবরে বর্ত্তমান না থাকিলেও কঙ্কাল অবশিষ্ট হইয়া কালের করাল হ্রদে একেবারে চর্ব্বিত হয় নাই। যুগ যুগান্তরের অনন্ত স্রোত বহিয়া গিয়াছে এখনও সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত, দত্তকপুত্ররূপে অপরের গৃহে পরিপুষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমানে কত গ্রন্থকর্ত্তা ঐ মত উদ্ধৃত করিয়া স্বকীয় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করতঃ বিবিধ টীকা টীপ্পনীর সহিত নব নব পুস্তক উদ্গীরণ করিতেছেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে কোন কোন শিক্ষিত ধনীর পুস্তকালয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের গ্রন্থ এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

সে অনেক দিনের কথা, একদা আমি রামচরণ শিরোরত্ন সঙ্কলিত "ভারতবর্ষ বিচার" নামে একখানি পুস্তক দেখিয়াছিলাম। ঐ পুস্তকে উক্ত সিদ্ধান্তের কতকগুলি মত সন্নিবেশিত ছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অতি আদিম গ্রন্থ। ভূগোল সম্বন্ধে ঐ পুস্তক অতি আদর ও সম্মানের গ্রন্থ, প্রাচীনতা ও সারবত্তায় ঐ পুস্তক সর্ব্বশীর্ষস্থানীয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভূগোল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ সকলেই অবনতমস্তকে একবাক্যে ঐ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"চলা পৃথ্বীস্থিরা ভাতি।"

এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে আর্য্যগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতে (যখন বসুন্ধরার অবশিষ্টাংশ অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আবৃত ছিল) সম্যক্‌রূপে বিদিত ছিলেন যে পৃথিবী গমনশীলা, স্থির জড়পদার্থ নহে। গতিশীলা পৃথিবী স্থিরা বলিয়া অনুমিত হয় মাত্র।

ঐ গ্রন্থে আরও লিখিত আছে পৃথিবী কদম্ব কুসুমবৎ। ইহা দ্বারা বসুন্ধরা কি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, না কদম্ব পুষ্পের ন্যায় গোলাকার। যে আর্য্য

জাতির খগোল, জ্যোতিষ, গণিত সাহিত্যের অভিজ্ঞতা প্রবাদের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, সেই আদি সুসভ্য আর্য্য জাতির ভৌগোলিক জ্ঞান একেবারেই ছিল না, এ কথা কখনও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

ভূগোল সম্বন্ধে আর একটী কথা এই কলম্বস কর্ত্তৃক নব পৃথ্বী আমেরিকা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্ব্বেই আর্য্যগণ ঐ নূতন পৃথিবীকে তাঁহাদের প্রণীত অমূল্য গ্রন্থে "কন্যাদ্বীপ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই কলম্বসের আবিষ্কারে আর্য্যগণের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় নাই। আমেরিকা, প্রাচীন পৃথিবীর মহাদেশগুলি অপেক্ষা যে আধুনিক তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাহার প্রমাণ ও আর্য্যগণ রচিত শ্লোকে পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। আজি যে শ্লোক প্রতিদিন হিন্দু নর নারীর কণ্ঠে সুমধুর স্বরে ধ্বনিত হইতেছে যে শ্লোক পাঠ না করিয়া প্রায় কোন হিন্দুই অবগাহন করেন না, সেই শ্লোকটী এই :—

"অশ্বক্রান্তে, বিষ্ণুক্রান্তে, রথক্রান্তে বসুন্ধরে!
মৃর্ত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতিং কৃতং"।

ঐ তিনটী "ক্রান্ত" পৃথিবীর বিশেষণ। উহা দ্বারা তৎকালে পৃথিবী যে তিন ভাগে, তিন মহাদেশে বিভক্ত ছিল তাহাই সূচিত হইতেছে। যে বসুন্ধরা ঐ তিন ক্রান্তে বিভক্ত সেই পৃথিবীকে আবাহন করিয়া হিন্দুগণ পবিত্র সলিলকে জাহ্নবী জল মনে করিয়া সুখে স্নান করিতেন। সুসভ্য আর্য্যগণ ঐ তিন ক্রান্তের কথাই অবগত ছিলেন। ঐ তিন ক্রান্তই ভাষার পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমানে যথাক্রমে আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা নামে অভিহিত হইতেছে।

যদিও পূর্ব্বোক্ত নামসমূহের সহিত বর্ত্তমান আখ্যার কোন সংস্রব বা সামঞ্জস্য দেখা যায় না তথাপি ইহা নিরাপদে বলা সঙ্গত নহে যে ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। একই অর্থবাচক শব্দ ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ নবকলেবর ও পরিচ্ছদ ধারণ করে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহা অবধারণ করা যায় না। সেই জন্য বলি আকৃতির ও বসন ভূষণের বৈষম্য হেতু একথা বলা সঙ্গত নহে যে, ঐ শব্দই বর্ত্তমান আকার ধারণ করে নাই। ইহার প্রচুর প্রমাণ ভাষার বক্ষে এখন ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ এ কথার প্রতিবাদ করেন তবে দয়া করিয়া বসুন্ধরার উল্লিখিত বিশেষণ কয়েকটীর সম্যক্ অর্থ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাইতে পারিলে অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া লইব। ফল কথা নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় না দিয়া বিশদ অর্থ করিবেন।

যে সময়ে পাশ্চাত্যগগনে অমল-ধবল তুষার ভেদ করিয়া শিক্ষার ও সভ্যতার আলো ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, যে সময়ে তথায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতির আভা বিকীর্ণ হয় নাই, সেই সময় পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত জ্যোতিষের সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে এই পবিত্র ভারতভূমি প্রদীপ্ত ছিল। আর্য্যগণ সেই সময় ষড়দর্শনের সূক্ষ্মতম পন্থানুসরণ করিয়া কত কত আবরণহীন সত্যমূলক উপপত্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দুরারোহ সুতুঙ্গ খগোলের শেখরে অধিরোহণ করিবার জন্য

উৎকৃষ্ট সোপানাবলী প্রস্তুত করিতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু পৃথিবী গোলাকার কি চতুষ্কোণ, পৃথিবী সচলা কি অচলা তদ্বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এরূপ ধারণা বাতুলাশ্রম-বাসিগণের মস্তিষ্ক প্রসূত ব্যতীত অন্যের হইতে পারে না। অলমিতি বিস্তারেণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

অপূর্ব্ববার্ত্তা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি (৩)।

যুবতীর পর্য্যটন (৯)

পথপর্য্যটনে পুরুষজাতি যেরূপ পারদর্শী সমর্থ, নারীজাতি কখনই সেরূপ নহেন। রমণীগণ স্বভাবতঃ বলহীনা এবং সর্ব্ববিধ ক্লেশকর শ্রমসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহেই একরূপ অসমর্থা। কিন্তু জনৈক কসাক-যুবতী এই নীতির বৈপরীত্য সংঘটন করিয়া, পথপর্য্যটনে পুরুষ অপেক্ষাও কঠোর ও দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগতবাসীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন। এই রমণীর নাম কুডা সেফ। গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, ইনি অশ্বারোহণে এবং মাত্র একটী সেণ্টবার্ণার্ড-কুকুর সমভিব্যবহারে মাঞ্চুরিয়ার হার্ব্বিন বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া রুষরাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গ নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভ্রমণকালে ইঁহাকে সাইবিরিয়ার সুদূর প্রসারিত শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যানী, শত শত ক্রোশব্যাপী ভীষণ বিজন প্রান্তর এবং মরুময় বিশাল ও বন্ধুর প্রদেশ সকল অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ইনি বিন্দুমাত্রও উদ্বিগ্ন বা ভীত হন নাই—অকুণ্ঠিতচিত্তে বীরোচিত সাহস ও সহিষ্ণুতা সহকারেই পর্য্যটন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ ব্যাপারে ইঁহাকে যে দুর্গম ও দূরপথ অতিবাহন করিতে হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ৫,৪২০ পাঁচ হাজার চারিশত কুড়ি মাইল বা ২,৭১০ দুই হাজার সাতশত দশ ক্রোশ!! একজন যুবতী যে একাকিনী এরূপ নির্ভীক হৃদয়ে এত অধিক দীর্ঘপথ, ঈদৃশ মরু প্রান্তরময় ভয়াবাহ অরণ্য ভূমি অতিবাহন করিতে পারেন, তাহা এপর্য্যন্ত একরূপ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই বিবেচিত হইত। কিন্তু এই কসাক যুবতীর অমানুষ সাহস ও সামর্থ্য প্রভাবে আজ তাহা নিতান্ত সহজসাধ্য ও সম্ভবপর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। এরূপ পর্য্যটন স্ত্রীজাতি দ্বারা আর কখনও, কোনও দেশে নির্ব্বাহিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

ধর্ম্মপুস্তকের প্রচার ও আয় (১০)

ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বা মিশনরীগণ যেরূপ উৎসাহী ও আগ্রহ সম্পন্ন, পৃথিবীর আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই সেরূপ নহেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তক বা বাইবেল

যেরূপ প্রভূত পরিমাণে প্রচারিত হয়, সেরূপ আর কোনও ধর্ম্ম পুস্তকই নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, "ব্রিটীশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটী" (The British & Foreign Bible Society) নামক খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী সমিতি হইতে মাত্র ২,০০০ দুই সহস্র সংখ্যক ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আঠারটী বিভিন্ন ভাষায় ১৮,০০,০০০ আঠার লক্ষ পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে !! প্রচার কার্য্য ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং পরিশেষে গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন চারিশত দ্বাদশটী ভাষায় ৫৬,৪৪,৩৮০ ছাপান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার তিনশত একাশীখণ্ড পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে !!! প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পুস্তক বিক্রয়ের আয় ১,০০০ একহাজার পাউণ্ড বা ১৫,০০০ পনের হাজার টাকারও ন্যূন হইয়াছিল কিন্তু উহার চারি বৎসর পরে বর্ষে ১২,০০০ দ্বাদশ সহস্র, ছয় বৎসর পরে ২৭,০০০ সপ্তবিংশ সহস্র এবং নয় বৎসর পরে ৭০০,০০০ সপ্ততি সহস্র পাউণ্ড অর্থাৎ যথাক্রমে ১,৮০,০০০ এক লক্ষ আশী হাজার, ৪,০৫,০০০ চারি লক্ষ পাঁচ হাজার এবং ১০,৫০,০০০ দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল !! গত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আবার এই পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া বার্ষিক ২,৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড বা ৩৬,০০,০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে !!! তাহার উপরে গত কয়েক বর্ষে না জানি আবার কত বাড়িয়াছে ! খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বা বাইবেল ব্যতীত অপর কোনও ধর্ম্ম গ্রন্থের এরূপ প্রচার ও আয় আর কখনও হইয়াছে বলিয়া এপর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় নাই।

প্রথম একতান বাদন (১১)

অধুনা একতান-বাদন (Concert) নাট্যাভিনয়ের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। একতান বাদন না হইলে এখন আর অভিনয়ই হয় না। কিন্তু পুরাকালে এই বাদন পদ্ধতী এদেশে প্রচলিত ছিল না, নাটকাদির অভিনয়েও ইহার ব্যবহার হইত না। ইহা সুসভ্য ইংরাজ জাতিরই উদ্ভাবিত এবং ইংলণ্ড হইতেই এদেশে প্রচারিত। কিন্তু কোন্ মহাত্মাগণ যে সর্ব্বপ্রথম এই শ্রুতিমধুর অপূর্ব্ব বাদন প্রণালী বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ সুধিগণই ইহার প্রবর্ত্তক ; ইঁহারাই প্রথমে সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুকরণে একটী একতান বাদন সম্প্রদায় (Concert party) প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহাই বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম একতান বাদন।

মজ্জন-ভয়হীন সাগর (১২)

জলাশয় মাত্রেই মজ্জন-ভয় অর্থাৎ ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। জলে পড়িলে মনুষ্যাদি জীব কি গুরুভার দ্রব্যাদি নিমগ্ন হইবে না—ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে ? জলে কাঠ ভাসে, সোলা ভাসে,—জল অপেক্ষা লঘুপদার্থ মাত্রেই জলের উপরে ভাসিয়া থাকে কিন্তু তাই বলিয়া জলে মানুষ

গরু ভাসিবে, টাকা পয়সা ভাসিবে, ইহা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য নহে কি? জগতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। একস্থানে সেরূপ হইলেও অন্যত্র আবার তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এমন একটী বৃহৎ জলাশয় বা সমুদ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার জলে পতিত বা নিক্ষিপ্ত হইলেও কোনও জীব জন্তু কি কোনও দ্রব্যই নিমগ্ন হয় না! এই সমুদ্রের নাম মৃতহ্রদ বা মরু সাগর (Dead Sea) ইহা এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত প্যালেষ্টিন নামক দেশে অবস্থিত। এই সাগরে কোনও দ্রব্য নিক্ষিপ্ত বা কোনও প্রাণী পতিত হইলে নিমজ্জিত হয় না—নিক্ষিপ্ত কি পতিত হইবামাত্রই ভাসিয়া উঠে!! এরূপ মজ্জন ভয় হীন সাগর পৃথিবীতে আর একটীও দৃষ্টিগোচর হয় না।

জীবন রক্ষক কুক্কুর দল (১৩)

আল্পস্ পর্ব্বতমালা পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, মেরুদণ্ডরূপে য়ুরোপ খণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলেই অবস্থিত। সেই পর্ব্বতমালার উপরিভাগে চিরতুহিনময় প্রদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বা পাদরীদিগের "সেণ্টবার্ণার্ড" (St. Barnard) নামক মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম মধ্যে তত্রত্য পাদরীগণের দ্বারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত কতকগুলি কুক্কুর বাস করে, কুকুর গুলি আশ্রমের নামানুসারে "সেণ্টবার্ণার্ড ডগ্" নামে অভিহিত হয়। পরোপকারী পাদরীগণ, এই কুকুর দলের সাহায্যে বিপন্ন মানবজাতির বিপদ নিবারণ করেন—আল্পস্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে গিয়া যে সকল পথিক, পথভ্রষ্ট সুতরাং তুষারস্তূপে প্রোথিত ও প্রচণ্ড শীতে বিবশ ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, তাহাদিগের অনুসন্ধান, উদ্ধার সাধন ও জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। কুকুরগণ প্রত্যেকে আপন কণ্ঠদেশে উষ্ণবস্ত্র ও খাদ্যপানীয়াদি পূর্ণ এক একটী আধার ধারণ করিয়া, অতি প্রত্যূষে আশ্রম হইতে বহির্গত হয়, কোনও বিপন্ন পথিককে দেখিতে পাইলেই মুখ ও পদচতুষ্টয়ের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া, আধার মধ্যস্থ ভোজ্যপানীয়ে ও শীতবস্ত্রে তাহার ক্ষুৎপিপাসা ও শীত নিবারণ করিয়া থাকে। আল্পস্ পর্ব্বত শ্রেণীর সেরূপ উচ্চাবচ অংশে—চির তুষারাচ্ছন্ন ভীষণ সঙ্কটময় প্রদেশে, মনুষ্যের প্রত্যক্ষ সাহায্য বোধ হয় সেরূপ ফলোপধায়ী নহে, তাই সেখানকার সেই নিঃস্বার্থ সাধু সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের এই অভিনব অপূর্ব্ব ব্যবস্থা; কুকুরের দ্বারা বিপন্ন মানবজাতির জীবন রক্ষার উপায় বিধান! উপায়টী যেমন অভিনব তেমনই ফলপ্রসূ। এতদ্দ্বারা বর্ষে বর্ষে বহু বিপন্ন ব্যক্তি বিপন্মুক্ত হয় আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মাত্র এক বর্ষে অর্থাৎ গত ১৮০৪ খৃষ্টাব্দেই দুইশত লোক এইরূপে জীবন দান পাইয়াছিল!! এরূপ স্বার্থহীনতার—পরোপকার ব্রতের জ্বলন্ত নিদর্শন সংসারে বিরল!

বিরাটকায় বিচিত্র মৎস্য (১৪)

মৎস্য জগতে 'তিমিঙ্গিলগিল'ই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। একাল পর্য্যন্ত যত বৃহদাকার মৎস্য লোকলোচনের গোচরীভূত

হইয়াছে তন্মধ্যে এই শ্রেণীর মৎস্যই যে শ্রেষ্ঠ, আকারে, পরিমাণে ও বলে সকল প্রকারেই সমস্ত মৎস্যের প্রধান, শীর্ষস্থানীয়, তাহা একরূপ অসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে! আমাদের দেশের 'কৈভোল, 'মুদিভোল, 'ভেক্‌টিভোল, ও 'ফটক' প্রভৃতি মৎস্যও বড় কম প্রকাণ্ড নহে। শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ 'ফটক' মৎস্য আবার যেমন বৃহদাকার তেমনই বিচিত্র-দর্শন। কিন্তু গত ১৩১৭ বঙ্গাব্দে, মেঘনা নদীতে মোহিণী মোহন দাস নামক জনৈক কৈবর্ত্ত কর্ত্তৃক যে ফটক মৎস্যটী ধৃত হয়, সেরূপ প্রকাণ্ড মৎস্য বোধ হয় এদেশে আর কখনও দেখা যায় নাই। এই মৎস্যের উদর গহ্বরে ফুটবল ক্রীড়ার বলের ন্যায় কতকগুলি বৃহদাকার ডিম্ব ও সাতটী অদ্ধজীর্ণ প্রকাণ্ড ইলিশ মৎস্য পাওয়া গিয়াছিল! ইহার বিরাট দেহের উভয় পার্শ্বে দুইটা করিয়া চারিটী বৃহৎ পক্ষ, মস্তকের দুইদিকে সূর্প বা হস্তিকর্ণের ন্যায় দুইটা কর্ণ এবং শিরোদেশে করপত্র বা করাতেরমত সাদ্ধদ্বিহস্ত দীর্ঘ ও তদনুরূপস্থূল একটা শৃঙ্গ বিরাজমান! মৎস্যটী সাদ্ধত্রয়োদশ হস্ত দীর্ঘ কিন্তু ইহার বক্ষস্থলের বিস্তার সাদ্ধ ছয় হস্ত আর মুখ বিবরের প্রসার এত অধিক যে একটী দশবর্ষ বয়স্ক শিশু অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইত!! ইহার সমগ্র দেহের ভার আবার পঞ্চাশৎ মণের ন্যূন নহে!! এরূপ বিচিত্র বিরাট দেহ গুরুভার মৎস্য বঙ্গের নদী তড়াগাদিতে, বোধ হয়, এই প্রথম ধৃত হইল।

সুন্দরী রমণী (১৫)

সর্ব্বসম্মত সুন্দরী স্ত্রীলোক সংসারে নাই। তবে পৃথিবীর গুণী, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনমণ্ডলী যে বিশেষ লক্ষণাদি সম্পন্না ভামিনীদিগকে সুরূপা সুদর্শনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন তাঁহারাই সুন্দরী বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। কিন্তু তাহাতে সে সিদ্ধান্তেও মতদ্বৈধ—দেশ, কাল, পাত্র ও রুচি প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও সুনিপুণ নির্ব্বাচকের অভিমত এই যে, পশ্চিম ককেসস্ গিরির সুরম্য উপত্যকা বিশেষের সরকস্ জাতীয়া ললনারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। সুচতুর ভাস্কর রচিত রমণীর মর্ম্মর মূর্ত্তিও নাকি সেরূপ মনোমোহিনী নহে! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জর্জ্জিয়া দেশের কামিনীরা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া! কোনও কোনও বিজ্ঞলোক গুর্জ্জর দেশীয়া এবং কেহ বা কাশ্মীর দেশের সীমন্তিনীদিগকে রূপলাবণ্যেরখনি, সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মত প্রকাশ করেন! কিন্তু সংসার ললামভূতা, পৃথিবীর সমগ্র অবলাকুলের শীর্ষস্থানীয়া, অনিন্দ্যসুন্দরী হইতেছেন লিমারিক মহিলাগণ!! লিমারিক্ আয়র্লণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত জনপদ বিশেষ। সেখানকার নিতম্বিনীদিগের রূপলাবণ্যের নিকটে পরিত দূরের কথা, স্বয়ং মদন মোহিনী রতিকেও নাকি লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়!! কিন্তু বাস্তবপক্ষে বলিতে গেলে, এ জগতে সর্ব্ববাদিসম্মত সুন্দরী নারী একজনও নাই—যাঁহার চক্ষু যাঁহাতে মুগ্ধ, যিনি যাঁহার দর্শনে আত্মবিস্মৃত, বিমোহিত, তিনিই তাঁহার নিকটে সুন্দরী, অন্যে নহে!

পক্ষীর ভ্রমণ (১৬)

অনেক পক্ষী শীত সহ্য করিতে পারে না। কোনও কোনও পক্ষী আবার বর্ষার বিরোধী। এজন্য শীত বা বর্ষাঋতু সমাগত হইলেই, অনেক পক্ষী দেশত্যাগ করে এবং ভিন্নদেশে গ্রীষ্ম বা বসন্ত ঋতু ভোগ করিয়া আবার নিজদেশে পূর্ব্ব আবাসে প্রত্যাগত হয়। এই জাতীয় পক্ষীরাই 'ভ্রমণশীল' (migratory) নামে অভিহিত। আমাদের দেশের কোকিল, বউকথাকও, নীলকণ্ঠ ও 'শিব-শিব-শিব' তুমি যা'কর' প্রভৃতি পক্ষী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই পক্ষীজাতি শীতের তাড়নায় অস্থির হইয়া, শীতেতর ঋতুর অনুসন্ধানে, যে দূরপথ অতিবাহন করে, তাহা শ্রবণ করিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। তিব্বত দেশের ভ্রমণশীল পক্ষী অভ্রভেদী হিমগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করে! উত্তর আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি দেশের সারস পক্ষী, শত শত ক্রোশ অতিবাহন করিয়া, মধ্য ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় গিয়া উপস্থিত হয়!! কোনও কোনও পক্ষী আবার জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের উত্তারাংশ হইতে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে!! ক্ষুদ্র পক্ষীজাতির এরূপ দূরভ্রমণ—বসন্তাদি সুখকর ঋতুর ভোগ—বাসনায় শত সহস্র ক্রোশ পথ অতিবাহন, বড় কম বিস্ময়ের বিষয় নহে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

কলহে বিরাম যাচ্ঞা।

বাঙ্গালীর সর্ব্বত্র কলহ। কলহ ব্যতীত তাহাদের দিবাবসান—রজনী প্রভাত হইতে চাহে না। কলহ ভিন্ন বাঙ্গালী আহারে স্বাস্থ পায় না; শয়নে তাহাদের নিদ্রা হয় না। কলহই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। এহেন বাঙ্গালী-পরিচালিত একই উদ্দেশ্যে সৃজিত দুইখানি সাময়িক পত্রিকার মধ্যে কলহের সৃষ্টি হইলে দুঃখিত হইবার হেতু থাকিলেও বিস্মিত হইবার হেতু নাই। আমরা সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকা ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি-এ, সম্পাদিত আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা নাম্নী পত্রিকা দ্বয়ের মধ্যে কলহের দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়াছি। উভয় পত্রিকাই কায়স্থজাতির কল্যাণসাধনে নিয়োজিত—উভয়ের জীবনই কায়স্থজাতির সেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত। তথাপি উভয়ের মধ্যে কেন যে কলহাগ্নির বিকাশ ও শিষ্টাচারের মুণ্ডপাত হয়, তাহা কায়স্থ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তাই বলিতে পারেন। অথবা বাঙ্গালার মাটীরগুণে শিব গড়িতে বানর না জন্মিয়াই পারে না! মতবিরোধ জগতের কোথায় না আছে? মতবিরোধ হইলেই ভদ্রতারসীমা লঙ্ঘন করিতে হইবে, সভ্য-জগতের নীতিশাস্ত্রে তাহা লেখে না। কায়স্থ পত্রিকা ও কায়স্থ-প্রতিভা, উভয়ের সম্পাদক-দ্বয়ই সুশিক্ষিত অথচ তাঁহারা তাঁহাদের পরি-

চলিত কাগজে অশিষ্টাচার প্রকাশের সুবিধা দিয়া দৌর্ব্বল্য প্রকটন কেন যে করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝি না। শাস্ত্রীয় বিচারে যুক্তি প্রমাণের উপরই নির্ভর করা কর্ত্তব্য। অপভাষা প্রয়োগে, পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশে বা বিদ্রূপাত্মক বাক্-বিন্যাসে জয় লাভ হয় না, শুধু আত্মপ্রকাশ হয় মাত্র। যুক্তিপ্রমাণের বলে সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে হয়। জয় পরাজয়ের বিচারক পাঠকেরা—নিজে নিজের জয়ঘোষণা করিলেই জয়ী হওয়া যায় না। আপনি আপনার জয়ঢাক বাজাইয়া উপহাসাস্পদ হওয়াই বা কেন? শিষ্টাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া হীনতা প্রদর্শনই বা কেন? বড়ই পরিতাপের বিষয়!

বিগত ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা কায়স্থপত্রিকায় 'দ্বন্দ্বপ্রিয়া প্রতিভা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আদ্যন্ত পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন, উহা কিরূপ শ্লেষত্মক মর্য্যাদালঙ্ঘনকারিণী ভাষায় লিখিত। উহার লেখক একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নাম শ্রীযুক্ত কালীকমল-কাব্য-বিনোদ। তিনি প্রবন্ধটী লিখিবার সময় ব্রাহ্মণোচিত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা একেবারে বিস্মৃত হইয়াই যেন রজগুণে পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়-সন্তান সরকার মহাশয়ের অঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্রাভাবে শুধু বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। সরকার মহাশয়ের অঙ্গে বর্ম্ম থাকায় ঐ বাক্যবাণ তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া বেদনা উৎপাদন করিতে পারিতেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু অনেকের প্রাণে সরকার মহাশয়ের প্রতি কাব্য-বিনোদ মহাশয়ের আচরণে যন্ত্রণার সঞ্চার করিয়াছে। কাব্য-বিনোদ মহাশয়, সরকার মহাশয়কে অশাস্ত্রদর্শী, ক্রোধী ও অহঙ্কারী বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া প্রবন্ধটী আরম্ভ করিয়াছেন, আর পিতৃপক্ষের সহিত কলহকারিণী—উন্মাদিণী বালিকা নামে অভিহিত করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিয়াছেন! মধ্যে কোথাও বা "বেদ-বিদ্যার বিদূষী" বলিয়া শ্লেষোক্তিতে সরকার মহাশয়কে কৃতার্থ করিয়াছেন! কোন স্থানে বা গ্রন্থান্তরের সহিত বেদার্থের বিরোধ বা উপরোধ কল্পনা করিবার ও যোগ্যতাভাবের আরোপ করিয়া স্বীয় সুযোগ্যতার পরিচয় দানে আনন্দানুভব করিয়াছেন। কোন একস্থানে ভাষাজ্ঞানীনবচ্ছিন্ন অদূরদর্শী মদমূঢ়, বিদ্যা-মরীচিকান্ধ সরকার মহাশয়ের সহিত বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া বিদ্যার আলোকে আত্মরূপ দর্শের সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও বা সরকার মহাশয়ের বেদের অভিনব গ্রন্থকর্ত্তা হইবার সাধ দেখিয়াছেন, উৎকট ঐতিহাসিক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন! কোনস্থলে বা তাঁহাকে মাথা ঠিক রাখিয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রবন্ধের মধ্যস্থ এরূপ বহুস্থল উদ্ধৃত করা যায়, যাহা কাব্যবিনোদ মহাশয়ের লেখনীর যোগ্য হয় নাই। কটূক্তির দ্বারা যদি জয়লাভ হইত—সত্য প্রতিষ্ঠা হইত, তবে আর কথা ছিল কি?

কাব্যবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন 'আপোষের কথা' প্রবন্ধের প্রতিবাদে সরকার মহাশয় যাবনিক ভাষা প্রয়োগজন্য তাঁহাকে দ্বিজাতির অধম ও নীচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নানাবিধ অনার্য্য বিশেষণে বিশেষিত করি-

য়াছেন। আমরা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় সেই প্রবন্ধটী আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। তাহা পাঠে আমাদের বোধ হইল সরকার মহাশয় কাব্য-বিনোদ মহাশয়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন জন্য ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহাই যদি হইত তবে পূজ্যপাদ শব্দ কাব্য-বিনোদ মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না। চরণ বন্দনা করিয়া কর্ণমর্দ্দন রীতির অনুসরণ যে প্রবীণ সরকার মহাশয় করিতে পারেন ইহা বিশ্বাস্য নহে। তিনি যাবনিক ভাষা ব্যবহার জন্য দুঃখিত হইয়াছেন এবং যাবনিক ভাষা ব্যবহারে শাস্ত্র কিরূপ বিরূপ তাহাই প্রদর্শনজন্য শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন অবশ্য অসরলভাবে গ্রহণ করিলে কাব্যবিনোদ মহাশয় নিজকে অপমানিত বোধ করিতে না পারেন, এমন নহে। সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের অন্য কোন স্থানে অশিষ্টাচারের লেশ মাত্র নাই। ইহা বোধ হয় কাব্যবিনোদ মহাশয়ও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সরকার মহাশয়ের অপরাধ যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও কাব্যবিনোদ মহাশয়, তাঁহার ব্যবহারের জন্য ভদ্রসমাজের কাছে নিস্কৃতি পাইতে পারেন কিরূপে? এক জন নিন্দার্হ কার্য্য করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকেও যে তদপেক্ষা শতগুণ নিন্দার্হ কার্য্য করিতে হইবে, ইহাই কি সভ্যতার, শিষ্টতার নিয়ম? কাব্যবিনোদ মহাশয় নীরব থাকিলে অথবা রক্ত সংসর্গ ও শিক্ষার উচ্চতার অনুরূপ শিষ্টাচারের সহিত শাস্ত্রীয় মীমাংসায় অগ্রসর হইলে কি অধিকতর সৌন্দর্য্য ও ব্রাহ্মণ্য ফুটিয়া উঠিত না? তিনি দ্বন্দ্বপ্রিয়া প্রতিভানামে প্রবন্ধ লিখিয়া নিজেও অদ্বন্দ্বপ্রিয়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই! অন্যকে অশিষ্টাচারী বলিয়াও নিজকে শিষ্টাচারী রাখিতে চেষ্টা করেন নাই; ইহা বড়ই অশোভন হইয়াছে। আশা করি, ভবিষ্যতে কাব্যবিনোদ মহাশয় ও সরকার মহাশয় স্ব স্ব পদগৌরব ও কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া লেখনী পরিচালনা করিবেন। শাস্ত্রীয় বিচারে বিজিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অতঃপর কেহই যেন অশান্তির উৎপাদন না করেন। শিক্ষায় মানুষকে মার্জ্জিত করিবে—সহিষ্ণু করিবে—উদ্ধত ও অসহিষ্ণু করিবে কেন? দেশের কল্যাণ, জাতীয় কল্যাণ স্মৃতিপথে রাখিয়া প্রত্যেকেরই কলহাগ্নিতে ইন্ধন যোগান অকর্ত্তব্য। আমরা পরিশেষে কায়স্থ-পত্রিকা ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের নিকট সবিশেষ অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন স্ব স্ব পরিচালনাধীন কাগজে কখনও এরূপ প্রবন্ধের স্থান না দেন, যাহা জাতীয় উত্থানপথের বিঘ্নস্বরূপ কলহ-কণ্টক-তরুর উৎপত্তির সহায়তা করে।

॥ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা।

রচয়িত্রী।

(গল্প)।

হাউন্স্লো নগরের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীযুক্ত মার্লো, স্ত্রী ও দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের সহিত বাস করিতেন। শ্রীযুক্ত মার্লোর একটি কন্যা ছিল, কিন্তু তাহার বিবাহ হওয়ায় সে এখন আর এই ক্ষুদ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পুত্র দুইটি কোন ব্যাঙ্কে কার্য্য করিত। কাজ ভাল, কিন্তু তাহাদের বেতন তদুপযুক্ত ছিল না। অতি অল্প বেতনেই তাহারা ব্যাঙ্কে কাজ করিতেছিল।

পিতা কোন সময়ে নগরে কোন অবৈতনিক কার্য্য করিতেন। তদবধি তিনি শুধু আশাই করিতেছেন, একটা কিছু তাঁহার জুটিয়া যাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সুবর্ণ-সুযোগ আর আসিল না।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আলোচ্য পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তা ছাড়া সংসারের যত কিছু অশান্তি, কষ্ট এবং যন্ত্রণা সমস্তই বাড়ীর গৃহিণীকে সহ্য করিতে হইত। এই খর্ব্বকায়া ক্ষীণাঙ্গী রমণীর মস্তকের কেশে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন দেখা দিতেছিল। এক কালে রমণীর মুখশ্রী মন্দ ছিল না কিন্তু তাঁহার পরিহিত বিবর্ণ বস্ত্র এবং স্বহস্তনির্ম্মিত সূতার অঙ্গাবরণ তাঁহার বিগতশ্রী দেহে এখন আদৌ মানাইত না। চিরজীবন নীরবে সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা এবং অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বরও মৃদু হইয়া আসিয়াছিল। কেহ তাঁহার মুখে কখনও অসন্তোষের ছায়া দেখে নাই, শত কষ্টেও কণ্ঠে বিরক্তির ভাষা উচ্চারিত হয় নাই।

শ্রীমতী মার্লোর দেহে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন না থাকিলেও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। প্রতিদিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময় রন্ধনাগারে গিয়া তিনি আগুন জ্বালিয়া পুত্রদের জন্য জল গরম করিতেন। গরম জলে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রদ্বয় প্রত্যহ সাড়ে সাতটার ট্রেনে কর্ম্মস্থলে গমন করিত। প্রতিবেশীরা শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাড়ীর সদর দরজা সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কৃত করিতেন। প্রতিবেশীরা জানিত ২৭ নং বাড়ীতে কোন পরিচারিকা নাই। বহির্দ্বার পরিষ্কার কার্য্যটাই শ্রীমতী মার্লোর পক্ষে বড়ই কষ্টকর ছিল। সময়ে সময়ে তিনি দুই চারি পয়সা খরচা করিয়া কোন পরিচারিকা দ্বারা বহির্ব্বাটী পরিষ্কার করাইয়া লইতেন বটে; কিন্তু সকল সময়ে এই সামান্য ব্যয়ভার বহন করাও এই পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত।

সদর দরজার পার্শ্বে একটি পিত্তলের ফলকের উপর "মার্লো, টাইপিষ্ট এবং অনুবাদক" এই অক্ষর কয়টি ক্ষোদিত ছিল।

অতি অল্প মূল্যে শ্রীমতী মার্লো এই কার্য্য করিয়া দিতেন। গৃহকর্ম্ম সারিয়া

তিনি ক্ষুদ্র পাঠাগারে গমন করিতেন। রাত্রি কালে, যখন সকলে নিদ্রা যাইত তখন শ্রীমতী মার্লো কলে বসিয়া লোকের লেখা নকল করিয়া দিতেন।

শ্রীযুক্ত মার্লো, কখনও কখনও কলে বসিয়া দুই চারি পাতা নকল করিয়া দিতেন বটে; কিন্তু সব দিন তাঁহার মন প্রসন্ন থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি সমাজে যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তির দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, অকৃতজ্ঞ মানবসমাজ তাঁহাকে তাহা দেয় নাই বলিয়া প্রায়ই বিষণ্ণ চিত্তে তিনি গৃহকোণে বাসিয়া দুনিয়ার অকৃতজ্ঞতার বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া সময় কাটাইয়া দিতেন।

এ দিকে শ্রীমতী মার্লো, স্বামীর ষ্টকিং, জামা ধৌত করিয়া, জর্ম্মণ ভাষা হইতে ভৈষজ্য-তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের ইংরাজী তর্জ্জমা নকল করিয়া রাখিতেন।

যে দিন কোন গ্রন্থকার তাঁহার অপ্রকাশিত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির কয়েক পরিচ্ছদ নকল করিবার জন্য শ্রীমতী মার্লোর কাছে পাঠাইয়া দিতেন, কর্ম্মক্লান্তা রমণীর সে দিন কি আনন্দ-ময় বোধ হইত! কিন্তু সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিবার সুবিধা তাঁহার হইত না। গ্রন্থ-কারটির খেয়াল বিচিত্র। তিনটি টাইপিষ্টের দ্বারা তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ করাইয়া লইতেন। পাছে কেহ তাঁহার গ্রন্থের গল্পাংশ চুরি করে।

একবার কোন লেখিকা তাঁহার নিকট একখানি নাটকের সমগ্র পাণ্ডুলিপির নকল করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। নাটকখানি পাঠ করিয়া শ্রীমতী মার্লো আনন্দের আতি-শয্যে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পাঠক সে নাটক খানিতে কোনও রসের সন্ধান পান নাই। নাটক রচয়িত্রী অবশেষে কোন ধনী কশাইকে বিবাহ করিয়া গ্রন্থরচনার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন।

কিছুকাল পরে ফরাসী ভাষা হইতে অনু-বাদ করিয়া দিবার জন্য কোন অজ্ঞাত লেখক তাঁহার নিকট একটী গল্প পাঠাইয়া দেন। গল্পটী অতি চমৎকার। শ্রীমতী মার্লো যথা-সময়ে লেখকের নিকট অনুবাদটী পাঠাইয়া দেন। তিনি পুনরায় লিখিয়া নকল করিবার জন্য শ্রীমতীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই ঘটনার পর তিনি বহু ক্ষুদ্র গল্প নকল অথবা অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য পাইতে লাগিলেন। গল্পলেখকের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু তাঁহার লিখনপ্রণালীর সহিত শ্রীমতী মার্লো একান্তভাবে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

"ই, জোন্স" নামধারী এই ছোট গল্পলেখ-কের প্রশংসা শ্রীমতী মার্লোর মুখে ধরিত না তিনি যদি পুরুষ হইতেন তাহা হইলে এরূপ গল্প তিনি নিশ্চয় রচনা করিতে পারিতেন, এ কথা সহস্রবার শ্রীমতী মার্লো স্বামী পুত্রের নিকট বলিয়াছিলেন। একদিন উক্ত লোকের লেখনী নিঃসৃত "রমণীর দুঃখ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি শ্রীমতীর নিকট আসিল। শ্রীমতী মার্লো দেখিলেন তাঁহার আরাধ্য লেখক পুরুষ নহেন,—তাঁহার ন্যায় রমণী! এ সংবাদ স্বামী পুত্রের নিকট শ্রীমতী উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে বিবৃত করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলেন,—

"আমার বিশ্বাস, এখন আমিও গল্প লিখিতে পারিব!"

জ্যেষ্ঠ পুত্র হেন্‌রী মাতার গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিল,—"মা, আমার গলাবন্ধটি সেলাই করিয়া দিতে ভুলিও না। আর ও সব বাজে কল্পনায় মন দিও না।"

কনিষ্ঠ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। সে ভাবিল রমণীরা প্রায়ই বাজে কথা বলে। ও সব কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল।

শ্রীমতী মার্লো এরূপ উপেক্ষা বহুদিন হইতেই সহ্য করিয়া আসিতেছেন। স্বামী-পুত্র তাঁহাকে যন্ত্রস্বরূপই মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে কোনরূপে উৎসাহিত করা তাঁহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। শ্রীমতী মার্লো গলাবন্ধ সেলাই এবং অন্যান্য গৃহকার্য্য করিতে করিতে একটি গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। কেমন করিয়া বর্ণবিন্যাস করিতে হইবে, অঙ্কিত চরিত্রের মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কি ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে এই সমুদয় বিষয়ে তাঁহার মস্তিষ্ক পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিল। যখন তিনি গল্পের প্লট লইয়া ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে একখানি গণিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। অত্যন্ত জরুরী কাজ। সর্ব্বাগ্রে উহা শেষ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং শ্রীমতীর গল্প তখনকার মত বন্ধ রহিল।

যাহা হউক, ক্রমশঃ গল্পটী সমাপ্ত হইল। রচয়িত্রী উহা ভাঁজ করিয়া টেবিলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহার পাণ্ডুর গণ্ড লজ্জার আভায় আরক্ত হইয়া উঠিল। দুই বৎসরের পুরাতন টুপিটী মাথায় পরিয়া শ্রীমতী মার্লো কন্যাকে দেখিতে গেলেন। কন্যার শিশুসন্তানগুলিকে তিনি অনেক দিন দেখেন নাই। শ্রীমতী মার্লোর বয়ঃক্রম আটান্ন বৎসর, তিনি মাতামহীর স্থান অধিকার করিয়াছেন।

গল্পটি ত লেখা হইল; এখন তাহা মুদ্রিত করিবার উপায় কি? গল্প লিখিয়া পরে কি উপায়ে তাহা মুদ্রিত করিতে হয়, অথবা কাহারা গল্প লইয়া থাকেন শ্রীমতী মার্লো তাহার কোন সংবাদই কখনও রাখেন নাই।

কন্যা নিজের সংসারের কার্য্য লইয়াই বিব্রত। মাতার প্রশ্নে সে বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারিল না। অবশেষে সে বলিল যে তাঁহার যে দুইটী মুরুব্বী আছেন—ই, জোন্স, এবং নাটিকা লেখিকা—তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা উচিত।

নানারূপ আশা আশঙ্কা এবং মানসিক চাঞ্চল্যের পর কম্পিতহৃদয়ে শ্রীমতী মার্লো উভয়ের নিকটই পত্র লিখিলেন। পত্র দুইখানিই কাতরপ্রার্থনা এবং বিনয়ে পরিপূর্ণ।

নাটিকা লেখিকা সে পত্রের করুণ এবং লজ্জানম্রভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন শ্রীমতী মার্লো অর্থভিক্ষার জন্য এই পত্র লিখিয়াছেন। সুতরাং পত্রখানি অগ্নিদেবকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। উত্তর দিবার কোনও প্রয়োজনই তিনি অনুভব করিলে না।

ই জোন্‌স্ মুরুব্বীয়ানাচালে লিখিলেন যে কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক অথবা স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে গল্পটি পাঠ করিতে দেওয়া ব্যতীত অন্য উপায়

নাই। প্রকাশযোগ্য হইলে তিনি হয়ত গল্পটি মাসিকপত্রে স্থান দিতে পারেন।

শ্রীমতী মার্লো পত্রখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ মুখে বিষাদের ছায়া। ই, জোন্‌স্ তাঁহাকে ইংলণ্ডের যুবরাজের সহিত করকম্পন করিতে উপদেশ দিলেন না কেন? কোন মাসিক-পত্রের সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করাও যা, আর যুবরাজের সহিত করকম্পন করাও তাই। দুইই অত্যন্ত সহজকার্য্য! সপ্তাহে যাহার আয় মাত্র ছয় টাকা বার আনা, ক্ষুদ্র কুটীরে যাহার বাস, সে কি না পনের ষোল হাজার টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী চড়া স্বত্বাধিকারী বা সম্পাদকের সহিত আলাপ করিতে যাইবে? তাঁহার এক একটা চুরুটের দাম যে দুই তিন মুদ্রা!

"এই উপায়ে যদি আমাকে গল্প ছাপিতে হয় তাহাহইলে বরং সেই কাগজগুলি দ্বারা আগুন জ্বালান ভাল।" সে দিন বস্ত্রাদি ধৌত করিতে হইবে। শ্রীমতি মার্লো দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে চা-পানের সময় শ্রীমতি তাঁহার বিফলতার কথা পুত্রদিগকে বলিলেন। কনিষ্ঠপুত্র হাসিয়া বলিলেন যে, "তাঁহার যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল হইয়াছে।"

সে সস্নেহে বলিল, "মা, তোমার বুদ্ধি বড় কম। কোন সম্পাদক তোমার কথা কাণে তুলিবেন বল? তাঁহারা শুধু সুন্দরী যুবতীদিগের সহিত আলাপ করেন, তোমার মত ঠান্‌দিদির বয়সী রমণীদিগের প্রতি তাঁহারা ফিরিয়াও তাকান না। আমি যদি কোন পত্রের সম্পাদক হইতাম, তাহা হইলে যাহাদের রূপযৌবন নাই এমন কোন রমণীর সহিত কথাই কহিতাম না। কাহারও সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বে ভৃত্যকে পাঠাইয়া জানিতাম, তাহার চেহারা কেমন?"

জননী কোন উত্তর করিলেন না, মার্জ্জিত ধাতু নির্ম্মিত চা-র পাত্রে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। হৃদয় দুঃখে ও নৈরাশ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল। পুত্র বুঝিল না তাহার বাক্যে জননীর হৃদয়ে কি গভীর আঘাত লাগিয়াছে। সামান্য পরিচারিকা হইতে রাজরাণী পর্য্যন্ত কোনও নারীকে বৃদ্ধা বলিলে সে কথাটা কেহই সহ্য করিতে পারে না। সকলেই বার্দ্ধক্যের চিন্তা হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

বিমর্ষভাবে জননী বলিলেন, "তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, কথ্‌বার্ট। আমি বৃদ্ধা হইয়াছি আমার এখন কোনও প্রকার বিদ্যাবুদ্ধির কার্য্যে হাত দেওয়াই উচিত নয়।"

পুত্র বলিল, "বাস্তবিকই তাই। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। ডাক-যোগে তুমি গল্পটি কোনও সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দাও। তাহা হইলে কেহ তোমার চেহারা দেখিতে পাইবে না!"

শ্রীযুক্ত মার্লো বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন, "কথ্‌বার্ট, তোমার কথা শুনিলে লোকে মনে করিবে তোমার মা যেন রাক্ষসী বা ডাইনীর মত কদাকার। চুপকর!"

শ্রীমতী মার্লো, পুত্রের পরামর্শ মত কার্য্য করিলেন। গল্পটি ডাকযোগে প্রেরিত হইল। কিন্তু অল্পদিনেই উহা পুনরায় ফিরিয়া আসিল,

তিনি আবার অন্যত্র প্রেরণ করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক পত্রের সম্পাদকই তাঁহার গল্পটি ফিরাইয়া দিলেন।

ক্রমশঃ শ্রীমতী নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতীর সেবা করিয়া পবিত্র নির্ম্মাল্য লাভ করা তাঁহার মত নগণ্য সাহিত্য সেবিকার অদৃষ্টে নাই।

ইতিমধ্যে তিনি আর একটি গল্প লিখিয়াছিলেন। গল্পের মুদ্রণ বিষয়ে যতই তিনি আশাশূন্য হইতেছিলেন, ততই আগ্রহভরে নূতন গল্পরচনায় নিবিষ্ট হইলেন। সম্পাদকদিগের নিকট হইতে প্রতিবার উপেক্ষিত হইয়া তাঁহার কল্পনা শক্তি প্রখরা ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদা রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র হেন্‌রী মাতাকে একটা সুসংবাদ দিল।—

"আমাদের আফিসে একটি ছোকরা কাজ করেন। শুনিলাম তাঁহার পিতা 'অনিয়ন্‌স মন্থলি' নামক মাসিকের সহকারী সম্পাদক। তাহাকে দিয়া একবার চেষ্টা করিলে হয় না?"

গল্পলেখিকার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল আশার আলোকরেখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"হেন্‌রী, তবে তাঁকে একদিন চা-পানের নিমন্ত্রণ কর। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিব।" শ্রীমতী মার্লো সেই রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া বারো আনার অতিরিক্ত কার্য্য করিলেন। এই অর্থের দ্বারা নির্দ্ধারিত দিবস নিমন্ত্রিতের জন্য কিছু পিষ্টক ক্রয় করিতে হইবে।

যথাসময়ে সহকারী সম্পাদকের পুত্র নিমন্ত্রণে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে আসল কথাটা তাঁহাকে বলা হইল। তাঁহার পিতাকে তিনি বলিয়া কহিয়া একটী গল্পের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিবেন কি? গল্পসম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের মতামতটি জানিতে পারিলে শ্রীমতী মার্লো অত্যন্ত উপকৃত হইবেন, চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

যুবকটি সহৃদয়। সানন্দে সে কার্য্যভার গ্রহণ করিল। গল্পটি পড়িয়া পিতার মতামত তাঁহাকে দিয়াই সে শ্রীমতী মার্লোর নিকট পত্রযোগে জানাইবে অঙ্গীকার করিল।

কম্পিত হস্তে লেখিকা "শীর্ণহস্ত" শীর্ষক গল্পটি কাগজে মুড়িয়া যুবকের হস্তে অর্পণ করিলেন। সহকারী সম্পাদকের পুত্র পকেটে কাগজের তাড়া রাখিয়া বিদায় লইল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল; কিন্তু শ্রীমতী মার্লো কোন উত্তর পাইলেন না। আশায় ও নৈরাশ্যে লেখিকার হৃদয় পীড়িত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িল।

অবশেষে একখানি পত্র আসিল। "অনিয়ন্‌স্ মন্থলি" নামক মাসিক পত্রের কার্য্যালয় হইতে পত্রখানি প্রেরিত হইয়াছে। উত্তেজনার আতিশয্যে অভিভূত হইয়া শ্রীমতী পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা আছে,—

"ম্যাদাম,—

আমার পুত্র আপনার গল্পের পাণ্ডুলিপি আমায় পাঠ করিতে দিয়াছে। আমি সানন্দে উহা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি লেখক হিসাবে আপনার সাফল্য লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। গল্পের গোড়া বড় শিথিল, গল্পাংশ মনোজ্ঞ নহে।

কথোপকথনের ভাষা সুন্দর বটে কিন্তু উদ্দেশ্য-হীন। গল্পটি আগাগোড়া নীতিপূর্ণ; কিন্তু এখনকার পাঠকেরা নীতিকথা চাহে না। গল্পের নামটি সুন্দর হইয়াছে। ইতি

বিনয়াবনত, আলবার্ট বুস্‌মিল্‌স।”

শ্রীমতী মার্লো হাসিবেন কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারিলেন না।

সকলে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, “এতকাল পরে আমি ধরা পড়িয়াছি। উপন্যাস রচনায় আমার সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। আরও তিনটি গল্প কেন যে কলে নকল করিলাম জানি না। বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি।”

কনিষ্ঠ পুত্র বলিল, “মা তোমার শেষের গল্প কয়টিও পূর্ব্বের গল্প দুইটির মত অত্যন্ত সাধারণ, বিশেষত্বহীন। ‘ফ্যামিলি হার্থ’ নামক মাসিকে পাঠাইয়া দেও। আমি একবার এক সংখ্যা পাঠ করিয়াছিলাম, কি বিশ্রী মাসিকপত্র!”

১৭ নং বাড়ী হইতে কুমারী নেটি কার্পেনটার সে দিন তথায় চা পান করিতে আসিয়াছিলেন। হেন্‌রীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “আপনি এ মাসিক পত্রখানি পছন্দ করেন না? আমি ত বড় ভালবাসি। মা প্রায়ই এই কাগজখানা কেনেন। আমি সুবিধা পাইলেই উহা পাঠ করি। বড় ভাল মাসিকপত্র!”

কথবার্ট বলিল, “তবে ঠিক হইয়াছে। নেটি যখন ঐ কাগজখানা পছন্দ করে তখন সেখানা যে অতি জঘন্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মা, তোমার দুইটি গল্প এক সঙ্গে আমি ‘ফ্যামিলি হার্থ’ পত্রে পাঠাইয়া দিব। যদি ফেরত দেয়, দুবার ডাকখরচ লাগিবে না। একত্রে ফিরিয়া আসিবে।”

অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া জননী বলিলেন, “তোমার বড় কঠিন হৃদয় বাছা। দুটি গল্প ফ্যামিলি হার্থ এবং অপর দুইটি গল্প ‘মাদার্স মন্থলি’ নামক মাসিকে পাঠাইয়া দিব।”

এই বলিয়া শ্রীমতী মার্লো তখনই গল্পগুলি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নেটি বলিলেন, “আমার কাছে দিন, বাড়ী যাইবার সময় আমি ডাকে দিয়া যাইব। ভগবান করুন আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।” নেটি লেখিকার গণ্ডে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

গল্প-লেখিকা হাসিয়া বলিলেন “চারি আনা পয়সা বাজে খরচ হইবে মাত্র। তা যাক্। ইহার পর যদি গল্পগুলি ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে উহা দ্বারা এবার চুলা জ্বালাইব।”

চারি দিন পরে একখানি ছোট খামে আঁটা পত্র শ্রীমতীর কাছে পৌছিল।

নির্ব্বিকারভাবে গল্প রচয়িত্রী পত্রখানি খুলিলেন। তিনি জানিতেন পত্রে হয় ত লেখা আছে, তিনি স্বয়ং গিয়া পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া আনিবেন, অথবা ডাকযোগে প্রেরিত হইবে?

কিন্তু একি? পত্রের বর্ণ এরূপ কেন? তবে কি—না না—সত্যই কি একখানি চেক্?

কম্পিতহৃদয়ে তিনি কাগজের ভাঁজ খুলিয়া ফেলিলেন। বাম পার্শ্বে চাহিলেন। পাঁচ শত পাউণ্ড? না না পঞ্চাশশিলিং, তাও নয়। তবে কি পাঁচ হাজার পাউণ্ড? কিছুক্ষণ পাঠ করিবার শক্তি তাঁহার অন্তর্হিত হইল। তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হেন্‌রী তখন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সে মাথা তুলিয়া মাতার অবস্থা দেখিল। ভাবিল নিশ্চয় কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে।

এক লম্ফে সে মাতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। "কি হয়েছে মা?" নির্ব্বাক্‌ভাবে তিনি পুত্রের হস্তে কাগজখানি অর্পণ করিলেন। সে পাঠ করিল,—

"ফ্যামিলি হার্থের সম্পাদক দুইটি গল্পের পাণ্ডুলিপি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি গল্পের মূল্য পঁচিশ পাউণ্ড হিসাবে একুনে পঞ্চাশ পাউণ্ডের চেক্ পাঠাইতেছেন।"

পাচ মিনিট পরে ডাকপিয়ন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে শ্রীমতীর নামে আর একখানি পত্র আছে, সে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী মার্লো পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, তখনও তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। পত্র লেখা ছিল—

"ম্যাদাম,—

আপনি যে দুইটি গল্পের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন, আমরা তাহা আমাদের পত্রিকায় মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করি। মূল্যস্বরূপ দুইটি গল্পের জন্য আমরা পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ তিনশত পচাত্তর টাকা দিতে প্রস্তুত আছি যদি ইহাতে আপনি সম্মত হন ফেরত ডাকে এই পত্রের মধ্যস্থ কাগজে স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইবেন। গল্প মুদ্রিত হইলে টাকা পাঠাইয়া দিব। ইতি বিনয়াবনত,

সম্পাদক, 'মাদার্স মন্থলি।'

শ্রীমতী মার্লো আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধা, শীর্ণদেহা, বিগতশ্রী নগণ্য শ্রীমতী মার্লো চা-র পাত্রের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শিশুর ন্যায় অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* কোন ইংরাজী গল্প হইতে অনূদিত।

সতীধর্ম্ম।

"সতীত্ব অমূল্যনিধি বিধি-দত্ত ধন,
কাঙ্গালিনী পে'লে রাণী এহেন রতন।"

ঈশ্বরের রাজ্যে সতীত্ব অমূল্য রত্ন। আকাশের নক্ষত্র—পূর্ণিমার চাঁদ—চাঁদের আলো—নন্দন কাননের পারিজাত—কুসুমের সৌরভ—বাসন্তী ঊষার সুস্নিগ্ধ কিরণ এবং স্বর্গের সোভা; এ সকলের কিছুই সতীত্বের ন্যায় বিপুল সুষমার অধিকারী নহে। সতীত্ব কোহিনূর অপেক্ষা মূল্যবান—তিলোত্তমা অপেক্ষা সুশ্রী—দেবতা অপেক্ষা পবিত্র এবং সুধা অপেক্ষাও উপাদেয়। এ হেন সতীত্বের গৌরব বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, সীতা সাবিত্রী ও দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য-মহিলারা আবহমানকাল জগতে মানিতা—পূজিতা ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন!

সতী সতীত্ব রত্নাপহরণ প্রয়াসী দস্যুর নিকট জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অপেক্ষাও অসহনীয় এবং পূতচরিত সাধুর নিকট বরফ অপেক্ষা

শীতল—অমিয় অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ, আর নির্ম্মাল্য হইতেও সুপবিত্র। সতীত্ব রত্নে বিভূষিতা সতী মানবী হইলেও স্বর্গের দেবী। এহেন পরম পুণ্যা সতীর অবমাননা করিতে যাইয়া এক সময় ত্রিভুবন বিজয়ী কর্ব্বুরপতি দশস্কন্ধ এবং কুরু-কুল-ধুরন্ধর রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে তৃণাদি দাহ্য পদার্থের ন্যায় সবংশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। আবার এদিকে এই সতীত্ব পীযূষ স্পর্শে কালের করাল গ্রাস হইতেও ভাগ্যবান্ সত্যবান প্রাণ পাইয়াছিলেন। সতি! এ সংসারে তুমিই ধন্যা!

যে রমণী সতীত্বরূপ পরমধনে বঞ্চিতা, সে পুরীষ অপেক্ষাও ঘৃণনীয়া—নরক অপেক্ষাও অস্পৃশ্যা এবং নরমাংস-লোলুপ-রাক্ষসী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। কামিনী পৈশাচিক লোভের কুহকে ভুলিয়া একবার মাত্র স্বীয় পবিত্রতা নষ্ট করিলে তাহাকে বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর বিভীষিকাপূর্ণ পূতিগন্ধি নিরয়ার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কামিনী সতীত্বরত্নে অবহেলা করিলে অন্তিমে তাহাকে পাষাণ-কঠোর দানব-প্রকৃতি বিকটাকার পুরুষের ভার্য্যা হইয়া নিরন্তর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এবং সে পিশাচের যোগ্যা ও পিশাচের ভোগ্যা হইয়া পরিণামে যার পর নাই অরুন্তুদ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে ইহকালে অতীব লোকগঞ্জনা এবং পরকালে অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করিতে হয়। আর উহাদের কিছুমাত্র আত্মাদর থাকে না। অতএব মহিলাদের ভ্রমেও একবার স্বামী ভিন্ন অন্যকে পতিভাবে চিন্তা করা উচিত নহে। তাঁহাদের সর্ব্বদা সংযত চিত্তে অবস্থান করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

আকাশের নক্ষত্র যেমন একবার মাত্র স্থান ভ্রষ্ট হইলে পুনরায় পূর্ব্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ সতীত্ব ও একবার মাত্র সতী-হৃদাকাশ হইতে স্খলিত হইলে আর পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে না। যেমন নদী ও সময়স্রোত একবার প্রবাহিত হইয়া গেলে, সহস্র স্তব-স্তুতি কি লক্ষাধিক সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানে ও ফিরাইতে সমর্থ হওয়া যায় না, সেইরূপ সতীত্ব একবার মাত্র পাপসাগরে প্রবাহিত হইলে কুবেরের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও আর উহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

রমণীদিগকে সতীত্ব রক্ষার্থে অনেক সময় ঘোরতর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। একমাত্র সতীত্বের জন্য—সংসারের শতসহস্র দুঃখ-অভাব তাঁহাদিগের তৃণবৎ উপেক্ষা করা উচিত। সতী অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন, তবু সামান্য পার্থিব রত্নের (অর্থের) বিনিময়ে পবিত্র স্বর্গীয় রত্ন (সতীত্ব দান) করিয়া স্বীয় পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিবেন না। প্রবল রিপুর বৃশ্চিক দংশনবৎ ভীষণ দংশনে জর্জ্জরিতা হইবেন, তবু পতি ব্যতীত অপরকে পতি ভাবে স্পর্শ—শুধু স্পর্শ কেন ?—রমণী মনে মনেও স্বামী ভাবে অন্যকে কল্পনা করিবেন না। ঈশ্বর মানবহৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।" তিনি মানুষের অন্তঃকরণের প্রকৃতভাব পরিজ্ঞাত হইয়াই পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন।

পাপ সংসারের নানাবিধ প্রলোভনের

সামগ্রী লইয়া লোকদিগকে প্রলুব্ধ করিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। রমণীর কোনরূপ প্রলোভনীয় পদার্থে প্রলুব্ধা হইয়াই স্বীয় পবিত্রতা (সতীত্ব) নষ্ট করা সঙ্গত নহে। সাধ্বী মহিলাগণ ইহকালে যতই ক্লেশ পাউন না কেন, পরকালে তাঁহারা অবশ্যম্ভাবী অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পাইয়া থাকেন। রমণী একমাত্র পতি সেবা রূপ মহাব্রত বলেই অনিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি এবং ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ চতুবর্গফল প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সতীত্ব রমণী রাজ্যের শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ অমূল্য পদার্থ। সসাগরা ধরিত্রীর যাবতীয় পদার্থের সহিত সতীত্বের তুলনা কর, নিশ্চয় সতীত্বের গুরুত্ব সহস্রগুণে অধিক হইবে। সতীত্বের মহীয়সী শক্তির নিকট সমস্ত পৃথিবী অবনত মস্তকে চিরপ্রণত। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এক সময় সতী-দেহ স্কন্ধে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সতী সংসারে মানিতা—পূজিতা ও আরাধ্যা দেবী। সতি! রমণী রাজ্যে তুমিই ধন্যা!

যিনি পতি-ব্রতা তিনি অশিক্ষিতা হইলেও শিক্ষিতা, ভিখারিণী হইলেও রাজরাজেশ্বরী চণ্ডালিনী হইলেও নারীশিরোমণি। পতিব্রতা সতী মর্ত্ত্যের মানবী নহে—স্বর্গের দেবী। যে রমণী সতীত্বরূপ পরম রত্নের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ নশ্বর পৃথিতলে তিনিই ধন্যা—তাঁহারই নারীজন্ম সার্থক। পূতসলিলা ভাগীরথী দর্শনে যেমন শরীর পবিত্র হয়, পতিব্রতা নারীর পুণ্য-পবিত্রতাময় মুখকান্তি অবলোকনেও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যে রমণী এহেন মহারত্নে বঞ্চিতা, সে পিশাচী কি রাক্ষসী। সংসারে এমন কোন পাপকার্য্যই নাই, যাহা সে করিতে না পারে। এ পৃথিবী ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে শঙ্গিনী, ডাকিনী কি প্রেতিনীর ন্যায় ঘৃণা করে এবং লজ্জা-ভয় ও অবজ্ঞায় সতত তাহার নিকট হইতে শত-সহস্র যোজন দূরে থাকিয়া উদ্দেশ্যে সেই পিশাচীর মস্তকে নিন্দা ও তাচ্ছিল্যের শতমুখী প্রহার করিয়া আপনার হৃদয়ের অসহ্য জ্বালার নিবৃত্তি করে। তাহার মস্তকে শত অশনি সম্পাত হইলেও ধরিত্রী দেবীর দয়ার চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রুপাত হয় না।

সতী স্ত্রী স্বামীর একান্ত আদরণীয়া ও সোহাগের পাত্রী। মহিলা-চরিত্র যত দিন বিশুদ্ধ থাকে ততদিন তিনি গৃহ-লক্ষ্মী। তাঁহার শত-সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয় ও উপেক্ষনীয়। কিন্তু রমণী চরিত্রে একবার মাত্র অপবিত্রতা দোষ স্পর্শ করিলে, এবং রমণী একবার মাত্র বিশ্বাসঘাতিনী হইলে, তাহার আর নিস্তার নাই। জন্মের মত তাহার পবিত্র নামের লোপ হয়। ইহসংসারের কোন পদার্থের বিনিময়েই সেই অমিয় মধুর অমূল্য স্বর্গীয়রত্ন (সতীত্ব) পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রিয়তম স্বামীও বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে গৃহাগত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অতীব ভয় ও অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

ফলতঃ রমণী সতীত্বরূপ মহারত্নে বঞ্চিত হইলে তাহার প্রাণধারণই বিড়ম্বনা। কলঙ্কিনী স্ত্রীর স্নেহ, ভক্তি, কোমলতা ও পর দুঃখ কাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় এবং মানসিকবল মনের শান্তি ও হৃদয়ের প্রফুল্লতাদি রমণী-প্রাণের কমণীয়গুণগুলি চিরদিনের

জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। বহির্দৃষ্টিতে উহাদের কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র প্রফুল্লতাদি গুণের পরিচয় পাওয়া গেলেও বাস্তবিক উহা তাহার অন্তঃকরণের যথার্থ ভাব নহে; পাপ গোপন করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম আবরণ মাত্র। অপবিত্র হৃদয়ে ক্ষণেকের নিমিত্তও সুখ-শান্তি নাই। সর্ব্বদাই পাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইয়া থাকে। শত-সহস্র তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত উপবাসাদি এবং ধর্ম্মোপদেশ বারিতেও সে পাপবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় না! উঃ পাপের কি কঠোর শাসন! বিশ্বাসঘাতিনীর কি অসহ্য জ্বালা! হায়! কুম্ভীপাক তাহার ভীষণ পরিণাম—এজগতের জনসাধারণের নিন্দা ঘৃণা তাহার ঐহিক পুরস্কার!

নিরয় যাহার ভীষণ পরিনাম, এ পৃথিবীর জনসাধারণের নিন্দা ঘৃণা যাহার ঐহিক পুরস্কার এবং তস্করেরও অতি নিম্নে যাহার পার্থিব সম্মানের পঙ্কিল আসন, যে জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকহীনা তরলমতি মহিলা স্বইচ্ছায় বা পর প্ররোচনায় এমন নিন্দা ঘৃণা ও পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, ধিক্ তাহাকে, শত ধিক তাহার দুরদৃষ্ট ও দুর্ব্বুদ্ধিকে।

পক্ষান্তরে সতীর কি উচ্চ সম্মান!—সতীত্বের কি মহীয়সী গৌরব ও চিরনির্ম্মল উৎকর্ষ! বস্তুতঃই "সতীত্ব কোহিনূর অপেক্ষাও মূল্যবান" এবং অমিয় অপেক্ষা ও উপাদেয়! সত্য সত্যই "সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন।" আর্য্য মহিলাগণ চিরদিন এধনের অধিকারিণী হইয়া রাজ-রাজেশ্বরীর অধিক সুখ-সৌভাগ্য ভোগকরিতে থাকুন, এ জগৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাদের পবিত্র চরণে চিরপ্রণত থাকিয়া ভক্তি ও প্রীতির কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে সতীও সতীত্বের গৌরবকাহিনী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হউক।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

কোন যথার্থবাদী ব্রাহ্মণের উক্তি।*

বর্ত্তমান কর্ম্মযুগে ব্রাহ্মণ কি লাভ করিল? এই প্রশ্নের উত্তরে যথার্থবাদী ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—

"পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি আপনাকে ধনবান জ্ঞানে অহঙ্কৃত বোধ করে, সেইরূপ বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ আজ পৈতৃক কোন্ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তির নাম, দম, তপঃ ও শৌচ। আধুনিক ব্রাহ্মণের সে সকল কোথায়? যে সকল লক্ষণ থাকিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয় তাহার কোন একটি আধুনিক ব্রাহ্মণে পরিলক্ষিত হয় কি? যদি তাহাই না হয়, তবে

* পরলোকগত বামাপদ পাল দেববর্ম্মা রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত এই শেষ প্রবন্ধটী আমরা মুদ্রিত করিলাম। ইহাই বোধ হয় তাঁহার শেষ রচনা। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি উক্ত মহাপুরুষের মনের ভাব কি প্রকার ছিল তাহা ইহাঁতে প্রকাশ পাইল। সম্পাদক।

ব্রাহ্মণের সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবার কি দাবী আছে। সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, গোপ, তিলি, নমশূদ্র জাতি বড় হইতে চাহিলে ব্রাহ্মণের আবদার আপত্তি করিবার কি অধিকার? ফল কথায় তপ যপ বেদ হীন, অগ্নিহোত্র হীন, শ্ববৃত্তি পরায়ণ হীনবীর্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ এই নামে যে অভিহিত করিয়া থাকেন তাহাতে ব্রাহ্মণ শব্দের অপ্রয়োগ হয়; পরন্তু আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার তাঁহাদের কোনও অধিকার নাই। ব্রাহ্মণের বংশধর এই মাত্র স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিপ্র নহেন, ব্রাহ্মণও নহেন। বিশেষত্ব তাঁহাদিগের কিছুই নাই। অন্যান্য জাতিতে যে সকল ব্যক্তিগত সাধারণ সদ্‌গুণাবলী দৃষ্ট হয় এমন কি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সেই সাধারণ ধর্ম্মেরও যথেষ্ঠ অভাব রহিয়াছে। দয়াদাক্ষিণ্য পরোপকার সত্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল ব্রাহ্মণদিগের হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। সেই ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও পদদলিত হইলেও এখনও তাহারা নিজের বৃত্তি পরিত্যাগ করে নাই। ব্রাহ্মণ বৃত্তিহীন হইয়াছে।

কোন কোন ব্রাহ্মণ কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। সে সকল ব্রাহ্মণ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করেন নাই বলিয়া গর্ব্বিত বোধ করেন তাঁহারাও শ্ববৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ সন্তান সন্ততির সহিত বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং তাঁহাদিগের সহিত আহার বিহার পংক্তি ভোজন করিয়া আপনাদিগকে কি যুক্তিতে গর্ব্বিত বোধ করেন?

পতিত জাতিদিগের মধ্যে এই প্রকার দোষ বিশেষ লক্ষিত হইলেও তাহাতে বড় আসে যায় না; কারণ তাহারা সমাজে পতিত অবস্থায়ই রহিয়াছে। অধঃপতিতের আবার পতন কি?

কিন্তু ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পঞ্চযজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ অতিথিসেবা প্রভৃতি আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগৃহে আজ অনুষ্ঠিত হয় না এমন পাপই নাই। ব্রাহ্মণচিত্ত, বিলাসের লীলাভূমি হইয়াছে। স্ত্রীগণ নর্ত্তকীর ন্যায় সাজ সজ্জা করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী পান ভোজন পরায়ণ, কতক প্রকাশ্যে কতক সঙ্গোপনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ সমাজবিরুদ্ধ কোন্ অপকর্ম্মের না অনুষ্ঠান করে? বেশ-ভূষায় প্রকৃত ব্রাহ্মণের কোন চিহ্নই নাই। কথায়-বার্ত্তায় আর সেই বৈরাগ্য সূচক যুক্তি শ্রুত হয় না। ইতরের ন্যায় রহস্য ইতরের ন্যায় বিদ্রূপ, হাস্যরস কৌতুক ক্রীড়া পরায়ণ আবালবৃদ্ধ-বনিতা এতাদৃশ ব্রাহ্মণজাতি "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্যই নহেন।

"বিদ্যাগর্ব্বী-মহামূর্খ মানব পিশাচ,
সমাজের শীর্ষস্থান করি অধিকার
করিতেছ নরকের রাজত্ব প্রচার।"

ব্রাহ্মণ হীন হইয়াছে। যত বড় ছিল তত ছোট হইয়াছে সে কি কখন ও তাহা মনে করে?

রাজদ্বারে জাতিধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। রাজশক্তির সাহায্যে আর বর্ণাশ্রমের সংস্কার হইতে পারে না। রাজানুগ্রহভিখারী ব্রাহ্মণেরা তাই আজ পুরাতন আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সকলই গিয়াছে, শুধু নাম

পড়িয়া আছে। ভাব চলিয়া গিয়াছে, শুধু ভাষা পড়িয়া আছে। নদী বিশুষ্ক হইয়া বালুচরে পরিণত হইয়াছে। কিছুই যদি থাকিল না তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া আর অহঙ্কার অভিমান কেন? এ মানের দায়ে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তাই বলি ব্রাহ্মণ দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা কর। কালের ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলে কার্য্য করিলে সুফল ফলিবে। সেই পুরাতন প্রাণালীরই প্রবর্ত্তনা কর। তর্ক উপস্থিত হইলে শাস্ত্রের দোহাই দেও। অনন্ত শাস্ত্র তোমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা মথিত করিতে প্রয়াসী হও। শাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে পার আর না পার স্বীয় ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া প্রচার কর। তুমি ব্যাখ্যা করিবার কে? তুমি তত্বজ্ঞ, তুমি জিতেন্দ্রিয়, না তুমি ত্রিকালজ্ঞ এর কোন্‌টা তুমি? তুমি ভোগী, তুমি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, স্বার্থপর, দেশের ধর্ম্মের সমাজের হিতচিন্তা তোমার অনুদার হৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি শাস্ত্র স্পর্শ করিও না। তোমার স্পর্শে শাস্ত্র অপবিত্র হয়। সমাজ দুষিত হয়। লোকক্ষয় আরম্ভ হইয়া থাকে। সমাজ পরিচালিত করিবার অধিকার যে তোমার নাই তাহা পদে পদেই প্রমানিত হইতেছে। আরও হইবে। হে ব্রাহ্মণ বংশধরগণ! তোমাদিগকে আরও অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হইবে। পাচক সাজিয়াছ, কেরাণী হইয়াছ, মুটে মজুর কুলি দরওয়ান তোমার কোনটাই বাকী নাই। তথাপি তুমি ব্রাহ্মণ, তথাপি তুমি ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে কর। মনে করিতে পার। মাতাল মদ খাইয়া কি না বলে কি না মনে করে। তুমিও অহং মদিরায় মত্ত। সেই অহঙ্কার তোমার মঙ্গলের কারণ হইতে পারে, এই অহং মদের উত্তেজনায় তুমি আবার ঠেলিয়া উঠিতে পার, যদি তোমার আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। কি ছিলে আর কি হইয়াছ বলিয়া যদি চিত্তে খেদ হয় তবে এই অহঙ্কার তোমাকে বলবত্তর করিবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি এই অহঙ্কাররূপ দুর্দ্দান্ত চিত্তবৃত্তিকে শুধু ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির দলনে প্রবৃত্ত কর, ছুঁত মার্গানুসারী হইয়া চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি গুলিকে দূর দূর করিতে থাক তাহা হইলে ইহা সমূহ অমঙ্গল ঘটাইবে সন্দেহ নাই। অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বলিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ অহঙ্কার করেন তাঁহারা শূদ্র প্রতিগ্রাহীদিগের সহিত আহারবিহার করেন। শূদ্রের নিকট তাঁহারা কিছু গ্রহণ করেন না বটে কিন্তু তাঁহারা অক্ষত্রিয় নৃপতির বৃত্তি গ্রহণে তৎপর। কি কপটাচার! কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিবে? ব্রাহ্মণ তুমি না শাস্ত্র জান? তোমার সহিত একবার শাস্ত্রীয় বিচারে আমি প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি। নমঃশূদ্র জাতি আমারই বর্ণাশ্রম দুর্গের প্রহরী। আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাহাকে আমি স্পর্শ করিব না। তাহার স্পৃষ্ট জল খাইলে আমার জাত যাইবে। আর ঘড়িতে ঘড়িতে স্কট্ টমসনের সোডা লিমনেডে আমার তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতেছে! স্কট্ টমসনের চেয়ে কি নমঃশূদ্র হীন জাতি? কি অসঙ্গত ব্যবহার! যদি কোন শিখাসূত্রধারী ব্রাহ্মণ বলেন আমি শূদ্র কি ম্লেচ্ছ কাহারও প্রতিগ্রহ করি না। তিনি না করিতে পারেন স্বীকার করি কিন্তু যে সকল পতিত ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছবৃত্তিভুক্ তাহাদিগের সহিত কোনরূপ আহারবিহার বিবাহাদি ক্রিয়া আছে কি না?

তাঁহার আত্মীয়স্বজন কি তাঁহার ন্যায় অশূদ্র প্রতিগ্রাহী? ইহার উত্তর কি? ব্রাহ্মণ তোমার ব্যবহার সবই অসঙ্গত (Full of inconsistancies) কপটাচার পরিপূর্ণ। কপটাচার পরিত্যাগ কর। আবার সমাজ তোমার পায়ে অবনত হইবে। নচেৎ তোমার দিন চলিয়া গিয়াছে। (ক)

শ্রীবামাপদ পাল দেববর্ম্মা।

(ক) যথার্থবাদী ব্রাহ্মণের উল্লিখিত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-জাতির অবনতি যাহা সমগ্র ভারতে লক্ষিত হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ব্রাহ্মণের অবনতি। ব্রাহ্মণ হিন্দু-জাতির মস্তিষ্ক, মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে যেমন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকর্ম্মণ্য হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের অধঃপতনে সমগ্র হিন্দুসমাজ অধঃপতিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

সম্পাদক।

শ্রীপঞ্চমী।

আজি এ বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে
এস মাগো! হৃদিকাননে।
বীণা করে ল'য়ে এস বীণাপাণি;
দাও দিব্যজ্ঞান জ্ঞান-স্বরূপিনি!
এস মা সঙ্গীত-কাব্য-প্রসবিনি!
দেখিব তোমায় নয়নে।
দিব ভক্তি-সিক্ত প্রেমের পলাশ
তোমার রাতুল চরণে ॥১

এস মাগো আজি নব বসন্তের
নবফুল সাজে সাজিয়া।
আকুল পরাণ মাগো কাতরে।
যাচিছে জ্ঞান গরিমা সাদরে
এস মাগো আজি হৃদয় মাঝারে
অজ্ঞান আঁধার নাশিয়া।
মরাল বাহনে এস কৃপাময়ি!
জীবন যেতেছে টুটিয়া ॥২

তব আগমনে ভক্তপুত্রগণ
ভাসিছে আনন্দে সকলে।
বহিছে মলয় সুবাস লুটিয়া,
গাহিছে কোকিল হৃদি বিমোহিয়া,
খেলিছে মরাল আনন্দে মাতিয়া
বিমল সরসী সলিলে।
আমি কি জননি! এ সুখ সময়ে
জীবন যাপিব বিফলে ॥৩

দয়া করি মাতঃ! শিখাও আমারে
পূজিব তোমায় কেমনে?
উত্তরিলা মাতা, "ব্রহ্মচর্য্য বিনা,
পঞ্চবিংশ কাল শ্রবণ মননা,
নাহি পাবে জ্ঞান কবিত্ব ধারণা,"
এত বলি কৃপা প্রদানে,
ক্ষণতরে আসি হৃদয় আকাশে,
দেখা দিলা মোরে বিজনে ॥৪

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। হিতবাদী ও ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভা। ভারতবর্ষীয় কায়স্থদিগের বিরাট সম্মিলন ব্যাপার দৃষ্টে হিতবাদী ভায়ার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত। তিনি প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ জগতের হিত কামনায় হিতবাদী আখ্যা ধারণ ও পরহিতে আত্মসমর্পণ ব্রাতাবলম্বণ করিয়াছে, জাতীয় জীবন লাভার্থে একটী মহাসম্মিলনের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্যাবলী প্রয়োগ করিতে তাহার মর্ম্মচ্ছেদ হইল না বড়ই দুঃখের বিষয়। বিগত ২৬শে পৌষ তারিখের সংখ্যায় "কায়স্থ ঘণ্ট" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলাম। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে একজন শিক্ষিত কায়স্থ ইহার সম্পাদক। এই প্রবন্ধটীর ভাষা যেমন কদর্য্য ও অনার্য্যজুষ্ট ভাব ও অভিসন্ধি তাদৃক কুটিল ও অনুদার। প্রবন্ধমধ্যে যাবনিক ভাষায় মণ্ডিত শব্দসকল নারক তাণ্ডবে যেন নৃত্য করিতেছে, (Dancing in all the mazes of metaphorical confusion) এই কায়স্থ মহামিলনকে সাধারণের নিকট অবজ্ঞাত করিতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম যুক্তি—বঙ্গীয় ৪ শ্রেণীর কায়স্থদিগের মিলন হইবার আগেই, ভারতীয় কায়স্থদিগের সহিত মিলনের আয়োজন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে কোনও নূতন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিবার আগে তাহার কর্ত্তব্যতা অবধারিত হয়। শ্রেণী-চতুষ্টয়ের মিলনকর্ত্তব্যতা বহুদিন হইতে অবধারিত হইয়া এই ক্ষণে উহা শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে, ভারতীয় কায়স্থের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থের মিলন কল্পনার সামগ্রী হইয়াও এইক্ষণে উহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। হিতবাদীর সম্পাদক মহাশয় কি মনে করেন যে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতি একই পিতার সন্তান হইয়াও চিরদিন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া রহিবে? কায়স্থের শত্রু, দেশের শত্রু না হইলে এপ্রকার আশা কেহ করে না। সম্পাদক মহাশয় মনে করেন যৎকালে সকল কায়স্থ প্রীতি-ভোজে যোগদান করেন নাই এই মহামিলন সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কোন সমষ্টিগত কার্য্যই কোনও সময়ে সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না, বিভিন্ন মত আছে বলিয়াই অধিকাংশের কার্য্যকরী শক্তি স্ফুরিত হয়, অন্ধকার আছে বলিয়াই, জ্যোৎস্নার নির্ম্মলতা আমরা উপভোগ করিতে পারি। ব্রাহ্মণগণ সভায় নিমন্ত্রিত হন নাই, তাঁহাদিগের সহিত একযোগে আমাদের কার্য্য করিবার ইচ্ছা নাই, এই প্রকার সন্দেহ বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক। ভারতবর্ষমধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ, শিক্ষিত ও স্বদেশহিতৈষী ব্রাহ্মণ, সভায় স্বস্তিবচন পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই ঘটনাটী সম্পাদক মহাশয়ের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছে,

তাহা তাঁহার ভাষায় প্রকাশ পাইতেছে। উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন এইক্ষণ গৃহীত প্রস্তাব নিচয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। কিন্তু তিনি কি বলিলেন—"কায়স্থগণ সর্ব্ব-প্রকার উন্নতির জন্য স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতেছেন।" এই প্রকার উচ্চবাসনা কি কায়স্থের পক্ষে অন্যায়? একটী বিরাট এক কোটী জাতি একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে স্বর্গের সিঁড়ি কি তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে না? দশবর্ষব্যাপী কত মহাত্মার কত চেষ্টায় কত স্বার্থত্যাগে এই মহাসম্মিলন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে তাহা কি তিনি জানেন? তিনি ত একজন কায়স্থ চিত্রগুপ্ত দেবের বংশধর, তিনি কি কখনও এই মহাকার্য্যে কোনও পরামর্শ দিয়াছেন কি সাহায্য করিয়াছেন? সামাজিক তপস্যা বিহীন, ভক্তি-বিহীন, কায়স্থ অভ্যাসূয়াকারীর শুষ্ক হৃদয়ে এই মহামিলনের ভবিষ্যৎ ফল প্রতিবিম্বিত হইবে না, তাহারা আছে বলিয়াই আমাদের কার্য্য সুসিদ্ধ হইল॥ ওঁ শান্তিঃ॥

২। কায়স্থোপনয়ন। কায়স্থ সমাজ-হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ দেববর্ম্মা এম, এ, বি, এল মহোদয় লিখিতেছেন—বিগত ৬ই মাঘ রবিবারে ময়মনসিংহ নগরে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার গুহ বিশ্বাস মহাশয়ের বাসা বাটীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ নিবাস গাভা, বিল্লবাড়ী।
২। „ অবনীকান্ত ঘোষ বি,এল, শ্যামসিদ্ধি
৩। „ দীনেশচন্দ্র ঘোষ ঐ
৪। „ অম্বিকাচরণ গুহ ঐ
৫। „ সুরেশচন্দ্র বসু টাঙ্গাইল।
৬। „ দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ হরপাড়া।
৭। „ বিনয়ভূষণ ঘোষ মেদিনীমণ্ডল।
৮। „ নীহাররঞ্জন গুহ ঐ
৯। „ সরোজরঞ্জন গুহ ঐ
১০। „ হরেন্দ্রকুমার রায় পাট্টাভোগ।
১১। „ সত্যমোহন রায় শেখনগর
১২। „ অতুলচন্দ্র মৌলিক টেওটীয়া
১৩। „ আশুতোষ দত্ত রসীনা
১৪। „ নগেন্দ্রকুমার সোম বজ্রযোগিনী
১৫। „ কুলদাকান্ত দত্ত ব্রাহ্মণগাঁও
১৬। „ শিশিরকুমার চন্দ্র শেখরনগর।

৩। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।"

গীতা—৪৭। ২ অঃ।

অর্থাৎ—তে কর্ম্মণি এব অধিকারঃ, কদাচন ফলেষু মা। কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। এই স্থানে "কর্ম্ম" শব্দের অর্থ অনেকে না বুঝিয়া সংসার কর্ম্মক্ষেত্রে মহাভ্রমে কখনও বা মহাবিপদে নিপতিত হন। এই স্থলে কর্ম্ম শব্দে কার্য্যকে বুঝায়, মহৎ এবং শুভফলপ্রসূ-কর্ম্মকেই শ্রীভগবান্ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য কারণ কায়স্থ জাতি দ্বিজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, এই কার্য্য সম্পাদন করিতে যদি কাহারও সহিত সামাজিক কলহ উপস্থিত হয় তবে সে ফলের জন্য আমাদিগকে চিন্তিত হইবার অধিকার নাই, কারণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ মহৎ কার্য্য ও শুভ-ফলপ্রসূ। পক্ষান্তরে যুদ্ধ বিগ্রহ হিংসামূলক,

এবং ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া ইহা শ্রীভগবান্ কথিত কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আগে তাহার ফলাফল চিন্তা করিতেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা একটী উদাহরণ দিব। তুরস্ক দেশের প্রধান মজলিস্ (Grand Council) সৈনাধ্যক্ষ, ও সচিবগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মীমাংসা করিলেন যে অবস্থানুসারে এড্রিনোপলদুর্গ শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াও সন্ধি সংস্থাপন করা উচিত। কিন্তু নব্য সম্প্রদায় এতদূর অপমান ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধে পুনঃ প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য (Duty) আমাদের করিতে হইবে ফলাফলের চিন্তায় প্রয়োজন কি?" এই স্থলে আমরা মনে করি নব্যসম্প্রদায় গীতার উপদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল। অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক কি?

৪। ১১ই মাঘ ১৩১৯। সরকারী কর্ম্মবিভাগের অনুসন্ধান সমিতি। (Public Service Commission Enquiry) প্রায় ত্রয়োদশ দিবস মান্দ্রাজে কার্য্য করিয়া আজ দুইদিন কলিকাতায় উক্ত অনুসন্ধান সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সারভিস্ কি প্রণালীতে গঠিত হইবে, ইহাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক প্রধান প্রধান লোকের জোবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে। যে সকল ইংরেজ মহাত্মাগণ ভারতীয় রাজ কার্য্যবিভাগ প্রথমে সংস্থাপন করিয়াছিলেন,—তাঁহাদিগের উদার হৃদয়ে সংকীর্ণতার কোনও সংস্পর্শ ছিল না। তাঁহারা ভারতবাসিদিগের উন্নতিকল্পে যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—তাহার অনুশাসন বলেই তাহারা কতকগুলি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতীয় জল ও বায়ুরগুণে পক্ষপাতিত্ব ও সংকীর্ণতা রাজকর্ম্মচারীবিভাগে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গুণ ও শক্তি দ্বারা পদপ্রার্থীগণ নির্ব্বাচিত হইতেছে না, বড়লোকের অনুগ্রহ ও সুপারিশ ব্যতীত উহা প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। সহস্র সহস্র যুবকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণ করিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। হিন্দুদিগের মনে একটী ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে যে রাজকার্য্য বিভাগের তোরণ তাহাদিগের জন্য আর অধিক দিন পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকিবে না,—মুসলমান ভ্রাতৃগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিভাগ অধিকার করিবেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা যে কতদূর বিপজ্জনক তাহা শাসনকর্ত্তাগণ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। বর্ত্তমান অনুসন্ধান সমিতি দ্বারা এই সকল বিষয় কতদূর মীমাংসিত হইবে তাহা আমরা জানি না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চারটার আইন (Charter Act of 1833) এবং ১৮৫৮ অব্দের পুণ্যশ্লোকা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দেবীর প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রের বিধানগুলি জীবন্তভাবে রক্ষা করিয়া তদনুসারে কার্য্য হইলেই কোন জাতির মনস্তাপের কারণ থাকে না। শাসন কর্ত্তাদিগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব যে কতদূর দূষণীয় তাহা অক্ষরে বর্ণনা করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই। আমরা আশা করি শাসন কর্ত্তাগণ অনুগ্রহ (favoritism) এবং জাতিবিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব (partiality) দূরে নিক্ষেপ করিয়া কেবলমাত্র গুণ ও শক্তির প্রতিযোগি-

তায় রাজকীয় বিভাগের পদপ্রার্থীগণ নির্ব্বাচিত করিবেন। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বর্ত্তমান অনুসন্ধানসমিতি কার্য্য করিলেই প্রকৃতিপুঞ্জের সন্তোষ বিধান করিবেন।

৫। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ৩৯১ পৃষ্ঠার ১৬দফায় নাটোর মহকুমার অধীন আমহাটী গ্রামের যে কায়স্থ সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা সুফল প্রসব করিতেছে। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে—

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ সোমবার নাটোর কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন নন্দী দেববর্ম্মা বি, এ, বি, এল, ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক দেব-বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের উদ্যোগে নাটোরের সুযোগ্য মোক্তার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাসা বাড়ীতে একটী উপনয়ন কেন্দ্র হয়। কলিকাতা কায়স্থ সভার আচার্য্য পণ্ডিত পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় আচার্য্যের পদে বরিত হন। নিম্নলিখিত সাত জন বারেন্দ্র কায়স্থ সন্তান বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ব্রাত্য প্রায়-শ্চিত্তান্তে ব্রহ্ম-গায়ত্রী সহ উপনীত হইয়াছেন। শ্রীত্রৈলোক্যমোহন নন্দী, শ্রীমন্মথমোহন নন্দী সাং ছাতনী, শ্রীরসিকলাল দত্ত সাং লক্ষ্মীকোল শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার সাং হাবরিয়া, শ্রীপ্রসন্ন-নাথ চাকী সাং সেরকোল, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ দেব সাং ধনাট, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সাং ছাতনী।

৬। নিমতিতা কায়স্থোপনয়ন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সুযোগ্য প্রচারক ও বাগ্মিবর আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহোদয় মুরর্শিদাবাদের অন্তর্গত নিমতিতা হইতে লিখিয়াছেন "অনেক দিন পরে আজ আবার আমার প্রচারফল লিখিতেছি। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার অধিবেশন অন্তে বাড়ী যাইব মনে করিতেছিলাম। এমন সময়ে নিমতিতা হইতে উপনয়নের নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্তে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া বিগত ৬ই মাঘ রবিবারে বারেন্দ্রকায়স্থ উত্তররাড়ীয় সিদ্ধচাকী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে যোগদান করিলাম। তথায় উক্ত চৌধুরী মহাশয় ও তাহার ১৫ বর্ষবয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীমান প্রভাতকুমার চৌধুরী ও তাঁহার মামাত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। উক্ত জমিদার মহাশয়ের কুলপুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমাধব ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য ও তন্ত্রধারকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেরপুর, জগতাই ও নিমতিতা গ্রামের ৪.৫ ঘর ব্রাহ্মণ সপরিবারে মহেন্দ্র নারায়ণ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জমিদার মহোদয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবু প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধথান বস্ত্র ও সুপারি ও যজ্ঞসূত্র দান করিয়া কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারোপলক্ষে আমি বঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, ও বহু উপনয়ন কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছি। কিন্তু এই প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত কুলপুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের সাহায্য এবং কায়স্থ ও কায়স্থেতরজাতিবৃন্দের মহানুভূতির

সমাবেশে এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপনয়ন আর আমি কুত্রাপি দেখিয়াছি মনে হয় না। উক্ত জমিদার বাবুর কুল গুরুদেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় উপনয়নের পূর্ব্বদিনে আগমন করিয়া সহাস্য বদনে উপনয়নের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ ৬০।৮০ জন এবং চণ্ডীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু রায় ভাঙ্গাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী ও সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবনাথ মজুমদার মহাশয়গণ প্রমুখ উপনীত কায়স্থগণ এবং কাঞ্চনতলার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় (বঙ্গজ) শ্রীযুক্ত বরদা ঘোষ (দক্ষিণ রাঢ়ীয়) এবং শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দত্ত (উত্তর রাঢ়ীয়) প্রভৃতি ভদ্রলোক কায়স্থ প্রমুখ প্রায় ১৫০ জন কায়স্থ মহোদয় বাবুর ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রীতিভোজনে যোগদান করিয়াছিলেন। নবশাখাদি অন্যান্য জাতীয় প্রায় ১০০ জন উক্ত ভোজনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতীয় প্রায় ৪০০ রমণীবৃন্দ তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। উক্ত উৎসবের পর দুইরাত্রি স্থানীয় থিয়েটারের অভিনয় হইয়াছিল।" নিমতিতার উপনয়নে ব্রাহ্মণগণ যে প্রকার সামাজিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য কায়স্থ সমাজ তাঁহাদিগের চিরকাল ধন্যবাদ করিবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় কায়স্থ চিরদিনই ব্রাহ্মণভক্ত, কিন্তু আজ বঙ্গের দুর্দ্দিন, নচেৎ কায়স্থকে স্বধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণ দলাদলির সৃষ্টি করিবেন কেন? যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী তাঁহাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে কায়স্থ স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিলে বঙ্গে সনাতনধর্ম্ম পুনরুদ্দীপ্ত হইবে এবং নাস্তিকতা, এবং বৈদেশিক আচার ব্যবহার সমাজ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইবে।

কায়স্থ ঘণ্ট। হরিশপুর হইতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন,—সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলনীর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত কোন সংখ্যা হিতবাদীতে হিতবাদীর কায়স্থ পাচক মহাশয় আত্মদোহিতার ফোড়ণ দিয়া নূতনতর এক ঘণ্ট রন্ধন ও পরিবেষণ করিয়াছেন। গৃহে গিন্নির হস্ত-রন্ধিত মোচার ঘণ্ট, মাছের ঘণ্ট, এমনকি লাউ পাতার ঘণ্ট ও খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘণ্ট কখনও খাইও নাই নামও শুনি নাই। পাচকগণ ইহা নিশ্চয় যে যাহা রন্ধন করেন তাহা সাধারণের মুখরোচক হয় তাহা নহে। পবিত্র মন লইয়া সতর্ক হইয়া সূপ কারবৃত্তির পরিচালন করিলে রন্ধিত দ্রব্য লোকের সুখাদ্য ও রুচিকর হইতে পারে না। ইহা আধুনিক পাচকেরা প্রায়ই ভুলিয়া যান। পরের মনোরঞ্জনের জন্য তাহারা নারেন—সাধারণের প্রবৃত্তির দিকে তাহারা চাহেন না। হিতবাদীর পাচক মহাশয়ও প্রভুভক্তির নিদর্শন সাজিয়া দুর্গন্ধময় ঘণ্ট রাঁধিয়া আমাদিগকে যেমন ক্ষুব্ধ করিয়াছেন, দেশবাসীর সম্মুখেও তেমনই আত্মরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 'বসুমতীর' ব্রাহ্মণ সম্পাদক ও সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ সম্মিলনীর উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই, কায়স্থ নায়কের ব্রাহ্মণ সূপকার মহাশয়ও উদ্দেশ্যের নিন্দা করেন নাই—কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা গাহিয়াছেন। আর কায়স্থবংশের অন্নধ্বংস উদরান্নের জ্বালায় বৈদ্যসেবী পাচক মহোদয় এক নিশ্বাসে কায়স্থজাতির নিন্দার উপাদান পুঞ্জীভূত করিয়া অপকৃষ্ট মসলা সহযোগে অখাদ্য 'ঘণ্ট' রন্ধনে লজ্জিত হন নাই। ইহা কায়স্থজাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।" আমরা যেমন পাইলাম তেমনই ছাপাইলাম। টীকা অনাবশ্যক।

শুদ্ধিপত্র : শারদাফাল্গুন-পৌষ সংখ্যা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪২৮	৮	অজ্ঞাতং	আংজ্ঞাতং।
ঐ	২১	র্ণভণিতু	নর্ভণিতু।
ঐ	২২	ব্রাহ্মা	ব্রহ্মা।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। ঢাকার শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায়ের কন্যা, গৌরবর্ণা, বয়স ১৪ বর্ষ সুশ্রী। কন্যার ভ্রাতা সেটেল্‌মেণ্টে ১২০৲ বেতনে কার্য্য করেন পিতা অবসরপ্রাপ্ত পোলিস কর্ম্মচারী।

২। ঢাকার তেঘরিয়া বসুবংশের ১৩ বর্ষ বয়স্ক সুন্দরীকন্যা, ঢাকার ইডেন্‌স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠ করেন। চিত্র, সঙ্গীত ও সেলাইকার্য্যে সুদক্ষা। পিতা ইন্‌কমটেক্সের এসেসর। গঠন সুন্দর বর্ণ গৌর। কন্যার দুইটী ভাই, একজন বি, এ ও অন্য জন ইঞ্জিনিয়ারিংকলেজে পাঠ করে। উভয় কন্যার জন্য ভাল বর চাই। কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্রকে দাস, পোষ্ট ব্রাহ্মণগাঁও, জিলা ঢাকা পত্রাদি লিখিবেন।

Reg. No. C. 653.

ও শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[পঞ্চম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵০ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১৷৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহক-গণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ⁄১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৷৹ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ⁄৹ মোট ১৷⁄ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৵৹ ও অপরের জন্য ⁄৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

৯। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার কার্য্যালয় ফরিদপুর হইতে উঠিয়া কলিকাতা ১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে স্থাপিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পত্র ও টাকা কড়ি সমস্তই সম্পাদকের নামে উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবেক।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক গ্রাহক দিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ১৷৹ বৎসরের চাঁদা বাকী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিয়াছেন। চাঁদা প্রতিবর্ষ ১৷৹ টাকা, অতি সামান্য দান, আমরা যে প্রকার আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিভা চালাইতেছি তাহা গ্রাহকগণ জানিয়াও আমাদের প্রতি এ প্রকার নির্দ্দয় হন কেন? ১৩১৯ সন শেষ হইয়া আসিতেছে। প্রায় সহস্র গ্রাহকের নিকট ১০০০।১২০০৲ টাকা বাকী, মনিঅর্ডারে চাঁদা আদায় অতি বিরল সুতরাং ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইতেছি। ভিঃ পিঃ যে কত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহা গ্রাহকমহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মনিঅর্ডার যোগে ১৷৹ টাকা পাঠাইলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়, এইক্ষণ আমরা প্রতি মাসেই ভিঃ পিঃ করিতেছি, আমাদের সনির্ব্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা যেন ভিঃ পিঃ কেহ ফেরৎ না দেন; যদি কোন সংখ্যা কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,

সম্পাদক ও প্রকাশক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আৰ্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ফাল্গুন মাস, ১৩১৯।

কাজের কথা।

সংসারী জীব এই মায়াময় অসার সংসার-কেই সার জ্ঞান করিয়া, সংসারের কার্য্য লইয়াই নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। জ্ঞানিগণের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা আত্মজ্ঞান বলে সংসারের শুভাশুভ ও করণীয় কার্য্য সম্যক্ অবগত হইয়া নির্লিপ্তভাবে তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু মূঢ় মানবে অর্থোপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালন রূপ কার্য্যাদিকেই মুখ্য কার্য্য জ্ঞান করিয়া থাকে। অসার বিষয় লইয়া, মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, যে ভাবে অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত করে, তাহা বুধমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। অতিঅল্প সংখ্যক লোকই ধর্ম্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিষয়-সুখ আপাততঃ মধুর ও সুখদ হইলেও উহার পরিণাম কখনই সুখকর নহে। সংসারে বাস করিয়াও যে ব্যক্তি ভগবচ্চিন্তায় নিয়ত নিরত থাকে, ও নির্লিপ্তভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করে এবং আত্মোন্নতি কামনায় সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, ভগবানের কৃপায় সেই ব্যক্তিই সদ্‌গুরু লাভে কৃতকার্য্য হয়, এবং সেই গুরুর অনুকম্পায় পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়া, পরিণামে ভব বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। গুরুই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধ-দিগকে চক্ষুদান করিয়া মুক্তি-পথে লইয়া যান। গুরু ব্যতিরেকে মুক্তিদাতা আর কেহ নাই। তাঁহারই প্রসাদে অভিষ্টলাভ হইয়া থাকে। গুরু ভিন্ন, প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে আর কেহ নাই। গুরু ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিবার শক্তি বা

সামর্থ আর কাহারও নাই। গুরু ভিন্ন প্রকৃত সুখ ও শান্তি দাতা অপর কেহ নাই।

এই জগতীতলে প্রকৃত গুরুস্থানীয় বা গুরুপদবাচ্য কে? নিখিল জীবের প্রতি যাঁহার অকৃত্রিম করুণা, সর্ব্ব প্রাণীর উপর সম স্নেহ দৃষ্টি, এবং যিনি জিতেন্দ্রিয় ও নিস্বার্থ পরোপকারে নিয়ত নিরত ও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তিনিই যথার্থ গুরুপদের উপযুক্ত ব্যক্তি। নতুবা যে সকল লোক কেবলমাত্র স্বীয় উদর পূর্ত্তির নিমিত্ত পাষণ্ডাচরণ করে এবং প্রাণীহিংসাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করে, শিষ্যের ধনে লোভ করে, এবং বাক্যে ও কার্য্যে প্রভেদ করে, সেই সকল কপটাচারী মূঢ়গণ কখনই গুরু-পদ লাভের উপযুক্ত নহে। যিনি সাধুর বেশ পরিধারণ করিয়াও নিজ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য পালন না করেন, তাঁহার মানবজন্ম ধারণে ধিক। বর্ত্তমান সময়ে এবম্বিধ ভাক্ত গুরুর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে। তাঁহারা শিষ্যের ধনহরণে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ বিনাশে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

মাতা, পিতা, পুত্র, কলত্র, ভ্রাতা, ভগিণী প্রভৃতির সমষ্টি এই মায়িক সংসারে প্রকৃত সুখ লাভের আশা নাই। এই জন্যই মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে, "ইহসংসার দারুণ সঙ্কটাকীর্ণ।" সাধুগণের এই হিতোপদেশে আস্থা বা বিশ্বাস সংস্থাপন পূর্ব্বক "এই মায়াময় সংসার প্রকৃত সুখের বস্তু নহে" পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিচারদ্বারা বৈরাগ্য পূর্ণ হৃদয়ে উহার আশক্তি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতে হয়। তাহার দিকে আর ফিরিয়া তাকাইতে নাই। কেননা—সংসার সিন্ধু কেবল মাত্র ক্লেশ বারিতে পরিপূর্ণ। তবে যাঁহারা তত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে সংসারে বাস করিয়া থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; এবিষয় পূর্ব্বেও আভাস দিয়াছি। জনকাদি রাজ ঋষিগণ সংসারে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সংসারের মোহিনী মায়ার বাহিরে ছিলেন। নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্য করিতেন। কোন বিষয়ে আসক্তি ছিল না। এই প্রস্তাবটী কেবলমাত্র অজ্ঞানাভিভূত মায়িক জীবের জন্যই কথিত হইতেছে। জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র।

যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন সমদর্শী ও অবিচলিত; যিনি দুর্ব্বার ও দুরন্ত ইন্দ্রিয় বর্গকে স্ববশে রক্ষা করিতে সম্যক সমর্থবান, যিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব বিশেষ ভাবে বিদিত হইয়া আত্মবিচারণায় নিপুণ; লাভ বা অলাভে যাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত না হয়; যিনি কোন বস্তু হইতেই ভীত না হন; এবং যাঁহাকে দর্শন করিলে কোন জীবই ভীত ও চঞ্চল না হয়, সেই মহাপুরুষই এই দুস্তর সংসার মহার্ণব অবহেলে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তাঁহার সদৃশ গুণবান ব্যক্তিকেই গুরু-পদে বরণ করা কর্ত্তব্য।

নবীন নীরদ সঞ্চিত সুখপ্রদ সুশীতল সলিল ধারায় এই ধরণীর বনরাজী যেমন প্রফুল্লভাবে তরুণ শোভায় সুশোভিত ও বিকসিত হয়, এবং কণ্টকাদি বিগলিত ও বিশীর্ণ হইয়া যায়; তদ্রূপ—ভগবদ্বার্ত্তা মুমুক্ষুগণের মহোল্লাস ও তৃপ্তিকর হইয়া থাকে; কিন্তু, তাহা সংসার বিজড়িত বিষয়ীদিগের আনন্দবর্দ্ধিনী হয় না।

বিষয়ীগণ মনে করে যে, মণিমুক্তা রত্নাদি মহামুল্যবান পদার্থ পরম গৌরবের

বস্তু। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মারা জানেন যে ধর্ম্মাপেক্ষা অমূল্যরত্ন কুত্রাপি আর নাই। তন্ত্রোক্ত কবচ বা যন্ত্রদ্বারা পীড়া, প্রেত ও পিশাচাদির আশঙ্কা বিদূরিত বা নিবারিত হয় কিন্তু নিখিল সন্তাপবিনাশী ধর্ম্মাপেক্ষা অপূর্ব্ব যন্ত্র আর নাই। তন্ত্র যন্ত্রদ্বারা অনেক সাধনা সিদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বার্থ সাধক, সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তক ধর্ম্মাপেক্ষা বিশ্ববিজয় তন্ত্র ও মহামূল্য এবং সদ্যস্সুফলপ্রদ বস্তু আর নাই, কেন না—যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র ও রত্নাদি দ্বারা কেবল মাত্র ইহ সংসারেরই কোন না কোন অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মপদার্থটী দ্বারা লোকান্তরেও বিপুল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যায় যে, ধর্ম্মাপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়স্কর বস্তু আর কিছুই নাই। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর সদন হইতে উপনয়ন ও দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যক হয়। উপবীত বিবর্জ্জিত থাকিলে, নিখিল কল্যাণ কর প্রণব মন্ত্রে অধিকার জন্মে না। সুতরাং ধর্ম্ম মার্গের উচ্চতম স্তরে গমন ঘটে না। উপনয়ন সংস্কার কেবল মাত্র শূদ্রজাতীর নাই। এই নিমিত্তই শূদ্রজাতি স্মরণাতীত যুগ হইতেই এই ধরাধামে, মনুষ্য সমাজে, পশুবৎ অতি নিকৃষ্ট ও হেয় হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াও ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কায়স্থ জাতির কেন যে চক্ষু ফুটিতেছে না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শূদ্রে ও অধম পশুতে প্রভেদ যৎসামান্য মাত্র। নিরুপবীতী কায়স্থেও শূদ্রে সেইরূপ অতিসামান্য মাত্র প্রভেদ বুঝিতে হইবে। উপবীত ধারণে মানবের যে, কি মহৎ উপকার সংসাধিত হয়, তাহা যাহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছেনও উপবীতের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, তাহরাই বুঝিতে সমর্থ হন, অন্যে পারে না।

পাপাচার দ্বারা মানবগণ নিরয়গামী হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ও সুবোধ এবং বিচক্ষণ মানবগণ এতাবৎ বিচার করিয়াই সর্ব্বদা ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। ধর্ম্মমার্গে বিচরণ করিতে হইলে, ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক বিষয়েরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা ধর্ম্মলাভে ব্যাঘাত ঘটে। আহার, পরিচ্ছদ ও সঙ্গীদিগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভিক্ষার উপযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে ভিক্ষালাভ হয় না, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিলে, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম্মাচরণ দুরূহ হইলেও অসাধ্য নহে সাধ্যের অতীত নহে। ধর্ম্মই সারাৎসার, যেহেতু ধর্ম্মই সকল প্রকার সন্তাপ দূর করিতে সমর্থ।

সৌরভ বিহীন প্রস্থনের শোভা থাকিলেও তাহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য নাই, এবং তাহা তত মনোলোভাও নহে। দশন বিহীন আননের মনোহারিত্ব নাই। এইরূপ, সত্য ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ বিহীন বচনেরও সমাদর দেখা যায় না। পুন্যানুষ্ঠানশূন্য পুরুষেরও মনুষ্যত্ব নাই!

সাধু প্রবর্ত্তনা দ্বারা যে ব্যক্তি নিজ বিক্ষিপ্ত মনকে বশীভূত বা জয় করিয়াছে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহারই অধীনতা স্বীকার করিয়াছে; এবং যে মানব মনঃ দমনে অসমর্থ, ইন্দ্রিয় বশীকরণে সে ব্যক্তি কোন কালেই সমর্থ হয় না।

অসিত পক্ষীয় ইন্দু যেমন ধীরে ধীরে

ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মানবের যৌবন কাল ও তদ্রূপ দিন দিন ক্ষয় হইয়া থাকে। দুরন্ত যৌবন মদে উন্মত্ত হইয়া, মৃত্যুকে বিস্মৃত হইয়া, মায়িক জীব নিজ কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ ও পরম সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম বুদ্ধির অধিকতর বিকাশ হয়। পাপের অনুষ্ঠান করিলে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্তি অত্যাধিক প্রবল হইয়া থাকে। এই হেতুই বিচারবান সুধীপুরুষ সর্ব্বদাই সর্ব্ব প্রযত্নে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; কেন না, তাহা হইলে, দুঃখের নিবৃত্তি ও সুখের উদয় হয়।

পুণ্যানুষ্ঠান করিলে নিজদেহের রূপ লাবণ্য ও শ্রীবৃদ্ধি এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের সুন্দর বিকাশ হয়, ও বাক্ সিদ্ধিও হইয়া থাকে। পুণ্য ফলে সুখের সঞ্চার ও পদে পদে দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারেরা পুনঃ পুনঃ কহিয়া গিয়াছেন যে, ব্রতের মধ্যে অনশন ব্রতই উৎকৃষ্ট; দানের মধ্যে অভয় দানই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার রূপ হইতে ভগবানের রূপই সুন্দর; এবং সমস্ত বাক্যের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাক্যই সার বাক্য।

মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হইলে, মাতা, পিতা, মিত্র, কলত্র, রাজা, মন্ত্রী ভৃত্য, পুত্র মন্ত্র, তন্ত্র, কবচ ঔষধি প্রভৃতিদ্বারা কেহই কাহাকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। শত সহস্র রত্ন, ধন, জন, হয়, গজ, ঐশ্বর্য্য থাকিলেও কৃতান্তের করাল কবল হইতে কেহই রক্ষা পায় না। এই জন্যই, গুরু উপদেশ দেন—"বাবা, ব্রত নষ্ট করিও না, ধর্ম্ম নষ্ট করিও না, সমাজে অশান্তি আনয়ন করিও না, ধর্ম্মাশ্রয় কর, ধর্ম্ম পরলোকেও তোমায় শান্তি দিবে, সাধুর জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য।"

ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা স্মরণ করিয়া, গুরুদেব আরও উপদেশ দেন যে -পরস্ত্রীতে লোভ করিও না, ইহা অতীব গুরুতর পাপ কার্য্য। পরস্ত্রী প্রসঙ্গের অনেক প্রকার দোষ দৃষ্ট হয়, ইহাতে ব্রত নষ্ট, গুণ নষ্ট, দেহ নষ্ট, রাজদণ্ড ও লোকনিন্দা হয়।" বিচারবান্ মানবে কখনই পরস্ত্রী প্রসঙ্গে লিপ্ত থাকে না। "পরস্ত্রী মাতৃবৎ" এই ভাবটী মনে বদ্ধমূল হইলেই, নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়। যেমন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডপ্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলে, লোচন নিস্তেজ ও দর্শন শক্তির ক্ষয় হয়, তদ্রূপ, পরনারীপানে কু-দৃষ্টি করিলে স্বীয় তেজের হানি হয়। ব্রহ্মচর্য্যের তেজঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পরনারীর প্রতি কু অভিসন্ধিতে দৃষ্টিপাত করিতে নাই!

শাস্ত্রকারেরা এতদূর কহিয়াছেন যে, যে গৃহে নারী বাস করে, সে গৃহে ব্রহ্মচারিগণ বাস করিবেন না। বাস্তবিক ইহা শাস্ত্রের আদেশ। যে স্থলে সিংহ বাস করে, তথায় মৃগের অবস্থিতি করা কোন রূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রকৃত কথা এই যে—ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, সুখ ও দীর্ঘজীবন এবং স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে সুখ লাভ এবং যশোবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং ধারণা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই দেহ দৃঢ় ও সাধনক্ষম হয়, এবং সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব সকল প্রকার ব্রতাপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই শ্রেষ্ঠ ও একান্ত

অবলম্বনীয়,—ইহা শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী থাকিলে অবশ্যই ভোগের বাসনা হয়; স্ত্রীবিহীন ব্যক্তির ভোগ-স্থান কোথায়, অতএব স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারিলে, জগৎ ত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়। জগৎ ত্যাগ অর্থে জগতের যাবতীয় বস্তুর আশক্তি ত্যাগ বুঝিতে হইবে।

ধন বা সম্পত্তি, অর্থাৎ বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া ভাল নহে। বিষয়ে মন দিলে ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। বিষয় বাসনারূপ মহাবিষ জন্মান্তরেও মানবকে নষ্ট করিয়া থাকে। বিষ কেবলমাত্র দেহটাকেই নষ্ট করে, কিন্তু বিষয়রূপ মহাবিষে মনঃ, বুদ্ধি চিত্ত, ধর্ম্ম সকলই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বিষকে বিষ বলে না; বিষয়-বাসনাই প্রকৃত বিষ। এই বিষে লোভ করিতে নাই। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "মণিরত্ন মালায়' বলিয়া গিয়াছেন—"বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তা দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী।"

অর্থাৎ—বিষ হইতেও বিষম বিষ কি? উত্তর—সর্ব্বপ্রকার বিষয়। সর্ব্বদা দুঃখী কে? উত্তর—বিষয়ানুরাগী।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

ঘাত প্রতিঘাত।

এ বিশ্বসংসার যেন যোগাসনে সমাসীন হইয়া প্রাণরূপিণী পরমাশক্তি ঘাতপ্রতিঘাতের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত এবং সিদ্ধপুরুষ আপনার অসাধারণ যোগবলের মহিমায় যেমন সকলকে স্তম্ভিত করেন এ বিশ্বসংসারও সেইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের অসীম ক্ষমতায় নিয়ত অসংখ্য অদ্ভুত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে। এই বৈচিত্র্যময় ঘাতপ্রতিঘাতের লহরী লীলা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে, তুষাররাশিমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, ফেণাবিল সমুদ্র-তরঙ্গে, কলকলায়িত লোকারণ্যে অথবা কল্পনার অগম্য মহাশূন্যে এমন কি জগতের সকল স্থানে এবং সকল প্রকার বস্তুবিতানে নিয়ত বিরাজমান। জগৎযন্ত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়মে জীবনের বর্ত্মে মনুষ্য জাতির জাতীয় ইতিহাসেও এই বিধাতৃশক্তি, গৃহ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরিদৃশ্যমান। কিবা উৎসবে কিবা ব্যসনে কিবা ক্ষণস্থায়ী গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানে কিবা চিরস্থায়ী অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ বিধানে ইহা যেন সুসজ্জিত শকটে সমারূঢ় হইয়া মনুষ্যের মধ্যেও ইন্দ্রের প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত। জলের স্রোত নিম্নগামী কিন্তু এই ঘাতপ্রতিঘাতের স্রোত ঊর্দ্ধ ও অধঃ সকল দিকেই সমভাবে প্রবাহমান। উচ্চ নীচ ধনী নির্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, পাপী পুণ্যবান কাহাকে ও উপেক্ষা করে না। জলস্রোত যেমন ছুটাছুটি করিয়া প্রবল বেগে সহস্র সহস্র নদী নালায় পরিণত

হইয়া বিভিন্ন জনপদ ডুবাইয়া ভাসাইয়া পরিণামে সমুদ্রেই মিলিত হয় তেমনি ঘাতপ্রতিঘাতের স্রোত ও মহোচ্ছ্বাসে জাতিবিশেষকে বিলোড়িত ও সন্তাড়িত করিয়া জাতীয় জীবন সংগঠনে সফল মনোরথ হয় এবং তাহারই ফলে প্রাচীন রোমীয় সমাজে Patrician এবং Plebeian সংঘর্ষে তৎকালীন সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের হৃদয়তলে গভীর বিষাদের অপকৃষ্ট ছায়া নিপতিত হইলেও তাহার ভাবীফল রোমীয় জাতির বীরত্ব মহাপ্রাণতা ও শূরত্ব অনন্তকাল মনুষ্যসমাজকে অপার আনন্দ প্রস্রবণে নিমজ্জিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তজ্জন্যেই রোম দেশীয় বিনশ্বর শরীরীর অবিনশ্বর কীর্ত্তিগাঁথা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে প্রাচীন গ্রীকজাতিও ট্রোজান রণরঙ্গে, মেসিনিয়ান যুদ্ধবিগ্রহে, পেলোপোনিয়ান মহাসমরে, পারসিকের ভীষণ আক্রমণে বিলোড়িত হইলেও গ্রীক সাম্রাজ্য প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া দিগন্তবিশ্রুত গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। সেই মহাশক্তির প্ররোচনায়, ঘাতপ্রতিঘাতের অমৃতায়মান ফলে বর্ত্তমান জগতের উন্নতিশীর্ষে সমুপস্থিত ইংরাজ জাতির ও জাতীয় জীবন সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি সংঘর্ষ ফলেই, ঘাতপ্রতিঘাতের মহিমায়েই আর্থার বন্দরের মহাশ্মশানে, মুকদেনের সমাধি ক্ষেত্রে ইয়ুলুনদীর রক্তরঞ্জিত তরঙ্গেই উদীয়মান জাপানের প্রতিভা, তাহার অসাধারণ বীরত্ব ও তেজস্বিতা, এবং তাহার অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত সুপ্রমাণিত। সে গৌরব-স্তম্ভ প্রশান্তমহাসাগরের সমগ্র বারিরাশিতেও বিধ্বস্ত হইবে না, এসিয়া মহাদেশের সমুদায় গগনস্পর্শী শৈল শ্রেণীর যুগপৎ পতনেও বিনষ্ট হইবে না। সুতরাং ঘাতপ্রতিঘাতই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। সংঘর্ষের সুফল কল্পনার তুলিকায় অতিরঞ্জিত হয় নাই। উপন্যাসের মোহিনীছায়ায় প্রতিবিম্বিত হয় নাই, উহা প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র। এ তরঙ্গ যেমন জাতীয়জীবনে খেলা করে এবং প্রকৃতির অতি নিভৃত নিকেতনে যেমন উছলিয়া পড়ে, সেইরূপ ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও ইহার লহরী-লীলা অবিরাম ছুটিতেছে।

আমরা ম্যাটসিনির কীর্ত্তিকাহিনী পড়িয়াছি, গ্যারিবল্ডির উদ্দাম বীরত্বে স্তম্ভিত হইয়াছি, ওয়াসিংটনের স্বদেশহিতৈষিতার নিকট মস্তক অবনত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, মহাজ্ঞানী শাক্যসিংহের জ্ঞান-প্রতিমার পূজা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, মহাপ্রাণ যীশুখ্রীষ্টের লোকাতীত আত্মত্যাগে বিমুগ্ধ হইতেছি কিন্তু যে মহাশক্তির উপাসনায় উপরোক্ত মহাত্মাগণ সাধক, ঘাতপ্রতিঘাতের সে নিগূঢ়তত্ত্ব অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারিতেছি না। তাই যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুনিলেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পারস্যের চিন্তায় এবং তুরস্কের বেদনায় ভারতীয় মুসলমানসম্প্রদায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, উন্নতি যে পথের পথিক, ঘাতপ্রতিঘাত সেই পথের পরিচালক, উন্নতি যে নদীর নাবিক, সংঘর্ষ সেই নদীর কাণ্ডারী, উত্থান যে জগতের অধিবাসী, প্রতিদ্বন্দ্বীতা সেই জগতের আলোকময় প্রফুল্ল চন্দ্র, সুতরাং পারস্য কি তুরস্ক কর্ম্মসূত্রে সংগ্রথিত থাকিয়া

নিয়তির অনুশাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক কুসুমশয্যায় শায়িত থাকিলে কখনই স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে না। বিধাতার এ কর্ম্মভূমিতে অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই এবং অতি ক্ষুদ্র একটী বালুকাকণাও নিয়তির অনুশাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় না। যে পণ্যে হিন্দুর স্বাধীনতা বিক্রীত হইয়াছে, যে মূল্যে আসীরীয় মৈসিরীয় প্রভৃতি জাতির স্বাধীনতা-রত্ন হস্তান্তরিত এবং যে পণ্যে নওশেরার যুদ্ধজেতা, রামনগরের রণজয়ী ও চিলিয়ানওয়ালার অভিনেতা সাহসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শিখজাতির জাতীয় অভ্যুদয় বিপর্য্যস্ত সেই পণ্যেই আবশ্যক হইলে পারস্যের ও তুরস্কের স্বাধীনতা সংসার-পণ্য-বীথিকায় বিক্রীত হইবে। সে ক্রয় বিক্রয় রোধ করিবার শক্তি কাহারই নাই।

সর্ব্বসহা ভূপৃষ্ঠেও আঘাত করিলে প্রতিঘাত তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসে, এবং আমরাও শৈশবে ক্রমান্বয়ে পড়িয়া পড়িয়াই হাঁটিতে শিখিয়াছি। স্যাণ্ডো প্রভৃতি বলবান ব্যক্তিগণ ক্রমিক শরীর সঞ্চালন দ্বারা ঘাত প্রতিঘাত ফলেই সুদৃঢ়কায় হইয়া বলশালী জনগণেরও বরেণ্য হইয়াছেন। এমন কি প্রিয়বন্ধু ও প্রণয়িনীর সুমধুর কথামৃত কর্ণকুহরে যে অমৃতসিঞ্চনে পরিতৃপ্ত করিতেছে তাহাও এই অসীম বায়ুমণ্ডলের নিত্যপ্রবাহিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফল। সুতরাং এহেন পরম সুহৃদ ঘাতপ্রতিঘাতে বিতৃষ্ণ হইলে চলিবে কেন? অতএব বঙ্গীয় কায়স্থজাতির উন্নতিমার্গের পরিপন্থক স্বার্থান্ধ কতিপয় ব্রাহ্মণাখ্যাধারীর বীভৎস চীৎকারে, তাঁহাদের তাণ্ডব নৃত্যে, তাঁহাদের অকৃতজ্ঞতার শাণিত খড়্গাগ্রহণে ভীতি-বিহ্বল হইলে, এবং কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত হইতে এবং ধর্ম্মমার্গে উন্নীত হইতে পশ্চাৎপদ হইলে ঘাতপ্রতিঘাতের সুফল লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। জাতীয়জীবন আলস্য বা ঔদাস্য-সাগরে নিমজ্জিত রহিয়া চিরশীতলতা লাভ করিবে। সৎপথের পথিক হইতে কাহার ভয় এবং কিসের শঙ্কা? ধর্ম্মকার্য্যে ভগবান সহায়। সত্য চিরকাল ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না। একদিন না একদিন সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দিঙ্মণ্ডল ঝলাসয়া দিবেই দিবে। এ রোগ-শোকময় ও দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসারেও দেখিতে পাই যে, যাহারা জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনাদের অসাধারণ মহত্বের পরিচয় দেন তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ অটল গিরিবরের ন্যায় চিরকাল বিদ্যমান থাকে এবং সে গৌরব-গাঁথা অনন্তকাল জগতের পবিত্র ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকে। ভবিষ্য বংশধরগণ তাঁহাদের মহাপ্রাণতার নিকট ভক্তিভরে প্রণত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। তজ্জন্যই বীরেন্দ্রসমাজের বরেণ্য হতভাগ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মৃতদেহ যখন ফরাসিরাজ্যে পুনরাণীত হয়, তদ্দেশীয় জনসাধারণ তখন তাঁহার পবিত্র স্মৃতির স্মরণার্থ একটা প্রাণের বিনিময়ে বোধ হয় অনন্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। এ শিক্ষা সমগ্র মানবজাতিরই অমূল্য সম্পদ। সুতরাং এই অধঃপতিত, অভিশাপগ্রস্ত বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা অপসারণের নিমিত্ত এবং মোহের নিগড় ভাঙ্গিবার জন্য যাঁহারা সদেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আপনাদের মহামূল্য

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রম যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয় তাচ্ছিল্যের বধ্যভূমিতে সমাহিত হইলেও তাঁহাদের এ কীর্ত্তি-গাথা অলন্ত অক্ষরে জাতীয় ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় লেখা থাকিবে। সে পূত প্রতিবিম্ব কাল সহস্র চেষ্টাও প্রক্ষালিত করিতে পারিবে না। স্থতরাং কায়স্থদ্বেষীর পৈশাচিক তাণ্ডবে ভীত ও চকিত হইবার কোনই কারণ নাই।

প্রকৃতপক্ষে যাহারা মনুষ্য জীবনের উচ্চ অধিকার ও উচ্চ সম্পদের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং মনুষ্য জীবনকে সর্ব্বতোভাবে পশুর জীবনে পরিণত করিয়া উহার নৈসর্গিক বিকাশের সমস্ত আশাই নির্ম্মূল করিয়া ফেলে, তাহারা মনুষ্যপদবাচ্য নহে এবং তাহাদের কলুষিত হৃদয়ের অপকৃষ্ট ছায়া পাপ হৃদয় তলেই সংরুদ্ধ রহিবে এবং তাহা কখনই প্রতিবিম্বিত হইবে না। সে ভীমভৈরব তাণ্ডব সে ভীষণ কোলাহল, সে পৈশাচিক আস্ফালন, জল বুদ্‌বুদের ন্যায় কাল সাগরেই মিশিয়া যাইবে স্থতরাং তাহাতে কায়স্থজনসাধারণের ভ্রূক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অতি নিম্নস্তরস্থ, কিঞ্চিৎ শিক্ষাদৃপ্ত এবং যুগপৎ সামান্য অর্থাগমে ধন গর্ব্বিত জনৈক কায়স্থ কুল-কলঙ্ক জঘণ্য স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া, সাম্প্রদায়িক কালিমায় কলুষিত হইয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ কায়স্থদিগকে অযথা বাক্যবাণে সংবিদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থজাতির দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক কারণ ঘাত প্রতিঘাত ফলেও এক্রিয়া স্বাভাবিক। পৃথিবী বিজয়ী সুসভ্য রোম যে অসভ্য জাতি সমূহে স্বত্ব ও অধিকার নিপীড়িত করিয়া স্বর্গীয় প্রতিভায় বীরমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ছিল কালে সেই অসভ্য নীচ জাতীয়েরাই সমুত্থিত বলে রোমের মাথার মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে, উহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছে, উহার রাজবেশ ও রাজভূষা সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহার ধরাবলুণ্ঠিত মৃতদেহের উপর স্বকীয় জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়া ঘাত প্রতিঘাত শক্তির অসীমতার পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ ব্যাপারে তাহারই পুনরভিনয় হইতেছে। সম্প্রতি তাহা কায়স্থজাতির একতা সংস্থাপনের পরিপন্থী কি না তাহাও সাধারণের বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু সংঘর্ষ অনেক সময়েই উন্নতিমন্দাকিনীর পর্ব্বত-নিঃসৃত জল-প্রবাহ মাত্র। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত ফলেই মুসলমান সম্রাট্‌গণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যে শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী জনসাধারণ যুদ্ধবীরের পদে অধিরোহণপূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর শিবাজীর অধিনায়কতায় এক সজীব স্বাধীন জাতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারিয়াছিল এবং তাহারই মহিমায় সংযতচিত্ত ও যোগীর ন্যায় নিরীহ শিখসম্প্রদায় কালক্রমে তেজস্বিতায় স্থিরপ্রতিজ্ঞায়, মহাপ্রাণতায় এবং যুদ্ধকুশলতায় ইতিহাসে বরণীয় হইতে পারিয়াছে। ঘাত ফলেই শিখগুরু বন্ধু লৌহ-পিঞ্জরে সংরুদ্ধ থাকিয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্যতম গুরু অর্জ্জুনমল ঘাতকের প্রাণান্তক কুঠারের অসহনীয় আঘাতে জীবন বিসর্জ্জনে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অন্য সময়ে সেই ঘাতফলেই শিখ-সমাজ-নেতা তেজস্বী

বেগে বাইজুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছিল। আবার প্রতিক্রিয়ার সময়ে প্রতিঘাতবলেই নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতবর্ষেও শিখজাতি আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে এবং ঘাতপ্রতিঘাত ফলেই নওশেরা, রামনগর ও চিনিয়ানওয়ালার সমরাঙ্গণে শিখগণ মহাসত্ত্ব ও মহাবীর বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে এবং জগতের শূরত্ব অভিধানে তাঁহাদের অশেষ কীর্ত্তি লিপিবদ্ধ রহিবে। এই যে ঘাত-প্রতিঘাত লোকবিশ্রুত সাম্রাজ্যসমূহের মূলাধার এবং জাতীয় উন্নতির মেরুদণ্ড কিন্তু তাহাতেও গুরুগোবিন্দ সিংহের ন্যায় মহাপ্রাণ, ক্রমওয়েলের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, এবং নেপোলিয়ানের ন্যায় মহাবীরের অভ্যুত্থান নিতান্ত আবশ্যক এবং তাহা হইলেই সুফল প্রদান করে। যদিও বঙ্গীয় কায়স্থজাতির এ অভ্যুদয়ে, জাতীয় মান সম্মান সংরক্ষণে, স্বপদে পুনরধিরোহণে প্রতিঘাত মাত্রা ততদূর গুরুতর হয় নাই এবং সুসভ্য ইংরেজশাসনাধীনে অত্যাচারীগণ কূর্ম্মের ন্যায় সংরুদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট অথবা শীতবাতে কম্পিত বৃদ্ধের ন্যায় সঙ্কুচিত থাকিতে নিয়ন্ত্রিত তথাপি বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে সহিষ্ণু, কার্য্যকুশল এবং স্বার্থত্যাগী জননেতার নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ জননেতার অধীনে প্রতিভা-পূরিত ধর্ম্মদীপ্ত কায়স্থসম্প্রদায় পরিচালিত হইলেই জাতীয় চন্দ্রাতপতলে প্রবলপ্রতাপ, অশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের পার্শ্বেই সমাসীন হইয়া কায়স্থজাতি স্বীয় পদমর্য্যাদা খ্যাতি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবে এবং এতদুপায়ে উভয় সম্প্রদায় উন্নতিমার্গে প্রধাবিত হইলেই হিন্দুর জাতীয় আকাশে পুনরায় গৌরব-সূর্য্য সমুদিত হইয়া দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিবে। এবং এ বঙ্গদেশেও অবনতির তামসীনিশা উন্নাতর খরতর আলোকে জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠিবে এবং তাহা হইলেই নিশীথ-ফুল্ল-যুগল কুসুমবৎ এই উভয় সম্প্রদায় সুরভি-সুগন্ধে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত করিয়া ভারতীয় সমাজ-তরুও সুশোভিত করিতে সমর্থ হইবে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে বিধাতার উপর বিধাতা নাই এবং যুগধর্ম্ম নিরুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। চির-সম্মানিত, এক সময়ের স্বাধীনতায় গৌরবান্বিত ভারতব্যাপী আর্য্যকায়স্থজাতি এ বঙ্গদেশে বিপাকে পড়িয়া মোহ-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হওয়ায় কূটচক্রান্তজালে বিজড়িত হইয়া পড়ায়, শাস্ত্রচর্চ্চায় বিগতস্পৃহ হওয়ায়, এবং কুলোকের কুমন্ত্রণায় অভিমন্ত্রিত হওয়ায় বিদেশে সমাজস্তরের অতি নীচে, হিন্দুসমাজের নিম্নতম সোপানে জঘণ্য শূদ্ররূপে, গাড়ু গামছা বাহী ভৃত্যপর্য্যায়ে, অনার্য্য দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছায় সে বন্ধনী ছিন্ন হইতে চলিয়াছে এবং সে অবনতির সংরুদ্ধ তড়াগ হইতে উন্নতির মন্দাকিনী তরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। সে তরঙ্গ-ভঙ্গে, বিধাতার সে জলপ্রপাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে মানবীয় শক্তি নিতান্ত অক্ষম। অদূরে যাঁহারই মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, যাঁহারই সমুদ্রের অসীম বিস্তার, যাঁহারই নিত্যপ্রবাহিত স্রোতস্বতীর ঘোর আবর্ত্ত, যাঁহারই আদেশে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় ও লয় এবং যাঁহারই সৃষ্টি-নৈপুণ্যে সৌরজগতের অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্য তাঁহার

নিকট অপরিসীম বিধাতৃশক্তির নিকট কীটাণুকীট মনুষ্যের মানবীয় শক্তি অতি ঘৃণ্য, অতি ক্ষুদ্র, এবং অতি সামান্য। সুতরাং কায়স্থজাতির জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী ঘোর কায়স্থদ্বেষীকে দেখিয়া ভীত ও চকিত হইবার কোনই কারণ নাই। অই দেখুন রাহুগ্রাসবিমুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র পুনরায় সুধাকিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, মেঘাপসৃত সুনীল আকাশ পুনরায় শোভা পাইতেছে,—চক্রাবর্ত্তাপনীত মৃদু মন্দ অনিল-প্রবাহ আবার প্রবাহিত হইতেছে,—কল্লোলাপসৃত সমুদ্রের জলরাশি পুনরায় শান্ত সমাহিত ভাব পরিগ্রহ করিতেছে,—যামিনীশেষে প্রভাতের মধুর বালার্ক কিরণও দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে এবং বঙ্গীয় কায়স্থজাতিরও দুঃখের তামসীনিশা প্রভাত হইতে চলিয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

নিরানন্দ।

(গল্প)!

সে আজ তিন বছরের কথা। শাশুড়ীর মন্ত্রণায়, প্রিয়তমার উত্তেজনায় মধুসূদন, তাহার ভ্রাতৃবৎসল জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। যে ভ্রাতা বাল্যকাল হইতে পিতার ন্যায় স্নেহযত্নে মধুসূদনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—মধুসূদনের শিক্ষাদীক্ষা সুখশান্তি অর্থাগমের প্রাচুর্য্য যে ভ্রাতার করুণা প্রসূত, যে ভ্রাতার উচ্চাশয়তা করুণা ও ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন তাহাকে নরপশু হইয়া থাকিতে হইত মধুসূদন অবিচারিতচিত্তে, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ হৃদয়ে অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সেই দেবপ্রতিম ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। প্রায় মানুষই দুর্ব্বল—সহজেই পর প্রভাবাধীন হইলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোপ পায় সদসৎ বিচারবুদ্ধি মাথা তুলিতে পারে না। দুর্ব্বল-মনা মানুষ মধুর বংশীধ্বনিশ্রুত হরিণের ন্যায় মোহমুগ্ধ হইয়া প্রভাববিস্তারকারীর-হস্তে আত্ম সমর্পণ করে—তাহার ইঙ্গিতে যা তা করিয়া অপদার্থত্বের পরিচয় দেয়—মনুষ্য সমাজে অমানুষের তালিকায় নাম লেখায়-মোহ অপসারিত হইলে অনুতাপের তীক্ষ্ণশরে ক্ষত বিক্ষত হয়। মধুসূদনের তাহাই হইয়াছে। ভ্রাতাকে পৃথক করিয়া দিবার পর দিনকয়েক গেলে, হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেই তিনি অনুতাপানলে পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয়ে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মধুরস্নেহময় ব্যবহারগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কল্যাণার্থ তাহারা কিরূপ যত্নশীল ছিলেন—ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া ভ্রাতা তাহার শিক্ষার জন্য কিরূপে কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া নিঃসম্বল হইয়াছেন, তাহা মধুসূদনের স্মৃতিপটে উজ্জ্বলবর্ণে উদিত হইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ভ্রাতৃজায়া কিরূপে মাতৃবৎ স্নেহে তাহার সমস্ত আবদার

অত্যাচার সহিয়াছেন—হাতে গড়িয়া মানুষ করিয়াছেন—না খাইয়া খাওয়াইয়াছেন, সে সব কথা মনে হওয়ায় মধুসূদন লজ্জিত ও নিজকে হেয় মনে করিতে লাগিলেন। শেষ জীবনে তাঁহারা তাহারই প্রতি ভরসা রাখিয়া সুস্থচিত্তে নিরুদ্বেগে জীবন যাপনের আকাঙ্খায় তাহাকর্ত্তৃক কিরূপে অকস্মাৎ প্রতারিত হইলেন ভাবিয়া তাহার নিজের প্রতি শত ধিক্কার আসিল। তাহার উচ্চপদ হইবার পর তাহারই উপদেশে চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া ভ্রাতা কিরূপ বিপন্ন হইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া হৃদয় শতবৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধীয় অনেক কথাই একে একে তাহার মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়া তাহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। লোকনিন্দাও তাহাকে কম আক্রমণ করিল না। বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় বিধ দংশনে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। দেশে থাকা তাহার পক্ষে অশান্তিময় হইয়া উঠিল। তিনি পৃথক হইবার সপ্তাহ পরেই পত্নী পুত্রকে বাড়ীতে রাখিয়া জ্বালাময় হৃদয় ও অশ্রুপূর্ণনেত্র লইয়া কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। যখন জ্যেষ্ঠের নিকট পৃথক হইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ভ্রাতা গিরীশ বাবু ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া অনুচ্চ কোমল স্বরে উত্তর করেন—"আমি বাল্যকাল হইতেই তোমার সুখশান্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থী। আমাকে পৃথক করিয়া দিয়া তোমার যদি সুখোদয় হয়, আমি বাধা দিতে চাহি না। আমি অসুখবোধ করিলেও চির-দিনই তোমার মঙ্গল কামনা করিব। ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ।" পৃথক হইবার দিন রাত্রে ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে ভ্রাতার যে কথোপ-কথন হয়, মধুসূদন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছিলেন। ভ্রাতৃজায়া দেবরের ব্যবহারের যখন নিন্দা করিতেছিলেন, অসময়ে তাহা-দিগকে পৃথক করিয়া দেওয়ায় তাহার প্রতি কৃতঘ্নতার আরোপ করিতেছিলেন, তখন স্নেহশীল ভ্রাতা পত্নীকে বলেন—"তুমি মধুকে দোষ দিও না ওর মধুর প্রকৃতি কি জান না? ওর নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ হয় নাই, দেখবে এ কাজের জন্য সে অনুতপ্ত হবে।" বাড়ী হইতে কর্ম্মস্থানে আসিয়া শাশুড়ী ও পত্নীর কবলমুক্ত মধুসূদন ভ্রাতার এই সব দেবোপম সরলতার কথা, ক্ষমা ও স্নেহের কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নিজকৃত পর বুদ্ধি প্রণোদিত নিন্দার্হ কার্য্যের জন্য মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ভ্রাতার প্রতি অপার ভক্তি ও সহানুভূতি, পত্নীর প্রতি বিরক্তি ও অপ্রেমের বর্দ্ধন হইতে লাগিল। ভার্য্যাকে তিনি তাহার আনন্দকাননের অনল বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। পত্নীর নিকট পত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন—পৌঁছ সংবাদটা ও দিলেন না। এ দিকে ভ্রাতার নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ের করুণ ভাষায় নিজের অপ রাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিলেন। এ ভাবান্তরে পত্নী একটু বিস্মিতা হইলেন। তিনি স্বামীকে তিন খানা পত্র লিখিলেন, এক খানারও উত্তর মিলিল না। তাহার চিত্তে বিশেষ উৎকণ্ঠার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"তাহার সুখ-কল্পনা বুঝি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল! তাহার আশানদী বুঝি প্রসারিত না হইতেই বেগবতী না হইতেই শুকাইয়া গেল! পতির আচরণ

তাহাকে পাগলিনী করিয়া তুলিল! স্বামীর অবস্থা যে এ ঘটনায় এমন আকার ধারণ করিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। দেখিতে২ ভাবিতে২ প্রায় ছয় মাস গত হইয়া গেল। স্বামীর কোন সদয় ব্যবহারের লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। মধুস্দন টাকা পয়সা যাহা যখন পাঠাইতেন, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও দাদার নিকটই পাঠাইতে ছিলেন। স্ত্রীর প্রয়োজনানুরূপ খরচাদি যোগাইবার ভার দাদার উপরই ন্যস্ত ছিল। মধুস্দনের পত্নী, স্বামীর উপেক্ষায় মর্ম্মন্তুদ বেদনা বুকে লইয়া সময় যাপন করিতে ছিলেন। ছয় মাস এইরূপে কাটাইয়া তিনি স্বামী সমীপে যাওয়া স্থির করিলেন। মেজ ভাইকে সঙ্গে করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মনে মনে স্থির করিয়া গিয়াছিলেন 'যদি স্বামী পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার না করেন, তবে উপেক্ষিত জীবন আর রাখিবেন না। আত্মহত্যা করিয়া মনের সকল যন্ত্রণার শেষ করিবেন।' মনে মনে বিরক্ত হইয়া থাকিলেও, পারিবারিক প্রীতিনাশিনী বলিয়া জানিলেও নিকটে উপস্থিত হইতে মধুস্দন পত্নীর প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য দেখান নাই। দুচার দিন সঙ্কুচিত প্রাণে পত্নী, পতির সঙ্গে ব্যবহার করিলেন; ক্রমে সঙ্কোচ অপসারিত করিয়া সাহসে ভর দিয়া নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। ধীরে ধীরে স্বামীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। অল্প দিনেই সফল কাম হইলেন; পত্নী, পতির পূর্ব্বানুগত্য ফিরিয়া পাইলেন। কিছু দিন আনন্দে কাটিয়া গেল। আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ের কোনটাই স্থিরস্থায়ী হয় না। তাই মানবজীবনে আনন্দের মলয় সমীরের পরেই নিরানন্দের নিদাঘ বায়ু বহিতে দেখা যায়। এরূপ হইলেও মানব যখন যে অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহাতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে; অন্যাবস্থা যে তাহার জীবনে কখনও আসিতে পারে তখন তাহা মনেও স্থান দেয় না। অবস্থা চাঞ্চল্য তাহাদিগকে নিয়ত শিক্ষা দিলে ও অবস্থার মোহে তাহা ভুলিয়া যায়। মধুস্দনের স্ত্রী স্বামীর উপেক্ষায় দীর্ঘকাল বেদনা ভোগ করিয়া থাকিলেও পুনঃ পতি অনুরাগ লাভে সমর্থা হইয়া স্বামীকে মতানুযায়ী পরিচালনে সক্ষমা হইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। স্বামীর হৃদয়পানে না চাহিয়া শুধু আপন চিত্ততৃপ্তিকর কার্য্যাবলী তাহার সহায়তায় নিষ্পন্ন করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল বিষয়েই মাত্রাধিক্য যে ভাল নয়, মাত্রাধিক্য হইলেই যে পতন হয়, তাহা অবিমৃষ্যকারী অন্য দশ জনের ন্যায় তিনিও বিস্মৃত হইলেন। পত্নী আসিবার এক মাস পরে মধুস্দন তাহার নিকট ভ্রাতুষ্পুত্র যতীনকে কাছে রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'দাদার অবস্থা এমন নয় যে তিনি লেখা পড়া শিখাইতে পারেন—ভ্রাতুষ্পুত্র মূর্খ হইলে দুঃখ ভোগ তাহাকেই করিতে হইবে—কলঙ্ক কালিমা তাহার মুখই মলিন করিবে।' স্ত্রী এ প্রস্তাবে এমন অসরলভাবে কথা বলেন যে মধুস্দনের চিত্ত তাহাতে বিক্ষোভিত হইয়া উঠে। তিনি ক্ষুব্ধ হইলেও নূতন অশান্তির ভয়ে কোন বাদানুবাদ করেন না—ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিকটে রাখিবার সঙ্কল্প পরিহার করেন। মাসে মাসে ভ্রাতাকে কিছু কিছু পাঠাইতেন—স্ত্রী তাহাও পাঠাইতে নিষেধ

করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ করায় মুখে কিছু বলিতে সাহসী না হইলেও মধুসূদন মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন, শ্বশ্রূঠাকুরাণী, তাহার একটী পৌত্র ও একটী দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া হাজির। শাশুড়ীকে দেখিয়াই ক্রোধে ও ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাময় হইয়া উঠিল যখন দৌহিত্র পৌত্রকে লইয়া উপস্থিতির কারণ অবগত হইলেন, স্ত্রী হাস্যমুখে বলিলেন—"উঁহারা দুজনে এখানে থেকে পড়বে—তা ভালই হল। ছেলেপেলে যত যে বাড়ীতে থাকে, ততই সে বাড়ীর শোভা। খোকা একা একা থাকে—এখন তিন ভাই একত্রে থক্‌বে—একত্রখাবে—একত্র লেখাপড়া কর্‌বে বেড়াবে—খোকার সুখেই আমাদের সুখ! মা ও আর শীঘ্র আমাদের ছেড়ে যেতে পার্‌বেন না—বুড়োমানুষ বাড়ী না থাক্‌লে কি বাড়ীর ইজ্জত থাকে?" তখন মধুসূদনের বদনমণ্ডল রোষাধিক্যে আরক্তিম হইয়া গেল। কোন উত্তর না দিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানায় যাইয়া তাকিয়া ঠেশান দিয়া পত্নীর ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; পত্নীর নানাবিধ আচরণের পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন—পত্নীর হৃদয় ঘোর স্বার্থপরতায় কলুষিত। আত্মতৃপ্তিই তাহার যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যে। সে আত্মতৃপ্তিভোগে-পতিত হৃদয়পানে চাহিবারও তাহার অবকাশ নাই—স্বামীর মনে অশান্তি উৎপাদন করিয়াও বিন্দুমাত্র শান্তিলাভে সমর্থা হইলে সে তাহাতে নিবৃত্তা হয় না। তাহার আত্মতৃপ্তির অনুরোধে স্বামীকে করধৃত ক্রীড়ণকের ন্যায় ব্যবহার করিতে সে লজ্জিত নহে! তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হৃদয় যন্ত্রণাময় হইতে লাগিল। স্ত্রীর সংসর্গ অতৃপ্তিকর বোধ হইতে লাগিল। তাহাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে ইচ্ছা হইল। একবার মনে হইল স্ত্রীকে তাহার আত্মীয় স্বজনসহ এক্ষনই বিদায় করিয়া দেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, বিদেশে চাকরী স্থলে কেলেঙ্কারী করিলে লোককে মুখ দেখান ভার হইবে। ধীরপ্রকৃতি হাকিম ব'লে তাহার যে সুনাম আছে, তাহা নষ্ট হইবে। তিনি প্রবল উত্তেজনাময় মনকে প্রশান্ত করিলেন—সহিষ্ণু হইলেন। সদ্ভাবে ইহাদিগকে দেশে পাঠাইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভগবৎ কৃপায় দু মাস যাইতে না যাইতেই সে সুযোগ উপস্থিত হইল। রাঁচিতে মধুসূদনের বদলীর আদেশ আসিল। তিনি পত্নীকে,—জননী, ভগ্নীপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সহ দেশে পাঠাইয়া দিলেন। শুধু ব্রাহ্মণ চাকর লইয়া রাঁচি পৌঁছিলেন। স্ত্রীর প্রতি মধুসূদন এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন, যে তাহার সংসর্গ বর্জ্জিত হইয়া দিন কত পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আর দেশে যাইবেন না শান্তি সম্ভোগের জন্যই লোকে দেশে যায়, তাহার যখন শান্তি লাভের আশা নাই, তখন দেশে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।' স্ত্রী দেশে আসিলেন বটে, সুখে নহে। তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে অজানা এক যাতনার উদ্ভব হইল। কিছুদিন হইতে স্বামীর ব্যবহারে কথাবার্ত্তার কারণ

অব্যক্ত হইলেও কেমন যেন একবিধ অসন্তোষের ছায়া দেখিতেছিলেন কিন্তু পতির সতর্কতায় তাহা সুস্পষ্ট ধরিবার উপায় ছিল না। তিনি সন্দেহ দোলায় দুলিতেছিলেন মাত্র। স্বামীর সহিত কথা ছিল, নূতন স্থানে যাইয়া সব বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করিয়া পত্নীকে তথায় নেওয়াইবেন। হায় বিধাতার বিধান! যখন মধুসূদন স্ত্রীকে পত্র লিখিলেন, 'যে এস্থানে পরিবার লইয়া থাকা সুবিধা নয়—কিছুদিন তোমার দেশেই থাকিতে হইবে!' তখন স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। রাঁচি স্বাস্থ্যকর স্থান হইলেও স্বামী কেন এরূপ লিখিলেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অস্পষ্ট অসন্তোষের ছায়া তাহার মানসে স্পষ্টতা লাভ করিল। তিনি মর্ম্মাহত হইলেন—কিছুতেই তাহার চিত্ত শান্ত হইল না। তিনি অশান্ত চিত্তে কতবার স্বামী-সন্নিধানে যাইবার অভিপ্রায়ে পত্র লিখিলেন; প্রতিবারেই স্বামী উত্তর দিলেন—এখানে আসিওনা আসিলে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ছুটীর সময় উপস্থিত হইলেই বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিয়া কত অনুনয়বিনয় করিয়া পত্র পাঠাইতে লাগিলেন; তাহাতে স্বামীর নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ একপ্রকারের বাণীই ধ্বনিত হইতে লাগিল—'পূর্ব্বের পারিবারিক শান্তিও ফিরিয়া পাইব না—বাড়ীও যাইব না। তুমিই কি তাহার জন্য দায়ী নহে।' স্ত্রী স্বামীর অভিলাষ না বুঝিতেন এমন নহে, কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে—সর্ব্বসাধারণের কাছে যে কার্য্যের জন্য কলঙ্কপশরা শিরে বহন করা হইয়াছে; সে কার্য্যের আর সংশোধন হওয়া বৃথা মনে করিতেন; তাই তিনি স্বামীকে বারংবারই লিখিয়াছেন, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে তা যার দোষেই হউক—পুনর্ব্বার ভাঙ্গাহাড় জোড়া লাগাইবার প্রয়াস অনর্থক। স্বামী পত্নীর ব্যবহারে ক্রমেই রুষ্ট হইতে লাগিলেন। আফিস আদালত কত বার বন্ধ হইল, ভ্রাতার সহিত পৃথক হইবার পর মধুসূদন একবারও স্বদেশে স্ববাসে আসিলেন না। তিনি অবকাশ সময়ে নানাদেশে বেড়াইতে লাগিলেন—তীর্থে তীর্থে ঘুরিতে লাগিলেন, দেশে যাইয়া যখন শান্তি নাই, তখন কে এমন নির্ব্বোধ বেদনা বাড়াইতে দেশে যায়! মধুসূদনের জীবন তরণী এক প্রকার অশান্তিতরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভ্রাতা গিরীশ বাবুও বাড়ী আসিবার জন্য কত পত্র লিখিয়াছেন মধুসূদন বিনয়পূর্ণ ভাষায় নানা ওজর আপত্তি দর্শাইয়া উত্তর দিয়াছেন—দেশে আসেন নাই। ফল কথা দেশে আসা আর তাহার অভিপ্রেত ছিল না। গিরীশ বাবু দীর্ঘকাল কনিষ্ঠের দর্শনলাভে বঞ্চিত থাকিয়া বড়ই কষ্টানুভব করিতেছিলেন—এদিকে ভাদ্রবধূরও মানসিক দুঃখ তাঁহার সহানুভূতি আকৃষ্ট করিল। তিনি মধুসূদনকে দেশে আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একটু মিথ্যাচরণ না করিলে ভাইকে দেশে আনা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া গিরীশ বাবু নিজের কঠিন জ্বরামাশয় রোগের সংবাদ মধুসূদনকে লিখিলেন—জীবনাশা অতি অল্প ইহাও জানাইলেন। তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ না হইলে যে কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ লইয়া মরিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই, ইহাও জ্ঞাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের পত্র পাইয়া মধুসূদনের হৃদয় আর্দ্র

হইল—দেশে না যাইবার প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল—তিনি দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। গিরীশ বাবুকে তদ্রূপ চিঠিও লিখিলেন। গিরীশবাবু পত্র পাইয়া নিরুদ্বেগ হইলেন না। কয়েকদিন পরে এক টেলিগ্রাফ করিলেন। টেলিগ্রাফ পাইয়াই মধুসূদন স্বভবনাভিমুখে রওনা হইলেন। দীর্ঘ তিন বৎসরান্তে সপ্তমী পূজার দিন প্রাতে মধুসূদন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বগ্রামে পদার্পন ক'রেই মধুসূদনের শক্তিধরের সহিত দেখা হইল। শক্তিধরের নিকট তিনি সব বৃত্তান্তই অবগত হইলেন। গিরীশবাবু তাহাকে বাড়ী আনাইবার নিমিত্তই অলীক পীড়ার সংবাদ সম্বলিত পত্র লিখিয়াছিলেন—টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন ইহা বিদিত হইয়াও মধুসূদন অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং ভ্রাতৃস্নেহের প্রাবল্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। গৃহে পৌছিয়া ভ্রাতাকে প্রণাম করিতেই তিনি মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"তুই যে এত নিষ্ঠুর হবি, তা আমি কখনও ভাবি নাই, এ বয়সে আমাকে এত কষ্ট দেওয়া কি তোর উচিৎ?" ভ্রাতার রোদনে মধুসূদনও অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উভয় ভ্রাতা বহুদিন পরে সম্মিলনে অশ্রুপাত করিয়া প্রথম সম্ভাষন শেষ করিলেন। হৃদয়াবেগ একটু মন্দীভূত হইলে দুই ভ্রাতায় নানাকথা হইল। মধুসূদন মধ্যাহ্নে ভ্রাতৃগৃহেই আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

দিবসে স্ত্রীর সহিত দেখা হইলেও সামান্য দুএক কথা ব্যতীত অধিক কিছু হইল না। স্ত্রী মনে মনে স্থির করিলেন—আর স্বামীর অবাধ্যতাচরণ করিবেন না। তিনি যাহাই বলিবেন তাহাই শুনিবেন। নিজের সুখ চেষ্টাত অনেক করিলেন; সুখের বিনিময়ে শুধু দুঃখই ঘটিল! আর নিজের সুখান্বেষণ করিবেন না; স্বামীর সুখের জন্যই মনপ্রাণ ঢালিয়া দিবেন তাতে নিজের তৃপ্তির ব্যাঘাত হয় সেও স্বীকার। যদিও স্ত্রী মনে মনে এরূপ সঙ্কল্প করিলেন বটে কিন্তু কার্য্যকালে তিনি স্বভাবের প্রভাব এড়াইতে পারিলেন না। রজনীতে স্বামীর সঙ্গে তাহার অনেক কথা হইল। কথায় কথায় শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। মধুসূদন স্ত্রী পুত্রের বস্ত্রাদি ভিন্ন ভ্রাতার পরিবারস্থ প্রত্যেকের জন্য ও পূজায় পিত্রালয়ে আগতা ভগ্নীদ্বয় ও তাহাদের সন্তানাদির জন্য বস্ত্রাদি আনিয়াছেন। শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে একখানা কাপড়ও আনেন নাই। ইহা দেখিয়া অবধি মধুসূদনের স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি আপনাকে অপমানিতা ও দুর্ভাগ্যবতা মনে করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় স্বামীকে বিদ্রূপাত্মকস্বরে কহিলেন—'আর না হ'ক, মার জন্য একখানা কাপড় আন্‌লেও কি জাত যেতে? আমরা এত কি পাপ করেছি!' মধুসূদন স্ত্রীর কথার ভঙ্গিতেই চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—'পাপপুণ্যের কথা এল কিসে? দশবার দিয়েছি, একবার না দিলেই এমন কি অপরাধ হয়?' স্ত্রী বলিলেন—'সকলের বেলায় এই জ্ঞান থাক্‌লে হ'ত—এবার না দিতে, কা'কেই না দিতে; আমার আক্ষেপ থাক্‌ত না!' মধুসূদন একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন—'অপর কা'কেই দেই নাই—যাকে যাকে না দিলে নয়, তাদি'কেই দিয়েছি। তা তোমার চক্ষুশূল হয়ে থাকেত

আমি নাচার!' স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'আমি ভালরূপেই জেনেছি, আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই। যে পতিপ্রেমবঞ্চিতা তার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।'

মধু।—তোমার প্রতি ভালবাসার অর্থ কি এই,—আমার আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করে তোমার স্বজনগণকে সাহায্য করা? যদি তাই হয়, তবে সেরূপ ভালবাসার অধিকারিণী তুমি আর হবেনা ইহা নিশ্চয়। আর স্বামীর হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া তাহার প্রীতিবিধান করিয়া যে ভালবাসা পাওয়া যায়, তা যদি তোমার আকাঙ্ক্ষণীয় হয়, তাহা সকল সময়ই তোমার জন্য প্রস্তুত আছে।

স্ত্রী।—আর আমার ভালবাসায় কায নাই—ঢের হয়েছে। তুমি একথা খুবই বিশ্বাস ক'রো, একখানা কাপড় ও একমুঠা ভাতের জন্য কুকুরের মত তোমার সংসার আমি কর্‌বো না। আমার ভা'য়েরা সবডিপুটী না হতে পারে, একটা ভগ্নীকে অন্নবস্ত্র যোগাইবার যোগ্যতা তাদের না আছে এমন নহে।

মধু।—বেশ, তোমার যাতে সুখ হয় তাই করতে পার—আমার সংসার তোমার করতে হবে না। তোমার ন্যায় স্ত্রীর সংসর্গ আমার পক্ষে বিষ!

স্ত্রী।—আমার সংসর্গ বিষ! আচ্ছা এবিষের সংসর্গ তোমার কর্‌তে হবে না। কালই আমি তোমার গৃহ পরিত্যাগ কর্‌ব।

মধু।—উত্তম! যে স্ত্রীর জন্য আমি পারিবারিক শান্তি হারায়েছি—দেবোপম সহোদরকে পর করেছি—ভদ্রাভদ্রের কাছে নিন্দিত হয়েছি—জগতে অপদার্থ সেজেছি—তাহাকে আমি শত্রু মনে করি; সে কখনই পত্নী নহে। তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিলেই আমার তৃপ্তি!

স্ত্রী আর কোন কথা কহিলেন না। সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। মধুসূদনও দীর্ঘশ্বাসে অনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে অষ্টমী পূজার দিন মধুসূদনের স্ত্রী, ভাশুরের জায়ের ও অন্যান্য রমণীবৃন্দের নিষেধ সত্ত্বেও নিরানন্দ মনে অশ্রুপাত করিতে করিতে ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়া পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। গিরীশবাবু, মধুসূদনকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মধুসূদন নির্ব্বাক! চতুর্দ্দিক তাহার নিকট নিরানন্দময় বোধ হইতে লাগিল, নিরানন্দে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সস্নেহ আদর আপ্যায়নও তাহাকে সুখী করিতে পারিল না। দেশে তিষ্ঠান তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি অনেক অনুনয় বিনয়ে ভ্রাতার অনুমতি লইয়া পনরদিন মাত্র স্বভবনে নিরানন্দে কাটাইয়া নিরানন্দের কবল মুক্ত হইবার জন্য একাকী পুরীধামে রওনা হইলেন। তাহার অসম্মতিতেও নিরানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

স্বাগতম্ ।

[ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনে সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, সি, এস মহাশয়ের রচিত এবং মিঃ কে, কে, দেব ব্যারিষ্টার কর্তৃক পঠিত ইংরাজী কবিতার অনুকরণে রচিত ।]

ভারতের কায়স্থ মণ্ডলী

এক বীজপুরুষ হইতে উদ্ভূত সবাই—

একই শোণিত বহে সকলের দেহে, সকলেই ভাই ।

অতীতের গৌরব কাহিনী,—সেই এক, এক অভ্যুদয়,

এক সেই সনাতন ধর্ম্ম, এক মাত্র সবারি আশ্রয় ।

ছিন্ন ভিন্ন, হেথা সেথা, দূর দূরান্তরে, কে জানে সন্ধান ?

মহাগিরি, মহানদী, মধ্যে মধ্যে, কত দূর, কত ব্যবধান !

শোণিতের অচ্ছেদ্য বন্ধন টানিতেছে ভিতরে ভিতরে,

অথচ বুঝিতে নারি, চিনিনাক, জানিনাক, আপন সোদরে !

কথা কহি অজানা ভাষায়, পশে নাক মরম মাঝারে,

হৃদয়ের কামনা যাতনা, ভাই হ'য়ে বুঝিতে না পারে !

হায় হায় ! দারুণ দুর্ভাগ্য--কি আছে ইহার মত আর ?

ভাই হয়ে জানিনাক মোরা, চিনিনাক মোরা, ভাই আপনার !

(২)

প্রাণাধিক ভাইরে আমার, এস এস করি আলিঙ্গন,

বসাইতে বুকের মাঝারে, পাতিয়াছি প্রেমের আসন,

নাড়ীর যে অকৃত্রিম টান, তেমন দ্বিতীয় কিছু নাই,

শত বাধা করি অতিক্রম, ভাই ভাই হব এক ঠাঁই !

নিম্ন মুখে বহে যবে নদী, বাধা দেয়, সাধ্য আছে কার ?

দুরারোহ পর্ব্বত শিখর, নত হয়ে, করে নমস্কার !

হৃদয় কন্দর হ'তে যবে, ধায় ছুটে স্নেহের নির্ঝর,

তার মুখে কে দাঁড়াবে বল ?—বৃথা বাধা মৃত্তিকা প্রস্তর !

(৩)

অজ্ঞানের অন্ধকার মাঝে আমরা সকলে এত দিন

ভ্রমে পড়ি ঘুরে মরি, ক্ষুণ্ণ প্রাণ দেহ বলহীন,

ভাবি নাই, বুঝি নাই হায় ! বিন্দু বিন্দু সলিলে সাগর,

রেণু রেণু বালুকা মিলিয়া গড়িতেছে তুঙ্গ মহীধর।

*　　*　　*　　*

ওই হের,—অজ্ঞান আঁধার ঝটিতি মিলায়ে গেল কোথা,
অপূর্ব্ব গৌরবে ওই দেখ, উঠিয়াছে জ্ঞানের দেবতা!
তামসিক জড়তার স্থানে, আনিয়াছে নব জাগরণ,
নব ভাবে বলবান্ দেহ, নব ভাবে উদ্দীপিত মন;
কর্ত্তব্যের আদর্শ নূতন;—মুক্ত নব চিন্তার দুয়ার,
গৌরব গম্ভীর শৃঙ্গ রবে ওই শুন ডাকে বার বার,
সুস্বাগত প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্বাগত স্বজন মণ্ডলী,
ভাই বলে বুকে করি এস, প্রাণ ভরে করি কোলাকুলি।
সুপ্রাচীন পঞ্চ নদ হতে, প্রেমময় প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
স্বাগত স্বাগত,
যমুনার সুপবিত্র, পুলিন নিবাসী, আত্মীয় স্বজন,
হও সমাগত,
বিচিত্র আবর্ত্তময়ী পদ্মা ঘোর রূপা, তাঁর তীরবাসী,
ভীষণ মেঘনা নদী মেঘের স্বরূপা সে তট-নিবাসী,
পূত গঙ্গাতীর হতে—(পাপী তাপী নরের আশ্রয়)
মহানদী,—কলিঙ্গের বক্ষোদেশ মাঝে, মুক্তামালা প্রায়,
গোদাবরী,—সীতা শোকে অশ্রুময়ী ধারা, আজও বহে যায়,
মন্দিরে শোভিত-তট কাবেরী তটিনী, নাগবল্লীচ্ছায়,
মর্ম্মর পর্ব্বত গাত্রে নৃত্যশীল রেবা, নর্ত্তকীর প্রায়,—
এস এস এস সবে হও সুস্বাগত, একত্র মিলিত
একত্র মিলিয়া সবে সাধ প্রাণপণে সকলের হিত,
এই তরঙ্গিণীগণ যদি এক সনে, আনে পুণ্যময় জল,
এক ঠাই মিশে যদি এক দিকে ধায়, করি কোলাহল,
জগতে আছে কি ভাই হেন হিমালয়,
যে ধরিতে পারে এই একতার বল?
ওই শুন স্বরগেরদ্বারে, বাজিতেছে সুমধুর ধ্বনি,
ওই হের পূর্ব্বাশার কোলে উঠিতেছে নব দিনমণি,
বহিয়া আসিছে মর্ত্ত্যধামে হোমপূত সুরভি পবন,
লক্ষ লক্ষ নর নারী হৃদে জাগিতেছে আশার স্বপন,
পিতৃদেবতার আশীর্ব্বাদ আমাদের মরম ভিতরে

পশিতেছে সহস্রধারায় তীব্রবেগ তরঙ্গের ভরে,
বিমণ্ডিত মহামহিমায় হাস্যরাগে উজ্জ্বল বদন,
হের ওই চিত্রগুপ্ত দেব,—শুন ওই মধুর বচন—
কায়স্থের নাম মহীমাঝে, চিরকাল গৌরবে উজ্জ্বল,
প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ, কর তারে আরও সমুজ্জ্বল।
একেকাটী কায়স্থ সন্তান, সকলে আমার বংশধর,
সকলেই সমান পবিত্র, ভেদ নাই তাদের ভিতর,
সাগর-সঙ্গমে গিয়া দেখ, কিম্বা যাও দূর হরিদ্বার,
সবস্থানে এক গঙ্গাজল, ভেদ নাই কিছুমাত্র তার,
সেইরূপ আমার শোণিত—কায়স্থ শরীরে বহমান,—
মূঢ় ভিন্ন আর কে করিবে—তাহাদের মাঝে ভেদজ্ঞান ?
অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম বা কলিঙ্গ, কাশী কিংবা কিরাত কোশল,
মিথিলা, কাশ্মীর, কন্যাকুব্জ, মধ্যদেশ, মগধ, উৎকল,
পঞ্চাল, পঞ্জাব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি মণ্ডল,
বাহ্লীক, গান্ধার, মৎস্যদেশ, কিংবা সিন্ধু সৌবীর সকল,
মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, মালব, জনস্থান, বিদর্ভ, গুর্জ্জর,
পাণ্ড্য, চোল, কেরল, কুন্তল, বনবাসী, মদ্রমনোহর,
যে দেশে, যেখানে যেই ভাবে, আছে যত আমার সন্তান,
সকলের দেহে সেই এক, আমার শোণিত বহমান।
এতদিন পরে বৎসগণ, বুঝিয়াছ তোমাদের ভ্রম,
মিটিয়াছে সব ভেদজ্ঞান, সফল হয়েছে যত শ্রম।
মিলনের মধুর বন্ধনে একতার সুবর্ণ শৃঙ্খলে
বাধা আজি পড়েছ তোমরা, আমার অনেক পুণ্যবলে।
ঘুচে যাক বাধাবিঘ্ন যত, পূর্ণহোক হৃদয়ের সাধ,
ভগবান্ হউন সদয়, করি আমি এই আশীর্ব্বাদ॥"

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

অভিশাপ।*

(গল্প)!

ভক্তিপূর্ণ ঐকান্তিক উপাসনা প্রভাবে সাধক অভিষ্ট দেবতাকে কতদূর নিজায়ত্বে আনিতে পারেন, এবং সেই দেবতার বলে বলীয়ান্ সাধক মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণামূলে যে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহা কতদূর কার্য্যকরী হয়, এই সত্যমূলক ঘটনা দ্বারা সেই রহস্য প্রমাণিত হইবে। তপস্যাশক্তি কীদৃশী বলশালিনী, তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ পাঠক এই আখ্যায়িকায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। হিন্দুদিগের ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিসম্পাতের বহু কথা বিদ্যমান আছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির ইতিহাসে অভিশাপ-কাহিনী প্রায়শঃ আমরা পাঠ করি না। মানবের অন্যায় অবিচারে বা অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ মনে মনে বা প্রকাশ্যে অভিশাপ দিয়া থাকে, কোন কোন সময়ে উহা কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু হিন্দুর ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোনও জাতির ইতিহাসে এই সকল বৃত্তান্ত রক্ষিত হয় নাই, কারণ আধ্যাত্মিক বলে (Occult forces) এ হিন্দুজাতির যে প্রকার বিশ্বাস ও অধিকার, অন্য কোনও জাতির মধ্যে তদ্রূপ লক্ষিত হয় না। শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী তপোনিরতা যুবতীর পক্ষে গুপ্ত অভিসার কতদূর দূষণীয় তাহা নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক কি? তাই দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত ও তজ্জনিত শকুন্তলার দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কার্য্যকারণের সংঘাতের (Causation) সঙ্গে সঙ্গে পাপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত এ জীবনে বা পরলোকে অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল লাহোর-নগরের সৈনিকাবাসে (Cantonment) এ লেপ্টেনেন্ট্ জেন্‌কিন্স ও ক্যাপটেন্ ডশন বাস করিতেন। জেন্‌কিন্স বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রী, একটী ষষ্ঠবর্ষবয়স্ক পুত্র ও পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যাসহ তিনি বাস করিতেছিলেন। ডশন অবিবাহিত। উভয় সৈনিক পুরুষের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব ছিল। সুখে দুঃখে ডশন তাহার বন্ধুর সাহায্য করিতেন। ৩২ জাট্ রেজিমেণ্টে জেন্‌কিন্স ও ১০৫ রাজপুত রেজিমেণ্টে ডশন নিযুক্ত ছিলেন। জেন্‌কিন্সের পত্নী দ্বাবিংশতি বর্ষ দেশীয়া অসামান্য লাবণ্যময়ী রমণী ছিলেন। তিনি সদা হাস্যময়ী ও আমোদপ্রিয়া ছিলেন। সমগ্র সৈনিকাবাস তদীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ছিল। ডশনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব নির্দ্দোষ এবং প্রগাঢ় ছিল।

একদা এপ্রেল মাসের শেষ ভাগে বন্ধুদ্বয় অনুচরবর্গ সহিত উক্ত নগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে হিমালয়ের উপত্যকায় বহুযোজনব্যাপী অরণ্য মধ্যে মৃগয়া উপলক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সন্নিহিত ডাকবাঙ্গালা হইতে অতি প্রত্যূষে রওনা হইয়া সূর্য্যোদয়ে অরণ্য মধ্যে গমন করেন। উভয়ের নিকট রাইফেল বন্দুক

* সত্যমূলক ঘটনা, কেবল নামগুলি কল্পিত। তাৎকালিক অমৃতবাজার দৈনিক পত্রিকায় ক্যাপ্‌টেন ডশন স্বয়ং এই ঘটনা ইংরেজী ভাষায় বর্ণনা করেন। ইহা তাহার অনুবাদ মাত্র। লেখক।

ছিল। ১০।১২ জন লোক শিকারোপযোগী সামগ্রী লইয়া তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্যকিরণসম্পাতে অরণ্যানী অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছিল। মহারণ্য এতই নিবিড় ও ঘন বৃক্ষরাজিপূর্ণ যে সকল স্থানে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে নব নব পত্রদলে শাল, তমাল, কদম্ব, আমলকী, কেন্দ, হরিতকী, পলাশ বৃক্ষরাজি সুশোভিত হইয়াছিল। উত্তরদিকে হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চশৃঙ্গে নবোদিত রবিরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া শ্বেত, রক্ত, নীল বর্ণের প্রভায় দিগ্‌বধূগণ সুরঞ্জিত হইতেছিল, নানাবিধ কলকণ্ঠ বিহগদিগের মধুরকূজনে বনভাগ ঝঙ্কারিত হইতেছিল, বল্লরীবিতানে সচকিত মৃগদল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে শ্বাপদগণের সুগম্ভীর শব্দ অরণ্যাণী আলোড়িত করিতেছিল। মৃগয়ালুব্ধ ব্রিটনদ্বয় বন্দুক হস্তে নির্ভয়ে একটী সংকীর্ণ পথ দিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করত অনতিদূরে একটী সুপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ৪।৫টী মাচান নির্ম্মিত ছিল, তদুপরি আরোহণ করিয়া মৃগকুল লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে আরম্ভ করিল। শান্তিরসাস্পদ নিস্তব্ধ মহারণ্য সহসা গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ রবে বিপর্য্যস্ত হইল, শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া বনবাসিগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত মৃগয়া করিয়া ৩।৪টী হরিণশিশু ভিন্ন ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিল না। মৃগয়াশ্রমে পিপাসিত সাহেবদ্বয় নির্ঝরিণীর সুশীতল জলান্বেষণে পর্ব্বতমালার নিম্নদেশ দিয়া কখনও বা পর্ব্বতের উচ্চতর পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে করিতে শালবৃক্ষ পরিশোভিত হরিৎ তৃণদল সমাচ্ছাদিত একটী সুপরিষ্কৃত স্থান দেখিতে পাইলেন। তাহার উত্তরদিক্ দিয়া একটী সুপ্রশস্ত ঝঙ্কৃতিময়ী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছিল। উত্তরে হিমালয়ের পর্ব্বতমালা স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া একটী অতি বিস্তীর্ণ রঙ্গমঞ্চের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দক্ষিণ ও পশ্চাদ্‌ভাগে নিবিড় অরণ্য দেখা যাইতেছিল। একটী স্থান মার্জ্জিত, লেপিত ও পরিষ্কৃত দেখিয়া সাহেবদ্বয় বিশ্রাম লাভার্থে এই সুন্দর নির্জ্জন প্রাঙ্গণভূমি মনোনীত করিলেন। এবং তদীয় অনুচরবর্গ ডাকবাঙ্গলা হইতে আনীত অন্নব্যঞ্জনাদি আহার্য্য এই স্থানে সজ্জিত করিতে লাগিল। এই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে নির্ঝরিণীর তীরে একটী উচ্চ বেদিকার উপর সিন্দুর ও চন্দনে মার্জ্জিত একখানি সুদীর্ঘ শ্বেত প্রস্তরখণ্ড শোভা পাইতেছিল। বেদীর উপর ও প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে নবপ্রস্ফুটিত পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল হরিতকী ইত্যাদি পূজোপকরণ সমস্ত বিকীর্ণ ছিল। যেন কোন ভক্ত সেই দিবস প্রস্তরখানি পূজা করিয়া গিয়াছেন। বেদিও সদ্যঃ লেপিত ছিল। জেন্‌কিন্স যুবাজনোচিত চাঞ্চল্য বশতঃই হউক, অথবা বিধিবিড়ম্বিত কোন তামসিক বৃত্তির উত্তেজনা বশতঃই হউক সবুট সেই পবিত্র বেদির উপর উঠিয়া পড়িল। ডশন নিষেধ করিয়া কহিল ও কি করিতেছ, দেখিতেছ না ও ঠাকুরের স্থান। জেন্‌কিন্স কহিল—পাথরপূজার মুখে ছাই (Damn your stone worship) "এই অসভ্য কালা আদ্‌মির পাথরপূজার মাথায় আমি পদাঘাত করি" (I kick the idol-worship of these black niggers)। ডশন বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে

কহিল—ছি ছি জন্‌কিন্স, তোমার জিহ্বাকে সংযত কর, তোমার মহাকবি সেক্সপিয়ারও বলিয়াছেন,—"Finds tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones and good in everything" জড়জগৎ ঈশ্বরের সত্বা ভিন্ন যখন তিষ্ঠিতে পারে না তখন একখানি প্রস্তরকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিলে ক্ষতি কি? বিশেষতঃ এই পার্ব্বতীয়গণ সত্যজ্ঞানবিরহিত অসভ্য জাতি। জেন্‌কিন্স উত্তেজিত স্বরে কহিল (Damn your philosophy) তোমার তত্বজ্ঞানের মুখে ছাই।—এই বলিয়া সে লম্ফ দিয়া নিকটবর্ত্তী সিন্দূরে সুমার্জ্জিত প্রস্তরফলক যাহা বেদির মধ্যস্থলে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল তাহা দুই হস্তে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। ডশন বারংবার নিষেধ করা সত্বেও জেন্‌কিন্স প্রস্তরখানি উঠাইয়া ফেলিল এবং মস্তক উপর একবার ঘূর্ণন করিয়া সজোরে প্রবাহিতা স্রোতস্বতীর সুগভীর জলে নিক্ষেপ করিল। ঝপাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। জল ক্ষণকালের জন্য আলোড়িত হইয়া পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে উপলবিষমে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ডশন কহিল "এ কি করিলে? অপরের অর্চ্চিত দেবমূর্ত্তি তুমি জলে কেন ফেলিয়া দিলে?" তিনি জেন্‌কিন্সের হাত ধরিয়া বেদি হইতে নামাইলেন, সে তখনও প্রস্তর নিখাত স্থানে বারংবার পদাঘাত করিতেছিল। এই বিষয় লইয়া উভয় বন্ধু মধ্যে বিস্তর বাদবিতণ্ডা হইল। তদনন্তর তাহারা আহারাদি সমাপন করিয়া অনুচরবর্গ সহিত নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

কিয়দ্দূর যাইয়া যখন তাহারা একটী পর্ব্বতগুহার পুরোভাগ দিয়া গমন করিতেছিল, কাষায় বস্ত্র পরিহিত একজন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সেই নির্জ্জন বনমধ্যে অকস্মাৎ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব দর্শনে সাহেবদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ দেহ আপাদমস্তক গেরুয়া বসনে সমাবৃত, শ্বেতশ্মশ্রু প্রশস্ত বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া মন্দমন্দানিলে ঈষন্মান্দোলিত হইতেছিল, হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ত্রিশূল, মস্তকের শ্বেত আলোল জটাভার পৃষ্ঠদেশের কতকাংশ আবৃত করিয়াছিল। ললাটে রক্ত ত্রিপুণ্ড্রক। অনলবর্ষী চক্ষুর্দ্বয় জেন্‌কিন্সের মুখোপরি সংস্থাপিত হইলে, তাহার মস্তক অবনত হইল। যোগিবর তদীয় দক্ষিণহস্ত জেন্‌কিন্সেরদিকে প্রসারিত করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূঢ় তুমি কি জন্য আমার উপাস্য শিবদেবতাকে জলে ফেলিয়ে দিলে?" জেন্‌কিন্স উত্তর দিতে চেষ্টা করিলে শব্দ যেন তাহার কণ্ঠে অবরুদ্ধ হইল। তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ডশন কহিলেন—"আপনি আমার বন্ধুকে ক্ষমা করিবেন, তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।" সন্ন্যাসী কহিলেন—"ক্ষমা করিব না, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছি, শ্রবণ কর—সম্বৎসর মধ্যে তোমার তিন পুরুষের অপঘাত মৃত্যু হইবে, তাহাদের দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না" এই বলিয়া জেন্‌কিন্স কি ডশন উত্তর দিবার আগেই সন্ন্যাসী দ্রুতপাদবিক্ষেপে অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ভূতাবিষ্টার ন্যায় জেন্‌কিন্স ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডশন কহিলেন—তোমার অপরাধের

যে শাস্তিবিধান হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ? জেন্‌কিন্স কহিল—না ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, বুঝিবার আবশ্যক কি, পাগলে কি না বলে। ডশন বলিল সন্ন্যাসী পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে নাই, পক্ষান্তরে তাহার সৌম্যমূর্ত্তি, দিব্য জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় ও তাহার তীব্র ভাষায় পরিব্যক্ত অভিসম্পাতে আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছে, সে অতি বিশুদ্ধ ভাষায় বলিয়াছে যে সম্বৎসর মধ্যে তোমার তিন পুরুষের আকস্মিক মৃত্যু হইবে ও তাহাদের দেহের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইবে না। জেন্‌কিন্স কহিল—আমার তিন পুরুষ ত নাই, আমার পিতামাতা নাই, এক পিতৃব্য আছেন, আমার তিন পুরুষের অবর্ত্তমানতাই তাহার উক্তির অসত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। ডশন কহিল—তোমার তিন পুরুষ ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তোমার পুত্র, তুমি ও তোমার পিতৃব্য। জেন্‌কিন্স কহিল তুমি আমাকে তৎকালে বলিলে না কেন, আমি ভণ্ড সন্ন্যাসীটাকে গুলি করিয়া মারিতাম। ডশন কহিল—আর বীরত্ব দেখাইতে হইবে না চল বাড়ী যাই।—উভয়ে যথা সময়ে সৈনিকাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই অভিশাপ বৃত্তান্তও বিস্মৃতির জলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। এই ঘটনার ৩।৪ মাস পরে আসন্ন প্রসবিনী জেন্‌কিন্সের স্ত্রীর বিলাত গমন অবধারিত হইল। ভারতবাসী ইংরেজ মহলে একটী সংস্কার আছে যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিলে ইংরেজদিগের বংশগতমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে না, এই জন্য জেন্‌কিন্সের ইচ্ছা যে তাহার স্ত্রী লণ্ডনে প্রসব করেন। তিনি সস্ত্রীক বিলাত যাইতে তিন মাসের অনুগ্রহ বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম সীমান্তদেশে অসভ্য পার্ব্বতীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া ৩২ জাট রেজিমেণ্ট সীমান্তদেশে (Frontiers) যাইতে হইবে সংবাদ পাইয়াছিল, সুতরাং জেন্‌কিন্সের বিদায় হইল না। তিনি ডশনের সহিত তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে লণ্ডনে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। ডশনের ১০৫ রেজিমেণ্ট স্থানান্তরিত হইবে না, তিনি অবলীলাক্রমে তিন মাসের অনুগ্রহ বিদায় পাইলেন, জেন্‌কিন্স তাহাদিগের সহিত বোম্বে পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। বোম্বাই পৌঁছিয়া বন্ধুদ্বয় একটী বিষম বিপদে পড়িলেন। লক্ষ্মী বাঈ, যে জেন্‌কিন্সের বালক ও বালিকাকে জন্মাবধি লালনপালন করিয়াছিল, ও যাহার প্রতি তাহারা অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, লণ্ডন যাইতে অস্বীকার করিল। সে কহিল—"আমি ভদ্রবংশীয়া রাজপুত রমণী, জাহাজে কালাপাণি পার হইলে আমার জাতি থাকিবে না আমি রাজপুত সমাজ চ্যুত হইব।" জেন্‌কিন্সের স্ত্রী, পুত্রকন্যার লালনপালনে কিছুমাত্র মনোযোগী ছিল না, সে সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইত। উভয় বন্ধু অনেক প্রকারে লক্ষ্মীকে বুঝাইল, কিন্তু সে কিছুতেই যাইতে স্বীকার করিল না। অবশেষে তত্রত্য পোলিশ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাহায্যে তাহাকে বিবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়া রাজি করা হইল, লক্ষ্মী তিন মাসের অগ্রিম বেতনের প্রাপ্য মুদ্রা লইয়া জাহাজে উঠিল। যথা সময়ে ডশন, বন্ধুপত্নী ও বালকবালিকাসহ লণ্ডনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

চারিদিন পরে একদা সন্ধ্যাকালে যখন

প্রকাণ্ড অর্ণবযান ভীমরবে ধূমোদ্গীরণ করিয়া ভারতসমুদ্রের প্রশান্ত বক্ষঃ উদ্বেলিত করিয়া যাইতেছিল, ডশন দেখিলেন তদীয় চিরহাস্যময়ী বন্ধুপত্নী জনৈক যুবক ফরাসিকের সহিত ডেকের উপর দিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে করিতে মন্থরগতিতে পদচারণা করিতেছে, তাহাদিগের কেবিনের একপার্শ্বে লক্ষ্মীবাঈ ম্লানমুখে অস্তগমনোন্মুখ জলোপরি যেন ভাসমান প্রকাণ্ড রবিচ্ছবি মুগ্ধনয়নে দেখিতেছে, তাহার নিকট বালক ও বালিকাদ্বয় দাঁড়াইয়া আছে। ডশন ধাত্রীর নিকট যাইয়া সস্নেহে বালক ও বালিকাকে চুম্বন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কাঁদিতে লাগিল ও কহিল সাহেব তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ স্বদেশ ও স্বজাতি আর আমি কখনও দেখিতে পাইব না। ডশন অতি মৃদু ও স্নেহবিজড়িতস্বরে কহিলেন—লক্ষ্মি! কেন দেখিতে পাইবে না, এই তিন মাস পরেই আমি তোমাকে বোম্বাই পৌছিয়া দিব। এই তিন মাসের তোমার বেতনের একশত টাকা তোমাকে দিয়াছি, তোমার ভয় কিসের? লক্ষ্মী কহিল—আমি পতি-পুত্রহীনা রাজপুত বালা আমার টাকার আবশ্যক কি, আত্মীয় স্বজনের নিকট জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল, আপনি জানেন আমরা রাজপুত মৃত্যুকে ভয় করি না, মেমসাহেব ক্ষণকালের জন্যও এই বালক ও বালিকার তত্ত্বাবধান করেন না, ঐ দেখুন একটা ছোঁড়ার সহিত আমোদ করিয়া বেড়াইতেছেন। ডশন কহিলেন—তোমার ভয় নাই, যাহাতে তুমি রাজপুত সমাজে বাস করিতে পার, জাতিচ্যুত না হও তাহা আমরা অবশ্যই করিব। লক্ষ্মী কহিল—সাহেব! আমাদিগের সামাজিক ব্যাপারে তোমাদের অধিকার নাই। তোমাদের কথা কেহই শুনিবে না।—এই সময়ে চা-পানের মৃদুমধুর ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল। ডশন ত্বরিতপদে দ্বিতলে সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইলেন। বৈদ্যুত আলোকে জাহাজখানি আলোকিত, এমনই সুসজ্জিত যে ইন্দ্রের অমরাপুরী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রশান্ত মহাসাগর, নির্ম্মল কৌমুদীবিভাসিতরাত্রি। এই প্রকার মনোরম সময় ও দৃশ্যমধ্যে সকলেই যেন পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতেছিল, কেবল লক্ষ্মীবাঈ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর, অবিরল অশ্রুধারায় তাহার যৌবন-ভারাক্রান্ত সমুন্নত বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছিল। যথাসময়ে আহারাদির পরে জেন্‌কিন্সপত্নী ও তাহার পুত্রকন্যা ও আয়া কেবিনের মধ্যে বিশ্রামার্থ স্বীয় স্বীয় শয্যা অধিকার করিল। আয়া কেবিনের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ডশন বন্ধুপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার কেবিনের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত, বন্ধুপত্নী নিদ্রায় বিভোরা, লক্ষ্মী ও বালকবালিকার শয্যা শূন্য। ডশন বন্ধুপত্নীকে জাগরিত করিয়া আয়া, ও বালকবালিকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জাহাজের কোনও স্থানে তাহাদের পাওয়া গেল না। নৈশ প্রহরীগণ মধ্যে একজন কহিল—যে রাত্রিশেষে সে ডেকের উপর পদচারণা করিতেছিল, একটী "ঝপাৎ" শব্দ শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ কেহ সমুদ্রে পতিত হইল মনে করিয়া জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে ত্বরিতপদে গমন করিতেছিল, এমন সময়ে আর একটী "ঝপাৎ" শব্দ তাহার

কর্ণগোচর হইল। সে শব্দস্থান অনুসন্ধান করিয়া যাইয়া দেখিল, কেহ কোথায় নাই, অর্ণবযান সমুদ্র মন্থন করিয়া বেগে চলিতেছে, চালক ও খালাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কোন শব্দ শুনে নাই কহিল। তাহাদের শুনিবার সম্ভাবনাও বিরল, কারণ তাহারা যেস্থানে ছিল, তাহা হইতে পতনস্থান দূরে অবস্থিত।

ডশন ও অন্যান্য সহযাত্রিগণ বিশেষ ভাবে ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া মীমাংসা করিলেন যে, রাজপুতরমণী দুইটী শিশুকে জলমধ্যে প্রথমে নিক্ষেপ করিয়া আপনিও তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। বন্ধুপত্নী শোকে অধীরা হইলেন, দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ও গণ্ডদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ডশন অনেক করিয়া বুঝাইলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শোকের অপনোদন করিতে পারিলেন না।

কয়েক দিবস পরে যখন শুয়েজখাত অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগর দিয়া জাহাজ মাল্টাবন্দরে উপনীত হইল, তখন রাশি রাশি সংবাদপত্র যাত্রিগণ জন্য জাহাজে আনীত হইলে, একখানি সংবাদপত্র পাঠে ডশন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা বোম্বাই নগর হইতে যে দিন যাত্রা করিলেন তাহার পাঁচ দিন পরে জেন্‌কিন্স কয়েকজন সৈনিকের সহিত ক্যান্টনমেণ্ট হইতে পাচ ক্রোশ ব্যবধান একটী বৃহৎ হ্রদে নৌকায় নৈশজলবিহারে নিযুক্ত ছিলেন। হঠাৎ অপর আর একখানি তরণীর সংঘর্ষে, তাহাদের নৌকা জলমগ্ন হয় পাচ জন আরোহী মধ্যে চারি জন সন্তরণ দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট্ জেন্‌কিন্সের দেহ অনেক চেষ্টাতেও পাওয়া গেল না। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র সৈনিকাবাস গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এই নিদারুণ সংবাদ পাঠে ডশন শোকে ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইলেন। উপর্য্যুপরি এই ঘটনাদ্বয় মনোমধ্যে উদিত হইলে ডশন বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসীর অভিশাপই ইহাদিগের মূল কারণ, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। তিনপুরুষের মধ্যে পুরুষদ্বয় অকালে নিধনপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহাদিগের দেহের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। এখনও একপুরুষ বাকী, দেখা যাউক ভবিতব্য তাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছে। জেন্‌কিন্সের হঠাৎ মৃত্যু এবং সন্ন্যাসীপ্রদত্ত অভিশাপ বিবরণ ডশন বন্ধুপত্নীর নিকট গোপন করিলেন, এমন কি সংবাদপত্রখানিও ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

কএক দিবস অতীতে তাঁহারা লণ্ডননগরে উপনীত হইলেন। প্রাতঃকালে ডশন জেন্‌কিন্সের পিতৃব্য স্যার জেমস্ জেন্‌কিন্সের গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া যে বীভৎস দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চৈতন্য প্রায় লুপ্ত হইল। ক্ষণকালের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি দেখিলেন সুন্দর দ্বিতল গৃহের পরিবর্ত্তে তথায় একটী প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপ রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে দুইদিবস পূর্ব্বে রাত্রিযোগে হঠাৎ অগ্নিসংযোগে এই বাটী ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। গৃহমধ্যে গভীর রাত্রিতে গ্যাশে অগ্নি সংযুক্ত হয়, প্রাচীরগাত্রের কানাতে (curtains) আগুন ধরিয়া সমগ্র বাটী অগ্নিময় হয়। জলের কলের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গৃহগুলি রক্ষা

পাইয়াছে কিন্তু তার জেমসের প্রাসাদ ভস্ম-স্তূপে পরিণত হয়। গৃহস্থিত অনুচরগণ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল কিন্তু গৃহস্বামীর মৃতদেহ কোনও স্থানে পাওয়া গেল না। সকলে মনে করিলেন প্রাসাদ পতনে তাঁহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। ডশন বুঝিলেন সন্ন্যাসীর প্রদত্ত ভীষণ অভিসম্পাত হৃদয় বিদারক ভাবে কার্য্যে পরিণত হইল। হায় হায়! কি কুক্ষণে জেন্‌কিন্স একটী ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ যোগিবরের প্রজ্জ্বলিত ক্রোধহুতাসনে নিপতিত হইয়া সবংশে বিনষ্ট হইল ইতি।

সম্পাদক।

হুতাশের উচ্ছ্বাস।

কি যে সুষমায় আঁকা, স্বর্গীয় সৌরভে মাখা
বদন চন্দ্রমা তার লাবণ্যের খনি।
হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
তাই জাগে মর্ম্ম ব্যথা,
নিশিদিন দেহে হায়! সেই উষারাণী।১
নবীন যৌবন তার, পরায়েছে ফুলহার,
বিশাল নিতম্বে উড়ে ঘন কৃষ্ণ চুল।
সে যখন বেগে ধায়,
বায়ু-ভরে হায় হায়!
ভেঙ্গে পড়ে স্থূলদেহ ঘর্ম্মাক্ত ব্যাকুল।
পীন স্থূল বক্ষ ভারে,
সে যেন চলিতে নারে,
মনে হয় হবে বুঝি আছাড়ে আকুল।২
যখন সে পথে হাটে, চরণে বসুধা লুটে,
শর্ম্মী যেন শোভে নভে পেয়ে পদধূল।
তাহারি মোহিনী বেশ,
করে হৃদে মোহাবেশ,
আপনি আপন হারা আশায় আকুল।
যখন সে কথা কয়,
কোকিল মূর্চ্ছা যায়,
দেবতা প্রসন্ন তাহে বিধি অনুকূল।৩
নয়নে নয়নে যবে, চকিতে অস্ফুট রবে,
করে প্রিয় সম্ভাষণ, মধুর এমন।
সে ভাষার সুধা-ধারা,
করে সদা আত্মহারা,
কি যেন লুকান তথা বিশ্ব-বিমোহন।
সেই ঘাট সরসীর,
সেই তট তটিনীর,
কি ছার ওদের কাছে নন্দন কানন।৪
কিন্তু সে মোহান্ধ মন, বৃথা করে অন্বেষণ,
জড়দেহে স্বর্গের সে সুধা অতুলন।
নিতি নিতি নব বিষে,
জ্বলন্ত আগুন-শীষে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে ভ্রমান্ধ এমন।
বিরহ-নিদাঘ-দুঃখে,
দুঃখানল তাই বুকে;
এ সংসারে কোথা পাবে কষিত কাঞ্চন?৫

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

আমি পেয়াদা।

মিশ্রগন্ধ।

আমি পেয়াদা,
আমার ক্ষমতা বড় জেয়াদা!
আমি উর্দ্ধতনের কাছে কুকুর,
মফঃস্বলে গেলে রায়বাহাদুর।
আমি মফঃস্বলে যাই,
টাকা যদি না পাই,
চোখের কোনে আগুন ধরি,
বাঘের বাপের শ্রাদ্ধকরি,
'হয়ে 'করি নয়,'''নয়ে করি হয়;
যা' তা' না করি কেন, সবেই আমার জয়।
বাধাইতে গণ্ডগোল,
যদিও আমি বিদ্যের ডোল,
আমার মত কেবা ভবে?
তা-ইত মোরে ডরায় সবে।
আর যদি ঠিকেঠাকে পাই,
রাজকার্য্যে বাধা দিয়েছে ব'লে, কারো
নামে ফৌজদারি লাগাই।
চাকুরিটার আশা নাই, সে কথাটা ভুলে
যাই।
নেমাজ পড়ি, সন্ধ্যাকরি;
স্বধর্ম্মের শাস্ত্র পড়ি,
অধর্ম্ম করিতে কিন্তু তাতে কোন বাধা
নাই।

শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার।

কায়স্থ।

নীচ শূদ্রজাতি, তার রাজ সংস্করণ
কায়স্থ; এভাব মনে পোষে মূঢ়জন।
কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি ব্রহ্মাকায় জাত,
চিত্রগুপ্ত বংশধর জগত বিখ্যাত।
শাস্ত্র বিচারিয়া দেখ, কর অবধান,
কায়স্থ ক্ষত্রিয় তার পাইবে প্রমাণ।
পণ্ডিত উপাধিধারী কত মূর্খ হায়,
কায়স্থকে শূদ্র বলে প্রাণের জ্বালায়!
হীন স্বার্থপর সেই ঈর্ষ্যার আধার,
উচ্চজনে নীচ বলি যে করে প্রচার।
কত অজ্ঞ অনভিজ্ঞ বিপ্রের নন্দন,
ভৃত্যটি কায়স্থ বলে করে আস্ফালন!
কভুবা কায়স্থ কেহ হ'লে উপস্থিত,
শূদ্রের হুকাটি দাও ডাকে বিপরীত!
তিলি, মালি, গোপ আদি যত নবশাখ,
নিজকে কায়স্থ বলি করে কত জাক।
উহাদের ভৃত্য হায় হীন শূদ্রচয়, (ক)
তারা ও কায়স্থ বলি দেয় পরিচয়!

(ক) সৎশূদ্রো গোপ নাপিতৌ, শূদ্রগণ ইহাদের ও সেবক। লেখক।

ছি ছি ছি লজ্জার কথা বলিব কি আর,
এসবে প্রশ্রয়দেয় বিপ্রের কুমার!
"রায় গোলামের গোষ্ঠি কায়স্থ ধরায়"
হেন বলি উপহাসে কত নীচ হায়!
কায়স্থ শূদ্রেতে কোথা হয় পরিণয়?
ভরার মেয়ের (খ) পতি বিপ্রের তনয়!
হেন দোষে কলঙ্কিত হিন্দুর সমাজ,
ছি ছি ছি রাখিব কোথা বল এই লাজ?

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

(খ) কন্যাগণের বাহুল্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। উক্ত কন্যাগণ 'ভরারমেয়ে' বা 'ভাসান মেয়ে' নামে পরিচিত। অবশ্য কন্যাগণের হ্রাস হওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে এইক্ষণ উক্ত কুপ্রথা তিরোহিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ভরার মেয়ের গর্ভস্থ সন্তানগণ ব্রাহ্মণ নহে; মাতৃকুলবৎহীন জাতি। লেখক।

কায়স্থপ্রতি।

হে কায়স্থগণ! উঠ নিদ্রা ত্যজি
দুঃখের রজনী হইল ভোর,
দেখহ সকলে জাতীয় জগতে
মুছে গেছে দুখ-তিমির ঘোর।
উঠিছে পূরবে দিক্ উজলিয়া
রক্ত রঞ্জিত তরুণ তপন,
চেয়েদেখ ওই পত পত রবে
উড়িছে নিসান ক্ষত্রিয় জীবন।
রয়েছ কতকাল এ ঘুম ঘোরে
মোহ উপাধানে রাখিয়া শির,
দেখ না চাহিয়া তব বক্ষো পরি
কর্ম্মদেবী ফেলে কত অশ্রুনীর।
ঘুমাবার তরে রাজা আদিশূর
আনেন নাই বঙ্গে কায়স্থগণে,
ইচ্ছাছিল তাঁর জাগিবে আবার
আর্য্যধরম তোমাদের গুণে।
জাগাতে আসিয়া নিজেই ঘুমালে
এই কি তোমার ক্ষত্রিয় ধরম?
ক্রমে ক্রমে হায় হারালে সকল
গৌরবসনে স্বজাতী সম্ভ্রম।
যে কুলে জন্মি প্রতাপ সীতারাম
উজ্জ্বলিয়া গেছে এবঙ্গগগন,
বিবেক-আনন্দ যাঁহার ভূষণ,
সেই জাতি আজ শূদ্র সমান।
লাঞ্ছনার বাকী কিবা আছে আর
কঠিনতর ইহার সমান,
সিংহ বংশে জন্মি' হয়েছ এখন
ঘৃণিত শৃগাল অধম সন্তান।
হিংসা-দ্বেষ ত্যজি এ বিপত্তিকালে
সমাজে একতা কর সংস্থান।
শূদ্রাচার ছাড়ি ক্ষত্রাচার ধরি'
মিলিবে যে দিন একতা বলে,
নিশ্চয় সেদিন পাবে তা' ফিরায়ে
হারায়েছ যাহা অতল জলে॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা।

শিশু।

স্বার্থভরা পৃথিবীতে
যদি কিছু থাকে সুখ।
সকল দুঃখ দূরে যায় গো,
হেরিলে শিশুর হাসি মুখ॥১

কি সুন্দর সেই মধুর হাসি
কি সুন্দর সেই আধভাষা।
নাই সে কোমল হৃদয়মাঝে
কোনই দুঃখ কোনই আশা॥২

আপন মনেই থাকে সদা
কিছুই ওনা বুঝিতেপারে।
আপন মনে কাঁদে হাসে
আপন মনেই খেলা করে।৩

শিশুর সরল হৃদয়খানি
হতো যদি সবাকার।
এই পৃথিবী স্বর্গ হতো
দুঃখ নাহি থাকি তো আর।৪

তোমার হৃদয়খানি শিশু!
একটীবার আমায় দাও
আমার পোড়া হৃদয়খানি
একটীবার তুমি নাও।৫

কত হিংসা কতই দ্বেষ
এই হৃদয়ে ভরা আছে
আমার হৃদয় নরক শিশু!
তোমার স্বর্গ মনের কাছে।৬

শ্রীসুহাসিনী সরকার।

পুরুষ।

কে বলে পুরুষ নিষ্ঠুর নিদয়
কে বলে তাদের মমতা নাই।
তাকাই যে দিকে তাদের মমতা
আমিত শুধুই দেখিতে পাই॥১

কভু সে জনক স্নেহময় রূপে
হৃদয়ে রেখেছে অপায় স্নেহ
পিতৃস্নেহে হয় হৃদয় শীতল
এই ভালবাসা বুঝে না কেহ॥২

কভু ভ্রাতৃস্নেহে জগত মাঝারে
ঢালিছে মধুর সুধার ধারা।
ভাই বলে ডেকে কত সুখ পাই
হই যে তখন আপন হারা॥৩

পতিরূপে হৃদে মধুময় প্রেম
কতই সুন্দর অমিয় ময়।
প্রিয়তমপতি রমণী জীবনে
সকল বিপদে সেই সহায়॥৪

যখন যাতনা হৃদয় উথলে
পিতা বলে ডেকে জ্বালা জুড়াই।
দুঃখের সময় স্নেহের পুত্তলী।
ভ্রাতারে দেখিলে দুঃখভুলে যাই॥৫

এই ধরাতলে পুরুষ দেবতা
স্নেহ প্রীতিভরা তাদের প্রাণ।
পতি, পিতা, ভ্রাতা পুত্ররূপে তারা
রমণীরে শান্তি করিছে দান॥৬

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ।

ব্রাহ্মণের বৃত্তি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥ ১।৯৯

ভাবার্থ—ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, যেহেতু ধর্ম্ম রক্ষার্থেই ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে।

আচারাদ্বিচ্যুতোবিপ্রো ন বেদ ফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ॥ ১।১০৯

ভাবার্থ—আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হন না, যদি ব্রাহ্মণ সদাচার সম্পন্ন হন, তবেই বেদের সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সংকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ ২।১৪০

ভাবার্থ—যে বিপ্র শিষ্যের উপনয়নদিয়া তাহাকে যজ্ঞ, বিদ্যা ও সরহস্য বেদ শিক্ষাদেন তাঁহাকে আচার্য্য বলে।

একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্যার্থমুপাধ্যায়ঃ সউচ্যতে॥ ২।১৪১

ভাবার্থ—যে ব্রাহ্মণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে মন্ত্রাত্মক ও মন্ত্রেতর বেদের একভাগ কিম্বা ব্যাকরণাদি শিক্ষাদেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলে।

নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে॥ ২।১৪২

ভাবার্থ—যিনি যথাবিধানে গর্ভাধানাদি সংস্কার সকল সম্পাদন করেন এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন তাঁহাকে গুরু বলা যায়।

অগ্ন্যাধেয়ং পাক যজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতোযস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে॥ ২।১৪৩

ভাবার্থ—যিনি বৃত হইয়া যাহার জন্য অগ্ন্যাধ্যায়, পাকযজ্ঞ ও আগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমাপন করেন, তিনি তাহার পুরোহিত নামে প্রথিত হইয়া থাকেন।

যথাযণ্ডোহফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবিচাফলা।
যথাচাজ্ঞেহফলং দানং তথা বিপ্রোহনৃচোহফলঃ॥ ২।১৫৮

ভাবার্থ—যেমন ক্লীবের স্ত্রীসংসর্গ নিষ্ফল, যেমন গাভীর গাভী সংসর্গের চেষ্টা নিষ্ফল, যেমন মূর্খ ব্যক্তিকে দান করা নিষ্ফল, তেমনি বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও ফলহীন।

চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংস বিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তোবর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ॥ ৩।১৫২

ভাবার্থ—চিকিৎক, দেবল (প্রতিমাপরিচারক,) মাংস বিক্রয়ী এবং বাণিজ্যকারী ব্রহ্মণকে হব্য কব্যে পরিবর্জ্জন করিবে।

প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধাগুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নির্ব্বার্দ্ধুষিস্তথা॥ ৩।১৫৩

ভাবার্থ—গ্রামবাসী, রাজ বেতনভোগী, কুনখী, কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলা-

চারী, স্বত্যুক্ত অগ্নিত্যাগী, নৃত্য-গীত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে পরিত্যাগ করিবে।

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্র যাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্॥
৩। ১৭৮

ভাবার্থ—শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যত সংখ্যক ব্রাহ্মণের পংক্তিতে উপবেশন করে, দাতা ঐ পংক্তিতে যত সংখ্যক লোককে দান করেন, তাঁহার সমুদায় ফল হইতেই তিনি বঞ্চিত হন।

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্।
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি॥
৩। ১৭৯

ভাবার্থ—যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও লোভপরতন্ত্র হইয়া শূদ্রযাজীর দান প্রতিগ্রহ করেন, তবে তিনি জলমগ্ন অপক্ব মৃৎপাত্রের ন্যায় বিনাশ-প্রাপ্ত হন।

গোরক্ষকান্ বাণিজিকাং স্তথা কারু কুশীলবান্।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্র বদাচরেৎ॥
৮। ১০২

ভাবার্থ—যে ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, ব্যবসায়ী, পাচক, নর্ত্তক, গায়ক, দাস্যবৃত্তিজীবী এবং প্রতিসিদ্ধজীবী তাহাকে শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

কৈবল্যোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥
॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥
॥ ওঁ ॥ অথাশ্বলায়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং পরিসমেত্যোবাচ।
অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদাসদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।
যয়াচিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্॥১॥

শঙ্করানন্দকৃত-দীপিকা।

কৈবল্যাখ্যোপনিষদং কৈবল্যার্থা ববোধিনীম্।
ব্যাখ্যাস্যে কৈবল্যাস্তেন কৈবল্যাত্মা প্রসীদতু।
ভগবতী শ্রুতিস্মার্তেব সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং কঞ্চনাশ্বলায়ন মুররীকৃত্য আখ্যাহিকামবতারয়তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামাস্তিক্যং জনয়িতুম্ অথ সাধনচতুষ্টয় সম্পত্ত্যনন্তরমাশ্বলায়ন ঋগ্বেদাচার্য্যঃ ভগবন্তং পূজাবন্তং পরমেষ্ঠিনং সর্ব্বোৎকৃষ্টস্থান-নিবাসং পরিসমেত্য শাস্ত্রীয়েন বিধিনা সামীপ-মাগত্য উবাচ উক্তবান্। অধীহি মদনুগ্রহার্থং স্মর। ভগবন্! সমগ্র ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যৈশ্বর্য্য যশঃ শ্রীমন্! ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদশূন্যস্য বিদ্যাবুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকারকারণং তাং বরিষ্ঠা মতিশয়েন শ্রেষ্ঠাং সদা নিত্যং সদ্ভিঃ দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধি শূন্যৈঃ সেব্যমানং হৃদয়ে ধ্রিয়মাণাং নিগূঢ়াং সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনো বিদ্যমান ত্বেন বিদ্যমানামপ্যবিদ্যয়া নিতরাং সংবৃতাং, যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া অচিরাৎ অদীর্ঘেণ কালেন সর্ব্বপাপং নিখিলং দুঃখকারণমজ্ঞানং স সংস্কারং ব্যপোহ্য বিবিধং পরিত্যজ্য বিনাশ্যেত্যর্থঃ, পরাৎ সর্ব্ব জগৎ কারণাদব্যাকৃতাৎ পরং উৎকৃষ্টং অজ্ঞানা-শ্রয় বিষয়ত্বাভ্যাং পুরুষং পরিপূর্ণং যাতি প্রাপ্নোতি, বিদ্বান্ সোঽস্মীতি সাক্ষাৎকার-বান্॥১॥

ভাবার্থ—ভগবতী শ্রুতিসুখ প্রতিপত্তি করিতে ও ব্রহ্মবিদ্যায় আস্তিক্যবুদ্ধি জন্মাইতে কোন এক আশ্বলায়ন-মুররীকৃত আখ্যায়িকা অবতরণ করিতেছেন। অনন্তর সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন ঋগ্বেদাচার্য্য আশ্বলায়ন শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান নিবাসি ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সমস্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও যশযুক্ত ভগবন্! আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকারকারক, অতিশয় শ্রেষ্ঠ, নিত্য দেহাত্মবুদ্ধি বিরহিত সজ্জনের হৃদয়ে বিরাজিত, সমস্ত ভূতে আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও যদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না, এমত অবিদ্যা দ্বারা আবৃত, দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করুন; যে বিদ্যা প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি অচিরকাল মধ্যে সমস্ত দুঃখ কারণ, অজ্ঞানজ সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া নিখিল জগৎকারণ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়॥ ১॥

তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ
শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ॥২॥

টীকা—এবং পৃষ্টঃ তস্মৈ স্বশিষ্যায় ব্রহ্মবিদ্যার্থিনে স গুরুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ হ কিল উবাচ উক্তবান্। পিতামহশ্চ জগৎপিতৄণাং দক্ষাদীণাং পিতা পিতামহঃ কমলাসনঃ চকারঃ অপিকারার্থঃ স পিতামহোঽপ্যুবাচ নতুপেক্ষাং কৃতবানিত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সাক্ষাৎবক্তুমশক্যত্বাৎ তদর্থস্ত চ ব্রহ্মণো বাঙ্মনসাতীতত্বাৎ। অতঃ সোপায়াং তামবৈহি শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগাৎ শ্রদ্ধা আস্তিক্য বুদ্ধিঃ ভক্তিঃ ভজনং তদেকতাৎ-পর্য্যবুদ্ধিঃ ধ্যানং বিজাতীয় প্রত্যয় শূন্য সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহঃ এতেষাং যোগ সম্বন্ধঃ এতৎ কারণমিতি যাবৎ, তস্মাৎ অবৈহি জানীহি। ইদানীং যথা শ্রদ্ধা-ভক্তিধ্যানযোগো ব্রহ্মবিদ্যায়াং কারণং তদ্বৎ সন্ন্যাসোঽপীত্যাহ—ন কর্ম্মণা শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন নেতি পূর্ব্বমনুষজ্যতে। অমৃতত্বমিতি। বক্ষ্যমাণানুষঙ্গঃ কর্ম্মপ্রজা-ধনপদেষ্বগন্তব্যঃ। ত্যাগেন নিখিল শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্ম পরিত্যোগেণ পারমহংস্যা-শ্রমরূপেণ। একে মহাত্মনঃ সম্প্রদায়বিদঃ। অমৃতত্বমবিদ্যামরণভাবরাহিত্যং আনশুঃ আনশিরে প্রাপ্তাঃ॥ ২॥

ভাবার্থ—এই প্রশ্ন করা হইলে সর্ব্বজ্ঞ স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, দক্ষাদিরও পিতা, কমলাসন, ব্রহ্মা বিদ্যার্থী সশিষ্য আশ্বলায়নকে বলিলেন, শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি) ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হও, কারণ তাহা প্রত্যক্ষভাবে অপরের নিকট বলা যায় না এবং ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। পরন্তু শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগ দ্বারা যেমন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, সন্ন্যাসদ্বারাও তাহা হয় জানিবে। এতদ্ব্যতীত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মানুষ্ঠান, প্রজা বা ধনের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। মহাত্মগণ একমাত্র নিখিল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারমহংস্যাশ্রম গ্রহণ দ্বারা অবিদ্যা মরণভাব বিরহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া থাকেন॥ ২॥

পরেণনাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ॥৩॥

টীকা—এবং কৃতে সন্ন্যাসে পরেণ পরস্তাৎ নাকং কং সুখং তদ্বিরোধি দুঃখং অকং, ন অকং যস্মিন্ স নাকঃ তং স্বর্গস্তোপরীত্যর্থঃ। অথবা পরেণ পরং নাকং আনন্দাত্মানং নিহিতং

প্রক্ষিপ্তং ধাত্রা, গুহায়াং বুদ্ধৌ, বিভ্রাজতে বিশেষেণ স্বয়ং প্রকাশত্বেন দীপ্যতে যৎ প্রসিদ্ধং বিশ্বব্যাপিস্বরূপং, যতয়ঃ কৃতসন্ন্যাসাঃ প্রযত্নবন্তো ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পন্নাঃ প্রবিশন্তি ইদং বয়ং স্ম ইতি সাক্ষাৎকারেণ তদেব ভবন্তীত্যর্থঃ। যতীনাং বিশেষণান্যাহ বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ বেদান্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ তেভ্যো জ্ঞানং বিশিষ্টং অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং তস্মিন্নেব সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে। অথবা সুনিশ্চিতঃ অয়মিত্থমেবেতি সম্যগবধারিতো ব্রহ্মলক্ষণঃ অর্থো বিষয়ো যৈস্তে বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ। সন্ন্যাস-যোগাৎ সম্যক্ বান্তবিষ্ঠাদিবৎ লোকদ্বয়ভোগস্য ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ তস্য যোগঃ অহং সন্ন্যাস্যস্মীতি বোধঃ তস্মাৎ যতয়ঃ ব্যাখ্যাতম্, পুনরাদানং বিশেষত্বকথনার্থম্। শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং রাগাদি কষায় রহিতং সত্ত্বং অন্তঃকরণং যেষাং তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ—সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা হইলে, বেদান্ত শাস্ত্র হইতে যাহাদের "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান সম্যক্ উৎপন্ন হইয়া প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, যাঁহারা ইহ-লোক পরলোকের ভোগ নাশক যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছেন, যাঁহাদের অন্তকরণ রাগাদি দোষ বিরহিত তাদৃশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন মনিষিগণ আনন্দ স্বরূপ বুদ্ধিরূপ গুহানিহিত ব্রহ্মের সহিত "আমরা ব্রহ্মস্বরূপ" এই প্রকার জ্ঞান বলে অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুঞ্চন্তিসর্ব্বে।
বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ ॥৪॥ (ক)

(ক) গীতা ১০ হইতে ১৩ শ্লোক ৬ অঃ দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

টীকা—এবম্ভূতা অপি কুতশ্চিৎ প্রতিবন্ধাদস্মিন্ শরীরে অনুৎপন্ন সাক্ষাৎকারাশ্চেৎ তদাতে উক্তা যতয়ঃ ব্রহ্মলোকেষু ব্রহ্মণঃ কার্য্যাণৈক এব লোকোঽনেক ভূমিকা প্রাসাদবদধ উপর্য্যাদি ভাগেনাবস্থিতা বহব এব তেনাভি-ধীয়ন্তে, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মণঃ অন্তকালো বিনাশকালঃ দ্বিপরার্দ্ধাবসানঃ পরান্তকালঃ তস্মিন্। পরা-মৃতাৎ উৎকৃষ্টাৎ অমরণ ধর্ম্মিণোঽব্যাকৃতাৎ পরিমুঞ্চন্তি পরিমুচ্যন্তে সর্ব্বতো বিমুক্তা ভবন্তি, সর্ব্বে নিখিলাঃ। ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্ত্যর্থ মুপাসনং কর্ত্তুং উপবেশনার্থং দেশবিশেষাদিক-মাহ বিবিক্তদেশে একান্তদেশে চশব্দাদব্যাকুল-কালেঽপি সুখাসনস্থঃ শুচিঃ বহিরন্তঃ শৌচবান্ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ সমংগ্রীবা চ শিরশ্চ শরীরঞ্চ যস্য স সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ ঋজুকায়ঃ পদ্মস্বস্তিকাদ্যাসনস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ—এতাদৃশ যতিগণ কোন প্রতি-বন্ধক বশতঃ যদি এই শরীর বিদ্যমান থাকিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বাস করিয়া সেই অমরণ ধর্ম্মি স্থান হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। এখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ, উপাসনার নিমিত্ত এবং উপ-বেসনের স্থান বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন। নির্জ্জনস্থানে সুখাসনোপবিষ্ট এবং বাহ্যান্তর শুচি সম্পন্ন হইয়া গ্রীবা ও শিরঃদেশ সরলভাবে রাখিয়া পদ্ম বা স্বস্তিকাদি কোন এক আসন বন্ধন করিয়া উপবেশন করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি।
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরু প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকে বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিষদং বিশোকম্ ॥৫॥

টীকা— অত্যাশ্রমস্থঃ অতি অধিকঃ ব্রহ্মচারি

গৃহস্থবানপ্রস্থ কুটিচক বহূদকহংসেভ্য আশ্রমঃ পারমহংস্যলক্ষণঃ অত্যাশ্রমঃ তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি অত্যাশ্রমস্থঃ, সকলেন্দ্রিয়াণি নিখিলানি সমনস্কানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য স্ব স্ব প্রকারেভ্যোঽবরুধ্য ভক্ত্যা দেববৎ দেবাদাধিক্যাদ্বা স্বগুরুং স্বস্য তত্ত্বমসীত্যর্থস্যাববোধকং প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা অনন্তরং হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদয়কমলং পঞ্চছিদ্রাদি বিশেষণং বিরজং বিরজাকং অপগতরাগদ্বেষাদিকং বিশুদ্ধং বিগত সমস্ত দুঃখাদিদোষং বিচিন্ত্য বিশেষেণ ধ্যাত্বা মধ্যে হৃদয়পুণ্ডরীকস্যান্তঃ বিষদং নির্ম্মলং শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমিত্যর্থঃ। বিশোকং বিগত শোকদুঃখং বিশোকম্ আনন্দপূর্ণহৃদয়ং স্মেরাননঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৫॥

ভাবার্থ—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, কুটিচক, বহূদক এবং হংসাশ্রম হইতেও উৎকৃষ্ট পারমহংস্য আশ্রমে অবস্থিত হইয়া মনের সহিত নিখিল জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় অবরুদ্ধ করিয়া ভক্তিভাবে যিনি "তত্ত্বমসির" (খ) অর্থ বুঝাইয়া দেন সেই স্বীয় গুরুদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক অনন্তর হৃদয় কমলে রাগদ্বেষাদি বিরহিত সমস্ত দুঃখাদি দোষ শূন্য পুরুষকে চিন্তা করিয়া হৃৎপুণ্ডরীকের মধ্যদেশে শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ, শোকদুখপরিশূন্য আনন্দপূর্ণ হৃদয় ও স্মেরানন পুরুষকে ধ্যান করিবে॥ ৫॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদি মধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্॥ ৬॥

টীকা—বস্তুতস্তু অচিন্ত্যং বাঙ্মনসোরতীতত্বেন প্রত্যয়সন্তত্যা বিষয়ম্। বাঙ্মনসাতীতত্বে হেতুঃ অব্যক্তং শব্দাদ্যশেষ শূন্যত্বাদস্পষ্ট মব্যক্তম্। অসত্ত্বং পরিচ্ছেদঞ্চবারয়তি অনন্তরূপংনবিদ্যতে অন্তঃ ইয়ত্তারূপাণাং শরীরাণাং যস্য সোঽনন্তরূপঃ তং দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদশূন্য বা অনন্তরূপং শিবং মঙ্গলরূপং প্রশান্তং অবিদ্যাদিদোষ রহিতং অমৃতং কালত্রয়াসংপৃষ্ঠং অমৃতবদ্বা নিরতিশয়ানন্দত্বরূপেণ ব্রহ্মবৃহৎ সর্ব্বস্মাদত্যধিকং যোনিং জগজ্জন্মাদিকারণং তথা যথৈতদ্বিশেষেণ জাতং তদ্বৎ স্বরূপমপি আদিমধ্যান্তবিহীনং উৎপত্তিপরিচ্ছেদ বিনাশবর্জ্জিতম্। অত্রহেতুঃ একং দ্বিতীয়বস্তুমাত্ররহিতং বিভুংসমর্থংব্যাপ্তিনং বা চিদানন্দংস্বয়ং প্রকাশমানং নিরতিশয়ানন্দং অরূপং চিদানন্দব্যতিরিক্তরূপ রহিতং অতঃ অদ্ভুতং আশ্চর্য্যকরম্॥ ৬॥

ভাবার্থ—বাস্তবিক পক্ষে এই পুরুষ অচিন্ত্য অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত, সুতরাং অব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ শব্দাদিদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি দেশকালবস্তু পরিচ্ছেদশূন্য অনন্তরূপী; মঙ্গলস্বরূপ, অবিদ্যাদি দোষ বিরহিত, অমৃত অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। তিনি নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপ, জগতের উৎপত্তি কারণ, আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, অর্থাৎ উৎপত্তি, পরিচ্ছেদ ও বিনাশ বিবর্জ্জিত, (অতএব) এক অদ্বিতীয় বিভুপরিব্যাপক, স্বয়ং প্রকাশমান, চিদানন্দরূপব্যতীত অন্যরূপ বিরহিত (সুতরাং) অদ্ভুত॥ ৬।

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বামুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥৭॥ (গ)

(খ) গীতায় এই "তত্ত্বমসী" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্পাদক।

(গ) টীকা—গীতা ৮ম অধ্যায় ৮।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

টীকা—উমাসহায়ং ব্রহ্মবিদ্যা ভবানী সহায়ঃ কামাদি পাটচ্চর ভক্ষকঃ অৰ্দ্ধ নারীশ্বরত্বেন বামাঙ্গস্থিতা-নুপম যুবতি রূপত্বেন বা যস্য স উমা সহায়ঃ তং পরমেশ্বরং উৎকৃষ্ট ব্রহ্মাদি নিয়ন্তারং প্রভুং সমর্থং ত্রিলোচনং ত্রীনি সোমসূর্য্যাগ্ন্যাত্মকানি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ তং নীলকণ্ঠং কৃষ্ণকণ্ঠং প্রশান্তং প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ং ধ্যাত্বা প্রত্যয় প্রবাহেণ সাক্ষাৎকৃত্য মুনিঃ মননশীলঃ গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ভূতযোনিম্ আকাশাদি মহাভূত কারণং। তর্হিকিং কারণত্বোপাধি-কমিত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ সমস্ত সাক্ষিং সমস্ত সাক্ষিণং সর্ব্ববুদ্ধি প্রচার দ্রষ্টারম্। সাক্ষিত্ব-মপি ন কেবলস্য ইত্যত আহ তমসঃ আবরণ বিক্ষেপ শক্তিরূপায়া অবিদ্যায়াঃ পরস্তাৎ পরতঃ অবিদ্যা সম্বন্ধ শূন্যমিত্যর্থঃ। উমা সহায়ো পাসনাতঃ প্রাপ্যো নিরবদ্যো বিদ্যাদসহায়ং সর্ব্বাত্মেত্যর্থঃ॥ ৭॥

ভাবার্থ—। যে মননশীল ব্যক্তি ব্রহ্ম-বিদ্যা-রূপ ভবানী সহায় অথবা অর্দ্ধনারীশ্বর বশতঃ বামাঙ্গস্থিত অনুপম যুবতীযুক্ত, উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-বিদ্যানিয়ন্তা, প্রভু,—সোমসূর্য্য অগ্নিরূপ নেত্র-ত্রয় বিভূষিত, কৃষ্ণকণ্ঠ ও প্রসন্নবদনযুক্ত পুরু-ষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করেন—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করেন, যিনি সমস্ত প্রাণির বুদ্ধির প্রচার দেখেন, যিনি আবরণ বিক্ষেপ শক্তিরূপা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, আকাশাদি মহাভূতদিগের কারণ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৭॥

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নি স চন্দ্রমাঃ॥ ৮॥

টীকা—স উক্তঃ ব্রহ্মা প্রথম শরীরী কার্য্য কারণ-ভূতঃ স উক্তঃ শিবঃ উমা সহায়ঃ সেন্দ্রঃ স উক্তঃ ইন্দ্রঃ ত্রিলোকীপতিঃ স উক্তঃ অক্ষরঃ বিনাশ রহিতঃ পরম উৎকৃষ্টঃ স্বরাট্ অন্যানপেক্ষত্বেন স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট্ স এব উক্ত এব বিষ্ণুঃ ব্যাপনশীলঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ স উক্তঃ প্রাণঃ প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তিরূপঃ স উক্তঃ কালাগ্নিঃ কালরূপী বৈশ্বানরঃ স উক্তঃ চন্দ্রমাঃ শশাঙ্কঃ॥৮॥

ভাবার্থ—এই পরম পুরুষই কার্য্যকারণ-ভূত প্রথম শরীরী ব্রহ্মা, ইঁনি উমা-সহায় শিব, ইঁনি ত্রিলোকপতি ইন্দ্র, ইঁনি বিনাশ রহিত, উৎকৃষ্ট, স্বরাট্ অর্থাৎ অন্যবস্তু অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশ মান ইঁনিই শঙ্খচক্র-গদাধর ব্যাপনশীল বিষ্ণু। ইঁনি প্রণাদি পঞ্চ-বৃত্তি স্বরূপ, কালরূপী বৈশ্বানর, এবং ইঁনিই শশাঙ্কঃ॥ ৫॥

স এব সর্ব্বং সদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ ৯॥

টীকা—স এব উক্ত এব সৰ্ব্বং নিখিলং যৎ প্রসিদ্ধং ভূতং অতীতং যচ্চ যদপি ভব্যং ভাবি চকারাৎ বর্ত্তমানমপি সনাতনং চিরন্তনং জ্ঞাত্বা অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য তং উক্তমানন্দাত্মনং মৃত্যুং অবিদ্যাং সসংস্কারাং অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি। নান্য উক্তাদ্ব্রহ্মজ্ঞানাৎ ব্যতিরিক্তঃ পন্থাঃ মার্গঃ বিমুক্তয়ে বিমুক্ত্যর্থং নাস্তীতি শেষঃ। যদ্বা ত্রয়াণাং বিশ্বতৈজসপ্রজ্ঞানাং বিরাট্ হিরণ্যগর্ভেশ্বরাণাং বা। স্বয়ং প্রকাশত্বেন লোচনং প্রকাশস্বরূপং ত্রিলোচনং। নীলং তমোঽজ্ঞানং কণ্ঠে কণ্ঠবচ্ছি দেকদেশে অধিক-ব্যাপ্ত ত্বেন চৈতন্যস্য বৰ্ত্ততে যস্য স নীলকণ্ঠঃ তমিতি ব্যাখ্যাতং তদা বিষদং অবিদ্যারহিতং বিশোকং দুঃখঃ সংস্কার রহিতং উমাসহায়ং ব্রহ্ম-বিদ্যা সহায়ং প্রশান্তং পুনরুত্থান সংস্কার বৰ্জ্জিত মিতি নির্গুণপরত্বেন সমগ্রং বাক্যম-

বর্গস্তব্যং নির্গুণস্থাপ্যপলব্ধত্বেনহৃদয়প্রদেশ মধ্যস্থত্বমবিরুদ্ধম্। তথা চ ধ্যাত্বা মনন নিদিধ্যাসনে কৃত্বা ইত্যেতদপ্যুপপন্নমেব ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ—ইনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ, ভূত, ভবিষ্যত, ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে যাহা কিছু হয়, তৎসমস্তই তাঁহার স্বরূপ, ইঁনি নিত্য। ইঁহাকে জানিতে পারিলে সসংস্কার অবিদ্যারূপ মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অপর পথ নাই ॥ ৯ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

হরিশপুরের গোপাল।

জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসুরহাট সবডিভিজানের মধ্যে হরিশপুর নামক গ্রাম। এই গ্রাম নিজ বসুরহাটের উত্তর-পশ্চিমে মাত্র একক্রোশ দূরে, বারাসাত বসুরহাট লাইট রেল পথের হরিশপুর নামক ষ্টেসনের অতি নিকটে, ইচ্ছামতী নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্রায়তন বটে, কিন্তু স্বনাম ধন্য নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম পল্লী হইতে প্রসিদ্ধ এবং বহু সাধু সজ্জনের সুপরিচিত। গ্রামবাসীদিগের অনন্য সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, প্রভাব প্রতিপত্তি কি বিষয়বিভবাদি এই প্রসিদ্ধির কারণ নহে। একমাত্র গোপালই ইহার হেতু—এই দেশব্যাপী সম্ভ্রম ও প্রসার প্রতিষ্ঠার মূলীভূত। এই গ্রামে গোপাল নামে একটী শ্রীবিগ্রহ আছেন, এই বিগ্রহের সেবা উপলক্ষে বার মাসই এখানে কীর্ত্তন মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হয় আর তজ্জন্য নানাদিগ্‌দেশ হইতে বহু ভগবদ্ভক্তের, সাধু বৈষ্ণবের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোপাল—যাঁহার কৃপায়, আলৌকিক প্রভাবে নগণ্য হইয়াও, এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বত্র সুপূজিত—কোথা হইতে কি প্রকারে যে এখানে শুভাগমন করিলেন, আর কোন্ মহানুভবের, মহাপুরুষের দ্বারাই বা এখানে ইঁহার প্রতিষ্ঠা ও সেবাদির সুব্যবস্থা হইল, তাহা ভিন্ন দেশবাসীর কথা দূরে থাকুক, এই অঞ্চলের অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন অথচ তাহা সর্ব্বসাধারণের যেমন অবশ্যজ্ঞাতব্য, তেমনই চিত্ত বিনোদন, শ্রুতি-রসায়ন ও পুণ্যজনন, তাই আজ আমরা বহু বিষয় থাকিতে, গোপালের পুণ্যকাহিনী লইয়া আমাদিগের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের সমীপস্থ হইয়াছি। আশা হয়, এই অপূর্ব্ব প্রকাশিত পবিত্র আখ্যান পাঠে তাঁহাদিগের পাঠ-তৃপ্তি জন্মিবে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, জনৈক অজ্ঞাতনামা পূর্ব্ববঙ্গীয় বঙ্গজ কায়স্থ ব্যবসায় উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গে, বসুরহাট মহকুমার হাসনাবাদ নামক গ্রামে (বর্ত্তমান চিংড়ীঘাটায়) আগমন করেন। তিনি বিপুল অর্থে প্রভূত সর্ষপ ক্রয় ও তদ্দ্বারা একখানি বৃহদাকার নৌকা পরিপূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত লোক-জনাদি সহ ইচ্ছামতী নদীযোগে হাসনাবাদের কাটাখালের মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে সর্ষপ এদেশের একটী প্রধান ও লাভজনক পণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আর তজ্জন্য প্রতি বর্ষেই বহু সর্ষপ-ব্যবসায়ী পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নৌকারোহণে এ অঞ্চলে আগমন করিতেন এবং সর্ষপ বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেন। আমাদিগের এই কায়স্থ মহাশয়ও সেইরূপ একজন সর্ষপ-ব্যবসায়ী। সর্ষপের দ্বারা সম্ভবতঃ অনেকবার অনেক অর্থ তিনি এদেশ হইতে সঞ্চয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এবার আর ব্যবসায় লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না—বিরূপ হইলেন। হাসনাবাদের খালের মধ্যে তাঁহার নৌকা প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই বিষম ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যেমন প্রবল বাত্যা, তেমনই মেঘগর্জ্জন আর তৎসহ মুষল ধারে বারিবর্ষণ। মহাজন প্রমাদ গণিলেন এবং সঙ্গী লোক-দিগের সাহায্যে নৌকা রক্ষার সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা, সকল আয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। ঝটিকাবেগে হাসনাবাদের সেই ভীষণ সলিলাবর্ত্তে পড়িয়া তাঁহার ভরা ডুবিল-তাঁহার আজন্ম সঞ্চিত সমস্ত অর্থ সম্পদ, বহুটাকা মূল্যের সর্ষপরাশি ও নৌকা মুহূর্ত্ত মধ্যেই জলসাৎ হইয়া গেল আর তাঁহার সঙ্গী-সহচরেরা কে যে কোথায় গেল—ডুবিয়া মরিল কি কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল, তাহার উদ্দেশ হইল না। একমাত্র সেই ব্যবসায়ী মহাশয়ই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইলেন, স্রোতোবেগে ভাসিতে ভাসিতে একরূপ অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। বহুক্ষণ সংজ্ঞাশূন্য, মৃতবৎ পতিত থাকিয়া ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং সঙ্গিদিগের সন্ধান ও নৌকার উদ্ধার-সাধন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টাও ফলবতী হইল না। হাসনাবাদের সেই সর্ব্বগ্রাসী ভয়-ঙ্কর আবর্ত্তে যাহা নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা আর উঠিল না এবং নৌকাস্থ দাঁড়িমাঝি-দিগেরও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

মহাজন হতাশ হইয়া পড়িলেন। বহু শ্রমার্জ্জিত বিত্তের ও সহচরদিগের ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম দৃষ্টে তাঁহার হৃদয়ে অবর্ণনীয় দুঃখে, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় ম্রিয়মাণ, অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সহসা তাহার ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে এক অননুভূত পূর্ব্ব শান্তির ছায়া পতিত হইল—প্রজ্জ্বলিত অনল সুশীতল সলিলপাতে নির্ব্বাণ, শীতল হইয়া গেল! অকস্মাৎ তাঁহার মনে বৈরাগ্য ভাবের অনা-সক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রীতিহীন, মমতাশূন্য হইয়া, সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন এবং নিত্য পথের পথিক হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে চলিয়া গেলেন। অর্থের শোকে লোকে পাগল হয় কিন্তু তিনি পাগল হইলেন না, শ্রীভগ-বানের শ্রীচরণ-সুধা পানেই আকৃষ্ট হইলেন। নশ্বর ধনের প্রত্যাশায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি অবিনশ্বর, নিত্যধনের সন্ধান পাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনের একজন সাধু তাঁহাকে কৃপা করিলেন, তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিলেন, ভেক লইলেন আর তাহার নাম হইল "রামবল্লভ দাস বাবাজী।"

রামবল্লভ কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণপূজা মহোৎসবে

পরমানন্দে বৃন্দাবনধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, একদিন সহসা তাহার মনে তীর্থ ভ্রমণের বাসনা উদ্রিক্ত হইল। তিনি আপাততঃ চতুর্ধাম অর্থাৎ বদরিকাশ্রম, দ্বারাবতী, শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ এই প্রধান তীর্থ চতুষ্টয়ের দর্শনে অভিলাষী হইয়া, প্রথমেই শ্রীদ্বারাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু দ্বারাবতীর প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে, এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া, তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রমাপনোদন মানসে তত্রত্য এক পান্থনিবাসে (চটীতে) গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেখানে গভীর রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার উপরে প্রত্যাদেশ হইল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দর নবঘন-শ্যামমূর্ত্তি শিশু তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান থাকিয়া সহাস্যবদনে বলিতেছেন,—"রামবল্লভ, তুমি যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইয়াছ—যাঁহার দর্শন-কামনায় এই দুঃসহ তীর্থপর্য্যটন-ক্লেশ সহ্য করিতেছ, আমিই সেই গোপাল। তোমার সাধন-ভজনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছি। আর তোমার কষ্ট করিয়া তীর্থ-দর্শনে যাইতে হইবে না। তুমি আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। আমি এই চটীর নিকটস্থ কূপের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া চল।" রামবল্লভ যেন আনন্দে অভিভূত হইয়া, সেই স্বপ্নযোগেই, ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, কিরূপে আমি আপনার উদ্ধার করিব? কূপে অবতরণ করা ত আমার সাধ্য নহে।" গোপাল পূর্ব্ববৎ সস্মিত মুখে উত্তর দিলেন,—"তোমাকে কূপে নামিতে হইবে না। কূপমধ্যে রজ্জুবদ্ধ 'লোটা' নিক্ষেপ করিলেই আমি উঠিয়া আসিব।" ঠাকুর প্রত্যাদেশ করিয়া অদর্শন হইলে, রামবল্লভ চৈতন্য লাভ করিলেন এবং আপনাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত, ধন্যজ্ঞান করিয়া, শতমুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আনন্দের আতিশয্য বশতঃ তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি বিনিদ্রভাবে শয্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া, গোপালের নাম-গানেই সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত হইবামাত্রই নির্দ্দিষ্ট কূপ সান্নিধ্যে গমন ও নিজের জলপাত্র (লোটা) রজ্জুবদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ঠাকুর প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিলেন না। অবিলম্বে সেই জলমগ্ন লোটার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং রজ্জু-আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই উপরে উঠিয়া আসিলেন। গোপালের অপরূপ রূপমাধুর্য্য দর্শনে রামবল্লভ মুগ্ধ হইলেন, আনন্দে আত্মহারা, বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তি-পরিপ্লুতচিত্তে গোপালকে মস্তকে তুলিয়া লইলেন এবং যথাসময়ে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইয়া গেল।

একদা গোপাল স্বপ্নযোগে বাবাজীকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"বৃন্দাবনে থাকিতে আমার আর ইচ্ছা নাই! অতএব তুমি আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়া হরিশপুরে প্রতিষ্ঠিত কর এবং আমার সেবা মহোৎসবাদির ব্যবস্থা করিয়া দাও।" রামবল্লভ হরিশপুরের কোনও সংবাদই অবগত ছিলেন না সুতরাং ঠাকুরের নিকট তাহার সবিশেষ

বিবরণ জানিয়া লইবার জন্য, সেই স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, হরিশপুরত আমি চিনি না, কিরূপে আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব? আর সেই অপরিচিত স্থানে, আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্থানই বা আমি কিরূপে সংগ্রহ করিব?" গোপাল উত্তর করিলেন,—"হরিশপুর পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার অন্তর্গত গ্রাম বিশেষ। যে হাসনাবাদের কাটাখালে তোমার যথাসর্ব্বস্ব জলসাৎ হইয়াছিল, হরিশপুর তাহারই নিকটে—মাত্র পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তুমি অনায়াসেই সেখানে যাইতে পারিবে। আর আমার অবস্থিতির জন্য স্থান সংগ্রহও অতি সহজে সম্পাদিত হইবে, হরিশপুর চানকের চৌধুরী আখ্যাধারী ভূম্যধিকারীদিগেরই জমিদারী। তুমি গমনকালে চানকে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে আমার অভিমত জ্ঞাপন করিলেই তাঁহারা স্থানদান করিবেন। অতএব তুমি প্রত্যুষেই হরিশপুর অভিমুখে যাত্রা কর।" গোপালের হরিশপুর গমনের মনোনীত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, রামবল্লভ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, রাত্রেই গমনের আয়োজন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই, গোপাল লইয়া হরিশপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, যথাসময়ে তিনি চানকে পঁহুছিলেন এবং চৌধুরী বাবুদিগের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আপনার আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন, চৌধুরী বাবুরা বাবাজীর মুখে গোপালের অলৌকিকী শক্তি ও প্রত্যাদেশ কাহিনী শ্রবণ আর স্বচক্ষে তাঁহার অমানুষরূপমাধুরী প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগের জমিদারীর অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামে ২॥০ সার্দ্ধ দুই বিঘা পরিমিত ভূমির দানপত্র লিখিয়া দিলেন। রামবল্লভ সেই দানপত্র সহ গোপাল লইয়া হরিশপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের অধিবাসীরা গোপালের দর্শনে ও তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ অনুকম্পার সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য স্থান নির্ব্বাচন ও তাঁহার প্রতিষ্ঠার ব্যয় নির্ব্বাহাদি কার্য্যে প্রাণপণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। বসুরহাট, চাঁপাপুকুর, রামনারায়ণপুর, রাহারহাটী, রাজনগর ও তারাগুনিয়া প্রভৃতি গ্রামের ধনী ও ভক্তিমান্ অধিবাসিগণ বিশেষত মৃজাপুরের স্বনামধন্যবদান্য ভূম্যধিকারী মৈত্র মহাশয়েরাও আপনাদের মুক্ত হস্ততার পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হইলেন না। এইরূপে সর্ব্বসাধারণের প্রাণপণ যত্নে ও অর্থানুকূল্যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই গোপালের আবাস ভবন নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে মহাসমারোহে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল এবং যথানিয়মে ভোগরাগ, কীর্ত্তন-মহোৎসব ও অতিথি সেবাদি সম্পাদিত হইতে লাগিল। রামবল্লভের অসাধারণ ভক্তি এবং গোপালের অতুলনীয় ভক্তবাৎসল্য ও কৃপা দেখিয়া দেশের লোক হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

বহুদিন একাগ্রচিত্তে ও নিষ্ঠাভক্তি সহকারে গোপালের সেবা করিতে করিতে রামবল্লভ প্রাচীনদশায় উপনীত হইলেন এবং আপনার প্রিয়তম শিষ্য রামহরি বাবাজীর হস্তে গোপালের সেবার ভার ন্যস্ত রাখিয়া, নশ্বর শরীর পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে প্রস্থান

করিলেন। তাঁহার পবিত্র দেহ, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত গোপালের গৃহ-প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে সমাহিত হইল। রামহরি বাবাজী উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন, গুরুর প্রায় সমস্ত মহনীয় গুণেরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। এজন্য ৺রামবল্লভের দেহত্যাগে গোপালের সেবাদির কোনও অঙ্গহানি হইল না, বরঞ্চ কীর্ত্তন মহোৎসব ও অতিথি সেবাদি পূর্ব্বাপেক্ষা আড়ম্বর সহকারেই সম্পাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে রামহরি বাবাজীরও অন্তিমকাল সমাগত হইল। তিনি যথাসময়ে পঞ্চভূতাত্মক নশ্বরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন এবং ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় স্বীয় গুরুদেবের পার্শ্বেই শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন।

রামহরি দেহ রক্ষা করিলে নিতাইদাস বাবাজী এবং যুগলদাস বাবাজী যথাক্রমে গোপালের সেবায়ত নিযুক্ত হন। যুগলদাস বড় প্রেমময় ছিলেন। তাঁহার বাৎসল্য-ভাবের ভজন ছিল, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে সেবা করিয়া অহরহ গোপালের চিত্ত-বিনোদনে, আনন্দ-বিধানে নিরত থাকিতেন, এই যুগলদাসের সময়েই, সালিখায় সুপ্রসিদ্ধ সংকীর্ত্তনের দল "চৈতন্য-মঙ্গল-সম্প্রদায়" হরিশপুরে আগমন করেন এবং একমাসকাল প্রত্যহ গোপালের মন্দিরে কীর্ত্তন-গান করিয়া যশস্বী হন, আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন, প্রীতি আকর্ষণ করেন। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের সুমধুর কীর্ত্তন গান শ্রবনে গোপালের অত্যন্ত আগ্রহজন্মে আর তজ্জন্য তিনি স্বয়ং সালিখায়গিয়া উপস্থিত হন—নবজলধর শ্যাম শিশুরূপ পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দেন এবং আপনাকে হরিশপুরের যুগল দাস বাবাজীর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া ও স্বহস্তের সুবর্ণ বলয় বায়না রাখিয়া দল বন্দোবস্ত করেন। চৈতন্যমঙ্গল সম্প্রদায় যথাকালে হরিশপুরে পহুছিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারেন এবং গোপালের মহিয়সী শক্তি ও তাহাদিগের প্রতি তাঁহার তথাবিধ করুণা দর্শনে পুলকিত হইয়া, বিনা পারিশ্রমিকে একমাস কাল গোপালের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন গান করেন আর তদ্বারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে যে অর্থরাশি প্রাপ্ত হন সমস্তই গোপাল সেবায় উৎসবাদিতে ব্যয় করিয়া পাথেয় মাত্র লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া যান, যুগল দাস আপনার অলোক সামান্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রভাবে গোপালের অনেক আশ্চর্য্য ও অসম্ভব ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় গোপালের বর্ত্তমান ইষ্টকরচিত আবাস-ভবন, ভোগ-মন্দির বৈষ্ণব-খণ্ড ও দরদালান বিনির্ম্মিত হয়, এদেশের ইতর ভদ্র ও ধনী-নির্দ্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেই প্রায় সেই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, যথাশক্তি অর্থানুকুল্য দানে গোপালের প্রতি আপনাদিগের প্রীতি ও ভক্তিবাহুল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

যুগলদাসের অবিদ্যমানে তাঁহার প্রিয়শিষ্য কুঞ্জদাস বাবাজী গোপালের সেবার ভার গ্রহণ করেন, কুঞ্জদাস বড় প্রভাবীও ভক্তিমান বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার লোকন্তর চরিত, নিষ্ঠা ভক্তি, সদাচার ও সেবা পরায়ণতা দর্শনে দেশের লোক মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে গোপালের প্রভাব বাড়িয়া উঠিয়াছিল আর তজ্জন্য গ্রামবাসীরাও তাঁহার অনেক অদ্ভুত

অমানুষ-শক্তির পরিচয় পাইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থবোধ করিয়াছিলেন,

কুঞ্জদাস বাবাজী অশিষ্যক ছিলেন এজন্য তাঁহার অপ্রকট হইলে গ্রামবাসীরা সখিচরণ নামক একজন বাবাজীকে গোপালের সেবা-কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন, সখিচরণ প্রকৃতি সংসর্গী ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সেবায়ত গণের কাহারও বৈষ্ণবী ছিল না কিন্তু সখিচরণের বৈষ্ণবী ছিল আর তদ্ধেতু দেশের জনসাধারণ তাঁহাকে সেরূপ প্রীতির নেত্রে অবলোকন করিতেন না—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাবাজীদিগের ন্যায় তাঁহার প্রতি তত ভক্তিপ্রদর্শন ও করিতেন না। তবে সখিচরণ বাবাজী কায়প্রাণ মনে গোপালের পরিচর্য্যা করিতেন—যথার্থ আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কীর্ত্তন, মহোৎসবাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া গোপালের সেবার জন্য প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সখিচরণ স্থূলকায়, শ্যামবর্ণ ও অত্যন্ত তামসিক ছিলেন এবং সদালাপে, কৌতুকমূলক কথোপকথন প্রসঙ্গে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন,

কুঞ্জদাসের ন্যায় সখিচরণ বাবাজীরও কোনও শিষ্য ছিল না এজন্য তাঁহার দেহত্যাগে ঠাকুরের সেবাকার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন, বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তখন গ্রামবাসীরা অনন্যোপায় হইয়া একজন ইষ্টনিষ্ঠ, ভক্তিমান্ বাবাজী প্রকৃতি-অনাশ্রয়ী, ভগবৎপরায়ণ সাধু বৈষ্ণবের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, অনেক সন্ধানের পরে শেষে তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল। তাঁহারা কলিকাতার পাকপাড়ার মনোহরদাস বাবাজীর আখড়ায় একজন সদাচারী সাধু বৈষ্ণবের দর্শন লাভ করিলেন, এই বৈষ্ণবের নাম নরোত্তম, নরোত্তম প্রকৃতই নরোত্তম নামেও ব্যবহারে সম্পূর্ণই অভিন্ন, সামঞ্জস্য সম্পন্ন। ইনি কনোজীয় ব্রাহ্মণ এবং ভজনানন্দী বৈষ্ণব। যেমন ভগবদ্ভক্ত তেমনই শাস্ত্রদর্শী ও প্রবীণ। কিন্তু ইনি গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া গঙ্গাহীনদেশে, হরিশপুরে আসিতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, গ্রামবাসীদিগের সমস্ত চেষ্টা সকল অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হইয়াগেল। তবে তাঁহাদের মনের বাসনা, প্রাণের কামনা গোপালের অবিদিত রহিল না। নরোত্তম বাবাজী না বুঝিলেও, তিনি তাঁহাদের অভাব বুঝিলেন এবং বাবাজীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে হরিশপুরে আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে অনুমতি করিলেন। নরোত্তম আর আপত্তি বা অমত করিতে পারিলেন না, অপিতু আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিয়া তৎপর দিবসেই হরিশপুরে আসিয়া দর্শন দিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গোপালের সেবার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক যথার্থ নিষ্ঠাভক্তি সহকারে প্রাণপণে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিলেন, এই নরোত্তম বাবাজীই গোপালের বর্ত্তমান সেবায়ত, ইনি ঠাকুরের এতদূর কৃপা পাত্র, ঠাকুর সেবায় এরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি সম্পন্ন যে, স্বহস্তে ভোগরন্ধন ও অর্পণ না করিলে গোপালের আহার হয় না, তৃপ্তিও জন্মে না। অনেক সময়ে তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একবার হরিশপুরে সৎচাষীবংশ সম্ভূত ভক্ত প্রবর স্বর্গগত যুধিষ্ঠির বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত নরোত্তম বাবাজী শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করেন। ঘটনা

ক্রমে সেখানে তাহার কিছুদিন বিলম্ব হয় আর তজ্জন্য গোপালের ভোগ রাগাদি ক্রিয়া অপর এক ব্যক্তি দ্বারা সমাহিত হইতে থাকে। তাহাতে গোপাল অসন্তুষ্ট হন এবং অবিলম্বে সেই বৃন্দাবনে গিয়া স্বপ্নাবস্থায় বাবাজীকে দর্শন দিয়া বলেন,—'এক ক্রমে একাদশ দিবস আমি অন্নগ্রহন করি নাই, উপবাসী আছি বিশেষতঃ তিনদিন কাল ক্রমাগতই আমার অন্নে কেশ পতিত হইতেছে, অতএব তুমি সত্বর এখানে আসিয়া আমার ভোগ দাও, ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ কর।" নরোত্তম আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না—তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন ত্যাগ করিলেন এবং যথাসময়ে হরিশপুরে উপনীত হইয়া, স্বহস্তে ভোগ দিয়া ঠাকুরের অতৃপ্তি নিবারণ ও ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি করিয়া দিলেন। কিন্তু, কি জানি কি জন্য, দুইচারি দিবস পরেই নিদারুণ 'নিউমোনিয়া' রোগে শয্যাশায়ী, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়ার সময়ে, সম্পুর্ণ অজ্ঞানাবস্থায়, তিনি "গোপালের সেবা হইল না," "গোপাল উপবাসী রহিলেন," এইভাবের প্রলাপ বাক্য সকল উচ্চারণ করিতেন। অতঃপর এক দিন সেই অবস্থায়, রোগ সত্বেও তিনি ইচ্ছামতী নদীতে গিয়া স্নান করিলেন এবং স্বহস্তে ভোগ প্রস্তুত করিয়া গোপালকে নিবেদন করিয়া দিলেন। সেরূপ পীড়িতাবস্থায় নদীতে গমন, অবগাহন ও ভোগ রন্ধন ত দূরের কথা—অন্যের সহায়তা ব্যতীত গাত্রোত্থান করাও তখন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, একরূপ বিনা ক্লেশে, অনায়াসেই তিনি সেই সকল কার্য্য সমাধা করিলেন। বাবাজীর সেই অদ্ভুত বিচিত্র আচরণ দৃষ্টে গ্রামবাসীরা যারপর নাই আশ্চর্য্য হইলেন এবং মনে মনে তাঁহার রোগ বৃদ্ধির ও তজ্জন্য জীবন নাশেরও আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপালের কৃপা প্রভাবে তাঁহাদিগের সে আশঙ্কা অবাস্তবে পরিণত হইল—বাবাজীর বিন্দুমাত্রও অপকার হইল না, পীড়াও বাড়িল না, মৃত্যুও হইল না বরঞ্চ সেই দিন, গোপালের সেবাদানের পর মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি রোগ মুক্ত ও সম্পুর্ণরূপ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। গোপালের অতুলনীয় ভক্তবাৎসল্য ও নরোত্তম বাবাজীর অকপট বিশ্বাস, অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া দেশের লোক মুগ্ধ হইল। চারিদিকে 'ধন্য, 'ধন্য' পড়িয়া গেল!

গোপাল যেমন প্রত্যক্ষ তেমনই শক্তিসম্পন্ন ও কৃপাময়। কেহ তাঁহার কিছু "মানসিক" করিয়া রাখিলে কি প্রার্থনা করিলে তিনি অভিষ্ট ফল দান করেন, প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে কি তাঁহাকে দিবার উদ্দেশ্যে কেহ যদি কোনও দ্রব্য রাখিয়া দেয়, আর ঘটনা ক্রমে কি বিস্মৃতি বশতঃ, তাহা তাঁহাকে দিতে না পারে, তাহা হইলে তিনি রুষ্ট হন না, বরঞ্চ কোনও সূত্রে তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া গ্রহণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি অসময়ে অপ্রাপ্য পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করিয়া; দুর্ল্লভ দ্রব্য সুলভ করিয়া দিয়া, কৌতুক দেখেন, আনন্দ অনুভব করেন, আর তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি তাঁহার ভক্তবৃন্দের ভক্তি ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়া থাকেন। গোপালের এইরূপ অনুগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে এ অঞ্চলে অনেক অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়।

সেই সকল আখ্যানের সম্যক্ আলোচনা এমন কি, সবগুলির উল্লেখও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য, মাত্র তিনটী ক্ষুদ্র কাহিনী নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে;—

এক সময়ে হরিশপুর নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিচরণ মণ্ডল মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নী গোপাল সেবারজন্য, এক হাড়ী নলিয়ান পাটালী বিশেষ যত্নসহকারে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দেন কিন্তু নানাকারণে তিনি সে কথা বিস্মৃত হন এবং পাটালীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তদ্দ্বারা আর গোপালের ভোগ দেওয়া হয় না। তখন গোপাল কি করিলেন? না, একদা বৈশাখ মাসের রাত্রিতে নরোত্তম বাবাজীকে স্বপ্নে দর্শনদিয়া বলিলেন,-হরিচরণ মণ্ডলের বাটীতে পাটালী আছে কিন্তু সে পাটালীত আমার সেবা হইল না। বাবাজী গোপালের অনেক অসম্ভব কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সুতরাং অসময়ে পাটালীর কথা শুনিয়া তাঁহার অপ্রত্যয় জন্মিল না। তিনি রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই হরিচরণের বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি গোপালের জন্য পাটালী লইতে আসিয়াছি। আপনার গৃহে যে পাটালী আছে তাহা আমাকে আনিয়া দিউন।' হরিচরণ আশ্চর্য্য হইলেন কিন্তু বাবাজীর কথায় প্রতিবাদ করিলেন না। বাটীর মধ্যেগিয়া পত্নীর নিকটে পাটালীর সন্ধান লইলেন, পাটালীর কথা শুনিয়াও, হরিচরণের স্ত্রী পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে পারিলেন না অপিচ স্বামীর ন্যায় বিস্মিত হইয়া—এখন এই বৈশাখমাসে পাটালী কোথা হইতে আসিবে বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, বাবাজী হরিচরণের মুখে গৃহে পাটালী নাই, শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ম্লানমুখে রুদ্ধকণ্ঠে—তবে আর কি হইবে, আমি আখ্ড়ায় চলিলাম বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন। এমন সময়ে বাটীর মধ্যহইতে হরিচরণের সহধর্ম্মিণী সংবাদ পাঠাইলেন বাবাজীকে একটু অপেক্ষা করিয়া পাটালী লইয়া যাইতে বলুন, গৃহে পাটালী আছে, নরোত্তম বাবাজী আনন্দে অধীর হইলেন এবং গোপালের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? বলিয়া গোপালের সাধুবাদ করিলেন। হরিচরণের স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন এবং নিজের ক্রটীরজন্য বার বার গোপালের নিকট অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া স্নানান্তে পাটালী আনিয়া বাবাজীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। বাবাজী হৃষ্ট চিত্তে সেই পাটালী আনিয়া গোপালের ভোগ দিলেন।

কোনও সময়ে গোপালের পাকা কাঁঠাল সেবনের অভিলাষ হয় আর তজ্জন্য নরোত্তম বাবাজীকে প্রত্যাদেশ করেন,—সর্ব্বেশ্বর তরফদারের গাছে কাঁঠাল পাকিয়াছে, তুমি সেই কাঁঠাল আনিয়া আমার ভোগ দাও। ঠাকুরের অনুমতি শুনিয়া নরোত্তম বাবাজী তরফদার মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন এবং সকলকে গোপালের আদেশ জানাইয়া কোন্ গাছে কাঁঠাল পাকিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত সন্ধান ব্যর্থ হইল, তরফদারের কোনও গাছেই পাকা কাঁঠাল দেখিতে পাওয়া গেল না, বাবাজী বিষন্নবদনে বাসায় ফিরিলেন। সহসা একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল—তরফদারের

বাঁশ বনের মধ্যস্থ কাঁঠাল গাছে একটা প্রকাণ্ড কাঠাল পাকিয়া রহিয়াছে। নরোত্তম মহানন্দে বিভোর হইলেন এবং সেই কাঠাল লইয়া গোপালের সেবা কার্য্য নির্ব্বাহিত করিলেন। গ্রামের লোক ধন্য, ধন্য করিতে লাগিল।

একবার একজন দুষ্টলোক গোপালের কাঁঠাল গাছে—তাঁহার মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বৃক্ষগুলিতে বিস্তর কাঁঠাল ঝুলিতেছে দেখিয়া প্রলুব্ধ হয় এবং অপহরণ মানসে গভীর রাত্রিতে চুপি চুপি গিয়া বৃক্ষে আরোহণ করে। সে সম্ভবতঃ ঠাকুরের শক্তি সামর্থ্যের বিষয় অবগত ছিল না অথবা থাকিলেও, তাহাতে তত বিশ্বাস করিত না, কিংবা হয়ত তাহার মনে এমন ধারণাও থাকিতে পারে যে, গোপাল দয়াময়, সামান্য কয়েকটা কাঁঠাল লইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন না—দণ্ডও দিবেন না। হইলও তাহাই। গোপাল রুষ্ট হইলেন না, তবে তিনি যে তাহার দুষ্কৃতির কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই তাহাকে কৌশলে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। লোকটা, নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি কাঁঠাল বৃন্তচ্যুত ও ভূপাতিত করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু গোপালের ইচ্ছায়, তাহাতে সমর্থ হইল না—যতবার নামিতে চেষ্টা করিল, ততবারই ভ্রান্ত হইল এবং একবার বৃক্ষের কাণ্ডে ও একবার শাখায়, একবার উপরে একবার নিম্নে এইরূপ ভাবে, ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল! কিছুতেই নিম্নে অবতরণ করিবার পথ পাইল না। পরন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে, বারবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ অনন্যোপায় ও বিস্মিত হইয়া, নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষের শাখায় বসিয়া রহিল! সেই অবস্থায় অতি প্রত্যুষে গোপালের সেবায়ত বাবাজী (ইনি নরোত্তম নহেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সেবায়ত) তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ও তাহার ক্ষমা প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। গোপালের অলোকসাধারণ প্রভাব ও মহত্ত্ব দেখিয়া গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা বিস্মিত ও মোহিত হইয়া গেলন।

নরোত্তম বাবাজীর সময়ে গোপালের রাসমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। পরলোক গত যুধিষ্ঠির বিশ্বাস মহাশয় অন্যূন ১১০০ এগারশত টাকা ব্যয়ে এই কার্য্য সমাধা করেন। হরিশপুরের খাঁড়া মহাশয়েরা গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। সংপ্রতি ভগবৎ পরায়ণ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ খাঁড়া মহাশয়, তাঁহার নিজ আবাদ হইতে একবিঘা পরিমাণ জমি, গোপালের সেবা-ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দান করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

গোপালের ভোগ-রাগাদি এখন পূর্ব্ব নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে কিন্তু উৎসব ও অতিথি সৎকারাদি আর সে ভাবে সম্পন্ন হইতেছে না। গ্রামবাসীদিগের অমনোযোগিতাই উহার একমাত্র কারণ বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তবে নরোত্তম বাবাজী যেরূপ নিষ্ঠাবান ভক্ত, ভগবৎপরায়ণ ও গোপালগতপ্রাণ তাহাতে মনে হয়, যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন গোপালের সেবা-কার্য্যে কোনও ত্রুটী বা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে না। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তাঁহার

বয়ঃক্রম এখন ৬৫।৬৬ বর্ষের ন্যূন নহে। এ অবস্থায় আর অধিক দিন যে তাঁহাদ্বারা একার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহার আশা সুদূর-পরাহত।

গোপাল রূপে গুণে মনোহর, ক্ষুদ্রকায় হইলেও নয়ন মন মুগ্ধকর—যেমন লোচন লোভন তেমনই হৃদয়রঞ্জন। তিনি যতদিন হরিশপুরে অবস্থিতি করিবেন, ততদিন তাঁহার অকারণ অনুগ্রহ গ্রামবাসীদিগের প্রতি অক্ষুণ্ণ রহিবে এবং যখনই কোনও ভগবদ্ভক্ত সাধু কি কোনও বিদেশবাসী বৈষ্ণব, হরিশপুরে গোপাল দর্শনে আগমন করিবেন, তখনই তিনি তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী দর্শনে ও অনন্যসাধারণ গুণ-গৌরব ও মহত্ত্ব-কথা শ্রবনে মুগ্ধ হইবেন, আর তাঁহার সহিত তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার সেই একনিষ্ঠ ভক্ত, কৃষ্ণৈকশরণ কায়স্থ মহোদয়ের নাম ও গুণ কাহিনী আন্তরিক ভক্তির সহিত উচ্চারণ ও স্মরণ করিবেন। *

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

* এই প্রবন্ধের সংকলন—বিষয়ে, বসুরহাটের সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ভগবৎপরায়ণ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস ঘটক মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিলাম। লেখক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। আগামী ১০।১১ই চৈত্র ১৩২৯ রবি ও সোমবারে বীরভূমে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার দ্বাদশ বার্ষিক সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। আমরা আশা করি বঙ্গীয় কায়স্থগণ সকলেই উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

২। বিক্রমপুর অন্তর্গত চারিগাঁর কায়স্থ সমাজের আন্তরিক উদ্যোগে বিগত ১৮ই ফাল্গুন রবিবারে অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় উক্ত গ্রামে ৺দীনবন্ধু গুহ মহাশয়ের বাটীতে একটী মহতী কায়স্থ সভার অধিবেশন হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহোদয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া "ক্ষাত্র্য-কায়স্থমণ্ডলীর উপনয়ন গ্রহণ" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ পূর্ব্বক কায়স্থ সমাজে সংস্কারের পথ সুগম করিবেন।

৩। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর, প্রতিভার সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক এবং কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাজবাড়ী হইতে লিখিতেছেন।—

"বিগত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় বাহাদুর মহোদয় তাঁহার লক্ষ্মীকোল রাজভবনে যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উক্ত শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিতান্ত অসুস্থতাসত্ত্বেও প্রাচীন বয়সে রাজা বাহাদুর তদীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া, এক দিকে যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অন্য দিকে তেমনি আন্তরিকতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ সংস্থাপনে এই উপনয়ন ব্যাপার এক অভিনব ঘটনায় পরিণত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহাত্মাদের নাম ধামাদি বিবরণ দেওয়া গেল না। বহু দিন যাবৎ আপনার ইচ্ছানুরূপ কোন ও সংবাদ দিতে পারি নাই। আশা করি উপরের লিখিত সংবাদে আপনি সুখী হইবেন। আগামী ৫ই চৈত্র এ দেশের অনেক কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিবেন এমত শুনিতেছি”

৪। আমরা সানন্দ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে, ফরিদপুরের অন্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামে, ইশিবপুর নিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর, প্রতিভার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী, ক্ষত্র সৎসাহস ও তেজ সম্পন্ন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যমা কন্যার সহিত উক্ত দোলকুণ্ডীনিবাসী শ্রীযুক্ত রামকিশোর মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরিণয় কার্য্য ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা দম্পতীর দীর্ঘ জীবন ও সুখ সম্পদ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

৫। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ উপবীতি কায়স্থগণের জন্য আগামী বৈশাখ মাস হইতে কায়স্থ-পত্রিকার কার্য্যালয়ে (৮৩।১ গ্রে ষ্ট্রীট) এক চতুষ্পাটী খুলিতেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, নব্য স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপন হইবে। পাঠার্থী মাসিক সর্ব্ব শুদ্ধ ১০৲ টাকা দিলে আহার, বাসস্থান, ও শিক্ষা পাইবেন। টাকা অগ্রীমসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট দেয়।

৬। কায়স্থোপোনয়ন। ফরিদপুর অন্তর্গত ইশিবপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ১৩ই মাঘ—উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে উক্ত গ্রামবাসী নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথা শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র, মতিলাল বসু, জলধর বসু, ও মাখনলাল বসু।

৭। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দেববর্ম্মা মহাশয় কলিকাতা বালিয়াঘাটা হইতে লিখিতেছেন—“যশোহর জেলান্তর্গত পরমেশ্বরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদি অন্তে যথাশাস্ত্র শ্রীযুক্ত অমরেশ চন্দ্র বসু ও মন্মথনাথ বসু মহাশয়দ্বয় ক্ষত্রিয়াচারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন।”

৮। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী মুন্সীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—“কায়স্থোপনয়ন। বিক্রমপুর কোলা গ্রাম নিবাসী নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। কামারখাণ্ডা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু।

„ রাজমোহন বসু
„ অন্নদাপ্রসাদ বসু
„ জগচ্চন্দ্রপ্রসাদ বসু
„ শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বসু
„ দীগেন্দ্রকুমার বসু

৯। আদর্শ বিবাহ। উক্ত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় লিখিতেছেন—বরপণ গ্রহণ ব্যতীত বিক্রমপুরের পাইকপাড়া নিবাসী ৺গিরীশচন্দ্র মিত্র মুনসী মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের শুভবিবাহ বিগত ১৫ই ফাল্গুন সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পাত্রীদ্বয়ের মধ্যে একটী কন্যা পিতৃহীনা ও দরিদ্রা বলিয়া, তাহার মাতাকে বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয় পাত্র পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে।" এই প্রকার স্বজাতি সহানুভূতি ও হৃদয়ের উচ্চভাব দেখিয়া আমরা মনে করি বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে আজিও যুগান্তরীর ক্ষত্র মহানুভাব বর্ত্তমান আছে।

১০। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশা থানার অধীন চৌবাড়ীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

১১। বিগত ২৫শে ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার মহাশয়ের বাসাবাটী ফরিদপুর নগরে উক্ত সমিতির একটী অধিবেশন হয়। নিম্ন লিখিত প্রস্তাবদ্বয় আলোচিত হয়। প্রথম। ফরিদপুর জেলায় ব্রাহ্মণগণ, উপনীত কায়স্থের সংস্রব পরিত্যাগ করায়, উক্ত কায়স্থগণের পূজা ও যজ্ঞাদি সম্পাদনে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কায়স্থ সমাজের কি কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা আবশ্যক। উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পাদন করা উচিত কি না? মতভেদ থাকিলে ও অনেকে মনে করেন যে, শাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ দ্বারা কায়স্থ-সমাজের যাজন কার্য্য সম্পাদন না করিলে কায়স্থের পূজা-পার্ব্বণ রক্ষা করা চলিবে না। কলিকাতার কায়স্থ-সভা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয়। ফরিদপুর জেলায় মধ্যে কি অন্যান্য জেলায় শাখা-কায়স্থ সভা সংস্থাপিত হইলে আর্য্য-কায়স্থ সমিতির সভাপতি মহাশয়ের নিকট ঐ সকল শাখা-সমিতির কার্য্যবিবরণী, প্রেরণ করিলে উক্ত সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রণীত ১ খানা কায়স্থ-তত্ত্ব ও আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকা বিনামূল্যে উক্ত শাখা-সভায় প্রদান করিবেন।

১২। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদবন্ধুবর শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ চাকী মহাশয় লিখিতেছেন—বারেন্দ্র-কায়স্থসভা,—গত ৩০শে মাঘ বুধবার অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় রাজসাহী জেলার নাটোর সবডিভিসনের অন্তর্গত পাটুল গ্রামে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড়, ললিতমোহন দেব, কেদারনাথ মজুমদার প্রভৃতি কায়স্থ মহোদয় গণের উদ্যোগে একটী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে বৃষ্টি এবং সভারদিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত আকাশ ঘোরমেঘাচ্ছন্ন থাকায় দূরবর্ত্তী গ্রামের কায়স্থ মহোদয়গণ যোগদান করিতে না পারা সত্ত্বেও সভায় ৫০।৬০ জন কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাঁশিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হর

মোহন কুণ্ড ও পাটুল নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র সেন মহাশয়দ্বয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ড, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড়, প্রভৃতি কতিপয় ভদ্রলোক কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচার ও উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয় গণ পুরোহিতের সুবন্দোবস্ত করিয়া আগামী বৈশাখমাসে উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া সভাস্থ সকলকে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। নাটোর স্থায়ীকেন্দ্র সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ .মৌলিক বর্ম্মা মহাশয়, স্থানীয় পুরোহিতগণ পৌরোহিত্য স্বীকার না করিলে ভিন্নস্থানীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর কারীর নাম :—শ্রীযুক্ত হরমোহন কুণ্ড, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড়, গঙ্গাগোবিন্দ চাকী, রোহিণীমোহন দাস সাং বঁশিলা। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ড, ভিকুনাথ দেব, প্রসন্ননাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, সাকিন লক্ষ্মীকোল শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন সরকার, কামিনীকুমার দেব, শরচ্চন্দ্র চাকী, হেমচন্দ্র চাকী সাকিন পিপরুল। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দেব, আনন্দচন্দ্র সেন, বৈদ্যনাথ দত্ত, কেদারনাথ মজুমদার, জয়ধন মজুমদার, মাধবচন্দ্র দাস, কমলাকান্ত দেব, ললিতমোহন দেব সাকিন পাটুল।

১৩। কায়স্থ-রমণীর সতীধর্ম্ম। আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী কায়স্থ-রমণীর সতীধর্ম্ম বিবরণ প্রতিভায় কীর্ত্তন করিয়া আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার অঙ্কদেশ পবিত্র করিয়াছিলেন। অদ্য আর একটী সতী কাহিনী আনন্দ বাজার হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কলিকাতা বাগবাজারে ৫৪।১।১ ভবনে এককড়ী দত্ত তাঁহার পত্নী নির্ম্মলা দেবী বাস করিতেন। এই দম্পতি সতত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেন। নির্ম্মলা শ্যামাঙ্গী ও হাস্যমুখী ছিলেন। বিগত ১৮ই ফাল্গুন রবিবারে অকস্মাৎ এককড়ীবাবু পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরদিন রাত্রি ১॥০ টার সময় অমর ধামে প্রস্থান করিলে, তদীয় পত্নী প্রায় রাত্রি দুইটার সময় তাঁহাদের দোতালার ঘরের সামনের ছাদে জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া পরদিন স্বামী স্ত্রী এক চিতায় ভস্মসাৎ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য যিনি স্বচক্ষে এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন তিনি লিখিতেছেন,—"দেখিলাম নির্ম্মলা ছাদের মধ্যস্থলে পূর্ব্বমুখে যোড়হস্তে ধীর ও স্থিরভাবে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মানা। তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে।" তাঁহার আত্মীয়েরা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এমন সময়ে সাধ্বী ছাদের উপর পড়িয়া গেলেন তখন দেখা গেল তাঁহার আত্মাও অমরধামে প্রিয় স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ধন্য নির্ম্মলা, ধন্য দত্ত মহাশয়, ধন্য বঙ্গদেশ ও ধন্য মহামহিমময় বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি।

সম্পাদক।

Reg. No. C. 653.

৺ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[পঞ্চম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা।]

১৩১৯ বঙ্গাব্দ, চৈত্র মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৽ আনা মাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৽ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। ২ মাস একত্রে প্রকাশিত হইলে দ্বিতীয় মাসের বিংশতি দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ১॥৹ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক তিন আনা মাত্র।

৩। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার আকার প্রতিমাসে ৪৮ পৃষ্ঠা (Royal octavo) প্রতি বৎসর ৫৭৪ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ১॥৹ টাকা মূল্যে কত সুলভ, গ্রাহকগণ বিবেচনা করিবেন।

৪। বিজ্ঞাপন মাসিক, প্রতি লাইন ৴১০ হিসাবে, ছয় মাসের অধিক হইলে মাসিক এক আনা হিসাবে দেওয়া হয়।

৫। আমাদের বর্ষ ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। শ্রাবণ মাস মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১॥৹ যাঁহারা মনিঅর্ডারযোগে না পাঠাইবেন আমরা ভিঃ পিঃ দ্বারা ব্যয় ৴৹ মোট ১॥৴ গ্রহণ করিব। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার পোষ্টেজব্যয় কাহারও দিতে হয় না।

৬। অতিরিক্ত সংখ্যা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহাদিগকে গ্রাহক হইলে প্রতি সংখ্যার জন্য ৵৫ ও অপরের জন্য ৶৹ দিতে হইবেক।

৭। এক পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিত না হইলে আমরা তাহা মুদ্রিত করি না। পরিত্যক্ত প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হয় না।

৮। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য একটী সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। পত্রাদি কি টাকা পাঠাইতে হইলে উক্ত সংখ্যাটী লিখিতে হইবে নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ তৎক্ষণাৎ না দিলে ঠিক সময় প্রতিভা পাইবেন না।

৯। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার কার্য্যালয় ফরিদপুর হইতে উঠিয়া কলিকাতা ১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে স্থাপিত হইয়াছে। প্রবন্ধ পত্র ও টাকা কড়ি সমস্তই সম্পাদকের নামে উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবেক।

গ্রাহকগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার ১৩১৮ সনের চাঁদা অনেক গ্রাহক দিয়াছেন, কিন্তু কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট ১॥৹ বৎসরের চাঁদা বাকী থাকা সত্বেও তাঁহারা ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতি করিয়াছেন। চাঁদা প্রতিবর্ষ ১॥৹ টাকা, অতি সামান্য দান, আমরা যে প্রকার আর্থিক দুরবস্থায় প্রতিভা চালাইতেছি তাহা গ্রাহকগণ জানিয়াও আমাদের প্রতি এ প্রকার নির্দ্দয় হন কেন? ১৩১৯ সন শেষ হইয়া আসিতেছে। প্রায় সহস্র গ্রাহকের নিকট ১০০০।১২০০৲ টাকা বাকী, মনিঅর্ডারে চাঁদা আদায় অতি বিরল সুতরাং ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হইতেছি। ভিঃ পিঃ যে কত ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য তাহা গ্রাহকমহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। মনিঅর্ডার যোগে ১॥৹ টাকা পাঠাইলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়, এইক্ষণ আমরা প্রতি মাসেই ভিঃ পিঃ করিতেছি, আমাদের সনির্ব্বন্ধ বিনীত প্রার্থনা যেন ভিঃ পিঃ কেহ ফেরৎ না দেন; যদি কোন সংখ্যা কেহ না পাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা,

সম্পাদক ও প্রকাশক।

পঞ্চমবর্ষ, সন ১৩১৯ সালের

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার গ্রাহকগণের প্রতি একটী নিবেদন।

বহু বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রতিভা পঞ্চমবর্ষ পূর্ণ করিয়া ষষ্ঠবর্ষে পদার্পণ করিতে চলিল। গ্রাহকমহোদয়গণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন আজ কাল এইরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিকপত্রিকা পরিচালন করিতে কি ব্যয় ও পরিশ্রমের আবশ্যক। বিশেষতঃ পত্রিকার মূল্য অতি সামান্য। গ্রাহকগণ অনায়াসে আমাদের এই সামান্য ভিক্ষা দিয়া আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা করিতে পারেন। যদি তাঁহারা ১৩১৯ সনের চাঁদা (যাহাদের এখনও বাকী আছে) মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইয়া দেন, তবে আমাদের প্রকৃতপক্ষেই বিশেষ সাহায্য হয়।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

চৈত্র মাস, ১৩১৯।

বিবাহে কন্যার বয়স।

আমাদের সমাজে অধুনা নানা কারণে নানাবিধ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায় প্রাচীন সময়ের ঘৃণিত কন্যাশুল্কের পরিবর্ত্তে অধিকতর অপকারী বরশুল্ক গ্রহণ প্রথা খুব চলিতেছে। উপযুক্ত দর দিয়া জামাতা ক্রয়করার অসমর্থতা হেতু অনেকস্থলেই কন্যার বিবাহ সে কালের মত অল্পবয়সে দিতে পারা যাইতেছে না। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত জনক জননীর ইচ্ছার বিরোধেই বয়স্কা কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিতে হইতেছে এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিবেশিগণের নিকট নানারূপ লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে! অনেকস্থলে প্রতিবেশিগণের লাঞ্ছনা এবং উপহাসের ভয়ে অবিবাহিত কন্যা পিতৃগৃহের বাহিরে পদার্পণ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছেন, দেখিতেছি। যাঁহারা আহার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদে নিতান্ত আগ্রহের সহিত য়ুরোপীয় রীতির অনুকরণ করিতেছেন,--তাঁহারাই আবার এইরূপ লাঞ্ছনা এবং উপহাস করিতে অধিকতর পটুতা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাচীন সময়ের সীতা সাবিত্রী, সুভদ্রা, দ্রৌপদী এবং রুক্মিণী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা দিগের অথবা আধুনিক সভ্যসমাজের মস্তকস্বরূপ ইংরেজ মহিলাদিগের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে তাঁহারা ঐ দৃষ্টান্ত আদৌ মানিতে চাহেন না। আমাদের দেশের প্রাচীন নারীদিগকে দেবতা বলিয়া এবং মেমসাহেবদিগকে অহিন্দু এবং ম্লেচ্ছ বলিয়া তাঁহারা উড়াইয়া দেন এবং কথায় কথায় সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দেন। কলিকাতায় যে বিবাহসংস্কারক সমিতি বা Marriage Reform

League স্থাপিত হইয়াছে, প্রচারাভাবে উহার প্রভাব সমাজে আদৌ বিস্তৃত হয় নাই; আর যদিও কোন কোন লোক সংবাদ পত্রাদিতে উহার বিষয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রগুলি রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত,—সামাজিক ব্যাপারে হাত দিবার তাঁহাদের সময়াভাব! আর যদিও তাঁহাদের সময় হয়, তাহাহইলেও তাহারা সমাজসংস্কার বিষয়ে প্রায়ই প্রতিকূল মন্তব্য প্রচার করিয়া থাকেন। ধীরভাবে সমস্ত পূর্ব্বাপর ভালমন্দ বুঝিয়া তাহার প্রকৃত আলোচনা—বাঙ্গালা কাগজে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহার জন্য প্রতিভার আশ্রয়ে আমরা এই গুরুতর বিষয়টীর যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধগুলি প্রায়ই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তজ্জন্য আমরা এক একটী স্বাধীন প্রস্তাবে বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে কিরূপ বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যাঁহারা সময় অসময়ে বিবাহে কন্যার বয়স সম্বন্ধে ধর্ম্ম নষ্ট হইবার রোল তুলেন, তাঁহারা এই স্মৃতিবাক্যগুলি তাঁহাদের উক্তির অনুকূলে উদ্ধার করিয়া থাকেন যথা;—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥ ৭॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈবচ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥৮॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥৯॥

পরাশর স্মৃতি সপ্তম অধ্যায়॥

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৬৬॥
মাতা চৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠোভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্যাং রজস্বলাম্॥৬৭॥

সম্বর্ত্ত স্মৃতি।

পিতুর্গেহেষুনি যা কন্যা রজস্ত সমুপস্পৃশেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলীস্মৃতা॥১২৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠাভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং য়ান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ১২৭॥
উদ্বহেদ্যস্ত তাং কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতি॥ ১২৮॥

অঙ্গির স্মৃতি॥

এতদ্‌ভিন্ন বৌধায়নস্মৃতি, (৪র্থ প্রশ্ন, প্রথম অধ্যায় ১৩ শ্লোক) বশিষ্ঠ স্মৃতি, (১৭শ অধ্যায়, ৬১।৬২।৬৩ শ্লোক) বিষ্ণুস্মৃতি, (২৪ অধ্যায়।) নারদস্মৃতি, বেদব্যাসস্মৃতি, (২য় অধ্যায়) শঙ্খস্মৃতি, (১৫ অধ্যায়) লঘুশাতাতপস্মৃতি, প্রজাপতি স্মৃতি ও বৃহৎ যমস্মৃতি, (৩য় অধ্যায়) প্রভৃতি কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থে অল্লাধিক এই ভাবের শ্লোক বা বচন দেখিতে পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (১ম অধ্যায়, ৬৪ শ্লোকে)

"অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণ হত্যামৃতাবৃতৌ।"

মাত্র লিখিত হইয়াছে, ইহাতে কন্যার বয়স নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। যাহা হউক উপরিধৃত শাস্ত্র বচনে ঋতুমতী কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় গৃহে রাখা পিতা মাতা প্রভৃতির পক্ষে

পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং পরাশরাদি কতিপয় স্মৃতিশাস্ত্রে (১) ঐরূপ কন্যার স্বামীকে ও পতিত এবং অপাংক্তেয় বলা হইয়াছে। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে মনুসংহিতা, অত্রি, লঘুঅত্রি, আপস্তম্ব, গোভিল, স্মৃতিগ্রন্থে ঋতুমতী কন্যাদাতা অথবা গ্রহীতার কোনরূপ পাপ লিখিত হয় নাই এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে ঐরূপ কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় রাখার পাপ লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহার দাতার অথবা গ্রহীতার পক্ষে কোন পাপ বিধিবদ্ধ হয় নাই।

এক্ষণে একটী কথা প্রথমেই বলা আবশ্যক। বাল্য বিবাহের পক্ষপাতিদিগের অনুকূলে স্মৃতি বাক্যের যে কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই তাহা আমরা দেখিলাম। আর পরাশর ঋষি যে কলিকালের শাস্ত্র প্রবক্তা তাহাও খুব প্রসিদ্ধ জানা কথা। ঋষি পরাশর তাঁহার স্মৃতির উপোদ্ঘাতেই কলিকালের ধর্ম্ম বলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। (প্রথম অধ্যায়, ২৩শ শ্লোক) "কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥") সুতরাং বর্ত্তমানযুগে তাঁহার কথিত ধর্ম্মশাস্ত্র হিন্দু মাত্রেরই পালনীয় তাহাও বলা বাহুল্য। এই বিধান অনুসারে রজস্বলা কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মণ সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং ঋষি তাঁহার এই বিধান অন্য কোন বর্ণের উপর প্রয়োজ্য বলিয়া ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং পরাশর কথিত ধর্ম্মশাস্ত্র পূর্ণমাত্রায় মানিয়া লইলেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক এই নিষেধ বিধানের দ্বারা বাধ্য হইতেছেন না। পাঠক কৃপা করিয়া উদ্ধৃত শাস্ত্র বাক্যাবলীর নবম শ্লোক পাঠ করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য অবগত হইতে পারিবেন। পৌরাণিক উপাখ্যানে প্রায়ই ক্ষত্রিয় রাজকন্যাদিগের বিবাহ ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই পুরাণে যৌবন বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। যে যে স্থলে ব্রহ্মর্ষিগণ কৃপা পরবশ হইয়া ক্ষত্রিয় কন্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন (সৌভরি, অগস্ত্য প্রভৃতি) তাঁহারাও যুবতী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন এবং ঐ সকল বিবাহ প্রায়ই সত্য ত্রেতাদি যুগে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পরাশর বচনের প্রতিকূলে পৌরাণিক নজীর দেওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত হইতেছে।

আমরা দেখিলাম যে পরাশরাদি স্মৃতিকারের নিষেধ বাক্য দ্বারা—হিন্দু সমাজের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের কন্যার বিবাহ নিয়মিত হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পক্ষে রজস্বলাকন্যার আদান প্রদান কোন মতেই অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। আর শূদ্র বর্ণের ত কথাই নাই,—কারণ কোন শাস্ত্রকারই শূদ্রবর্ণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধিক মাথা ঘামান নাই। শূদ্র যদি নিয়মিত ভাবে দ্বিজ ত্রিবর্ণের সেবা করিল এবং শক্তিসত্বেও ধনসঞ্চয় না করিল, তাহা হইলেই শাস্ত্রকারেরা নির্ব্বিঘ্ন ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন; কারণ শূদ্রের ত আর পাপ বা সংস্কার কি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই!

---

(১) পরাশর, লঘুশাতাতপ, লঘুআশ্বলায়ন প্রজাপতি আঙ্গির ও বৃহৎযম সংহিতায় দাতাএবং গ্রহীতা উভয়েরই পাপ, এবং বৌধায়ন, গৌতম, বশিষ্ঠ, নারদ, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, বেদব্যাস ও শঙ্খ স্মৃতিতে রজস্বলা কন্যা দান না করিলে অভিভাবকগণের পাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—উত্তম পাত্র না পাইলে কন্যা কদাচ দান করিবে না।

(২) আমাদের প্রার্থনা যে শাস্ত্রদর্শী পাঠকগণ আমাদের কথার বিচার করুন এবং বলুন যে পরাশরাদির বাক্য ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের কন্যার বিবাহে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না? যদি আমাদের গৃহীত অর্থই সদর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকগণ অনেকটা নিরুদ্বেগ হইতে পারেন এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রতিবেশিগণ ও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারেন।

আমরা কিন্তু দেখিতে পাইতেছি শাস্ত্রজ্ঞানী বলিয়া পরিচিত পাঠকবৃন্দের অধরে বিদ্রূপের হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা পরাশর ঋষি কথিত অতি সুস্পষ্ট বিধবা বিবাহ বিষয়ক বিধান দেখিয়া ঋষি শ্রেষ্ঠের প্রতি মনে মনে কতই অভিশাপ দিয়াছেন এবং দিতেছেন প্রাণপণ চেষ্টার সহিত তাঁহার বাক্যের নানা প্রকার কূটার্থ এবং কদর্থ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারাই এই বালা বিবাহ সম্বন্ধে অধিকতর পরাশরভক্ত হইয়া আমাদের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছেন! তাঁহারা বলিবেন শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণ অথবা বিপ্র উপলক্ষণ মাত্র উহাদ্বারা দ্বিজমাত্রকেই বুঝাইবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মী মাত্রেই এই নিষেধ বাক্যদ্বারা নিয়মিত হইবে। বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার অনুগ্রহে এবং কান্যকুব্জাদি প্রদেশে নানাবিধ কারণে বহু বিগত যৌবনা অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কুমারীর অস্তিত্ব অতিশয় সত্য তথ্য হইলেও এই সকল পণ্ডিত কে পরিবার যো নাই! দেশাচার নামক অমোঘ শাস্ত্র তাঁহাদের অবলম্বন। তাঁহারা তারস্বরে বলিবেন,—

তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।

অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট দেশাচারই প্রকৃতশাস্ত্র অপরাপর শাস্ত্র কেবল সময় বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে বাদিপরাজয়ের বর্ম্ম চর্ম্ম স্বরূপ সুতরাং তদ্রূপ পণ্ডিত মণ্ডলীর সুবিচারের প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্র এবং বিবিদত্ত বুদ্ধি সহায়ে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের বিবাহোপযোগী বয়স সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত কি? যদি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মস্তকমণি স্বরূপ বেদ এবং মনুসংহিতা রজস্বলা ব্রাহ্মণ বালিকার আদান প্রদান নিষেধ করিয়া না থাকেন অথবা উহাকে দাতাও গ্রহীতা কাহারও পক্ষে পাপ বা পাতিত্যজনক বলিয়া না থাকেন—পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা এরূপ বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া বিধান দিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইব যে, হিন্দুসমাজ বেদ এবং মনুসংহিতার আদেশ অবনত মস্তকে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য; যেহেতু মনু বলিতেছেন।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥১৩॥ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে শ্রুতিই পরম প্রমাণ।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন,—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং—২।৬ ॥ অর্থাৎ

---

(২) শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীত মক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোসৌ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥৮॥
৪১৩ ॥ মনু ॥

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥
মনু ॥ ১২৬ ॥ ১০ অধ্যায়।

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেববাধতে ॥
মনু ॥ ১২৯ ॥ ১০ম অধ্যায়।

অখিল বা সম্পূর্ণ বেদই ধর্ম্মের মূল। আর মনুসংহিতার মান্য সর্ব্বোপরি অধিক এই জন্য যে মনু সম্পূর্ণরূপে বেদের অনুসরণ করিয়াছেন। মনুসংহিতার বক্তা মহর্ষিভৃগু বলিতেছেন—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্ব জ্ঞান ময়োহিসঃ॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

মাধব পরাশরীয় ধৃত শ্রুতি "যন্মনুরব্রবীত্তদ্‌-ভেষজম্॥"

অর্থাৎ মনুবাক্য জগদ্রূপ রোগের অমৃত-ময় ঔষধ, যেহেতু মনু যাহা বলিয়াছেন সকলই বেদ মূলক, তজ্জন্য যে স্মৃতি মনু বাক্যের বিরোধী, সেই স্মৃতি কদাপি প্রশংসনীয় হইতে পারে না।

এতাবতা আমরা আর্যধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে দেখিতে পাইলাম যে, হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বোপরি বেদ এবং মনু স্মৃতির আজ্ঞাপালন করিতে বাধ্য। অতঃপর আমরা এই দুই স্থানে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের আদেশ বুঝিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য বেদানুগত গৃহ্যসূত্র গুলিকেও আমরা কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। মনুমহারাজ তাঁহার বিস্তৃত ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে কুত্রাপি রজস্বলা কন্যা বিবাহের নিন্দা করেন নাই। তিনি বিবাহ যোগ্যা কন্যা সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥ ৫॥
মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবি ধন ধান্যতঃ।
স্ত্রী সম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥ ৭॥
নোদ্বহেৎকপিলাংকন্যাংনাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
না লোমিকাং ন্যাতি লোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥ ৮॥
নর্ক্ষ বৃক্ষ নদীনাম্নীং নান্ত্য পর্ব্বত নামিকাম্।
ন পক্ষ্যহি প্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণ নামিকাম্॥৯॥
অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণ গামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাংমৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥ ১০॥
যথাস্ত ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাংপ্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্ম্মশঙ্কয়া॥১১॥

মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়।

"বুদ্ধিরূপশীল লক্ষণসম্পন্নামরোগামুপযচ্ছেত।"

আশ্বলায়ন গৃহ্য।১।৫।৩॥

"জায়াং বিন্দেতানগ্নিকাং সমান জাতীয়া মস-গোত্রাং মাতুরসপিণ্ডাম্॥"

জৈমিনি গৃহ্য, ২০। ১॥

"নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা।" গোভিল গৃহ্য ৩।৪।৬॥

"সুপ্তাং রুদন্তীং নিষ্ক্রান্তাং বরণে পরিবর্জ্জয়েৎ ১।৩।১১॥

দত্তাং গুপ্তাং দ্যোতাং ঋষভাং শরভাং বিনতাং বিকটাং মুণ্ডাং মণ্ডুষিকাং রাতাং পালীং মিত্রাং স্বনুজাং বর্ষকারীং চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১।৩।১২॥

আপস্তম্ব গৃহ্য॥"

"ভার্য্যামুপযচ্ছেৎ সজাতাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণী মস গোত্রাম্॥ ১।১৯।২॥ হিরণ্যকেশী গৃহ্য।

পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাল জানেন, তাঁহারা উদ্ধৃত শ্লোক এবং বাক্যাবলীতে দেখিবেন যে রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করিতে কেহই নিষেধ করেন নাই। গোভিল বলিতেছেন, "নগ্নিকা" কন্যা শ্রেষ্ঠা। "নগ্নিকা"

শব্দের অর্থ অমরকোষের মতে 'অনাগতার্ত্তবা' অর্থাৎ যাহার এখন ও ঋতুদর্শন হয় নাই। জৈমিনী বলিতেছেন অনগ্নিকাকে বিবাহ-করাই শ্রেষ্ঠকল্প। আর হিরণ্যকেশী বলিয়াছেন নগ্নিকা অথবা ব্রহ্মচারিণী কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। সুতরাং "নগ্নিকা" শব্দ লইয়া কিছু গোল বাধিয়াছে। যদি নগ্নিকা শব্দের প্রচলিত অর্থ লওয়া যায়, তাহা হইলে জৈমিনি রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্যই বিধি দিতেছেন বলিতে হইবে আর হিরণ্যকেশী "ব্রহ্মচারিণী নগ্নিকা" পদে নগ্নিকার সাধারণ অর্থ করিবার উপায় নাই; কারণ, নগ্নিকামাত্রেই ত ব্রহ্মচারিণী। তাই হিরণ্যকেশী গৃহ্যের টীকাকার মাতৃদত্ত এবং গোপীনাথ দীক্ষিত উভয়েই" নগ্নিকা" শব্দের অর্থ মৈথুনার্হা বলিয়াছেন। মাতৃদত্ত বলিয়াছেন "তস্মাদ্বস্ত্রবিক্ষেপণার্হা নগ্নিকা মৈথুনার্হেত্যর্থঃ ব্রহ্মচারিণীম্, অকৃতমৈথুনাম্।" আর গোপীনাথ দীক্ষিত বলিতেছেন "নগ্নিকাম্ মৈথুনার্হাম্"। আপস্তম্ব কন্যা সম্বন্ধে অনেক গুলি নিষেধের আজ্ঞা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'রাতাং' টীতেই আমাদের আবশ্যকতা রাতাং শব্দের অর্থ লইয়াও বিবাদ আছে। টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য ইহার তিনটী অর্গ করিয়াছেন যথা "রাতা"—(১) রমণশীলা কন্দুকাদি ক্রীড়াপ্রিয়েত্যর্থঃ। (২) ঋতুস্নাতা বা (৩) কেচিৎরতিশীলা বিষয়ভোগশীলেত্যর্থঃ। ইহার মধ্যে তৃতীয়টাই গৃহ্যকারের অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া বোধহয়, কারণ প্রথমঅর্থে দোষের কথা কিছুই নাই আর দ্বিতীয় অর্থটী যে সঙ্গত নহে তাহা পরে "চতুর্থীকর্ম্ম" বিচার কালে দেখিতে পাইব। এই সকল গৃহ্যবাক্যের মধ্যে কোনস্থানেই ঋতুমতী কন্যা বিবাহের প্রতিষেধ নাই, তাহা আমরা দেখিলাম।

রজস্বলা কন্যার বিবাহ শুধু যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই,—তাহা নহে। আমরা এইবার দেখিব যে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের মুকুটমণি-স্বরূপ বেদ এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্র যৌবন বিবাহকে (অর্থাৎ রজোদর্শন করিবার পর কন্যার বিবাহ দেওয়াকে এবং তদ্বিধ কন্যাকে বিবাহ করাকে) শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। মহারাজ মনু বলিয়াছেন,—

দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাংসাধ্বীংবিভৃয়ান্নিত্যংদেবানাংপ্রিয়মাচরণম্ ॥
নবম অধ্যায়। ৯৫ ॥

অর্থাৎ স্বামী দেবদত্তা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—নিজের ইচ্ছানুসারে নহে; তিনি তাই দেবতার প্রিয় আচারণ করিয়া সেই সাধ্বীকে নিত্যপালন করিবেন। এই বাক্যের অর্থ কি? দেবতারা ভার্য্যাকে পতির নিকট দান করিয়া থাকেন,—এই দেবতারা কাহারা? কোনও কোনও টীকাকার "ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া ভগ অর্য্যমা সবিতা দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহার অর্থ অন্যরূপ। (৩) অত্রি এবং বশিষ্টস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতাদুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজোহ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥
পূর্ব্বং স্ত্রিয়ং সুরৈর্ভুক্তাঃ সোম গন্ধর্ব্ব বহ্নিভিঃ।

(৩) মনুর সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্য-কার মেধাতিথি এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন, "সোমোদদদিত্যাদি মন্ত্রার্থ বাদেভ্যো দেবতানাং দাতৃত্বং প্রতীয়তে।" "সোমোদদৎ"—ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রও উদ্ধৃত হইতেছে। লেখক

গচ্ছন্তি মানুষান্ পশ্চান্নৈতা তুষ্যন্তি ধর্মতঃ ॥

অত্রি বশিষ্ঠৌ ॥

মনুষ্যের বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক কন্যার তিন জন দেবপতি বিহিত হইয়াছে, প্রথম সোম, দ্বিতীয় গন্ধর্ব এবং তৃতীয় অগ্নি, সুতরাং মনুষ্য স্ত্রীর চতুর্থ পতি। এ সম্বন্ধে বেদ ভগবান্ বলিতেছেন,—

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়োগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥৪০॥
সোমোদদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বোদদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমান্ ॥৪১॥

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত।

এই বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন,—"তথাচাখ্যায়তে। অনুপজাত পুরুষ সম্ভোগেচ্ছাবস্থাং স্ত্রিয়ং সোমোলেভে। স চ সোম ঈষদুপজাত ভোগেচ্ছাবস্থাং তাং বিশ্বাবসবে গন্ধর্বায় প্রাদাৎ। স চ গন্ধর্বো বিবাহ সময়েহগ্নয়ে প্রদদৌ। অগ্নিশ্চ মনুজায় ভর্ত্রে ধনপুত্রৈঃ সহিতামিমাং প্রাযচ্ছৎ।"

উপরিধৃত বেদবাণী বিবাহের মন্ত্রের মধ্যেই পঠিত হইয়া থাকে। পতিকর্তৃক পত্নীকে উদ্দেশ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করা হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, "সোম তোমাকে প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছেন, পরে গন্ধর্ব তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অগ্নি তোমার তৃতীয় স্বামী হইয়াছেন এবং আমি মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ ভর্ত্তা। সোম তোমাকে গন্ধর্বকে দান করিয়াছেন, গন্ধর্ব তোমাকে অগ্নিকে দান করিয়াছেন এবং অগ্নি তোমাকে ধন-পুত্রাদির সহিত আমাকে দান করিয়াছেন।" এই বেদবাক্য সম্বন্ধে ভাষ্য করিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়ণ বলিতেছেন,—"কন্যার অনুপজাত সম্ভোগেচ্ছাবস্থার সময় সোম লাভ করেন এবং সেই সোম কন্যার ঈষদুপজাত সম্ভোগেচ্ছার অবস্থায় বিশ্ববসুনামক গন্ধর্বকে দান করেন। সেই গন্ধর্ব বিবাহ সময়ে কন্যাকে অগ্নিকে দান করেন এবং অগ্নি মনুষ্যস্বামীকে ধনপুত্র সহিত কন্যাকে প্রদান করেন।" ইহা হইতে সায়ণের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, সম্ভোগেচ্ছা জাত হইবার পরই কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রকৃত সময়। আমরা যে আমাদের নিজের মত সায়ণের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতেছি তাহা নহে। ইন্দোর মহেশ্বর-নিবাসী পৌরাণিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণজী ও এতদুপলক্ষে বলিতেছেন,—"নূনং এতাভিঃ শ্রুতিভির্ভাষ্যেণ চ স্পষ্টমিদং দরীদৃশ্যতে যৎ পূর্ব্বং মনুষ্যবিবাহতঃ কন্যা ত্রিভির্দেবৈঃ সঙ্গতা ভবতি, অনন্তরঞ্চ মনুষ্যাণামধিকারো বিবাহে, ন তু পূর্ব্ব মিতি সায়ণভাষ্যাৎ উৎপন্ন পুরুষ সম্ভোগেচ্ছা কন্যা বিবাহ যোগ্যা ইতি স্পষ্টং প্রতীয়তে।" (৪) আর এরূপ পণ্ডিত বিশেষের দোহাই দেওয়ারই বা আবশ্যকতা কি? সম্বর্তস্মৃতি এ সম্বন্ধে স্পষ্টবাক্য বলিয়াছেন,—

"রোম দর্শন সম্প্রাপ্তে সোমোভুংক্তেহথ কন্যাকাম্।
রজো দৃষ্ট্বা তু গন্ধর্বঃ কুচৌ দৃষ্ট্বা তু পাবকঃ" ॥৬৪॥

অত্রি বলিয়াছেন,—

"ব্যঞ্জনেষু চ জাতেষু সোমোভুংক্তে চ কন্যাকাম্।
পয়োধরেষু গন্ধর্বো রজস্যগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

লঘু অত্রি ৫ম, ৯ ॥

(৪) "বেদ প্রকাশক" মাসিক পত্র, ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ১৯১৩। মীরাট হইতে প্রকাশিত।

গোভিলপুত্র বলিয়াছেন,—

"ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমা ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বো রজসাহগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

গৃহ্যসংগ্রহ, ৩য়, ১৯॥

এই সকল শাস্ত্রকারদিগের বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ণ যৌবনা কন্যার বিবাহই কর্ত্তব্য। এই সকল শ্লোকের সংস্কৃত অতি সহজ এবং উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ যৌবন না হইলে বিবাহের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, এই সরল কথাটী জগতের আদি সভ্য আর্য্যঋষিগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিলে তাঁহাদিগের ঘোরতর অবমাননা করা হয়। এই জন্যই প্রবীণ ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুসংহীতা নবম অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ ৮৯ তম শ্লোকের (৫) ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন "প্রাগৃতোঃ কন্যায়া ন দানম্" এবং কন্যার বিবাহ সময়ে রজঃ প্রবৃত্তি হইলে কি করা যাইবে তাহার বিধান করিতেও শাস্ত্রকার ভুলিয়া যান নাই, যথা—

"বিবাহে বিততে তন্ত্রে হোমকাল উপস্থিতে।
কন্যা ঋতুমতীং দৃষ্ট্বা কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ।
হবিষমত্যা স্নাপয়িত্বা অন্য বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
যুঞ্জানামাহুতিং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥

লঘু অত্রি ৫ম অধ্যায়॥

পুনশ্চ

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে যদা।
রজস্বলাভবেৎকন্যাসংস্কারস্তু কথং ভবেৎ॥ ৯॥
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যাং অন্যৈ বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনর্মেধ্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥১০॥

আপস্তম্বস্মৃতি, ৭ম অধ্যায়।

এই সকল প্রমাণ স্বত্ত্বেও যাঁহারা বলিবেন যে হিন্দুশাস্ত্র অষ্টম অথবা নবম বর্ষ বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবার একমাত্র পক্ষপাতী এবং দশম বর্ষের অধিক বয়স্কা কন্যার বিবাহদাতার নরক বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার শক্তি ব্রহ্মারও বুঝি নাই। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুসমাজের অধঃপতনের যুগে, হিন্দু জাতির বৈদেশিক অধীনতার সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অত্যল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া পরমাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল এবং তজ্জন্যই ঐরূপ অপ্রাকৃতিক (এবং অবৈদিকও বটে) বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য প্রাচীন ঋষিদিগের নামে নূতন নূতন শাস্ত্রের বা শাস্ত্র বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রস্তাবের প্রথমেই আমরা কতিপয় শ্লোক উদ্ধার করিয়াছি, আরও কতগুলি এই দেখুন,—

দেবলঋষির নামে—

"সপ্তাব্দাৎকন্যকানাম্নী শৈশবী স্যাচ্ছুভান্বিতা।
তামষ্টাদশবর্ষীয়ো বিবহেদ্বিবিবৎপুমান্॥
যাহষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী পুত্র পৌত্র বিবর্দ্ধিনী।
পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়স্তাং কন্যামুদ্বহেদ্দ্বিজঃ॥
রোহিণী নববর্ষাস্যাদ্ধন ধান্য বিবর্দ্ধিনী।
তামুদ্বহেত মতিমান্ সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥
ঊর্দ্ধং দশাদোদ্‌ যা কন্যা প্রাগ্রজোদর্শনাত্তু সা।
গান্ধারী স্যাৎ সমুদ্বাহ্যা চিরং জীবিতুমিচ্ছতা॥

মরীচিঋষির নামে—

"গৌরীং দদন্ নাক পৃষ্টং বৈকুণ্ঠং রোহিণীং দদৎ।
কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং রৌরবং তু রজস্বলাম্॥"

এই সকল শ্লোকাবলী দ্বারা যে অনভ্যস্ত বিষয়ে সাধারণের প্রবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা

(৫) কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ৮৯ শ্লোক, নবম অধ্যায়।

করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আরও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় বিবাহের বৈদিক মন্ত্রে কন্যাকে সোমাদি দেবগণের উপযুক্ত বলিয়া যে বর্ণনা আছে, পরবর্ত্তী সময়ে পবিত্রতা রক্ষার ভান দ্বারা দেবগণকেও তাঁহাদিগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গোভিলপুত্র বলিতেছেন,—

"অপ্রাপ্ত রজসো গৌরী প্রাপ্তে রজসি রোহিণী।
অব্যঞ্জিতা ভবেৎ কন্যা কুচহীনা চ নগ্নিকা ॥১৮॥
ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাম্।
পয়োরধরৈস্তসগন্ধর্ব্বোরজসাগ্নিঃপ্রকীর্ত্তিতঃ॥১৯॥
তস্মাদব্যঞ্জনোপেতামরজামপয়োধরাম্।
অভুক্তাংচৈবসোমাদ্যৈঃকন্যকাংতুপ্রশস্যতে॥২০॥"

গৃহ্য সংগ্রহ, ৩য়।

এই বার আমরা আর একটী অত্যাবশ্যক কথার অবতারণা করিব। বিবাহের পর "চতুর্থীকর্ম" বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ, প্রধান কেন সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া গৃহ্য-সূত্রকারগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। এই চতুর্থীকর্ম আর কিছুই নহে, উহা Consummation of marriage. এই অঙ্গের বর্ণনা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে গৃহ্যকারদিগের সময়ে অপরিণত দেহা বালিকার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বিবাহের পর একবৎসর, ছয়মাস, চারিমাস, এক মাস, দ্বাদশরাত্রি, অন্ততঃপক্ষে তিন রাত্রি দম্পতীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করিবার আদেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। যে দম্পতী যত অধিক কাল এই দুস্কর ব্রত পালন করিতে পারিবেন, তাঁহারা তত অধিক গুণ সম্পন্ন পুত্র লাভ করিবেন, এরূপ কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। যদি অষ্টবর্ষা নবমবর্ষা কি দশমবর্ষা বালিকার বিবাহ ঋষিদিগের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ ব্রতের বিধান করিতেন না; কারণ কে না জানে যে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা বিবাহের পর অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচারিণী থাকিতে বাধ্য। যিনি গৌরী অথবা রোহিণী বিবাহ করিয়াছেন তাঁহাকে অন্ততঃ তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলা কেবল উপহাসকরা মাত্র। এইরূপ অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়ার কুপ্রথার হেতুই সমাজে "হরিমাইতি' জাতীয় জীবের আবির্ভাব এবং তন্নিবন্ধন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে গৃহ্যকার-দিগের উক্তিগুলি পাঠক দেখুন,—

আশ্বলায়ন।—

অক্ষার লবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণাবলংকুর্ব্বা-
ণাবধঃশায়িনৌ খ্যাতাম্। ১।৮।১০॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং দ্বাদশরাত্রম্। ১।৮।১১॥
সংবৎসরং বৈকঋষির্জায়ত ইতি। ১।৮।১১॥

জৈমিনিঃ।—

ত্রিরাত্রমক্ষার লবনাশিনৌব্রহ্মচারিণৌ অধঃসং-
বেশনৌ অসংবর্ত্তমানৌ সহশয়াতাম্। ২০।৬॥
ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রাৎ সংভবঃ। ২০।৭॥

ব্যাখ্যা। ত্রিরাত্রাদূর্দ্ধং সন্নিহিতে পুণ্যদিনে সংভবঃ সংযোগঃ স্যাৎ। চতুর্থস্যাহ্নঃ অপুণ্যত্বে যাবৎপুণ্যদিনং অপরিষ্বজন্তৌ সহশয়াতামেব॥

গোভিল।—তা বুভৌ তৎপ্রভৃতি ত্রিরাত্রমক্ষার-
লবণাশিনৌ ব্রহ্মচারিণৌ ভূমৌ সহশয়াতাম্।
২।৩।১৫॥
ঊর্দ্ধংত্রিরাত্রাৎ সংভব ইত্যেকে। ২।৫।৭॥

বোধায়ন। (Madras Grantha Editon) ১।৭।১১॥ ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নঃ প্রাগু

পনয়নাজ্জাত ইত্যভিধীয়তে। উপনীত মাত্রো ব্রতানুচারী বেদানাং কিঞ্চিদধীত্য ব্রাহ্মণঃ। একাং শাখামধীত্য শ্রোত্রিয়ঃ। অঙ্গাধ্যায্যনূচানং। কল্পাধ্যায়ী ঋষিকল্পঃ। সূত্রপ্রবচনাধ্যায়ী ভ্রূণঃ। চতুর্ব্বেদা ঋষিঃ। অত ঊর্দ্ধং দেবঃ। অথ যদি কাময়তে শ্রোত্রিয়ং জনয়েয়মিতি অরুন্ধত্যুপস্থানাৎ কৃত্বা ত্রিরাত্রমক্ষারলবনাশিনাবধঃশায়িনৌ ব্রহ্মচারিণাবাসাতে। × × ×। অথযদি কাময়েবানুচানং জনয়েয়মিতি দ্বাদশরাত্রমেতদ্ব্রতং চরেৎ × × ×। অথযদি কাময়েত ঋষিকল্পং জনয়েয়মিতি মাসং এতদ্ব্রতং চরেৎ। × × ×। অথযদি কাময়েত ভ্রূণং জনয়েয়মিতি চতুর্মাসমেতদ্ ব্রতং চরেৎ।× × ×। অথযদি কাময়েত ঋষিং জনয়েয়মিতি ষণ্মাসমেতদ্ ব্রতং চরেৎ। × × ×। অথযদি কাময়েত দেবং জনয়েয়মিতি সংবৎসরমেতদ্ ব্রতং চরেৎ। × × × ॥

আপস্তম্ব। "ত্রিরাত্রমুভয়োরধঃ শয্যা ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণ বর্জ্জনংচ ॥ ৩।৮।৮॥

হিরণ্যকেশী। ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ অধঃশায়িনৌ অলংকুর্বাণৌ ব্রহ্মচারিণৌ বসতঃ॥ ১।৭।১০॥

কাত্যায়ন। অক্ষারলবণাসিনৌস্যাতামধঃ শয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন মিথুনমুপেয়াতাং দ্বাদশ রাত্রং ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং বা।

পারস্কর। ত্রিরাত্রমক্ষারলবণাশিনৌ স্যাতামধঃ শয়ীয়াতাং সংবৎসরং ন মিথুনমুপেয়াতাং দ্বাদশরাত্রং ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং বা॥ ১৮। ২১॥

উল্লিখিত গৃহ্যকারদিগের বচন হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, নববিবাহিত দম্পতীকে এক বৎসর, ছয় মাস, চারি মাস, এক মাস, দ্বাদশ রাত্রি, ছয় রাত্রি, অন্ততঃপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য করিবার জন্য মাথার দিব্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই দুষ্কর অসিধারা ব্রত পালনরূপ দুর্জ্জেয় প্রলোভন জয় করার জন্য প্রবৃত্তি দেওয়ার নিমিত্ত প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। বৌধায়ন ঋষি বলিতেছেন যে, সংবৎসরকাল প্রলোভনজয়কারী দম্পতীর পুত্র "দেব," ছয় মাস ব্রতধারী দম্পতীর পুত্র "ঋষি," চারি মাস ব্রত রাখিলে পুত্র "ভ্রূণ," এক মাস ব্রত রাখিলে পুত্র "ঋষিকল্প," দ্বাদশ রাত্রি ব্রত রাখিলে পুত্র "অনূচান" এবং তিন রাত্র ব্রত রাখিলে পুত্র "শ্রোত্রিয়" হইবে। বেদের এক শাখাধ্যায়ীকে "শ্রোত্রিয়" বেদাঙ্গাধ্যায়ীকে "অনূচান" কল্পাধ্যায়ীকে "ঋষিকল্প" সূত্রপ্রবচনাধ্যায়ীকে "ভ্রূণ" চতুর্ব্বেদবিৎকে "ঋষি" এবং তদপেক্ষাও বিদ্বান্‌কে "দেব" বলে। দুর্ব্বার প্রলোভন জয় করিতে পারিলে তবে "দেব" পুত্রের পিতা মাতা হইতে পারা যায়। যেমন প্রলোভন ও দুর্জ্জেয়, পুরস্কারও তদ্রূপ উচ্চ। এই সুস্পষ্ট ঋষিবাক্য সকল পাঠ করিয়াও যাঁহারা বলিবেন যে হিন্দুশাস্ত্র অষ্টবর্ষা গৌরী বিবাহেরই পক্ষপাতী এবং যৌবন বিবাহ তাঁহারা নিষেধ করিয়াছেন,—এরূপ লোককে বুঝাইবার শক্তি বৃহস্পতিরও নাই।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে ব্রহ্মচর্য্য করিতে না হয় বলা হইয়াছে কিন্তু বিবাহের চতুর্থ দিনে (রাত্রিতে অবশ্য) যে সহবাস বিবাহের প্রধান অঙ্গ, তাহার প্রমাণ কই? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদিগকে বিবাহের অন্তর্গত স্থালীপাক, চরুহোমের বিধি ও উপসংবেশন মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ

বাঙ্গালা ভাষায় দিবার উপায় নাই। একটী নমুনা দেখুন,—

হিরণ্যকেশী গৃহ্য। "অথৈনা মুপযচ্ছতে। (উপযচ্ছতে অবকিরতে মিথুনী ভবতি।) এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় "সং নাম্নঃ সং হৃদয়ানি সং নাভিঃ সং ত্বচঃ। সং ত্বা কামস্য যোক্ত্রেণ যুঞ্জান্যবিমোচনায়॥

ভবদেব ভট্ট এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণ মানব শ্লোক বলিয়া যে নিম্ন লিখিত দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান যোগ্য যথাঃ—

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতাভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥
চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্মাংস হৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নী তদ্‌গোত্রা তেন সা ভবেৎ॥

চতুর্থ রাত্রিতে উপসংবেশনের পূর্ব্বে বিশ্ববসু গন্ধর্ব্বস্থানীয় উদুম্বর দণ্ড পতিপত্নীর শয্যা (উভয়ের মধ্যভাগে তিনরাত্রি যাহাকে রাখা হইয়াছিল) হইতে পতি ফেলিয়া দিবার সময় এই ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিবেন।

"উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবোসো নমসেলামহেত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রকর্ব্যাং সং জায়াং পত্যাসৃজ॥ ১০॥ ৮৫॥ ২২॥

সায়ণ-ভাষ্য। অতঃ অস্মাচ্ছয়নাৎ হে বিশ্বাবোসো, কন্যাস্বামীন্ উদীর্ষ, উত্তিষ্ঠ; ত্বা ত্বাং নমসা নমস্কারেণ স্তমঃ। স ত্বম্ অন্যাং প্রকর্ব্যাং বৃহন্নিতম্বাম্ কন্যামিচ্ছ জায়াং মাং পত্যাসহ পুনঃ সংসৃজ ইতি।

এই জন্যই মনুমহারজ কুত্রাপি রজস্বলা কন্যার দাতা অথবা গৃহীতাকে কোনও প্রকার পাপী বলিয়া বর্ণনা করেন নাই এবং এই জন্যই পুরাণে যুবতী কন্যারই বিবাহ দেখিতে পাই। পুরাণ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—নব বিবাহিতা বধূর বয়ক্রমের তারতম্যানুসারে বিবাহের পর দম্পতীর ব্রহ্মচর্য্যকালেরও তারতম্য হইবে যথাঃ—

অথতদ্দ্বাদশাহানি ত্রিংশবর্ষেণ সর্ব্বদা।
যদি দ্বাদশবর্ষা স্যাৎ কন্যারূপগুণান্বিতা॥
দ্বাত্রিংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি ষোড়শবার্ষিকী।
লব্ধা যদা হি স্থাতব্যং ষড়্রাত্রং সংযতেন তু॥
বিংশত্যব্দা যদা কন্যা বস্তব্যং তত্রৈব ত্র্যহম্।
অত উর্দ্ধমহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন তু॥
(শ্রীনাথচূড়ামণি কৃত বিবাহতত্ত্বার্ণবধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন)।

এই সকল শাস্ত্রবাক্যের সদর্থ গ্রহণ করিলেই ঐতিহাসিক কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, কাব্য, কামসূত্র এবং আয়ুর্ব্বেদের সহিত সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য থাকে, নতুবা কেবল প্রমাদ মাত্র। ব্যক্তব্য বিষয় অনেক রহিল যদি আবশ্যক হয়, সময়ান্তরে বলিবার চেষ্টা পাইব।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

প্রতিবাদ।

বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় "দুর্গোৎসবে বলি বিচার" নামক প্রবন্ধ পাঠে জানিলাম যে আমাদের ক্ষত্রিয়বর বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়, ঈশ্বরারাধনার জন্য প্রাণীবধের আবশ্যকতা নির্দ্ধারণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা কিন্তু পণ্ডিতরাজের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। আমরা আমাদের সনাতন শাস্ত্রবাক্যগুলি ব্রহ্মবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করি কিন্তু পণ্ডিতরাজ তাহা করেন না, তাহা তাঁহার লেখনীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে আরও জানিলাম, তিনি বেদ, উপনিষদ্, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে যে সকল পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পান নাই, তাহাও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টার বাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করা উচিত, তদ্বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আমাদের বৈদিক পণ্ডিতাভিমানীর বিদ্যাবত্তা পূর্ব্ব হইতেই আমরা মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিতেছি। অতি বিদ্যার পরিণামই যে ইহার কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই যেহেতু "অতি দর্পে হতো লঙ্কা' অতি মানে চ কৌরবাঃ। অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্॥" আমাদের সরকার মহাশয়েরও তাহাই হইয়াছে—অতি বিদ্যায় একেবারে বিক্ষিপ্তচেতা। একেবারে অতল ধর্ম্মশাস্ত্রসাগরে সন্তরণ করিতে গিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে যাহা বলিতেছেন তাহা আমরা হয় ত ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না, নতুবা হয় ত পাথারে পড়িয়া সংজ্ঞাশূন্যাবস্থায় 'যা—তা' বলিতেছেন। কখনও কুলীনবংশধরগণকে অযথাভাবে গালাগালী বর্ষণ করিয়া নিজে বড় হইবার আবদার করিতেছেন—কখনও মোল্লা, কভু বা পাদ্রী সাজিয়া তত্তৎ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছেন—কখনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজকৃত অপূর্ব্ব বেদব্যাখ্যার আলোচনা করিতেছেন—কখনও অনর্থক তর্কযুদ্ধে কালক্ষেপণ করিতেছেন—কখনও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রবিহীন নিরীহ ছাগশিশু হত্যা করিয়া বীরক্ষত্রিয় সাজিতে সাধ করিতেছেন। এই সকল নানাবিধ কারণে বুঝা যায়, তিনি বয়সে প্রবীণ হইয়াও অতি বিদ্যার জোরে বালভাষী হইয়া গিয়াছেন। "অমৃতং বালভাষা" বলিয়া উঁহার কোন বাক্যের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পাছে উঁহার ক্ষিপ্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে অশান্তি ও বিপ্লব সংঘটিত হয় সেই ভয়ে এবার কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে সরকার মহাশয় অগ্রে প্রকৃতিস্থ হইয়া লেখনী ধারণ করিবেন, অন্যথায় সমাজের নিকট তিনি যেরূপ সম্মান লাভের আশা করেন, তাহার ঠিক বিপরীত হইয়া উঠিবে। অদ্য আমরা সরকার মহাশয়ের "দুর্গোৎসবে বলি বিচার" নামক প্রবন্ধটীর বিষয় কিছু কিছু আলোচনা

করিয়াই নিরস্ত হইব। উহাতে এবার উপাসনা তত্ত্বেও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন।

লেখক বলিয়াছেন "আজকাল একশ্রেণীর লেখকের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা দুর্গা পূজার পশুবলি অবৈধ বলিয়া স্থির করিতেছেন।" পূর্ব্বে কি এই শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল? পশুবলি নিষেধক মতের পোষক বহুসংখ্যক শাস্ত্রবাক্য আছে, বহু মহাত্মা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ও অদ্যাপি করিতেছেন। মৎস্য মাংস পরিভ্রষ্ট কায়স্থগণকে তিনি "অপূর্ব্ব ক্ষত্রিয়" বলিতেছেন। শিব, সূর্য্য, গণেশাদি দেবক্ষত্রিয়গণের পূজোপকরণ নিরামিষ হওয়া চাই ইহা কে না জানেন। তবে কি শিব, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতিকে তিনি অপূর্ব্ব ক্ষত্রিয় বলেন? মহাভারতে দেখা যায় বনবাসকালীন যুধিষ্ঠির পশুবধে অমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "সচ্ছন্দোবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে। অস্যদগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥" অত্রিমুনি বলেন—"মৎস্য মাংসে সদালুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে।" এই বাক্যে দেখা যায় অত্রিমুনি মৎস্য মাংসাসী বিপ্রকে বিপ্র না বলিয়া নিষাদ বলিয়াছেন। এখানেও কি অত্রিমুনিকে লেখক অবিবেচক বলিতে চান?

লেখক বলিয়াছেন "অনেক লেখক আছেন তর্কই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি সরকার মহাশয়ের মত তর্কপরায়ণ দ্বিতীয় কেহই নাই, কারণ কষ্টকল্পিত যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রবাক্যের অসারতা প্রতিপাদনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু এখন সরকার মহাশয়কে এ বিষয়ে বিশেষ পটু দেখিলাম; ইহাতেই বুঝা যায় তর্ক কাহার উদ্দেশ্য। আবার বলিয়াছেন "এতাদৃশী ক্ষত্রিয়াণীর অর্চ্চনায় জীববধ প্রদর্শন কি অসঙ্গত কল্পনা?" তর্কস্থলে যদি মানিয়া লই যে রণোন্মত্তা বীররমণীর সম্মুখে জীব বধ অসঙ্গত নয়, তাহা হইলেও পণ্ডিত মহাশয় প্রমাণ করিতে পারিবেন কি যে ছাগশিশু বড় দুরন্ত!! মা! এই লও দুষ্টের দমন কর। মা আমার শিষ্টের পালনার্থই দুষ্টের দমনে প্রবৃত্ত; রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, মহিষাসুরাদি দৈত্য, যাহারা মদোন্মত্ত হইয়া সতত প্রাণিহিংসায় রত থাকিত তাহাদিগের নিধনের জন্যই ত কালী দুর্গাদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ। তাই বলি পণ্ডিতবর! যদি সে শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, যদি ক্ষত্রিয়োচিত রাজসিক তেজের সহিত মায়ের অর্চ্চনা করিতে সাধ হইয়া থাকে তবে সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ, ভল্লূক, মহিষাদি বন্য, স্বাধীনতাপ্রিয়, হিংস্র পশুদিগকে নিজ বাহুবলে আনয়ন করতঃ ছেদন করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করুন। অন্যথা তিনজনের মিলিত শক্তিদ্বারা একটা নিরীহ ছাগশিশুকে হত্যা করিয়া ক্ষত্রিয়োঽহং—বীরোঽহং বলিয়া বহ্বাস্ফোট করিলে চলিবে না; তবে যদি শুধু বাসনার তৃপ্তিসাধনের ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে যাহা ইচ্ছা করুন, আমাদের তাহাতে এখন কিছুমাত্র বলিবার অধিকার নাই। উপাসনার সম্বন্ধ বা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ভান ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় না কি? উপাসনাতত্ত্বে সাত্ত্বিকতাই সুখ, শান্তি ও মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। দুঃখের বিষয়, সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ হইয়াও সরকার মহাশয়, "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ," "সমঃ শত্রৌ

চ মিত্রে চ,” ইত্যাদি বাক্যশোভিত গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারেন না, “গীতার সারধর্ম্ম এই যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে সংহারকার্য্য অনিবার্য্য।’ অদ্ভুত আবিষ্কার!

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে নিগম তন্ত্রের পাদ্মোত্তর খণ্ডের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে দুর্গাদেবী স্বয়ং জীব বলি নিষেধ করিয়াছেন। তাহার সমালোচনাকালে পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছেন “এই দুর্গা উক্তি যদি সত্য মনে করা হয় তবে কোরাণ বাক্যগুলি ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না কেন?” ইহা বলিয়াই নিজকৃত ভাগবত কোরাণের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলেন। বেশ ত! মুসলমান ধর্ম্মেও যদি ঈশ্বরের উক্তিতে ভয় দেখাইয়া পাপপথে গমনোদ্যত ব্যক্তিকে ফিরাইবার ব্যবস্থা থাকে তাহা ত ভালই; মুসলমানগণের পক্ষে তাহা ঈশ্বরের বাক্যবোধে মানাই উচিত। তার পর লেখক বলিতেছেন “হিন্দুধর্ম্মে যে উহা এত তীব্রতর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।” আবার পরক্ষণে নিজেই স্বীকার করিতেছেন, “শ্রুতিতে দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেরই সূত্রপাত দেখা যায়; (১) যজ্ঞে পশুবধ (২) যজ্ঞে কেবল নিরামিষ সোমের ব্যবহার।” “এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানের ভাবই স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্য দিয়া উকি মারিতেছে। সুতরাং ইহার একতর ভাব গ্রহণ করিয়া অন্যতর ভাব সংহত করিবার চেষ্টা সমীচীন হয় নাই।” লেখক নিজের বাক্য নিজেই রক্ষা করিয়া স্থিরমস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন কি?” দেবপ্রীত্যর্থে ছাগ মেষ সংহারই নৃশংসতা মনে করা দৌর্ব্বল্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।” লেখকের ইত্যাদি বাক্যপূর্ণ ঐ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যই ত একতর ভাব গ্রহণ ও অন্যতর ভাব সংহত করা।

যিনি বলিতে পারেন “জগতে বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাপক্ষে এমন সুন্দর উপদেশ আর নাই।’ তাঁহার মত ব্যক্তি কোন্ অধিকারে হিন্দুর পবিত্র বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের সারাংশ গ্রহণ করিয়া প্রাণি বধের মীমাংসা করিতে চান? পক্ষান্তরে যিনি হিন্দু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হইয়া ‘ভাগবত কোরাণ’ ও “খ্রীষ্টপুরাণ”প্রভৃতি অপূর্ব্বনামা ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে সাধ করেন, তাঁহার কি অনধিকারচর্চ্চা নয়? খ্রীষ্টধর্ম্মে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাপক্ষে অতি সুন্দর উপদেশ যে নাই তাহা আমরা বলি না; আমরা বলি সকল ধর্ম্মের লক্ষ্যবস্তু এক হইলেও পাত্র, স্বাস্থ্য ও দেশানুযায়ী রচিত স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় আস্তিক্যভাবে মানা উচিত নতুবা “না পায় ঝিল্‌, না পায় গৌর” হইয়া উঠে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়া আমাদিগকে চলিতেই হইবে নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মহানি হইবে। আর ইহাও সত্য যে আমাদের উপনিষদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র, জ্ঞান বিজ্ঞানের যে চরমোৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই স্বীকার করেন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি সরকারমহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিত তাহাতে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইবার সুবিধা দেখেন নাই বলিয়া মনোভাব জানাইয়াছেন। আমাদের সুকুমারমতি বালক-

বালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষোপযোগী নীতি-শাস্ত্রে যে সকল উচ্চভাবের ধর্ম্মকথা শুনা যায়, বালিকাদের ব্রতকথাতেও যত ধর্ম্মোপদেশ মাথামাখি, আমাদের বিশ্বাস অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সারকথা প্রচারিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য কবীর, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পবিত্রাত্মার মধ্যে কাহার নিকট লেখক উপদেশ লাভ করিয়াছেন যে উপাসনার জন্য জীব-হিংসা চাই-ই? এরূপ ভাব বোধহয় কেহই প্রকাশ করেন নাই তবে রাজ্য ও প্রজারক্ষার্থ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের নিমিত্ত রাজ-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার বিধান আছে। আমাদের বিশ্বাস অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইহা সর্ব্বধর্ম্মেরই সম্মত। শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র ধর্ম্মযুদ্ধের কথাই বলিয়াছেন—খ্রীষ্ট তজ্জন্যই খড়্গ দিয়া থাকিবেন—মহম্মদও সেই যুদ্ধ ভিন্ন কুত্রাপি জীব বধের প্রশ্রয় দেন নাই, তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকও তাহা ভিন্ন অন্যত্রে জীবহত্যার কথা মনেও স্থান দেন নাই। ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন দেশরক্ষা হয় না বলিয়াই এই একমাত্র কারণে ক্ষত্রিয়শক্তিতে রজোগুণের আবশ্যকতা দেখা যায় এবং সেই কারণেই পরমজ্ঞানী ন্যায়বান রাজর্ষিগণও সত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতঃ সাত্বিকভোজী সত্বগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। উপাসনাতত্বে সত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব কে অস্বীকার করিবে? "সত্বং সুখে সঞ্জয়তি" "সাত্বিকং নির্ম্মলং ফলং রজসস্ত ফলং দুঃখং" "সাত্বিকভোজনে আয়ু, সত্ব, বল ও আরোগ্য এবং সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয় এবং রাজসিক ভোজনে দুঃখ, শোক ও রোগ প্রাপ্ত হইতে হয়," এবম্বিধ গীতাবাক্যে সত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। রজোগুণে বহি-র্জাগতিক কর্ম্মে দক্ষতা জন্মে সত্য কিন্তু সত্বগুণ ভিন্ন আধ্যাত্মিক উপাসনাতত্বে অধি-কার জন্মে না, ইহা কি কখনও পণ্ডিত মহাশয়ের ধারণার অতীত?

লেখক মহাশয় যে সকল মহাত্মাকে জীবহিংসার প্রশ্রয়দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন, তাঁহারা যে বাস্তবিক তাহা নহেন তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। অমুক হিংসা করিয়াছেন,—তুমিও হিংসা কর, আমি ও হিংসা করি, ইত্যাদি মনোভাব পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপযুক্ত স্বার্থময় রসনা তৃপ্তি-লাভার্থ নিরীহ জীব বলির সহিত মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ও জাপাসৈন্যের নিঃস্বার্থ আত্মবলির তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বলির পশুগুলি স্মিতমুখে মহাত্মা যীশুর মত অটলভাবে অবস্থিতি করে কি অশ্রুনয়নে কম্পিত কলেবরে, হতাশপ্রাণে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, এ বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়কে একটু মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

বলি সম্প্রদানে দুর্ব্বল পশুরক্তে মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত না করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার্য্য ভোজন করাইয়া ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করিলে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ প্রীতি লাভ করেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধান—এই ভূতযজ্ঞই বৈদিক মহাযজ্ঞের অন্যতম। দুরন্ত দৈত্য কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করত, পূর্ব্বকৃত পাপের অনুতাপচিহ্ন

স্বরূপ নয়নাশ্রু 'রক্তে' বক্ষদেশরূপ বধ্যভূমি প্লাবিত করত, জগন্মাতার সম্মুখে কৈবল্য-লাভের প্রার্থনা না করিয়া স্বয়ং দৈত্যবেশে নৃত্য করিলে মা কি তোমাকে অব্যাহতি দিবেন ?

পরিশেষে লেখক মহাশয় মহিষবলীর পক্ষপাতী নহেন ইহা স্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার রসনাতৃপ্তিকর ছাগ-শিশু বেচারিকে অব্যাহতি দিতে নারাজ। তিনি বলিয়াছেন,—"ক্ষত্রশক্তির আরাধনায় পবিত্র জীবন ছাগশিশুর বলির দৃষ্টান্ত লুপ্ত হইতে দেখিলে বুঝিব দেশের আরাধনা তত্ত্বে আর জীবন্ত ভাব নাই।" ধন্য দেহস্থ রিপুগণ! তোমাদের প্ররোচনায় লোকে ধর্ম্ম কর্ম্মেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। আমাদের মনে হয়, যদি অস্ত্রধারণ করিয়া প্রাণি বধ করাই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রদর্শনার্থই জগন্মাতার পূজায় জীব বধ করিতে হয়, তবে পণ্ডিত মহাশয় ও তদপক্ষাবলম্বনকারীগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, মহিষাদি হিংস্র বীরজন্তুগণকে বাহুবলে ধৃত করত পূজা মন্দিরে আনয়ন করিয়া জগন্মাতার সম্মুখে বধ করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদর্শন করা হইবে বটে; কারণ, ঐ সকল ক্ষত্রিয় স্বভাব যুদ্ধেচ্ছু বীরজন্তুগণ কিছুতেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না। পক্ষান্তরে দুর্ব্বল নিরস্ত্র ছাগাদি গৃহপালিত, মূল্যদ্বারক্রীত ও আত্মসমর্পণান্তে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থী একটা পশুকে তিনজনের মিলিত শক্তিদ্বারা বধ করা কখনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না ও একথা শুনিলে কার না হাসি পায়? এরূপ দুর্ব্বল ও বিপন্ন জীবকে অসুরস্বভাব ব্যক্তির কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ব্যবহৃত হওয়া বরং স্বাভাবিক নিয়ম। অস্ত্রধারী ব্যাধ ও ক্ষত্রিয় এতদুভয়ের পার্থক্য স্বর্গ মর্ত্ত। ওঁ হরিঃ ওঁ।

শ্রীহরিহর ঘোষ দেববর্ম্মণঃ।

মনুসংহিতা ও মনুষ্যসমাজ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)।

মনুসংহিতায়, স্বায়ম্ভুব মনু মনুসংহিতার রচয়িতা বলিয়া রচয়িতা উল্লিখিত হইয়াছেন। কথিত আছে কোন সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র রহস্য জিজ্ঞাসু মুনিগণ স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তিনিও সন্তোষের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। এই কথোপকথনেই মনু-সংহিতার সৃষ্টি। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠক বিজ্ঞব্যক্তির নিকট এই রূপক বোধ হয় তাদৃশ জটিল বলিয়া বোধ হইবে না। প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, হিন্দুর ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলি এইরূপ গুরুশিষ্য সংবাদ, হরপার্ব্বতী সংবাদ, কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ প্রভৃতি বিবিধ সংবাদে সমুদ্ভূত। পরন্তু, সর্ব্বদেশের ধর্ম্ম-

শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় সৃষ্টি প্রকরণে পৃথিবী বারংবার জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং উক্ত প্লাবন সময়ে একব্যক্তি মাত্র—কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে এক দম্পতী মাত্র জীবিত থাকেন; উল্লিখিত ব্যক্তি বা দম্পতী হইতে সৃষ্টি পুনরারব্ধ হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় উক্ত ব্যক্তি মনু নামে অভিহিত। মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছেঃ—

স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবোভূরিতজেসঃ।
স্বে স্বেন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরম্ ॥৬৩॥
১ অধ্যায়।

অর্থাৎ—অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ম্ভুবাদি সপ্তমনু স্ব স্ব অধিকার কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করেন।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত সময় এক মনুর অধিকারকাল; এই জলপ্লাবনকে খণ্ড-প্রলয় বলে। এইরূপ সপ্তখণ্ড-প্রলয়ে সপ্ত মনুর অধিকারকাল গত হইলে এক মহাপ্রলয় হয়। সে যাহা হউক স্বায়ম্ভুব মনু সমাগত মুনিগণের নিকট প্রথমতঃ সৃষ্টি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাঃ—

আসীদিদণ্ডমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ৫ ॥
১ অধ্যায়।

অর্থাৎ:—প্রলয়কালে এই জগৎ এরূপ প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের অবিষয়ীভূত যেন সমস্ত সুগভীর অন্ধকারে নিদ্রাভিভূত। বৈদিক ও পৌরাণিক মতেও জগৎ প্রথমে অন্ধকারময় ছিল (১)। খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে প্রথমে সমস্ত জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পরে ঐশ তেজ ও ইচ্ছা শক্তি দ্বারা আলোক সৃষ্টি হয় (২)। ঈশ্বর তেজঃ সৃষ্টি করিলে আকাশাদি মহাভূতের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাতে আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে মহান্, অনন্ত শক্তি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টির একমাত্র কারণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন (৩)। তিনি প্রথমে অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমুদয় আলোকময় করেন, সুতরাং ভৌতিক তেজঃ সৃষ্টি হয়। পরে জীবস্রষ্টুকাম হইয়া শরীর হইতে জল সৃষ্টি করেন।

সোহভিধ্যায়শরীরাৎস্বাৎসিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
মনু ১।৮।

অর্থাৎ:—সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বকীয় শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন। এই বীজই ক্ষিতির মৌলিক কারণ। উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ঈশ্বর আকাশ, বায়ু,

(১) তমঃ আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং। ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১২৯

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রঃ প্রকৃতিরপি ব্রহ্মাত্মমা অব্যাকৃতাসীৎ। শ্রুতি।

(২) The earth was without form; and void; and darkness was upon the face of the deep; and God said 'Let there be light; and there was light.,

Bible—Chap 1—213.

(৩) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈরশ্রূয়তে স্বাভাবিকা জ্ঞানবল ক্রিয়াচ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

তেজঃ ও জল সৃষ্টি করিয়া ক্ষিতির সৃষ্টি করেন (৪)। কোন কোন দর্শন ও পুরাণের মত এই যে আকাশাদি ভূতগণ দীর্ঘকাল অমিলিত অবস্থায় থাকিয়া পরে উপযুক্ত সময়ে ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জীবাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মবীজ সংযোগে অণ্ডরূপে পরিণত হয়। অণ্ডের উপাদানাদি প্রথমে তরল ছিল। পরে উহা ক্রমশঃ ঘনীভূত ও জলবুদ্বুদের ন্যায় স্ফীত হইয়া হিরণ্য ও সূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিমান্ হয়। সৃষ্টি সম্বন্ধে ঈদৃশ বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, এতাদৃশ পার্থিব ও অপার্থিব মিলনের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে বলিয়া মনে হয় না; প্লেটোর প্রজাতন্ত্র রাজ্য (Republic) এই অপূর্ব্ব গূঢ় তত্ত্বের নিকট পরাজিত! কিন্তু ভগবান্ মনু স্মরণাতীতকালে সংক্ষেপে সেই তত্ত্বেরই অবতারণা করিয়াছেন। যথাঃ—

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সম প্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

মনু ১।৯

অর্থাৎ—প্রক্ষিপ্ত বীজ সুবর্ণ নির্ম্মিতবৎ ও সূর্য্য সদৃশ প্রভাযুক্ত একটী অণ্ড হইল (১)। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা শরীর পরিগ্রহ করিলেন। বিষ্ণু পুরাণে উক্ত অণ্ডের সাতটী আবরণ স্বীকৃত হইয়াছে। যথাঃ—জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি। অহঙ্কার পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক কর্তৃত্ব, মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি নিয়ামক বুদ্ধি; প্রকৃতি তাঁহার পূর্ণ সৃষ্টি শক্তি। জলতল হইতে পৃথিবীকে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর নিয়ন্তৃরূপে ঐ জলে ব্যাপ্ত ছিলেন। শাস্ত্রকারগণ তাঁহার সেই অবস্থা উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যথাঃ—

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈনরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনু—১।১০।

অর্থাৎ—পরমেশ্বরের নর নামক শক্তি হইতে জলের সৃষ্টি হয় বলিয়া জলের নাম নারা এবং সেই জল প্রলয় কালে পরমেশ্বরের অয়ন (আশ্রয়) হইয়াছিল জন্য পরমাত্মা "নারায়ণ" নামে কথিত হইয়াছেন। বৈদিক মতেও প্রথমে জল সৃষ্টি হয় এবং ঐ জলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্লবমান ছিলেন।

পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান সম্বন্ধে জগৎ অতি ক্ষুদ্র। শ্রুত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—পরমেশ্বরের অংশ মাত্র দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত (১)। তাঁহার অবশিষ্টাংশ নিত্য, মুক্ত,

(৪) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ু বায়োরগ্নি অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

(১) ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের মতও প্রায় এইরূপ; ব্রহ্মের দুই মূর্ত্তি—প্রকৃতি ও পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীরাধিকা প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রাধিকার গর্ভ হয় এবং সহস্রবর্ষ গর্ভ ধারণের পর এক ডিম্ব প্রসব করেন। ডিম্ব দর্শনে লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া উহা জলে নিক্ষেপ করেন। সেই ডিম্বেই জগৎ স্রষ্টা বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীকধর্ম্ম-গ্রন্থেও প্রথমে অণ্ডের সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে—প্রথমে সমুদয় অন্ধকারময় ছিল। কালক্রমে সেই অন্ধকার মধ্যে এক উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ ডিম্বের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে "এরস্" নামা পক্ষী জন্মগ্রহণ করে এবং তাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হয়। See "fragment in the birds"

(১) অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা। ৪২।১০ অঃ।

শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমেশ্বর জগৎ পরিচালনে স্বীয় সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেন না। যে শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট ও প্রতিপালিত,—সেই শক্তিই বেদে ব্রহ্মা, পুরাণে ব্রহ্মা ও শক্তি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। তজ্জন্যই বোধ হয় মনু অণ্ডের সৃষ্টির পরই জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। যথাঃ—

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ (২) সপুরুষোলোকে ব্রহ্মেতিকীর্ত্ত্যতে॥
মনু—১।১১।

অর্থাৎঃ—যে পরমাত্মা সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই কারণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর,—যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই,—যিনি সৎপদের প্রতিপাদ্য,—এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নয় বলিয়া অসৎ পদেরও প্রতিবোধ্য—সেই পরম-পুরুষ পরমেশ্বর প্রেরিত এই অণ্ডজাত পুরুষ লোকে ব্রহ্মা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শাস্ত্রে ইনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি ব্যষ্টিভাবে অব্যক্ত প্রকৃতিতে পুরুষ, কারণ বারিতে নারায়ণ, অণ্ডে ব্রহ্মা (মতান্তরে বিরাট পুরুষ), সর্ব্বভূতে জীবাত্মা, এবং সমষ্টিভাবে তিনি পরমাত্মা—অবাঙ্মনস গোচর (৩)।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃজন শক্তি ব্রহ্মা নামে অভিহিত। তজ্জন্য আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু বেদান্তদর্শনকার মীমাংসা করিয়াছেন ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বিরাট প্রভৃতি বাঙ্মনাতীত পরব্রহ্মের উপাধিমাত্র। সে যাহা হউক, অতঃপর।—

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥
মনু—১।১২।

অর্থাৎঃ—ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম পরিমিত এক বৎসরকাল বাস করিয়া 'অণ্ড দ্বিধা হউক' এই চিন্তা দ্বারা সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন।

পুরাণে বর্ণিত আছে—বিভক্ত অণ্ডের উর্দ্ধার্দ্ধ স্বর্গ এবং নিম্নার্দ্ধ পৃথিবী হইল এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শূন্য,আকাশ, অষ্টদিক্ প্রভৃতি নামে কথিত হইল। আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্রাদির সৃষ্টি হইলে ব্রহ্মা স্বীয় পরমাত্মা হইতে সদসদাত্মক মনঃ এবং মনঃ হইতে অভিমানী স্বকার্য্যকরণক্ষম অহঙ্কার সৃষ্টি করিলেন। এবং তারপর,—

মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানিচ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণিচ॥
মনু —১।১৫।

---

(২) ভবিষ্য পুরাণে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথাঃ—"তদ্বিশিষ্ট স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে।"

(৩) বিশ্বে পুরুষ ত্রিবিধ;—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) ও বিরাট (প্রজাপতি)। একথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও অনুমোদন করেন,—"Still I confess that I am rather drawn to that view of nature which has favour with many of the most eminent physicists of the present time, and which sees on the Cosmos besides Mind, only two essentially distinct things namely—Matter and Energy, which regards all matter as one and all energy as one and which refers the qualities of substances to the affections of the one substratum modified by the varying play of forces."

The New Chemistry by Cooke.

অর্থাৎঃ—ব্রহ্মা অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বেই পরমাত্মা হইতে মহত্তত্ত্ব (১) সৃষ্টি করিলেন। এবং সত্ত্ব-রজ-তমো গুণান্বিত অন্যান্য জন্য পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাদ, হস্ত, গুহ্য, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর অহঙ্কার ও আকাশাদি পঞ্চ এই ছয়টী সূক্ষ্ম অবয়ব স্ব স্ব বিকারে সংযোজিত করিয়া মনুষ্যাতির্য্যগাদি স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চের বিকার আকাশ। মনে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইলেই ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয়। ইন্দ্রিয়াদির অভাবে অহঙ্কারের কার্য্যকারিতা থাকে না। মনু মহত্তত্ত্বের পূর্ব্বে অহঙ্কারের সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু দর্শন ও পুরাণাদিতে মহত্তত্ত্বের পরে অহঙ্কারের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণেও প্রথমে মহৎ এবং পরে অহঙ্কারের সৃষ্টি কল্পনা দৃষ্ট হয়। অন্যান্য শাস্ত্রের মতও এই যে অব্যক্ত হইতে মহৎ এবং মহৎ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয় (১)। ভগবান্ গীতাতেও উল্লিখিত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (২)। কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও উপরিধৃত মতের অনুবর্ত্তী (৩)। ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক।

---

(১) বায়ু-পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ ও লিঙ্গ-পুরাণে মহত্তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। যথা—মনোমহান্মতি ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধি খ্যাতিবীশ্বরঃ। প্রজ্ঞাচেতিঃ স্মৃতিঃ সম্বিৎ বিপুবং চোচ্যতেবুধৈঃ॥ মনঃ, মহৎ, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদয়ই পরব্রহ্মের স্রষ্টৃভাব ব্যঞ্জক উপাধি; বৃত্তি ভেদে বিভিন্ন আখ্যামাত্র। উপর্য্যুক্ত সমুদয় বৃত্তির সাধারণ নাম 'মহৎ'।

(১) মহান্ সমর্জ্জাহংকারম্।

(২) মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥
গীতা—৬।১৩ অ।

(৩) প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপবান্ হৈল তাতে তনয় 'মহান্'॥
'মহতের' পুত্র হৈল নাম 'অহঙ্কার'।
তাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার॥
মহতের পুত্র হৈতে এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন॥
এই পঞ্চ জনেরে বলে পঞ্চভূত।
ইহা হৈতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত॥
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রোগশয্যায়।

কেন দুঃখ আসে অহো লইতে বিদায়?
যাইব ভিখারী বেশে, অজানা অচেনা দেশে,
সে যে দুঃখ চিরকাল সবারি ধরায়।

আমার এ দগ্ধ প্রাণে, জীবনের মহারণে
আছে ক্ষত আছে তাপ আছে পরাজয়।
চিরকাল অশ্রু ফেলি, গণিয়াছি দিনগুলি

কিন্তু এবে কেন দুঃখ উছলে হিয়ায়
কেনরে পরাণ কাঁদে লইতে বিদায়? ১।
বিষাদ-সঙ্গীত কেন বিদায়ের হার?
শ্মশানেতে যার বাস, তার কোথা সর্ব্বনাশ,
সে কেন অনল দেখি করে হাহাকার?
আকুল ব্যাকুল চিতে, কেন খোঁজে চারিভিতে
স্নেহ, দয়া, মায়া আর প্রীতি পারাবার?
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, অন্ধীভূত ক'রে যারে,
রাখিয়াছে চিরদিন এ পাপ-সংসার।—
অকুল সংসার-পারে, ডুবিতে ঘোর আঁধারে
কেন দুঃখ আসে তার কি হ'বে তাহার
ভস্মস্তূপে কেন সেই খোঁজে রত্নাগার? ।২।
লইতে বিদায় কেন পরাণ বিদরে?
রোগ-ভারে দেহ যার, জরা জীর্ণ ছারখার
শ্লথদন্ত শ্লথ দৃষ্টি বার্দ্ধক্য তুষারে।
পর প্রতিপাল্য দীন, নিরাশ্রয় অতি হীন
পার্শ্ব ত্যাগে দেহ যার ভেঙ্গে চূরে পড়ে
অন্তিম বিদায়ে কেন তার আঁখি ঝরে? ।৩।
অন্তিম বিদায় কেন দুঃখ-প্রস্রবণ?
ফুরাইলে ধূলা খেলা, ডুবিলে জীবন-বেলা
ডুবে শুনি এ সংসারে নিজে নারায়ণ।
ধরার পরশমণি, নিরাময় পুণ্য খনি
ঋষি, কবি, বীর, সাধু কত শত জন
এক পায় দুই পায়, সকলে চলিয়া যায়,
সদানন্দে করে তারা শেষ সম্ভাষণ
কোথায় পেতেছে যেন বুক-ভরা ধন। ৪।
আনন্দ আরাম শান্তি আছে ভব-পারে
বোঝে না অবোধ মন, তাই কাঁদে অকারণ
বিদায় লইতে বৃথা ভাসে অশ্রু-নীরে
এই ভব সিন্ধু কাছে, কি যেন লুকায়ে আছে
কে যেন সে বিচরিছে সদা প্রীতি-ভরে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার, ফুরায়েছে অশ্রুধার,
সে যেন লইছে ক্রোড়ে প্রফুল্ল অন্তরে
তাপ-দগ্ধ পরিত্যক্ত মানব নিকরে। ৫।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

ভারতী সঙ্গীত। *

বড় সাধ ছিল মনে পঞ্চমী আগমে,
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষে, আনন্দিত মনে,
পূজিব হে বীণাপাণি পাদ পদ্ম দুই খানি,
বিবিধ কুসুম ল'য়ে পূত বিল্বদল দিয়ে
গঙ্গাজলে পূরি ঘট শাস্ত্র-বিধি মতে।
গাইব তোমার গীতি, জননি সুমতে। ।১
হলনা সে আশা পূর্ণ চক্ষু দৃষ্টি-হীন,
হেরিতে চরণ তব শক্তি এবে ক্ষীণ,
রোগে শুষ্ক অস্থিসার চলিতে না পারি আর,
উঠে না যুগল কর অর্পিতে অঞ্জলি,
বৃথা দিনু বিল্বদল পুষ্প জলাঞ্জলি ।২
এনেছি পূজার তরে বিবিধ যতনে,
দ্রব্য কত বিধি মত অর্পিতে চরণে,
কিন্তু মাতঃ চক্ষুর্দ্বয় হয়েছে অন্ধের প্রায়,
হেরি না তোমার ঐ পঙ্কজ বয়ান,
ধূ ধূ করে বাহু দৃশ্য ব্যাকুল পরাণ ।৩
হাউ হাউ করে কাঁদি বহে নেত্রজল,
বক্ষ ভাসি, দিবানিশি হায় অবিরল,

---

* কবিবর উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয় এই শেষ গীত গাহিয়া বিগত ২২শে চৈত্র শুক্রবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। সম্পাদক।

চাও মাতঃ সরস্বতি হয়ে অতি দয়াবতী,
তব জ্ঞানহীন সুত অধম উপরে,
কৃতার্থ কর মা দাসে কৃপা দৃষ্টি করে। ৪
চিন্তাসিন্ধু মাঝে পড়ি যাপিছি জীবন,
আরত পারি না মাতঃ সহিতে এখন,
যাতনার গুরুভার, উপচিত অনিবার,
কেমনে বাহিব তরী করে টলমল,
বাঁচিতাম হত যদি একেবারে তল। ৫
কোথা মাতঃ সুরেশ্বরি তিমির নাশিনী,
হর নম দৃষ্টি তম অন্তর-যামিনি,
বেদান্ত বেদাঙ্গ তুমি আলোকের চিরভূমি
কর মাতঃ আশীর্ব্বাদ অধম বর্ব্বরে
হেরি যেন তব পদ জন্মজন্মান্তরে। ৬
তুমি মাতঃ ভদ্রকালী বিরিঞ্চি বাসনা,
লও মা দীনের পূজা পঙ্কজ-আসনা,
জ্ঞানের অম্বুধিজলে ভাসিতেছে বুধদলে,
তোমার করুণা বলে হেরি ভূমণ্ডলে,
এ মূর্খ ভাসিছে নিত্য ঘোর তমজলে।৭
কমলা নয়না দেবী সুচারু হাসিনী,
চাও মাতঃ একবার সুর সোহাগিনী,
বৃথা গেল জন্ম মোর সংসার বাসনা ঘোর,
রেখেছিল এতকাল মাতঙ্গ সমান,
মায়ার আলানে বাঁধা অস্থির পরাণ।৮
বড় সাধ ছিল মাতঃ তব আগমনে,
গাইব মঙ্গল গীতি আনন্দিত মনে,
হলনা সে আশাপূর্ণ, যেতে বুঝি হয় তূর্ণ,
ইহধাম এ সংসার মায়ার কানন,
ছিড়িয়া বন্ধন পাশ, ত্যজিয়া স্বগণ। ৯
বড় আশা ছিল মাতঃ হে দেবী ভারতি,
পলাশ কাঞ্চন বিল্বে পূজিবারে সতী
সে আশে পড়িল বাজ নারিনু পূজিতে আজ
চলে গেল শ্রীপঞ্চমী দিবা অবসান,
হৃদয়ে উঠিয়া আশা হৃদে ম্রিয়মান্।১০
অথর্ব্ব অচল আমি বর্ণিতে অক্ষম,
চৌদিকে ঘিরিছে মোরে শঙ্কট বিষম,
ছিড়ে গেছে হৃদ্‌যন্ত্র, নাহি আশে তব মন্ত্র
হৃদয়-সেতার মোর ছিন্ন ভিন্ন তার,
বাজিবে কি তব নাম এ যন্ত্রে আবার? ১১
বিবশ অসক্ত আমি অক্ষম গমনে,
বিশুষ্ক রসনা মোর বাক্য উচ্চারণে,
শ্বেত পদ্মাসনা দেবী দয়ার প্রকৃতি ছবি,
তুমি মাতঃ জ্ঞানদাত্রী আলোকদায়িনী,
দাও মা নিজের গুণে চরণ দুখানি।১২
কবিতা নিকুঞ্জে মাতঃ কত পিকবর,
ঢালিছে মধুর বৃষ্টি দেখ নিরন্তর,
তবু কেন এ বর্ব্বরে অক্ষম অশক্ত নরে,
জ্বলিছে আগ্নেয় বাঞ্ছা হৃদয় কাননে,
গাইতে মঙ্গল গীতি সহাস্য আননে।১৩
বাসনার সঙ্গে বুঝি যায় অস্তাচলে,
আয়ু দিনকর মোর প্রতি পলে পলে,
না চায় থাকিতে আর, পরমাত্মা সারাৎসার,
চাহে নিত্য ত্যজিবারে ত্যজিয়া পিঞ্জর,
যদিও পাখিরে যত্ন করেছি বিস্তর।১৪
ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিতেছে পিঞ্জরের দ্বার,
পলাবার পথ পাখী খোজে অনিবার,
যাও আশা দূর দেশে কি কাজ বসিয়া শেষে,
ভৌতিক পিঞ্জরে আর দিবা-অবসানে,
তুমিই ঘটালে বিঘ্ন দৈহিক কাননে।১৫
সারদা বরদা মাতঃ কল্পনা বাহিনী,
দিয়া তব পাদপদ্ম লওমা জননী
অক্ষম সন্তান বলি দিওনা মা নরবলি,
পুত্র বলি কুতুহলী লও মাতঃ কোলে,
যায় যেন প্রাণ পাখী মা মা রব বলে।১৬
এইত অন্তিম গীতি কেশব লসমে।

আর কি অঞ্জলি দিব তোমার চরণে,
ভক্তি পুষ্পে গাঁথি মালা সাজাতে তোমার গলা
এসেছে এ অন্ধ আজি বিষণ্ণ অন্তরে,
পর মা সাদরে মালা যাচিছি কাতরে।১৭
এই মোর শেষবাণী সন্তান বৎসলে,
ত্যজনা অধম পুত্রে নরকের জলে,
হউক না জঘন্য হার পর মাতঃ একবার,
পুরাও মনের বাঞ্ছা ইচ্ছা-স্বরূপিণি
তোমার চরণে এবে প্রনমি জননি।১৮

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার।

কায়স্থের মহামিলন।

জাতমাত্র সূর্য্য ক্ষত্রিয় মহান্, (১)
পণিগণ (২) সহ নিরন্তর রণ;
জাত মাত্র যত কায়স্থ-সন্তান
পিতৃবৎ করে ধরে শরাসন।
অই হের শিশু জননীর কোলে
মাতৃস্তন্যমুখে সুতিকা-আলয়ে, (৩)
শরাসন সহ আরক্ত কপোলে
খেলা করে কিবা প্রফুল্ল হৃদয়ে!
এই সব যত ক্ষত্রিয় সন্তান,
দেব, সেন, নাগ, পাল, শূর সব (৪)
বঙ্গদেশে আসি করি অভিযান
আর্য্য শৌর্য্য, বীর্য্য, আর্য্যের বিভব
প্রকাশ করিলা; দেশ আর্য্যান্বিত
হইল তাঁদের ক্ষত্র মহিমায়;
বেদ, দার্শনিক মত সংস্থাপিত
হইল; হিন্দুত্ব জাগিল হেথায়।
যাহা দেখ বঙ্গে সকল তাঁদের,
তাঁদের সমাজ, তাঁদের ধরম;
জয় পরাজয় সব তাঁহাদের,
তাঁহাদের রাজ-নৈতিক করম।
তাঁদের ব্রাহ্মণ তাঁদের বণিক,
শ্রমজীবী সব তাঁহাদের সেবা
করিত, তাঁরা ও রক্ষয়িতা ঠিক;
কায়স্থ-ব্যতিত বঙ্গে নৃপ কেবা? (৫)
রাজার সন্তান তাঁহারা সকলে, (৬)

(১) ঋগ্বেদ ১০।৯৫।৭ ঋকে দেখা যায় পুরুরবা (সূর্য্য) জন্মিবামাত্র দেবীগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন ও দেবগণ তাঁহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সমস্মিজায়মান আসতগ্না উতেসবর্ধয়ন্নদ্যঃ স্বগূর্তাঃ। মহে যত্বা পুরুরবো রণায়বর্ধয়ন্দস্যুহত্যায় দেবাঃ॥

(২) পণিগণ—Powers of darkness

(৩) আমাদের গৃহে এবং বিশ্বাস করি এ অঞ্চলের সকল কায়স্থের গৃহে সূতিকাগৃহ হইতে প্রসূতি যখন সন্তানসহ গৃহে প্রবেশ করেন, তখন অন্যান্য মঙ্গল-দ্রব্যেরসহ বরণডালায় একখানি তীরযুক্ত ধনু রাখিবার রীতি আছে। জাতকের করে সেই ধনুখানি দেওয়া হয়। ইহা ক্ষত্রিয়াচারের স্মারক চিহ্ন সন্দেহ নাই। বহুকাল হইতে আমাদের পুরস্ত্রীরা আমাদের ক্ষত্রধর্ম্মের এই নিদর্শনটি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

(৪) পূর্ব্ববঙ্গে পাঁচটী স্বাধীন খণ্ড-রাজত্বের স্থাপয়িতা দেববংশীয়দিগকে দেখিতে পাই। চন্দ্রদ্বীপে দনুজমর্দ্দন দেব, সোনারকুলে বাচম্ দেব, ভূষণায় মুকুন্দ দেব, বিক্রমপুরে চাঁদ রায় কেদার রায় (দেব) ভাওয়ালে লক্ষণমাণিক।

(৫) সেন, নাগ, পাল, শূর বংশগুলি ইতিহাস-খ্যাত স্বাধীন রাজবংশ। এই বংশগুলি এবং মিত্র গুহ আর অনেক বংশ দ্বিসপ্ততি ঘরের মধ্যে দেখা যায়। দেখা গেলেও তাঁহারা সকলে রাজা নিত্যানন্দের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

(৬) রাজা নিত্যানন্দের সন্তান।

রাজন্য ধরম বিচ্যুত তাঁহারা ?
মূর্খে ভিন্ন ইহা বল কেবা বলে ?
রাজন্যত বলি বিখ্যাত যাঁহারা
কায়স্থ মণ্ডল তাঁদের স্থাপিত
অসংখ্য কায়স্থ আর্য্যান্বিত সব !
তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গে সমানীত
আর কত যোগ্য বন্ধু ও বান্ধব।
এই মহাজাতি মিলন প্রয়াসে
সমগ্র ভারত করিছে আহ্বান ;
শোনিতের টানে প্রাণের পিয়াসে
বলিতেছে কর একত্ব বিধান।
ভিন্ন ভিন্ন স্রোতঃ সমুদ্রে পশিলে
নদের ভিন্নতা থাকে না তথায় !
সপ্তসিন্ধু, তাপ্তী, নর্ম্মদা সলিলে
মিলে দেখ আজি কিবা মহাকায়।
কায়স্থ মিলন এমনি ব্যাপার,—
সকল কায়স্থ বিরাট মিলন ;
এ মিলন ক্ষেত্রে সব একাকার,
হিন্দুর শাস্ত্রের যাহা আকিঞ্চন।
কেহ উচ্চ নয় কেহ ছোট নয় (৭)
আশার উচ্চতা হিমালয় তুল্য ;
চক্ষু মেলি দেখ কিবা স্বর্ণময়
সে আশার শিরে মুকুট অমূল্য।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

(৭) কায়স্থের মহামিলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর একটি অতি মূল্যবান বাক্য বলিয়াছেন—

"Dear brothers, if we are to have the way to unity we must forget all racial animosities, jealousies and banish from our hearts altogether the idea of preference of one to another." আমরাও সেই কথা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি।

প্রার্থনা।

চাই না হরি অমরার শান্তি নিকেতন,
কনক কিরীট কিংবা রত্ন-সিংহাসন।
চাই না আমি কুবেরের রতন-ভাণ্ডার,
রাজার রাজত্ব আর সম্পদ অপার।
হীরা মতি চুনী কিংবা পরশ রতন,
নীলকান্ত পদ্মরাগে নাহি আকিঞ্চন।
কোহিনুর মহাজ্যোতিঃ কৌস্তভ রতন,
সে সবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।
রমা সম কন্যা কিংবা দেবেন্দ্র কুমার,
ত্রৈলোক্যের অধিকার চাহি না তোমার।
স্বর্গীয় অমৃত কুম্ভ মলয় পবন,
চাই না হরি পারিজাত কুসুম রতন।
চাই না আমি হয়-হস্তী কনক-কস্তরী,
মেনকা উর্ব্বশী আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বাসন্তী কৌমুদী ভাতি কোকিল কূজন,
অপ্সরা সঙ্গীত-সুধা ভ্রমর-গুঞ্জন,
কন্দর্পের রূপ আর অনন্ত যৌবন,
এ সবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।
অষ্ট সিদ্ধি ঋদ্ধি বুদ্ধি প্রতিভা অপার,
চাই না আমি জ্ঞানদার বিদ্যার ভাণ্ডার।

ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিবা শিবত্বের লাগি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি নহি অনুরাগী।
সালোক্য সারূপ্য কিংবা মুকতি নির্ব্বাণ,
সে সব চাহে না প্রভু এ ক্ষুদ্র পরাণ।
মধুকর মধুপানে মুগ্ধ নিরন্তর,
মকরন্দ হ'তে লোভ না করে ভ্রমর।
নিরোগ এ দেহ হোক্ নির্ব্বিকার মন,
নিশিদিন স্মরি হরি তোমার চরণ।

দীন আমি ক্ষুদ্র আমি অধম দুর্ব্বল,
চাহি নাথ রাঙাপদ পূজিতে কেবল।
আমি দাস তুমি প্রভু সাধনার ধন,
এই ভাব থেকে হোক্ অনন্ত জীবন।
চাই না হরি রাঙা পদ পেলে কিছু আর,
দাস বলি পদে রেখ প্রার্থনা আমার।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা।

বোধন।

"Ho ! Strike the flag staff deep. Sir knight ; ho !
Scatter flowers fair maides !
Ho ! gunners, fire a loud salute ; ho ! gallants,
draw your blades.
Thou Sun, shine on her joyously—ye breezes
waft her wide ;
Our glorious Semper Eadem—the banner
of our pride."

Lord Macaulay.

উষার আলোকে নির্ম্মল গগণ
বালার্ক কিরণ মন্দির চূড়ায়।
জীবন্তের ছবি বিশ্ব চরাচরে
প্রাণের চেতনা জানাছে সবায়॥
সরোবরো'পরি মুদিত কমল
নব অনুরাগে উঠিছে ফুটিয়া।
হেরিয়ে তপন সলজ্জ কুমুদ
আবরিছে মুখ ঘোমটা টানিয়া॥
মঙ্গল দুয়ারে চলে নরনারী
হাতে অর্ঘ্য থালা পূজিবারে যায়।
প্রভাতের আলো উছলি উছলি
লুটিছে মায়ের চরণ ধুলায়॥
শত কণ্ঠে ক্ষরি' সুধাস্তোত্রাবলী
মিলিছে অনন্ত আকাশের গায়।
গাহিছে বিহগ সুমধুর বুলী
নাচিছে গাছের পাতায় পাতায়॥
নাচে শিশুদল দিয়ে করতালি
(জয়) জগদীশ বলে আনন্দে মাতিয়া।
বৃক্ষ লতা পত্র জল বনস্থলী
পশু পক্ষী কীট উঠিছে জাগিয়া॥
জগত জাগিল নবীন উষায়
আলোকিত হ'ল সবাকার হিয়া।
জাগ ক্ষত্রকুল নূতন আশায়
শূদ্রত্ব আঁধারে রবেকি ডুবিয়া?

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সরকার।

কায়স্থ-বালিকার কুমারীধর্ম্ম।

বর্ত্তমান বর্ষে আমরা সময়ে সময়ে কায়স্থ-রমণীর সতী-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি। অদ্য কায়স্থবালিকার কুমারীধর্ম্মের একটী নিদর্শন উপস্থিত করিতেছি। এই কুমারী প্রতিভার সম্পাদকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষেত্রগোপাল সরকার দেববর্ম্মার জ্যেষ্ঠাকন্যা বিভাবতী দেবী। কলিকাতা মহানগরীতে বালিকার মাতামহ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে ১৮২৩ শকাব্দা সৌর ভাদ্রস্য সপ্তবিংশতি দিবসে গুরু বাসরে তাঁহার মাতা শ্রীমতি ঈশানিবালা দেবীর গর্ভে জন্মধারণ করিয়া ভূমিষ্ট হন। বর্ত্তমান ১৮৩৪ শকাব্দা চৈত্র-মাসের দশমদিবসে রবিবাসরে আমাদের কলিকাতাস্থ ১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট ভবনে অকস্মাৎ মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়া আক্রমণের ৩৭ ঘণ্টামধ্যে তদীয় পবিত্র মরদেহ জাহ্নবী-তটে রক্ষা করিয়া অম্লান বদনে পরলোকের কোনও উচ্চস্তরে প্রস্থান করিলেন। কুমারীর অকাল মৃত্যুতে তদীয় মাতা পিতা, জীর্ণকায় বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহী, অপ্রতিবিধেয় চির-বিচ্ছেদ শোকে মুহমান। শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কে জানে কোনও মহৎউদ্দেশ্য সাধনজন্য এই দ্বাদশ বর্ষ দেশীয়া ফুটোন্মুখী শতদলের ন্যায় লাবণ্যময়ী বালিকাকে এই শোকতাপপূর্ণ মরজগতের কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শান্তিপূর্ণ নিজ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। দূরাগত বেণুঝংকারের ন্যায় ভগবদ্বাক্য কর্ণে আসিতেছে—

দেহিনোঽস্মিন্‌যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

জানি—

যংহিন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষম্পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ সুখংধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

তথাপি মন বুঝে না, দুরত্যয় নিখিল দুঃখ কারণ মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া অজস্র অশ্রু ধারায় আমাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। কায়স্থগণ ভক্তি সহকারে কুমারীপূজা করিয়া থাকেন। এই কুমারী গৌরীর প্রতিমা। যিনি শৈশবকাল হইতে ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া মহাদেবের ন্যায় স্বামীরত্ন লাভ করিয়াছিলেন তিনিই হিন্দু সমাজে পূজ্যা। কিন্তু দুর্গা হিমালয়কন্যা ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন। আমরা কিন্তু তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুমারী বোধে পূজা করিয়া থাকি। ইহা কতদূর শাস্ত্রসম্মত জানি না, পাঠকগণ বিচার করিবেন। এই অপাপবিদ্ধা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী কুমারীর সুবর্ণপ্রতিমা মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইলেও ক্ষতি ছিল না, কেননা কুমারীধর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া ইনি স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। কুমারীর শৈশবনাম—"বেবী" ছিল, উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বেথুনকলেজে পাঠ করিতেন, তাঁহার মাতা পিতা ভাই ভগিনী সকলেই ফরিদপুরে ছিল। তাঁহার পিতামহী ফরিদপুর যাইতে অনুরোধ করিলে, বিভাবতীর জ্ঞানার্জ্জন শিক্ষা এতই প্রবলা ছিল যে কলিকাতা বাসার সমস্ত

কষ্ট ও অভাব সহ্য করিয়াও কেবল মাত্র উচ্চ-শিক্ষার আকাঙ্খায় কলিকাতা পরিত্যাগ করেন নাই। ধন সঞ্চয় যে স্ত্রীলোকদিগের একান্ত কর্ত্তব্য তাহা দ্বাদশ বর্ষেই মা আমার সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জলযোগের পয়সাগুলি যত্নসহকারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন জ্ঞানার্জ্জন লিপ্সা ও ধনসঞ্চয়ের অপূর্ব্ব নিদর্শন মর্ত্ত্যধামে রাখিয়া তদীয় কুমারীধর্ম্ম পালন করত, মা আমার আত্মীয়স্বজনকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে দেবযানে প্রস্থান করিলেন। বিগত ৯ই চৈত্র শনিবার শ্রীভগবানের দোলযাত্রা ও চন্দ্রগ্রহণ। তৎপর দিবস সন্ধ্যাকালে যখন কুমারীর সুকোমল প্রাণশূন্যদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হয়, পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাশি, বহুদূরা বিস্তৃতা, প্রশান্ত বক্ষা, স্রোতোবেণীরম্যা গঙ্গা ও তত্তীরভূমি রজত কিরণে প্লাবিত করিতেছিল। গঙ্গাজলে স্নাত সুন্দরীর দেহ হইতে একটী জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীভগবানের রাজ্যে মৃত্যু একটী পরিবর্ত্তন মাত্র ইহাই স্মরণ করিয়া কুমারীর আত্মীয়স্বজন কিয়ৎপরিমাণে শান্তিলাভ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ওঁ শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ।

সম্পাদক।

ধর্ম্ম।

Know then this truth enough for man to know,
Virtue alone is happiness below" Pope.

এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন ধর্ম্ম। এ মহাধন—অবিনশ্বর, চির সত্য, ও প্রত্যক্ষ। যতকাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকিবে তত কাল বিশ্ব"ধর্ম্ম"কে সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিবে। এই মহারত্নই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল।

ধর্ম্ম জগতে কর্ত্তা। সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় শক্তিত্রয় ধর্ম্মে সংস্থিত। ধর্ম্ম দ্বারাই জগৎ পরিচালিত ও রক্ষিত। মহাভারতে লিখিত আছে,—

ধর্ম্মেণ জায়তে লোকঃ ধর্ম্মেনৈব প্রবর্দ্ধতে।
ধর্ম্মেণ গ্রাসিতঃ কালে ধর্ম্ম এবাত্র কারণম্॥

ধর্ম্ম দ্বারাই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোক ধর্ম্মে বর্দ্ধিত অবশেষে ধর্ম্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মই এ সকলের কারণ।

ধর্ম্মে ঐশী শক্তি বিরাজিত।—ধর্ম্মবলেই মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেরই ধর্ম্ম আছে কিন্তু উহাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—এই নিমিত্তই মানব উহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম ব্যতীত কোন পদার্থই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। এই জন্যই জগৎ ধর্ম্মের জন্য এত আকুল।

মানবের ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মানব প্রকৃতমনুষ্যত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহ-লোকে পরলোকে ধর্ম্মই আমাদের সহায়, আবার আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা ও

শুক্রাদি গঠিত দেহ ধর্ম্মবলেই সংগঠিত। ধর্ম্মবলেই আমরা বিবেকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি সুতরাং ধর্ম্মশূন্য হইলে আমাদের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; তাই—

সর্ব্বং গচ্ছতু মে ধর্ম্ম মা যাহি ত্বং স্থিরোভব।
গতে ত্বয়ি কুতো ভূমন! ভবানি তবনাশনম্॥

হে ধর্ম্ম আমার সর্ব্বস্ব যাক—আপনি যাইবেন না—আপনি স্থির হউন। আপনি গেলে আমি নাশ প্রাপ্ত হইব।

দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তুরই প্রতি পরমাণুতে ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ (development) বস্তুর স্থিতি, বৃদ্ধি, প্রকৃতিগত গুণ ও আকার, প্রকৃতিগত শক্তি প্রভৃতির আদি নিদানই ধর্ম্ম তাই মহর্ষিগণ বলেন,—ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।"—ধর্ম্মই জগতের সার—ধর্ম্ম ভিন্ন সকলই অসার—নারদ কহিয়াছেন, —

ন ধর্ম্মো যত্র বৈ তাত! শূন্যমেবহি কেবলং।
পূর্ণাৎ পূর্ণং নয়েৎ ধর্ম্মো যতঃ পূর্ণ ভবঃ স্বয়ং॥

হে তাত, যেখানে ধর্ম্ম নাই তাহা কেবল শূন্যমাত্র। ধর্ম্ম পূর্ণ হইতেও পূর্ণ এবং পূর্ণেই পরিণত হয়।

ধর্ম্ম কি ও তাহার লক্ষণ।—এখন জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম কি? শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন,—"ধ্রিয়তে ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমপ্রভুঃ।" ধারণ করে বলিয়াই ইহাকে ধর্ম্ম কহে। যাহাতে ত্রিজগৎ ধৃত বা নিহিত, জগৎত্রয় যদ্বারা রক্ষিত ও পরিচালিত তাহাই ধর্ম্ম। সংহিতাকার মনু মহারাজ কহিয়াছেন,—

ধৃতি ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥
মনু—৬ অঃ।

ধৃতি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুদ্ধাচার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। প্রাগুক্ত দশটী লক্ষণই ধর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং ধার্ম্মিকের উক্ত দশটী গুণ থাকা চাহি। উক্তগুণ সমূহ অভ্যাস দ্বারাই আয়ত্ব হয়।

ধর্ম্ম মানবের চিরসহায়। ইহলোক পরলোকে ধর্ম্মই মানবের একমাত্র সম্বল। ধর্ম্মের সহিত মানবজীবনের চিরসম্বন্ধ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—

নামুত্রঃ হি সহায়ার্থং পিতামাতাচ তিষ্ঠতি।
না পুত্রং দারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং
মনু—৮ অঃ।

পরলোকে একমাত্র ধর্ম্মভিন্ন, পিতা মাতা, পুত্র, স্ত্রী ও জ্ঞাতি কেহই সহায় হন না। তখন যদিও আমাদের দেহ ধর্ম্ম হইতে জাত, তথাপি ধর্ম্ম আমাদের দেহগত নহে। ধর্ম্মের স্থান অতি উচ্চে।

সুখ জীবজগতের কেন্দ্র। সুখকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাণিনিচয় নিরন্তর ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। আবার সুখও ধর্ম্ম হইতে জাত—

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বোহি তচ্চ ধর্ম্ম সমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্ম সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥
দক্ষ সংহিতা।

সকলেই সুখের বাঞ্ছা করিয়া থাকে। অপিচ সুখ ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভুত, সুতরাং সকলেরই সযত্নে ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন ধর্ম্মের প্রভাবই সুখ আর ধর্ম্মের অভাবই দুঃখ;—

অধর্ম্ম প্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণান্।
ধর্ম্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্॥
মনু—৬ অঃ।

শরীরিদিগের অধর্ম্ম প্রভাবে দুঃখ ও ধর্ম্ম

প্রভাবে অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিত্যমঙ্গলময় ধর্ম্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, ধাতব পদার্থ, প্রস্তর প্রভৃতি দৃশ্য, অদৃশ্য সমুদায় পদার্থই ধর্ম্ম হইতে সৃষ্ট। আবার স্থিতির জন্যও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। ধর্ম্মবলেই দিনমনি তাপ ও আলোক প্রদান করেন, ধর্ম্মবলেই মেঘ বারিবর্ষণ করে। ধর্ম্মবলেই কৃষক কর্ষণ করে—ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করে। আবার লয়ও ধর্ম্ম। লয় সৃষ্টপদার্থের ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মই জগতের আদি ও অন্ত। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেরূপ ধর্ম্ম, জলের শীতলা শক্তিও তদ্রূপ ধর্ম্ম। জীবে দয়া যেরূপ জ্ঞানীর ধর্ম্ম,—ব্যাধের পশুবধও তদ্রূপ ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মূলে এক, কিন্তু তাহার গুণও প্রকৃতিগত, প্রভেদাংশ অনেক। আমাদের চক্ষে বৈপরীত্য দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে—সবই এক।

একমাত্র ধর্ম্মই সহায় হইয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত মানব জীবনের ঐহিক পারত্রিক সম্বন্ধ বিদ্যমান। "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতিযঃ।" দেহপাত হইলে ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্।

আত্মোন্নতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। আত্মোন্নতির মূল 'ধর্ম্ম'। ধর্ম্ম মানব জীবনকে অলঙ্কৃত করে। মহাভারতে লিখিত আছে।

"যত্র ধর্ম্মোদ্যুতিঃ কান্তির্যত্র হ্রীঃ-শ্রীস্তথামতি।"

মহা—ভীষ্ম পর্ব্ব।

যেখানে ধর্ম্ম বিরাজিত তথায় শোভা, কান্তি, লক্ষ্মী, লজ্জা ও বিবেক বিদ্যমান আছে। সুতরাং ধর্ম্মের সংসারই সুখের আকর। ধর্ম্মহীন রাজসংসারও আকাঙ্ক্ষার তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত—তাহার পরিতৃপ্তি নাই। ধর্ম্মই সংসারের আনন্দ সম্পদ্। ধার্ম্মিকের আবাসে আনন্দ ও শান্তি বিরাজিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্ববরেণ্য। *

শ্রীবীরেন্দ্র মোহন সরকার।

* প্রবন্ধান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিবার আকাঙ্খা রহিল। লেখক।

বীরভূম কায়স্থসভা।

বিগত ১০ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় বীরভূম (শিউড়ী) টাউনহলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার একাদশবার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধিগণের সংখ্যা যে প্রকার হয়, বীরভূমে তদ্রূপ হয় নাই। একশত জন প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ, সভাস্থলে লোকসংখ্যাও বিরল। এই প্রকার ক্ষুদ্রায়তন গৃহে একটী মহতী সভার অধিবেশন সুসঙ্গত হয় নাই। সর্ব্বসমেত প্রথম দিনে তিনশত লোকের অধিক হয় নাই। এই বিরল সংখ্যার প্রভূত কারণ বর্ত্তমান ছিল। চট্টগ্রামে বঙ্গীয়

সাহিত্যসম্মিলন ও ঢাকার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অনেক গণ্যমান্য কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রথম দিবসীয় অধিবেশন। সভাগৃহে প্রবেশ মাত্রেই নহবতের শ্রুতিমধুর সঙ্গীতধ্বনি অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তদনন্তর সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীযুক্ত রাখালদাস চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক. মুলতান রাগে নিম্নলিখিত আবাহন সঙ্গীত গীত হয়—

এস এস সুধীজন জননীর দ্বারে ধাই,
ভাই ২ মিলে সমকণ্ঠ রোলে হৃদয় বেদনা গাই।
স্বজাতি গর্ব্ব শিরোপরে ধরি,
সমাজ কালিমা পদভরে দলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলি,
দয়িতের সনে মিশে যাই।
নবীন রক্ত ধমনী প্রবাহি,
শক্তিময়-পদ অবগাহি,
পবিত স্রোত বহুক সতত, সেই ধারে এস দেহ ভাসাই।
ক্ষুদ্রতা এস ফুৎকারে নাশি,
বিশ্বপ্রেমে এস, এস পরবেশি,
দ্বন্দ্ব দ্বেষ করিয়া ভস্ম ওই আঁধারে আলোক মিশাই।

গীতটী ক্ষুদ্র হইলেও গায়কের নিপুণতায় তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে বারংবার কক্ষামধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, সমবেত কায়স্থমণ্ডলীকে ক্ষত্রিয়জীবনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থপ্রতিনিধিগণের সম্মিলনে আজ বীরভূমের মিত্রভুম নাম সার্থক হইল।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় আমরা দেখিতে পাই ৬৭৭ শকাব্দে আদিশূরের রাজত্ব সময়ে সুদর্শন মিত্র বীরভূম জিলান্তর্গত রামপুরহাটের সান্নিধ্য বেলুন নামক গ্রামে সপরিবারে বাস করেন, সেই অবধি বীরভূমকে মিত্রভূম বলে। ফলতঃ এই মিত্রভুম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থমহাত্মাদিগের একটী প্রধান সমাজ। এই মিত্রভুমিতে কায়স্থের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচারার্থে এই কায়স্থ-সম্মিলন। কবিবর শ্রীল বরদাচরণ মিত্র এম-এ বি-এল, বি,সি, এস্ মহোদয়ের মহতী কীর্ত্তি। আজ বিশ্বামিত্রগোত্রজ বরদাচরণ মিত্র তদীয় আদিপুরুষ কালিদাস মিত্র ও সুদর্শন মিত্রের ঋণ কতক পরিমাণে পরিশোধ করিলেন। আর ধন্য সেই অনপেক্ষ ধর্ম্মাধিকরণ শ্রীল সারদাচরণ মিত্র যাঁহার বাহুবলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ পরিচালিত হইতেছে।

আবাহন গীতানুরাগে কায়স্থমণ্ডলী উদ্বোধিত হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুমধুর স্বরে বিশুদ্ধ দেবভাষায় মঙ্গলাচরণ করিলেন। এই সময় বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের কর্ণধার বর্ষীয়ান্ দেবর্ষি কলসকাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়দ্বয় আশীর্ব্বচন পাঠ করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থসভার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর জনৈক ভট্টকবি ওজস্বিনী বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুন্দর গীত গাহিয়া কায়স্থ-মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিলেন।

অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সমাগত কায়স্থ প্রতিনিধিগণকে মধুর ভাষায় মিত্রভূমিতে আহ্বান করিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভায় যে বিবরণ তিনি কীর্ত্তন করিলেন তাহা উৎসাহব্যঞ্জক ও মনোগ্রাহী হইয়াছিল। বিগত দ্বাদশবর্ষে বঙ্গীয় কায়স্থ সভানেতৃগণের

সাহায্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয় হইলেও যথেষ্ট নহে, কারণ সমাজ কর্ত্তব্যপালনে সম্পূর্ণভাবে উদ্বোধিত হয় নাই, যে পথে সভা গমন করিতেছে তাহা কণ্টকময় ও বিপজ্জালে বেষ্টিত। সমাজ সংস্কারের অনেক কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। তদনন্তরে সভাপতি শ্রীযুক্ত দিনাজপুরাধিপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণটী বিগত ১০ই চৈত্রের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি, প্রথমে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন নারায়ণ, আমাদের আদি পিতা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে প্রণাম ও কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিয়া ভারত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ, তদীয় প্রতিনিধি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের জয়োচ্চারণ করিলেন। রাজসেবা ও রাজভক্তি প্রদর্শন কায়স্থ জাতির চিরাচরিত ধর্ম্ম, প্রাচীন শাস্ত্রে কায়স্থ জাতি "রাজবল্লভ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ জাতি মধ্যে সেই স্মৃতি ও আচরিত ধর্ম্ম পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের জীবন্তদেবতা বড়লাট বাহাদুরের প্রতি যে পাষণ্ড নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে তৎপ্রতি ভারতীয় বিরাট কায়স্থ সমাজ বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীভগবানের কৃপায় বড়লাট বাহাদুরের আরোগ্য ও রাজকার্য্য পরিগ্রহ সংবাদে আমরা সকলে আনন্দিত হইয়াছি। তিনি সুখস্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করুন এই আমাদের প্রার্থনা। যদিও কায়স্থসভা বিগত দ্বাদশবর্ষে অনেক বিঘ্নবাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার গন্তব্যপথ বিস্মরণ হয় নাই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সকলদিকেই নব জাগরণের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। যদিও অনেকগুলি বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, তথাপি অনুকূল শক্তি ও স্বজাতিচিকীর্ষার প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। সার্ব্বভৌমিক মিলনপ্রবৃত্তি সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহারই ফলে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলন। কায়স্থ সভার এই দ্বাদশবর্ষকালব্যাপী কার্য্য দেখিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হন নাই, অনেকের অভিযোগও শুনিয়াছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচারনীতি আলোচনা করিলে, সকলেই বলিতে বাধ্য হইবেন যে এই অল্পকাল মধ্যে বঙ্গে যে কার্য্য হইয়াছে তাহাতে আশাতীত সুফল প্রসব করিয়াছে। থিয়োজের পার্কার প্রমুখ মনীষিগণ বহুবর্ষ পরিশ্রম করিয়া অবশেষ দাসত্ব প্রথা (Slave trade) উঠাইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে দুই একজন করিয়া অন্ত প্রায় ষষ্টি সহস্র কায়স্থ দাসোপাধিরূপ অনার্য্য বা শূদ্রত্ব চিহ্ন পরিহার করিয়া ক্ষত্রিয়ের মহতীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র বারেন্দ্র শ্রেণীতে শতকরা ৯০জন এই মহাপথের পথিক হইয়াছেন অন্যান্য সমাজে উপনয়ন মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে আজিও অনেক বাঁকী। আমরা আশাকরি ১৩২০ বর্ষেই সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হইবেন। আমাদের জাতি ও বর্ণ-ধর্ম্ম স্থির হইয়াছে, আমরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। আমাদের ক্ষত্রিয়-

ধর্ম্ম পালন করা উচিত।' অশাস্ত্রীয় দুরপনেয় পণপ্রথা-কলঙ্ক আজিও কায়স্থকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে, বরপক্ষগণ জলোকাবৎ আত্মীয়ের রক্তশোষণ করিতেছে, যদিও সমাজের অনুশাসনকে তাহারা ভয় করে না, কিন্তু করুণাময় ভগবান্ যে এই মহাপাপের দণ্ড-বিধান করিবেন ইহা সুনিশ্চিত। হিন্দু মুসলমানরাজত্বে ও বৃটীশ শাসনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত কায়স্থ জাতিই বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিল, এমন কি ১৬ আনার মধ্যে ১৪ আনা রাজস্ব তাঁহারা ভোগ করিতেন, অবস্থাবিপর্য্যয়ে কায়স্থ দরিদ্র হইয়াছে, তাহাদের লেখ্যবৃত্তি সকল জাতিই অধিকার করিতেছেন। এইক্ষণ সমাজকে উন্নত করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, দীক্ষা, সদাচার ও একতার প্রয়োজন। স্বার্থপরতা কপটতা ও পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করিতে হইবে, কায়স্থ সমাজের বিধবা, অনাথ ও দুঃস্থদিগের সাহায্যার্থে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। গত-লোক গণনায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সংখ্যা দশলক্ষ স্থির হইয়াছে। প্রত্যেকে ৫৲ করিয়া দিলেও ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে পারে। উপসংহারে আমার নিবেদন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সুদর্শন মিত্রের লীলাক্ষেত্র এই মিত্রভূমিতে আমরা মিলিত হইয়াছি, আসুন আজ মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া শ্রীশ্রীজয়দেব, চণ্ডীদাসের লীলা-ক্ষেত্র ও অষ্টাবক্র ঋষির তপস্যাস্থলীতে কায়স্থ সমাজের জয় ঘোষণা করি।

তদনন্তর বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহোদয় উক্ত সভায় একাদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন সভা উন্নতীর পথে চলিতেছে। ১৩১৯ সনের আয় ৩৯৫৬৷১৫ ব্যয় ৩৯৯৩৷৴, অথচ মজুত তহবিল থাকিল ৩৭৲৫। ব্যয় বেশী হইয়া গেল তথাপি তহবিল, আমরা মনে করি সম্পাদক মহাশয়ের আয়ের অঙ্ক ব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যয়ের মধ্যে ৪৪৯ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে লেখা কর্ত্তব্য ছিল কোন্ ব্যাঙ্কে কায়স্থ সভার কত টাকা জমা আছে। আমরা বারংবার লিখা সত্বেও এই বিবরণী পাঠ করিয়া সভার আর্থিক অবস্থা কিছুমাত্র বুঝা যায় না। উপনয়নে কত ব্যয় হইয়াছে লিখিত নাই, আমাদের নিকট যে কয়েকজন মাণবক আসিয়াছিল, তাহারা ১ নং রাজা-বাগানে উপনীত হয়, কায়স্থ সভার দ্বারা একজনও হয় নাই। আমরা বারংবার বলা সত্বেও কায়স্থসভা, কলিকাতার ন্যায় স্থানে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত করিতে পারিলেন না বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কিংবা তাঁহার শ্বশুর এই বিষয়ে অগ্রসর হইবেন। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে এই বর্ষে ১৬০৷০ জমা হইয়াছে কিন্তু উক্ত ভাণ্ডারে কত টাকা জমা আছে ও উক্ত টাকা কোথায় আছে তাহা বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। উক্ত ভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা একজন বিধবা, অনাথা ও দুঃস্থ কায়স্থ এই বর্ষে সাহায্য পাইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। এই ভাণ্ডার হইতে সদ্ব্যয় না হইলে লোকে টাকা কেন দিবে? ফলতঃ সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণী বড়ই অসম্পূর্ণ ইহা হইতে সভার আর্থিক অবস্থা কিছুমাত্র জানা যায় না।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেববর্ম্মা

প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব ও সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় নিম্ন লিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রস্তাব যে গৃহীত হইয়া আসিতেছে এই সভা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। এই সভা শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোচিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থ মণ্ডলী এই বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা
" হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ
" শিবচন্দ্র দেবশর্ম্মা শিরোমণি
" শশীভূষণ দেবশর্ম্মা স্মৃতিরত্ন
" সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
" সভাপতি মহাশয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই প্রস্তাবটী বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মূল মন্ত্র। উপনয়ন ও সাবিত্রী গ্রহণ ভারতীয় আর্য্য-জাতির বিশেষত্ব। হিন্দুসমাজ সর্ব্বোপরি বেদ ও মনুর অনুশাসন পালনে বাধ্য। মনু সর্ব্বদা বেদকে অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনুর এত আদর ও মান্য। কেবল উপনয়ন ও সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা মনু আর্য্য ও অনার্য্যকে পৃথক করিয়াছেন, যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রে ৷নাস্তিতু পঞ্চম॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করেন, ইহারা আর্য্য; যজ্ঞোপবীত ইহাদের বাহ্যিক বিশেষত্ব, পক্ষান্তরে ত্রিবর্ণ সেবক শূদ্র উপনয়নবিহীন ও তজ্জন্য একজাতি ও ইহারাই অনার্য্য। সেই জন্য শাস্ত্রে আছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।" আর্য্যগণও যতদিন উপনীত ও সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ না করিবেন ততদিন আর্য্যদিগের কোনও অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। এই ত গেল বেদমূলক মনুর অনুশাসন। স্কন্দপুরাণীয়া সাহ্যাদ্রিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

ক্ষত্রিয়াণাংহি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি পুত্রান্তে প্রজাপালনকর্ম্মণি॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের উপনয়নাদি সংস্কার বেদাধ্যয়ন, যজন ও প্রজাপালন শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশীয়গণের স্বধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এইক্ষণ কায়স্থ মহাত্মাগণ বিচার করিয়া দেখিবেন যে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ না করিলে তাঁহারা কায়স্থ নাম ধারণের অধিকারী হইতে পারেন কি? কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থ বোধক শব্দ। মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র সমবেত কায়স্থগণকে একধর্ম্মী হইতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। কারণ ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি প্রায় এক কোটী যতদিন একধর্ম্মী না হইবেন ততদিন কায়স্থজননীর খণ্ড বিখণ্ড দেহ মিলিত হইবে না। ততদিন বিদ্বেষবিষে, ও হিংসানলে কায়স্থের আর্য্যনাম ভারতে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং কায়স্থ জাতিও আত্মঘাতিনী হইবেন। কায়স্থগণ বিচার করিয়া দেখিবেন মহাত্মার এই বাণী সত্যমূলক কি না? বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র কায়স্থ বঙ্গে সদাচার

গ্রহণ করিয়া একধর্ম্মী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেননা তাঁহারা সকল শ্রেণীতে আদান-প্রদান করিতে প্রস্তুত। এই সকল বঙ্গীয় কায়স্থগণ সদাচার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিগত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ কলিকাতা টাউনহলে ভারত-বর্ষীয় কায়স্থগণের সম্মিলন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন। এতাবতা ইহা সত্য যে উপনয়ন ও সাবিত্রী গ্রহণ দ্বারা কায়স্থজাতি একধর্ম্মী হইতে পারিবেন। আমরা এক-জাতি, একই সাম্রাজ্যে বাস করিতেছি ও একই রাজনীতিতে পরিচালিত। এমতাবস্থায় বিরাট হইবার কায়স্থের সকল উপাদানই আছে কেবল নাই একধর্ম্ম। আসুন কায়স্থ মহাত্মাগণ আমরা একধর্ম্মী হই। পাঁচথুপীর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের পুরোহিত বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতান্তে বলিলেন—আমরা ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের নেতা। কায়স্থগণকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া উপনীত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছিলাম, আগামী বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বীরভূমের উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ অনেকে উপনীত হইবেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটী উপস্থিত করিলেন,—

এই সভাভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী প্রথম প্রস্তাবের ক্রোড়পত্র। প্রথম প্রস্তাবে বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া মিত্রভূমির ভাগ্যবান্ কায়স্থ সভা বিরাট দেহ ধারণ করত সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের কায়স্থদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই গুরুতর প্রস্তাবটীর আলোচনা উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় বলিলেন—যে বন্দরের অভিমুখে কায়স্থতরণী পরিচালিত হইতেছে, তাহা সুদূর প্রান্তবর্ত্তী হইলেও আমরা আশা করি, কর্ণধারাদগের সুকৌশলে অনতিবর্ষকাল মধ্যে আমরা তথায় উপস্থিত হইতে পারিব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন (All India Kayestha Conference) এবং তদনুষঙ্গিক প্রীতিভোজন উল্লেখ করিয়া তিনি নেতৃগণকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। নেতাগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও দিনাজপুরের মহারাজা অন্যতম। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবটী অনুমোদিত ও সমর্থিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সোম, শ্রীশিবচরণ মিত্র কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা, শ্রীচণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ মজুমদার।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় প্রথম দিনের সভারম্ভ হয়। ১১ই চৈত্র ১৩১৯ সোনবার অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। কোনও দুর্ঘটনা বশতঃ এই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। নিম্নলিখিত বিবরণ আমার প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক

বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একই সাম্রাজ্যে একই রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত, এক জাতি ও একধর্ম্মী না হইলে কায়স্থ-জননীর খণ্ড-বিখণ্ড দেহ মিলিত হইবে না। যে চারিটী সূত্র দ্বারা মাতার সুকোমল শরীর এক দেহ করিতে হইবে তাহার তিনটি অধুনা বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় কায়স্থগণ—এক সম্রাটের অধীনে একই রাজনৈতিক তন্ত্রে সুশাসিত হইতেছেন,—তাহারা সকলেই ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর। আমরা একধর্ম্মী হইলেই আমাদের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে। এইক্ষণ কায়স্থ মহোদয়গণ, ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে যজ্ঞোপবীত ধারণ কতদূর আবশ্যক হইয়াছে। কেবল বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর মিশ্রণে কায়স্থের কর্ত্তব্যতার অবসান হইল না। ভারতবর্ষীয় কায়স্থমহাত্মাগণের সহিত আমাদের বিবাহাদি সূত্রে নিবদ্ধ হওয়াও আমাদের অতীব কর্ত্তব্য হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত এই মিশ্রণ কার্য্যে পরিণত না হয় তাবৎ হিংসা ও দ্বেষ কায়স্থ সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে। এই সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রাণস্পর্শী গাঁথা রৈবতক সপ্তম সর্গ হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"একধর্ম্ম, একজাতি
এক মন্ত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ডদেহ হবে না মিলিত।
ততদিন হিংসানল
হায়! এই হলাহল
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত;
আর্য্যজাতি আর্য্যনাম হবে স্বপ্নবৎ।"

কায়স্থমহোদয়গণ! আর কালবিচার না করিয়া সকল কায়স্থ একধর্ম্মী হউন। নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ এই প্রস্তাবটী অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন,

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ
" বেণীমাধব সরকার
" উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী দেববর্ম্মা
" সারদাচরণ মিত্র
" চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ মহোদয় নিম্নলিখিত ৪র্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থসমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রর্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

প্রাচীন সমাজে কন্যা বিক্রয় প্রথা হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তৎকালে কুলীনমহাত্মাগণ কন্যা বিক্রয় একটী ব্যবসায় খুলিয়া সমাজের কতদুর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন

তাহা কীর্ত্তন করা অসম্ভব। কতশত দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের বংশ লোপ হইয়াছিল। কতশত কুলীন রমণী অনূঢ়াবস্থায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা কন্যা বিক্রয়ের স্থলে পুত্র বিক্রয় দ্বারা সমাজে একটী বীভৎস্য নারকীয় অভিনয় হইতেছে। এই বরপণ উচ্ছেদনের উপায় কি? উপনয়ন প্রভাবে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ একীভূত হইলে পণাকাঙ্খা সংযমিত হইবে। উচ্ছেদন অসম্ভব। আমরা মনে করি যৌবন-বিবাহও জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা দ্বারা এই প্রথার তীব্রদংশন হইতে সমাজকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারি। এই প্রস্তাবটী নিম্নলিখিত সভ্য দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়।

১। শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয় লাল।
২। „অবিনাশচন্দ্র মিত্র
৩। „সারদাচরণ মিত্র

অনন্তর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল মিত্র মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়; দরিদ্র বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্যসঙ্কল্পে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত আছে। এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থ মাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন এবং সভার প্রধান প্রধান মহোদয়গণের নিকট সাহায্য গ্রহণ করত কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া কায়স্থ সাধারণকে জ্ঞাত করার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

(ক) শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্র সংরক্ষণ ও কায়স্থ সমাজের জাতীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি এবং মাসিক অধিবেশনের জন্য কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা এই সভা অনুভব করিয়া কায়স্থ সাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের প্রথমাংশ সম্বন্ধে ১৩১৯ সনের কার্য্য বিবরণীতে কোনও উল্লেখ দেখি না। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার যেজন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তদর্থে কোনও প্রকার ব্যয় গত বর্ষে করা হয় নাই কেন? কোন বালক বালিকার শিক্ষা, কি কোনও বিধবার সাহায্যার্থে কিছু মাত্র ব্যয় করা হয় নাই। এই প্রকার সাধু উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য ব্যয় না করিলে লোকে এই ভাণ্ডার পুষ্টিসাধন করিবে কেন? এই ভাণ্ডারে কতকগুলি টাকা আছে—কিন্তু কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না ইহা বড় দুঃখের বিষয়। এই ভাণ্ডার সম্বন্ধে কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ দান প্রতিশ্রুত ছিল। সেই সকল অর্থ আদায়ের কি উপায় করা হইয়াছে তাহাও আমরা জানি না। সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণীতে ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। এই প্রস্তাবে চিত্রগুপ্ত দেবের মন্দিরের কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কায়স্থসভা এযাবৎ যৎসামান্য অর্থব্যয় করিয়াও আদি দেবের পূজা করেন নাই। একটী পূজার আয়োজন করিলে অনেকেই সাহায্য করিতে পারেন, ফলতঃ আমরা দেখিতেছি সময়ে

সময়ে সভার অধিবেশন, ও কায়স্থ পত্রিকা প্রচলন ব্যতীত কায়স্থ-সমাজের মঙ্গলার্থে কোনও কার্য্যে কায়স্থ-সভা যোগদান করেন না। অর্থের সদ্ব্যবহার না দেখিলে লোকে দান করিতে ইচ্ছা করে না। এই প্রস্তাবটী নিম্নলিখিত ব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা।

২। „ কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা

৩। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত ষষ্ঠ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—

এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে ব্যবসায় ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকলের নিকট যথাসাধ্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

কায়স্থ-সমাজে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা, ও স্ত্রীশিক্ষা এইসকল সমাজের মঙ্গলার্থে অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই; সমাজের ধনশালী ব্যক্তিগণ ইহাতে অগ্রসর না হইলে কায়স্থ-সভা কিছুই করিতে পারেন না। স্যার তারকনাথ পালিত, রাজর্ষি বনমালী রায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ গত বর্ষে শিক্ষাকল্পে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন, কিন্তু কায়স্থ-সমাজের মঙ্গলার্থে ইহারা কপর্দ্দক দেন নাই। এই প্রকার একটী প্রস্তাব যদি সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে হইত, তবে লক্ষ লক্ষ টাকা অত্যল্পকাল মধ্যে সংগৃহীত হইত, কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে শিক্ষা দীক্ষার সম্মান কেহ বুঝে না। পাইকপাড়ার কুমার শরৎকুমার সিংহ বাহাদুর প্রতিশ্রুত দশহাজার টাকার দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। চিত্রগুপ্তদেবের মন্দির কায়স্থ-সভার কার্য্যালয় কখনও হইবে কি না বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের জীবন কালে এই সকল অট্টালিকা যদি নির্ম্মিত না হয়, তবে আর কখনও হইবে কি না সন্দেহস্থল।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত ষোড়শীচরণ মিত্র মহাশয় নিম্নলিখিত সপ্তম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা সভ্যগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাবটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে অন্য রূপ ছিল, প্রচার বিস্তৃতি কল্পে প্রচারকের নিয়োগ এই প্রস্তাবের যে একটী বিশেষাঙ্গ ছিল, তাহা এই বার দেখিতেছি না। দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য কায়স্থ সভা কর্ত্তৃক প্রচারক পাঠান উচিত। বঙ্গে অদ্যাপি অনেক পল্লী বর্ত্তমান আছে যেস্থানের কায়স্থে নববিধানের আন্দোলন স্পর্শ করে নাই, তথায় শাখা সমিতি স্থাপন ত দূরের কথা, কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহাই তাহারা জানে না। প্রস্তাবোল্লিখিত প্রচারসমিতির কার্য্য সম্পাদক মহাশয়ের রিপর্টে দেখা যায় প্রচারকদিগের মুখ্যকার্য্য সভ্য সংগ্রহ। সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন "প্রচারকগণ ১২০ জন সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন" কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে

কোন ও প্রচারক কায়স্থগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন তাহার বিবরণ এই রিপর্টে নাই। নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন—

১। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
২। " কালীকিঙ্কর সিংহ
৩। " রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা
৪। " হরিমোহন সিংহ কাব্যতীর্থ

নিম্নলিখিত কায়স্থমহোদয়গণ গতবর্ষে প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র দেববর্ম্মা
২। " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী
৪। " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা
৫। " হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
৬। " কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা
৭। " সরলচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
৮। " মন্মথকুমার ঘোষ দেববর্ম্মা
৯। " মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা
১০। " আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা
১১। " রামচন্দ্র দেববর্ম্মা

৬ হইতে ১১ সংখ্যক প্রচারকগণ স্বাধীন ভাবে কলিকাতা ও বঙ্গের নানাস্থানে প্রচার করিয়াছেন। আরও ২১৪ জন নীরবে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ সাধারণে জানে না। কেহ কেহ ক্ষত্রোচিত কার্য্য দ্বারা কায়স্থ সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ফরিদপুর অন্তর্গত ইশিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা অন্যতম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষত্রধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা কানপুর কায়স্থসভার সভাপতি এবং লখনাউ কায়স্থ সভার সভাপতি মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

তদনন্তর সভাভঙ্গের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত প্রস্তাবত্রয় যথারীতি উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হইয়াছিল। প্রস্তাবক ও অনুমোদকদিগের নাম স্থানাভাব বশতঃ দেওয়া গেল না।

অষ্টম প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

নবম প্রস্তাব। কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি ও সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে ধন্যবাদ।

দশম প্রস্তাব। অভ্যর্থনা-সমিতি এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

এই বীরভূম সভায় কোন স্বেচ্ছাসেবকগণ নিযুক্ত হন নাই, তজ্জন্য প্রতিনিধিগণ সময়ে সময়ে পরিচারকাভাবে কষ্ট পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র বীরভূমের জজ, যাঁহার চেষ্টা ও যত্নে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তিনি হঠাৎ হুগলীতে বদলী হওয়ায় সভার উদ্যোগপর্ব্বে বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয়লাল বি, এল মহোদয় বিশেষ অধ্যবসায় ও দক্ষতার সহিত সভার কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সমগ্র কায়স্থ সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান, আহার ইত্যাদির উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক প্রণেতা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় প্রতিনিধিগণের সুখ সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই হৃদয়ের সহিত

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। বীরভূম কায়স্থ সভায় বিশেষত্ব এই যে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্ক-বাগীশ প্রমুখ ১০।১২ জন অধ্যাপক পণ্ডিত সভায় থাকিয়া সভার কার্য্যে বিশেষ যত্নের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই একাদশ অধিবেশন অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছিল, কেবল ২টী দুর্ঘটনায় বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছিল। ১১ই চৈত্র সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময় আর্য্যকায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার কলিকাতা বাটী হইতে তারে সংবাদ পান যে তাঁহার পৌত্রী মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করেন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীযুক্ত লালা মৃত্যুঞ্জয়লাল সম্পাদক মহাশয় তৎকালে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুরকে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছিলেন হঠাৎ নৈশ অন্ধকারে প্লাটফরম হইতে গাড়ীর নিম্নে নিপতিত হইয়া কটীদেশস্থ অস্থি ভাঙ্গিয়া (Compound fracture) গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে বাসায় আনাইয়া শিউড়ীর ডাক্তার সাহেব দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সম্পাদক মহাশয় আজিও শয্যাশায়ী, কতদিনে তিনি আরোগ্য হইবেন আমরা বলিতে পারি না। আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি সত্বর আরোগ্যলাভ করুন।

গতবর্ষে কায়স্থ সমাজের আদি-প্রচারক ও কায়স্থাচার্য্য বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা মহোদয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমরা লিখিয়া কীর্ত্তন করিতে পারি না। ইতি

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভার বিবিধ প্রসঙ্গে, "ভবিষ্যদ্বাণী ফলিত" শীর্ষক সংবাদে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্য বিনোদ মহাশয়ের উক্ত মাসের কায়স্থ পত্রিকায় লিখিত "দ্বন্দ্বপ্রিয়া প্রতিভা" প্রবন্ধের উত্তর দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার কয়েক জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু মহাশয়দিগের অনুরোধে উক্ত বিষয়ে আমরা বিরত হইলাম। আমরা যদি কোন প্রকারে পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীকমল কাব্যবিনোদ মহাশয় কি মহামহোপাধ্যায় চতুস্তীর্থ মহাশয়কে অবমাননা করিয়া থাকি, তবে আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা উভয়ে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা উভয় পক্ষই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এমতাবস্থায় আমাদের তর্ক সাহিত্যিক ভাব (academical) ব্যতীত আর কিছুই নহে, এই প্রকার উদ্দেশ্য-শূন্য তর্কে কোন পক্ষের লাভ নাই।

২। অধুনা বঙ্গীয় কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র

মিত্র শাস্ত্রী মহোদয়কে তাঁহাদের প্রধান কার্য্যকারকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্র গবেষণা জন্য সামান্য বেতনে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বেতন যৎসামান্য, মূল্যবান্ শাস্ত্রগ্রন্থ খরিদ করিতে পারিতেছেন না। প্রচার কার্য্যে, পত্রিকার আয় বৃদ্ধি কল্পে তিনি সম্পাদক মহাশয়ের দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা আশা করি কায়স্থ সভা তাঁহার মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

৩। শ্যামবর্ণ।—প্রতিভার পাঠকগণ অবগত আছেন শ্যামবর্ণ সম্বন্ধে যে তীব্র আলোচনা আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার অঙ্কদেশ সমালোকিত করিয়াছিল, কায়স্থ প্রতিভার পরমাস্পদ পণ্ডিতত্রয় তাঁহাদিগের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া তর্কজালে প্রিয় পাঠকগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। সম্পাদক ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। অবশেষে ক্লোশর (Closure) প্রণালী অবলম্বন করত বিবদমান পণ্ডিতত্রয়ের মন্তব্যের অবসান করেন। কোনও একটী বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইলে, তার্কিকগণের জয় পরাজয় ভিন্ন যেমন মীমাংসা হয় না, তদ্রূপ "শ্যামবর্ণ" সম্বন্ধে যোদ্ধাত্রয় যে অদ্ভুত বিদ্যার পরিচয় প্রদানকরতঃ শাণিত দিব্যাস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্র সমাকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জয় পরাজয় মীমাংসকগণের চক্ষুর অগোচর হইয়া পড়িল। প্রতিভার কৈশোর জীবন সংশয়াপন্ন দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সমালোচনা অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ মহাশয়ের "গোড়ায় গলদ" এবং বেদ শাস্ত্রার্থ দর্শী শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্যামবর্ণ এই তিনটী প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধত্রয়ে পণ্ডিত মহাশয়দিগের সুগভীর গবেষণা ও আশ্চর্য্য তর্ককৌশল দর্শনে সম্পাদক মীমাংসা করিলেন যে, এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না সন্দেহস্থল। মহাভারতের একস্থানে উদ্যোগপর্ব্বের ত্রিনবতিতম অধ্যায়ে বেদব্যাস বলিতেছেন,—"যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ ভূপতিগণ বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন জনার্দ্দন সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্ত মণির ন্যায় সভা মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।" (ক) অতসী কুসুমের বর্ণাভা ও সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্ত মণির ঔজ্জ্বল্য প্রায় একরূপই। প্রবন্ধত্রয় প্রত্যাখান জন্য সম্পাদকের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা উক্ত পণ্ডিতত্রয় কৃপাবিতরণে মার্জ্জনা করিলে কৃতার্থম্মন্য হইব।

৪। কায়স্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় লিখিতেছেন,—

"কলিকাতা মহানগরীর ১৪ নম্বর গোপীকৃষ্ণ পালের লেনস্থিত শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় ক্ষত্রিয়াচারে দশভুজার পূজা করিয়া আসিতেছেন। তিনি নৃত্যগীতাদির বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রশ্রয় দেন না। তাঁহার পূজার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, প্রথম ভক্তিভাবে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, এবং দ্বিতীয় দীনদরিদ্রদিগকে অন্নদানে পরিতোষকরণ।

(ক) মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ—সম্পাদক।

পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী রত্নাকর মহাশয়ের তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই রোমাঞ্চিত ও মুগ্ধ হন, ফলতঃ মহাষ্টমীর রাত্রে সন্ধি-পূজার সময় রত্নাকরের অপূর্ব্ব চণ্ডী আবৃত্তি-কালে মহামায়ার সদানন্দময়ী মনোমোহিনী মূর্ত্তি যেন জীবন্ত ভাব ধারণ করে। এইরূপ-ভাবে মার আবাহন না করিলে, মাতৃমন্ত্রে এই প্রকার দীক্ষিত না হইলে মার পূজা সার্থক হয় না। তাঁহার পুরোহিত শ্রীযুক্ত রামবিষ্ণু শিরোমণি, তন্ত্রধারক শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র চৌধুরী রত্নাকর, উপস্থিত পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দীননাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি এবং শ্রীযুক্ত মধু-সূদন কাব্যরত্ন ও উপস্থিত উপনীত কায়স্থগণ সমক্ষে ও অনুমোদনে শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বর্ম্মা মহোদয় স্বগৃহে প্রস্তুত পায়সান্ন ও নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি মিষ্টান্ন দ্বারা মায়ের ভোগ দিয়াছিলেন। মায়ের ভক্ত, তাঁহার সকল সাধনার ধন আপন মাতাকে কতকগুলা তণ্ডুল ফলমূল দিয়া কি তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? কারণ আত্মবৎ পূজাই ধর্ম্মানুগত। আমরা সর্ব্বান্তকরণে মায়ের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বর্ম্মা মহোদয়ের সকল মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ করুন।" কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই পত্র খানি আমরা যত্নের সহিত পত্রস্থ করিলাম। শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু। গতদিন বঙ্গীয় কায়স্থ দুর্ভাগ্য বশতঃ নীচ শূদ্রাচারী ছিলেন, ততদিন আলো-চাউল ও কলার ভোগ সাজিত। আজ বঙ্গীয় কায়স্থ স্বধর্ম্মপরায়ণ ভারত ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামহিমময় ক্ষত্রিয় জাতি, তাঁহাদের পক্কান্ন ভোগ দেওয়াই বিধিসিদ্ধ। কারণ অঙ্গির সংহিতায় লিখিত আছে,—ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্মৃতম্। আমরা আশা করি সমগ্র উপনীত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ পক্কান্ন ও মিষ্টান্ন নিজগৃহে ক্ষত্রিয় মহিলাগণ কর্তৃক প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ পুরো-হিত দ্বারা মায়ের সম্মুখে ভোগ দেওয়াইবেন। আশা করি পুরোহিত মহাশয়গণ আপত্তি করিবেন না। যজ্ঞোপবীত গলে ধারণ করিয়া যদি শ্রীভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবের প্রবর্ত্তিত মহ-দ্ধর্ম্ম পালন করিতে না পারিলাম তবে আমা-দের স্বধর্ম্ম পরায়ণতায় ধিক্। বঙ্গীয় কায়স্থ-গণের আজ মহা পরীক্ষার দিন। কায়স্থের বাহুবল ও মনের সৎসাহস আজ প্রত্যেক কার্য্যে দেখাইতে হইবে। ভীরু ও দুর্ব্বলের স্থান আজ কায়স্থ সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সম্বন্ধে ঢাকা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ দেব বর্ম্মা মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত পূজাপার্ব্বণে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোগ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই স্বনামধন্য মহাত্মা মহারাজ বসন্ত রায়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র বাসুদেব রায়ের বংশধর। ইনি বিরাট গুহ হইতে অধস্তন ত্রয়োবিংশতি পুরুষ। এই সকল মহাত্মাদিগের কার্য্য সর্ব্বদা অনুকরণীয়।

৫। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটী হইতে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন,—

গত ১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় জলধারী গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী সিংহ মহাশয়ের বাটীতে একটী

কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ, ও কায়স্থগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রস্তাব অনুসারে পূজনীয় শ্রীযুক্ত অটলবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্ট রায় মঙ্গলাচরণ করতঃ সভার মঙ্গলার্থ আশীর্ব্বাদ করেন। পরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভার উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে স্বত্বরেই গ্রামস্থ কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণে তৎপর হইবেন। রাত্রি ১১টার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হয়।

৮। কায়স্থোপনয়ন—বিক্রমপুর অন্তর্গত চারিগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

চারিগাঁ কেন্দ্রে গত ২৬শে ফাল্গুন বুধবার দিবস নিম্নোক্ত ৯ অবধি ৭৫ বৎসর বয়স্ক ৩২ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১। ব্রজবাসী বসু ২। বৈষ্ণবচরণ বসু ৩। রামকুমার ভৌমিক ৪। ঈশানচন্দ্র বসু ৫। রাজেন্দ্রচন্দ্র বসু ৬। দুর্গাচরণ ভৌমিক ৭। হরেন্দ্রচন্দ্র বসু ৮। শ্রীনাথ ভৌমিক ৯। যোগেন্দ্র নাথ দেব ১০। শ্যামাকান্ত গুহ ১১। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু ১২। হারাণচন্দ্র দত্ত ১৩। কুঞ্জবিহারী দেব ১৪। হেমচন্দ্র ভৌমিক ১৫। যোগেশচন্দ্র ভৌমিক ১৬। পুলিন্দ্রলাল দেব ১৭। সুরেন্দ্রকুমার ভৌমিক ১৮। জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ১৯। আশুতোষ ভৌমিক ২০। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ২১। নগেন্দ্রকুমার বক্সী ২২। যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ২৩। চিন্তাতোষ ভৌমিক ২৪। নলিনীমোহন দত্ত ২৫। দেবেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ২৬। গঙ্গাপদ বসু ২৭। বিষ্ণুপদ দত্ত ২৮। বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু ২৯। হারালাল দত্ত ৩০। অশ্বিনীকুমার চন্দ্র ৩১। দুর্গাপ্রসন্ন বসু ৩২। প্রফুল্লচন্দ্র বসু॥

৭। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন,—

বিগত ২৬।২৯শে ফাল্গুন রাজসাহী জিলার অন্তর্গত তানোর ও দুর্গাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্করত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থমহাত্মাগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ অধিকারী
" মণীন্দ্রচন্দ্র সরকার
" নগেন্দ্রনাথ সরকার
" রামলাল চাকী
" গৌরলাল চাকী
" নিত্যগোপাল নন্দী
" রজনীগোপাল নন্দী
" করুণাকান্ত সরকার
" রামচরণ অধিকারী
" পুলিনবিহারী অধিকারী
" নলিনবিহারী অধিকারী
" রঘুপদ অধিকারী।

৬। ফরিদপুর জেলান্তর্গত হাট গ্রাম (খাগজানা পোষ্ট) নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা লিখিতেছেন,—

"আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে গত ১০ই চৈত্র রবিবার মালিয়াট গ্রামে শ্রীযুক্ত মতিলাল ভৌমিক মহাশয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। তথায় রাজবাড়ীর রাজার আচার্য্যগুরু পরিব্রাজক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভৌমিক দেবশর্ম্মা মহাশয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ফরিদপুরের জজ-আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাষ বি-এ, বি-এল মহাশয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমবেত ৩০০।৪০০ কায়স্থগণ সমক্ষে আগামী বৈশাখ মাসের কোনও একটী শুভদিনে ভ্রাতা ও স্বজনবর্গসহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত কায়স্থগণও উক্ত সময়ে উপবীত গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আমরা আশা করি ভগবানের কৃপায় শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দাষ মহাশয়ের প্রমুখ কায়স্থগণ বৈশাখ মাস মধ্যেই ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন।

৮। মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত হিলোড়াগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিদিবেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন—

"হিলোড়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসভা। গত ১৮ই চৈত্র অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময় হিলোড়া-গ্রামে একটী কায়স্থসভার অধিবেশন হয়। জাজিগ্রাম, বংশবাটী ও হিলোড়াগ্রামের কায়স্থ মহোদয়গণ ও হিলোড়াগ্রামের পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম স্মৃতিরত্ন ও স্থানীয় ব্রাহ্মণবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় বেদ, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণাদির বচন উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। তিনি কায়স্থগণকে সদাচার অর্থাৎ উপনয়ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী ও অন্যান্য কেন্দ্র-স্থানীয় অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়গণের ব্যবস্থা-পত্র পাঠ করিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করেন। সভ্যগণ উক্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে,—বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়-বর্ণান্তর্গত তৎপ্রতি তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই, বিশেষ কায়স্থগণ উপনীত হইলে তাঁহাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণসমাজের শূদ্রযাজী ও শূদ্র প্রতিগ্রাহী যে কলঙ্ককালিমা বহুকাল হইতে বর্ত্তমান আছে, তাহা অপনীত হইবে। এই উপনয়ন সকল সমাজের মঙ্গলপ্রদ। তবে বহুদিনের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের কি প্রকার ব্যবস্থা হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া বলিতে পারিলেন না। তদনন্তর সভা স্থির করিলেন যে যৎকালে ফতেসিং পরগণাতে উপনয়নকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের উপনয়ন গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও বাধা দেখা যায় না, শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিব।" উক্ত স্মৃতিরত্ন মহোদয় ও প্রচারক মহাশয় ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রমীমাংসা কেন দেখাইতে পারিলেন না আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে ইহার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ে আপস্তম্বসূত্রের নিম্নলিখিত সূত্রটী অনুসরণ

করিতেছেন (মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিশিষ্ট ৮৶৹ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যথা—

"যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশবার্ষিকং ত্রৈবৈদিকং ব্রহ্মচর্য্যং ॥"

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতির উর্দ্ধতন পুরুষের উপনয়ন স্মরণপথে আসে না, তাহার দ্বাদশ বার্ষিক ত্রিবেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া উপনীত হইতে হইবে। অন্যান্য ঋষির মতে স্তোমাদি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও উক্ত ব্রাত্যত্ব খণ্ডন হয়। কলিযুগে প্রায়শ্চিত্তাত্মক ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্ভব হয় না, তজ্জন্য কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহোদয় একটী অনুকল্প ব্যবস্থা দিয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থা কায়স্থতত্ত্বের ১২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। স্বামী মহাশয় বলিতেছেন—যাহারা দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে উহার প্রত্যবায় স্বরূপ ৩৬০ গো দান করিতে হইবে। ধনী-দরিদ্র ভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে, অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য ৩৬০৲ টাকা ও দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা অর্থাৎ ৫।৵৹ আনা ও অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক (কড়ি) দিলেই হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থগণ ৫।৵৹ আনা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতেছেন। কায়স্থসমাজ মনে রাখিবেন আর্য্য-ঋষিগণের মধ্যে তামাদি আইন ছিল না।

৯। পাইকপাড়ায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সভা। শ্রীযুক্ত মাখনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সিংহ লিখিতেছেন,—

গত ১২ই চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৯ ঘটিকার সময় পাইকপাড়াগ্রামে শ্রীযুক্ত মাখনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটী কায়স্থসভা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর হাজরা, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর দাষ প্রমুখ গ্রামস্থ ২৫ ৩০ জন কায়স্থ, সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্ট মহাশয় মঙ্গলাচরণ করিয়া সভার মঙ্গলার্থ আশীর্ব্বাদ করিলেন; তৎপর বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে এই সভা স্থির করেন যে, সত্বরেই গ্রামস্থ সকলেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

১০। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ফরিদপুর জিলান্তর্গত লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় দেববর্ম্মা মহোদয় বিগত ১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় ভুবনেশ্বরে তদীয় নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় তাঁহার সদাচার গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি দীর্ঘকাল রোগশয্যায় কাতর ছিলেন, মৃত্যুর কয়েক দিবস অগ্রে যজ্ঞোপবীত এবং সাবিত্রীমন্ত্র গ্রহণ করতঃ তদীয় দেহ মন পবিত্র করিয়া শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি রাজাবাহাদুরের আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা ও তাঁহার পবিত্র আত্মাকে সদগতি প্রদান করেন। পুণ্যশ্লোক সূর্য্যকুমার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" বাক্যের জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গেলেন।

১১। আমরা শোকসন্তপ্ত অন্তঃকরণে

প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২২শে চৈত্র শুক্রবার দিবাবসানে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কায়স্থসমাজের প্রকৃত হিতৈষী উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয় পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা নব্যভারত ইত্যাদি পত্রিকায় অনেকেই তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। ইনি যেমন লেখক তেমনি বাগ্মীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় মহাত্মা ফরিদপুরে আর কেহ আছেন কি না আমরা জানি না। ফরিদপুরের মুন্সেফী আদালতে তিনি প্রধান উকীল ছিলেন। তিনি সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় নিষ্ঠাবান্ মহাপুরুষ ছিলেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। তিনি উদাসীন শক্তিন্দ্র অভিমন্ত্রিত বলিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন নাই। তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া মায়ের নিকট নিজেই উৎসর্গ করিতেন। তিনি আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়াছি। অত্রস্থ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, যাহার উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, তাঁহার মৃত্যুজন্য শোক প্রকাশ করিতে এক দিবসের বন্ধ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা আশা করি শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। ইতি।

সম্পাদক।

বর্ষশেষ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার চিরন্তন প্রথানুসারে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ শেষে প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণ ও প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখকগণ আমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। গ্রাহকগণ অর্থদানে ও প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখকগণ প্রতিভার অঙ্গ পুষ্টিসাধনে যে প্রকার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাতে তাহারা আমাদিগকে একটি অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই ঋণ আংশিকভাবে পরিশোধের একমাত্র উপায় আমাদিগের হৃদয়োত্থিত কৃতজ্ঞতা। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করি তাঁহারা সকলেই সুস্থদেহে দীর্ঘজীবনলাভ করিয়া প্রতিভার শ্রী অঙ্গের পুষ্টিসাধন করুন।

ব্রাহ্মণ লেখক।

১। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

কায়স্থ লেখিকাগণ।

২। শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্নাময়ী দেবী কবিকল্প-লতিকা।
৩। „ হেমাঙ্গিনী ঘোষ
৪। „ সুভাষিনী দেবী
৫। „ সুহাসিনী সরকার
৬। „ নির্ম্মলাবালা ঘোষ
৭। „ উৎপলিনী দেবী
৮। „ কুমারী নির্ম্মলিনী দেবী।

কায়স্থ লেখকগণ।

৯। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী
১০। „ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষদেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ জ্যোতিঃশেখর

১১। „ মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা
১২। „ অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা
১৩। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা
১৪। „ কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা—সম্পাদক।
১৫। „ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
১৬। „ ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা
১৭। „ বরদাকান্ত ঘোষ দেববর্ম্মা
১৮। „ হেমচন্দ্র রায় দেববর্ম্মা কবিভূষণ এম, এ,
১৯। „ যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা
২০। „ রসিকলাল রায়
২১। „ অখিলচন্দ্র পালিত
২২। „ রাধারমণ ঘোষ কবিরঞ্জন
২৩। „ মধুসূদন রায় বিশারদ
২৪। „ কেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা
২৫। „ কমলাকান্ত ব্রহ্ম দাস
২৬। „ অঘোরনাথ বসু কবিশেখর
২৭। „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দেববর্ম্মা শাস্ত্রী
২৮। „ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী
২৯। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস
৩০। „ কালীরচরণ সরকার
৩১। „ ললিতমোহন পাল
৩২। „ কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক
৩৩। „ সত্যব্রতগীতাধারী

(শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার)

৩৪। „ গিরীশচন্দ্র ঘোষ
৩৫। „ মঙ্গলাচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা
৩৬। „ প্রভাসচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা
৩৭। „ লক্ষ্মণ মজুমদার
৩৮। „ সরোজনাথ ঘোষ
৩৯। „ ৺বামাপদ পাল চৌধুরী দেববর্ম্মা
৪০। „ নৃসিংহগোপাল চৌধুরী দেববর্ম্মা
৪১। „ অশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা
৪২। „ পার্ব্বতীচরণ মিত্র দেববর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ
৪৩। „ হরিহর ঘোষ দেববর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
৪৪। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ যাঁহারা দয়া করিয়া আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার বিনিময়ে আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমরা ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করি উক্ত সকল পত্রিকা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মঙ্গল বিধান করিতে থাকুন।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১। আনন্দবাজার পত্রিকা
২। নববঙ্গ
৩। নীহার
৪। জাগরণ
৫। সঞ্জয়

মাসিক পত্রিকা।

১। ব্রহ্মবিদ্যা
২। নব্যভারত
৩। গৃহস্থ
৪। পল্লীচিত্র
৫। সাহিত্য সমাজ
৬। বীরভূমি। কয়েকমাস পাই নাই
৭। বিজয়া ঐ
৮। প্রজাপতি
৯। হিন্দুপত্রিকা
১০। হিন্দুসখা
১১। শক্তিকণা। কয়েকমাস পাইতেছি না
১২। কৃষিসম্পদ
১৩। কোহিনুর কয়েকমাস পাইতেছি না
১৪। কায়স্থপত্রিকা
১৫। তিলিবান্ধব
১৬। উপাসনা। কয়েকমাস পাইতেছি না
১৭। সম্মিলনী।

সম্পাদক।